নিউ ইয়র্ক টাইমস বেস্টসেলার

এক্সক্যাভেশন

জেমস রোলিন্স

অনুবাদ
মাদিহা মৌ
রাফায়েত রহমান রাতুল

আন্দিজের চূড়ায় প্রায় পাঁচশো বছরের পুরোনো এমন একটা মমি খুঁজে পেয়েছেন ড. হেনরি কঙ্কলিন, যার কোনভাবেই সেখানে থাকার কথা নয়। মমির সাথে এমন আরো অনেক কিছুই আছে– যা খুব বিস্ময়কর।

অন্যদিকে, হেনরির ভাতিজা স্যাম, দক্ষিণের আমেরিকার জঙ্গলের গভীরে দুই উচ্চ চূড়ার মাঝে অদ্ভুত এক জায়গায় গিয়ে পৌছেছে। জায়গাটা হাজার হাজার বছর ধরে লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল। সেই সাথে স্যাম আর তার দল জড়িয়ে পড়েছে পৌরাণিক তিনটি রহস্যময় দুনিয়ার মাঝে।

অসতর্ক ও অসাবধানীদের জন্য সুচতুর কিছু ফাঁদ বিছিয়ে রাখা হয়েছে। সেই ফাঁদের ওপাশে পড়ে আছে অকল্পনীয় পরিমাণ সম্পদ। সেই সম্পদ কেবল তারাই পাবে যারা অজানা বিপদের মুখোমুখি হতে ভয় পায় না।

কিন্তু এই বিপজ্জনক যাত্রাটা গিয়ে শেষ হয় কোথায়?

জঙ্গলঘেরা, শীতল শ্বাসরুদ্ধকর কোন গোরস্থানের মধ্যে গিয়ে?

নাকি অন্য কিছু অপেক্ষা করছে স্যাম কঙ্কলিন ও তার অনুসন্ধানী বন্ধুদের জন্য?

ISBN 978 984 92380 3 4

9 789849 238034

এক্সক্যাভেশন

জেমস রোলিন্স

অনুবাদ

মাদিহা মৌ

রাফায়েত রহমান রাতুল

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

রোদেলা

এক্সক্যাভেশন
জেমস রোলিন্স
অনুবাদ : মাদিহা মৌ
রাফায়েত রহমান রাতুল

© লেখক

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা-২০১৭

রোদেলা ৪৩৮

প্রকাশক
রিয়াজ খান
রোদেলা প্রকাশনী
রুমি মার্কেট (২য় তলা) ৬৮-৬৯, প্যারিদাস রোড
(বাংলাবাজার), ঢাকা-১১০০
সেল : ০১৭১১৭৮৯১২৫

প্রচ্ছদ
মূল বইয়ের প্রচ্ছদ অবলম্বনে অনন্ত আকাশ

অনলাইন পরিবেশক
http://rokomari.com/rodela

মেকআপ
ঈশিন কম্পিউটার
৩৪, (বাংলাবাজার), ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
আল-কাদের অফসেট প্রিন্টার্স
৫৭, ঋষিকেশ দাস লেন; ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৪৮০.০০ টাকা মাত্র

EXCAVATION By James Rollins
Translated by Madiha Mow & Rafayet Rahman Ratul
First Published *Book Fair 2017*
Published by Riaz Khan, Rodela Prokashani
68-69, (Paridas Road (Banglabazar), Dhaka-1100.
E-mail: rodela.prokashani@gmail.com
Web. wwWrodelaprokashani.com

Price Tk. 480.00 OnLy US $ 15.00
ISBN 978-984-92380-3-4 Code : 438

অনুবাদকের উ ৎ স র্গ

বাধা-বিপত্তিকে এড়িয়ে কাজটা করার অনুপ্রেরণা পেয়েছি
এক লড়াকু ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে।
আমাদের দুজনেরই প্রিয় ব্যক্তিত্ব–
বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক, নড়াইল এক্সপ্রেস–
*মাশরাফি বিন মর্তুজা*কে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার বন্ধু এবং সহকর্মীদের অকৃত্রিম সহযোগিতা ছাড়া এই উপন্যাসটি কখনোই লেখা সম্ভব হত না। সর্বপ্রথমেই, আমি কৃতজ্ঞতা জানাব আমার সম্পাদক লিসা কুশ এবং আমার সাহিত্যের এজেন্ট পেশা রুবিনস্টাইনকে। তাদের সংকল্প, দক্ষতা ও শ্রমের কারণেই আজকের এই গল্পটি তৈরি হয়েছে। তবে ইনিয়ার অসন, ক্রিস ক্রো, মাইকেল গ্যালোগ্লাস, লি গ্যারেট, ডেনিস গ্রেয়সন, ডেবরা নেলসন, ডেভ মিক, ক্রিস স্মিথ, জ্যান ও'রিভা, জুডি ও স্টিভ প্রে এবং ক্যারোলিন উইলিয়ামস-দের কৃতজ্ঞতা না স্বীকার করলে তা অন্যায়ই হবে। ওরাই আমাকে গল্পটির প্রথম খসড়ার পর খুঁটিনাটি ধরে আমাকে সহযোগিতা করেছে এবং আন্তরিক ধন্যবাদ জানাব ক্যারোলাইন ম্যাকক্রে এবং জন ক্রেমেন্সকে–যারা আমাকে বিগত বছরে সুখ-দুঃখে সবসময় আমার পাশে থেকেছে।

টেকনিক্যাল সহযোগিতার জন্য পেরুভিয়ান ইতিহাসে অগাধ জ্ঞান রাখা ফ্র্যাংক ম্যালারেট এবং ল্যাটিন শব্দের অনুবাদের জন্য অ্যান্ডি আর্থারের সহযোগিতাকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। সেই সাথে, আমি ডঃ *এরিক ড্রেক্সলারকে* ধন্যবাদ জানাচ্ছি। উনার বই ***ইঞ্জিনস অফ ক্রিয়েশন*** থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই এই কাহিনির বিজ্ঞানের অংশটুকুর সৃষ্টি হয়েছে।

অনুবাদকদ্বয়ের বক্তব্য

প্রথম কাজ হিসেবেই জেমস রোলিন্সের উপন্যাসে হাত দেওয়া! মোটেই সহজ কাজ না। বিশেষ করে, জেমস রোলিন্সের লেখার আলাদা ধরণটার জন্যই। তবে, এই ক্ষেত্রে-গল্পটাই আমাদেরকে সাহায্য করেছে এগিয়ে নিতে।

তারপরও বাঁধা কম আসেনি কাজে। আমাদের দুজনকেই প্রযুক্তির সাথে লড়াই করে এগুতে হয়েছে। প্রথমে একজনের ল্যাপটপ নষ্ট হল। কাজ করার জন্য বেছে নিতে হয়েছে মোবাইল-সেই মোবাইলও একসময় শুধুই হ্যাং। কাজ করতে নিলেই মোবাইল আটকে যায়। অন্যজনের প্রথমে নষ্ট হল মাদারবোর্ড। এরপর গেল মনিটর। উপায় না পেয়ে বন্ধু ইমনের মনিটর ধার করে এনে কাজ সম্পন্ন করতে হয়েছে। আর সেই সাথে-আমাদের দুই অনুবাদকের মতের অমিল তো আছেই। এইসবে দুজনেরই বেশ কয়েকবার মনে হয়েছে যে 'করবই না আর কাজটা!'

তবে, কাজ সম্পন্ন হওয়ার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা রিয়াজ ভাইয়ার প্রতি। উনি শুধু আমাদের উপর বিশ্বাসই রাখেননি, আমাদেরকে সাহায্যও করে গেছেন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

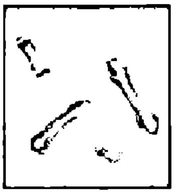

সূর্যোদয়
আন্দিজ পর্বতমালা
পেরু, ১৫৩৮

পালাবার কোন পথ নেই।

ফ্রান্সিসকো ডি আলমাগ্রো, কুয়াশাচ্ছন্ন জঙ্গলটার মাঝে বিপদে পড়েছে। পেছনে লেগে থাকা শিকারিদের হাত থেকে বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়েছে সে। সরুপথটা বেয়ে এগুতে গিয়ে শ্বাস ধরে গেছে। জামার হাতাটা দিয়ে কপালের ঘাম মুছে নিচ্ছে। রেশমি কালো পশমের লম্বা ঢিলা রোবটা এখনো তার পরনে। কিন্তু এটা ছেঁড়া এবং এতে অনেক দাগ লেগে আছে। ইনকা অপহরণকারীরা তার পোশাক আর ক্রুশ ছাড়া অন্য সব কিছু কেড়ে নিয়েছে। উপজাতীয় ওঝা অপরিচিত দেবতার কাছে অপমানিত হওয়ার ভয়ে অন্যদেরকে সতর্ক করে দিয়েছে, যেন এই 'বিদেশী' দেবতার অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বস্তুগুলোকে তাদের কেউ স্পর্শ না করে।

ঘন মেঘাচ্ছন্ন আন্দিজ পর্বতের উপরের দিকে উঠতে এই পোশাকটা তার সমস্যা সৃষ্টি করছিল, তবুও এই তরুণ খ্রিস্টান যাজক তার পোশাক ফেলে দিতে রাজি না। ফ্রান্সিসকোকে নিযুক্ত করার সময় স্বয়ং পোপ ক্লেমেন্ট আশীর্বাদ করেছিল এই পোশাকটাকে। খুলে ফেললে সে আর এটার অংশ হয়ে থাকতে পারবে না। কিন্তু তার মানে এই না যে, নিজের সংকটজনক অবস্থাকে কাটানোর জন্য এটাকে সে বদলাতে পারবে না।

পোশাকের এক পাশে ধরে উরুর দিকের একটা অংশ ছিঁড়ে নিলো সে।

তার পা দুটো মুক্ত হতেই অনুসরণের শব্দ শুনতে পেল ফ্রান্সিসকো। ইতিমধ্যেই ইনকা শিকারিদের চিৎকার ক্রমশ বাড়তে শুরু করেছে। চিৎকারগুলো তার পেছনের পর্বতের দেয়ালে বাধা পেয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এমনকী জঙ্গলের বানরগুলোর বিরক্তিকর চিৎকার চেঁচামেচিও তার বন্দীকারীদের চিৎকারকে আড়াল করতে পারছে না। কিছু সময়ের মাঝেই তারা তার উপর চড়াও হবে।

এই তরুণ যাজকের কাছে একটা আশাই রয়েছে মুক্তির। কেবল তার জন্যই না, পুরো বিশ্বের জন্যই।

পোশাকের ছেঁড়া টুকরোটায় চুমু খেয়ে, আঙুলের ফাঁক দিয়ে ফেলে দিল। তাড়াতাড়ি করতে হবে তাকে।

দ্রুত সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে হৃৎস্পন্দন বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল, দৃষ্টি কালো হয়ে গেল তার। ফ্রান্সিসকো জঙ্গলের একটা চারা গাছের গুড়ি আঁকড়ে

ধরলো, পড়ে না যাওয়ার জন্য সংগ্রাম করছে রীতিমত। স্বল্প বাতাসে হাঁসফাঁস করছে। দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গের নাচন দেখছে। আন্দিজ পর্বতমালার উপরে বাতাসটা তার ফুসফুসকে সন্তুষ্ট করতে পারছে না। বারবার তাকে জোর করছে থেমে যাওয়ার জন্য। কিন্তু এই শ্বাসকষ্ট থামাতে পারবে না তাকে।

গাছটায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে নীচের আগুয়ান দলটাকে দেখে নিলো ফ্রান্সিসকো। হোঁচট খেতে খেতে আবার যাত্রা শুরু করেছে। উচ্চতার কারণে দৌড়ানোতে কোন ছন্দ নেই। ভোরে পূর্বনির্ধারিত সময়ে তার প্রাণদণ্ডের আগে, প্রথাগত রক্তক্ষরণ সহ্য করতে হয়েছে তাকে। জোর করে এক তিক্ত ওষুধ *চিচা (Chicha)* পান করানো হয়েছে। গাঁজন প্রক্রিয়ায় তৈরিকৃত ঐ পানীয়টি দ্রুতই প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। পান করার পর থেকেই ভূমিকে কাঁপা কাঁপা লাগছে তার। বন্দীকারীদের হাত থেকে পালিয়ে আসার পর এখন ওষুধের প্রভাবটা আরো তীব্র হচ্ছে।

দৌড়ে যাওয়ার সময়, জঙ্গলটা বিভিন্ন ভাবে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে তাকে। পথটাকে প্রথমবার দেখে মনে হল একটু ঢালু, তারপরই আবার অন্যরকম। কান উচ্চ গর্জনে ভরে উঠতেই হৃৎপিণ্ড যেন গলায় এসে ঠেকলো তার। এমনকী এই গর্জন তার পিছনে দৌড়ে আসাদের চিৎকারকেও আড়াল করে ফেলছে। হোঁচট খেয়ে থামতে গিয়ে ডিগবাজি খেয়ে খাড়া বাঁধের কিনার দিয়ে পড়েই যেতে নিয়েছিল ফ্রান্সিসকো। তখনই বজ্রধ্বনি সদৃশ গর্জনের উৎস আবিষ্কার করলো। অনেক নিচে, কালো পাথরে ফেনা তোলা সাদা পানির ঢেউয়ের আঘাতেই এই শব্দটা হচ্ছে।

তার মনের একটা অংশ বলছিল, এটা সম্ভবত পরাক্রমশালী ইউরাবাম্বা নদীকে খাদ্যের যোগান দেওয়া অনেকগুলো উপনদীর একটি। কিন্তু সঠিক ভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছে কিনা সেটা নিশ্চিত হতে পারছে না। বুকটা হতাশায় ভরে উঠলো তার, হৃদয়ে মোচড় দিয়ে উঠেছে। তার এবং তার লক্ষ্যের মধ্যেকার জায়গাটায় রয়েছে এই গভীর খাদটা। উর্ধ্বশ্বাস নিতে নিতে, ফ্রান্সিসকো তার ছড়ে যাওয়া হাঁটুর উপর হাত দুটোকে ঠেস দিল। তখনই ঘাসে বোনা একটা সরু সেতুটা চোখে পড়লো তার। এটা খাদটাকে ডানদিক দিয়ে একত্র করেছে।

'ঈশ্বরের অশেষ কৃপা!' পর্তুগিজ ভাষায় তার সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানালো। স্পেনে প্রতিজ্ঞা নেওয়ার পর থেকে কখনো নিজের মাতৃভাষায় কথা বলেনি সে। এই এখনই, গাল বেয়ে হতাশা ও ভয় মিশ্রিত অশ্রু ঝরাতে ঝরাতে–তার শৈশবের ভাষাতেই ফিরে গেল সে।

হাতের উপর ভর করে কাটা ইচু ঘাসের উপর আসলো সে। নীচের নদীটার প্রশস্ততার সমান লম্বা পুরু দড়ি দিয়ে সেতুটা তৈরি করা হয়েছে। এর দুই পাশে এরকমই আরো দুইটা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। সাম্যাবস্থার জন্য। অন্য কোন সময় হলে এই সেতুটির নির্মাণশৈলী দেখে মুগ্ধই হত সে। কিন্তু এখন তার সকল চিন্তা মুক্তি পাওয়া নিয়ে। নিজের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য এক পায়ের পর আরেক পা রেখে এগুচ্ছে সে।

BanglaBook.org

তার সমস্ত আশা এখন নির্ভর করছে পরবর্তী শীর্ষের বেদিটাতে পৌছানোর উপর। এই অঞ্চলটায় অনেক পর্বতমালা রয়েছে, কিন্তু ইনকারা এই জঙ্গল-ঘেরা কুণ্ডলীটাকেই সম্মান ও উপাসনা করে। লক্ষ্যে পৌছাতে হলে ফ্রান্সিসকোকে প্রথমে খাদটা পেরুতে হবে, তারপর আরোহণ করতে হবে এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে খাড়া উঁচু পাহাড়ের উপরে থাকা ঐ মেঘের বনে।

এর জন্য কি পর্যাপ্ত সময়টুকু পাবে সে?

আবারো পেছন থেকে ধেয়ে আসা শব্দটা শোনার জন্য ঘুরলো ফ্রান্সিসকো। নিচের নদীর বয়ে যাওয়ার শব্দটা ছাড়া কোন শব্দই শুনতে পাচ্ছে না। শিকারিরা তার থেকে কতটা পিছনে পড়ে রয়েছে তা তার ধারণায় নেই। তবে এটা আন্দাজ করতে পারছে যে, খুব দ্রুতই দূরত্বটা কমিয়ে ফেলবে তারা। অপেক্ষা করার বা নিচে পতনের হাত থেকে বাঁচার জন্য জড়সড় হয়ে বসে থাকার মত কোন সাহস পাচ্ছে না সে।

ঘামে ভেজা হাতটা হোঁচট খেয়ে ছড়ে যাওয়া হাঁটুর উপর রেখে অন্য হাত দিয়ে সেতুটাকে সাম্যাবস্থায় রাখা দড়ি দুটোর একটাকে আগলে ধরলো ফ্রান্সিসকো। এক মুহূর্তের জন্য চোখটা বন্ধ করে, অন্য দড়িটাও আঁকড়ে ধরলো সে। ঈশ্বরের প্রার্থনা করতে করতে খাদের সেতুর উপর পা রেখে যাত্রা শুরু করলো ফ্রান্সিসকো। নিচে তাকানোর বদলে চোখ দুটোকে স্থির রাখলো সেতুর শেষ প্রান্তটার উপর।

মনে হচ্ছে যেন অনন্তকাল ধরে পথটা চলছে সে। অবশেষে, বাঁ পায়ের নিচে পাথরের স্পর্শ অনুভব করতে পারলো ফ্রান্সিসকো। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তাড়াতাড়ি সেতুটা থেকে শক্ত পাথরের উপর নেমে এলো ফ্রান্সিসকো। প্রায় হাঁটু গেড়েই বসে পড়েছে, আবারো এই পৃথিবীকে চুমো খেয়ে আশীর্বাদ করার জন্য উদ্যত হচ্ছিল সে, কিন্তু তীক্ষ্ণ গলায় পিছন থেকে কেউ ডেকে উঠলো তার উদ্দেশ্যে। একটা বর্শা উড়ে এসে মাটিতে গেঁথে গেছে। তার পায়ের ঠিক কাছেই। জোরে ছোঁড়ায় বল্লমের উপরের দিকটা কাঁপছে।

ফ্রান্সিসকো চমকে যাওয়া খরগোশের মত জমে গেছে। তখনই আরো একটা উদ্যত চিৎকার শুনতে পেল। তাকিয়ে দেখল, একজন শিকারি দূরের দিকটায় দাঁড়িয়ে আছে। খাদের এপাশ-ওপাশ থেকে একে-অপরের সাথে দৃষ্টি বিনিময় হচ্ছে তাদের মাঝে।

শিকারি ও শিকার।

আকাশী-নীল ও লাল পাগড়ী পড়া লোকটা তার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসছে। একটা পুরু স্বর্ণের চেইন পড়ে আছে সে। অন্তত, ফ্রান্সিসকো প্রার্থনা করছে স্বর্ণেরই যেন হয় এটা।

কোন দ্বিধা না করে ফ্রান্সিসকো তার সাথে থাকা রুপার চাকুটা বের করে আনলো। পালাতে এটা দরকার লাগতে পেরে ভেবে ওঝার কাছ থেকে চাকুটা চুরি করেছিল। এখন এটারই দরকার পড়েছে। সেতুর ভারসাম্য রক্ষাকারী দড়ি গুলোর একটা খাবলে ধরলো সে। সেতুর পাটাতনের দড়িটা আলগা করার মত সময় তার হবে না। কিন্তু যদি পাশের দুটো দড়ি কেটে দিতে পারে, তাহলে

BanglaBook.org

অনুসরণকারীদের সেতু অতিক্রম করাটা কষ্টকর হবে। এটা তাদের থামাতে পারবে না ঠিকই, কিন্তু সে কিছুটা সময় পাবে এতে।

শুকনো ঘাসের দড়িটা কাটার সময় কাঁধ দিয়ে নিজেকে আড়াল করে নিলো। দড়িগুলোকে মনে হচ্ছে যেন লোহার তৈরি। ঐপাশ থেকে বর্বর লোকগুলো তাকে ডাকছে, কী কী যেন সব বলছে। ভাষা অপরিচিত থাকায়, একটা শব্দও সে বুঝতে পারছে না সে। তবে, তাকে যে শাসানো হচ্ছে – এটা বুঝতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

ভয়টাই তাকে নতুন করে শক্তি যোগাচ্ছে। কর্দমাক্ত মুখটার উপর দিয়ে অনবরত গরম অশ্রুর জল পড়ছে। এই অবস্থাতেই দড়িটা কেটে যাচ্ছে। হঠাৎ করেই চাকুর নিচে থাকা দড়িটা হাত থেকে ছুটে গিয়ে গালে এসে আঘাত করলো। সাথে সাথেই গালে হাত চলে গেল তার। রক্ত বের হচ্ছে। কিন্তু সে কোন ব্যথাই অনুভব করছে না।

দ্বিগুণ উদ্যমে দ্বিতীয় দড়িটা কাটার জন্য উদ্যত হল ফ্রান্সিসকো। একটা বর্শা উড়ে এসে লাগলো পাথরে। পাথরে ধাক্কা খেয়ে খাদের নিচে পড়ে গেছে বর্শাটা। আরেকটা আসলো আবার। এসে গাঁথলো ঠিক তার পায়ের কাছেই। ফ্রান্সিসকো নিক্ষেপকারীদের দিকে তাকালো। চারজন শিকারি খাদের অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নতুন আসা শিকারিটা চতুর্থ বর্শা নিক্ষেপ করতে যাচ্ছে, যেখানে প্রথম শিকারি তৈরি হচ্ছে তীর দিয়ে ঘায়েল করার জন্য। সময় প্রায় শেষের পথে। ফ্রান্সিসকো সেতুর অক্ষত দড়িটার দিকে তাকালো। এখানে আর কিছুক্ষণ থাকা মানে নিজের মৃত্যু নিজে ডেকে আনা। একটা দড়ি কাটলেই শিকারিদের গতি কিছুটা হলেও শ্লথ হবে।

এই ভেবে ঘুরে দ্রুতগতিতে জঙ্গলের দিকে ছুটলো। খাড়া পথটা বেয়ে উঠতে উঠতে পায়ে ও বুকে টান পড়ে গেছে তার। এখানের জঙ্গলটার ঘনত্ব একটু কম। যতই সামনের দিকে এগুচ্ছে, জঙ্গলটা ততই পাতলা হচ্ছে। জঙ্গলটা পাতলা হওয়ায় খুশির বদলে শঙ্কিতই হচ্ছে সে। পিছন থেকে এখনই পিঠে তীর এসে লাগবে – এই ভয় নিয়েই প্রতিটা পদক্ষেপ ফেলছে।

প্রায় এসেই গেছি... ঈশ্বর! এখন আমার থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ো না!

সামনের দিকে না তাকিয়ে, পায়ের নিচের ভূমিটা দেখে দেখেই এগুচ্ছে সে। এক পায়ের পর আরেক পা ফেলতে বেশ কষ্টই করতে হচ্ছে তাকে। হঠাৎই চারদিক আলোকিত হতে শুরু করেছে। ঈশ্বর তাহলে তার কথা শুনেছে। আপন মহিমায় জঙ্গলের গাছগুলোকে ভেদ করে আলো ফেলে তাকে সাহায্য করেছে যেন। এই সংকটাপন্ন অবস্থায়ও মাথা তুলে উপরের দিকে তাকালো ফ্রান্সিসকো। এই মুহূর্তে এইরকম হালকা অমনোযোগও বেশ বিপজ্জনক। প্রতিটা পদক্ষেপ ফেলার সাথে সাথে জঙ্গলটাকেও একটু একটু করে পেছনে ফেলে আসছে সে। ভোরের সদ্য উদিত সূর্যটা আস্তে আস্তে দ্যুতি ছড়াতে শুরু করেছে। আলোক রশ্মিটা এর অনুর্বর শিখরে লাল-কালো পাথর গুলোর উপর পড়ে আগুনের মত জ্বলজ্বল করছে যেন।

BanglaBook.org

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার মত শক্তিটুকুও আর অবশিষ্ট নেই তার। গাছের শাখা-প্রশাখাগুলো হাত-পা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে চূড়ায় আরোহণ করছে সে। পবিত্র বেদিটা সেখানেই থাকার কথা।

কাঁদছে সে, কিন্তু নিজের কান্না নিজেই টের পাচ্ছে না। বাকি পথটুকু হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে পাথরের ফলকটার কাছে পৌঁছুলো। পাথরের বেদীটার কাছে এসে পায়ের পাতার উপর ভর করে স্বর্গের দিকে তাকালো। চিৎকার করে ডাক ছাড়লো। কোন প্রার্থনা নয়। শুধু এটা জানান দিতে চায় যে, সে এখনও বেঁচে আছে। তার গলার শব্দটা সবাইকেই শোনাতে চায়।

তার ডাকে সাড়া মিলল। নিচ থেকে আসা শিকারি দলের তীক্ষ্ণ চীৎকার শুনতে পেল সে। খাদটা পেরিয়ে, নতুন উদ্যমে আবার অনুসরণ শুরু করেছে তারা।

নীল আকাশের দিকে থেকে দৃষ্টি ফেরালো ফ্রান্সিসকো। চারপাশের দিগন্ত জুড়ে বিস্তৃত আন্দিজের অসংখ্য চূড়া দেখতে পাচ্ছে। কিছু কিছু বরফে আবৃত, তবে বেশির ভাগই এখন যে বেদিটার উপর দাঁড়িয়ে আছে সেটার মতই অনুর্বর। এক মুহূর্তের জন্য ফ্রান্সিসকো বুঝতে পারছে যে ইনকারা কেন এই সুউচ্চ পর্বতমালাগুলোর উপাসনা করে। এখানের মেঘ ও আকাশ দুটোই ঈশ্বরের খুব কাছাকাছি। অমরত্ব ও অনন্তকালের ধারণাটা হঠাৎ করেই গভীর নীরবতার ঘোষণা করলো যেন। এমনকী শিকারিরা পর্যন্ত শান্ত হয়ে গেছে। হতে পারে পর্বতটার উপর সম্মান করে অথবা অপ্রস্তুত অবস্থায় শিকারকে আঘাত হানার ইচ্ছায় চুপ করে গেছে তারা।

ফ্রান্সিসকো এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, এসবও ভাবতে পারছে না।

একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে একই রকমের সমউচ্চতার অন্য পর্বতচূড়াটার দিকে। নিচে পশ্চিম দিকটায় ধূমায়িত দুটি পর্বত দেখা যাচ্ছে। কলডেরা আগ্নেয়গিরি! গিরির মুখ দুটো একই দৃষ্টিতে ভোরের আকাশটার দিকে তাকিয়ে আছে। এখান থেকে ওগুলোকে মনে হচ্ছে জ্বলন্ত-অভিশপ্ত এক জোড়া চোখ।

সেগুলোর দিকে তাকিয়ে থুথু ফেলল ফ্রান্সিসকো। মুষ্টিবদ্ধ হাতের বুড়ো আঙুল উঁচিয়ে অশুভ শক্তির দিকে খোঁচা দিচ্ছে যেন।

ফ্রান্সিসকো জানে ঐ উত্তপ্ত উপত্যকাগুলোতে কী রয়েছে। পর্বতের চূড়া থেকে যমজ আগ্নেয়গিরিটির নামকরণ করলো, '*ওজস এল ডি ডায়াবলো*!' বিড়বিড় করে বললো,... *শয়তানের চোখ...*

দৃশ্যটায় কেঁপে উঠেছে সে। চোখ সরিয়ে ফেলেছে আগ্নেয়গিরির উপর থেকে। ঐ চোখগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে তার যে কাজটা করা উচিৎ সেটা করতে পারবে না। মুখ ঘুরিয়ে পুবের উদীয়মান সূর্যের দিকে তাকালো।

আলোক রশ্মিটার দিকে মুখ করে হাঁটু গেড়ে বসলো ফ্রান্সিসকো। পোশাকের ভিতর থেকে ক্রুশটা বের করে এনেছে সে। ক্রুশটা আগে তার গলায় ঝুলানো ছিল। ধাতব বস্তুটিকে কপালে স্পর্শ করছে সে। নিখাদ স্বর্ণ। এই ধন-সম্পদের উচ্চাশার কারণেই বিদেশী জঙ্গল গুলোতে গিয়ে বিপদে পড়তে হয় স্পেনিয়ার্ডদের। তাদের এই লোভ-লালসাই তাদেরকে ধ্বংস করে ছাড়বে একদিন।

BanglaBook.org

ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মূর্তিটায় চুমু খাচ্ছে ফ্রান্সিসকো। এটার জন্যই সে এখান পর্যন্ত এসেছে। বর্বর এই জাতিটার মাঝে ঈশ্বরের বাণীগুলো পৌঁছে দিতে। এখন এই ক্রুশটাই পুরো বিশ্বের একমাত্র ভরসা। সতর্কতার সাথে তার নরম আঙুল দিয়ে নকশাকাটা ক্রুশটার স্বর্ণের উপর বুলিয়ে নিচ্ছে।

এটা আমাদের সকলকে রক্ষা করুক, নীরবে প্রার্থনা করছে ফ্রান্সিসকো। প্রার্থনা শেষে ক্রুশটাকে আবার পোশাকের ভিতর হৃদয়ের একদম কাছাকাছি রেখে দিলো।

আবারও ভোরের সূর্যটার দিকে চোখ ফেললো ফ্রান্সিসকো। তাকে এটা নিশ্চিত হতে হবে যে, এই ক্রুশটা যেন কোনভাবেই ইনকাদের হাতে না পড়ে। যদিও সে ইনকাদের পবিত্র জায়গা পর্বতচূড়ার বেদীতে রয়েছে–তবুও ক্রুশটার নিরাপত্তার জন্য এখনও একটা কাজ করা বাকী আছে তার।

আবারও ওঝার সেই রুপার চাকুটা বের করে আনলো সে।

এই মুহূর্তে করতে যাওয়া পাপ কর্মটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছে। তার আত্মা নরকে যাক বা না যাক—তার কাছে এছাড়া আর কোন উপায়ও নেই। কাঁদতে কাঁদতে চাকুটা ঢুকিয়ে দিল নিজের গলার ভেতর। ব্যথার তীব্রতায় হাত থেকে পড়ে গেছে চাকুটা। সেও ঢলে পড়েছে। কাটা গলা থেকে গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে। কালো পাথরগুলোর উপর দিয়ে নিচে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত।

ভোরের আলোতে কালো পাথরের সাথে লাল রক্ত মিশে জ্বলজ্বল করছে। ইনকাদের পবিত্র বেদীর উপর তার রক্ত স্বর্ণের মত ঝিকমিক করছে–মৃত্যুর আগে এটাই ছিল তার দেখা শেষ দৃশ্য।

BanglaBook.org

প্রথম দিন
ধ্বংসাবশেষসমূহ

সোমবার, ২০ আগস্ট, সকাল ১১:৫২
জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটি
বাল্টিমোর, মেরিল্যান্ড।

হিমায়িত সম্পদ রাখা বাক্সটা থেকে শেষে স্তরের আবরণগুলো সরাতে গিয়ে আঙুল কাঁপছে প্রফেসর হেনরি কঙ্কলিনের। শ্বাস আটকে রেখেছে সে। আন্দিজ থেকে তিনহাজার মাইল পথের যাত্রা মমিটা কিভাবে ভ্রমণ করবে? পেরু থেকে বাল্টিমোরে আসার আগে পচন না ধরার জন্য শুষ্ক বরফে ভরা বাক্সে বেশ সতর্কতার সাথেই দেহাবশেষটাকে মোড়াকাবৃত করে নিয়েছিল সে। কিন্তু, এত লম্বা পথ অতিক্রম করার সময় যে-কোন কিছুই ঘটতে পারে।

হেনরি তার কালোচুলো মাথাটায় হাত বুলাচ্ছে। যদিও গতবছর বয়স ষাট পূর্ণ হওয়ার পর থেকে চুলগুলোর বেশির ভাগই ধূসর হতে শুরু করেছে। প্রার্থনা করছে, গত তিনদশকের গবেষণা ও পরিশ্রমের ফলটা এবার যেন পায়। তার আর দ্বিতীয় কোন সুযোগও নেই। অনুদান থেকে পাওয়া অর্থের পুরোটাই দক্ষিণ আমেরিকা থেকে মমিটাকে আনতেই খরচ হয়ে গিয়েছে। ইদানিং কালে অনুদানগুলো তার চেয়ে তরুণ ও নতুন গবেষকদেরকেই দেওয়া হচ্ছে। 'টেক্সাক্স এ অ্যান্ড এম'-এ সে এখন বিলুপ্ত প্রাপ্ত ডায়নোসরে পরিণত হয়েছে। যদিও সে সম্মানিত, কিন্তু এখন তাকে গুরুত্ব সহকারে নেওয়ার থেকে সম্মানটাই বেশি দেওয়া হয়।

তবে, আন্দিজ পর্বতের উপরে ইনকাদের গ্রাম ধ্বংসের ব্যাপারে তার নতুন আবিষ্কারটা সব পালটে দিতে পারে। বিশেষ করে তার বিতর্কিত মতবাদটাকে এখন প্রমাণ করা যাবে।

সতর্কতার সাথে প্যাঁচ থেকে কাপড়ের শেষ স্তরটা টেনে খুলছে প্রফেসর। শুষ্ক বরফ গলে যাওয়ায় বাক্সটা থেকে কুয়াশার মত ধোঁয়া বের হচ্ছে। মুহূর্তের মাঝেই দৃষ্টিটা কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে গেল। হাতে নেড়ে ধোঁয়া সরাতেই হাঁটু ভেঙে বুকের সাথে হাত জড়িয়ে ধরে থাকা বিকৃতি মূর্তিটা চোখে

BanglaBook.org

পড়লো তার। ঠিক যেন একটা ভ্রূনের মত দেখাচ্ছে মূর্তিটাকে। আরাপা পর্বতের চূড়ায় বরফাবৃত অবস্থায় যেভাবে পেয়েছিল এটাকে—এখনও ঠিক সেভাবেই রয়েছে।

তার আবিষ্কারটির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে হেনরি। একজোড়া খোলা ও ফাঁপা প্রাচীন অক্ষিকোটর তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে যেন। খুলিতে এখনও বিশ্রি রকমের ঢ্যাংগা কালো চুল লেগে রয়েছে। ঠোঁট শুষ্ক ও সংকুচিত হয়ে থাকায় হলুদ দাঁতগুলো উন্মুক্ত হয়ে আছে। কবরের ক্ষয়ে যাওয়া শালের অংশবিশেষ এখনো এটার গায়ে ঝুলছে। এটা এত ভালভাবে সংরক্ষিত ছিল যে, ছিন্নভিন্ন পোশাকের কালো রংটা এখনো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। গবেষণাগারের বিশেষ আলোর নিচে রংটা জ্বলজ্বল করছে।

'ওহ! ঈশ্বর!' তার কাঁধের কাছে থেকে কেউ বলে উঠলো, 'এটা তো একদম নিখুঁত!'

চমকে গিয়ে প্রায় লাফিয়েই উঠেছিল হেনরি। নিজের চিন্তায় এতটাই ডুবেছিল যে, ভুলেই গিয়েছিল কক্ষটায় আরো অনেকেই রয়েছে। পিছন ঘুরতেই ক্যামারের তীব্র ঝলকানোতে চোখে ধাঁধা লেগে গেছে তার। পিছনে থাকা *বাল্টিমোর হেরাল্ড*-এর সাংবাদিক তার মুখের উপর থেকে নিকন ক্যামেরা না সরিয়েই নতুন অবস্থানে সরে ছবি তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। নিখুঁতভাবে বেনুনী করা তার স্বর্ণালি চুলগুলো কানটাকে পাশ দিয়ে ঢেকে রেখেছে। আরো কিছু ছবি তুলতে তুলতে সে জানতে চাইলো, 'আপনার কী ধারণা প্রফেসর, বয়স কত হতে পারে এটার?'

আলোর ঝলকানিতে চোখ পিটপিট করছে হেনরির। একটু পিছিয়ে গিয়ে বাকিদের দেখার সুযোগ করে দিল। প্রয়োজনীয় উপকরণ হাতে দুইজন বিজ্ঞানী কাছে এগিয়ে আসছে।

'আমি... আমার ধারণা এটাকে মমিতে পরিণত করা হয়েছে ষোড়শ শতকে... চার-পাঁচশো বছর আগে।'

সাংবাদিক মেয়েটি ক্যামেরাটা একটু নীচু করে আনলো, কিন্তু সিটি স্ক্যান টেবিলের উপর থাকা মূর্তিটার উপর থেকে চোখ সরাচ্ছে না। বিতৃষ্ণায় তার ঠোঁটের উপরের অংশটা কুঞ্চিত হয়ে গেছে। 'না! আমি বলতে চাচ্ছি, মারা যাওয়ার সময় মমিকৃত লোকটার বয়স কত ছিল বলে আপনার ধারণা?'

'ওহ...!' চোখের উপর থেকে ওয়্যার-রিম চশমাটা নাকের ডগায় নামিয়ে আনলো হেনরি। 'বিশের কাছাকাছি হবে... আসলে এই অল্প পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সঠিক ভাবে বলা কঠিন।'

দুই ডাক্তারের একজন ঘুরে তাকালো তাদের দিকে। কালো চুলের অধিকারিণী এই মহিলার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। রেশমি কালো চুলগুলো তার পিঠের উপর হেলে আছে। এতক্ষণ মমিটির মাথা ও জিভ পরীক্ষা করে দেখছিল। তাদের দিকে ঘুরে বললো, 'মৃত্যুর সময় এটার বয়স ছিল বত্রিশ।'

BanglaBook.org

বক্তার নাম ড জোয়ান এঙ্গেল। জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটির ফরেনসিক প্যাথোলোজির প্রধান। হেনরির পুরোনো বন্ধুও। জোয়ানের উপস্থিতির কারণেই জন হপকিন্সে মমিটি নিয়ে এসেছে হেনরি। সে তার বিবৃতিটা ব্যাখ্যা করে বলছে। 'তার তৃতীয় পেষু দাঁতটা ভিতরের দিকে কিছুটা ঠাসা। কিন্তু দ্বিতীয়টি বেশ ক্ষয়ে গেছে। আবার, তৃতীয়টির এতটা ক্ষয় হয়নি। আমার অনুমানটা সঠিক হলে লোকটার বয়স ছিল বললে বত্রিশ। বড়জোর তিন বছরের কমবেশ হতে পারে। তবে সিটি স্ক্যানের ফলাফল থেকে বয়স সম্পর্কে আরো সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।'

বলার সময় তার শান্ত হাবভাবটা ধরে রাখতে পারছিলো না জোয়ান। কিন্তু কথা বলার সময়—ডাক্তারের ক্লান্ত চোখগুলোকেও বেশ উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। যদিও চোখের কোণটা হালকা কুঁচকে ছিল। মমিটির দিকে তাকিয়ে থাকার সময় তার চোখে কোন বিরক্তি বা বিতৃষ্ণার ছাপ ছিল না। এমনকী দস্তানা হাতে মমিটিকে পরীক্ষা করে দেখার সময়েও না। হেনরি তার উত্তেজনাটা অনুভব করতে পারছে। হেনরি তাকে সেই স্নাতকে পড়াশোনা করার সময় থেকেই চেনে। বিজ্ঞানের রহস্যগুলোর প্রতি জোয়ানের আগ্রহ আজও আগের মতই আছে দেখে মনে মনে আনন্দিত হচ্ছে হেনরি। জোয়ান মমিটি পরীক্ষা করার কাজে লেগে গেল। তবে হেনরির বক্তব্য ও বয়স সম্পর্কে যে ভুল ছিল—সেটা স্বীকার করার আগ পর্যন্ত না।

হেনরির গাল লাল হয়ে উঠছে। যতটা না লজ্জায় তার চেয়ে বেশি বিরক্তিতে। জোয়ানের জ্ঞানবুদ্ধি এখনো আগের মতই প্রখর ও ধারালোই আছে।

ঢোক গিলে নিজেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করছে সে। সাংবাদিকের দিকে ঘুরে জানালো, ' আশা করছি, আমি এটা প্রমাণ করতে পারবো যে, ইনকাদের অঞ্চল থেকে পাওয়া দেহাবশেষটা ইনকাদের না। পেরুভিয়ান ইনডিয়ান জাতির কারোও।'

'এর মাধ্যমে কী বুঝাতে চাচ্ছেন?'

'অনেক আগে থেকেই আমরা জানি যে, ইনকারা বেশ যুদ্ধপ্রিয় জাতি ছিল। প্রায়ই তারা প্রতিবেশী উপজাতি গুলোর উপর হামলা চালাতো। ভালোভাবে বললে, ধ্বংসই করে ফেলত। তাদেরকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে ঐসব অঞ্চলের উপরেই ইনকারা তাদের সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। মাচু-পিচু ও আন্দিজের উপরিভাগের ধ্বংস হওয়া নগরীগুলোর উপর গবেষণা করে মনে হয়েছে যে, নিম্নভূমির ইনকারা এই মেঘের শহরগুলো তৈরি করেনি। আগে থেকে বাস করা কোন জাতির থেকে কেড়ে নিয়েছিল। ইতিহাসের পাতা থেকে পাহাড়ের চূড়ায় তৈরি নগরীগুলোর নির্মাতা হিসেবে পূর্বপুরুষদের স্থান ছিনতাই করে নিয়েছিল তারা।' মূর্তিটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে হেনরি। 'আমার

BanglaBook.org

ধারণা এই মূর্তিটাই পারবে ইতিহাসের এই বিশাল বড় ভুলটাকে সংশোধন করতে।'

দুই ডাক্তার এসে সাংবাদিককে পিছনে সরিয়ে দেওয়ার আগে আর মাত্র একটি ছবিই তুলতে পারলো সে। ডাক্তাররা মমিটাকে আরো গভীরভাবে পরীক্ষা করায় ডুব দিয়েছে। 'আপনার কেন মনে হচ্ছে, এই মমিটিই আপনার মতবাদকে প্রমাণ করতে পারবে?' সে জানতে চাইলো।

'যে সমাধিতে আমরা এটাকে পেয়েছি, সেটা ইনকাদের ধ্বংস হওয়ার একশো বছরেরও বেশি সময় আগের। এটা ধারণা দেয় যে, পাহাড়ের উপরের ঐ দুর্গগুলো কোন সত্যিকারের নির্মাতার হাতেই তৈরি। তার উপর মমিটির মাথা ঐ অঞ্চলের ইনকাদের মাথার চেয়ে হালকা লম্বাটে। এমনকী মুখাবরণও আলাদা। আমি মমিটি এখানে এনেছি এটা ইনকাদের কারো নয় সেটা প্রমাণ করার জন্যই। এটা ঐ ব্যতিক্রমী শহরগুলোর সত্যিকারের স্থপতিদের কারোরই হবে। এখানে যদি জন্মসন নির্ধারণ করার কোন ব্যবস্থা থাকতো, তাহলে এটা বলতে...'

'প্রফেসর কঙ্কলিন!' জোয়ান আবারো তাদের কথার মাঝে বাঁধা দিল। 'তুমি এটা দেখতে চাইতে পারো।'

একপাশে সরে গিয়ে হেনরিকে দেখার জন্য জায়গা করে দিল সাংবাদিক। তার মুখের অর্ধেকটা এখনো তার নিকন ক্যামেরায় ঢেকে আছে। দুই গবেষককে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে সামনে এগিয়ে গেল হেনরি। তারা মমিটির ধড় ও উদর পরীক্ষা করছিল। বড় বড় চোখ ও ঝরঝরে চুলের এক যুবক মমিটির উপর ঝুঁকে আছে। এঙ্গেলের সহকারী সে। মূর্তিটার ঘাড়ে প্যাঁচিয়ে থাকা লম্বা তন্তুটি সতর্কতার সাথে টেনে আলাদা করছে সে।

জোয়ান সেটার দিকে তাক করে বলল, 'তার গলা কাটা হয়েছিল।' চামড়ার আবরণ সরিয়ে নিচে থাকা হাড়গুলোকে সামনে বের করে আনলো সে। 'নিশ্চিত ভাবে কিছু বলার জন্য আমার মাইক্রোস্কোপ দিয়ে পরীক্ষা করতে হবে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আঘাতটা মৃত্যুর আগেই করা হয়েছিল।' হেনরি ও সাংবাদিকের দিকে তাকিয়ে আছে সে। '*মৃত্যুর আগেই....*' নিশ্চিত ভাবেই বলছে সে। 'খুব সম্ভবত মৃত্যুর কারণও এটাই।'

হেনরি মাথা ঝাঁকালো, 'রক্তপ্রথার অনুরাগী ছিল ইনকারা। তাদের প্রথার বেশির ভাগই শিরোচ্ছেদ ও মানুষ বলি দেওয়ার সাথে জড়িয়ে ছিল।'

ডাক্তারের সহযোগী ক্ষতটা পরীক্ষা করে দেখছিল। ক্ষত থেকে তন্তুটা বের করে আনতেই কিছুটা থমকে গেছে সে। তার পরামর্শদাতার দিকে ঘুরলো। 'আমার মনেহয় কোন ধরনের গলার হার এটা,' বিড়বিড় করে বলে হারটায় টান দিলো সে। টানের শক্তিটা বাড়াতেই পোশাকের নিচে থাকা কিছু একটা নড়ে উঠেছে।

BanglaBook.org

হেনরির দিকে তাকালো জোয়ান। নীরবে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি চাচ্ছে যেন।

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল হেনরি।

সহযোগী ডাক্তার পোশাকের আড়াল থেকে আস্তে আস্তে হারটা টেনে বের করে আনার কাজটা সারছে।

যেটাই ঝুলে থাকুক না কেন, সেটা খুবই শক্তভাবে সেঁটে গেছে এই জরাজীর্ণ পোশাকটার সাথে।

হঠাৎ করেই তাদের সবার দেখার সুবিধার্থেই যেন সুতোয় ঝুলে থাকা প্রাচীন বস্তুটা পোশাক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

চমকে গেছে চারজনই। পরীক্ষাগারের হ্যালোজেন স্পটলাইটের নিচে স্বর্ণটা উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে। সাংবাদিকের দ্রুত ছবি তোলার কারণে, ফ্ল্যাশের তীব্র আলোর ঝলকানিতে চোখ অন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে সবারই।

'এটা একটা ক্রুশ!' সুস্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিল জোয়ান।

হেনরি আরো কাছে ঝুঁকে প্রায় কঁকিয়ে উঠলো যেন। 'এটা শুধুই একটা সাধারণ ক্রুশ না। এটা ডোমিনিকান। *ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মূর্তি সম্বলিত*।'

সাংবাদিক মেয়েটা মুখের উপর ক্যামেরা রেখেই জানতে চাইলো, 'এটা আসলে কোন অর্থ বহন করছে?'

হেনরি সোজা হয়ে লাতিন শিলালিপিটির উপর হাতড়াতে হাতড়াতে বলছে, 'উত্তর ও মধ্য আমেরিকাতে স্প্যানিশদের আক্রমণের সময় ডোমিনিক্যান ধর্ম প্রচারকদের নির্দেশ করা হয়েছিল স্প্যানিশদের সঙ্গী হয়ে থাকার জন্য।'

ক্যামেরাটা আরো কিছুটা নীচে নামিয়ে আনলো সাংবাদিক। 'তারমানে মমিটা কোন স্প্যানিশ ধর্মযাজকের?'

'হ্যাঁ!'

'চমৎকার!'

জোয়ান ক্রুশটায় টোকা দিতে দিতে বলল, 'কিন্তু ইনকারা কখনো কোন স্প্যানিশ শাসকের মমি তৈরি করেছিল বলে তো শোনা যায় নি।'

'এখন পর্যন্ত না,' তিক্ত গলায় বলল হেনরি, 'যদি অন্যকিছু না জড়িয়ে থাকে—তাহলে এই আবিষ্কারের কথাটাকে কোন পত্রিকার পাদটীকাতেই পড়ে থাকতে হবে।' জ্বলজ্বল করা এই সোনালি ক্রুশটা আজন্মমতবাদ পূরণের স্বপ্নকে অনুজ্জ্বল করে দিয়েছে।

তার হাতটা চেপে ধরলো জোয়ান। 'এখনই হতাশ হয়োনা। এমনও তো হতে পারে কোন স্প্যানিয়ার্ডের থেকে ক্রুশটা চুরি করা হয়েছিল। সিটি স্ক্যানটা আগে শেষ হোক। তারপর দেখি, আমাদের এই পুরোনো বন্ধু সম্পর্কে আর কতটা তথ্য উদ্ধার করা যায়।'

BanglaBook.org

হেনরি মাথা ঝাঁকালো, কিন্তু তারমানে সত্যিকারের কোন আশা নেই। প্যাথোলোজিস্টের দিকে তাকালো। তার চোখ সত্যিকারের উদ্বেগের ছাপই লেগে আছে। তার দিকে তাকিয়ে মৃদুভাবে হাসলো হেনরি। আশ্চর্যজনকভাবে, হাসির জবাবে জোয়ানও হাসছে। কয়েকবার ডেট করেছিল তারা। কিন্তু একে অপরকে জানার থেকে তারা বেশি সময় ব্যয় করেছে পড়াশোনাতেই। স্নাতকোত্তর ক্যারিয়ারের কারণে আলাদা হয়ে যাওয়ায়—তাদের মাঝে যোগাযোগও কমে যায়। শুধু বড়দিনের সময় কার্ড পাঠিয়ে একে-অপরের খোঁজ জানাতো। হেনরি কখনোই জোয়ানের মুখের এই হাসিটা ভুলতে পারেনি।

জোয়ান তার সহযোগীকে ডেকে বললো, 'ব্রেন্ট! ড রেয়নল্ডসকে কি জানাতে পারবে আমরা সিটি স্ক্যান করানোর জন্য তৈরি আছি?' তারপর হেনরি ও সাংবাদিকের দিকে ঘুরল সে, 'তোমরা চাইলে আমার সাথে আসতে পারো। কন্ট্রোল রুমের সীসার কাচের অন্যপাশ থেকে কার্যপ্রণালীটা দেখতে পাবে।'

যাওয়ার আগে, সিটি স্ক্যান টেবিলের উপর মমিটাকে নিরাপদে রাখা আছে কিনা সেটা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে হেনরি। মূর্তির গলা থেকে সোনালি ক্রুশটা খুলে নিয়ে, অন্যদেরকে অনুসরণ করে পরের কক্ষটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সে।

সংলগ্ন কুঠুরিটায় সারিবদ্ধভাবে মনিটর ও কম্পিউটার রাখা আছে। গবেষক দল কম্পিউটার *টমোগ্রাফি* ব্যবহার করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এটাকে *সিটি স্ক্যানও* বলা হয়। এটার সাহায্য মমির ভিতরের অংশের কিছু রেডিওগ্রাফিক ছবি নিয়ে কম্পিউটারের সাহায্য ত্রিমাত্রিক আকার দেওয়া হবে। এটা অনেকটা কৃত্রিম ময়নাতদন্তের মত। মমিটির কোনরূপ ক্ষতিসাধন না করেই কাজটা সম্পন্ন করা হয়। পেশাগত দায়বদ্ধতা ছাড়াও—অর্ধেক বিশ্ব ঘুরিয়ে মমিটিকে হেনরির এখানে আনার পেছনে অন্যতম কারনও এটি। জন হপকিন্সে এর আগেও বরফে মোড়া পেরুভিয়ান মমিগুলোপ বিশ্লেখু করা হয়েছে। অন্যদের সাথে মিশে কাজটি করার জন্য *ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক অর্গানাইজেশনের* সমর্থনও রয়েছে তাদের সাথে। বংশধারা ও জাতি নির্ণয়ের জন্য তাদের জেনেটিক্স ল্যাব আছে। তার বিতর্কিত মতবাদটি প্রমাণের জন্য বাস্তব তথ্য সংগ্রহের এক আদর্শ জায়গা এটা। হাতে ডোমিনিক্যান ক্রুশটা থাকার কারণে, হেনরি আরো বেশি সাফল্য পাওয়ার আশা করছে এখন।

নিয়ন্ত্রণ কক্ষে প্রবেশের পর তাদের পিছনে থাকা কঠোর নিরাপত্তার দরজাটি আলতোভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

জোয়ান তাদেরকে ড রবার্ট রেয়নল্ডসের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। স্ক্যান শুরু র প্রস্তুতি চলছে। রেয়মন্ডস হাত দিয়ে চেয়ারের দিকে ইশারা করে তাদের বললো, 'আসন নিয়ে নাও, বন্ধুরা!'

BanglaBook.org

জানালার সামনে গুচ্ছ হয়ে বাকিরা চেয়ারে বসে পড়লেও হেনরি এখনও দাঁড়িয়েই আছে। মনিটর আর স্ক্যানিং টেবিলের উপর রাখা মমিটিকে ভালভাবে দেখা যায় এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। বড় সাদা এক মেশিন অবশ্য রুমটাকে অর্ধেক ঢেকে রেখেছে। টেবিলে রাখা মমিটিকে একটা সরু টানেলের ভিতর দিয়ে স্ক্যানারের ভিতর ঢুকানো হচ্ছে।

'শুরু করছি আমরা,' উত্তেজিত সুরে বলল ড রেয়নল্ডস।

পাশের কক্ষটা থেকে তীব্র ঝনঝন শব্দ শুনে লাফিয়ে উঠল হেনরি। তার হাত থেকে সোনালি ক্রুশটা প্রায় পড়েই যাচ্ছিল। জানালা দিয়ে বিকৃত মূর্তি ধারণ করে পাত্রটাকে ঘুরতে থাকা স্ক্যানারের মুখটা দিয়ে একটু একটু করে ঢুকে যেতে দেখছে হেনরি। মমির মাথাটা টানেলে প্রবেশ করতেই উচ্চ স্বরে শব্দ করে কেঁপে উঠে ছবি তুলতে শুরু করেছে যন্ত্রটা।

'বব,' জোয়ান বলছে, 'মুখের হাড়ের দিকটা সামনের দিকে আনো। দেখা যাক, এই মানুষটি কোথা থেকে এসেছিল সেটা বের করা যায় কিনা!'

'খুলি থেকেই আপনি এটা নির্ণয় করতে পারবেন?' অবিশ্বাসের সুরে জানতে চাইলো সাংবাদিক মেয়েটা।

মাথা ঝাঁকালো জোয়ান। কিন্তু কম্পিউটারের উপর থেকে চোখ সরায়নি। 'উৎপত্তিস্থল ও জাতি নির্ধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন হল চোয়ালের হাড়, ভ্রু আর নাকের হাড়।'

ড রেয়নল্ডস ঘোষণা করল, 'এখনই বুঝা যাবে সেটা।'

জানালার পাশ থেকে সরে গিয়ে জোয়ানের কাঁধের উপর দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে হেনরি। মনিটরের পর্দায় একটা সাদা-কালো ছবি ফুটে উঠেছে। মমির খুলির আড়াআড়ি অংশের ছবি এটা।

জোয়ান চশমা বের করে চেয়ারটাকে মনিটরের আরো কাছে টানলো। ভালভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য সামনের দিকে ঝুঁকে আছে সে। 'বব, এটাকে ত্রিশ ডিগ্রির মত ঘুরাও তো!'

রেডিওলোজিস্ট পেন্সিল চিবুতে চিবুতে মাথা ঝাঁকিয়ে কয়েকটা বোতামে চাপতেই হালকা ঘুরে গেল খুলির ছবিটা। জোয়ান স্কেল নিয়ে কিছু মাপ-ঝোক করতে করতে ভ্রুকুটি কাটছে। পর্দায় নখ দিয়ে টোকা দিয়ে বলল, 'ডান চোখের উপরের দিকে একটা ছায়া দেখা যাচ্ছে। আরেকটু পরিষ্কারভাবে দেখা যাবে?'

আরো কয়েকটা বোতাম চাপা হলো। ছবিটাকে এখন কিছুটা বড় দেখাচ্ছে। রেডিওলোজিস্টের মুখ থেকে পেন্সিলটা পড়ে গেছে। শিস দিয়ে উঠলো সে।

'কী এটা?' জানতে চাইলেন হেনরি।

জোয়ান ঘুরলো। রিমের চশমাটা কিছুটা নিচে নামিয়ে তাকে জানালো, 'গর্ত!' পর্দায় টোকা দিয়ে সমান হারটার উপর ত্রিভুজাকৃতির ছায়াটা দেখালো।

BanglaBook.org

'এটা স্বাভাবিক না। খুলিতে অন্য কেউ এই গর্তটা করেছে। আর এর চারপাশের চামড়া নতুনভাবে গড়ে উঠার চিহ্ন না দেখে বুঝাই যায়, কাজটা লোকটার মৃত্যুর কিছু সময় পর করা হয়েছে।'

'*ত্রিপানিন*... খুলি খনন,' বলছে হেনরি। 'এটা আমি বিশ্বের অন্যান্য জায়গা থেকে আনা পুরাতন খুলিগুলোতেও দেখেছি। কিন্তু এইটা ব্যাপকভাবে ঘটতো ইনকাদের মাঝেই। খুলি ছিদ্রকরণ বা *ত্রিপানিনে* সবচাইতে দক্ষ বলা হয় তাদেরকেই।' আশার আলোর আভাস পাচ্ছে হেনরি। যদি এই খুলিটার সাথেও এটাই ঘটে থাকে, তাহলে এটা কোন পেরুভিয়ান ইন্ডিয়ানেরই।

জোয়ান হয়তো তার মনের কথাটা পড়তে পারছে, 'তোমাকে নিরাশ করতে আমার ভাল লাগে না, কিন্তু এই মমিটি দক্ষিণ আমেরিকান কোন জাতির নয়। এটা স্পষ্টতই ইউরোপিয়ান।'

বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে হেনরি। কোন কথাই খুঁজে পাচ্ছে না। হাঁসফাঁস করতে করতে কোন রকমে বলল, 'তুম...তুমি কি নিশ্চিত?'

চশমাটা খুলে পকেটে রাখলো জোয়ান। আলগোছে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। ভয়াবহ খবরগুলো বলায় ভালই অভ্যাস আছে তার। 'হ্যাঁ! লোকটা পশ্চিম ইউরোপের। খুব সম্ভবত পর্তুগাল থেকে এসেছিল। যথেষ্ট সময় ও পর্যবেক্ষণের সুযোগ পেলে, আমি এমনকী সে কোন রাজ্যের তাও বের করতে পারবো।' মাথা নাড়ছে জোয়ান। 'দুঃখিত, হেনরি!'

তার চোখে থাকা সহানুভূতিটা দেখতে পাচ্ছে হেনরি। হতাশা ভরা বুকে নিজেকে দমিয়ে রাখতে কষ্ট হচ্ছে। হাতে থাকা ডোমিনিকান ক্রুশটার দিকে তাকিয়ে আছে সে। 'ইনকাদের হাতে বন্দী হয়েছিল হয়তো,' অবশেষে মুখ খুললো হেনরি। 'আর তারাই হয়তো আরাপা পর্বতের চূড়ায় দেবতার উদ্দেশ্যে লোকটাকে বলি দিয়েছিল। ইউরোপের হোক বা অন্য যে জায়গারই হোক, কারো রক্ত যদি ইনকাদের পবিত্রস্থানে গড়িয়ে পড়ে, তাহলে ইনকারা তাদের দেহাবশেষকে মমিকৃত করে ফেলে। এটার জন্যই হয়তো তার সাথে ক্রুশটাও রেখে দেওয়া হয়েছিল। পবিত্র ঐ জায়গায় যাদের মৃত্যু হত, তাদেরকে বেশ সম্মান করতো ইনকারা। এমনকী লাশের সাথে থাকা কোন বস্তু চুরি করাও নিষিদ্ধ ছিল।'

সাংবাদিক মেয়েটি দ্রুত হাতে কাগজে লেখাগুলো টুকে নিচ্ছে। যদিও তার সাথে থাকা টেপ-রেকর্ডারে সম্পূর্ণ আলাপনটাই ধারণ করা হচ্ছে। 'এটা অনেক ভাল একটা গল্প তৈরি করবে।'

'গল্প, হয়তো... এমনকী একটা বা দুইটা নিবন্ধও করা যাবে......!' শ্রাগ করলো হেনরি। দুর্বলভাবে হাসার চেষ্টা করছে।

'কিন্তু তুমি যেটা চাইছিলে সেটাই পারবে না।' তার সাথে যোগ করলো জোয়ান।

BanglaBook.org

'ঐটা আকর্ষণীয় এক অস্বাভাবিকতা ছাড়া আর কিছুই না। ইনকাদের উপর আর নতুন করে আলোকপাতও করা হবে না।'

'পেরুতে তোমার খনন কাজগুলো হয়তো আরো আকর্ষণীয় কিছু এনে দিতে পারে।' প্যাথোলোজিস্ট বলল।

'এটাই এখন আশা। ভাইপো ও স্নাতক অধ্যয়নরত কয়েকজন শিক্ষার্থী মিলে ধ্বংস হয়ে যাওয়া একটা মন্দির খুঁজে পেয়েছে। যতটা আমাকে বলেছে, এখন খোঁড়ার কাজ চলছে। আশা করছি, তারা আমাকে কোন ভাল সংবাদ দিতে পারবে।'

'আর পেলে তুমি কিন্তু আমাকে জানাবে।' হেসে বললো জোয়ান। 'তুমি জানো *ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ও আর্কিওলোজির* সাময়িকী গুলোতে আমি তোমার আবিষ্কারগুলোর সম্পর্কে খোঁজ রাখি।'

'তুমি রাখো?' হেনরি আরেকটু সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

'হ্যাঁ! সবগুলোই বেশ চমকপ্রদ।'

হেনরির হাসি স্ফিত হল। 'এইবার আমি অবশ্যই তোমাকে জানাবো।' এটা শুধু বলার জন্যেই বলেনি, জানাবে বলেই পণ করলো। এই মহিলার মাঝে এক ধরনের আকর্ষণ আছে, যার জন্য তার সামনে আসলে হেনরির এখনো নিজেকে অসহায় মনে হয়। জোয়ানও তার মহানুভব চরিত্রটিকে কঠোর ল্যাবকোটের আড়ালে পুরোপুরি ঢাকতে পারছে না। হালকা লজ্জায় গাল লাল হয়ে উঠেছে হেনরির।

'ড এঙ্গেল, তাড়াতাড়ি এসে দেখে যান।' রেডিওলোজিস্ট দ্রুতবেগে ছুটে এসে বলল, 'সিটি-তে কিছু একটা ভুল দেখাচ্ছে।'

জোয়ান দ্রুত মনিটরের দিকে ঘুরলো। 'কী এটা?'

'হাড়ের ঘনত্ব জানার জন্য কিছু পরীক্ষা করে দেখছিলাম। কিন্তু ভিতরের সব কিছু সাদা দেখাচ্ছে।' হেনরি দেখলো ড রেয়নল্ডস খুলির অভ্যন্তরের ছবিগুলো একটার পর একটা উল্টে-পাল্টে ঢুকাচ্ছে। কিন্তু ভিতরের সবগুলো ছবির অবস্থা একই। *পর্দায় সাদা একটা দাগ দেখা দিল শুধু।*

জোয়ান পর্দায় স্পর্শ করলো, যেন তার আঙুলের ছোঁয়াতেই ছবিগুলো স্বাভাবিক হয়ে যাবে। 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আবার নতুনভাবে শুরু করে চেষ্টা করা যাক।'

রেডিওলোজিস্ট কতগুলো বোতাম চাপলো। মৃত যন্ত্রটা থেকে খট খট শব্দ আসছে। হঠাৎই স্ক্যানারের পিছনে ঘুরতে থাকা চুম্বকগুলো থেকে তীক্ষ্ণ শব্দের উদয় হল। শব্দটা আসছে স্পীকার থেকে। শব্দটা অনেকটা বেলুন থেকে বাতাস বের হয়ে যাওয়ার মত প্রখর ও তীক্ষ্ণ।

সবগুলো চোখ স্পীকারের দিকে ঘুরলো।

'এই শব্দটার উৎস কী?' জানতে চাইলো রেডিওলোজিস্ট। কয়েকটা বোতাম চাপলো। 'স্ক্যানার তো পুরোপুরি বন্ধ।'

BanglaBook.org

সিটি স্ক্যান কক্ষের পাশেই বসেছিল *হেরাল্ডের* সাংবাদিকটি। পাশের জানালা দিয়ে ভিতরের দিকে তাকিয়েছিল সে। কি যেন দেখে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে চেয়ার উলটে পড়ে গেল মেয়েটা। 'ওহ খোদা!'

'কী হয়েছে?' বলে জোয়ানও সাংবাদিকের পাশে দাঁড়িয়ে জানালার ভিতরে তাকালো।

সবাইকে ঠেলে সামনে এগুলো হেনরি। ভঙ্গুর মমিটির জন্য ভয় হচ্ছে তার। 'কী...?' তারপর সেও দেখতে পেলো দৃশ্যটা। মমিটি এখনো স্ক্যানিং টেবিলের উপরই রয়েছে। মাথা ও ঘাড় সংকুচিত করে ধাতব পৃষ্ঠটার উপর শক্তি খাটাচ্ছে যেন। মুখটা প্রশস্তভাবে খোলা, শুকনো গলা থেকেই কনকনে তীক্ষ্ণ শব্দটা আসছে। হেনরির হাঁটু দুর্বল হয়ে গেছে।

'ওহ খোদা! এটা তো জীবিত!' আতঙ্কে গুঙিয়ে উঠলো সাংবাদিক মেয়েটা।

'অসম্ভব।' থুতু ফেলল হেনরি।

সংকুচিত লাশটা ক্ষীপ্ত হয়ে উঠেছে। ঐটার ঢেঙ্গা কালোচুলগুলো উন্মত্তভাবে মাথার চারপাশকে হাজার হাজার সাপের মত করে প্যাঁচিয়ে ধরেছে। হেনরি মনে হচ্ছে, যে-কোন সময় মাথাটা ঘাড় থেকে ছিঁড়ে পড়ে যাবে। কিন্তু যা ঘটলো, সেটা ছিল আরো খারাপ। আরো বেশি খারাপ।

পচা তরমুজের মত মমির খুলির উপরিভাগটা বিস্ফোরিত হয়ে গেছে। খুলি থেকে হলুদ ময়লা বের হয়ে দেয়াল, সিটি স্ক্যানার, জানালা সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে।

সাংবাদিক নোংরা-ময়লা কাঁচটার কাছ থেকে সরে আসতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে গেছে। পা দুটোকে আর অনুভব করতে পারছে না যেন। মুখে অনিয়ন্ত্রিত ভাবে বলেই যাচ্ছে, 'ওহ ঈশ্বর, ওহ ঈশ্বর, ওহ ঈশ্বর আমার...'

জোয়ান শান্তই রয়েছে। চমকে থাকা রেডিওলোজিস্টকে বললো, 'বব, ঐ রুমটার জন্য আমাদের লেভেল টু কোয়ারটিন দরকার।'

রেডিওলোজিস্ট অপলক তাকিয়ে রয়েছে। মমি তার সংকুচিত হওয়া কিছুটা কমিয়েছে ঠিকই, তবে এখনো আগের জায়গাতেই পড়ে আছে। 'ধুর!' ময়লা কাঁচটার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললো, 'কী ঘটলো এটা?'

জোয়ানের মাথা কাঁপছে, তবে শান্তই আছে। চশমাটা বদলে কক্ষটাকে পরীক্ষা করে দেখতে শুরু করেছে। 'মনে হয় জমে থাকা গ্যাসের উদগীরণ হয়েছে।' বিড়বিড় করে বলছে সে। 'যেহেতু অনেক উচ্চতায় হিমায়িত অবস্থায় ছিল, তাই হঠাৎ গলনের ফলে জমে থাকা মিথেন গ্যাসটা বেরিয়ে এসেছে।'

সাংবাদিক মেয়েটি অবশেষে একটু স্বাভাবিক হল। ছবি নেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু জোয়ান বাধা দিল তাকে। মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল আর কোন ছবি তোলা যাবে না।

BanglaBook.org

গ্যাস উদগীরণের পর থেকেই আর নড়াচড়া করতে পারছে না হেনরি। হাতের তালুতে চশমাটা ধরে রেখে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। তার মমিটির ধ্বংসাবশেষ এবং দেয়ালে ও যন্ত্রাংশে ছড়িয়ে পড়া পদার্থগুলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। হ্যালোজেন আলোর নিচে ধ্বংসাবশেষটি লালচে-হলুদাভায় জ্বলছে।

সাংবাদিক মেয়েটির গলা এখনো কাঁপছে। ময়লা জানালাটার দিকে হাত নেড়ে বলল, 'এই অশুভ বস্তুটা আসলে কী?'

ডানহাতের মুষ্টিতে ডোমিনিকান ক্রুশটা দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছে হেনরি। শূন্য গলায় কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে জবাব দিল, '*স্বর্ণ!*'

বিকেল ৫:১৪
আন্দিন পর্বতমালা, পেরু

'শুনো... মৃতদের কথা বলাও শুনতে পারবে হয়তো!'

কথাটা শুনে ময়লার উপর থেকে মনোযোগ সরে গেছে স্যাম কঙ্কলিনের। ন্যাশনাল জিওগ্রাফির তরুণ ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকের দিকে তাকালো সে।

স্যামের পাশে বসা নরম্যান ফিল্ডস হাঁটুর উপর ল্যাপটপ রেখে জঙ্গলটাকে দেখছে। তার গাল থেকে কাঁধ পর্যন্ত কাদা লেগে রয়েছে। যদিও অস্ট্রেলিয়ান বুশওয়াক্যার ও সেটার সাথে মিল করা টুপি পরে রেখেছিল, কিন্তু নরম্যানকে এখন আর সেই দুঃসাহসিক ফটোসাংবাদিকের মত দেখাচ্ছে না। মোটা চশমাটায় তার চোখকে কিছুটা বড় দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন অনেক অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে সে। লম্বায় ছয় ফুটের মত হলেও কাঠির মতই শুকনো। লিকলিকে হাড্ডিসার!

কনুইয়ে ভর করে তার সঙ্গীর দিকে ঘুরে জানতে চাইলো, 'দুঃখিত, নর্ম! বুঝিনি তোমার কথা।'

'বিকেলটা খুব নীরব', তার সঙ্গী ফিসফিসিয়ে বলল। কণ্ঠে বোস্টনের সুর স্পষ্ট। চোখ বন্ধ করে লম্বা করে শ্বাস নিচ্ছে সে। 'বললাম, তুমি ভাল করে শুনলে পর্বতে আটকে থাকা প্রাচীন কণ্ঠের প্রতিধ্বনিও শুনতে পারবে হয়তো!'

ক্ষুদ্র তুলিটা ছোট পাথরের প্রতিকৃতিটার পাশে সাবধানে রেখে উঠে দাঁড়াল স্যাম। এতক্ষণ বুনো কাঠের মাদুরের উপর বসে এটাই পরিষ্কার করছিল। কাঁদা লেগে থাকা কাউবয় টুপিটাকে মাথায় পরে নিয়ে জিন্সে হাতটা মুছছে সে। আগের অনেকবারের মতই এবারো, একটা পাথর নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করতে করতে হারিয়ে গিয়েছিল প্রাচীন ইনকা শহরের সৌন্দর্যে। প্রাচীন শহরটার প্রতি আকর্ষণ অনেকটা টেক্সাসের গরম বিকালে ঠাণ্ডা বিয়ারের প্রতি আকর্ষণের মতই। পাথরের তুলি বুলানোর কাজটা করার সময় অমরত্ব ও দীর্ঘতার কথা ভেবে হারিয়ে যাওয়াটা অনেক সহজই। একটা সুবিধাজনক

অবস্থানে বসলো স্যাম যেন সে এই অন্ধকারাচ্ছন্ন মহিমাটাকে ভালভাবে উপভোগ করতে পারে।

হঠাৎই তার পেইন্টেড আপালুসা কাটিং ঘোড়াটার কথা মনে পড়ে গেলো। ঘোড়া এখন মিউলশু, টেক্সাসের বাইরে তার চাচার ধুলিমাখা র‍্যাঞ্চে রয়েছে। ধ্বংসাবশেষের মাঝে ও এর প্যাচ খাওয়া রহস্যময় ঘন জঙ্গলের মাঝে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়ানোর আকাঙ্খা জাগছে। বসে দৃশ্যটা কল্পনা করতেই তার মুখে একধরনের তৃপ্ত হাসি ফুটে উঠেছে।

'জায়গাটাতে কিছু রহস্য আছে,' ঐদিকে বলেই চলছে নরম্যান। হাতের উপর ভর করে পিছনের দিকে হেলে আছে সে। 'উঁচু চূড়া, কুয়াশার স্রোত, সবুজে উজ্জ্বল জঙ্গল, বাতাসে প্রাণের ঘ্রান। মনে হচ্ছে যেন, বাতাসে কিছু একটা রয়েছে যা আত্মাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার মত সাহস জুগিয়ে যাচ্ছে।'

আলতো ভাবে সাংবাদিকের হাতে খোঁচা দিল স্যাম। দৃশ্যটাকে চমৎকার দেখাচ্ছে।

নতুন আবিষ্কৃত এই শহরটা আন্দিনের দুই চূড়ার মাঝের সমতল অংশে অর্ধ বর্গ মাইল জায়গা জুড়ে বিস্তৃত হয়ে আছে। বিভিন্ন মাপের পাথর দিয়ে একশো ধাপ সিঁড়ি দিয়ে সংযুক্ত। সানপ্লাজার ধ্বংস স্তূপের মাঝে অবস্থান করা স্যামের দৃষ্টিগোচরে রয়েছে নিচের কলাম্বিয়ান পূর্ব ধ্বংসাবশেষ সমূহ। দেখতে পাচ্ছে নিচের শহরটার টুকরো টুকরো পাথরে বানানো ঘরবাড়ি, মেঘের সিঁড়ির ধাপ যেটা সানপ্লাজা পর্যন্ত এসেছে। এখানেই অবস্থান করছে এখন তারা। মাচপিচুর মত এই শহরেও ইনকারা মেঘের মাঝে এমন দুগর্ম নগরীর রূপ দেওয়া ও গড়নের কাজে তাদের দক্ষ স্থাপত্যশৈলির নিদর্শন দেখিয়েছে।

বহুল অন্বেখু করা মাচুপিচুর থেকে এটার ধ্বংসাবশেষগুলো এখনো অবিকৃতই আছে। কয়েক মাস আগে তার আঙ্কেল হ্যাঙ্ক এই শহরটাকে খুঁজে পায়। বেশির ভাগটা এখনো লতাপাতা ও গাছের আড়ালেই লুকিয়ে আছে। এটার আবিষ্কারের স্মৃতির কথা মনে পড়তেই গর্বিত হয়ে উঠল স্যাম।

কুইচাঁ নামের এক স্থানীয় উপজাতির পুরোনো গল্প থেকে এই জায়গাটার অবস্থান চিহ্নিত করেছিল আঙ্কেল হ্যাঙ্ক। হাতে আঁকা কিছু ম্যাপ আর গল্পের বিভিন্ন অংশ উপজীব্য করে দল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল ইউরাবাম্বা নদীর উপত্যকা বরাবর। মাত্র দশদিনের মাঝেই আরাপা পর্বতের নিচে ধ্বংসাবশেষগুলো পেয়ে যায়। এই আবিষ্কারের খবরটা সব সংবাদপত্রিকা ও বিখ্যাত সাময়িকীগুলোতে ছাপা হয়। এর নাম দেওয়া হয় মেঘের ধ্বংসাবশেষ। প্রচ্ছদে আঙ্কেল হ্যাঙ্কের ছবিও ছাপা হয়েছিল। এঁা অবশ্য তার প্রাপ্যই ছিল। বহির্পাতন ও প্রত্নতাত্ত্বিক দক্ষতার অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ দেখিয়েছে তার চাচা।

অবশ্যই, এটা স্যামের তার চাচার প্রতি আবেগটাকে আরো প্রভাবিত করেছে। নয় বছর বয়সেই গাড়ি দুর্ঘটনায় বাবা-মাকে হারায় স্যাম। এর পর

BanglaBook.org

থেকে আঙ্কেল হ্যাঙ্কই তাকে লালন-পালন করেছে। একই বছরে এই দুর্ঘটনার চার মাস আগে হ্যাঙ্কের স্ত্রীও ক্যান্সারে মারা যায়। দুঃখে থাকা মানুষ দুজন নিজেদের মাঝে শক্তিশালী এক গভীর বন্ধন তৈরি করে নিয়েছে। দুইজনকে প্রায় অবিচ্ছিন্নই বলা যায়। তাই, টেক্সাস এ অ্যান্ড এম এ প্রত্নতত্ত্বের উপরই স্যামের ক্যারিয়ার গড়তে চাওয়াটা কোন চমক ছিল না কারো জন্য।

'আমি বাজি ধরে বলছি, তুমি যদি মনোযোগ দিয়ে শুনো,' নরম্যান বলছে, 'তাহলে তুমি চূড়ার উপরে যোদ্ধাদের আর্তনাদের ডাক, শহরের নিচের অংশের ক্রেতা-বিক্রেতার কথা কাটাকাটি, দেয়ালের পাশের সমতল মাঠে কর্মরত শ্রমিকের গলার শব্দও শুনতে পারবে।'

স্যাম শোনার চেষ্টা করলো। সে হঠাৎ হঠাৎ উচ্চ কণ্ঠস্বর, বেলচার ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস শব্দ আর কাছে থাকা এক গর্ত থেকে আসা প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। এই শব্দগুলোর উৎস মৃত ইনকারা নয়—ধ্বংসাবশেষের প্রাণ কেন্দ্রে কাজ করতে থাকা তার সহকর্মী শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের।

গর্তটা ত্রিশ ফুটের একট খাদকে নির্দেশ করছে। যেটা শেষ হয়েছে খনন করা অনেকগুলো কক্ষ ও হলে গিয়ে। অনেকটা মৌচাকের মত দেখতে ভিতরটা। সোজা হয়ে বসলো স্যাম। 'তোমার কবি হওয়া উচিত ছিল, নরম্যান। সাংবাদিক না।'

নরম্যান দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করো স্যাম।'

'এই মুহূর্তে আমি শুধু আমার পেটের ডাকই শুনতে পাচ্ছি শুধু। আর এটা অন্যকিছু নয়, ডিনারের সময়ের কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।' পশ্চিম টেক্সাসের কথা বলার ভঙ্গিতে ধীর গতিতে বলছে স্যাম। জানে বোস্টন থেকে আসা নরম্যান এতে বিরক্ত হবে।

নরম্যান মুখ বিকৃত করে তাকালো তার দিকে। 'তোমরা টেক্সানদের মনে কোন কাব্য নেই। শুধু লোহা আর ধুলাই আছে!' 'আর বিয়ার। বিয়ারের কথা ভুললে চলবে না।'

ল্যাপটপ কম্পিউটারটাও তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য শব্দ করে জানান দিচ্ছে যে ছয়টা বেজে গেছে।

স্যামের গলা থেকে গোঙ্গানির শব্দ ভেসে আসছে যেন। 'সূর্য ডোবার আগেই আমাদের সবকিছু গুটিয়ে ফেলতে হবে। রাত বাড়লে, এই জায়গাটা লুটেরা দিয়ে ভরে যাবে।'

সায় দিয়ে ক্যামেরার যন্ত্রাংশ একত্র করার জন্য ঘুরলো নরম্যান। 'কবর চোরদের কথা যখন উঠলোই, গত রাতে আমি গুলি ছোড়ার আওয়াজ শুনেছি।' বলল নর্ম।

ব্রাশ ও দাঁতের খিলানগুলো একত্র করতে করতে ভ্রুকুটি করলো স্যাম। 'লুটেরাদের দলকে ভয় দেখানোর জন্য ছুঁড়েছিল গিলের্মো। সুড়ঙ্গ খুঁড়ে ঢুকতে

BanglaBook.org

চেয়েছিল আমাদের এখানে। যদি গিল না থাকতো, তাহলে খুঁড়েই ফেলতো। আমাদের এত মাসের সব কাজ ধ্বংস করে দিত।'

'এটা ভাল হয়েছে যে, তোমার চাচা নিরাপত্তার লোকজনদের ভাড়া করেছিলেন।'

স্যাম মাথা ঝাঁকালো। গিলের্মো সালার নামটা বলার সময় নরম্যানের কণ্ঠে থাকা তিক্তভাবটা ধরতে পারেছে সে। গিলের্মো সালা কুজকোর সাবেক পুলিশ। তাদের এই অভিযানের নিরাপত্তা দলের প্রধান। সাংবাদিকের অনুভূতিটা বুঝতে পেরেছে স্যাম। কাল চুল ও কাল চোখের গিলের মুখের কুৎসিৎ দাগগুলো নিয়ে সন্দেহ আছে নরম্যানের। এই দাগগুলো দায়িত্বে থাকা অবস্থায় হয়নি বলেই ধারণা তার।

'কেউ কি আহত হয়েছে গুলিতে?' জানতে চাইলো নরম্যান।

'না! শুধু চোরদের ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর জন্যই গুলি ছোঁড়া হয়েছিল।'

নরম্যান তার জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে বলল, 'তোমার কি মনে হয়, আমরা কি এখানে সম্পদে ঠাসা কোন সমাধি খুঁজে পাব?'

হাসলো স্যাম। জানালো, 'এবং নতুন আরেক তুতেনখামেনকে আবিষ্কার করবো? না, আমার তা মনে হচ্ছে না। স্বর্ণের স্বপ্ন চোরদের রয়েছে, কিন্তু আমার চাচার নয়। জানার আগ্রহই তাকে এখান পর্যন্ত টেনে এনেছে। এটাই সত্য।'

'কিন্তু এত উদগ্রীব হয়ে উনি কী খুঁজছেন? ইনকাদের আগেও এখানে কোন উপজাতি ছিল, সেটা প্রমাণ করার জন্যই কিছু খুঁজে চলেছেন, এটুকু জানি। কিন্তু এর জন্য এত গোপনীয়তা কেন? জিওগ্রাফিতে পরের তারিখেই আমাকে সব আপডেট জানিয়ে রিপোর্ট করতে হবে তো।'

ভ্রুকুটি করলো স্যাম। নরম্যানের কথার কোন জবাব তার কাছে নেই। একই প্রশ্নটা তার নিজেরও। আঙ্কেল হ্যাঙ্ক যে কিছু তথ্য নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছে সেও সেটা জানে। তার চাচা অন্যান্য সময় বেশ খোলামেলা ভাবেই সব কিছু শেয়ার করে, কিন্তু প্রফেশনাল কোন ব্যাপার আসলেই নিজের মুখকে আটকে ফেলে।

'আমি জানি না,' স্বীকার করলো স্যাম। 'কিন্তু তাকে বিশ্বাস করি আমি। কোন কিছুর উপর যদি তার নজর পড়ে থাকে, তাহলে আমাদেরকে সেটা বের না করা আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।'

খাদের মুখ থেকে রালফ আইজ্যাকসনের হেলমেট পড়া মাথাটা বের হয়ে আসতে দেখা গেল। উত্তেজনায় তার চোখ জ্বল জ্বল করছে। দীর্ঘদেহী আফ্রিকান-আমেরিকান। তাদের সহকর্মী শিক্ষার্থী। ইউনিভার্সিটি অফ আলাবামা থেকে এসেছে। ফুটবলে চমৎকার খেলে, ফুটবল স্কলারশিপের অর্থেই গ্রাজুয়েশনের আগের ধাপগুলো অতিক্রম করেছে সে। তারপর একাডেমিক স্কলারশিপে পুরাতত্ত্বের উপর

BanglaBook.org

মাস্টার্স সম্পন্ন করেছে। সে যতটা বুদ্ধিমান, ততটাই শক্তিশালী। 'তোমাদের এটা দেখা দরকার!' রালফের হেলমেটে লাগানো কার্বাইড ফ্লাশলাইটটার আলো পড়লো তাদের উপর। 'একটা বন্ধ দরজা পেয়েছি আমরা। দরজাটার উপর কিছু লেখা রয়েছে।'

'দরজাটা কি অক্ষত?' জিজ্ঞেস করলো স্যাম। উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে সে।

'হ্যাঁ! আর ম্যাগি বলেছে, এর আগে দরজাটা খুলতে চাওয়ার চেষ্টাও করেনি কেউ। তেমন কোন চিহ্ন নেই।'

গত কয়েকমাস ধরে তারা যা অনুসন্ধান করছিলো, এটাই হয়তো সেটা। একটা অক্ষত প্রাচীন সমাধি কক্ষ বা প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ সহ একটা রাজকীয় কক্ষ! খাড়া সিঁড়ি বেয়ে সানপ্লাজার উচ্চভূমিতে উঠার সময় ক্যামেরার সরঞ্জামের বোঝায় নুয়ে পড়া নরম্যানকে সাহায্য করছে স্যাম।

'তোমার কি মনে হয়...,'

নরম্যানের প্রশ্ন শেষ হওয়ার আগেই হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল স্যাম। 'এটা কোন ইনকা মন্দিরের বেজমেন্টও হতে পারে। এতটা আশা না করি আমরা!'

খনন করা জায়গাটার ওখানে যেতে যেতে হাঁফিয়ে উঠেছে নরম্যান। ফটোসাংবাদিকের এই অবস্থা দেখে অবজ্ঞার সুরে ভ্রুকুটি করলো রালফ! 'সমস্যা হচ্ছে, নরম্যান? তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ম্যাগিকে ডেকে দিতে পারি।'

ফটোগ্রাফার শুধু চেয়ে দেখলো। কোন মন্তব্য করলো না। কথা বলায় বিরক্তবোধ করছে।

চত্বরে উপরে তাদের সাথে যোগ দিল স্যামও। সেও জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিল। এত উচ্চতায় পরিশ্রম করে উঠায় ফুসফুস ও হার্ট প্রায় অকেজোই হয়ে গেছে বলা যায়। 'ওকে একা ছেড়ে দাও, রালফ,' চেঁচিয়ে উঠে বলল। 'কী পেয়েছো সেটা দেখাও আগে।'

মাথা ঝাকালো রালফ। হেলমেটে লাগানো টর্চের আলোর সাহায্যে তাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে। কালো মানুষটার চওড়া দেহটায় তিনফুট প্রশস্ত খাদটা এমন ভাবে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে যে, মনে হচ্ছে যেন সে মই বেয়ে উপরে উঠছে। স্যামের মত নরম্যানের সাথে এতটা মিশতে পারেনি রালফ। ফটোগ্রাফারের যৌন দিকে অধিক ঝোঁকটা দেখার পর থেকে তাদের মাঝে একটা দুরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। বাইবেল বেল্টের মাঝে বেড়ে উঠা রালফের জন্য ঐসব সংস্কারগুলো ত্যাগ করে এসব মেনে নেওয়া অসম্ভব ছিল। কিন্তু হেনরি জোর করেছে, তাদেরকে একসাথেই কাজ করতে হবে। দল হয়ে থাকতে হবে। তাই তারা দুজনে অবজ্ঞাসূচক একটা সম্পর্ক গড়ে তুলেছে শুধু কাজের জন্য।

BanglaBook.org

'গর্দভ!' ক্যামেরার বোঝাটা একপাশ থেকে আরেকপাশে নিতে নিতে বিড়বিড় করে বলল নরম্যান।

স্যাম ফটোগ্রাফারের কাঁধে চাপড় দিয়ে খনন করা গর্তটার দিকে তাকালো। মইয়ের ধাপগুলো ত্রিশফুট নিচে কক্ষ ও হলওয়ের দিকে নেমে গেছে। 'তাকে তোমার কাছে আসতে দিয়ো না,' স্যাম বলল। মইয়ের দিকে দেখিয়ে বলল, 'এগোও। আমি অনুসরণ করছি।'

নামছে তারা। আবারো রালফের কণ্ঠে উত্তেজনার রেশটা ফুটে উঠেছে। 'সকালে গভীর স্তরের কার্বন পরীক্ষায় সময়কালটা বের করা হয়েছে। শুনেছিলে ঐটার কথা, স্যাম? ১১০০ খ্রিস্টাব্দের। দুই শতাব্দী আগের ইনকাদেরই নির্দেশ করছে এটা।'

'শুনেছি,' জানালো স্যাম। 'কিন্তু সামান্য একটা সন্দেহের সম্ভাবনাই কিন্তু বয়স নির্ধারণের ফলটাকে প্রশ্নে ফেলে দিচ্ছে।'

'তা হয়তো দিচ্ছে... কিন্তু খোদাই করা লেখাটা দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।'

'ওটা কি ইনকাদের করা?' জানতে চাইলো স্যাম।

'এত তাড়াতাড়ি বলা যাচ্ছে না। দরজাটা খুঁজে পাওয়ার সাথে সাথেই তোমাদেরকে নিয়ে আসার জন্য চলে এসেছি আমি। ম্যাগি এখনো সেখানেই আছে। দরজাটা পরিষ্কার করছে। আমার মনে হল, আমাদের সকলেরই সেখানে উপস্থিত থাকা উচিৎ।'

স্যাম নিচের দিকে নেমে চলছে। নিচ থেকে ল্যাম্পের আলোটা আসছে। খাদের দেয়ালের উপরের দিকে তার ছায়া পড়ছে সেই আলোয়। ম্যাগি কী করছে সেটা কল্পনা করছে। নিশ্চয় দরজাটার থেকে ঝুঁকে রয়েছে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অতিসতর্কতার সাথে ব্রাশ আর চিমটা দিয়ে কাদা-মাটি সরিয়ে উন্মুক্ত করছে শতবছরের পুরোনো ইতিহাস। লালচে বাদামি লম্বা চুলগুলো বেনী করে ঝুলে রয়েছে, নতুন কিছু আবিষ্কার করায় নাক দিয়ে সন্তোষজনক মৃদু শব্দ করেছে। এই দৃশ্যটাই ভেসে উঠলো স্যামের চোখে। যদি সেও পারতো পুরোনো ধ্বংসাবশেষের পাথরগুলোর দিকে ম্যাগির মত মনোযোগ দিতে! অন্তত ম্যাগির দশ ভাগের এক ভাগ হলেও হত।

মইয়ের ধাপ বেয়ে নামতে গিয়ে পা হড়কে গেল স্যামের। খুব দ্রুতই সামলে নিল নিজেকে।

আরো তিন ধাপ নামার পর পাথরে স্পর্শ করলো তার পা। মই থেকে আবদ্ধ গুহাটার প্রথম স্তরে এসে নেমেছে সে। সোডিয়াম আলোর উজ্জলতাটা চোখে গিয়ে লাগছে। মাটি ও ভেজা কাদার তীব্র গন্ধও পাচ্ছে সে। এটা মিশরের সমাধিগুলোর মত শুষ্ক, ধুলাময় না। উঁচু আন্দিজের অবিরত কুয়াশা ও ঘন জঙ্গলের ঝড়ের কারণে মাটি আদ্রই থাকে সবসময়। ভূগর্ভস্থ রহস্যগুলো

BanglaBook.org

উদ্ধারের সময় বালির চেয়ে সেকেলে আমলের ভিত্তি ও আদ্র কাদাই বড় শত্রু হয়ে দাঁড়ায় প্রত্নতাত্ত্বিকদের জন্য। স্যামের চারদিকে আলোতে ফুটে উঠেছে প্রাচীন নির্মাণশিল্পীদের হাতে করা কাজগুলো। ইট-পাথরগুলোকে এমন দক্ষভাবে স্থাপন করা যে একটা ব্লেডও এগুলোকে ভেদ করে যেতে পারবে না। তারপরও সময়ের পরিক্রমায় এমন কলা কৌশলও ভাল করে টিকে থাকতে পারে না। ভিত্তির ধীরে ধীরে দুর্বল হওয়া ও তার উপরে শত শত বছর ধরে কাদা মাটি জমা হওয়ার কারণে অনেক ভূর্গভস্থ স্থাপত্যই ধ্বসে পড়েছে।

স্যামের চারদিকের ধ্বংসাবশেষগুলো গোঙাচ্ছে। কাদা-মাটি পরিষ্কার করার কারণে পাথরগুলো নড়ে গেছে। সেগুলোই ভারী শব্দ করতে করতে আবার নিজেদেরকে আটকানোর জায়গা করে নিচ্ছে। প্রাচীন ভিত্তিপ্রস্তর ও ছাদ রক্ষা করার জন্য, স্থানীয় কুঁইচা এক শ্রমিক কাঠের বীমের সাহায্যে শক্ত ঠেস দিয়ে রেখেছে। কিন্তু তারপরও গুঙ্গিয়েই চলছে পাথরগুলো। উপরের পৃথিবীর ওজনটা আর নিতে পারছে না।

'এইদিকে,' বলে তাদেরকে একটা কাঠের মইয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে রালফ। মইটা গুহার দ্বিতীয় স্তরের সুড়ঙ্গ ও কক্ষগুলোর দিকে নেমে গেছে। যদিও, এটাই তাদের চূড়ান্ত গন্তব্য নয়। এরপর আরো দুইটা মই বেয়ে নামার পর পৌঁছালো সবচেয়ে গভীরের স্তরটায়। মাটি থেকে প্রায় পঞ্চাশ ফুট নিচে। এই অংশটা এখনো পুরোপুরি পরিষ্কার করা হয়নি। মৌচাকের মত গুহাটার সরু সুড়ঙ্গ ও কক্ষগুলোকে কাঠের কাঠামো সাহায্যে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে। খালি গায়ের শ্রমিকরা কাদা ও ধ্বংসাবশেষ উত্তোলন করছে। সাধারণত কাজ করার সময় তারা নিজেদের ভাষায় গান গাইতে গাইতে কাজ করে। সুড়ঙ্গের মাঝে সেটারই প্রতিধ্বনি হয় সবসময়। কিন্তু এখন চুপ করে আছে সবাই। এই শ্রমিকরাও এখন বুঝে ফেলেছে এই আবিষ্কারটার গুরুত্ব আসলে কত!

ধ্বংসস্তুপের মাঝের এই নীরবতাটা গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। এমনকী বাঁচাল রালফও আবদ্ধ কক্ষের আবিষ্কারটা নিয়ে কথা বলা থামিয়ে দিয়েছে। নিঃশব্দেই তিনজন গভীর স্তরে যাওয়ার আগের শেষ সুড়ঙ্গটা অতিক্রম করছে তারা। একটা বড় কক্ষে পৌঁছানোর পর একজনের পিছনে আরেকজন দাঁড়িয়ে না থেকে ছড়িয়ে পড়লো। অবশেষে, নরম্যান ফিল্ডসের কাঁধ ছাড়াও অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছে এখন স্যাম।

কক্ষটা খুব বেশি বড়ও না। একটা গাড়ি রাখতে পারা গ্যারেজের মতই আকৃতি এর। মাটি থেকে পঞ্চাশফুট নিচে সমাধিস্থ এই ছোট কক্ষেই ইতিহাস উন্মোচিত হতে চলেছে—উত্তেজনা অনুভব করছে স্যাম! কক্ষের দূর দিকের দেয়ালটা পাথরে তৈরি। গ্রানাইটের টুকরোয় তৈরি এই দেয়ালটাও চমৎকার শৈল্পিকভাবে গড়া। দেখে মনে হচ্ছে, কোন জটিল জিগ'স পাজল। যদিও এখনো অনেকটা অংশেই কাদামাটি লেগে রয়েছে, কিন্তু বয়স ও উপাদানগুলোর সাথে

BanglaBook.org

কারিগরি দক্ষতাটা ঠিকই বুঝা যাচ্ছে। দেয়ালের চমৎকার স্থাপত্যের চেয়েও দেয়ালের মাঝে থাকা বস্তুটির উপরই সবার মনোযোগ এখন। অপরিশোধিত পাথরে তৈরি ধনুক আকৃতির দরজা, যেটাকে পাথরের ফালি দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। আড়াআড়িভাবে শক্ত ধাতুর তিনটি বেড় দেয়ালের সাথে দরজাটাকে আটকে রেখেছে। বোল্টের সাহায্যে দরজার সাথে আটকানো বেড়গুলোর একেকটা প্রায় একহাত সমান চওড়া।

প্রাচীন আমলের লোকেরা বন্ধ করার পর থেকে এই দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করেনি।

শ্বাস নেওয়ার জন্য রীতিমত জোর খাটাতে হচ্ছে স্যামকে। বন্ধ দরজাটার ঐ পাশে হয়তো কোন সাব-বেজমেন্টে যাওয়ার রাস্তা রয়েছে। যে বা যারা এটা আটকে দিয়েছিল, হয়তো তাদের সমাজ ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ কিছু রক্ষা করার জন্যই করেছিল। এই দরজাটার ঐপাশেই শত বছরের গোপন ইতিহাস লুকিয়ে আছে।

'হায়হায়! এটা তো দেখি ফোর্ট নক্সের চেয়েও শক্ত করে আটকানো!' রালফই নীরবতাটাকে ভাঙলো অবশেষে।

তার কথায় দরজার উপর থেকে গভীর মনোযোগটা সরে গেছে স্যামের। ম্যাগিকে দেখতে পাচ্ছে সে। দরজার সামনে গালে হাত দিয়ে হাঁটুর উপর কনুই রেখে ঝুঁকে রয়েছে। চোখ দরজাতেই আটকে আছে। পরীক্ষা করে দেখছে। তারা যে এখানে উপস্থিত হয়েছে, সেটাও টের পায়নি সে।

ঢোকার পর শুধু ডেনাল নামের তের বছর বয়সী কুইচাঁ ছেলেটাই মাথা ঝাঁকিয়ে স্বাগত জানিয়েছে তাদেরকে। সে ক্যাম্পে অনুবাদক হিসেবে কাজ করছে। স্যামের চাচা ছেলেটাকে কুজকো থেকে নিয়ে এনেছে। ক্যাথলিক অনাথাশ্রমে বেড়ে উঠায় ডেনাল ইংরেজিতে বেশ সাবলীল। বেশ বিনীতও। ডান দিকের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঠোঁটের ফাঁকে একটা সিগারেট রয়েছে, যদিও নিভানো। সুড়ঙ্গের ভিতরের বাতাস বিশুদ্ধ রাখার জন্য খনন কাজের সময়টায় ধূমপান করা নিষিদ্ধ সেখানে।

একনজর আশপাশটা দেখে নিল স্যাম। লক্ষ্য করলো কেউ একজন কম আছে সেখানে। 'ফিলিপ কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো সে। প্রফেসর এখান থেকে রাজ্যের উদ্দেশ্য চলে যাওয়ার সময় তার সিনিয়র ছাত্র ফিলিপ সাইকসকে খনন কাজের পর্যবেক্ষণের দায়িত্বটা দিয়ে যায়। তার এখানেই থাকার কথা ছিল।

'সাইকস?' মুখ বাঁকালো ম্যাগি! তার তীক্ষ্ণ কণ্ঠটায় আইরিশ উচ্চারণভঙ্গির ছাপ লেগে আছে। 'বিরতি নিয়েছিল। এক ঘণ্টা আগে বেরিয়ে গেল। এখনো আসেনি।'

'তারই ক্ষতি,' বিড়বিড় করে বললো স্যাম। কেউই হার্ভার্ড থেকে গ্রাজুয়েট করা লোকটাকে খুঁজে আনার কথা বললো না। দলনেতা হিসেবে নিজেকে

BanglaBook.org

আবিষ্কার করার পর থেকে ফিলিপের রুক্ষ আচরণে সবাইই কষ্ট পেয়েছে। এমনকী নির্বিকার কুইচাঁরাও। দরজার দিকে এগিয়ে গেল স্যাম। 'ম্যাগি, দরজাটায় একটা লেখা পাওয়া গেছে বলেছিল রালফ। লেখাটা কি স্পষ্ট?'

'এখনো না! কাদা সরিয়েছি, কিন্তু লেখাটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে উপরের ভাগটা চাঁছতে পারিনি। পুরোপুরি পরিষ্কার করতে অ্যালকোহল লাগবে। ডেনাল এক শ্রমিককে পাঠিয়েছে অ্যালকোহল আনার জন্য।'

দরজাটার উপর ঝুঁকলো স্যাম। 'আমার মনে হয় এটা মসৃণ করা কোন আকরিক,' বেড়টার উপর হাত বুলাতে বুলাতে বললো। 'মরিচা খুব একটা নেই।' দরজাটার ছবি তোলার জন্য নরম্যানকে জায়গা করে দিয়ে পিছিয়ে আসলো স্যাম।

'আকরিক?' কক্ষের আলোর পরিমাণ নির্ধারণ করতে করতে জিজ্ঞেস করলো নরম্যান।

'ইনকারা গলিত লোহার কাজ সম্পর্কে জানতো না। কিন্তু প্রাচীন গ্রহাণুর প্রভাবে পর্বতের আশেপাশে প্রচুর আকরিক, ধাতব আকরিক রয়েছে। এখন পর্যন্ত পাওয়া সকল ইনকা সরঞ্জামই সমান পাথরের নয়তো আকরিকের তৈরি। এই জন্যই তাদের অত্যাধুনিক শহরগুলোর গঠনশৈলি এত চমৎকার।' নরম্যানের ছবি তোলার সময় জবাব দিল রালফ।

নরম্যানের ছবি তোলা শেষ হলে, ধাতব বেড়গুলোর দিকে হাত বাড়ালো ম্যাগি। বেড়ের উপরে আঙুল ভাসিয়ে রেখেছে, স্পর্শ করতে ভয় পাচ্ছে যেন। দরজার সাথে বেড়টা কোন জায়গায় বোল্ট দিয়ে আটকানো তা চোখে পড়েছে তার। একেকটা বোল্ট বৃদ্ধাঙুলির মত মোটা। 'যেই এটা বানিয়ে থাকুক, সে চেয়েছিল এটার ভিতরের বস্তুগুলো কখনোই যেন আলোর দেখা না পায়।'

কেউ কোন জবাব দেওয়ার আগেই কালো চুলো এক শ্রমিক এসে ঢুকলো কক্ষে। তুলির সাথে সাথে অ্যালকোহল ও ফুটানো পানির বোতল নিয়ে এসেছে।

'হয়তো লেখাটা থেকে ভিতরে কী আছে তার ব্যাপারে কোন সূত্র পাওয়া যাবে,' বলল স্যাম।

স্যাম, ম্যাগি, রালফ তিনজনেই তুলির সাহায্যে পাতগুলোর উপর পানি মেশানো অ্যালকোহল দিয়ে পরিষ্কার করতে শুরু করেছে। নরম্যান তাদের কাজ করা দেখছে। মাঝের পাতটাকে পরিষ্কার করছে স্যাম। ধুলা জমে থাকা ধাতব লেখাটার উপর অ্যালকোহল পড়তেই ধোঁয়ার সৃষ্টি হল। স্যামের চোখ-নাক জ্বলে উঠেছে ধোঁয়ার কারণে। সবশেষ কাজ হিসেবে ফোটানো পানি দিয়ে অ্যালকোহলটা পরিষ্কার করছে। ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো নিয়ে নিয়েছে সবাই, যাতে ক্ষয়ে যাওয়া ধ্বংসাবশেষগুলো মুছে পরিষ্কার করতে পারে।

স্যাম আলতোভাবে ছোট ছোট বৃত্তের মত করে পাতের মাঝের অংশটা ঘষছে।

BanglaBook.org

ম্যাগি উপরের পাতটা নিয়ে কাজ করছে। রালফ নিচেরটা। রালফকে চমক উঠতে শুনলো স্যাম। সাথে সাথে ম্যাগিও রালফের চমকে যাওয়া শব্দটার প্রতিধ্বনি করে উঠলো। 'হায় ঈশ্বর! এইটা ল্যাটিন,' বললো সে। 'কিন্তু এ... এটা অসম্ভব!'

স্যামই একমাত্র চুপ করে আছে। তার পাতটায় কোন লেখা নেই বলেই নয়, বরং তার পাতের আবিষ্কারটায় থমকে যাওয়ার কারণেই স্তব্ধ হয়ে গেছে সে। অর্ধ পরিষ্কার করা পাতটা থেকে পিছিয়ে এসেছে স্যাম। কোন রকমে শুধু মাঝখানটায় আঙুল দিয়ে ইশারা করে দেখালো সে।

স্যামের খুব কাছাকাছিই ছিল নরম্যান। দৃশ্যটা চোখে পড়েছে তারও। সেও কোন কিছু বলতে পারছে না। চোয়াল ঝুলে পড়েছে তার।

স্যাম সদ্য উন্মোচিত করা অংশটার দিকে এখনো তাকিয়ে আছে। পাতটার ঠিক মাঝখানে গভীরভাবে খোদাই করা ক্রস ছিল যেটার উপর একজন ক্রুশবিদ্ধ মানুষের খর্বাকৃতির মূর্তি ফুটে উঠেছে।

'জেসাস ক্রাইস্ট!' বলে উঠলো স্যাম।

●●●

জঙ্গলের ধারে ক্ষয়ে যাওয়া এক গুড়িতে বসে আছে গিলের্মো সালা। রাইফেলটা রাখা তার পায়ের কাছে। দিগন্তের ওপারে সূর্যটা অস্ত নামতে চলেছে। ধ্বংসস্তুপের কিনারে জন্মানো চারাগাছগুলোর সরু সরু ছায়া পড়ছে মাটিতে। ঊষালগ্নে খাদের উন্মুক্ত মুখ দিয়ে আসা ল্যাম্পের আলোটা জ্বল জ্বল করছে। আলোটা খাদে ঢুকতে চাওয়া কালো অন্ধকারকে পুরোপুরি গিলে নিয়েছে যেন। এমনকী ক্ষুধার্ত এই কালো অন্ধকারও জানে যে নিচে কী রয়েছে। গিলের ধারণা, স্বর্ণ আছে নিচের খাদটায়। 'আমরা এখনই তাদের গলা চিরে ফেলতে পারি।' তাকে লক্ষ্য করে বলল হুয়ান। মাথা ঝাঁকিয়ে তাঁবুগুলোর দিকে নির্দেশ করছে, যেখানে বিজ্ঞানীরা এখন সমাধিস্থলের দরজায় পাওয়া লেখাটা নিয়ে বিশ্লেষু করছে। 'পরে কবর চোরদের উপর দোষ দিয়ে দিলেই হবে।'

'না। সবসময়ই বিদেশীদের খুনের দিকে নজর থাকে সবার,' গিল জানালো। 'আমাদের আগের পরিকল্পনাতেই আটকে থাকতে হবে। রাতে তাদের ঘুমানো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।' সে শান্ত ভাবে কথাগুলো বললেও উশখুশ করছে হুয়ান। চার বছর চিলির জেলে কারাবাস করে তাড়াহুড়োর কাজের মূল্য সম্পর্কে ভাল ধারণা হয়েছে গিলের।

তার কথায় হুয়ান গজগজ করতে থাকলেও তার এখন মনোযোগ শুধু এই ঘন জঙ্গলটার দিকেই। রাতে চাঁদের আলোতে জেগে উঠে জঙ্গলটা। এই কালো-আঁধারী ছায়ায় প্রতি সন্ধ্যায়ই শিকারী ও শিকারদের খেলা শুরু হয়।

BanglaBook.org

সন্ধ্যার এই সময়টাই গিলের বেশি পছন্দের। এই সময়েই, নিরীহ সবুজ আচ্ছাদনের আড়ালে লুকিয়ে থাকা জঙ্গলের কালো-অন্ধকার রূপটা জেগে উঠে।

হ্যাঁ, জঙ্গলের মত সেও রাত ও চাঁদ উঠার অপেক্ষাটা করতে পারে। গত এক বছর ধরেই অপেক্ষা করছে সে। প্রথমে নিরাপত্তা দলের হয়ে নিয়োগ পাওয়াটা নিশ্চিত করেছে। তারপর, সঠিক মানুষ খুঁজে বের করে তাদেরকে একত্র করেছে। তারপর এসেছে এই সমাধিতে পাহারা দিতে। নিষ্ঠার সাথেই কাজটা করছে। কিন্তু, তা আমেরিকান বিজ্ঞানীদের মত অতীতকে রক্ষা করার স্বার্থে নয়, বরং নিজের জন্যেই মূল্যবান সম্পদগুলোকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছে সে।

এইসব কঠোর পরিশ্রম করা আমেরিকানদের নির্বুদ্ধিতা ও চারপাশের দারিদ্রতার প্রতি তাদের অন্ধত্ব তাকে বেশ বিরক্ত করে। ইতিহাসকে তুলে ধরার জন্য দেশের সকল সমাধিতে হানা দিয়ে বেড়ায়, যেখানে এর থেকে খুব অল্প পরিমাণের সম্পদ দিয়েই একটা পরিবারের বছরের পর বছর কেটে যেতে পারবে। ১৯৮৮ তে পাম্পা গ্রান্দের এক মোশে সমাধি থেকে পাওয়া ধন ভান্ডারের কথা এখনো মনে আছে গিলের। প্রচুর স্বর্ণ-রত্ন পাওয়া গিয়েছিল সেখানে। এক গরীব কৃষক থাবা দিয়ে এই বিপুল ধনরাশি থেকে এক মুঠো নেওয়ার চেষ্টা করায়, রক্ষীদের হাতে মারা পড়েছিল। শুধু মাত্র বিদেশী জাদুঘরগুলোয় রাখার জন্য মেরে ফেলেছিল লোকটাকে।

ঐরকম কোন ঘটনা এখানে ঘটবে না – ভাবলো সে। *এইগুলো আমাদের পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য। আমাদের অতীতের সম্পদ থেকে আমাদেরই উপকার পাওয়া উচিত।*

গিল তার জামার ফুলে থাকা অংশটার উপর হাত বুলাচ্ছে। পর্বতে অবস্থান নেওয়া বামপন্থী গেরিলাদের থেকে পাওয়া অনেকগুলো উপহারের মধ্যে এটা একটা। গিলকে এই উদ্যোগটায় সাহায্য করছে তারা। জামার ভিতরে থাকা গ্রেনেডটার উপর মৃদু টোকা দিল গিল।

সমাধিস্থলে হানা দেওয়ার পর তাদের চিহ্ন মুছতে কাজে লাগবে এটা। কিন্তু যদি গাধা আমেরিকানগুলো বাঁধা দেওয়া চেষ্টা করে... তাহলে, দ্রুত মেরে ফেলার জন্য ছুরি দিয়ে মারার চেয়েও সহজ উপায় রয়েছে।

BanglaBook.org

●●●

ল্যাটিন ভাষাটাকে ঘৃণা করে ম্যাগি ও'ডোনেল। যেন তেন ঘৃণা নয়, একেবারে অন্তর থেকেই ঘৃণা করে। বেলফাস্টের এক ক্যাথলিক স্কুলে পড়ার সময় জোর করেই তাকে ল্যাটিন পড়ানো হয়েছে। ঐখানের বদরাগী নানদের কাছে ল্যাটিনের জন্য এত পিটুনী খেয়েও ভাষাটাকে সে আয়ত্ত করতে পারেনি।

মূল তাঁবুর টেবিলের উপর রাখা আছে দরজার ফলকগুলো রয়েছে। এখন সে এগুলোর উপর কাঠকয়লা দিয়ে চিহ্ন খোঁজার কাজ শুরু করে দিয়েছে ইতিমধ্যেই।

উপরের পাতের সূক্ষ্মভাবে খোদাই করা লেখাটাকে আতশি কাচের সাহায্যে পরীক্ষা করছে স্যাম। মাথার উপর লণ্ঠনের বাতি ঝুলছে। দলের মাঝে সেরা এপিগ্রাফার সে। প্রাচীন ভাষার লেখাগুলো পাঠ্যোদ্ধার করায় দক্ষ। 'আমার মনেহয় এখানে লেখা *নস ক্রিস্তি দেফিনেতে*, এটার জন্য আমি আমার দাঁতের ঝুঁকি নিতে চাই না।'

সাংবাদিক নরম্যান ফিল্ডস, স্যামের কাঁধের উপর দিয়ে ঝুঁকে রয়েছে। ক্যামেরাই তৈরিই আছে তার।

'বুঝাচ্ছেই বা কী?' বিক্ষু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো ম্যাগি। অকাজের মনে হচ্ছে নিজেকে। পাঠ্যোদ্ধারে কোন সহযোগিতাই করতে পারছে না। রালফ আইজ্যাকসনও ল্যাটিনে দুর্বল। তবে সে অন্তত এইটুক জানে যে কিভাবে রান্না করতে হয়। তাঁবুর বাইরে ক্যাম্পের চুলাটায় আগুন ধরাতে রীতিমত সংগ্রাম করতে হচ্ছে তাকে। কোন রকমে আগুন জ্বালিয়ে রাতের খাবার তৈরি করছে।

প্রফেসরের চলে যাওয়ার পর থেকে দলটা ধ্বংসাবশেষগুলোকে ভালভাবে পরিষ্কার করতে ও জায়গাটাকে তালিকাভুক্ত করতে বেশ সংগ্রাম করে চলছে। প্রত্যেককেই আলাদা আলাদা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতি সকালে রালফ খাবার তৈরি করে, পরিষ্কার ও গোছগাছের কাজটা স্যাম-নরম্যানদের, আর কম্পিউটারে প্রতিদিনের কাজের প্রতিবেদন তৈরির ক্লান্তিকর কাজটা ম্যাগি ও ফিলিপের উপর।

ম্যাগির বিখুভাবকে এড়িয়ে গেল স্যাম। নাক দিয়ে গড় গড় শব্দ করে পড়ার চেষ্টা করছে। 'আমার মনে হচ্ছে এটাতে লেখাটার অর্থ, 'যিশু, সংরক্ষণ করো তাদেরকে' বা 'যিশু, রক্ষা করো তাদেরকে',' বলল স্যাম। 'এরকমই কিছু।'

দুই চোখের মাঝে ঠাণ্ডা কাপড়ের পট্টি রেখে একটা খাটে শুয়েছিল ফিলিপ সাইকস। আবিষ্কারটার সময় ওখানে না থাকাটা এখনো পীড়া দিচ্ছে তাকে। 'ভুল,' তিক্তভাবে বলল, যেখানে ছিল সেখানেই শুয়ে আছে। 'এটার অর্থ, যিশু, রক্ষা করো *আমাদেরকে*। *তাদেরকে* না।' অবজ্ঞাসূচক সুরে বললো কথাটা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ম্যাগি। ল্যাটিনে ফিলিপের দক্ষতা নিয়ে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তার ল্যাটিনকে ঘৃণা করার আরেকটা কারণ। ফিলিপ সবসময়ই জ্ঞানের উৎস, সবসময় তৈরি থাকে অন্যদের ভুল শুধরে দেওয়ার জন্য। কিন্তু, এত দিকে পারদর্শী হলেও—সাইটে ঘুরাঘুরির অভিজ্ঞতায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে। যদিও, দলটার দায়িত্ব এখন তার উপরই। পিএইচডি ডিগ্রিটা অর্জনের আগে খননের কাজে সময় কাটানো বেশি জরুরি তার জন্য। ম্যাগির

BanglaBook.org

আশঙ্কা ছিল এই গবেটটা কখনো হার্ভার্ডের আইভি হলের চৌহদ্দী ছেড়ে বেরুতে পারবে না। যেখানে তার মৃত প্রত্নতাত্ত্বিক বাবার চেয়ারটা নিশ্চিত ভাবেই অপেক্ষা করছে তার জন্য। আইভি লিগটা এখনো সেরা। এক সম্মানিত সহকর্মীর ছেলে হওয়ায় ফিলিপের হাতে ভাল একটা সুযোগ আছে।

একটু সরে স্যামের কাছে চলে এলো ম্যাগি। থামাতে পারার আগেই লম্বা হাই বেরিয়ে আসলো তার মুখ থেকে। কর্মব্যস্ত দীর্ঘ দিনটায় অনেক কাজ করা হয়েছে: দরজার ছবি তুলতে হয়েছে, পাতগুলোর ছাঁচ নিতে হয়েছে, লেখাটার উপর কাঠকয়লা দিয়ে চিহ্ন খুঁজতে হয়েছে, প্রতিবেদন করা ও লেখা—সবই হয়েছে।

স্যাম তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। মাঝের পাতটাকে একপাশে সরিয়ে রাখলো সে। ঐটার ধাতব আকরিকের উপর শুধু একটা ক্রুশবিদ্ধ মূর্তি খোদাই করা আছে। অন্য কোন লেখাও নেই। পরীক্ষা করার জন্য তৃতীয় পাতটাকে আতশি কাচের নিচে রাখলো স্যাম। 'এটাতে অনেক লেখা রয়েছে। কিন্তু এটা হাতের লেখাটাও অনেক ছোট, ভালভাবে সংরক্ষিতও না।' জানালো সে। 'আমি এটার অল্প একটু অংশ বের করতে পারব।'

'আচ্ছা! তাহলে, কি লেখা আছে ঐটায়?' ম্যাগি জিজ্ঞেস করলো। টেবিলের পাশের একটা ফোল্ডিং চেয়ারে এলিয়ে দিয়েছে নিজেকে। মাথার ডান দিকে চিনচিনে করে ব্যথা করা শুরু হয়েছে।

'কিছুটা সময় দাও।' মাথা বাঁকিয়ে পাশের লেন্সটার ভিতর দিয়ে তেরছা চোখে দেখেছে স্যাম। তার চওড়া টুপিটা সবসময় মাথায় থাকলেও, এখন টেবিলে রেখে দিয়েছে। জঙ্গলের ভিতর সাধারণ সৌজন্যতা রক্ষা করার জন্য প্রফেসর কঙ্কলিন একটা নিয়ম করেছিল, তাঁবুর ভিতরে টুপি খুলে রাখতে হবে। তার চাচা এখানে উপস্থিত নেই, তবুও স্যাম এখনো নিয়মটা মেনে চলছে। ভালো ভাবেই বেড়ে উঠেছে স্যাম। এটা ভেবে বাঁকাভাবে মৃদু হাসলো ম্যাগি। প্রফেসরের ভাইপোর দিকে তাকিয়ে আছে। স্যামের রুক্ষ কোলচে-সোনালি চুলের যে অংশটা টুপি দিয়ে ঢাকা থাকে, সেখানে এখনো টুপিটার একটা ছাপ রয়ে গেছে।

তার কাছে গিয়ে তার চুলগুলো এলোমেলো করে দেওয়ার ইচ্ছাটাকে দমন করলো ম্যাগি। 'তো, কী মনে হয় তোমার, স্যাম? তোমার কি সত্যিই মনে হয়, স্প্যানিশ দিগ্বিজয়ীরা পাতে খোদাইগুলো করেছে?'

'তা না হলে আর কারা? দিগ্বিজয়ীরা হয়তো এই পর্বতেও খুঁজেছিল, চিহ্ন রেখে গেছে।' মাথা উঁচু করে ভ্রুকুটি কাটলো স্যাম। 'আর যদি স্প্যানিশরা এখানে এসেই থাকে, তাহলে অক্ষত সমাধি পাওয়ার আশাকে বিদায়ই দিয়ে দেই। শুধু এইটুকুই আশা করি যে, তারা হয়তো আমাদের জন্য কিছু হলেও রেখে গেছে, যেটা দিয়ে অন্তত ডকের মতবাদটাকে যেন প্রমাণ করা যায়।'

BanglaBook.org

'কিন্তু, বই পত্রের লেখার অনুসারে, স্প্যানিশরা কখনোই এইদিকের কোন শহরই খুঁজে পায়নি। কুজকো থেকে এত দূরে স্প্যানিশরা কখনো এসেছিল বলে কিছু উল্লেখ করা নেই।'

টেবিলে বোঝাই করা ল্যাটিনে খোদাইকৃত পাতগুলোর দিকে নির্দেশ করলো স্যাম। 'এই যে প্রমাণ। আমরা এখান থেকে অন্তত এই আবিষ্কারটা নিয়ে বের হতে পারব। যারা এখানে এসেছিল, তারা নিশ্চিতভাবেই কুজকোতে স্থাপন করা তাদের ঘাটিতে আর ফিরে যেতে পারেনি। তার আগেই হয়তো উপজাতিদের হাতে মারা পড়েছিল। এর আগে হয়তো পর্বতের এই পর্যন্তই আসতে পেরেছিল তারা। তাই, শহর আবিষ্কারের খবরটাও তাদের সাথে সাথেই হারিয়ে গিয়েছিল।'

'তাহলে তো তারা সমাধি থেকে কোন কিছু সরানোর সুযোগও পায়নি।' জোর খাটিয়ে বলল ম্যাগি।

'হয়ত...'

ম্যাগি জানে তার কথাটা কেউই মানবে না। এমন কী সে নিজেও না। সে জানে, স্প্যানিশদের যদি পাতে খোদাই করে লেখার মত এতটা সময়ই থেকে থাকে, তাহলে মন্দিরে হানা দেওয়ার জন্য যথেষ্টরও বেশি সময় ছিল। আর কী বলবে সে জানে না, তাই ধপ করে তার আসনেই বসে পড়লো আবার।

স্যাম বললো, 'আচ্ছা! এই জগাখিচুড়ি থেকে আমি সর্বোচ্চ এইটুকুই বের করতে পারব। *দমিনে সসপিতাতে...* তারপরের দুইটা শব্দ বুঝা যাচ্ছে না... তারপর, *হক সেপুলক্রুম কাইলো রেলিনকুয়েমেউস*। পরের কয়েকটা লাইন আমি বের করতে পারিনি, সবার শেষে লেখা আছে *নে পেতুরবেতুর*। এইটুকুই।'

'এগুলোর অর্থ কী?' ম্যাগি জানতে চাইলো।

শ্রাগ করলো স্যাম। তার সবচেয়ে সুন্দর হাসিগুলোর একটি ফুটে উঠেছে এখন তার ঠোঁটে। 'আমাকে দেখে কি রোমান মনে হয়?'

'ওহ ঈশ্বর!' অবাক হয়ে বলল ফিলিপ। ম্যাগি ও স্যামের মনোযোগই ঘুরে গেল তারদিকে। উঠে বসেছে। কাপড়ের ভাঁজ করা টুকরোটা মুখের উপর থেকে কোলে পড়ে গেছে।

'কী?' ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা নিচে নামিয়ে আনলো স্যাম।

'শেষ অংশটুকুর অর্থ, আমরা স্বর্গে যাওয়ার জন্য এই সমাধি ত্যাগ করছি। এটাকে যেন কখনো বিরক্ত না করা হয়!'

ঠিক ঐ সময়েই হাতে চারটা মগ নিয়ে তাঁবুতে এসে ঢুকলো রালফ। 'কফি চলবে কার...?' চোখ বড় বড় করে অন্যদেরকে জমে থাকতে দেখে থেমে গেল। 'কী হয়েছে?'

প্রথমে কথা বলার শক্তিটুক পেল স্যামই। 'কেমন হবে যদি এর বদলে আমরা শ্যাম্পেইন বের করি? সেইসব প্রাচীন গুটিকয়েক দিগ্বিজয়ীদের স্মরণে, যারা আমাদের এখানের বিনিয়োগটাকে রক্ষা করছে।'

BanglaBook.org

'কী?' দ্বিধাগ্রস্ত গলায় জিজ্ঞেস করলো রালফ।

ফিলিপ বললো পরের কথাটা। তার গলায় জমে থাকা উত্তেজনাটা টের পাওয়া যাচ্ছে, 'মি. আইজ্যাকসন, আমাদের খুঁজে পাওয়া সমাধিগুলো হয়তো এখনো অক্ষতই আছে!'

'তোমার কিভাবে–?'

পাতগুলোর একটা হাতে নিয়ে তার দিকে বাড়িয়ে ধরলো ম্যাগি। 'যিশুর দ্বারা! ল্যাটিনকে ভালবাসতে বাধ্য হবে তুমি!'

●●●

উত্তেজনাকে আর ধরে রাখতে পারছে না স্যাম। স্যাটেলাইটের সাহায্যে কম্পিউটারে ইউনিভার্সিটির ইন্টারনেটের সাথে কানেক্ট হওয়ার অপেক্ষা করছে। যোগাযোগ করার জন্য নির্ধারিত এই তাঁবুতে বাকিরাও তার পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জঙ্গলের অন্তকালের কুয়াশা থেকে দামী দামী যন্ত্রপাতিগুলো রক্ষার জন্য আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে এই তাঁবুটা।

একটু পর পরই ঘড়িতে সময় দেখছে স্যাম। দশটা থেকে দুই মিনিট কম। প্রতিদিন এই সময়টাতেই প্রফেসরকে খনন কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করে স্যাম অথবা ফিলিপ। যদিও আজ রাতেই প্রথমবারের মত প্রফেসরকে তারা ভাল কিছু জানাতে যাচ্ছে। কানেকশন পাওয়ার সাথে সাথে দ্রুত কয়েকটা কি চাপলো স্যাম। ভিডিও ফিডটা চালু হয়েছে। মনিটরের উপরের কোনায় লাগানো ছোট ক্যামেরাটার লাল নির্দেশক আলোটা টিমটিম করে জ্বলছে। ভিডিও স্যাটেলাইটের এই উপকরণগুলো ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির থেকে উপহার পেয়েছে তারা। 'হ্যালো সবাই,' তার চাচার ইন্টারনেট অ্যাড্রেসে কল দিতে দিতে বিড়বিড় করে বললো স্যাম।

ঘড়ঘড় শব্দ করে জানান দিল কম্পিউটার। মনিটরের পর্দার উপরের ডানকোনায় হেনরির ছোট ছবি ভেসে উঠেছে। আরো কয়েকটা কি চেপে ছবিটাকে বড় করলো স্যাম। ভিডিও ফিডটা বেশ ঝাপসা, আটকে আটকে যাচ্ছে। যখন তার চাচা তাদেরকে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানাল, তখন পর্দায় তার হাতটাকে মনে হচ্ছিল যেন তার মুখের উপর দিয়ে খুব ধীরে ধীরে নড়ছিল।

স্যাম মাইক্রোফোনটা টেনে নিয়ে বললো, 'হাই জ্যাক!'

তার চাচা হেসে বলল, 'তোমার সাথে দেখছি সবাই রয়েছে আজকে। নিশ্চয়ই আমার জন্য কোন সুখবর জানাতে যাচ্ছো।'

স্যামের ঠোঁটের কোনায় তখনো বাঁকা হাসিটা আটকে ছিল, কিন্তু পুরো দলের অর্জনের কথাটা এত সহজেই জানাতে চাচ্ছে না। 'প্রথমে আমাদেরকে মমিটা সম্পর্কে জানাও। গতকালকে বলেছিলে, আজ সকালে সিটিস্ক্যান

BanglaBook.org

করানো হবে। ঐটার ফলাফল কী?' প্রশ্নটা করেই অনুশোচনা হলো স্যামের, যখন দেখলো তার চাচার মুখটা কালো হয়ে গেছে। তিন হাজার মাইল দূরে থেকেও বুঝতে পারছে, তার চাচার কাছে কোন সুখবর নেই। স্যামের হাসিটাও মুছে গেছে। 'কী হয়েছে?' এইবার আরো শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলো।

মাথা ঝাঁকাল হেনরি। ভিডিওটা অবশ্য আটকে আটকেই চলছে, কিন্তু কথা শোনা যাচ্ছে পরিষ্কারভাবেই। 'মমিটা সম্পর্কে আমাদের ধারণা ঠিকই ছিল। কোন ইনকার মমি না এটা। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত, এটা কোন ইউরোপিয়ানের।'

'কী?' স্যামের সাথে সাথে বাকিরাও অবাক হল এটা শুনে।

'যতটা বলতে পারি, এই লোকটা ডমিনিক যাজক ছিল। খুব সম্ভবত – কোন খ্রিস্টান ভিক্ষু।'

মাইক্রোফোনের উপর ঝুঁকে গেলো ম্যাগি। 'ইনকারা তাদের এক ঘৃণ্য শত্রুকে মমি করে ফেলেছিল? ভিনধর্মী এক যাজককে?'

'এটা অদ্ভুত। আমিও জানি। এটা নিয়ে কিছুটা গবেষণা করার পরিকল্পনা করেছি। দেখি ফেরার আগে এই যাজকের ইতিহাস সম্পর্কে কিছু বের করতে পারি কিনা। আমি যা প্রমাণ করতে চাচ্ছি, তা এইটা না। কিন্তু এটাও বেশ আগ্রহ জাগানোর মত।'

'বিশেষ করে, আমাদের এখানের আবিষ্কারের আলোটাও যখন পড়ছে সাথে।' স্যাম যোগ করলো।

'কী বুঝাতে চাচ্ছো?' হেনরি জানতে চাইলো।

স্যাম তাদের আবিষ্কার করা বন্ধ দরজা ও খোদাই করার ল্যাটিন লেখা গুলোর কথা ব্যাখ্যা করে জানালো।

স্যামের কথা শেষ হলে মাথা ঝাঁকালো হেনরি। 'তাহলে, দিগ্বিজয়ীরা ঐ গ্রামটা সত্যিই খুঁজে পেয়েছিল। ধ্যাত!' চোখের চশমাটা খুলে নিল হেনরি। 'কিন্তু, এখানে পাঁচশো বছর আগে ঘটেছিলটা কী? উত্তরটা মনে হয় দরজার ঐ পাশেই রয়েছে।' ঠিক তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললো না, নিজেই ভাবছে যেন।

ফিলিপ মাইক্রোফোনটার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আমরা কি কালকে দরজাটা খুলে ফেলব?'

তার চাচা জবাব দেওয়ার আগেই, স্যাম বলে উঠলো। 'অবশ্যই না। আমার মনে হয়, ডকের ফিরে আসার আগ পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করা উচিত। এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা আবিষ্কার। এটা পরীক্ষা করার জন্য তার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা আমাদের দরকার হবে।'

স্যামের কথা শুনে লাল হয়ে উঠেছে ফিলিপের মুখ। 'আমাদের যে-কোন আবিষ্কারকেই আমি সামলাতে পারি।'

BanglaBook.org

'তুমি তো এমনিই পারো ন...'

হেনরি বাধা দিল তাদেরকে। কঠিন সুরে জানালো, 'মি. সাইকসের কথাই ঠিক, স্যাম। কালকেই দরজাটা খুলো। বন্ধ দরজাটার ঐ পাশে যেটাই থাকুক, সেটা নিয়ে আমাকে এখানে গবেষণা করতে সাহায্য করতে পারবে।' পুরো দলটার উপরই একবার চোখ বুলিয়ে নিল হেনরি। 'শুধু ফিলিপের উপরই বিশ্বাস রাখছি না আমি, তোমাদের সবার উপরই আশা করছি। তোমরা সেভাবেই এগুবে, যেভাবে আমি শিখিয়েছি তোমাদেরকে। অতি সতর্ক এবং সূক্ষ্মভাবে।'

এই কথার পরও স্যাম ফিলিপের চোখে লোলুপ্তদৃষ্টিটা দেখতে পাচ্ছে। হার্ভাডের এই লোককে অসহ্য লাগছে এখন। রাগে টেবিলের কিনারাটা ধরে রাখলো স্যাম। চাচার কথার উপর প্রশ্ন করার সাহস হচ্ছে না। খারাপ শোনাবে এটা।

'স্যাম,' তার চাচা বলেই যাচ্ছে, 'তোমার সাথে একাকি কয়েকটা কথা বলতে চাচ্ছি।' কঠিন ও ঝাঁঝালো সুরে বললো হেনরি। 'বাকিদের এখন শুয়ে পড়া উচিৎ। আগামীকালকে অনেক কাজ করতে হবে তোমাদের।'

গুনগুন শব্দ শোনা গেল অন্যদের থেকে। বিদায় জানিয়ে তাঁবু ত্যাগ করলো তারা।

বাইরে থেকে হেনরির গলার শব্দ শুনতে পেল, 'ভাল কাজ দেখিয়েছো তোমরা।'

স্যাম বাকিদের বের হয়ে যেতে দেখছে। তাঁবু থেকে সবার শেষে বের হল ফিলিপ। যাওয়ার আগে স্যামের দিকে তাকিয়ে বিজয়ীর মত হাসি দিতে ছাড়েনি। ডান হাতে মুষ্টি পাকিয়ে ফেলেছে স্যাম।

'স্যাম,' বেশ নরম গলায় বললেন হেনরি। 'সবাই কি চলে গেছে?'

জোর করে নিজেকে শান্ত করে হেনরির দিকে তাকালো স্যাম। 'হ্যাঁ, আঙ্কেল হ্যাঙ্ক!'

'আমি জানি ফিলিপ সবাইকে বেশি যন্ত্রণা দেয়। কিন্তু সে বুদ্ধিমানও। ফিলিপ যদি তার বাবার অর্ধেক সমতুল্যেরও আর্কিওলজিস্ট হতে পারে, তাহলে ভাল একটা শিষ্য হতে পারবে সে। তো, মানিয়ে চলো ওর সাথে।'

'যদি বলো তাই করবো...'

'তাই বলছি।' তার চেয়ারটাকে কম্পিউটারের আরো কাছে টেনে এনেছে হেনরি। পর্দায় তার কাঁপা কাঁপা ছবিটা দেখা যাচ্ছে। 'এখন, তোমার সাথে একা কথা বলার কারণটা বলছি। যদিও আমার কথাগুলো ফিলিপকে সমর্থন করছে, তবে আমি চাই আগামীকালকে তুমি আমার চোখ-কান হয়ে থাকবে। খোঁড়াখুঁড়িতে তোমার অভিজ্ঞতা অনেক আর তোমার উপরই আশা করছি যে, ফিলিপকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়ে সাহায্য করবে।'

BanglaBook.org

হতাশ ভাবটা দমন করতে পারছে না স্যাম। 'আঙ্কেল হ্যাঙ্ক, সে কখনোই শুনবে না। সে ভাবে সে নিজেই অনেক বড় কিছু।'

'এটা সমাধানের উপায় বের করো।' ব্যাপারটা এখানেই থামিয়ে দিয়ে চশমাটাকে বদলে নিল হেনরি। নীরবে স্যামের দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে যেন পরখ করছে তাকে। 'তুমি যদি আমার চোখ-কান হও – তাহলে আমি যা জানি তার সবকিছুই তোমাকে জানতে হবে, স্যাম। কিছু ব্যাপার আমি অন্যদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলাম। কালকে যেটা আবিষ্কার করবে, তার সঠিক মূল্যায়ন করতে হলে – সবকিছু জানা দরকার তোমার।'

সোজা হয়ে বসলো স্যাম। ফিলিপের উপর থেকে বিরক্তিভাবটা পুরোপুরি কেটে গেছে এখন। 'কী?'

'দুইটা ব্যাপার। প্রথমত, এখানে মমিটার সাথে কিছু অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে।' মমির খুলির হঠাৎই বিস্ফোরণ হওয়া ও খসে পড়া স্বর্ণটা নিয়ে ভেঙে বলল হেনরি।

চোখ কপালে উঠলো স্যামের। 'ক্রাইস্ট, আঙ্কেল হ্যাঙ্ক! কীভাবে?'

'প্যাথোলোজিস্টরা বলল, অনেক দিন ধরে জমে থাকা মিথেন গ্যাসটা হঠাৎ করে গলিত হওয়ায় বিস্ফোরিত হয়েছে। কিন্তু, চার দশক ধরে মাঠে কাজ করছি, এর আগে কখনো এমন কিছু দেখিনি। আর খসে পড়া বস্তুটা... ড. এঙ্গেল এটা নিয়ে পরীক্ষা করছে। হয়তো আর কয়েকদিনের মাঝেই জেনে যাব, কিন্তু ততদিন পর্যন্ত, আমি চাই তুমি তোমার চোখটা খোলা রাখবে। পাঁচশো বছর আগে গ্রামটায় কী ঘটেছিল, সেই রহস্যের উত্তরটা হয়তো পাওয়া যাবে দরজাটা খোলার পরই।'

'যে-কোন সূত্রের জন্য চোখ রাখবো আমি। সতর্ক হয়েই এগোব। যদি এর জন্য ফিলিপের উপর ঘোড়ার লাগাম লাগাতে হয় তাই করবো।'

তার চাচা হাসছে তার কথা শুনে। 'কিন্তু মনে রেখো স্যাম, অভিজ্ঞ ঘোড়সওয়ারীরা কিন্তু জানে নিজের ইচ্ছামত চলা ঘোড়াকেও কীভাবে লাগামে হালকা টোকা দিয়ে সামলাতে হয়। ফিলিপকে দলনেতা ভাবতে দাও, সব কিছু ঠিক ভাবেই চলবে।'

মুখ বাঁকালো স্যাম। 'কিন্তু... এত গোপনীয়তা কেন, আঙ্কেল হ্যাঙ্ক?'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো হেনরি, মাথা নাড়ছে আলতোভাবে। হঠাৎই তাকে বেশি বয়স্ক মনে হচ্ছে। চোখ দুটোকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। 'গবেষণার কাজে, গোপনীয়তা অনেক গুরুত্বপূর্ণ।' স্যামের দিকে তাকালো হেনরি। 'লুটেরাদের কথা মনে রেখো। আন্দিজের মত এত গুমোট এলাকা হলেও, মুখ ফস্কে ভুলেও কিছু বললে গুপ্তধন শিকারীদের মেলা জমে যাবে ওখানে। একই ব্যাপার গবেষণার কমিউনিটিতেও। মুখ ফস্কে বলা কথা গ্রান্ট, ফেলোশিপ, টেনিউরকে ধ্বংস করে দিতে পারে।'

BanglaBook.org

'আমাকে বিশ্বাস করতে পারো।'

হাসছে হেনরি। 'আমি জানি, স্যাম। আমি তোমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করি। তোমাকে সব বলে দিতে পারলে আমি নিজেই খুশি হব, কিন্তু তোমার উপর গোপনের বোঝা চাপাতে চাই না। এখনই না। এটা তোমার মনে অনেক চাপ দিবে, যখন দেখবে তুমি তোমার কোন সহকর্মীর সাথে খোলামেলা ভাবে কথা বলতে পারছো না। কিন্তু, বর্তমান পরিস্থিতি আমাকে বাধ্য করছে আমার এই বোঝাটা তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে। তোমাকে অবশ্যই ধাঁধাটার শেষ অংশটা জানা থাকতে হবে, আমি নিশ্চিত যে শহরটা নির্মাণ করেছে একটা পুরোনো উপজাতি।' পর্দার আরো কাছে ঝুঁকলো হেনরি। 'আমার মনে হয়, আমি এটাও জানি যে, কারা নির্মাণ করেছে এটা।'

'কী বলছো? কে করেছে? এই এলাকার পুরোটাতেই ইনকাদের ছাপ স্পষ্ট।'

হাত তুললো তার চাচা। 'আমি জানি। ইনকারা এই জায়গাটা কোন ঘটনাক্রমে দখল করেছে, সেটা নিয়ে কোন দ্বিধা করিনি কখনো। কিন্তু তাদের আগে কারা ছিল? তাদের উপকথা পড়ছি আমি, বংশপরিক্রমায় চলে আসা তাদের গল্পগুলো নিয়ে পড়েছি। কীভাবে ইনকাদের প্রথম রাজা পবিত্র পর্বতের আশ্চর্য এক শহর থেকে তার সঙ্গিনীকে খুঁজে পেয়েছিল। সঙ্গিনীকে নিয়ে ফেরার পর পরই ইনকা সাম্রাজ্য গড়ে তোলে রাজা। যেটা শত শত বছর টিকেছিল। তাদের প্রাচীন গল্পগুলোতেও এটার উল্লেখ আছে যে, অন্য একটি জাতি ইনকাদের সাথে তাদের শিকড়ের ভাগাভাগি করেছিল। কিন্তু কাদের সাথে? এই রহস্যটা নিয়েই কয়েক দশক ধরে কাজ করছি। আমার গবেষণাই এই ধ্বংসাবশেষগুলো আবিষ্কারের দিকে টেনে এনেছে। কিন্তু, *এই শহরটা নির্মাণ করেছে কারা?*–এই প্রশ্নের জবাবটা – *জবাবটা* আমি মাত্র গত মাসে আবিষ্কার করতে পেরেছি।'

বাকশূন্য হয়ে গেছে স্যাম। তার চাচা আর কতটা তথ্য গোপন রেখেছে – ভাবতেও পারছে না সে।

'তু...তুমি জানো, কারা এই শহরটা নির্মাণ করেছে?'

'দাঁড়াও, দেখাই তোমাকে।' বলে তার নিজের মাউস-কী বোর্ডের দিকে হাত বাড়ালো হেনরি। কয়েকটা ফাইল ওপেন করলো। 'আমি চাইলে এটাকে আমার চমকপ্রদ গবেষণার কৃতিত্ব হিসেবে বলতে পারি, কিন্তু সত্যটা হল – ঘটনাগুলো দৈব ভাবেই সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে আর্কিওলোজিকে এগিয়ে নেওয়ার খাতিরে।'

পর্দার উপরের কোণায় তার চাচার কাঁপা কাঁপা ছবিটা রয়েছে। পর্দায় তাদের বর্তমানে খনন কাজের একটা ত্রিমাত্রিক ছবি ফুটে উঠলো। রঙিন দাগগুলো খননের বিভিন্ন স্তরকে নির্দেশ করছে। ভূমি ও তার উপরে ছড়িয়ে থাকা ধ্বংসাবশেষের বর্ণনাগুলো দেখে মুগ্ধ হল স্যাম। মাউসের পয়েন্টারের

BanglaBook.org

সাহায্যে স্যামকে সানপ্লাজার উপরের ধ্বংসস্তুপের একটা অংশ বড় করে দেখাচ্ছে হেনরি। কালো বর্গাকৃতির অংশটা নিচে নেমে যাওয়া ধ্বংসস্তুপকে নির্দেশ করছে।

'এটা আমাদের সাইটটা। ভূমধ্যস্থ কাঠামোতে যাওয়ার সুড়ঙ্গটা।'

'আমি জানি,' বললো স্যাম, 'কিন্তু এটার সাথে......'

'ধৈর্য ধরো,' পর্দার কোণার ছবিটায় হেনরিকে হাসতে দেখা যাচ্ছে। 'গত মাসে, সৌভাগ্যস্বরুপই – সেন্ট লুইসে থাকাকালীন ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির এক সহকর্মীর কাছ থেকে একটা সিডি-রম পাই। সেটাতে পাম্পা গ্রান্দের উপকূল বরাবর ৬০০ মাইল দূরের মোশে পিরামিডের কিছু ম্যাপ ছিল। যেখানে এখন খনন কাজ চলছে।'

'মোশেদের অঞ্চল?' এই অঞ্চল সম্পর্কে নিজের জানা তথ্যগুলো মনে পড়েছে স্যামের। ইনকাদের আবির্ভাবেরও আরো কয়েকশো বছর আগে মোশ নামে একটা উপজাতি বাস করতো, পেরুর উপকূল বরাবর দুশো মাইল বিস্তৃত জায়গায় বাস ছিল তাদের। পিরামিডের নির্মাতা, গলিত লোহা নিয়ে কাজ করায় দক্ষ ছিল তারা। ১০০ থেকে ৭০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত টিকেছিল তারা। এরপর, কোন কারণ ছাড়াই হাওয়া হয়ে যায় পুরো জাতিটাই।

আরো কয়েকটা কী চাপলো হেনরি। স্যামের কম্পিউটারের পর্দায় পাশাপাশি দুইটা ছবি ফুটে উঠেছে। বামপাশের ছবিটা তাদের এখানকার ধ্বংসস্তুপের ম্যাপ, আর ডানপাশেরটা কোন সমতল উচ্চতার ভূমির পিরামিডের নতুন আঁকা ছবি। ছবিটার উপর আঙুল রাখলো হেনরি, 'এটা হল পাম্পা গ্রান্দের পিরামিড।' মোশে পিরামিডের মাথাটাকে বড় করে নির্দেশ করলো।

'ওহ ঈশ্বর!' খাবি খেল স্যাম।

'এখন তুমিও আমার ছোট গোপনটা জানো।' দুইটা ছবিকে যুক্ত করে একটার উপর আরেকটাকে রাখলো। পুরোপুরি মিলে গেছে। 'সান প্লাজা আসলে সমাধিস্থ হওয়া মোশে পিরামিডের মাথাটা। আমাদের মাটির নিচের ঐ ধ্বংসস্তুপটা হলো ভূগর্ভস্থ পিরামিডটার ধ্বংসাবশেষ। তাদের পবিত্র মন্দিরগুলো একটি।'

'ওহ ঈশ্বর, আঙ্কেল হ্যাঙ্ক! তুমি এটাকে গোপন করে রেখেছো কেন? তোমার উচিৎ তোমার এই আবিষ্কারটার কথা সবাইকে জানানো।'

'না। বাস্তব কোন প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত নয়। জন হপকিন্সের গবেষকদের উপর আশা রাখছি, তারা হয়তো মমিটার বংশগত চিহ্নগুলো পরীক্ষা করে মোশে জাতির সাথে এটার সম্পর্ক আছে কিনা বের করতে পারবে। তাতে আমার তত্ত্বটাও প্রমাণ হবে। কিন্তু...' শ্রাগ করলো হেনরি। 'জঙ্গলের ধ্বংস স্তুপের রহস্য দিন দিন বাড়ছে। ধাঁধার সাথে প্রতিদিনই নতুন কিছু যোগ হচ্ছে।'

BanglaBook.org

'মোশে,' এত বেশি পরিমাণে তথ্য জানার চাপ নিতে পারছে না স্যাম। হতবাক হয়ে আছে। যাজকের মমি, খুলির বিস্ফোরণ, সমাধিস্থ পিরামিড, ল্যাটিনে খোদাই করা অদ্ভুত হুমকি... এগুলো কীভাবে একে অপরের সাথে যুক্ত?

তার মাথায় চলা কথাটা বুঝতে পেরেই তার চাচা বললেন, 'এই সবগুলো রহস্যের উত্তরই হয়তো লুকানো রয়েছে দরজাটার ঐপাশে, স্যাম। আমি অনুভব করতে পারছি। সাবধানে থাকবে।'

●●●

অন্ধকার ক্যাম্পটাকে পর্যবেক্ষণ করছে গিলের্মো। এখন মধ্যরাত। তরুণ বিজ্ঞানী দল ও কুইচাঁ শ্রমিকদের তাদের তাঁবুতে বিশ্রাম করছে। খোঁড়ার কাজের জন্য স্থাপন করা কয়েকটা বাতিই জ্বলছে শুধু।

রাইফেল উঁচিয়ে হুয়ান ও মিগুয়েলকে সঙ্কেত দিলো গিল।

ঘন জঙ্গলটা হুয়ানের কঙ্কালসার দেহকে পুরোপুরি আড়াল করে রেখেছিল। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল মোটা ও বেঁটে মিগুয়েল। পিঠের বিশাল ব্যাগের বোঝার ভারে নুয়ে পড়েছে। ব্যাগে সমাধির দরজায় কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলো আছে। দুই মাথাওয়ালা এক কুড়াল কাঁধে নিয়ে তার পিছে পিছে বেরিয়ে এল হুয়ানও।

গিল হাতে নেড়ে সর্বোচ্চ চূড়াটার দিকে যাওয়ার নির্দেশ করলো। সে জানে, তাদেরকে আরো দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। তবুও সে অভিযোগ করছে না। দিনের আলো ফোটার আগে যথেষ্ট সময় আছে তাদের হাতে। সমাধির দরজাটা এখনও অক্ষত থাকার সম্ভাবনার খবর শুনে, একটা স্বার্থক আঘাত হানার আশাও বেড়ে গেছে গিলের।

খাদের প্রবেশমুখে হুয়ান ও মিগুয়েলের সাথে মিলিত হল সে। 'চুপ থাকবি তোরা, হারামজাদারা!' ফোঁস ফোঁস করে বলল তাদেরকে। সুইচটা আছড়ে ফেলল, যেটা ক্যাম্পের জেনারেটর থেকে নিচের বাতিগুলোতে বিদ্যুৎ প্রবাহ করে। মাথা ঝাঁকিয়ে হুয়ানকে আগে আগে যাওয়ার নির্দেশ দেয়, তারপর মিগুয়েলকে।

তারা নামার সময়, ক্যাম্পের দিকে চোখ বুলিয়ে নিলো গিল। ধ্বংসস্তূপের চারদিকে লাগানো চারটা স্পটলাইটের আলোয় ঘন জঙ্গলের কিনারাটাকে আলোকিত দেখাচ্ছে, পেঁচার ডাক ও বিভিন্ন নৈশপ্রাণীর চেঁচামেচির প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে। জঙ্গলের হৈচৈ শব্দ আর জেনারেটরের ঘড়ঘড় শব্দে তাদের কাজটাকে আড়াল করে রাখবে।

সন্তুষ্ট হয়ে গিল রাইফেলটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে নামা শুরু করলো।

'ও মাই গড! এইটা তো দেখি গোলকধাঁধা,' তিক্তকণ্ঠে ফিসফিস করে বললো হুয়ান।

BanglaBook.org

ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে উঠলো মিগুয়েল। মুখ ভর্তি করা কোকেনের পাতাগুলোকে ফেলে দিয়েছে। গ্রানাইটের দেয়ালের কোকেনের পাতার রং ছড়িয়ে পড়েছে।

তাদের কেউই আগে ধ্বংসস্তুপের কাছে আসেনি। একমাত্র গিলের হালকা জ্ঞান রয়েছে সমাধিস্থ সুড়ঙ্গপথ ও কক্ষগুলো সম্পর্কে। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে সে ই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বাকিদেরকে। সর্বশেষ সরু ঢালুপথটার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে তারা। এই পথটাই বদ্ধ দরজাটা পর্যন্ত এগিয়ে গেছে।

ঐ কক্ষটাতে পুরোপুরিভাবে না পৌঁছানো পর্যন্ত, তার পিছনে থেকে গজগজই করছিল হুয়ান। দরজাটা দেখেই বলে উঠলো, '*হেসু ক্রিস্তো!*'

মুখ বিকৃত করে হাসছে গিল। ধনুক আকৃতির অপরিশোধিত পাথরের দরজাটা প্রাচীনতা ও গুপ্তধনেরই ইঙ্গিত দিচ্ছে। সোডিয়াম ল্যাম্পের আলো পড়ায় ঝিকমিক করছে পাতগুলো। লেখাগুলো ও ক্রুশবিদ্ধমূর্তিটাকে রুপালি ধাতুটার উপরে কালো ক্ষতের মত দেখাচ্ছে।

'আমাদের হাতে সারারাত সময় নেই,' বলল গিল।

তারা জানে কী করতে হবে। মিগুয়েল যন্ত্রে বোঝাই ব্যাগটা মেঝেতে ফেলে দেওয়ায় ঝনঝন করে আওয়াজ হল। হুয়ান তার কুঠারটা দিয়ে কাজ শুরু করেছে। বোল্ট ঘিরে থাকা পাথরটা আলগা করছে। মিগুয়েল ক্রোবার আর হাতুড়ির সাহায্যে বোল্টগুলো খোলায় বসে পড়েছে। মিনিট খানেকের ভিতরেই উপরের পাতটা নিচের কাদামাটি ও পাথরের মাঝে গিয়ে পড়লো।

হাত নেড়ে চোখের উপর থেকে ঘাম মুছলো হুয়ান। মুখ বিকৃত হয়ে আছে। মিগুয়েলের শার্টটা শরীরের সাথে এমনভাবে লেপ্টে আছে, যেন মনে হচ্ছে মাত্রই বুঝি কোন নদী থেকে উঠে এসেছে। এমনকী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের কাজ দেখতে থাকা গিলও একটু পর পর হাতের তালু দিয়ে মুখের ঘাম মুছছে। অন্তকাল ধরে স্যাঁতস্যাঁতে থাকা সমাধিটা তাদেরকেও সেটে রাখতে চাইছে। যেন তারা তিনজনও এর অংশই।

অল্প সময়ের মাঝেই বাকি দুইটা পাতও কাদামাটিতে জায়গা করে নিল। পুরো কক্ষটা জুড়েই ধুলা উড়ছে। চোখে যন্ত্রণা দিচ্ছে, বিরক্তিকর ভাবে নাক চুলকাচ্ছে। হাঁচি দিয়ে উঠলো হুয়ান।

তার কাঁধে হাত রাখলো গিল, 'আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি একটু সম্মান দেখাও, বন্ধু। তারা আমাদেরকে ধনী করতে যাচ্ছে।' হাত দিয়ে হুয়ানের গালে লেগে কাদার টুকরোটা মুছে দিল। 'অনেক ধনী।'

হাত নেড়ে তার দুই সঙ্গীকে পাশে সরে দাঁড়াতে বলল গিল। ক্রোবার হাতে তুলে নিয়ে, পথরুদ্ধ করে থাকা পাথরটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সে। 'দেখি, *মামিতা,* এতদিন ধরে তুমি কী লুকিয়ে রেখেছো।'

পাথর আর দরজাটার মাঝে ক্রোবারের একটা মাথা রেখে, হাতলের উপর নিজের সর্বশক্তি দিয়ে ঝুঁকে পড়লো গিল। ঘাড়ে আর পিঠে টান পড়ে গেছে

BanglaBook.org

তার। দরজাটা এখনও বহাল তবিয়তেই আছে। পায়ের আঙুলের উপর ভরে দাঁড়িয়ে আরো জোরে চাপ দিচ্ছে। হঠাৎই দরজাটা থেকে ফাটল হওয়ার বিকট শব্দ ভেসে আসলো। পাথরটা নড়ে গেছে।

পিছিয়ে এল গিল। মুখ লাল হয়ে আছে। হুয়ান ও মিগুয়েলের দিকে ইশারা করলো। 'এখন তোমাদের উপর!'

দুইজন মিলে আলগা হওয়া পাথরটার উপর ঝুঁকে ঠেলা দিল। পথরুদ্ধ করা পাথরটা সামনের দিকে সরে গেছে। সমাধিস্থ কক্ষটার মুখটা থেকে অনবরত ধুলা উড়ে আসছে। ধপ করে সমাধির প্রবেশ পথে পাথর পড়ার শব্দটা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে কক্ষ জুড়ে।

হাত নেড়ে মুখের উপর থেকে ধুলা সরিয়ে দরজাটার সামনে এগিয়ে যাচ্ছে গিল। 'একটা লাইট দাও আমাকে,' বলে প্রবেশপথের দিকে পা বাড়ালো।

ব্যাগ থেকে একটা ফ্ল্যাশলাইট বের করে তার দিকে ছুড়লো মিগুয়েল।

'দুর্গন্ধ আসছে এখান থেকে।' বলে হুয়ানও গিলের সাথে সাথে এগিয়ে আসছে। তার কাঁধের উপর দিয়ে ভিতরের দিকে তাকালো।

'এটা একটা কবর,' আলো জ্বালতে জ্বালতে বলল গিল। 'আর কী আশা করো তুমি এখা...' অন্ধকার সমাধিতে আলো পড়ার পর ভিতরের দৃশ্য থেকে মুখের কথা উবে গেল তার। ছোট একটা প্যাসেজেরই পরই বিশাল বড় একটা কক্ষ, দুইদিকেই অন্তত ত্রিশ মিটারের মত প্রশস্ত। গিল আশা করছিল হয়তো একগাদা হাড়গোড় আর কিছু নিক্ষিপ্ত মাটির পাত্র পাবে, কিন্তু আলো জ্বলার পর সে যে দৃশ্যটা দেখতে পেল—সেইটা সে কল্পনাও করেনি কখনো। এমনকী, বেভোর মাতাল হয়েও না।

'ওহ ঈশ্বর!' ভয়বিশ্রিত সুরে বিস্ময়ের সাথে ফ্যাঁসফ্যাঁস করে বলে উঠলো সে।

তার সঙ্গীরাও তার দুইপাশে এসে জড়ো হয়েছে। বাকশূন্য তারাও।

বর্গাকৃতির কক্ষটার দুই পাশের দেয়াল সোনার পাতে মোড়ানো। গিলের হাতের ফ্ল্যাশলাইটের আলো স্বচ্ছ দর্পণের মত তলে পড়ে প্রতিফলিত হচ্ছে। এত উজ্জ্বল যে, এতক্ষণ স্বল্প আলোর মাঝে থাকায় অন্ধ হওয়ার দশা হল তাদের। কিন্তু তাতে খুব একটা পাত্তা দিচ্ছে না গিল। আলোটা স্থির রেখেছে তাদের থেকে সরাসরি উলটো দিকে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা একটা বস্তুর দিকে।

'আমরা সবাই ধনী হতে চলেছি, বন্ধুরা।'

খোলা কক্ষটায় ছয়ফুট উচ্চতার একটা মূর্তি রয়েছে। ঐতিহ্যবাহী আবরণ এবং মুকুট পড়ে দাঁড়িয়ে আছে কোন ইনকা রাজার এক প্রতিমূর্তি। নিখুঁতভাবে তৈরি করা প্রতিমূর্তিটাকে একদম জীবন্ত দেখাচ্ছে, মনে হচ্ছে প্রতিকৃতিটার কঠিন মুখটা যে-কোন সময় চিৎকার করে সতর্ক করার জন্য তৈরি হয়ে আছে। কিন্তু নিজেকে রক্ষা করার ব্যাপারে কোন সতর্কতাবাণী ভেসে এলো না মূর্তিটা

BanglaBook.org

থেকে। গিল তার সঙ্গীদের নিয়ে কক্ষে ঢাকার সময়ও, স্বর্ণ নির্মিত ইনকা রাজার মূর্তিটা চুপ করেই দাঁড়িয়ে রইলো।

পিঠ বাঁকিয়ে ঝুঁকে প্রবেশপথটা অতিক্রম করছে গিল। বাকিদের জন্য অপেক্ষা করছে না। ছোট হলওয়েটা বারবার এগুচ্ছে, স্বর্ণগুলো টানছে তাকে। দরজাটা অতিক্রম করার পর আবার সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারলো গিল। দম আটকে রেখেছে চারপাশের দৃশ্য দেখে। কক্ষের ছাদ আর মেঝেও মূল্যবান ধাতু দিয়ে মোড়ানো, সোনা-রুপার টালি দিয়ে জটিল ভাবে সাজানো। প্রত্যেকটা টালিই প্রায় এক মিটারের মত চওড়া। ছাদের কারুকাজটা মেঝেরই অবিকল প্রতিরুপ। প্রতিমূর্তিটার পায়ের কাছে যন্ত্র ও অস্ত্রের স্তূপ পড়ে আছে, সাথে আছে মূল্যবান ধাতু নির্মিত বিভিন্ন ভাস্কর্যও। রুবি, নীলকান্তমণি, চুনী, পান্না সহ বিভিন্ন জাতের রত্নে ভরপুর। মাথা কেঁপে উঠলো গিলের। ধারণ করার ক্ষমতার চেয়েও বেশি পরিমাণের সম্পদ রয়েছে সেখানে।

হুয়ানও সামনে এসে গিলের পাশে দাঁড়ালো। টলে উঠছে, খুঁজে পাওয়া জিনিসগুলো দেখে ভয়ও হচ্ছে তার। কথা বলার সময় বুঝাতে চাইলো যে সে শঙ্কিত হয়নি, কিন্তু তার গলা ঠিকই কাঁপছে, 'তো...... চলো, টেনে নেওয়া শুরু করি এগুলোকে।'

মিগুয়েলও তাদের সাথে যোগ দিল। ইনকা রাজার মূর্তিটা দেখে বুকে ক্রুশ আঁকলো। 'সে তোমার মৃত আত্নীয়দের কেউ না, মিগুয়েল,' বিদ্রূপ করে বললো হুয়ান। 'সিরিয়াস হয়ো না।'

'জায়গাটা অভিশপ্ত,' বিড়বিড় করে বললো মিগুয়েল। চোখ ঘুরছে কক্ষের উপর। 'আমাদের জলদি কাজ সারা দরকার।'

'মিগুয়েল ঠিকই বলেছে,' বলল গিল। 'আমাদের তাড়াতাড়ি সরানো দরকার। আজ রাতে যতটা পারি সরিয়ে নিয়ে জঙ্গলে রাখি। তারপর কালকে দিনে আমেরিকানগুলো ও তাদের মূর্খ ইনডিয়ান শ্রমিকদেরকে সরানোর ব্যবস্থা করব। তারা পথ থেকে সরে গেলে, আমরা আমাদের বিশ্বস্ত লোকগুলোকে ডেকে লুটগুলো বের করে নিব।'

টালিকৃত মেঝেটার দিকে তাকালো হুয়ান। ফাঁপা কক্ষটায় তার বুটের গোড়ার শব্দটা অদ্ভুতভাবে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। প্রতিকৃতির পায়ের কাছে পড়ে থাকা মূল্যবান বস্তুগুলোর দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাচ্ছে সে। 'আমার মতে, আমাদের ছোট বস্তুগুলো এখন নিয়ে গেলেই ভাল। বড় ভারী জিনিসগুলো টানা ও বহন করার কাজটা বাকিদের উপরই ছেড়ে দিই। তাদের অংশটা তারা কষ্ট করেই অর্জন করুক।'

মিগুয়েলকে সাথে নিয়ে তাকে অনুসরণ করছে গিল। 'আমাদের কাজ হয়ে যাওয়ার পরও, সবার জন্য প্রচুর পরিমাণে থাকবে। একশো মানুষও তার সারাজীবনে এই পরিমাণ সম্পদ খরচ করতে পারবে না।'

BanglaBook.org

হুয়ান তার দিকে তাকিয়ে বিকৃত হাসি দিল। 'তাই নাকি? **শুধু আমাকেই** দেখো পরে।'

কক্ষের মাঝপথের দিকেই যেতেই পেতে রাখা ফাঁদটা জেগে উঠলো। হুয়ান রুপার এক টালিতে পা ফেলেছিল। ওটায় পা রাখায় এর উপরে থাকা সোনার টালিগুলো কট শব্দ করে খসে পড়লো। সাথে সাথেই রূপার জলপ্রপাতের মত করে উপর থেকে ধেয়ে আসা হাজার শিকলের মাঝে আটকা পড়ে গেল গিলের সঙ্গী। মুহূর্তের মধ্যেই ধেয়ে আসা শিকল-প্রবাহের নিচে পড়ে গেল হুয়ান। খোলা মুখটা দিয়ে বরফ ঠাণ্ডা রুপালি জলের মত শিকলগুলো পড়ছিল। ঠং ঠং করে শব্দ হচ্ছিল পড়ার, সেটার মাঝে পড়ে হাঁসফাঁস করছে হুয়ান। আতঙ্কিত হয়ে আছে সে কিন্তু এখনো কোন ক্ষতি হয়নি তার। যতই বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে, ততই আরো ভালভাবে জালে আটকে যাচ্ছে।

'এটা কী...?' বলতে শুরু করে ঠেলা দিয়ে জট বাঁধা রুপালি শিকলগুলোকে সরানোর চেষ্টা করেছে সে। হাত আটকে গেছে তার। 'শিট! সবগুলোতে হুক লাগানো।'

গিল চকচকে কাঁটাগুলোকে দেখতে পেল। প্রতিটা কাঁটার দৈর্ঘ প্রায় এক সেন্টিমিটারের মত। পুরো শিকলটার সাথে আটকানো রয়েছে কাঁটাগুলো। তীক্ষ্ণ মাথাটা উপরের দিকে বাঁকানো, তাই নিচের দিকে নামার সময় কোন ক্ষতি হয়নি।

মাঝপথেই আটকে গেল গিল। 'শিট,' হঠাৎই বিপদের মাত্রাটা বুঝতে পেরেছে। সতর্কতা ফুটে উঠলো তার ঠোঁটে, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

হঠাৎই শিকলগুলো শক্তভাবে চেপে ধরলো হুয়ানকে। উপরের দিকে উঠতে শুরু করেছে। লোকটা ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে বুনো জানোয়ারের মত চিৎকার করছে। শিকলের সাথে লাগানো কাঁটাগুলো তাকে আটকে মেঝে থেকে প্রায় দুই মিটার উপরে উঠিয়ে ফেলেছে। তারপর ধপ করেই ফেলে দিলো মাটিতে।

হাত ও হাঁটুর উপর ভর করে উঠার চেষ্টা করলো হুয়ান। শরীরের বেশির ভাগ অংশের কাপড়ই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, চামড়াও ক্ষতবিক্ষত। গিলের দিকে মুখ তুললো। বাম কানটা গায়েব হয়ে গেছে, মাথার খুলি চিড়ে একপাশে ঝুলে পড়েছে। চোখদুটোর ক্ষতি হয়েছে সবচেয়ে বেশি। পুরোপুরি অন্ধ হয়ে গেছে সে। হুয়ানের এখন আর্তনাদ করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। আর এখন গিল দেখলো, হুয়ানের শরীরের যে যে জায়গায় হুকটা আটকে ছিল, সেসব জায়গা কালো হওয়া শুরু করেছে।

বিষ!

BanglaBook.org

মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে হামাগুড়ি দিয়ে নিজেকে মেঝের কাছে টেনে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে হুয়ান। আসতে পারলো না আর। বিষটা রক্তের সাথে পুরোপুরি মিশে গেছে। টালির উপরই ধপ করে ঢলে পড়েছে সে। অর্ধেকেই থেমে গেছে তার চিৎকারের শব্দটা।

মিগুয়েল তার বন্ধুকে দেখার জন্য উদ্যত হল।

থাবা দিয়ে মিগুয়েলের শার্ট ধরে টেনে তাকে থামালো গিল। একটা সোনালি টালির উপরই দাঁড়িয়ে আছে দুইজনে মিলে। তাদের বন্ধুর চিৎকারের শব্দ মিলিয়ে যেতেই, চারপাশের দেয়াল ও টালির আড়ালে থাকা বিশাল কোন গিয়ারের টিক টিক শব্দটা শুনতে পাচ্ছে গিল। বিশাল বড়সড় ভয়ংকর এক গুপ্তফাঁদের মাঝে এসে পড়েছে তারা।

চারিদিকে তাকালো গিল। তারা যে টালিটার উপর দাঁড়িয়ে আছে, সেটা ঘরের একদম মাঝখানে। পায়ের নিচের সোনালি টালিটাকে পরীক্ষা করে নিচ্ছে সে। 'কেউ পুরোপুরি রুমে ঢুকলেই ফাঁদটা চালু হবে, এমনভাবে বানানো হয়েছে মনে হয় এটাকে।' টালিটা ধরে সামনের দিকে দেখছে সে। সামনে স্বর্ণের প্রতিকৃতি আর পিছনে প্রবেশদ্বার। গিয়ারের টিকটিক শব্দ চারপাশের সর্বত্র থেকেই ভেসে আসতে শুরু করেছে এখন। শঙ্কা করলো, কোন পথই এখন আর নিরাপদ নয়।

গুঙিয়ে উঠলো তার পাশে থাকা মিগুয়েল।

চারপাশে পড়ে থাকা প্রচুর ধন সম্পদের দিকে চোখ রাঙাচ্ছে গিল। জানে এই সৌন্দর্য্যের আড়ালেই ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে মৃত্যু। স্বর্ণের লোভটা উবে গেছে তার।

'ফাঁদে পড়েছি আমরা।'

●●●

ক্যাম্পের খাটের উপর স্লিপিং ব্যাগের ভিতর আরাম করে শুয়ে ছিল স্যাম। তাঁবুর দোরগোড়ায় কোন প্রাণীর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেছে তার। রাতের বেলায় গভীর অরণ্যের ধার থেকে পসাম সহ কিছু নিশাচর প্রাণী ক্যাম্পের দিকে অনুসন্ধান চালাতে আসে। কিন্তু এখন যেটা তার তাঁবুর মুখে দাঁড়িয়ে আছে সেটা আকারে বেশ বড়। ক্যাম্পের স্পটলাইটের আলোয় প্রাণীর ছায়াটা তাঁবুর পর্দার উপর বেশ ভাল অংশ জুড়েই বিস্তৃত হয়ে আছে। মশার হাত থেকে বাঁচার জন্য তাঁবুর প্রবেশমুখ টেনে দিয়েছিল স্যাম, কিন্তু এরপর প্রবেশদ্বারের চেইনটা শক্তভাবে আটকেছিল কিনা সেটা মনে করার চেষ্টা করছে। তার প্রথম ধারণা প্রাণীটা হয়তো কোন জাগুয়ার। ধ্বংসাবশেষের নিচে জঙ্গলের পাশ দিয়ে বয়ে চলা ইউরাবাম্বা নদীর ধারে এই প্রজাতির বেশ কয়েকটা বড় বিড়াল দেখা গেছে।

BanglaBook.org

যতটা নিঃশব্দে সম্ভব, স্যাম তার উইনচেস্টার রাইফেলের দিকে হাত বাড়ালো। এটা তার পিতামহের কাছ থেকে পাওয়া পারিবারিক সম্পত্তি। কঙ্কলিন পরিবারের পিতা থেকে পুত্র এই ধারাতেই রাইফেলটা হাত বদল হয়ে আসছে। শুরুটা হয়েছিল ১৮৮৪ সাল থেকে। স্যাম এই রাইফেল সাথে না নিয়ে কোথাও যায় না। অনেক বছর ধরেই রাইফেল থেকে গুলি ছোঁড়া হয় না। এটাকে অস্ত্রের চেয়ে স্মারক চিহ্ন ও সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবেই গণ্য করা হয়। কিন্তু এই মুহূর্তে আনলোড করা এই রাইফেলটা শক্ত কোন গদার মত কাজ করতে পারে।

রাইফেলের কাঠের মোটা অংশটার দিকে আঙুল বুলাচ্ছে স্যাম।

বাইরের প্রাণীটা তার পায়ের কাছের তাঁবুর পর্দায় খচখচ শব্দ করতে শুরু করেছে। *ধ্যাত*, সে তাঁবুর প্রবেশদ্বারের চেইনটা আটকাতে ভুলে গিয়েছিল। স্লিপিংব্যাগের ভেতরে থেকেই ছোঁ দিয়ে রাইফেলটা হাতের মুষ্ঠিতে নিয়ে নিল স্যাম।

সে রাইফেলটা নিয়ে ঘুরতেই, তাঁবুর পর্দাটা উন্মুক্ত হয়ে গেল।

'স্যাম, তুমি কি জেগে আছো?' পর্দার নিচে দিকে মাথা ঠোকরাচ্ছে ম্যাগি। উৎসাহশূন্য ভাবে তাঁবুর ত্রিপলের অংশে ঢোকা দেওয়ার চেষ্টা করছে।

তার রাইফেলটা নিচে নামিয়ে আনলো স্যাম। তার হৃৎপিণ্ড ধুকধুক করছে এখনো। গলা পরিষ্কার জন্য ঢোক গিললো। কণ্ঠস্বরে অবিচল ভাবটা জোর করে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। 'হ্যাঁ, আমি জেগে আছি। কী ব্যাপার?'

'আমি ঘুমাতে পারছি না। পাতের উপর খোদাই করা লেখাগুলো নিয়ে ভাবনা হচ্ছে। তোমার সাথে ওগুলো কিছু কথা বলা দরকার আমার।'

এই গভীর রাতে ম্যাগির তার তাঁবুতে উঁকি দেওয়ায় স্যামের মনে বেশ কিছু উদ্ভট কল্পনার উদয় হয়েছিল, কিন্তু সেগুলোর কোনটাই পাতের উপর খোদাই করা প্রাচীন ল্যাটিন নিয়ে আলোচনার সাথে যুক্ত ছিল না। তবুও, ম্যাগির রাত্রিকালীন যেকোন ধরনের আগমনকেই স্বাগত জানায় সে। 'আচ্ছা, এক সেকেন্ড!'

স্যাম তার স্লিপিংব্যাগের ভেতরে থেকে বের হয়ে শর্টসের উপর জিন্সটা পড়ে নিল। এরকম একটা স্যাঁতস্যাঁতে গরমের রাতে সাধারণত শার্ট পড়তে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না, কিন্তু ম্যাগির সামনে আরামের চেয়ে ভদ্রতা বজায় রাখাটাই বড় ব্যাপার। কাঁধের উপর চামড়ার তৈরি একটা জ্যাকেট জড়িয়ে নিল স্যাম।

তাঁবুর চেইনটা ভালভাবে নামিয়ে তার স্টেটসন টুপিটা হাতে নিয়ে রাতের প্রকৃতিতে বেরিয়ে এল স্যাম। পূর্ণিমার চাঁদের রুপালি আলো ক্যাম্পের উপর আছড়ে পড়েছে। ক্যাম্পের চারটা স্পটলাইটের আলোকে একদম ম্লান করে দিয়েছে। স্যাম তার এলোমেলো চুলগুলো কপালের উপর থেকে সরিয়ে এনে টুপির নিচে আটকে রাখলো।

BanglaBook.org

ম্যাগি একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। সে এখনো তার খাকি প্যান্টটাই পরে রয়েছে, সাথে গায়ে মানানসই রক্তলাল বর্ণের শার্ট। রাতে যে ম্যাগি আরাম করার কোন প্রচেষ্টা করেছিল তার একমাত্র প্রমাণ, সচারচর ঝুঁটি করে রাখা চুলগুলো এখন খুলে রেখেছে। তার কাঁধের উপর ছড়িয়ে থাকা লালচে বাদামি বর্ণের পাকান চুলগুলো চাঁদের রুপালি আলোয় জ্বলজ্বল করছে।

ম্যাগির গাল ও ঠোঁটের উপর চাঁদের আলোর খেলা দেখে প্রায় বাকশূন্য হয়ে গেল স্যাম। 'তো... কী অবস্থা?'

বরাবরের মতই ম্যাগির চোখ স্যামের উপর পড়েছে বলে মনে হচ্ছে না। 'শেষপাতের লেখাটা নিয়ে ভাবছি। নিচের পাতটা। লেখার বাদ পড়া শব্দগুলো নিয়ে, যেগুলো পরিষ্কার করে বোঝা যাচ্ছে না। ল্যাটিন খুবই অদ্ভুত রকমের ভাষা। একটা ক্ষুদ্র শব্দই পুরো বাক্যের অর্থকে পুরোপুরি বদলে দিতে পারে।'

'হ্যাঁ?'

'যদি এমন হয় যে আমরা লেখাটাকে ঠিক মত পড়ছি না? যদি ঐ বাদ পড়া শব্দগুলো আমাদের অনুবাদকে অকার্যকর করে দেয়?'

'হয়তো এমনটা হতেও পারে... কিন্তু আগামীকাল আমরা যে-কোন উপায়েই সবটা জানতে পারব। আমরা সকালে যখন সমাধিটা খুলব, তখনই বুঝা যাবে ওটা অক্ষত ছিল নাকি ছিল না।'

ম্যাগির কথার সুরে এক ধরনের বিরক্তিভাব ফুটে উঠেছে। 'স্যাম, সমাধি খোলার আগেই আমি ওটা নিয়ে জানতে চাই। তুমি কি জানতে চাও না দিগ্বিজয়ীরা পাতগুলোর মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে কী জানাতে চেয়েছিল?'

'অবশ্যই চাই, কিন্তু শব্দগুলো তো অস্পষ্ট।'

'আমি জানি, স্যাম... কিন্তু আমরা তো পাতগুলো শুধু অ্যালকোহল দিয়েই পরিষ্কার করেছি।' অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে স্যামের দিকে তাকিয়ে আছে ম্যাগি।

হঠাৎ করেই স্যাম বুঝতে পারলো ম্যাগি তাকে কেন ডেকে তুলেছে। একদম নিশ্চুপ হয়ে গেল স্যাম। দুই বছর আগে অনুপ্রভ ফসফোরেসেন্ট রঙ ব্যবহার করে পুরোনো পাথর ও ধাতুতে অঙ্কিত ছবি বা লেখা সনাক্তকরণ এবং পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তোলার উপর একটা গবেষণামূলক তত্ত্ব উপস্থাপন করেছিল স্যাম। ঐ ধারণাটার জন্য নির্বিচারে তাকে অনেক উপহাসের শিকারও হতে হয়েছিল সেই সময়।

'তুমি তোমার কাজ সব গুছিয়ে ফেলেছো, তাই না?' ম্যাগি বলল।

'আমি জানিনা তুমি কী নিয়ে কথা বলছো,' অস্ফুটস্বরে বলল স্যাম। সে এই কথাটা কাউকেই বলেনি। এমনকী তার চাচাকেও না যে সে তার তত্ত্ব থেকে সরে আসতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। বছর খানেক ধরে সে ভিন্ন ভিন্ন ঘনত্বের রঙ এবং বিভিন্ন দৈর্ঘের আলট্রাভায়োলেট লাইট নিয়ে গবেষণা করে যাচ্ছে। গবেষণার কাজটা অবশ্য সে বেশ গোপনে করে যাচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে

BanglaBook.org

এটা নিয়ে কাজ করার আগ পর্যন্ত কাউকে জানিয়ে নিজেকে আবার উপহাসের পাত্র বানাতে চায় না। কেবল তখনই এটা নিয়ে পরীক্ষা চালাবে, যখন তাকে বিদ্রুপ করার জন্য আশেপাশে কেউ থাকবে না। কিন্তু, হঠাৎই সে অনুধাবন করতে পারলো যে গোপনীয়তা রক্ষার ক্ষেত্রে সে তার চাচার চেয়ে ব্যতিক্রম নয়।

অন্ধকারে ম্যাগির চোখ জ্বলজ্বল করছে। 'আমি তোমার প্রতিবেদনটা পড়েছিলাম। তুমি নিশ্চয়ই ওটা কাজে লাগানোর কোন উপায় বের করে ফেলেছো, তাই না, স্যাম?'

স্যাম ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, পলকও ফেলছে না। ম্যাগি কীভাবে এটার কথা জানলো? শেষমেশ, চমক কিছুটা সামলে সে বলল, 'আমার মনে হয় আমি সমাধানটা করে ফেলেছি। কিন্তু, এখনো মাঠ পর্যায়ে কোন কিছুতে পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ পাইনি।'

ম্যাগি ধ্বংসস্তুপের দিকে নির্দেশ করলো। 'তাহলে এটাই সময়। অন্যরা সুড়ঙ্গের মুখে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।' বলে যাওয়ার জন্য ঘুরলো ম্যাগি।

'অন্যরা?'

ম্যাগি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো। স্যামের দিকে তাকিয়ে ভ্রুকুটি কাটলো। 'হ্যাঁ, অবশ্যই স্যাম... নরম্যান আর রালফ। তাদেরও তো এটার সাথে থাকা উচিৎ।'

'হয়তো।' চোখ ঘুরালো স্যাম। যদি আবারো ব্যর্থ হয়—এই ভেবে নিজেকে অপমানিত হবার জন্য প্রস্তুত করে নিচ্ছে। যাই হোক, ফিলিপকে তো আর সেখানে ডাকা হয়নি। মি. হার্ভাডের সামনে ব্যর্থ হওয়া কিছুতেই সইতে পারবে না স্যাম। 'আমার বোতল আর আলট্রাভায়োলেট লাইটটা নিয়ে আসছি।'

স্যাম তার তাঁবুর কাছে পৌঁছুতেই, হঠাৎ করে জঙ্গলের দিক থেকে শ্রুতিকটু কর্কশ ডাকের শব্দ শোনা গেল। ক্যাম্পের কাছে থাকা এক শামিয়ানা থেকে হাজার খানেক পাখি এক ঝটকায় উড়ে আকাশের দিকে পাড়ি জমিয়েছে।

ম্যাগি পা বাড়িয়ে স্যামের কাছাকাছি চলে এসেছে।

'ব্যাপারটা কী?'

আশেপাশে তাকিয়ে দেখলো স্যাম, কিন্তু ঘন জঙ্গল দ্রুতই আবার এর আগের নিরব-নিস্তব্ধ রূপে ফিরে এসেছে। 'হয়তো কোন কিছু তাদের ভয় দেখিয়েছে।' কিছুটা সময় নিয়ে শোনার চেষ্টা করছে সে, কিন্তু জেনারেটরের ঘর্ঘর শব্দ ছাড়া আর কিছুই তার কানে এসে ধরা পড়লো না। জঙ্গলটা একদম নিরব হয়ে আছে, মনে হচ্ছে এক অদ্ভুত অন্ধকার তাদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে

BanglaBook.org

তাকিয়ে আছে। আরো কিছুক্ষণ জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে থেকে স্যাম তার তাঁবুর দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। 'আমি আমার জিনিসগুলো নিয়ে আসছি।'

তাঁবুর পর্দার ফাঁক দিয়ে ঢুকে স্যাম তার ব্যাগটা নিয়ে নিল। এই ব্যাগেই তার রঙ এবং বিশেষ ধরনের আলট্রাভায়োলেট হ্যান্ডল্যাম্পটা রাখা আছে। যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই তার চোখ আটকালো পুরোনো উইনচেস্টারটার উপর। অভ্যাসবশতই, রাইফেলটা তুলে তার কাঁধে ঝুলিয়ে নিল। তবে, এর আগে রাইফেলের ম্যাগাজিনে কয়েকটা ৪৪/৪০ কার্টিজ লোড করতে ভোলেনি। সাথে একটা কার্ডবোর্ডের বাক্সে করে কিছু বাড়তি শেলও নিয়ে নিল পকেটে ভরে। কয়েক বছর ধরে টেক্সাসের বিভিন্ন বনে রাত্রিকালীন ক্যাম্প করে প্রস্তুত থাকা সম্পর্কে অনেক কিছুই শিখেছে স্যাম।

হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে দেখে ম্যাগি তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে রয়েছে। জঙ্গলের ধার বরাবর কিছু একটা খুঁজছে সে। 'জঙ্গলটা এখনো কতটা নিরব,' বলল সে। 'মনে হচ্ছে যেন জঙ্গলটা তার নিঃশ্বাস আটকে রেখেছে।'

'আমরা যদি এটাকে পরীক্ষা করতে চাই,' কিছুটা উদ্বেগ ফুটে উঠেছে স্যামের কণ্ঠে, 'তাহলে একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে। ভোর হতে আর অল্প কয়েক ঘণ্টাই বাকি আছে।'

ম্যাগি মাথা ঝাঁকালো। অনিচ্ছাসত্ত্বেও জঙ্গলের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আনলো।

ভূগর্ভস্থ ধ্বংসস্তূপের দিকে যাওয়ার সময় স্যাম আগে আগে পথ দেখিয়ে এগুচ্ছে। ঘন অরণ্যটা এতটা শান্ত হয়ে আছে যে, গ্রানাইটের পাথরে তাদের পায়ের শব্দকে অনেক বেশি জোরালো মনে হচ্ছে। স্যাম টের পেল যে সে খুব সতর্কতা নিয়ে পা ফেলছে, নীরবতাকে বিরক্ত করতে ভয় পাচ্ছে যেন। যদিও তারা মধ্যরাতে এক কবরস্থানের উপর দিয়েই এগুচ্ছে। জায়গাটা পেরিয়ে সানপ্লাজার চূড়ায় পৌঁছাতে পেরে বেশ খুশিই হয়েছে স্যাম। খনন করা খাদটা থেকে আলো ভেসে আসছে।

আলোয় দুটো ছায়ামূর্তি দেখতে পাচ্ছে তারা। একটা চিকন, অন্যটা স্থুল। নরম্যান আর রালফ। একজন আরেকজনের থেকে বেশ দূরত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সাবেক লাইনব্যাকার তাদেরকে দেখে হাত উঠিয়ে স্বাগত জানাচ্ছে। তারপর খনন করা খাদের দিকে নির্দেশ করে বললো, 'ল্যাম্পগুলো জ্বালিয়ে রেখেছে কে?'

ম্যাগি সমতল-চূড়ার প্লাজায় উঠতে উঠতে মাথা নাড়লো। 'আমি জানি যে, যাওয়ার সময় আমি ওগুলো বন্ধ করে গিয়েছিলাম।' তাদের চারপাশে থাকা ধ্বংসস্তূপটা একবার ভালমত দেখে নিয়ে বলল, 'সম্ভবত ঐ পাগল গিলের্মো তার পাহারা দেওয়ার সময় জ্বালিয়েছিল। আর, তারপর এভাবে

BanglaBook.org

রেখেই চলে গেছে। যাই হোক, সে কোথায় এখন? আমি তো জানতাম তার এই জায়গাটায় পাহারা দেওয়ার কথা।'

'সে সম্ভবত গত রাতের লুটেরাদের খোঁজ করতে এখন জঙ্গলের দিকে আছে। হয়তো সে ই ঐ পাখিগুলোকে ভয় দেখিয়েছিল।'

জঙ্গল এখনো নিরব হয়ে আছে। অন্ধকার জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে নরম্যান বললো, 'আমার কখনোই অন্ধকার ভাল লাগে না। বাসায় আমার অন্ধকার রুমেও অস্বস্তিকর লাগে আমার।'

রালফ তাকে ক্ষেপানোর জন্য গুনগুন করে *টোয়ালাইট জোন*-এর বিখ্যাত থিমটা গাইতে শুরু করেছে। নরম্যান শুনেও না শোনার ভান করে রইলো।

স্যাম আগে আগে নামছে। ম্যাগি এবং অন্যরা তাকে অনুসরণ করছে। মইয়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছে ম্যাগিকে মইয়ের ধাপ থেকে নামতে সাহায্য করলো স্যাম।

ম্যাগি তার দিকে ঘুরলো, মাথা কিছুটা ঝুঁকে আছে। তার হাত এখনো স্যামের হাতেই। 'একটু আগে তুমি কি কিছু শুনেছো?'

স্যাম মাথা নাড়লো। সে এখন শুধু তার হৃৎস্পন্দনের শব্দটাই শুনতে পাচ্ছে। হঠাৎই খেয়াল করলো যে সে ম্যাগির হাতে মোচড়ানো শুরু করেছে।

রালফ এবং নরম্যান এসে যুক্ত হল তাদের সাথে।

ম্যাগি টান দিয়ে তার হাতটা সরিয়ে নিয়েছে। আরো কিছুক্ষণ শব্দটা শোনার চেষ্টা করলো সে। তারপর কাধ ঝাঁকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'ঐ ইনকান ভূতগুলোই হবে হয়তো।' দলটার নেতৃত্বের ভার নিয়ে নিয়েছে সে।

'ধন্যবাদ, ম্যাগি' তিক্তগলায় বলল নরম্যান। 'মধ্যরাতে এই ধ্বংসস্তুপের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সময় আমি এমন কিছুই শুনতে চাচ্ছিলাম। আমি এতক্ষণে এটার সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণ বাজে অনুভূতি পেয়ে গেছি।'

রালফ আবারো বিড়বিড় করে *টোয়ালাইট জোনের* থিমটা গাইতে শুরু করেছে।

রেগে গেল নরম্যান। কর্কশ গলায় গালি দিয়ে বসলো রালফকে। রালফও থেমে থাকেনি।

'উফফ! ঈশ্বর!' ম্যাগি তেঁতে উঠলো। 'যথেষ্ট বকেছো তোমরা। তোমাদের কাছ থেকে আর একটা শব্দও শুনতে চাই না আমি।'

স্যাম তাদের কথাবার্তাকে এড়িয়ে যাচ্ছে। ম্যাগিকে অনুসরণ করে এগুচ্ছে। উপরে উঠার সময় ম্যাগির নড়ন-চড়ন দেখে যেন হারিয়ে গেল স্যাম। পাতলা সূতি খাকি প্যান্টের মধ্য দিয়ে তার পেশিবহুল ও বলিষ্ঠ পা দুটো দেখা যাচ্ছে। পায়ের সোজাসুজি থাকা ম্যাগি বাঁকটা স্যামের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে যেন। জোরে ঢোক গিলল স্যাম। রুমাল দিয়ে তার চোখের উপর জমা বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছে নিচ্ছে। *ম্যাগি একজন সহকর্মী*, নিজেকেই তা স্মরণ করানোর চেষ্টা করছে স্যাম। সেনাবাহিনীর মত তার চাচাও মাঠ পর্যায়ে কাজ

BanglaBook.org

করার সময় অযাচিত ব্যক্তিগত সম্পর্ককে সমর্থন করে না। সদস্যদের মাঝে অযাচিত আবেগের সম্পর্ক থাকলে ক্ষুদ্র কোন কাজেও বিপদের সম্মুখীন হওয়া লাগতে পারে।

তবুও, তাকিয়ে দেখায় তো কোন দোষ নেই।

খনন করা জায়গাটার দ্বিতীয় স্তর দিয়ে যাওয়ার সময় তার চাচার আবিষ্কারটা দেখে বিস্মিত হল স্যাম। এটা এক সময় একটা মোশে পিরামিড ছিল। বিশ্বাসই করা কঠিন! গ্রানাইট পাথরের দেয়ালটার উপর হাত বুলাচ্ছে স্যাম।

সামনে থাকা ম্যাগি আবারো থেমে গেছে। তৃতীয় স্তরে যাওয়ার মইয়ের ধাপ ধরে দাঁড়িয়ে পড়েছে সে। 'এখন আমি নিশ্চিত যে আমি কিছু শুনছি।' ফিসফিস করে বললো, 'কথা বলার শব্দ... আর কিছু টোকা...'

স্যাম শোনার জন্য কান খাড়া করলো, কিন্তু এখনও সে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। রালফ এবং নরম্যানের দিকে তাকালো একবার। মাথা নেড়ে জানালো যে তারাও কিছু শুনতে পায়নি। তখনই নিচ থেকে ভেসে আসা এক বিকট চিৎকারের শব্দ শোনা গেল। চশমার আড়ালে থাকা নরম্যানের চোখগুলো বড় বড় হয়ে গেছে। স্যাম তাড়াতাড়ি ঘুরে ম্যাগির দিকে এগিয়ে গেল, তার উদ্বেগ দূর করার জন্য।

ম্যাগি তার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে।

কাঁধে ঝুলানো উইনচেস্টারটা হাতে নিয়ে নিয়েছে স্যাম।

●●●

গিল তার চারপাশে থাকা ধাতব টালিগুলো পর্যবেক্ষণ করছে। দেয়ালের আড়ালে গুপ্তফাঁদের গিয়ারের টিক টিক করে ঘুরার শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

বর্গাকৃতির স্বর্ণালী পাতটার উপর গিলের ডানপাশে দাঁড়িয়ে আছে মিগুয়েল। বেঁটে লোকটার চোখ ভয়ে বড় বড় হয়ে গেছে। বিড়বিড় করে প্রার্থনাই করে যাচ্ছে শুধু।

তাকে তেমন পাত্তা দিচ্ছে না গিল। কোন দেবতাই তাদেরকে এখান থেকে উদ্ধার করতে আসবে না। বেঁচে ফিরাটা তাদের নিজের উপরই। কিন্তু গিলের আগ্রহ শুধু বেঁচে ফিরতে পারাতেই নয়। তার চোখ আঁটকে আছে সোনালি প্রতিকৃতির পায়ের কাছে পড়ে থাকা সম্পদের উপর। গিল গুণে দেখলো, তার আর ইনকা রাজার মূর্তিটার মাঝে পনেরোটা সারি আছে। তার পিছনেও পনেরোটাই। দুইদিক দিয়েই পনেরো মিটার। এত লম্বা দূরত্ব লাফিয়ে অতিক্রম করা অসম্ভব।

ফাঁদে আঁটকা পড়ায় মুখ বিকৃত হয়ে গেছে তার। বুঝতে পারছে যে মেঝেটা পার হওয়ার জন্য অবশ্যই কোন একটা উপায় আছে। ছোট বৃত্তাকার পথে ঘুরে দাঁড়ালো। টালিগুলো সাজানোর প্যাটার্ন চেকবোর্ডের মত না।

BanglaBook.org

সোনালি-রুপালি টালিগুলো মিলিয়ে একধরনের জটিল ক্রসের মত করে সাজানো। এটা ইনকাদের নকশা ও কাপড়চোপড়ে থাকা জ্যামিতিক প্যাটার্নগুলোর থেকে খুব একটা আলাদা না। এটার একটা নির্দিষ্ট ধারা আছে। হয়তো এই ধারাটাই টালিগুলো নিরাপদে অতিক্রম করার সূত্র। কিন্তু কী সেই ধারাটা?

তাদের পাশের সোনালি টালিটার উপর হুয়ানের লাশটা পড়ে আছে। মৃত্যুর আগে লোকটা নিজেকে টেনে কোন রকমে টালিটার উপরে উঠাতে পেরেছিল। রক্তের উপর তার নিথর দেহটা ভাসছে যেন। হুয়ান রুপালি টালি থেকে হামাগুড়ি দিয়ে নেমে যাওয়ার পর থেকে আর কোন ফাঁদে পড়তে হয়নি তাদের। তাহলে এটাই কি সূত্রটা? সোনালিগুলো নিরাপদ আর রুপালিগুলো বিপদজনক?

প্রশ্নের উত্তরটা বের করার একটা উপায়ই আছে।

গিল তার শর্ট রাইফেলটা বের করে মিগুয়েলের পাঁজরে খোঁচা দিল। 'সামনে আগাও।'

মিগুয়েল একবার রাইফেলের নলটা দেখে গিলের মুখের দিকে তাকালো। 'কী?'

'লাফ দিয়ে ঐ সোনালি পাতটায় যাও।' গিল তাদের পাশের রুপালি পাতটার অপর পাশে থাকা থাকা পাতটার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালো। ঐ পথটা সোজা চলে গেছে সোনালি মূর্তিটার দিকে। তাদের যদি নিজেদের জীবনকে ঝুঁকির মুখে ফেলতেই হয়, তাগলে তাদের প্রচেষ্টার জন্য হলেও গিল কিছু একটা পেতে চায়।

মিগুয়েল এখনো ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে অবিশ্বাস আর আতঙ্ক ফুটে উঠেছে।

'হয় সামনে আগাও, নয়তো এখানেই মরো।' বলে রাইফেল দিয়ে জোরে ধাক্কা দিল মিগুয়েলকে।

তার বেঁটে সাথী হোঁচট খেয়ে একধাপ পিছিয়ে গেল, পায়ের গোড়ালিটা কোন রকমে পাতে আঁটকে রেখেছে।

'দয়া করো বন্ধু। আমাকে দিয়ে এটা করিয়ো না।'

'আমি যা বলছি তাই করো, নাহলে তোমার লাশ ব্যবহার করে ঠিকই আমি টালিগুলো পরীক্ষা করতে পারব।'

মিগুয়েল ভয়ে কাঁপছে। দৃষ্টি ঘুরছে রাইফেল আর হুয়ানের লাশের উপর। শেষমেশ, আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে কাঁধ ঝুলিয়ে দিল। ঘুরে মুখোমুখি হল প্রাণঘাতী প্যাটার্নটার সাথে। বুকে ক্রুশ এঁকে পরের টালিটায় যাওয়ার জন্য লাফিয়ে উঠলো। তার পা দুটো এতই টালমাতাল হয়ে আছে যে লাফিয়ে কোন রকমে স্বল্প দূরত্বটা পেরুতে পেরেছে। লাফিয়ে নেমে সোনালি পাতটায় হাত আর হাঁটুর উপর ভর করে পড়ে গেছে সে।

BanglaBook.org

গিল দেখতে পাচ্ছে যে তার সঙ্গী চোখ বন্ধ করে মূর্তির মত জমে আছে। আশঙ্কা করছে, এই হয়তো খারাপ কিছু ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু কিছুই ঘটলো না। আস্তে আস্তে চোখ খুললো মিগুয়েল। কম্পিত পায়ে উঠে দাঁড়ালো। ঘুরে গিলের দিকে তাকালো। ম্লান হাসি ফুঁটে উঠেছে তার ঠোঁটে।

তার ধারণা সত্য প্রমাণিত হওয়ায় স্বস্তি পাচ্ছে গিল। মিগুয়েলের উদ্দেশ্যে ডেকে বলল, 'সোনালি পাতগুলো নিরাপদ। ওগুলো ধরে ধরে আগাতে থাকো। ঐ পথ ব্যবহার করেই আমরা এখান থেকে বের হতে পারব।' গিল এখনও নিজে কোন ঝুঁকি নিতে চাচ্ছে না। হাতের রাইফেলটা উঁচিয়ে বললো, 'পরের পাতটায় যাও। আমি তোমার পিছু পিছু আসছি।'

মাথা ঝাঁকালো মিগুয়েল। পরের সোনালি টালিটা এখন যেটায় দাঁড়িয়ে আছে সেটার সাথে লাগোয়া। তার শুধু এক কদম বাড়ালেই হবে। আস্তে ধীরে কদম ফেলল মিগুয়েল। দেয়াল এবং সিলিং এর আড়ালে থাকা প্রাচীন যন্ত্রকৌশলটা তার চলমান কড়কড় শব্দটাই শুধু বজায় রাখলো। কিন্তু, এবারও খারাপ কিছুই ঘটলো না। পরের পাতটায় যেতে মিগুয়েলকে আবারও লাফিয়ে একটা রুপালি পাত অতিক্রম করতে হল। এটাও নিরাপদ।

গিল তাকে অনুসরণ করে যাওয়ার সময় দেখলো যে তার সঙ্গীর আচরণ-ভঙ্গি আস্তে আস্তে কিছুটা শান্ত হয়ে আসছে। তারপরও বিড়বিড় করে একনাগাড়ে প্রার্থনা করেই যাচ্ছে। দুই সাথী একটু একটু করে চেম্বারের দিকে এগিয়ে আচ্ছে। টালির পর টালি, সারির পর সারি–এভাবে একটু একটু করে তারা সোনালি প্রতিকৃতির আরো কাছাকাছি এগিয়ে আসছে। অবশেষে শেষ সোনালি পাতটার উপর পৌছালো। এখন তাদের এবং বিপুল ধনরাশির মাঝে যে টালিগুলো আছে তার সবগুলোই রুপালি। মাত্র একটাই সোনালি টালি আছে সামনে। ঐ টালির উপরই পড়ে আছে সোনালি প্রতিকৃতিক মূর্তি এবং সম্পদগুলো।

গিলের দিকে ঘুরে তাকালো মিগুয়েল। তার অভিব্যক্তিতে প্রশ্নটা পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যাচ্ছে, *এখন কী?*

ইনকা রাজার দিকে তাকিয়ে আছে গিল। কালো গ্রানাইটের দৃশ্যপটে থাকা মূর্তিটায় সোনালি চোখগুলোকে মনে হচ্ছে যেন তার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তাকে উপহাস করছে। ক্রোধে ফেটে পড়লে গিলা। মূর্তি নির্মাতাদের এসব চাল তার উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করতে পারবে না। অন্তত এত কাছাকাছি আসার পর তো নয়ই।

মিগুয়েলের পাশে এসে দাঁড়ালো গিল। আবারো দুইজন একই টালিতে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের কারোরই সাহস হচ্ছেনা রুপালি টালির সেতু পার হয়ে ঐ পাশের সম্পদের কাছে যাওয়ার। কিন্তু তার মানে এই না যে মূর্তির পায়ের কাছে পড়ে সম্পদের স্তুপ থেকে সে কিছু অপহরণ করবে না। রাইফেলের

BanglaBook.org

পিছনের দিকটা ধরে গিল তার হাত প্রসারিত করলো। রুপালি পাতের সেতুর উপর দিয়ে তার অস্ত্রটাকে মূর্তির কাছে পৌঁছুতে চাচ্ছে।

রাইফেলের নলটা কোন রকমে সম্পদের স্তূপে গিয়ে ঠেকেছে। গিল রাইফেলের ডগা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে খুঁজছে কিছু। সে তার শ্বাস আটকে রেখেছে। যদি সেখানে আরো কোন গুপ্ত ফাঁদ থেকে থাকে? কান সজাগ রেখেছে যাতে যন্ত্রের গিয়ারের শব্দের সামান্যতম পরিবর্তনটাও তার কান এড়িয়ে যেতে না পারে। সে হালকা নত হল, কিন্তু বিপদজনক কিছুই ঘটলো না।

গালি দিয়ে উঠলো গিল। তার বাড়ানো হাতের মুষ্ঠিতে থাকা রাইফেলটা হালকা হালকা দুলছে। সে বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। নিজেকে শান্ত করার জন্য একটা দীর্ঘ শ্বাস নিয়ে আবার তার কাজের দিকে মনোযোগ দিল। ব্যর্থতাকে সে গোণায় ধরতে চাচ্ছে না। দাঁত চেপে মেঝেতে আটকে রইলো গিল। তার টেনে রাখা কাঁধের বাড়তে থাকা ব্যথাকেও সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করছে। শেষমেশ, তার প্রচেষ্টার মূল্য সে পেল। একজোড়া কটোরা উপরে উঠে এসেছে। একটা সোনার, অন্যটা রুপার। দুটোতেই সর্পিলাকার ভাবে প্যাচানো প্যাটার্নে চুনি-পান্না বসানো রয়েছে। কিন্তু কাপগুলোর যে বৈশিষ্ট্যটা গিলের সবচেয়ে আকর্ষণীয় লাগছে তা হল কাপগুলো সাথে সংযুক্ত বক্রাকৃতির হাতল দুটো।

যেটাকে সে হুকের মত করে ব্যবহার করতে পারবে!

রাইফেলের নলটা হাতলগুলোর একটার মাঝ দিয়ে ঢুকিয়ে সেটাকে স্তূপ থেকে উপরে তুলে আনলো। তার অস্ত্রটা হালকা কাত করতেই রুপালি কটোরাটা রাইফেলের নল বেয়ে নেমে এসে ঠেকলো কাঠের শক্ত বাটটায়। গিল রাইফেলটাকে নিজের দিকে টেনে এনে উঠে দাঁড়ালো। রাইফেলের নল থেকে কাপটা বের করে মিগুয়েলের দিকে বাড়িয়ে দিল। 'তোমার সাহসিকতার পুরস্কার, বন্ধু।'

মিগুয়েল কাঁপা কাঁপা আঙুলে কাপটা নিজের হাতে নিল। এই একটা কাপেই বেঁটে লোকটার পুরো পরিবারের সারাজীবন চলে যাওয়ার মত সম্পদ রয়েছে। মিগুয়েল প্রার্থনা করে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলো তার ঈশ্বরকে।

গিলের ভ্রু-কুঁচকে গেল। তার সাথীর উচিৎ তাকে ধন্যবাদ জানানো, তার ঈশ্বরকে না। গিল আবারো উবু হাত প্রসারিত করলো সোনালি কটোরাটা উদ্ধার করার জন্য। দ্বিতীয় কাপটা খুব দ্রুতই তার হাতে এসে গেল। এটা তার পুরস্কার। চোরাই অ্যান্টিকের সওদা করে–এমন এক ব্যবসায়ীকে চেনে সে। যে কিনা ইনকাদের হস্তনির্মিত যে-কোন অক্ষত বস্তুর জন্য সাধারণের থেকেও তিনগুণ বেশি মূল্য পরিশোধ করবে। গিল তার জ্যাকেটের পকেটে কাপটা রেখে মূর্তির দিক থেকে পিছন ফিরে দাঁড়ালো।

পরবর্তীতে তার কী কী করতে হবে তার পরিকল্পনা করছে। পকেটে থাকা গ্রেনেডের উপর হাত বুলালো। কোন উচ্ছেদকারী দল এনে গুপ্তফাঁদগুলো নিষ্ক্রিয় করার আগ পর্যন্ত এখানের বাকি সম্পদগুলোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে তাকে। অভিশপ্ত ফাঁদগুলো ধ্বংস হয়ে গেলে, সে আর তার দল যে-কোন একসময় এসে ধন-ভাণ্ডারের বাকি সম্পদগুলো লুট করে নিয়ে যেতে পারবে। মনে মনে ভাবছে, তার পরিকল্পনায় অন্য আরেকটা শক্ত প্রতিবন্ধক হল, তাঁবুগুলোতে আরামে ঘুমিয়ে থাকা একদল আমেরিকান। রাইফেলটা শক্ত করে মুষ্ঠিবদ্ধ করলো গিল। ঐ আমেরিকানদের কারোরই ভোরের আলো দেখা উচিৎ হবে না।

গিল তার পরিকল্পনা ঠিকঠাক করে মিগুয়েলকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য হাত নেড়ে ইশারা করলো। সঙ্গীকে আর কোন জোরাজুরি করতে হলো না। মিগুয়েল ওই ছোট এক টুকরো সম্পদ নিয়ে, প্রাণ বাঁচিয়ে এখান থেকে ফিরতে পারলেই খুশি। পরের সোনালি পাতটায় যাওয়ার জন্য লাফ দিল মিগুয়েল।

গিয়ার এবং কপিকলের কর্কশ শব্দসহ নিক্ষিপ্ত হল পাতটা। মিগুয়েলকে সাথে নিয়েই উঠতে শুরু করেছে টালিটা। পাতটার ভার বহন করছে কাঠের একটা মোটা গুড়ি। এই পাতের ঠিক উপরের দিকে থাকা সিলিং-এর রুপালি পাতটাও সরে গেছে। তীক্ষ্ণ রুপালি কাঁটাগুলো তীব্র গতিতে নিচে নেমে আসছে।

মিগুয়েল মৃত্যুকে একদম চোখের সামনে ধেয়ে আসতে দেখে পাতটা থেকে নিজেকে গড়িয়ে নিচে ফেলতে চাইলো। কিন্তু যথাসময়ে সরতে পারলো না হতভাগ্য লোকটা। কাঁটাগুলো তার পায়ের হাঁটুর নিচে এসে গেঁথে হাড়-মাংস এফোঁড়-ওফোঁড় করে বেরিয়ে গেছে। চিৎকার করে উঠলো মিগুয়েল। কাঁটার খপ্পড়ে পড়তেই তার হাতগুলো পাতলা কাঠির মত মট করে ভেঙে গেছে।

এরপরই সোনালি পাতটা নিচে নেমে আসতে শুরু করলো। মসৃণভাবে নিচে নেমে এসে পাতটা মেঝের প্যাটার্ণের সাথে মিশে গেছে। টালিটা রক্তমাখা, কিন্তু খালি। গিল উপরের দিকে তাকালো। মিগুয়েল এখনো কাঁটায় পা লাগা অবস্থায় ছাদ থেকে ঝুলছে।

মিগুয়েলের ধ্বংস হওয়া পা থেকে রক্তবৃষ্টি ঝরছে। হাত দিয়ে ঠেলে-ঠুলে কাঁটার হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করছে মিগুয়েল। শেষমেশ, সে কাঁটার থেকে মুক্তি পেল। দুইতলা সমান উচ্চতা থেকে ধাতব মেঝেতে আছড়ে পড়লো। আবারো, তার হাড় ভাঙার শব্দটা বেশ জোরালো ভাবেই শোনা গেল।

মিগুয়েল উপর থেকে পড়ার সময়ই দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছে গিল। পিছন দিকে ঘুরে আছে সে। মিগুয়েল ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে আছে টালিটার উপর। তার শরীরের শুধু একটা হাতই অক্ষত আছে এখন। ঐ অক্ষত ডানহাতটায়

BanglaBook.org

ভর করেই উঠার চেষ্টা করছে বেঁটে মানুষটা, কিন্তু যন্ত্রণাটা অতিরিক্ত বেশি। উঠতে গিয়ে পড়ে গেল। এত বেশি দুর্বল আর আতঙ্কিত হয়ে আছে যে চিৎকারও করতে পারছে না। শুধু মুখ থেকে মৃদু গোঙ্গানোর শব্দ বের হচ্ছে। সাহায্যের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে গিলের দিকে।

গিল তাকে বাঁচাতে পারবে না।

রাইফেলটা উঁচিয়ে ধরে গিল নিচুস্বরে বলল, 'আমি দুঃখিত, বন্ধু।' মিগুয়েলের কপাল বরাবর গুলি করলো। এই বদ্ধ জায়গায় রাইফেলের গুলির বিকট শব্দে কানে তালা লাগার দশা। মিগুয়েলের গোঙ্গানো বন্ধ হয়ে গেছে। তার কপালের ছোট ফুটোটা দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে রক্ত পড়ছে।

গিল আবারো টালিগুলো পর্যবেক্ষণ করছে। একটা সোনালি পাত খুন করেছে মিগুয়েলকে! ওগুলো কেন এখন আর নিরাপদ নয়? তাহলে কি তার তত্ত্ব ভুল ছিল নাকি নিয়মটা পালটে গেছে? ধনভান্ডারে খোঁজাখুঁজি করার সময় যন্ত্রের শব্দের হালকা পরিবর্তনটার কথা তার মনে আছে। কিছু একটা বদলে গেছে। গিল স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে পাতগুলোর দিকে। মিগুয়েল উপর থেকে একটা রুপালি পাতের উপর পড়েছিল, কিন্তু তাতে পাতটা কোন প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। এখন কি তাহলে রুপালি পাতগুলোই নিরাপদ? আসার সময় সোনালি পাতের পথ আর যাওয়ার সময় রুপালি পাতের পথ। এতই কি সহজ উপায়টা?

গিলের সাথে তার দলের আর কেউ নেই যে তাকে হুমকি-ধামকি দেখিয়ে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিবে। এই তত্ত্বটা তার নিজেকেই পরীক্ষা করে দেখতে হবে। সর্বোচ্চ সাবধানতা নিয়ে সে তার রাইফেলে গোড়ার অংশ দিয়ে পাশের টালিটায় টোকা দিয়ে দেখলো। রুপালি টালিতে। কিছুই ঘটলো না। কিন্তু এটা কি আসলেই কিছু প্রমাণ করছে? হয়তো তার শরীরে পুরো ওজনটা পড়লেই ফাঁদটা সক্রিয় হবে। খুব আলতোভাবে সে তার বুটজুতা পরা এক পা টালিটার উপর রাখলো। শ্বাস আটকে রেখেছে। হালকা ঝুঁকে একটু একটু করে শরীরের ওজনটা পায়ের উপর ফেলছে। টালিতে কোন পরিবর্তন বা গিয়ারের শব্দের কোন হেরফের হলে সাথে সাথেই পিছিয়ে আসার জন্যও তৈরি আছে। এখন সে এক পা রুপালি পাতে আর অন্য পা সোনালি পাতে রেখে দাঁড়িয়ে আছে। তবুও, কোন পরিবর্তন হচ্ছে না।

ভয়ে কুঞ্চিত হয়ে সে তার অন্য পা-ও রুপালি পাতের উপর টেনে আনলো। একদম স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে গিল। কোন বিপদ তাকে আঘাত করতে আসেনি। সে এখন নিরাপদ।

জমিয়ে রাখা নিঃশ্বাস ছাড়লো গিল। চোখের উপর জমা ঘাম মুছে নিল। গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। সে নিজেও জানেনা কখন থেকে চোখ থেকে পানি পড়তে শুরু করেছিল।

BanglaBook.org

সে এখন একটা রুপালি টালির উপর দাঁড়িয়ে আছে। পরেরটায় যেতে হলে লাফ দিয়ে সোনালি টালি অতিক্রম করে যেতে হবে। স্নায়ুশক্তি দুর্বল হওয়ার আগেই এক হাতে রাইফেলটা নিয়ে লাফ দিল গিল এবং বেকায়দা ভাবে গিয়ে পড়লো রুপালি পাতটার উপর। পড়ার সাথে সাথেই বিপদের আশঙ্কায় জমে গেল গিল। কিন্তু, কোন বিপদের দেখা মিলল না।

সোজা হয়ে ইনকা রাজার দিকে তাকিয়ে মুখ বিকৃত করে হাসলো গিল। 'আমি তোমাকে পরাজিত করতে পেরেছি, বেজন্মা রাজা!'

বের হওয়ার পথের দিকে ঘুরে খুব সতর্ক হয়ে পাতগুলো অতিক্রম করছে গিল। তবে, মেঝের উপর দিয়ে সে বেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। তার এই দ্রুততাই তাকে বাঁচিয়ে দিচ্ছে। সে লাফিয়ে লাফিয়ে এক রুপালি পাত থেকে তার পরেরটায় যাচ্ছে। প্রথম যে পাতটা থেকে লাফ দিয়েছিল সেই পাতটা নিচ থেকে উন্মুক্ত হয়ে গেছে। লাফ দেওয়ার সময় পায়ের নড়নে হালকা পরিবর্তন হওয়ায় বেশ বেকায়দা অবস্থায় গিয়ে পড়লো পরের পাতটার উপর। পাতটার সরাসরি উপরে থাকা সিলিং-এর পাতটা সরে গিয়ে পানির ধারা পড়তে শুরু করেছে। তার পিছনে সদ্য উন্মুক্ত হওয়া অংশটা সম্পূর্ণ ভিজে গেছে পানিতে। গিল গড়ান দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। পানির হালকা ঝাপটা এসে লাগলো তার খোলা গালে। মনে হল কেউ যেন আগুন লাগিয়ে দিয়েছে তার মুখে।

এসিড বৃষ্টি!

জ্বলতে থাক গালটা ডলছে। গালের চামড়ায় ইতিমধ্যেই ফোসকা পড়ে গেছে।

এই এসিড বৃষ্টির মাঝে গর্তে আটকে পড়ার কথা ভেবে কেঁপে উঠলো গিল। তার মৃত্যুটা অনেক দীর্ঘ ও বেশি যন্ত্রণাদায়ক হত।

এসিডের জলন্ত বৃষ্টি একসময় থেমে গেল। রুপালি পাতটা আবার তার আগের জায়গায় ফিরে এসেছে। মৃত্যু তাকে গ্রাস করেই ফেলেছিল প্রায়। কাঁপতে কাঁপতে কোন রকমে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়ালো গিল।

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বিশ্বাসঘাতক রুপালি টালিটার দিকে। রুপালি! তার তত্ত্বের পুরোটাই তাহলে ভুল ছিল! শুধু ভাগ্যের জোরেই সে এতটা পথ পাড়ি দিতে পেরেছে।

এই সাংঘাতিক উপলব্ধিটা নিয়ে সে সামনের বের হওয়ার পথের দিক মুখ ফিরিয়ে তাকালো। এখান থেকে পরিত্রাণ আর মাত্র তিন সারি দূরত্বে–মাত্র তিন মিটারের মত পথ। সে এখন জানে কোন টালির উপরই বিশ্বাস করা যাবে না। তাকে লম্বা লাফ দিয়েই পার হওয়ার ঝুঁকিটা নিতে হবে। যদি সে একটা ডাইভ দিতে পারে, তাহলেই হয়তো সে এই যাত্রায় বেঁচে ফিরতে পারবে।

গিল তার রাইফেলটার দিকে তাকালো। এটার ওজন বহন করার মত ঝুঁকি সে নিতে পারবে না। তার বুকে লাগানো অ্যামুনিশন বেল্টটা সহ মেঝেতে ফেলে দিল রাইফেলটা। ভারী সোনালি কটোরাটা বের করে এক

BanglaBook.org

মুহূর্ত এটার দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর আবার ঢুকিয়ে রাখলো জ্যাকেটের পকেটে। সে নিজে মরতে রাজি আছে, কিন্তু এই সম্পদ সে হাতছাড়া করতে পারবে না। তার বদলে ভারী বুটজুতাগুলো খুলে রাখলো। আর এমনিতেও, যদি সে খালি পায়ে লাফ দিয়ে তাহলে রুপালি পাতটাকে আরো শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে পারবে।

সব প্রস্তুতি নেওয়া হয়ে গেলে, সে টালির দূর প্রান্তে এসে দাঁড়ালো। লাফ দেওয়ার আগে দৌড়ে যাওয়ার জন্য যতটা সম্ভব জায়গা করে নিয়েছে সে। কিন্তু ঐটুক জায়গায় সে বড়জোড় দুইটা কদমই ফেলতে পারবে। নিজেকে উপহাস করে গিল তার চোখ বন্ধ করলো। কয়েক দশকের মাঝে এই প্রথমবার সে তার ঈশ্বরের কাছে শক্তি ও ভাগ্যের জন্য প্রার্থনা করছে। প্রস্তুত হয়ে চোখ খুললো এবং হাত মুষ্টিবদ্ধ করে নিজেকে বললো, 'এখনই, নয়তো কখনোই নয়।'

সামনের দিকে ঝুঁকে দ্রুত দুই কদম ফেলে নিজের পায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে শূন্যে লাফিয়ে উঠলো গিল। টালিগুলোর উপর দিয়ে উড়ে এসে পড়লো পাথরের মেঝেটায়। যথেষ্ট পরিমাণ নিচু হয়ে গেল সে যাতে মেঝের সাথে ধাক্কার ধকলটা তার বাম পাশ গিয়ে পড়ে। ছোট প্যাসেজটা দিয়ে গড়িয়ে যাওয়ার সময় তার কাঁধের সাথে কিছু একটার ঘষা লাগে এবং তার শরীরটা গিয়ে থামে এক সমতল পাথরের দরজায় ধাক্কা খেয়ে।

মুখ বিকৃত করে তার পায়ের উপর ভর করে উঠে দাঁড়ালো গিল। ঘাড়ের তীব্র ব্যথাটাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করছে। সে পেরিয়ে আসতে পেরেছে জায়াগাটা। কাঁধের উপর আঙুল বুলিয়ে দেখছে, আরেকটু হলেই আজকে কলারবোন ভাঙতে বসেছিল সে। এটা অবশ্য তেমন কোন ব্যাপার না। একবার তার বুকে তিন-তিনটা বুলেট এসে আঘাত করেছিল। সেই তুলনায় এটা তো সামান্য আঁচড় ছাড়া আর কিছুই না।

পকেট থেকে মহামূল্যবান কাপটা বের করে আনলো গিল। পড়ার সময় তার ওজনের চাপে কাপটার উপরের দিকে হালকা একটু বেঁকে গেছে। কিন্তু, গিলের মতই, কাপটারও বড় ধরনের কোন ক্ষতি হয়নি।

গিল মৃত্যু ফাঁদের ধারে এসে কাপটা উঁচিয়ে ধরলো। দূরে কালো পাথরের দেয়ালের বিপরীতে থাকা ইনকা রাজার সোনালি মূর্তির দিকে থুতু ছুঁড়ে বলল, 'আমি আবার ফিরে আসব এবং তোমার সবকিছু আমি লুট করে নিব।'

মূর্তিটাকে অভিশাপ দিয়ে ঘুরে জায়গাটা থেকে দৌড়ে বেরিয়ে যেতে শুরু করেছে গিল।

●●●

ম্যাগি মইয়ের ধাপ ধরে উবু হয়ে আছে। মইটা নেমে গেছে খননের তৃতীয় স্তরে। 'কেউ একজন আসছে!' ফিসফিস করে বলল সে। কাঁধের কাছে থাকা স্যামকে ঠেলে পিছনে সরিয়ে দিলো।

BanglaBook.org

তার ইন্দ্রিয় তাকে বলছে যে তার এখন লুকানো দরকার। বেলফেস্টের রাস্তায় বেড়ে উঠা ম্যাগি তার ভিতরের স্বত্ত্বার কথা শুনতে পারে। আইরিশ বিদ্রোহী দল আর ব্রিটিশ মিলিটারীর মাঝে চলা ক্রমাগত বন্দুকযুদ্ধ ও বোমাবর্ষণের মাঝে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার সময়ই ম্যাগি ও'ডোনেল ভাল লুকানোর স্থানের গুরুত্বটা সম্পর্কে জেনেছে।

'এসো,' ম্যাগি তাড়া করলো। স্যামকে তার সাথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। নরম্যান ও রালফ তাদেরকে অনুসরণ করছে।

স্যাম বাধা দিয়ে তার রাইফেলটা উঁচিয়ে ধরে বলল, 'হয়তো লুটেরাগুলোই। তাদেরকে আটকানো উচিৎ আমাদের।'

'আর তা করতে গিয়ে আমরা সবাই খুন হই, বেকুব? তুমি জানো না নিচে তারা সংখ্যায় কয়জন আছে বা তাদের কাছে কী পরিমাণ অস্ত্র আছে। এখন চলো!'

নরম্যান সায় দিল। 'ম্যাগি ঠিকই বলেছে। এখানকার বামপন্থী গেরিলা দল 'শাইনিং পাথে'র ভালই অস্ত্রসস্ত্র আছে। রাশিয়ান একে-৪৭ সহ আরো কিছু আছে জানি। তদন্তের সকল কাজ নিরাপত্তা দলের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিৎ আমাদের।'

স্যাম এক মুহূর্ত সিঁড়িটার দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর মাথা নেড়ে ম্যাগিকে অনুসরণ করতে শুরু করলো। ম্যাগি তাদের দলটাকে পাশের একটা চেম্বারে নিয়ে গেল। রুমটায় কোন সোডিয়াম আলো জ্বালানো নেই। অন্ধকার পুরোপুরি গ্রাস করে নিয়েছে তাদেরকে। 'লুকিয়ে থাকো,' সতর্ক করলো ম্যাগি। 'কিন্তু সেই সাথে আমার সংকেত পেলেই দৌড়ানোর জন্য প্রস্তুত থেকো।'

তার পাশে গুড়ি মেরে বসে থাকা স্যাম বিড়বিড় করে বললো, 'ম্যাগি ও'ডোনেল, কমব্যাট আর্কিওলোজিস্ট।'

অন্ধকারে মিশে থাকা স্যামকে সে দেখতে পাচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু ম্যাগি কল্পনা করতে পারছে যে স্যামের মুখে এখন একধরনের ব্যঙ্গাত্মক হাসি ফুটে উঠেছে।

'মনে হয়,' ফিসফিস করে বললো রালফ, 'গিল বা তার দলেরই কেউ হবে এরা।'

'আর চিৎকারটা?' ম্যাগির প্রশ্ন।

'আমি নিশ্চিত যে–'

দীর্ঘদেহী মানুষটাকে চুপ করানোর জন্য রালফের হাঁটুতে হাত দিয়ে টোকা দিল ম্যাগি। সে এখন কাঠের কড় কড় শব্দ শুনতে পাচ্ছে। নিচ থেকে কেউ মই বেয়ে উপরে উঠে আসছে। ম্যাগি বুঝতে পারছে যে ই উপরে উঠে আসছে সে খুব তাড়াহুড়োয় আছে। ম্যাগি লোকটার উর্ধ্বশ্বাস এবং ঠেলাঠেলি করে

BanglaBook.org

পালানোর শব্দও শুনতে পাচ্ছে। নত হয়ে নিজেকে পাথরের মেঝের সাথে লাগিয়ে ম্যাগি, খাদ থেকে উদয় হওয়া আরোহণকারীর মাথাটা দেখতে পেল।

লিকলিকে সরুকালো চুল এবং তামাটে মুখে সাদা মাকড়সার মত ক্ষত চিহ্নটা দেখে লোকটাকে চিনতে পেরেছে ম্যাগি। গিলের্মো সালা। সাবেক পুলিশ লোকটা মই থেকে প্রায় পাগলের মত লাফিয়ে লাফিয়ে উপরে উঠে আসছে। উঠতে গিয়ে মই থেকে তার পা প্রায় হড়কেই গিয়েছিল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ম্যাগি। রালফ ঠিকই আন্দাজ করেছিল। তাদের ক্যাম্পের পাহারাদারই।

উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল ম্যাগি, কিন্তু ঠিক তখনই লোকটার গালের পোড়া ফোসকাটা তার চোখে পড়লো। ফোসকাটা ফেঁটে রক্ত বেরুচ্ছে। গিল তার মুখের আহত অংশে হাত দিয়ে ঘষা দিল। হাতে লাগা রক্ত তার শার্টে মুছে ফেলেছে। তার চোখ চোখ বড় বড় হয়ে আছে। মইয়ের কাছে থাকা হারিকেনের আলোয় তার সাদা চোখগুলো জ্বলজ্বল করছে। ঠোঁট ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে আছে। লোকটার মনের মাঝে থাকা ভয় এবং চমকটা অনুধাবন করতে পারছে ম্যাগি।

ম্যাগি এই অভিব্যক্তির সাথে পরিচিত। তার শৈশবের বন্ধু প্যাট্রিক ডুগানের চেহারায়ও ঠিক একই ধরনের বিস্ময় ফুটে উঠেছিল, যখন একটা বুলেট লক্ষ্যভ্রস্ট হয়ে তাকে আঘাত করেছিল। বেলফেস্টে বন্দুকযুদ্ধ চলার সময় ম্যাগি ও তার বন্ধু প্যাট্রিক রাস্তার পাশে থাকা পানি নির্গমনের এক গর্তে লুকিয়ে ছিল। তার বন্ধুকে ঐদিন নিরাপদ আশ্রয় থেকে আগেভাগে মাথা বের করার মূল্যটা চুকাতে হয়েছিল গুলি খেয়ে। তার চেয়ে লুকিয়ে থাকার ব্যাপারে ম্যাগি ভাল জানতো। এমনকী তার গায়ের উপর প্যাট্রিকের লাশ পড়ার পরও সে সরে যায়নি। তাড়াহুড়োতেই বিপদ থাকে। ঐদিনই ম্যাগি এই শিক্ষাটা পেয়েছিল। তাই ম্যাগি এখনো লুকিয়েই আছে এবং অন্যদেরকেও হাতের বাঁধা দিয়ে আটকে রেখেছে।

কিন্তু নিচে ঘটেছেটা কী? গিলের মত শক্ত-সামর্থ একটা মানুষ কী দেখে এত ভয় পেলো?

বেলফেস্টের রাস্তায় ঐ দুপুরের ঘটনার পর থেকে ম্যাগি বুঝে গেছে যে নিরাপত্তা লুকিয়ে থাকে ছায়ার মাঝেই। রুমটার কিনারা থেকে সে দেখতে পাচ্ছে যে, গিল তার জ্যাকেটের পকেটে উঁচু হয়ে থাকা কোন বস্তুতে হাত বুলাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে ঐ বস্তুটাই আতঙ্কগ্রস্ত মানুষটাকে আশ্বস্ত করছে, একটা ক্রুশবিদ্ধ যিশুমূর্তি কোন বৃদ্ধা মহিলাকে যেমনভাবে আশ্বস্ত করে।

তারপর অন্য পকেটটা থেকে আরেকটা বস্তু টেনে বের করে আনলো গিল। বস্তুটাকে দেখতে অনেকটা হাতলওয়াল সবুজ আপেলের মত লাগছে। জিনিসটাকে চিনতে পেরে ম্যাগির হৃৎস্পন্দন উড়ে যাওয়ার মত দশা। এমন একটা প্রাচীন ইনকা ধ্বংসস্তুপের মত জায়গায় জিনিসটা খুবই বেমানান।

BanglaBook.org

ওহ ঈশ্বর! এটা গ্রেনেড!

খাদটায় শেষবারের মত তাকিয়ে, কোন রকমে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে যেতে শুরু করেছে গিল।

গিলের ম্লান হওয়া পদশব্দ শুনতে শুনতে ম্যাগি টের পেল যে সে নড়তে পারছে না। তার মনের চোখে গ্রেনেডের দৃশ্যটা এখনো বড় হয়ে আছে। নিজ শহরের রাস্তায় যুদ্ধের সময় এই পরিচিত অস্ত্রটাকে অনেকবার দেখেছে সে। চেপে থাকা শৈশবের আতঙ্ক গ্রাস করছে তাকে। দম বন্ধ হয়ে আসছে তার। ভয়ে হাত কাঁপছে। হাতে মুষ্টি পাঁকিয়ে রেখেছে, কোন ভাবেই নিজেকে আতঙ্কের কাছে পরাজিত হতে দিবে না। তার শ্বাস-প্রশ্বাস জড়িয়ে আসার সাথে সাথে তার দৃষ্টি শক্তিও ভেসে ভেসে যাচ্ছে।

স্যাম হয়তো ম্যাগির যন্ত্রণাটা বুঝতে পেরেছিল। 'ম্যাগি...?' বলে তার কাঁধে ধাক্কা দিল।

স্যামের স্পর্শ পেয়ে যেন জ্বলে উঠলো ম্যাগি। লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। 'ওহ, না! আমাদের এখান থেকে বের হওয়া দরকার,' জরুরি কণ্ঠে বলল সে।

'এখনই!'

স্যাম তার স্টেটসন টুপিটা মাথায় বসাতে বসাতে বললো, 'কেন? এ তো শুধু গিলের্মোই।'

স্যামের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো ম্যাগি। স্যাম গ্রেনেডটা দেখেনি। ম্যাগির দৃষ্টিতে যাইই থাকুক না কেন, তা দেখে এক কদম পিছিয়ে গেল স্যাম। কারো কাছে তার ভয়ের কারণ ব্যাখ্যা করার মত সময় নেই এখন ম্যাগির। 'বের হও এখান থেকে, বেকুব!' চিৎকার করে উঠলো ম্যাগি। আতঙ্কে তার কণ্ঠস্বরে আইরিশ ছাপটা আরো গভীর হয়ে গেছে। ধাক্কা দিয়ে স্যামকে ঠেলে দিল সুড়ঙ্গের দিকে, সাথে বাকিদেরকেও হাত নেড়ে ইশারা করলো স্যামের পিছে পিছে যাওয়ার জন্য।

স্যাম তার লম্বা লম্বা পায়ের সাহায্য খুব জলদিই দূরত্বটা কমিয়ে ফেলতে শুরু করেছে। ম্যাগি অনুসরণ করছে তাকে, সেই সাথে চোখ রাখছে দলের পিছিয়ে পড়া সদস্যের উপরেও। রালফ স্যামের সাথে সাথেই রয়েছে, কিন্তু নরম্যান বেচারা তার ক্যামেরা বোঝার কারণে অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে।

'জলদি,' সাংবাদিককে তাড়া দিল ম্যাগি।

সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলো নরম্যান। ল্যাম্পের আলোয় তার মুখটা পুরোপুরি সাদা দেখাচ্ছে। তবুও সে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দূরত্ব কমানোর চেষ্টা করছে। ততক্ষণে স্যাম এবং রালফ খননের পরের ধাপের মইয়ের কাছে পৌছে গেছে।

স্যাম তরতর করে মই বেয়ে উপরে উঠে গেল। তাকে অনুসরণ করলো রালফ। তারপর নরম্যান। ম্যাগি মইয়ের নিচের ধাপটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

BanglaBook.org

তাদের পিছনে কোন বিপদ ধেয়ে আসছে কিনা আঁচ করার জন্য কান সতর্ক রেখেছে। খাদের নিচ দিক থেকে কিছু অনুনাদের শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

'ম্যাগি, উঠো!' উপর থেকে তাকে তাড়া দিল স্যাম।

ম্যাগি ঘুরে দেখলো মইটা খালি। সবাই ই উপরে উঠে পড়েছে। এক মুহূর্তের জন্য সময় যেন আটকে গিয়েছিল তার। জমে থাকা আতঙ্কের লক্ষণগুলোর একটি এটি। এখন আতঙ্কগ্রস্ত হওয়া যাবে না-নিজেকেই বলল ম্যাগি। মই বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করেছে। শেষ ধাপ থেকে তাকে টেনে উপরে উঠতে সাহায্য করলো স্যাম। উপরের পৃষ্ঠে উঠার মইটা আর মাত্র কয়েক হাত দূরেই। উঠে দাঁড়িয়ে আগে আগে হাঁটতে শুরু করলো ম্যাগি।

লণ্ঠনের আলোয় আঁকাবাঁকা পথটা অনুসরণ করে এগুচ্ছে ম্যাগি। তার হাঁটার তালে তালে বাতাসের দোলনে লণ্ঠনের আলো মিটমিট করছিল। মইয়ের ভিতটা চোখে পড়লো তার। খাদের উপরিভাগ থেকে এক ধরনের নিচুস্বরের ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ ভেসে আসছে। সে জানে শব্দটার উৎস গিল। শুনে বুঝতে পারছে যে গিল এতক্ষণে প্রায় উপরের প্লাজার কাছাকাছি পৌছে গেছে।

হঠাৎ করে উপর থেকে কিছু শব্দ ভেসে আসলো তাদের উদ্দেশ্যে। 'এটা খাও, হারামজাদারা!'

সাঁই শব্দ করে উড়ে আসা কঠিন বস্তুটিকে খাদের মাটিতে মইয়ের গোড়ালির কাছে পড়তে দেখে জমে গেল ম্যাগি। চোখে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে আছে ধাতব সবুজ সিলিন্ডারটার দিকে। বস্তুটা গিয়ে ঠেকলো খাদে ঠেস দিয়ে রাখা মূল কাঠের বিমটার কাছের মাটিতে। *গ্রেনেড!*

লাফ দিয়ে পিছাতে গিয়ে ধাক্কা খেল স্যামের বুকের সাথে। 'পিছাও... পিছাও... পিছাও...' বলে উঠলো ম্যাগি।

ভয়ে কাঁপছে পুরো দলটা। একে অপরকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে। মইয়ের থেকে বেশ দূরে দাঁড়িয়ে আছে তারা। 'কী...?' ম্যাগির কানে কানে বলতে শুরু করেছিল স্যাম।

শিরায় এড্রেনালইনের ক্ষরণ হওয়ার তেঁতে উঠলো ম্যাগি। ধাক্কা দিয়ে স্যাম এবং অন্যদেরকে পাশের একটা কক্ষে ঠেলে দিল।

কক্ষটায় ঢোকার সময়ই বিস্ফোরণটা ঘটলো। বিস্ফোরণের তীব্রতায় ছিটকে গিয়ে রুমের ভিতর আছড়ে পড়লো তারা। গিয়ে আটকালো অপর পাশের দেয়ালের সাথে ধাক্কা খেয়ে। মুখ থুবড়ে পড়ে রইলো পাথরের মেঝের উপর।

রুমের আলো টিমটিম করে জ্বলছে। ম্যাগি তার হাঁটুতে ভর করে উঠার চেষ্টা করলো। তার কানে চিনচিন করে শব্দ হচ্ছে। তার পাশে থাকা রালফ গোঙ্গাচ্ছে। ম্যাগি তার নিজের জখম দেখার চেষ্টা করছে। তাকে দেখে অক্ষতই মনে হচ্ছে। কিন্তু গ্রেনেডের দ্বারা ধূলিময় জায়গাটার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দেখে তার মুখ থেকে গোঙানোর শব্দ বের হয়ে আসলো।

BanglaBook.org

তারা আটকে পড়েছে।

শেষ মইয়ের দিকে যাওয়ার পথটা এখন পাথর আর ধুলার স্তূপে পরিণত হয়েছে। গ্রেনেডের বিস্ফোরণে প্রথম স্তরের সিলিং-এর বড় একটা অংশ ধ্বসে পড়ে উপরে যাওয়ার সুড়ঙ্গটা আটকে দিয়েছে। পাথরগুলো এলোমেলো ভাবে পড়ে আছে বিস্ফোরণের জায়গাটায়।

ধ্বংসস্তূপের অবশিষ্ট অংশ যেন খাদের দুঃখে আর্তনাদ করে নালিশ জানাচ্ছে। ভূ-গর্ভস্থ ধ্বংসস্তূপটাকে আরো ধ্বংস করার জন্য ভূ-পৃষ্ঠ ত্রিশ ফুট নিচে নেমে এসেছে।

কী করবে এখন তারা?

আলোটা শেষবারের মত টিমটিম করে পুরোপুরিই নিভে গেল। অন্ধকার গিলে নিয়েছে তাদেরকে। 'সবাই ঠিক আছো?' স্তম্ভিত গলায় জানতে চাইলো স্যাম। স্তব্ধ হওয়া কানে তার নিজের স্বরকেই কেমন যেন বিদঘুটে লাগছে তার।

নরম্যান সাড়া দিল। 'ঠিক আছি। মাটির ত্রিশ ফুট নিচে আটকা পড়েছি... একটা সমাধিকক্ষে। কিন্তু এছাড়া আমি ঠিকই আছি।'

'আমিও ঠিক আছি, স্যাম,' রালফ বলল। কণ্ঠস্বর থেকে তার সচারচর সাহসের ছাপটা ম্লান হয়ে গেছে।

ধূলিপূর্ণ বাতাসে শ্বাস নিতে সমস্যা হচ্ছে স্যামের। কেশে উঠলো। 'ম্যাগি?'

ম্যাগি উত্তর দিতে পারছে না। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুলোকে কেমন যেন অসাড় লাগছে তার। আতঙ্কে গ্রাস হওয়ার প্রথম বৈশিষ্ট্য এটি। ধীরে ধীরে আতঙ্কটা তার শরীরকে দখল করে নিয়ে তার চেতনাকে দূরে ঠেলে দিল। পাথরের মেঝেতে পড়ে গেল ম্যাগি।

জ্ঞান হারানোর আগে নরম্যানের কাঁদো কাঁদো গলার কথাটাই সর্বশেষ শুনেছিল ম্যাগি। 'স্যাম, ম্যাগির কিছু একটা হয়েছে।'

●●●

খাদে বিস্ফোরণ হওয়ার আগেই জায়গাটা থেকে সরে এসেছে গিল। বিস্ফোরণের তীব্র শব্দ নিরব জঙ্গলের বুক যাচ্ছে যেন। ধোঁয়া এবং ভাঙ্গা টুকরোগুলো ছেয়ে ফেলেছে রাতকে। ক্যাম্পের মেঝের ঢাল পর্যন্ত গিলকে ধাওয়া করে আনলো ধোঁয়াটা। আলগা পাথরে লেগে তার পা কেটে গেলেও, দ্রুত পায়েই সিঁড়ি দিয়ে নামছে গিল। ধ্বংসস্তূপের মাঝে বুটজুতাগুলো ফেলে আসায় নিজেকেই গালমন্দ করছে। কেন সে লাফ দেওয়ার আগে তার রাইফেল আর জুতাগুলো ঢিল দিয়ে অন্যপাশে ছুঁড়ে রাখেনি? উত্তরটা সে জানে। সে আতঙ্কিত হয়ে ছিল তখন।

উপরের স্পটলাইটের খাম্বার কাছে এক ঝাঁক কবুতর ভয় পেয়ে বিক্ষিপ্তভাবে ডানা ঝাপটাচ্ছে। অন্ধকার রাতে লাল-নীল পালকের আলোকচ্ছটা দেখে আঁতকে উঠলো গিল। বিস্ফোরণের শব্দ মিলিয়ে যেতেই পাখির চিৎকার ও বানরের ডাকের সাথে প্রত্যুত্তর দিয়ে উঠলো জঙ্গল।

BanglaBoi.org

জঙ্গল জেগে উঠেছে। সেই সাথে জেগে উঠেছে নিচের ক্যাম্পগুলোও।

কর্মীদের সস্তা তাঁবুগুলোর কয়েকটাতে আলো জ্বলে উঠেছে। ভিতরের মানুষগুলো নড়নচড়নের ছায়া দেখা যাচ্ছে পর্দার মধ্যে দিয়ে। এমনকী শিক্ষার্থীদের তাঁবুগুলোর মধ্যে একটিতে বিস্ফোরণের গরম আঁচ এসে লেগেছে।

সঙ্গিহীন গিল খালি হাতে ক্যাম্পের দিকে যাওয়ার সাহস পাচ্ছে না। সে খুব তাড়াতাড়ি লোকজন একত্র করে আমেরিকান ও তাদের কর্মীদের এই পথ থেকে সরানোর জন্য ফিরে আসবে। অন্ততপক্ষে গ্রেনেড দিয়ে তো ভু-গর্ভস্থ ধ্বংসস্তুপের একমাত্র প্রবেশ পথটা আটকে দিতে পেরেছে। লোকজন আর খনন করার যন্ত্রপাতি যোগাড় করার আগ পর্যন্ত নিচে থাকা ধন-সম্পদ নিরাপদেই থাকবে। 'ভঙ্গুর একটা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ধ্বংস' করা নিয়ে সে মোটেই বিচলিত নয়। সম্পদগুলো তার দলের লোকজন মিল স্বল্প সময়েই লুট করে ফেলতে পারবে। একদিন কি বড়জোর দুই দিন লাগতে পারে।

তবে, লোকজন একত্র করার আগে, এই ক্যাম্পেই আরো একটা কাজ করা বাকি আছে গিলের। কর্মীদের তাঁবুগুলোর কাছে পৌঁছে, সে ঢুকে গেল কর্মীদের রুক্ষ তাঁবু দুটির মধ্যকার অন্ধকার ছায়ায়। তাঁবুগুলোর পর্দার ফাঁক দিয়ে অনেকগুলো মুখ বেরিয়ে রয়েছে। অবশ্যই তাদের সবার দৃষ্টি ধোঁয়া বের হতে থাকা ধ্বংসস্তুপের চূড়ার দিকে।

কেউই গিলকে লক্ষ্য করছে না।

তাঁবুগুলোর পিছন দিয়ে যাওয়ার সময় কুঁইচা ভাষায় হৈচৈ এর শব্দ শুনতে পেল গিল। একটা উগ্র-কণ্ঠের ডাকও শুনতে পাচ্ছে। শব্দটা আসছে শিক্ষার্থীরা যে তাঁবুতে তাদের উচ্চমূল্যের সরঞ্জামগুলো রাখে সেখান থেকে। 'গিলের্মো। স্যাম। কী হয়েছে বাইরে?' কণ্ঠস্বরটা আমেরিকান শিক্ষার্থীদের আত্মভারী নেতার।

বাড়তে থাকা কণ্ঠস্বরগুলোর শব্দকে পাত্তা দিচ্ছে না গিল। এগিয়ে গিয়ে কাজের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির স্তুপ থেকে নীরবে একটা খনিত্র এবং ধারালো ছুরি সরিয়ে ফেলল সে। একটা তাঁবুর পিছন দিকে ঘুরে গিয়ে গিল তার ধারালো ছুরিটা দিয়ে নতুন করে একটা প্রবেশমুখ কেটে নিল। ছুরির ধারালো ফলা মোটা ত্রিপলের পর্দা ভেদ করে যাওয়ার সময় হিসিয়ে উঠেছে। সদ্যকাটা ফাটলটা দিয়ে খনিত্র নিয়ে তাঁবুর ভিতরে ঢুকলো গিল।

তাঁবুতে ঢুকে সে তার লক্ষ্যবস্তু স্যাটেলাইট যোগাযোগ মাধ্যমটাকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে নিচ্ছে। সৌভাগ্যবশত তাকে পুরো মাধ্যমটার উপর ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে হবে না। এই মাধ্যমটার একটা দুর্বলতা আছে। ছোট কম্পিউটারটা নিজেই মাধ্যমটার দুর্বলতা। অন্যান্য বেশির ভাগ যন্ত্রাংশেরই বিকল্প থাকলেও সিপিইউ এই একটাই। এটা ছাড়া ক্যাম্পের কেউ কোন অ্যালার্মও বাজাতে পারবে না বা বাইরের কারো সাহায্যও চাইতে পারবে না।

BanglaBook.org

গিল তার হাতের খনিত্রটা উঁচিয়ে ধরলো। তার ভাঙা কলারবোন লোহার যন্ত্রের ভারী ওজনটা নিতে বাধা দিচ্ছে। কিন্তু তার হাতে বেশি সময় নেই যে, ব্যথার জন্য কাজটা একটু ধীরে-সুস্থ করবে। আবারো ফিলিপ সাইকসের রাগান্বিত গলার স্বর শুনতে পেল সে। তাঁবুর পর্দার আড়াল থেকে ক্ষিপ্তবৎ কণ্ঠে নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে। পরিষ্কারভাবেই বুঝা যাচ্ছে, সে তাঁবুর ভিতরের নিরাপত্তা থেকে বেরিয়ে আসতে ভয় পাচ্ছে। 'সালা, কোন নরকে আছো তুমি?'

শিক্ষার্থীরা ভয়ে আর্তনাদ করছে। এর মাঝেই গিল তার খনিত্রের চোখা অংশটা ঢুকিয়ে দিল কম্পিউটার একদম কেন্দ্র বরাবর। বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গে ভরে উঠলো তাঁবুর ভেতরটা, তবে তা একটু পরেই থেমে গেল। খনিত্রটা খুলে আনার বা তার ধ্বংসসাধন করাটা কেউ লক্ষ্য করেছে কিনা সেটা জানার প্রয়োজনও মনে করলো না গিল। সে স্বাভাবিকভাবে তাঁবুর পিছনের ছেঁড়া অংশটা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

এখনো সবগুলো চোখ ঘুরে আছে প্লাজার চূড়া থেকে নির্গত হওয়া ধোঁয়ার দিকে। এরই ফাঁকে সবার অলক্ষ্যে জঙ্গলের ধার বরাবর ছুট লাগালো গিল। তার হাতে ছুরি, মনে প্রতিশোধস্পৃহা।

হাতের মুষ্ঠিতে শক্ত করে ধরে রেখেছে ছুরির হাতলটা।

কেউই গিলের্মো সালাকে পরাস্ত করতে পারেনি–এমনকী একটা প্রাচীন ইনকা রাজাও না।

●●●

'স্যাম! জলদি!' অন্ধকারে নরম্যানের উদ্বিগ্ন গলা শোনা গেল।

ধ্বংসস্তুপের অলঙ্ঘনীয় অন্ধকারে স্যাম তার গবেষণা যন্ত্রাংশ রাখা ব্যাগটায় হাতড়াচ্ছে। তাদের কেউই সাথে করে একটা ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে আসার কথা ভাবেনি। এখন বিকল্প কোন কিছুর কথাই ভাবতে হচ্ছে তাকে। অন্ধের মত বোতলগুলোর মধ্য দিয়ে হাতড়াচ্ছে। শেষমেশ তার হাতে এসে ঠেকল অনেক ভিতরে পড়ে থাকা কাঠের ল্যাম্পটা। পাঠোদ্ধার করা রঞ্জক পদার্থগুলো আলোকিত করার জন্য আল্ট্রাভায়োলেট আলোর উৎস এটি। টেনে বের করে এনে লাইটটা জ্বালালো স্যাম।

আল্ট্রাভায়োলেট লাইটের আলোকচ্ছটায় ভিতরের পরিবেশটাকে কেমন যেন ভুতুড়ে লাগছে। উদ্ভট বেগুনী আলোতে বিস্ফোরণের ফলে উড়তে থাকা ধূলিকণাকে মনে হচ্ছে জ্বলজ্বল করা তুষারকণা। কিন্তু অন্যদেরকে কিছুটা অস্পষ্ট দেখাচ্ছে এই আলোতে। তার সঙ্গীদের দাঁত, চোখের সাদা অংশ, মলিন কাপড়গুলো অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতায় চকচক করছে।

নরম্যান ফিল্ডস উবু হয়ে বসে রয়েছে ম্যাগির পাশে। পাথরের মেঝের উপর পিঠ বেঁকে পড়ে আছে ম্যাগি। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে উপরের সিলিংয়ের দিকে,

BanglaBook.org

প্রাচীন মেঝের পায়ের গোড়ালি দিয়ে ঠুকছে। নরম্যান তার কাঁধ চেপে ধরে রেখেছে। রালফ যেন কালো ছায়ার মত উড়ে আসলো তাদের পাশে। স্যামের দিকে তাকালো নরম্যান। 'কোন একধরনে আতঙ্কে আটকা পড়েছে মনে হয় ও।'

স্যাম দ্রুত তাদের এসে বসলো। 'সে মনে হয় মাথায় আঘাত পেয়েছে। হয়তো বেশ বাজে রকমের কোন আঘাত।' তার ল্যাম্প উপরের দিকে তুলে ধরে ম্যাগির চোখ পরীক্ষা করে চেষ্টা করছে। কিন্তু আল্ট্রাভায়োলেট লাইটের ক্ষীন আলো তার চোখের তারা পরীক্ষা করায় খুব অল্পই সাহায্য করতে পারলো। আল্ট্রাভায়োলেটের আলোয় ম্যাগির মুখের পেশিগুলোকে ঝাঁকি দিতে দেখতে পাচ্ছে সে। চোখের পাতা পিটপিট করছে। 'আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না কিছুই,' তার সঙ্গীর মুখ পরীক্ষা করতে করতে বলল স্যাম।

তাদের কেউই জানেনা কী করতে হবে এখন।

শব্দ করে উঠলো ম্যাগি। শব্দ শুনে মনে হল কেউ তার গলা চেপে ধরেছে।

'স্যাম, ঢোক গেলা বা জিভ কামড়ে ধরা বা এমন কিছু থেকে কি ম্যাগিকে বিরত রাখা দরকার না?' অনিশ্চিতভাবে বলল রালফ।

স্যাম মাথা ঝাঁকালো। ইতিমধ্যেই ম্যাগির মুখে অস্পষ্ট বেগুনী রেখা ফুঁটে উঠেছে। 'কাপড়ের টুকরো দরকার।'

নরম্যান তার পকেট থেকে একটা ছোট রুমাল বের করে ছিড়ে বাড়িয়ে দিল। 'এটায় হবে?'

স্যামের এই সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই। সে কাপড়ের টুকরোটা হাতে নিয়ে দড়ির মত করে পাঁকিয়ে নিল। ম্যাগির দিকে আগাতে ইতস্তত বোধ করছে সে। কী করতে হবে সেটা সম্পর্কে অনিশ্চিত। ম্যাগির মুখের কোণা দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। যদিও ঘোড়ার মুখে লোহার বিট পরানোটা স্যামের দ্বিতীয় পছন্দের কাজ, কিন্তু এখন ব্যাপারটা আলাদা। স্যাম তার ভয়কে দমন করার চেষ্টা করছে।

আলতো ভাবে টান দিয়ে ম্যাগির থুতনী নামিয়ে আনার চেষ্টা করলো। ম্যাগির চোয়ালের পেশিগুলো এত শক্তভাবে আঁটকে আছে যে মুখ হাঁ করানোর জন্য বেশ জোরই খাটাতে হচ্ছে স্যামকে। এতটা জোর খাটাতে হবে বলে ভাবেনি স্যাম। সে তার আঙুলের সাহায্যে ম্যাগির জিভের ডগাটাকে পিছনের দিকে ঠেলে দিল। ম্যাগির মুখের ভিতরটা গরম এবং আর্দ্র। স্যাম কুঁকড়ে গেলেও রুমালের টুকরোটা ঠিকই ম্যাগির পেখু দাঁতের মাঝে আটকে দিয়ে জিভটা নিচে নামিয়ে দিল। যাতে সে আর এখন দাঁতে লাগতে না পারে।

'ভালভাবেই করেছো,' নরম্যান অভিনন্দন জানালো স্যামকে।

ম্যাগির শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে।

'আমার মনে হয় বিপদ কেঁটে গেছে,' রালফ বলল। 'দেখো!'

ম্যাগির পায়ের মেঝেতে ঠুকরানো বন্ধ হয়ে গেছে, তার পিঠও এখন সোজা হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

'বাঁচা গেল,' বিড়বিড় করে বলল স্যাম।

আরো কয়েক সেকেন্ড পর ম্যাগির কাঁপাকাঁপিও থেমে গেল। দুর্বলভাবে শূন্যে হাত ঝাড়া দিয়ে উঠলো। চোখে অন্ধকার দেখায় কয়েকবার পলক ফেলল। চোখে সয়ে আসার পর তার নজর পড়লো স্যামের দিকে। স্যাম হঠাৎ করেই বুঝতে পারলো যে ম্যাগির জ্ঞান ফিরে এসেছে। রাগত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে ম্যাগি।

কাপড়ের টুকরো ধরা স্যামের হাতটা তার মুখের ভিতরেই খুঁজে পেয়ে ক্ষেপে গেল ম্যাগি। ঠেলা দিয়ে তাকিয়ে সরিয়ে দিয়ে থুতুর মত কর কাপড়ের টুকরোটা ফেলে দিল মুখের ভিতর থেকে। 'কী... কী করতে চাচ্ছিলে তোমরা?' রুক্ষভাবে তার ঠোঁট ঘষতে ঘষতে বলল ম্যাগি। উঠে বসেছে সে।

স্যামকে ব্যাখ্যা করার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিল নরম্যান। 'অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে তুমি।'

ম্যাগি লালাভেজা রুমালের টুকরোটার দিকে নির্দেশ করে বললো, 'তাই তোমরা সবাই মিলে আমাকে শ্বাসরোধ করে মারতে চেয়েছিলে? পরেরবার থেকে আমাকে আমার মত করে ছেড়ে দিয়ো।' তাদের কোন ব্যাখ্যাই মানলো না ম্যাগি। 'কতক্ষণ আমি জ্ঞানহীন ছিলাম?'

এতক্ষণে কথা বলার শক্তি পেল যেন স্যাম। 'এইতো দুই মিনিটের মত।'

ভ্রুকুঁচকে উঠলো ম্যাগির। 'ধুর!' তার নজর পড়েছে সমাধিকক্ষ থেকে বের হওয়ার পথে থাকা কাদা ও পাথরের স্তুপের উপর।

ব্যাপারটা নিয়ে ম্যাগির মাঝে কোন দুঃশ্চিন্তা বা চমকে যাওয়া ভাব না দেখে, স্যাম বুঝতে পারল যে মাথায় কোন আঘাতের কারণে এমনটা হয়নি ম্যাগির। 'তুমি একজন মৃগীরোগী?' স্যামের কণ্ঠস্বরে রেগে যাওয়া ভাবটা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে।

চুলগুলো পিছনের দিকে সরিয়ে তার দিকে ঘুরলো ম্যাগি। 'হ্যাঁ! ইডিওপ্যাথিক এপিলেপসি। কিশোরী বয়স থেকে মাঝে মাঝেই রোগটা মাথা ঝাড়া দিয়ে বসে।'

'তোমার এটা সম্পর্কে কাউকে জানানো উচিৎ ছিল। আঙ্কেল হ্যাঙ্ক কি জানে এই ব্যাপারে?'

ম্যাগি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। 'না। রোগের আক্রমণটা এতই অনিয়মিত যে আমাকে সবসময় ওখুধও নিতে হয় না। আর, সর্বশেষ এমন আক্রমণের শিকার হয়েছিলাম প্রায় বছর তিনেক আগে।'

'তবুও, তোমার ব্যাপারটা আঙ্কেল হ্যাঙ্ককে জানানো উচিৎ ছিল।'

আগুনঝড়া কণ্ঠে বলে উঠলো ম্যাগি, 'হ্যাঁ, জানিয়ে আমি খননের দল থেকে বাদ পড়ি আর কী! যদি প্রফেসর কঙ্কলিন আমার মৃগীরোগ সম্পর্কে জানতে পারতো, তাহলে আমাকে কখনোই এখানে আসতে দিত না।'

BanglaBook.org

ম্যাগির কথার জবাবে গর্জে উঠলো স্যামও। 'হয়তো তোমার আসা উচিৎও ছিল না। এমন না যে এটা শুধু তোমার জন্যই অনিরাপদ, এমনটা করে তুমি আমার চাচাকেও ঝুঁকির মুখে ফেলে দিয়েছো। এখানের খনন কাজের পুরো দায়ভার আমার চাচার উপর। তোমার কিছু হলে তোমার আত্মীয়-স্বজন চাচার বিরুদ্ধে আইনী মামলাও করে বসতে পারে।'

ম্যাগি তর্ক করার জন্য মুখ খুলতে চাচ্ছিল কিন্তু নরম্যান বাধা দিল তাকে। 'তোমাদের যদি রোগের ইতিহাস এবং আইনী বিষয় নিয়ে তর্ক করা শেষ হয়ে থাকে তাহলে আমি কি বলতে পারি যে আমরা এখন ভারসাম্যহীন আলগা পাথরের ত্রিশফুট নিচে চাপা পড়ে আছি?'

তার কথার সাথে সায় জানাতেই যেন উপরের পাথরগুলো গুড়িয়ে উঠলো। গ্রানাইটের বড় বড় দুটো ফলক মেঝেতে পড়ায় ধুলায় ভরে উঠেছে কক্ষটা।

সামনে এগিয়ে এসেছে রালফ। 'এই একবারের জন্য আমি নরম্যানের কথার সাথে সায় দিচ্ছি। আমাদের এখান থেকে বের হওয়া দরকার।'

'এটাই বলতে চাচ্ছিলাম আমি,' নরম্যান বলল।

ম্যাগির দিকে আরো একবার তাকিয়ে ভ্রু-কুঞ্চিত হল স্যামের। বুকে জমে থাকা আবেগের সাথে লড়াই করছে যেন। তার বলা কোন কথা নিয়ে তার কোন আফসোস নেই—ম্যাগির অবশ্যই তার রোগটার সম্পর্কে জানানো উচিৎ ছিল। কিন্তু সে আফসোস করছে যদি সে সেই সময়টায় পিছিয়ে গিয়ে তার কথাগুলোর থেকে রাগটা মুছে দিতে পারতো! ম্যাগির ঐ অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল স্যাম। তার হৃৎপিণ্ড সংকুচিত হয়ে শক্ত বলের মত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এসব কথা তো আর সশব্দে বলতে পারবে না। তাই এর পরিবর্তে সে তেঁতেঁ উঠেছিল ম্যাগির দিকে।

ঘুরে দাঁড়ালো স্যাম। সত্যি বলতে, তার মনের একটা অংশ বুঝতে পারছে যে ম্যাগি কেন তার রোগটা গোপন করে রেখেছিল। ঐ অবস্থায় পড়লে খনন দলে টিকে থাকার জন্য সে নিজেও ওরকম কিছুই করতো। কে জানে, হয়তো মিথ্যাই বলতো।

'ফিলিপ আর বাকিরা নিশ্চয় বিস্ফোরণের শব্দটা শুনেছে। তারা যখন দেখবে আমাদের তাঁবু খালি, তখন বুঝতে পারবে যে আমরা এখানে আটকে পড়েছি। তারাই খুঁড়ে বের করবে আমাদের।' গলা খাকারি দিয়ে পরিষ্কার করে বলল স্যাম।

'আশা করি, এখানের বাতাস শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই তারা আমাদেরকে উদ্ধার করবে।' নরম্যান বললো।

দলটার সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আগের জায়গা থেকে সরে এসেছে রালফ। সুড়ঙ্গের ধ্বসে পড়া অংশটার সামনে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে আছে অন্যদের সাথে। 'ফিলিপের হাতে নিজের জীবনের ভার তুলে দেওয়াটাকে খুব একটা ভাল লাগছে না আমার।'

BanglaBook.org

স্যাম সায় দিল। 'হ্যাঁ, আমারও। আর যদি তার সহায়তায় কোন রকমে বের হতে পারি এখান থেকে, তাহলে কখনোই আর মাথা উচুঁ করে বাঁচতে পারব না।'

নিরব নিস্তব্ধ সমাধিকক্ষে, উপরের পাথরগুলোর আর্তনাদ ও কড়কড় শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। স্যাম তার ল্যাম্পটা উঁচিয়ে ধরে উপরের দিকে ধরলো। পাথরের ফাঁকাগুলো থেকে ধুলো ঝড়ছে। বিস্ফোরণটা স্পষ্ট ভাবেই এই পিরামিডের ধ্বংসস্তুপকে পুরোপুরি অস্থিতিশীল করে দিয়েছে। তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য জায়গাটায় পুনঃখনন করা হলে হয়তো সম্পূর্ণ মন্দিরটাই ধ্বসে যেতে পারে। এটা বুঝার দায়ভার এখন ফিলিপের হাতে।

মাথা নাড়তে নাড়তে ল্যাম্পটা নিচে নামিয়ে আনলো স্যাম। এর থেকেও বাজে কোন পরিস্থিতির কথা কল্পনাও করতে পারছে না সে।

'তোমার কি কিছু শুনছো?' নরম্যান জিজ্ঞেস করলো। ফটোগ্রাফার এখন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার দৃষ্টী এখন স্তুপের প্রতিবন্ধকের দিকে না, বরং তাদের পিছনে থাকা মন্দিরের গভীর দিকে।

স্যাম কান পাতলো শোনার জন্য। শব্দটা শুনে নড়ে উঠলো। মৃদু শব্দটা শুনে মনে হচ্ছে ধ্বংসস্তুপের পাথরের মেঝের উপর দিয়ে কিছু টানা হচ্ছে। গোলক ধাঁধাময় সুড়ঙ্গ ও কক্ষগুলোর কাছ থেকে আসছে শব্দটা। তার ল্যাম্পের আলোর শেষ সীমানার পর সম্পূর্ণ আঁধারে সৃষ্ট শব্দটাকে মনে হচ্ছে আরো কাছাকাছি আসছে।

ম্যাগি স্যামের হাত ধরে রেখেছে। 'কী ওটা?'

ম্যাগির কথার সাথে সাথেই হঠাৎ করে থেমে গেল শব্দটা।

স্যাম তার মাথা নাড়ছে। 'আমি জানিনা,' ফিসফিস করে বলছে, 'তবে যেটাই হোক, ওটা এখন জানে যে আমরা এখানে আছি।'

●●●

চেঁচাতে চেঁচাতে গলার সুর কর্কশ হয়ে গেছে ফিলিপ সাইকসের। তার তাঁবুর পর্দার কাছে খালি পায়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। পরনের রোবটা আঁটসাঁট হয়ে লেগে আছে তার পাতলা দেহের সাথে।

কথার জবাব দিচ্ছে না কেন কেউ? বিস্ফোরণের পর থেকে তাঁবুর বাইরে হুলস্থুল কাণ্ড শুরু হয়েছে। লোকজন ছায়াময় ধ্বংসাবশেষ জুড়ে ছুটাছুটি করছে। কেউ কেউ ছুটছে জ্বলন্ত ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে আবার কেউ কেউ খনন কাজের যন্ত্রপাতি নিয়ে। ওদের দেখে মনে হচ্ছে না যে কী ঘটেছে সে সম্পর্কে তাদের কেউ কিছু জানে। সান প্লাজার উপর থেকে স্থানীয় ইনডিয়ানদের আঞ্চলিক ভাষায় চিৎকার-চেঁচামেচির শব্দ শোনা যাচ্ছে। সানপ্লাজার উপর থেকে ধুলোর স্তুপ শেষমেশ নিঃশেষ হচ্ছে। কুঁইচা ভাষার শব্দগুলোর সম্পর্কে ফিলিপের জ্ঞান ভাসা ভাসা। তার ঐ স্বল্প জ্ঞান স্থানীয়দের ক্ষীপ্তকণ্ঠে বলা কথাগুলোর পাঠোদ্ধার করার জন্য যথেষ্ট না।

সময় দেখার জন্য তার ঘড়ির লুমিনাস ডায়ালের দিকে তাকিয়ে দেখলো ফিলিপ। মধ্যরাত পার হয়ে গেছে আরো অনেক আগেই। তার কল্পনায় বিভিন্ন

BanglaBook.org

দৃশ্যপট ভেসে উঠেছে। গতরাতের লুটেরারা হয়তো আরো ভাল অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে তাদের ক্যাম্পে আক্রমণ চালিয়েছে। অথবা হয়তো সন্দেহজনক কালো কুঁইচা শ্রমিকেরা বিদ্রোহ শুরু করেছে। অথবা হয়তো তাদের তিন জেনারেটরের কোন একটা বিস্ফোরিত হয়েছে।

ফিলিপ তার ঘাড়ের কাছে রোবের কলারটা টান টান করে ধরে রেখেছে। তার সহ-শিক্ষার্থীরা সব কই? শেষমেশ ভয় আর বিরক্তির চোটে, খালি পায়েই তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল সে। তাঁবুর ধার বরাবর দ্রুত নজর ফেলল। তার তাঁবু থেকে সামান্য দূরে থাকা অন্য তিনটি তাঁবুকে অন্ধকারাচ্ছন্ন আছে। অন্যরা জাগলো না কেন? নাকি তারা অন্ধকারেই নিরাপদে লুকিয়ে আছে?

ফিরে আসার সময় নিজের তাঁবুর দিকে নজর পড়তেই চোখ বড় বড় হয়ে গেল ফিলিপের। তারও হয়তো একই কাজ করা উচিৎ। তার আলোকজ্জ্বল আশ্রয়স্থল নিশ্চিত ভাবেই যে-কোন আক্রমণকারীর জন্য একটা লোভনীয় লক্ষ্যবস্তু। দৌড়ে তাঁবুর ভিতরে ঢুকে প্রথমেই আলো নিভিয়ে দিল। আলো নিভিয়ে তাঁবুর প্রবেশপথের দিকে ঘুরতেই দোরগোড়ায় বিশালাকৃতির এক কালো ছায়ার উদয় হল। ঢোক গিলল ফিলিপ।

ফ্ল্যাশলাইটের আলোর তীব্র ঝলকানি প্রায়ই অন্ধই করে দিল তাকে।

'তুমি কী চাও?' গুঙিয়ে উঠলো ফিলিপ। তার হাঁটু কাঁপছে।

আলোটা তার উপর থেকে সরে গিয়ে তাদের কুঁইচা শ্রমিকদের একজনের মুখ উদ্ভাসিত করলো। এত শ্রমিকের মাঝে ঠিক কোনজন এসে তার তাঁবুর মুখে দাঁড়িয়ে আছে, ফিলিপ ঠিক বলতে পারবে না। তার কাছে সবাইকে একই রকম লাগে। লোকটা কুঁইচা ভাষায় গড়গড় করে তার উদ্দেশ্যে কিছু বলছে, কিন্তু ফিলিপ তার কিছুই বুঝতে পারছে না। শুধু হাতের ইশারাটা পরিষ্কার বুঝতে পারছে। লোকটা তাকে তার পিছু পিছু যেতে বলছে।

তবুও, দ্বিধা হচ্ছে ফিলিপের। এখানের এই লোকটা তারজন্য বিপদজনক নাকি তাকে সাহায্য করারই চেষ্টা করছে বুঝতে পারছে না। ইশশ, এখন যদি বজ্জাত ডেনালটা সাথে থাকতো! কুজকো থেকে আসা ডেনাল তাদের অনুবাদক হিসেবে কাজ করে। যোগাযোগ করার ক্ষমতা হারিয়ে এতগুলো বিদেশী লোকের মাঝে ফিলিপ নিজেকে অনিরাপদ, আলাদা এবং বন্দীর মত অনুভব করছে।

আরো একবার ছায়ামূর্তিটা তাকে হাত নেড়ে অনুসরণ করতে বলে যাওয়ার জন্য ঘুরলো। লোকটা অন্ধকারে মিলিয়ে যেতেই ফিলিপের আবার নিজেকে বন্দী বন্দী মনে হতে শুরু হল। সে আর বেশিক্ষণ একা থাকতে চায় না। লোকটার সাথে সাথে থাকার জন্য তড়িঘরি করে খালি পায়েই ছুট লাগালো ফিলিপ।

রাতের বাতাসটা বেশ শীতল হয়ে আছে। তাঁবুর বাইরে আসতেই রোব ভেদ করে কনকনে বাতাসটা কাঁটার মত গিয়ে আঘাত করলো তার শরীরে। কুঁইচা শ্রমিকটা তাকে নিয়ে যাচ্ছে অন্য শিক্ষার্থীদের তাঁবুর দিকে। সেখানে গিয়ে স্যামের তাঁবুর পর্দাটা উচিয়ে ভিতরে আলো ফেল্লল ফিলিপকে দেখানোর জন্য। খালি!

ফিলিপ এক কদম পিছিয়ে গিয়ে ধ্বংসস্তুটার দিকে তাকালো। যদি ওই হারামজাদা কঙ্কলিন বাইরেই থেকে থাকে, তাহলে তার ডাকে সারা দিল না কেন? তার কুঁইচা পথপ্রদর্শক তাকে অন্য তাঁবুগুলোও একইভাবে দেখালো। ওগুলোও খালি। স্যাম, ম্যাগি, রালফ, এমনকী ফটোগ্রাফার নরম্যান পর্যন্ত গায়েব হয়ে গেছে। ফিলিপ, পর্বতচূড়া থেকে ধেয়ে আসা ঠাণ্ডা বাতাসের চেয়েও বেশি কেঁপে উঠলো আতঙ্কে। ওরা কোথায়?

শ্রমিকটা তার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। চোখ কালো হয়ে লোকটার। বিড়বিড় তার নিজ ভাষায় ফিলিপকে কিছু বলল। তার কথার সুর থেকে বুঝা গেল যে, ঘটনাটা নিয়ে সে নিজেও বিচলিত হয়ে আছে।

তাঁবুর কাছে থেকে সরে গিয়ে, ফিলিপ কুঁইচা শ্রমিকটাকে হাত নেড়ে ডাকলো। 'আমা... সাহায্য পাঠানোর জন্য কাউকে বলা দরকার আমাদের,' বিড়বিড় করে কাঁপতে কাঁপতে বলল ফিলিপ। দাঁতে দাঁতে বারি খাচ্ছে তার। 'এখানে কী ঘটেছে সেটা সম্পর্কে কাউকে জানানো উচিৎ আমাদের।'

ফিলিপ ঘুরে দৌড় লাগালো যোগাযোগের তাঁবুটার দিকে। ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে তাকে অনুসরণ করছে কুঁইচা শ্রমিকটা। কর্তৃপক্ষকে তার ঘটনাটা সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া দরকার। যাই ঘটুক না কেন, ফিলিপ একা হাতে এই বিপর্যয় সামলাতে পারবে না।

ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া আঙুলের সাহায্যে তাঁবুর চেইন এবং ছিপিগুলো খুলতে শুরু করলো ফিলিপ। অনেক সময় নিয়ে শেষমেশ তাঁবুর পর্দাটা খুলতে সমর্থ হল সে। হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবুর ভিতরে প্রবেশ করলো ফিলিপ। শ্রমিকটা বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে, তবে তার ফ্ল্যাশলাইটটা ধরে রেখেছে তাঁবুর ভিতরের দিকেই। আলোক রশ্মিতে তাদের যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রগুলো অবস্থা দেখে চোখ বড় বড় হয়ে গেল ফিলিপের। কেন্দ্রিয় কম্পিউটারের একদম মাঝ বরাবর গিঁথে রয়েছে একটা খনিত্র।

হাঁটু ভেঙে মেঝেতে পড়ে গেল ফিলিপ। 'ওহ, ঈশ্বর... না!' গুঙিয়ে উঠলো ফিলিপ।

●●●

অন্ধকার করিডোরের দিকে স্যাম তার উইনচেস্টারটা তাক করে রেখেছে। করিডোরটা চলে গেছে ধ্বংসস্তুপের কেন্দ্র বরাবর। অলক্ষিত শব্দটা অন্ধকার ভেদ করে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

স্যামের পাশ থেকে অন্ধকারের দিকে আলট্রাভায়োলেট ল্যাম্পটা ধরে রেখেছে রালফ। ল্যাম্পের আলো অন্ধকার কূপমণ্ডুকটাকে খুব অল্পই আলোকিত করতে পারলো। অন্ধকার থেকে কিসের শব্দ এগিয়ে আসছে সেটা এখনো রহস্যাবৃতই রয়ে গেছে।

BanglaBook.org

ম্যাগি এবং নরম্যান তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। ম্যাগি সামনের দিকে ঝুঁকে স্যামের কানে কানে বলল, 'গিল কিছু একটার কাছ থেকে পালাচ্ছিল। কোন কিছু তাকে অসম্ভব পরিমাণ ভয় পাইয়ে দিয়েছিল মনে হয়।' স্যাম ঘাড়ে ম্যাগির শ্বাসের উষ্ণতা অনুভব করছে।

তার কথা শুনে হাত কেঁপে উঠলো স্যামের। হাতের মুষ্টি থেকে রাইফেলটা পড়েই যাচ্ছিল প্রায়। 'এই মুহূর্তে আমার এটা শোনার দরকার ছিল না,' হিসিয়ে উঠে বলল স্যাম। হাত স্থির রাখার চেষ্টা করছে।

রালফও ম্যাগির কথাটা শুনতে পেয়েছে। সাবেক ফুটবলার নীরবে ঢোক গিলল শুধু। ল্যাম্পটাকে আরো উঁচু করে ধরেছে। ভাবটা এমন যেন ল্যাম্পটাকে ওভাবে ধরলেই আরো বেশি আলো ছড়াবে। কিন্তু তাতেও খুব একটা লাভ হল না।

নীরবতায় ক্লান্ত হয়ে গেছে স্যাম। গলায় খাকরি দিয়ে হাঁক ছাড়লো। 'কে ওখানে?'

দ্রুতই উত্তরটা পেয়ে গেল সে। অন্ধকার করিডোরের অপর থেকে তীক্ষ্ণ আলো এসে পড়লো তাদের উপর। এতই উজ্জল আলো যে তাদের চোখে ধাঁধা লেগে গেল। দলটা ভয়ে এক পা পিছিয়ে গেছে। স্যামের আঙুল ঘুরছে রাইফেলের ট্রিগারের উপর, কিন্তু তার কানে বাজছে চাচার উপদেশের কথা। তার চাচার সাথে শিকারে যাওয়ার সময় তার চাচা তাকে বলেছিল, *কখনো এমন কোন কিছুর উপর গুলি ছুড়বে না, যেটাকে তুমি দেখতে পাচ্ছো না।*

স্যাম তার রাইফেল তাক করেই রেখেছে, কিন্তু ট্রিগারের উপর থেকে আঙুল সরিয়ে রেখেছে।

উজ্জ্বল আলোর পিছন থেকে ভয় মিশ্রিত ও সচকিত একটা চিকন সুর বলে উঠলো, 'আমি!' তারপর তাদের মুখের উপর থাকা আলোটা উপরের সিলিং-এর দিকে সরে গেল। ছোটখাট গড়নের কেউ একজন তাদের এগিয়ে আসলো।

স্যাম তার অস্ত্রটা নিচে নামিয়ে এনেছে। উত্তেজনা দমনের শিক্ষাটা দেওয়ার জন্য নীরবেই ধন্যবাদ জানালো তার চাচাকে। 'ডেনাল?' তাদের এখানে অনুবাদক হিসেব কাজ করা তরুণ ইনডিয়ান বালকটাই অন্ধকার থেকে শব্দ করছিল। ছেলেটার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে আছে। চোখে ভয়ের ছাপ স্পষ্ট। স্যাম তার রাইফেলটা কাঁধে তুলে রাখতে রাখতে বলল, 'তুমি এখানে কী করছো?'

ছেলেটা দ্রুত সামনে এগিয়ে আসলো, তার হাতের ফ্ল্যাশলাইটটা নিচের দিকে ধরে রেখেছে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে বলতে শুরু করলো, আমি গিলকে মিগুয়েল আর হুয়ানের সাথে এখানে নামতে দেখেছিলাম। তাদের সাথে অনেক সরঞ্জাম ভর্তি ব্যাগও ছিল। তাদের পিছু নিয়েছিলাম আমি।'

ম্যাগি কাঁপতে থাকা ছেলেটার কাছে এগিয়ে গিয়ে এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো। 'তারপর কী হলো?'

ডেনাল তার মুক্ত হাতটা দিয়ে ঠোঁটে একটা সিগারেট রাখলো। সে সিগারেটটা ধরায়নি, কিন্তু এই পরিচিত বস্তুটার উপস্থিতি তাকে শান্ত করে

BanglaBook.org

রেখেছে। সিগারেটটা ঠোঁটে রেখেই বলে যাচ্ছে, 'আমি জানি না... নিশ্চিত না। বন্ধ দরজাটা ভাঙ্গার পর–'

'কী!' হাঁ হয়ে গেছে স্যাম। তাদের এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও এমন একটা বিশ্বাসঘাতকতা চমকে দিল তাকে।

ডেনাল কোনরকমে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলো। 'আমি বেশি দেখতে পারিনি। আমার দৃষ্টির বাইরে ছিল তারা। হামাগুড়ি দিয়ে দরজার ভেতরে ঢুকতে দেখেছিলাম আর আর' স্যামের দিকে তাকাচ্ছে ডেনাল। তার চোখে ভয় ফুঁটে উঠেছে। 'তারপর আমি চিৎকার শুনলাম। চিৎকার শুনে দৌড়ে লুকিয়ে পড়লাম।'

ম্যাগি বলে উঠলো, 'হায়, ঈশ্বর, ঐ হারামজাদা গিল আমাদের নাকের ডগা থেকে জায়গাটা লুট করতে চলেছিল!'

'কিন্তু অবশ্যই কোন একটা সমস্যা হয়েছে,' নরম্যানের কণ্ঠে উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট। ভাঙা পাথরের দেয়ালটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। তারপর ডেনালের দিকে ফিরে বলল, 'অন্য দুইজনের কী হল? হুয়ান আর মিগুয়েল?'

'আমি জানিনা।' এই প্রথমবার প্রতিবন্ধকটার উপর চোখ পড়েছে ডেনালের। 'গিলের্মোকে দৌড়ে বেরিয়ে গেল... আমি লুকিয়েই রইলাম। ভয় হচ্ছিল বের হলে অন্যরা হয়তো আমাকে ধরে ফেলবে। কিন্তু কেউ বেরিয়ে আসলো না। তারপর বিকট শব্দ। পাথর পড়া শুরু হল আমি দৌড় দিলাম।' ডেনাল হাত উঁচিয়ে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হওয়া মন্দিরটার দিকে দেখাল। 'আমার এখানে একা আসা ঠিক হয়নি। তারপর পরিবর্তে আপনাদেরকে জানানো উচিৎ ছিল। আমি একটা গাধা!'

রালফের হাত থেকে কাঠের ল্যাম্পটা নিয়ে আল্ট্রাভায়োলেট আলোটা নিভিয়ে দিল স্যাম। 'গাধা? অন্ততপক্ষে তুমি তো সাথে করে একটা ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে এসেছিলে।'

'আমরা এখন কী করবো?' স্যামের আরো কাছাকাছি এসে জিজ্ঞেস করলো ম্যাগি।

'আমরা এখানে আছি—ফিলিপের এটা বোঝার আগ পর্যন্ত অপেক্ষাই করতে হবে আমাদের।'

'তাহলে আমাদের অনেক লম্বা সময় অপেক্ষা করতে হবে।' স্যামের পাশ থেকে মুখ বিকৃত করে বলে উঠলো নরম্যান।

তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে ডেনাল। 'ওয়াকি-টকিতে করে তাকে জানাচ্ছেন না কেন?'

ভ্রু-কুঁচকে গেছে স্যামের। 'ফ্ল্যাশ লাইটের মত এই জিনিসটাও সাথে করে নিয়ে আসার কথা ভাবিনি আমরা কেউ।'

ডেনাল তার পিছনের পকেট থেকে হাতে ধরার মত একটা ক্ষুদ্র বস্তু বের করলো আনলো। 'আমি এনেছিলাম।'

BanglaBook.org

ওয়াকি-টকিটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো স্যাম। তার ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠেছে। 'ডেনাল, নিজেকে আরো কখনোই গাধা ডাকবে না তুমি। তুমি যদি গাধা হও, তাহলে আমরা সবাই কী?'

ভাঙ্গা পাথরগুলোর দিকে মলিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ডেনাল। ক্ষীণ স্বরে বলল, 'বন্দী!'

●●●

ফিলিপ এখনো যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত তাঁবুটায় হাঁটু গেড়ে বসে আছে। হুট করে খড়খড় শব্দ ভেসে এলো ক্যাম্পের রেডিও থেকে। উচ্চ শব্দে চমকে উঠলো ফিলিপ। স্ট্যাটিকের খড়খড় শব্দের মধ্যে থেকে কিছু কথাও শোনা যাচ্ছে, ' পাথর ধ্বসে পড়েছে... কেউ লাইনটা উঠাও....'

ইংরেজি! কারো সাথে অন্তত সে কথা বলতে পারবে! ফিলিপ দ্রুত গেল রিসিভারের দিকে। রিসিভারের ট্রান্সমিশন বোতামটা চেপে বলল, 'বেস ক্যাম্প থেকে বলছি। লাইনে কেউ আছে? আমাদের অবস্থা খুবই সংকাটাপন্ন! ওভার!'

জবাবের অপেক্ষা করছে ফিলিপ। আশা করছে, লাইনের অপর পাশে যে ই আছে, সে হয়তো সাহায্য পাঠাতে পারবে। কিছুক্ষণের জন্য কর্কশ শব্দটাই ছিল তার উত্তর, তারপরই আবার কথার শব্দ শোনা গেল। 'ফিলিপ? ... আমি স্যাম!'

স্যাম? আশাহত হল ফিলিপ। রিসিভারটা উঁচিয়ে ধরেছে। 'তুমি কোথায়? ওভার!'

'আমরা মন্দিরের ধ্বংসস্তুপের নিচে আটকা পড়েছি। গিল প্রবেশমুখটা গুড়িয়ে দিয়েছে।' তাদের নিরাপত্তা প্রধানের বিশ্বাসঘাতকতার কথা ভেঙে বলল স্যাম। 'পুরো কাঠামোটাই এখন অস্থিতিশীল হয়ে আছে।'

ফিলিপ নীরবে ঐ দেবীকে ধন্যবাদ জানাল, যে উপর থেকে তার উপর নজর রেখেছিল। দেবীর জন্যই তো তাকে বাকিদের সাথে মাটির নিচে আটকা পড়তে হয়নি!

'তোমাকে মাচুপিচুতে সাহায্যবার্তা পাঠাতে হবে,' স্যাম বলল। 'আমাদের ভারী যন্ত্রপাতির দরকার পড়বে।'

খনিত্র দিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত সিপিইউটার দিকে তাকিয়ে গুঙিয়ে উঠলো ফিলিপ। টান্সমিট বোতামটা চেপে জানালো, 'আসলে, কারো কাছেই খবর পাঠানোর কোন উপায় নেই, স্যাম। কেউ একজন পুরো স্যাটেলাইট সিস্টেমটা নষ্ট করে দিয়েছে। আমরা যোগাযোগ শূন্য হয়ে পড়েছি।'

একটা লম্বা বিরতি। জবাবের অপেক্ষা করছে ফিলিপ। টেক্সানটার মুখ থেকে কী কী ধরনের শব্দ বেরিয়ে আসছে এই মুহূর্তে সেটা আন্দাজ করতে পারছে সে। পরেরবার উত্তর দেওয়ার সময় স্যামের কণ্ঠকে বেশ রাগান্বিত মনে হল। 'আচ্ছা, ফিলিপ, তাহলে প্রথমে কাউকে দিয়ে খবর পাঠাও। জলদি করো! আর, এই মাঝের সময়টায়, সূর্য উঠার পর তুমি গিয়ে উপরের পৃষ্ঠের

BanglaBook.org

ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণটা পরীক্ষা করে দেখো। যদি তুমি আর, শ্রমিকেরা মিলে সাবধানে খোড়া শুরু করতে পারো—শুরু করে দিয়ো অন্তত পক্ষে। তাহলে পরে যখন সাহায্য আসবে তখন জলদি কাজ সেরে ফেলা যাবে। আমি জানিনা ভিতরের বাতাস আর কতক্ষণ আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে।'

ফিলিপ মাথা ঝাঁকালো। যদিও স্যাম সেটা দেখতে পারছে না। তার মনে অন্য কিছু নিয়ে ভাবনা হচ্ছে—নিজের নিরাপত্তা নিয়ে। 'কিন্তু গিলের ব্যাপারে কী?'

'তার ব্যাপারে আবার কী?' স্যামের কণ্ঠে বিরক্তির ছাপ পাওয়া যাচ্ছে। 'নিশ্চিতভাবেই সে অনেক দূরে চলে গেছে এতক্ষণে।'

'যদি আবার ফিরে আসে?'

আবারো একটা লম্বা বিরতি। 'ঠিকই বলেছো। জায়গাটায় বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সে যদি যোগাযোগ ব্যবস্থাটা নষ্ট করে দিয়ে থাকে, তাহলে সে অবশ্যই ফিরে আসার পরিকল্পনাও করে রেখেছে। তুমি পাহারাদার বসাও।'

তার উপর বাড়তে থাকা বিপদের কথা ভেবে জোরে ঢোক গিললো ফিলিপ। গিল যদি সাথে করে আরো ডাকাত নিয়ে ফিরে আসে? তাদের মাত্র অল্প কয়েকটা শিকারী বন্দুক আর বেশকিছু রামদা আছে। লুটেরাদের শিকার হওয়ার জন্য বসে বসে অপেক্ষাই করতে হবে তাদের। ফিলিপ তাঁবুর প্রবেশমুখে দাঁড়িয়ে থাকা কুঁইচা ইনডিয়ান লোকটার দিকে তাকালো। লোকটা এখনো ফ্ল্যাশলাইটটা ধরে রেখেছে। কালো-চামড়ার বিদেশীদের মাঝে এরকম আর কয়জন আছে, যার উপর সে বিশ্বাস করতে পারবে?

স্ট্যাটিকের খড়খড় শব্দ শুনে রেডিও-এর দিকে মনোযোগ ফিরলো ফিলিপের। 'আমাকে রাখতে হচ্ছে। সূর্যোদয়ের পর আবারো যোগাযোগ করব। উপরের পরিস্থিতি কী সেটা জানার জন্য। ঠিক আছে?'

ফিলিপের রিসিভার ধরা রাখা হাতটা হালকা টলে উঠলো। 'আচ্ছা। আমি ছয়টার দিকে যোগাযোগ করব তোমাদের সাথে।'

'আচ্ছা। কাছাকাছিই আছি আমরা। ওভার অ্যান্ড আউট!'

রিসিভারটা জায়গামত রেখে উঠে দাঁড়ালো ফিলিপ। তাঁবুর বাইরে উত্তেজিত ক্যাম্পের চাঞ্চল্যকর অবস্থা থেমে গেছে বলে মনে হচ্ছে। তাঁবুর পর্দার ফাঁক দিয়ে বের হয়ে ছোটখাট গড়নের কুঁইচা ইনডিয়ান শ্রমিকের পাশে এসে দাঁড়ালো ফিলিপ।

একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কালো জঙ্গল এবং ধ্বংসস্তূপের ধোঁয়ার দিকে। তার পা খালি, গায়ে শুধু একটা রোব জড়ানো। রাতের ঠাণ্ডা বাতাস কনকনিয়ে এসে লাগছে তার হাড়ে। ফিলিপ তার গায়ের রোবটা শক্ত করে তার দেহের সাথে আঁকড়ে ধরে রেখেছে। মনের একটা অংশ বলছে, ইশশ, সেও যদি বাকীদের সাথে ধ্বংসস্তূপের মাঝে আটকা পড়তো!

তাহলে, অন্ততপক্ষে, তাকে এখন এতটা একা থাকতে হত না।

BanglaBook.org

দ্বিতীয় দিন
হানন পাঁচা

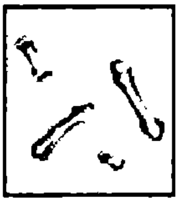

মঙ্গলবার, ২১ আগস্ট, সকাল ৭:১২
রেজেন্সি হোটেল
বাল্টিমোর, মেরিল্যান্ড।

মোটা পর্দার ফাঁক দিয়ে ভোর সকালের সূর্যের আলো প্রবেশ করছে হোটেল রুমটায়। রুমের বাসিন্দা হেনরি বসে আছে তার আখরোট কাঠের ছোট টেবিলের সামনে। মমি থেকে পাওয়া হস্তনির্মিত বস্তুগুলো সারিবদ্ধভাবে রাখা আছে টেবিলের উপর। জিনিস গুলোর মধ্যে আছে একটি রুপালি আংটি, পাঠের অনুপযোগী চামড়ার পার্চমেন্টের ছোট টুকরা, দুটো স্প্যানিশ মুদ্রা, অনুষ্ঠানে ব্যবহারযোগ্য একটি রুপালি চাকু এবং একটি ভারী ডোমিনিকান ক্রুশ। হেনরি বুঝতে পারছে যে এই কয়টা বস্তুতেই লুকিয়ে আছে যাজকের ভাগ্য। একটা কঠিন জিগ'স (jigsaw) ধাঁধার মত। যদি সে ধাঁধার সবগুলো টুকরো একত্র করতে পারতো...!

মাথা নাড়তে নাড়তে পিঠ টানা দিল হেনরি। চশমার ফাঁক দিয়ে চোখ কচলাচ্ছে। এই মুহূর্তে তাকে খুবই অগোছালো দেখাচ্ছে। এখনও ভাঁজপড়া ধূসর স্যুটটাই পরে রয়েছে। যদিও জ্যাকেটটা খুলে ফেলে রেখেছে এলোমেলো বিছানাটার উপর। সারারাত ধরে এই বস্তুগুলো নিয়েই গবেষণা করছে। মাঝরাত পেরিয়ে যাবার পর অল্পসময়ের জন্য কেবল একটু ঘুমিয়েছিল। মমি থেকে পাওয়া বস্তুগুলো তাকে টেবিল এবং জন হপকিনস থেকে ধার করে আনা সারিবদ্ধভাবে রাখা বই ও সাময়িকীগুলোর উপর জোর করে আটকে রাখছে। হেনরি কোনভাবেই ধাঁধাটা না মেলানো পর্যন্ত নিজেকে রেহাই দিতে পারছে না। বিশেষ করে, তার প্রথম আবিষ্কারটার পর থেকে আরো পারছে না।

এ নিয়ে প্রায় হাজার বারের মত ভিক্ষুর রুপালি আংটিটা হাতে তুলে নিল হেনরি। আগে সে শুধু আলতো ভাবে ঘষে আংটির পৃষ্ঠে লেগে থাকা মরিচাটা দূর করেছিল। ম্যাগনিফাইং গ্লাসের সাহায্যে আংটিতে লেখা নামটা পড়তে পারছে, *ডি আলমাগ্রো*। ডোমিনিকান ভিক্ষুর নামের শেষ অংশ। কঠিন

BanglaBook.org

ধাঁধার এই একটা অংশই লোকটাকে হেনরির মনে জীবন্ত করে তুলেছে। সে এখন আর শুধুই একটা 'মমি' না। একটা নাম সহ সে আবার একজন রক্ত-মাংসের মানুষে পরিণত হয়েছে। হয়তো এমন একজন মানুষ যার সাথে জুড়ে আছে কোন ইতিহাস, কোন অতীত, এমনকী হয়তো কোন পরিবারও। শুধু এই একটা নামেই কত ক্ষমতা লুকিয়ে আছে।

ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা পাশে রেখে তার কলমটা হাতে তুলে নিল হেনরি। আংটির চিহ্নের নকশাটায় চূড়ান্ত বিবরণগুলো লিখতে শুরু করেছে। প্রথম অংশটা পরিষ্কার ভাবেই কোন পারিবারিক পদক–নিশ্চিত ভাবে *ডি আলমাগ্রোই* সেই পরিচায়ক চিহ্ন। কিন্তু দ্বিতীয় চিত্রটা কোন একটা সংঘের আভিজাতিক চিহ্নকে নির্দেশ করছে। একটা ক্রুশের উপরে আঁড়াআঁড়ি করে রাখা দুটো তলোয়ার। চিহ্নটাকে খুবই পরিচিত লাগছে তার, কিন্তু কীসের–তা ঠিক ধরতে পারছে না।

'কে ছিল তুমি, ভিক্ষু ডি আলমাগ্রো?' কাজ করতে করতে আনমনেই বলে যাচ্ছে হেনরি। 'ঐ হারানো শহরে কী করতে গিয়েছিলে তুমি? ইনকারা তোমাকে মমি করে ফেলল কেন?' নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে গভীর মনোযোগে কাজ করে যাচ্ছে হেনরি। তার নকশায় সর্বশেষ অলংকারটা যোগ করার পর, কাগজটা উপরে তুলে সেটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। 'এটাই কাজ করবে আপাতত।'

তার ঘড়িতে সময়টা দেখে নিল। প্রায় আটটা বাজতে চলেছে। এত সকাল সকাল ফোন করতে তার মোটেই ভাল লাগছে না, কিন্তু তার হাতে অপেক্ষা করার মত অতিরিক্ত সময়ও নেই। চেয়ার থেকে উঠে ফোনের কাছে গেল হেনরি। তবে তার আগে দেখে নিল পোর্টেবল ফ্যাক্স মেশিনটা ঠিকমত কাজ করছে কিনা। সন্তুষ্ট হয়ে নাম্বারটায় ডায়াল করলো।

তার ফোনের জবাব দেওয়া কণ্ঠস্বরটা বেশ প্রগল্‌ভ এবং চাঁছাছোলা। 'আর্চবিশপ কার্নির দপ্তর থেকে বলছি। আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি?'

'আমি প্রফেসর হেনরি কঙ্কলিন। আপনাদের পুরোনো ব্যক্তিবর্গের রেকর্ড ঘেটে দেখার অনুমতি পাওয়া যাবে কিনা সেটা জানতে চেয়ে গতকাল ফোন করেছিলাম।'

'হ্যাঁ, প্রফেসর কঙ্কলিন। আর্চবিশপ কার্নি আপনার ফোনের অপেক্ষায়ই ছিল এতক্ষণ। দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন।'

রিসেপশনিস্টের এমন আচরণে ভ্রু-কুঁচকে গেছে হেনরি। স্বয়ং আর্চবিশপ নিজেই তার সাথে কথা বলবে! এতটা আশা করেনি সে। নথিপত্র বিভাগে কাজ করা সামান্য একজন কর্মচারীর কথা বলতে পারলেই কাজ চলে যেত তার।

ফোনের অপর পাশ থেকে একটা কঠোর কণ্ঠস্বর ভেসে আসলো। তবে, কঠোর হলেও সাথে উষ্ণতা মিশে আছে। 'প্রফেসর কঙ্কলিন, আপনার দেওয়া মমিকৃত যাজকের খবরটা আমাদের এখানে বেশ আলোড়ন তুলেছে। আপনি

BanglaBook.org

কী কী জানতে পেরেছেন, সেটার প্রতি বেশ আগ্রহী আমরা। এবং, বলুন আপনাকে আমরা কীভাবে সাহায্য করতে পারি?'

'ধন্যবাদ, কিন্তু আমি ভাবিনি যে এই বিষয়টার জন্য আমার আপনাকেও বিরক্ত করা লাগতে পারে, মহামান্য।'

'আসলে, আমি কিছুটা কৌতুহলও অনুভব করছি। এই সেমিনারিতে যোগ দেওয়ার আগে আমি মাস্টার্স ডিগ্রির জন্য ইউরোপের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেছিলাম। ঐ রকম একটা শাখায় আবারো অংশ নিতে পারাটা আমার জন্য বিরক্তির চেয়ে বেশি সম্মানের। তো, দয়া করে বলুন, কীভাবে আমরা আপনার সাহায্যে আসতে পারি?'

এরকম গণ্যমান্য মানুষের কাছে থেকে ইতিহাসের রহস্য উন্মোচনের সাহায্য পাচ্ছে ভেবে মনে মনে খুশি হয়ে উঠেছে হেনরি। তার গলা পরিষ্কার করে বলল, 'মহামান্যের আদেশে যদি আপনাদের পুরোনো নথি-পত্র ঘেটে দেখার অনুমতি পাই, তাহলে হয়তো লোকটার অতীত সম্পর্কে জানা যাবে। হয়তো মানুষটার সাথে কী ঘটেছিল, সেই রহস্যেরও উন্মোচন হয়ে যেতে পারে।'

'অবশ্যই। আমার দপ্তর সবসময়ই আপনার সেবায় নিয়োজিত থাকবে। মমি করা মানুষটা যদি সত্যিই ডোমিনিক ধারার একজন ভিক্ষু হয়ে থাকেন, তাহলে মানুষটাকে একজন যাজকের মর্যাদায় শুদ্ধিকরণ ও সমাহিত করা প্রয়োজন। আর, যদি মানুষটার কোন উত্তরসূরী থেকে থাকে, তাহলে তাকে সুষ্ঠভাবে সমাধিস্থ করার জন্য দেহাবশেষটা তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া উচিৎ।'

'আমিও এটাই ভাবছিলাম। নিজে থেকে যতটা পারি তথ্য উদঘাটন করার চেষ্টা করেছি আমি। কিন্তু, এরপর এগিয়ে যাওয়ার জন্য, আপনাদের নথি-পত্রগুলোর প্রয়োজন হবে আমার। এর আগে, আমি মানুষটার নামের শেষ অংশটা জানতে পেরেছি–ডি আলমাগ্রো। দেখে যা মনে হল, লোকটা ১৫০০ শতাব্দীর স্প্যানিশ রাজত্বের ডোমিনিক ভিক্ষুদের একজন। লোকটার সংঘের একটা পরিচায়ক চিহ্নও বের করতে পেরেছি আমি। আপনাকে সেটা ফ্যাক্স করা অনুমতি চাচ্ছি।'

'হুম... ১৫০০ শতাব্দি... এত পুরোনো রেকর্ডের জন্য হয়তো আমাদেরকে প্রত্যেকটা মঠেই আলাদা আলাদা ভাবে খুঁজে দেখতে হতে পারে। এর জন্য বেশ সময় লাগবে।'

'আমারও তাই মনেহয়। তবে, পেরুতে ফিরে যাওয়ার আগে আমি শুরু টা করে যেতে চাচ্ছিলাম কেবল।'

'হ্যাঁ। আপনার পেরু যাওয়ার কথা শুনে একটা আইডিয়া এসেছে মাথায়। আমি তো আপনার তথ্যাদির জন্য ভ্যাটিকানে অবশ্যই বার্তা দিব। তবে পেরুর কুজকোতে একটা অনেক পুরোনো ডোমিনিক মঠ আছে। যতদূর মনে

BanglaBook.org

পড়ে অ্যাবট (মঠাধ্যক্ষ) রুইজ সেটার প্রধান এখন। যদি এই যাজক পেরুতে কোন মিশনে গিয়ে থাকেন, তাহলে হয়তো ওখানকার স্থানীয় মঠে এই ব্যাপারে কোন তথ্য থাকতে পারে।'

হেনরি তার চেয়ারে সোজা হয়ে বসে পড়লো। তার ক্লান্ত শরীর উত্তেজনায় টগবগ করছে। অবশ্যই থাকবে সেখানে। তার নিজেরই এটা ভেবে বের করা উচিৎ ছিল। 'চমৎকার! ধন্যবাদ আপনাকে, আর্চবিশপ কার্নি। ইতিহাসের এই রহস্য সমাধানে আপনার এই সাহায্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।'

'আমারও তাই ধারণা। আমার সেক্রেটারী আপনাকে আমাদের ফ্যাক্স নম্বরটা জানিয়ে দিবে। আপনার পাঠানো ফ্যাক্সের অপেক্ষায় রইলাম আমি।'

'আমি এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি।' এরপর কখন যে ফোনের লাইন পরিবর্তন হয়ে সেক্রেটারীর কাছে গেল আর কখন যে তাকে ফ্যাক্স নাম্বার জানিয়ে দিল সেদিকে খেয়ালই করলো না হেনরি। সম্ভাবনাগুলো নিয়ে ভাবছে সে। ভিক্ষু ডি আলমাগ্রো যদি পেরুতে লম্বা সময় ধরে অবস্থান করে থাকে, তাহলে কুজকোর ঐ মঠে নিশ্চিতভাবেই লোকটার চিঠিগুলো থাকবে। এমনকী হয়তো লোকটার তৈরি করা কোন প্রতিবেদনও থাকতে পারে। হয়তো, হারানো শহরের ব্যাপারে কোন সূত্রও থাকতে পারে ঐ লেখাগুলোতে।

হেনরি ফ্যাক্স মেশিনে তার আঁকা আংটির চিহ্নের ছবিটা রেখে নাম্বারটা ডায়াল করলো। ফ্যাক্স মেশিন চালু হওয়ার শোঁ-শোঁ গুঞ্জন শুরু হয়েছে।

চিহ্নের ছবিটা যেতে যেতে, মমির সাথে জড়িত অন্য রহস্যগুলো নিয়ে মাথা ঘামানোর জন্য জোর করলো নিজেকে। রাতের পুরোটা সময়ই সে যাজকের অতীত উদঘাটনের পিছনে কাটিয়েছে। কিন্তু এখন যেহেতু ঐ ধাঁধার একটা ব্যবস্থা হয়ে গেছে, তাই সে শেষ ধাঁধাটা নিয়ে ভাবতে শুরু করলো। এটার কথা সে আর্চবিশপকে জানায়নি। মমির খুলি বিস্ফোরিত হওয়ার দৃশ্যটা কল্পনা করছে হেনরি। বিস্ফোরণের পর মমির খুলির ভেতর থেকে একধরনের সোনালি পদার্থ ছড়িয়ে পড়েছিল।

আসলে, ঘটেছিলটা কী তখন? ঐ পদার্থটাই বা কী? হেনরি জানে যে আর্চবিশপ এই ব্যাপারে তাকে নতুন কিছু জানাতে পারবে না। একটা মানুষই তাকে সাহায্য করতে পারবে। অনেকক্ষণ ধরেই ঐ মানুষটাকে ফোন করার জন্য অজুহাত খুঁজছিল সে। প্রায় তিন দশক পরে, মানুষটার সাথে আবার দেখা হওয়ার পর থেকে সে কোন ভাবেই মানুষটাকে তার মন থেকে বের করতে পারছে না।

ফ্যাক্স মেশিনটা বিপ বিপ শব্দ করে জানান দিল যে ছবিটা পাঠানো সম্পন্ন হয়েছে। হেনরি হাতে ফোনটা নিয়ে একটি নাম্বারে ডায়াল করলো। পাঁচবার রিং হওয়ার পর, একটা ঊর্ধ্বশ্বাস কণ্ঠ জবাব দিল। 'হ্যালো?'

'জোয়ান?'

BanglaBook.org

দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠ ভেসে আসলো, 'হ্যাঁ?'

র‍্যাভেনের ডানার মত উড়তে থাকা চুলের দৃশ্যপটে প্যাথোলজিস্টের মুখটা চোখে ভাসছে হেনরির। বয়সের ছাপ খুব অল্পই পড়েছে তার উপর। চুলে হালকা ধূসরতা, নাকের উপর স্থির ভাবে বসিয়ে রাখা মোটা চশমা জোড়া আর দেহের কিছু অংশে ভাঁজ পড়ে যাওয়া ছাড়া বয়সের আর কোন লক্ষণই নেই। তবে, তার সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ–তার আবছা হাসি, মুগ্ধকর চোখজোড়া এখনো আগের মতই আছে। এমনকী এত বছর পরও তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও তীব্র কৌতুহলের ধার আগের মতই আছে। হেনরি হঠাৎ করেই টের পেল যে সে কথাই বলতে পারছে না। 'আ...আ...আমি হেনরি। এত সকালে বিরক্ত করায় দুঃখিত।'

জোয়ানের গলা থেকে চিন্তিত শীতল ভাবটা সরে গিয়ে উষ্ণতায় ভরে উঠলো। 'এত সকাল? হাসপাতাল থেকে আসলাম মাত্রই। আসতেই ফোন দিলে তুমি।'

'সারারাত কাজে ছিলে?'

'আসলে, তোমার আনা মমিটার স্ক্যানগুলো পরীক্ষা করে দেখছিলাম, আর...' যেন বলতে কিছুটা ইতস্তত বোধ করছে। তাই একটু থেমে বলল, 'আর, এর ফাঁকে সময়ের দিকে কোন নজর রাখতে পারিনি।'

হেনরি তার নিজের ভাঁজপড়া পোশাকের দিকে হেসে উঠলো। 'আমি বুঝতে পারছি তুমি কী বলতে চাচ্ছো।'

'তো, নতুন কিছু কি বের করতে পারলে?'

'এই তো কয়েকটা ব্যাপার।' হেনরি তাকে ভিক্ষুর নাম বের করা এবং আর্চবিশপেরর সাথে তার হওয়া ফোনালাপের সারসংক্ষেপ জানালো। 'তোমার দিক দিয়ে কী খবর? নতুন কিছু?'

'বেশি কিছু না। আমার কোন এক সময় সবগুলো ব্যাপার নিয়ে একবার খতিয়ে দেখা দরকার। খুলির ভেতরে থাকা পদার্থটাকে এখন পর্যন্ত খুবই অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে।'

হেনরি নিজেকে থামাতে পারার আগেই বা এমন কিছু নিয়ে ভালভাবে বিবেচনা না করেই, হুট করে বলে বসলো, 'তাহলে, লাঞ্চটা একসাথে করলে কেমন হয়?' কথাটা বলেই কুঁকড়ে গেল। নিজেকে এতটা মরিয়া দেখাতে চায়নি সে। অস্বস্তিতে মুখের রঙ বদলে গেল তার।

একটা লম্বা বিরতি অপর পাশ থেকে। 'আমার মনে হয়, আমি লাঞ্চের সময় থাকতে পারব না।'

এত অপরিপক্ক একটা কাজ করে বসায় নিজেকেই তিরষ্কার করে উঠলো হেনরি। নিশ্চিতভাবেই জোয়ান তার কথায় মরিয়া ভাবটা ধরতে পেরেছে। এলিজাবেথ মারা যাওয়ার পর থেকে কোন মহিলার রোমান্টিকভাবে কথা বলাই ভুলে গেছে সে। তবে এমন না যে, এখনকার এই মুহূর্তের আগে তার এমন কিছু করার আকাঙ্খাও খুব বেশি হয়েছে।

BanglaBook.org

জোয়ান নিজেই বলল, 'তবে ডিনার করলে কেমন হয়? নদীর ধারের দিকের একটা চমৎকার ইতায়িলান রেস্টুরেন্ট চিনি আমি।'

হেনরি জোরে ঢোক গিলল। কথা আটকে গেছে তার। ভাবতেও ভয় করছে, জোয়ান কি তাহলে দুই সহকর্মীর সাধারণ একটা সাক্ষাতের চেয়েও বড় কিছুর দিকে ইঙ্গিত করছে? তাদের পুরোনো অনুভূতিকে নতুন করে জাগ্রত করা মত কিছু? কিন্তু সময় তো অনেক পেরিয়ে গেছে। তাদের সেই কলেজের সময়কাল থেকে এখন পর্যন্ত জীবনের অনেক সময় চলে গেছে। নিশ্চিতভাবেই, সেই সময় তাদের মাঝে যে ধরনের উদ্দীপনটাই দেখা গিয়েছিল না কেন, তা এখন ধুলোয় মিশে হারিয়ে গেছে। যায়নি কি?

'হেনরি?'

'হ্যাঁ... হ্যাঁ, এটা আরো ভাল হয়।'

'তুমি তো শেরাটনেই আছো, না? আমি তোমাকে আটটার দিকে নিয়ে যাব। যদি তুমি দেরি করে ডিনার করায় রাজি থাকো আর কী।'

'অবশ্যই, এটাই ভাল। আমি বেশির ভাগ সময়ই দেরি করে খাই, তো এটা কোন সমস্যা না আমার জন্য। আসলে... আসলে বলতে গেলে...' ইনকামিং কলের শব্দটা হেনরিকে আবোল-তাবোল কোন কিছু বলা থেকে বাঁচিয়ে দিল। অস্বস্তিকর ভাবে কেশে উঠলো সে। 'দুঃখিত, জোয়ান। আরেকটা ফোন এসেছে। একটু অপেক্ষা করো।'

রিসিভারটা নামিয়ে নিজেকে শান্ত করার জন্য একটা দীর্ঘশ্বাস নিল হেনরি। তারপর অন্য ফোনটা ধরে বললো, 'হ্যালো?'

'প্রফেসর কঙ্কলিন?'

কণ্ঠস্বরটা চিনতে পেরে ভ্রু-কুঁচকে গেল হেনরির। 'আর্চবিশপ কার্নি?'

'হ্যাঁ। আমি আপনাকে এটা জানাতে ফোন করেছি যে আপনার ফ্যাক্সটা আমি পেয়েছি। আর, ওটায় যা দেখলাম, তাতে বেশ চমকে গেছি।'

'বুঝিয়ে বলুন?'

'ক্রুশের উপর আঁড়াআঁড়িভাবে রাখা তলোয়ারের চিহ্নটা। ইউরোপিয়ান ইতিহাস নিয়ে ঘাটাঘাটি করায় এই চিহ্নটার সাথে বেশ পরিচিত আমি।'

ভিক্ষুর রুপালি আংটিটা আলোর নিচে ধরলো হেনরি। 'আমার কাছেও এটাকে পরিচিত লাগছে। কিন্তু, ঠিকমত ধরতে পারছি না।'

'আমি তাতে অবাক হচ্ছি না। এটা খুবই পুরোনো আমলের একটা ডিজাইন।'

'কী এটা?'

'এটা স্প্যানিশ ইনকুইজিশনের* প্রতীক।'

---

* স্প্যানিশ ইনকুইজিশন (১৪৭৮-১৮৩৪)-দৃশ্যত এটি ছিল বিচারবিভাগীয় সংস্থা। এর কাজ ছিল স্প্যানিশ অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে প্রচলিত ধর্ম মানে খ্রিস্টান ধর্মের অননুসারীদের

BanglaBook.org

কথাটা শুনে হেনরির শ্বাস আটকে গেল যেন গলায়। 'কী?' তার চোখের সামনে টর্চার চেম্বার এবং উত্তপ্ত লাল লোহা দিয়ে শরীরে ছ্যাঁকা দেওয়ার দৃশ্য ভেসে উঠেছে। ক্যাথোলিসিজমের এই ভয়ংকর ধর্মীয় গোষ্ঠিকে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল অনেক আগেই। শতাব্দি ধরে ধর্মের নামের তাদের এসব অত্যাচার-নিপীড়ন-মানুষ হত্যা করা–ধর্মটার জন্যই এক কলঙ্কিত অধ্যায়।

'হ্যাঁ! আংটির চিহ্ন দেখে মনে হচ্ছে, আমাদের এই মমিকৃত ভিক্ষু একজন ইনকুইজিটর ছিলেন।'

'মাই গড,' গাল দিয়ে উঠলো হেনরি। এক মুহূর্তের জন্য ভুলেই গিয়েছিল যে সে কার সাথে কথা বলছে।

আর্চবিশপ মৃদু হেসে বলল, 'আমি ভেবেছিলাম আপনি জানবেন এটা। তবে, যাই হোক, আমাকে রাখতে হচ্ছে। ভ্যাটিকানে আপনার তথ্যগুলো আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। পেরুর মঠাধ্যক্ষ রুইজের কাছেও। আশা করছি, শীঘ্রই হয়তো আমরা আরো নতুন কিছু জানতে পারবো।'

বলে আর্চবিশপ কার্নি লাইন কেটে দিল। হেনরি থ মেরে বসে আছে। তবে, হাতে থাকা ফোনের শব্দে চমকে উঠে মনোযোগ ফিরলো তার। 'ওহ... জোয়ান।' এতক্ষণ হোল্ড করে রেখেছিল প্যাথোলজিস্টকে। 'দুঃখিত, বেশি সময় নিয়ে ফেলেছি,' তাড়াতাড়ি করে বলল হেনরি। 'আর্চবিশপ কার্নি আবারো ফোন করেছিল।'

'কী চান উনি?'

জোয়ানকে জানালো আর্চবিশপ তাকে কী তথ্য দিয়েছে। চিহ্নের পরিচয় জানার পর থেকে এখনো শরীর কাঁপছে হেনরির।

জোয়ান শুনে এক মুহূর্তের জন্য চুপ হয়ে রইলো। 'ইনকুইজিটর?'

'সে রকমই তো মনে হচ্ছে।' নিজেকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছে হেনরি। 'বিশাল ধাঁধাটার আরো একটা টুকরো।'

'চমৎকার। মনে হচ্ছে, আজ রাতে ডিনারের সময় বকবক করার জন্য আমাদের কাছে অনেক কিছুই জমে আছে।'

হেনরি এক মুহূর্তের জন্য তাদের রাতের খাবারের আয়োজনের কথা ভুলেই গিয়েছিল। 'হ্যাঁ, অবশ্যই। রাতে দেখা হচ্ছে তাহলে,' খাটি উদ্দ্যমের সাথে বলল সে।

'এটা একটা ডেট।' এরপর জোয়ান দ্রুত বিদায় জানিয়ে ফোনের লাইন কেঁটে দিল।

বিচারের আওতায় আনা। তবে, এর মূল উদ্দেশ্য ছিল সদ্য গঠিত ঐক্যবদ্ধ স্প্যানিশ সাম্রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি করা। লক্ষ্য পূরণের জন্য নৃশংস কৌশলসমূহ ব্যবহারের কারণে স্প্যানিশ ইনকুইজিশন কুখ্যাত হয়ে আছে।

BanglaBook.org

হেনরি খুব আস্তে করে রিসিভারটাকে তার খোপে রেখে দিল। সে বুঝতে পারছে না কোনটা তাকে বেশি চমকে দিয়েছে–মমিটা তৎকালীন স্প্যানিশ ইনকুইজিশনের এক সদস্যের সেটা, নাকি তার একটা ডেট রয়েছে আজকে সেটা!

●●●

জঙ্গলে ধারে গড়ে উঠা ভিলাকঁচা গ্রামে একটা হোটেলই আছে। সেটারই সিঁড়ি বেয়ে উঠছে গিল। তার ওজনে সিঁড়ির কাঠের ধাপগুলো থেকে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করছে। এই ছায়াবৃত্ত সরাইখানার ভিতরটাও দুপুরের উত্তাপ থেকে রেহাই পাচ্ছে না। অস্বস্তিকর গরমটা যেন গিলকে কোন ভারী কম্বলের মত হয়ে জড়িয়ে রেখেছে। জামার ছেড়া হাতা দিয়ে ঘাড় থেকে মুছতে মুছতে গালি দিয়ে উঠলো সে। সারারাত ধরে জঙ্গলের ধার ধরে পালানোর সময় তার শরীরের অনেক অংশই চিরে গেছে। মেজাজও তীক্ষ্ণ হয়ে রয়েছে। এই সাক্ষাতের আয়োজন করার পর, অল্প একটু সময়ের জন্যই ঘুমাতে পেরেছিল সে।

'লোকটা দেরি না করলেই হয়,' তৃতীয় তলায় উঠতে উঠতে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলে উঠলো গিল। আমেরিকানদের ক্যাম্প থেকে পালিয়ে গিল যখন জঙ্গলের ভিতরের মাটির রাস্তাটায় পৌঁছুলো, তখন সূর্যটা উদয় হয়েছিল মাত্র। সৌভাগ্যই বলতে হবে তার, আসার পথে এক স্থানীয় ইনডিয়ানের সাথে ধাক্কা খেয়েছিল। ঐ লোকটার সাথে একটা গাধা আর বাঁকাট্যারা চাকার একটা মালটানা গাড়ি ছিল। বেশ কিছু কয়েনের বিনিময়ে লোকটা তাকে গাড়িতে করে গ্রাম পর্যন্ত নিয়ে আসে। গ্রামে এসেই গিল তার চুক্তিদাতার সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করে। এই লোকটাই তাকে আমেরিকানদের দলে অনুপ্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছিল। তারা দুপুর বেলায় এই হোটেলের একটা কক্ষে সাক্ষাৎ করবে বলে ঠিক করেছিল।

গিল তার পকেটে নিরাপদে থাকা সোনালি কাপটার উপর হাত বুলাচ্ছে। তার চুক্তিদাতা প্রাচীন অ্যান্টিকের ব্যবসায়ী। লোকটা অবশ্যই হয়তো তাকে এমন একটা বিরল বস্তুর জন্য মোটা অঙ্কের দাম পরিশোধ করবে। তবে, লোকটা টাকা দিতে বিলম্ব না করলেই হয়। যদি গিল লোকজন একত্র করে জায়গাটা দখল করে খনন কাজ চালানোর কোন আশা করে থাকে, তাহলে অতিদ্রুতই তার টাকার যোগান প্রয়োজন। একদম নগদ টাকার যোগান।

তার বেল্টের কাছে রাখা লম্বা চাকুটার উপর একবার হাত বুলিয়ে নিল গিল। যদি দরকার পড়ে তাহলে লোকটাক ভয় দেখিয়ে জোর করে হলে সে তার টাকা আদায় করে নিবে। তার এবং তার সম্পদের মাঝে সে কাউকে বাধা হয়ে দাঁড়াতে দিবে না। অন্তত, এটা আনার পিছনে তাকে যে দুর্ভোগটা সইতে হয়েছে, এরপর তো একদমই না।

BanglaBook.org

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে গিল তার গালের পোড়া অংশের উপর লাগানো ব্যান্ডেজটা ভাল ভাবে ঠিক করে নিল। তার গালের এই দাঁগের জন্য সে পুরস্কৃত হবে, এমন শপথ করেছিল সে। দাঁত খিঁচে দৃঢ় সংকল্প করে, সরু করিডোরটা বরাবর হাঁটা শুরু করলো। সঠিক দরজাটা খুঁজে পেয়ে হাত দিয়ে টোকা দিল।

ভিতর থেকে একটা বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরকে বলতে শুনলো, 'ভিতরে আসো।'

গিল দরজায় ঠেলা দিল। খোলাই ছিল দরজাটা। রুমে ঢুকার সাথে সাথেই দুইটা ব্যাপারে ধাক্কা খেল গিল। প্রথমটা, রুমের স্বস্তিদায়ক শীতলতা। উপরে থাকা সিলিং ফ্যান মৃদুভাবে ঘুরে বাতাস কেঁটে রুমের স্যাঁতসেঁতে ভাবটা দূর করছে। বেলকনির সামনে থাকা ফরাসি দরজা জোড়া হাঁ হয়ে আছে। সেখান দিয়ে হোটেলের ছায়াবৃত্ত চত্বরটা চোখে পড়ছে। জঙ্গলের গরম বাতাসের আড়ালে থাকা শীতল বাতাসটা প্রবাহিত হয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে রুমে প্রবেশ করছে। মৃদু বাতাসে রুমের সাদা পর্দাগুলো দোল খাচ্ছে। সিঙ্গেল বিছানা ঘিরে রাখা চিকন মশারিটা বাতাসে জাহাজের পালের মত করে তরঙ্গায়িত হচ্ছে।

তবে রুমের শীতল বাতাসের থেকেও রুমের মানুষটাকে দেখে বেশি চমকে গেছে গিল। এই প্রথমবারই গিল তার চুক্তিদাতাকে সরাসরি দেখছে। খোলা দরজার বিপরীতে থাকা একটা বেতের চেয়ারে তার দিকেই মুখ করে বসে আছে লম্বা লোকটা। সম্পূর্ণ কালো পোশাকে আবৃত, পায়ের জুতো থেকে শুরু করে শার্টের বোতাম সহ সবই কালো। আড়াআড়ি ভাবে পায়ের উপর পা রেখে বসে আছে, হাতে পানীয়ের গ্লাসটা মৃদু নাড়ছে। গ্লাসে থাকা বরফগুলো টুং টুং করে শব্দ করছে তাতে। তার চকচকে ত্বক দেখে গিল বুঝতে পারছে যে লোকটা নিশ্চিতভাবেই স্প্যানিশ বংশধারার। ছাঁটা কালো চুলের নিচে থাকা কালো চোখগুলো দিয়ে তাকে পর্যবেক্ষণ করছে লোকটা। মানুষটার ঠোঁটের উপরে চিকন গোঁফও রয়েছে। লোকটার মুখে হাসির কোন ইঙ্গিতও নেই। শুধু চোখ নেড়ে রুমে থাকা অপর চেয়ারটার নির্দেশ করলো একবার। গিল বুঝতে পারলো যে, তাকে বসতে বলেছে।

এখনো ঘাম লাগা ছেঁড়া কাপড় পরে থাকা গিলের নিজেকে এখন উদ্বাস্তুর মত মনে হচ্ছে। সে বুঝতে পারছে এই লোকটার সাথে তার লড়াই কখনোই খাপ খাবে না। এমনকী লোকটার সাথে লড়াইয়ে যাওয়াটাই হবে অনেক দুঃসাহসিক একটার ব্যাপার। গিলের জিভ যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে। কথা বলার জন্য জিভের উপর জোরই খাটানো লাগলো তার। 'আমি... আমরা যেটা নিয়ে কথা বলছিলাম, সেটা নিয়ে এসেছি আমি।'

লোকটা আলতোভাবে মাথা ঝাঁকালো। 'তাহলে তো শুধু দাম নিয়ে কথা বললেই হচ্ছে আমাদের।'

গিল ধীরে ধীরে তার শরীরকে নামিয়ে চেয়ারের ধারে বসলো। পিঠ হেলান দিয়ে আরাম করে বসতে পারছে না সে। হুট করেই তার মন বলে

Banglabook.org

উঠলো, দাম যেটাই হোক, এই লেনদেনটা ভালভাবে শেষ করতে পারলেই হবে তার। এখন তার আকাঙ্খা হচ্ছে এই কক্ষের শীতলতার পরিবর্তে শশব্যস্ত শহরের পরিচিত উষ্ণতার ছোঁয়া পেতে।

গিল লোকটার চোখের দিকেও তাকাতে পারছে না ভাল করে। সে জানালার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছে শহরের গির্জার উঁচু চূরাটার দিকে। চিকন সাদা ক্রুশটা যেন নীল আকাশের মাঝে শক্তভাবে সেঁটে আছে।

'কী খুঁজে পেলে দেখাও আমাকে,' পানীয়ের গ্লাসটা নাড়তে নাড়তে মৃদুভাবে বলে উঠলো লোকটা। গ্লাসের বরফের টুংটুং শব্দটায় ক্রুশের উপর থেকে মনোযোগ ফিরে আসলো গিলের।

'হ্যাঁ, অবশ্যই।' শুষ্ক গলায়ই ঢোক গিল্ল গিল। তাড়াতাড়ি করে হালকা টোল খাওয়া কাপটা বের করে তাদের মাঝে থাকা টেবিলটায় রাখলো। কাপটার স্বর্ণের সাথে লেগে থাকা চুনি-পান্নাগুলো জ্বল জ্বল করছে। মোটা সোনালি কাপটায় প্যাঁচিয়ে থাকা মনি-মুক্তাগুলো দেখে লোভ জেগে উঠলো গিলের মনে। 'আরো.... সেখানে আরো অনেক আছে,' বলল সে। 'যদি সাথে যথেষ্ট পরিমাণ লোকবল এবং যন্ত্রপাতি থাকে, তাহলে এক সপ্তাহের মাঝে আমি এর থেকেও শ'গুন বেশি জিনিস এনে দিতে পারব।'

গিলের কথাটাকে পাত্তা দিল না লোকটা। পানীয়ের গ্লাসটা টেবিলে রেখে হাত বাড়ালো ইনকা কাপটার দিকে। কাপটাকে সূর্যের আলোতে ধরে পরীক্ষা করে দেখতে শুরু করেছে।

কোলের উপর হাত রেখে অপেক্ষা করছে গিল। কাপের টোল খাওয়া অংশটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আশঙ্কা করছে, এরকম একটা ছোট খুঁত হয়তো এর দামটাকে অনেক বেশি কমিয়ে দিবে। লোকটা তো তাকে আগেই বলে দিয়েছিল, সে যা ই নিয়ে আসুক সেটা যেন অক্ষত অবস্থায় থাকে।

অনেক সময় নিয়ে পরীক্ষা করার পর অবশেষে কাপটা নামিয়ে রাখলো লোকটা। গিল সাহস করে তাকালো লোকটার চোখের দিকে। শুধু রাগই দেখা যাচ্ছে লোকটার চোখে।

'ঐ... ঐ টোলটা আগে থেকেই ছিল,' তাড়াতাড়ি করে বলে উঠলো গিল।

লোকটা নিঃশব্দে উঠে দাঁড়িয়ে গিলের পিছনে থাকা ছোট শুড়িখানা (bar) টার দিকে পা বাড়ালো। গিল শুনতে পাচ্ছে লোকটা তার গ্লাসে আরো বরফ মিশাচ্ছে। বরফ মেশানো শেষে এসে দাঁড়ালো গিলের ঠিক পিছনে।

গিল ঘুরে পিছনের দিকে তাকানোর সাহস পাচ্ছে না। সে তাকিয়ে আছে টেবিলের উপর থাকা কাপটার দিকে। 'আপনি যদি এটা না চান, তা... তাহলে আমি আপনাকে এটা নেওয়ার জন্য কোন জোর করব না।'

না ঘুরেও সে বুঝতে পারছে যে লোকটা তার দিকে ঝুঁকে আছে। তার ঘাড়ের পিছনের ছোট ছোট চুলগুলো বিপদের আশঙ্কায় কেঁপে কেঁপে উঠছে। তার কানের কাছে লোকটার গরম শ্বাস টের পাচ্ছে গিল।

BanglaBook.org

'এটা খুবই সাধারণ প্রকারের স্বর্ণ। কোন মূল্য নেই এটার।'

বিপদটা একটু দেরিতে টের পেল গিল। তাড়াতাড়ি করে হাত চালালো বেল্টের কাছে রাখা চাকুটা বের করার জন্য। খোপটা খালি। কিছু বুঝে উঠার আগেই চুলে হেঁচকা টান পড়ায় মাথাটা পিছিয়ে গেল তার। লোকটার হাতের মুষ্টিতে নিজের চাকুটা দেখতে পাচ্ছে সে। কীভাবে চাকুটা তার কোমড়ের কাছ থেকে লোকটার হাতে গেল, সেটা নিয়ে ভাবার মত সময়ও নেই তার কাছে। লোকটার হাত হালকা নড়ে উঠতে দেখলো সে। তার এই কান থেকে ঐ কান পর্যন্ত আগুন জ্বলে উঠেছে যেন। তার চাকুটাই তার গলাকে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছে। একটা ঝাঁকি খেয়ে সামনের মেঝেতে পড়ে গেল গিল। চুনকাম করা সাদা মেঝেটা তার রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

পিঠের উপর ঘুরে গিল দেখতে পেলো যে লোকটা আবার ছোট বারটার দিকে ফিরে যাচ্ছে তার পানীয়ে গ্লাসটা তুলে নেওয়ার জন্য। গিল এদিকে নিজের রক্তের উপরই হাঁস-ফাঁস করছে। 'পি... প্লিজ,' সাহায্যের একহাত উঁচিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলছে সে। রুমের আলোটা আস্তে আস্তে তার চোখে অনুজ্জ্বল হতে শুরু করেছে। লোকটা তাকে মরার জন্য ফেলে রেখেছে।

চোখ পানিতে ভরে উঠেছে গিলের। খোলা জানালার ফাঁক দিয়ে নীল আকাশে থাকা ক্রুশটার দিকে তাকালো সে। *এইভাবে না, প্লিজ,* নীরবে প্রার্থনা করছে। কিন্তু তাতেও কোন পরিত্রাণ পেল না সে।

•••

পানীয় শেষ করার পর লোকটার চোখ পড়লো গিলের্মো সালার নিথর দেহটার উপর। সাদা মেঝেতে জমে থাকা রক্তগুলোকে কালো দেখাচ্ছে এখন। গিলকে হত্যা করে কোন তৃপ্তি পায়নি সে। চিলিয়ান লোকটা তার কাজ ভালভাবেই সম্পন্ন করেছে। কিন্তু এখন সে তার কোন উপকারের আসার থেকে বিপজ্জনক হয়ে গিয়েছিল বেশি।

দীর্ঘশ্বাস গেলে রুমের অপর দিকে যাওয়ার জন্য উদ্যত হল সে। রক্ত লেগে যাতে তার পলিশ করা জুতো নোংরা না হয় সেইদিকে সতর্ক আছে। টেবিলের উপর থেকে ইনকা সম্পদটা তুলে নিয়ে হাত ওজন মেপে দেখছে। কাপের উপরে লেগে থাকা মনি-মুক্তোগুলো আলগা করার পর এবং কাপটাকে গলিয়ে ইটের আকৃতিতে নেওয়ার পর এটার দাম কত হতে পারে–সেটা আন্দাজ করার চেষ্টা করছে। তার দল অবশ্য এমন কিছু খুঁজে পাওয়ার আশা করেনি, তবে এটায়ও কাজ চলবে। আর গিলের কথামত যদি মাটির নিচে ধনভাণ্ডপটা থেকে থাকে, তাহলে আরো বড়সড় দান মারার সুযোগও রয়েছে। কক্ষের বিছানার দিকে এগিয়ে গিয়ে একটা চামড়ার থলে বের আনলো সে। কাপটা ব্যাগের ভিতর ঢুকিয়ে নিলো।

রুমটাকে আরেকবার ভাল্ভাবে দেখে নিচ্ছে। রাত নামার আগেই রুমটা পরিষ্কার হয়ে যাবে যদিও।

BanglaBook.org

হাতে থলেটা নিয়ে শীতল রুমটা ছেড়ে স্যাঁতসেঁতে গরম করিডোর এবং সিড়ির দিকে পা বাড়ালো। তার কপালে ইতিমধ্যেই বিন্দু বিন্দু ঘাম জমা শুরু হয়েছে। সে কোন পাত্তা দিল না তাতে। পার্বত্য অঞ্চলের স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ার মাঝে বেড়ে উঠায়, অতিশয় গরমে চলে অভ্যস্ত সে। তার শরীরে মিশ্র রক্ত বইছে। একদিক দিয়ে স্প্যানিশ, অপরদিক দিয়ে ইনডিয়ান দুটোই। সে একজন *মেসতিযো*। ঠিক স্প্যানিশও না আবার কুঁইচাও না। পার্বত্য অঞ্চলের মানুষদের মাঝে এমন একটা কলঙ্ক নিয়েও, সে ঠিকই সংগ্রাম করে নিজের জন্য একটা সম্মানজনক স্থান গড়ে নিতে পেরেছে।

হোটেলের ছোট লবিটা অতিক্রম করতেই দুপুরের সূর্যরশ্মি আক্রমণ করলো তাকে। তীক্ষ্ণ আলোয় চোখের দৃষ্টি ঝলসে যাচ্ছে যেন। চোখের উপর হাত দিয়ে ঢেকে দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করেছে। নামতে গিয়ে সিড়ির কোণায় বাচ্চাসহ বসে থাকা এক ইনডিয়ান মহিলার সাথে প্রায় হোঁচট খেতে বসেছিল।

গায়ে রুক্ষ নিমা ও শাল জড়ানো মহিলা তাকে ক্ষমা চাইতে দেখে চমকে উঠলো। তবে দ্রুতই নিজেকে সামলে উঠে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো সামনে লোকটার। লোকটার পা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রেখেছে। উজ্জ্বল বর্ণের আলপাকা কম্বলে জড়ানো তার বাচ্চাকে উঁচিয়ে ধরে রেখেছে লোকটার দিকে। স্থানীয় কুঁইচা ভাষায় লোকটার কাছে মিনতি করছে কোন কিছুর।

লোকটা মহিলার দিকে কৃপার দৃষ্টিতে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল। তার ব্যাগটা সিঁড়ির শেষ ধাপে রেখে, গলার কাছে ঝুলানো রুপালি ক্রুশটা বের করে আনলো সামনে। কালো পোশাকের উপর ক্রুশটা জ্বলজ্বল করছে যেন। সে বাচ্চাটার মাথার উপর এক হাত রেখে দ্রুত আশীর্বাদ করে দিল। তারপর, বাচ্চাটার কপালে চুমু খেয়ে তার ব্যাগটা হাতে বেরিয়ে পড়লো গির্জার উদ্দেশ্যে। উপরে থাকা গির্জার চূড়াটাই তাকে পথ দেখাচ্ছে।

ছোট আকৃতির ইনডিয়ান মহিলা তাকে পিছন থেকে ডেকে বলল, 'গ্রাসিয়াস! ধন্যবাদ, *ভিক্ষু ওটেরা*!'

●●●

ধ্বসে পড়া অন্ধকার মন্দিরের ভেতর সময় যেন থমকে গেছে। ম্যাগি নিশ্চিত যে এতক্ষণে পুরো একটা দিনই পার হয়ে গেছে। কিন্তু তার ঘড়ি যদি সঠিক সময় দিয়ে থাকে, তাহলে এটা মাত্রই পরদিন সকাল। বেলা আস্তে আস্তে দুপুরের দিকে গড়াচ্ছে। এখানে আটকে পড়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত অর্ধদিনের মত সময় পেরিয়েছে।

মুল করিডোর থেকে কয়েক কদম দূরে বুকের উপর হাত জড়ো করে রেখে দাঁড়িয়ে আছে ম্যাগি। অন্যদের কাজকর্ম দেখছে। রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে পাথরের স্তুপের কাছে দাঁড়ানো স্যামের ঠোঁট লেগে আছে ওয়াকি-টকির

BanglaBook.org

সাথেই। সেই ভোর থেকেই নিয়মিত বিরতিতে যোগাযোগ করে যাচ্ছে ফিলিপের সাথে। ওয়াকি-টকির ব্যাটারি যতটা পারে বাঁচিয়ে রাখতে চাইলেও, তার সহ-শিক্ষার্থীদের এই ধ্বংসস্তুপ থেকে যত দ্রুত সম্ভব মুক্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

'না।' ওয়াকি-টকিতে চেঁচিয়ে বলছে স্যাম। 'ভাঙ্গা আবর্জনার স্তুপটাই এখন উপরের স্তরের ভার বহন করে রেখেছে। যদি তুমি মুল খাদটা খুঁড়তে চাও, তাহলে পুরো কাঠামোটাই আমাদের উপর ভেঙে পড়বে।' এরপর লম্বা সময় ধরে ফিলিপের কথা শোনার পর আবার বলল, 'ধুর! ফিলিপ! পাথরের স্তুপের কারণে সহায়ক দেয়ালগুলো কীভাবে ঝুঁকে পড়েছে তা তো আমি দেখতেই পাচ্ছি। তুমি আমাদের সবাইকেই মারবে। লুটেররা যে দিক দিয়ে খোঁড়ার চেষ্টা করেছে তা খুঁজে বের করো। ঐ পথটাই এখন সবচেয়ে বড় আশা।'

স্যাম ওয়াকি-টকির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ছে। 'হারামজাদাটা উপরে খোঁচাখুঁচি শুরু করেছে,' ম্যাগিকে দেখে জানালো সে। 'সবসময়ের মতই এবারও সংক্ষিপ্ত পথ খুঁজছে।'

তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো ম্যাগি। সত্যি কথা বলতে, সে নিজেও এখন কোন সংক্ষিপ্ত পথের খোঁজেই আছে।

রালফ আর নরম্যান তাদের একমাত্র আলোক উৎস ডেনালের ফ্ল্যাশলাইটের কাছে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে আছে। ছাদের ক্ষয়ক্ষতি পর্যবেক্ষণ করতে থাকা স্যামের দিকে আলোটা ধরে রেখেছে রালফ। রাতের শেষ দিকে হালকা একটু ঘুমিয়েছিল তারা। ঘুম থেকে উঠে জায়গাটার বেশ কিছু ছবি তুলে নিয়েছে নরম্যান। বুকের কাছে ফিতায় ঝুলানো ক্যামেরটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এখন সে। যদি এখান থেকে সে বেঁচে ফিরতে পারে, তাহলে সে নিশ্চিত যে তাদের অভিযানের কিছু ছবি দেখিয়ে সে পুরষ্কারও জিতে যেতে পারবে। তবুও, তার মলিন মুখ দেখে ম্যাগি নিশ্চিত যে, এখান থেকে বেঁচে ফিরার জন্য ফটোগ্রাফার লোকটা খুশি মনেই তার পুলিৎজার পুরস্কার হাত ছাড়া করতেও মনেহয় রাজি আছে।

'সাবধান!!'

পিছন থেকে আসা ডাকটা শুনে চমকে গেছে ম্যাগি। কিছু বুঝে উঠার আগেই হঠাৎ করে পিছন থেকে কেউ ধাক্কা দিল তাকে। হোঁচট খেয়ে কয়েক ধাপ সামনে গিয়ে পড়লো সে। আর এতক্ষণ যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানেই গ্রানাইটের একটা বড় ফলক ধ্বসে পড়েছে। পুরো মন্দিরই কেঁপে উঠেছে এতে। ধুলায় শ্বাস আটকে যাওয়ার অবস্থা তার।

হাতি নাড়িয়ে ধুলা সরিয়ে ধুলোমাখা ডেনালের দিকে ঘুরে তাকালো ম্যাগি। ধ্বসে পড়া পাথরের বড় ফলকটা পড়ে আছে তাদের মাঝে। মৃত্যু তার কতটা কাছে চলে এসেছিল! এটা ভেবে কথা বলার শক্তিই যেন হারিয়ে ফেলেছে ম্যাগি।

BanglaBook.org

স্যাম তার পাশেই ছিল। 'উপরের সিলিং-গুলোর দিকেও নজর রাখা উচিৎ তোমার,' সতর্ক করলো ম্যাগিকে।

'জ্ঞান দিয়ো না, স্যাম।' বলে পাথরের ফলকটা পেরিয়ে ছেলেটার দিকে এগিয়ে গেল ম্যাগি। মৃদু স্বরে ছেলেটার তারিফ করে বলল, 'ধন্যবাদ, ডেনাল।'

ডেনাল তার নিজের ভাষায় বিড়বিড় করে কিছু বলছে জবাবে। ম্যাগির দিকে সরাসরি তাকাতে পারছে না সে। ছেলেটার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে আছে। ম্যাগি নিশ্চিত যে আলোটা পরিষ্কার থাকলে সে এই দৃশ্যই দেখতে পেত। ছেলেটার মুখ উঁচু করে তার গালে চুমু এঁকে দিল। ডেনালের চোখ এখন পিরিচের মত বড়বড় হয়ে গেছে।

ছেলেটাকে আর কোন লজ্জায় না ফেলার জন্য ঘুরে দাঁড়ালো ম্যাগি। 'স্যাম আমাদের হয়তো আরেক ধাপ নিচে নেমে যাওয়া উচিৎ।' খসে পড়া পাথরটার দিকে আঙুল তাক করে দেখালো। 'তোমার কথাই ঠিক। জায়গাটা অস্থিতিশীল হয়ে পড়েছে। আরেকটু গভীরে নেমে গেল হয়তো আমাদের জন্য ভাল হবে।'

স্যাম এক মুহূর্ত ভাবল। মাথা থেকে স্টেটসন টুপিটা সরিয়ে চুলে আঙুল চালাতে চালাতে ছাদটা দেখছে। 'হয়তো।'

রালফ এগিয়ে এসে সিলিং-এর উপর আলো ফেলে বললো, 'দেখো, পাথরগুলো তাদের জায়গা থেকে কতটা সরে গেছে!'

ম্যাগিও ছাদের দিকে তাকিয়ে দেখলো। রালফ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছাদটার দিকে তাকিয়ে আছে। বিস্ফোরণের ফলে বর্গাকৃতির পাথরগুলোর কয়েকটা তাদের নির্দিষ্ট জায়গা থেকে কয়েক সেন্টিমিটার করে সরে গেছে। তাদের চোখের সামনেই পাথরগুলোর একটা আরো এক সেন্টিমিটারের মত সরে যাচ্ছে।

স্যামের নজরেও হয়তো এটা পড়েছে। তার গলায় বিচলিত ভাব। 'আচ্ছা, সবাই আরেক ধাপ নিচে নেমে যাও।'

লাইটা হাতে নিয়ে আগে আগে চলতে শুরু করলো রালফ।

নরম্যান বলে উঠলো, 'এই মুহূর্তে, কানায় কানায় পূর্ণ একগ্লাস বরফ মিশ্রিত লেমনেড পেলে ভাল লাগতো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল স্যাম। 'যদি তুমি শরবতের অর্ডার নিতে-তাহলে আমি এটার সাথে আরো কিছু চাইতাম। হয়তো কোন হিম শীতল মগে লেবুর রস মিশ্রিত করোনা।'

ম্যাগি তার কপালে জমা ধুলো এবং ঘাম মুছতে মুছতে বললো, 'আয়ারল্যান্ডে আমরা পানীয় গরম অবস্থায়ই খাই... কিন্তু, এখন, তোমাদের আমেরিকান রীতির ঠাণ্ডা পানীয়ের সামনে মাথা নত করতেও রাজি আছি।'

রালফ হাসছে তাদের কথা শুনছে। মইয়ের কাছে পৌঁছে গেছে তারা। 'ইনকারা নিচে আমাদের জন্য কোন শীতলতা রেখে গেছে কিনা, তাতে সন্দেহ

BanglaBook.org

থাকলেও খুঁজে দেখার আগ্রহ আছে আমার।' মই দিয়ে নামতে শুরু করা ম্যাগির দিকে হাতের আলোটা ধরে রেখেছে রালফ।

আলোর উৎস থেকে অন্ধকারাচ্ছন্ন পরের ধাপে নামার সময় ম্যাগির ঠোঁটের হাসিটা মিলিয়ে গেছে। এই বিপজ্জনক অবস্থায় তাদের মুখের বিদ্রুপাত্মক হাসি-ঠাট্টাগুলো সত্যিকারের আতঙ্ককে একটু হলেও ঠেকিয়ে রাখতে পারছে। আলোর বিপরীতে অন্ধকার সবসময়ই থাকে। এটা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে তাদের অবস্থা এখন কতটা সঙ্কটাপন্ন।

নিচে নেমে অন্যদের জন্য অপেক্ষা করতে করতে রালফের শেষ কথাটা নিয়ে ভাবছে ম্যাগি। আসলেই তো, ইনকারা এখানে নিচে কী রেখে গেছে? বন্ধ দরজার ঐ পাশের ঘরটায় কী আছে? আর, গিলের ঐ দুই সহযোগীর সাথেই বা কী ঘটেছে?

অন্যরা এসে দ্বিতীয় স্তরে একত্র হতে হতে ম্যাগির কৌতুহলটা বেড়ে গেছে। আর, এই রহস্যগুলো কথা ভাবতে ভাবতেই হয়তো মাটির পঞ্চাশফুট নিচে ধ্বসে পড়া মন্দিরে আটকে পড়ার আতঙ্কটাও অনেকটা কমে গেছে। উদ্বেগটা যদি তীব্র হতে শুরু করে...

মাথা ঝাঁড়া দিল ম্যাগি। আরেকবার নিজের শরীরের নিয়ন্ত্রণ হারাতে চায় না সে। স্যামকে মই দিয়ে নামতে দেখে হালকা অপরোধবোধ হচ্ছে তার। গতরাতে সে আক্রান্ত হওয়ার পর স্যামকে পুরোপুরি সত্যটা জানায়নি সে। সে এটা বুঝিয়ে বলতেই পারেনি যে, তার এমন 'আক্রান্ত' হওয়ার সূত্রপাতটা হয়েছিল বেলফেস্টের নর্দমায় প্যাট্রিক ডুগানের নিহত হওয়ার পর থেকে। পরবর্তীতে, ডাক্তাররাও তার এমন 'আক্রান্ত' হওয়ার পেছনে কোন যুক্তিযুক্ত শারীরিক কারণ খুঁজে পায়নি। তবে, তারা এটায় একমত হয়েছিল যে, তার এরকম 'আক্রান্ত' হওয়ার পিছনে তীব্র আতঙ্কটাই দায়ী অনেকাংশে। বাড়তে থাকা অপরোধবোধটা জোর করে সরিয়ে দিল ম্যাগি। বিস্তারিত বিবরণটা স্যামের কোন কাজে আসবে না। প্রাথমিক ধাক্কার পর বিপজ্জনক পরিস্থিতটা তাকে বেশি বিচলিত করে ফেলেছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের মনকে বিপদ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ঠিকই থাকবে।

কাছেই, ওয়াকি-টকিতে কথা বলার চেষ্টা করছে স্যাম। রেডিওটা কাজ করছে ঠিকই, কিন্তু এত গভীরে স্ট্যাটিকের খড়খড় শব্দের পরিমাণটা আরো বেড়ে গেছে। তাদের অবস্থান বদলে ফেলার খবরটা ফিলিপকে জানিয়ে দিতে চাচ্ছে সে।

ওয়াকি-টকিতে স্যামের কথা শেষ হওয়ার অপেক্ষা করছে ম্যাগি। স্যামের কথা বলা শেষ হলে, তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'তোমার আলট্রাভায়োলেট ল্যাম্পটা ধার নিতে চাচ্ছিলাম আমি।'

'কীসের জন্য?'

'গিল আর তার সাথীরা মিলে খননের কতটা ক্ষতি করেছে সেটা দেখার জন্য।'

BanglaBook.org

'তোমাকে আমি একা একা টহলে ছাড়তে পারব না। আমাদের এখন একসাথে থাকতে হবে।' বলে ঘুরতে শুরু করেছিল স্যাম।

ম্যাগি তার কাঁধে হাত দিয়ে থামিয়ে বলল, 'আমি তোমার কাছে অনুমতি চাইনি, স্যাম। আমি যাচ্ছি দেখতে। কয়েক মিনিটের বেশি লাগবে না।'

ডেনাল কাছেই দাঁড়িয়েছিল। 'আ... আমি যাব আপনার সাথে, মিস ম্যাগি।'

স্যাম তাদের দিকে তাকালো একবার। ম্যাগির চেহারার দৃঢ়তাটা ধরতে পারছে সে। 'ঠিক আছে। কিন্তু পনেরো মিনিটের বেশি নয়। আমাদেরকে আলোক উৎসগুলো বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তোমাদেরকে খোঁজার জন্য বের হতে চাই না আমি।'

ম্যাগি মাথা ঝাঁকালো। 'ধন্যবাদ, স্যাম।'

'আমিও যাব তোমাদের দুইজনের সাথে,' ক্যামেরাটা তার কাঁধে ঝুলিয়ে নিতে নিতে বললো নরম্যান।

রালফেরও কৌতূহল হচ্ছে যাওয়ার জন্য, কিন্তু স্যাম বাধ সাধলো তাতে। 'তাহলে তোমরা তিনজন যাও। আমি আর রালফ মিলে আলোর সাহায্যে এই স্তরের কাঠামোর দৃঢ়তা যাচাই করে দেখছি।' বলে সে তার পকেট থেকে ল্যাম্পটা বের করে এগিয়ে দিল ম্যাগির দিকে। কিন্তু, সতর্কতা না দিয়ে হাত থেকে ছাড়লো না। 'শুধু পনেরো মিনিট। সাবধানে থাকবে।'

স্যামের কঠোর গলায় থাকা উদ্বেগটা ধরতে পারছে ম্যাগি। তার কণ্ঠ শুনে তার নিজের মাঝে জেগে উঠা বিরক্তিভাবটা ম্লান হয়ে গেছে। 'আমি জানি,' মৃদু ভাবে বলে কাঠের ল্যাম্পটা হাতে নিয়ে নিল। 'তোমার দুঃশ্চিন্তা করতে হবে না।'

তাদের দিকে তাকিয়ে বিদ্রুপাত্মক হাসি হেসে, আবারো ওয়াকি-টকিতে ফিলিপের সাথে তর্ক করায় মত্ত হল স্যাম।

দুই সঙ্গীকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়ে ম্যাগি ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে পরের স্তরে নামার মইয়ের দিকে এগোতে শুরু করেছে। যতই তারা উজ্জ্বল আলোটাকে পিছনে ফেলে সামনে যাচ্ছে, ততই অন্ধকার তাদের আরো কাছে ঘনিয়ে আসছে। ল্যাম্পের বেগুনি আলোয় গ্রানাইটের দেয়ালের স্ফটিকগুলো জ্বলজ্বল করছে। প্যাসেজটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারায় ভরে উঠেছে যেন। ম্যাগি আগে আগে চলছে, অন্য দুজন তার কাছাকাছি লেগে আছে।

বেশ কয়েকটা মই বেয়ে নামার পর, খননের একদম গভীর স্তরটায় পৌঁছায় তারা। ম্যাগির হৃৎপিণ্ডের ধুক ধুক শব্দটা বাড়তে শুরু করেছে। সে নিজেই শুনতে পাচ্ছে শব্দটা। হঠাৎ করে তার মনে হল শব্দটা তার বুক ভেদ করে আসতে শুরু করেছে।

'শব্দটা কিসের?' শেষ মইয়ের ধাপ থেকে নামতে নামতে জিজ্ঞেস করলো নরম্যান।

BanglaBook.org

'আমি শব্দটা আগেও শুনেছি। সেনর সালা ঐ দরজাটা দিয়ে ভেতরে যাওয়ার পর থেকেই হচ্ছে।' ফিসফিস করে জানালো ডেনাল।

ম্যাগি বুঝতে পারলো যে শব্দটার উৎস তার হৃৎপিণ্ড না। বরং মন্দিরের গভীরে থাকা কোন কিছু থেকে আসছে এই শব্দটা। নিচ থেকে আসা শব্দটা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে চারপাশে।

'কোন বড় ধরনের ঘড়ির টিকটিক শব্দের মত মনে হচ্ছে,' নরম্যান বলল।

ম্যাগি তার আলোটা উঁচিয়ে ধরলো। 'এগোতে থাকি।' নিচ থেকে আসা গমগম শব্দের তুলনায় তার গলার স্বরকে ইঁদুরের চিঁ-চিঁ শব্দের মত শোনাল।

সুড়ঙ্গ অতিক্রম করে ম্যাগি দ্রুতই ভাঙ্গা দরজাটার সামনে এসে পৌঁছালো। বদ্ধ দরজাটা কীভাবে খোলা হয়েছে তার চিহ্ন দরজার ভাঙ্গা বোল্টগুলোই। খোদাই করে লেখা হেমাটাইটের তিনটা পাতই পড়ে আছে দরজার প্রবেশমুখের ধুলোর মাঝে। খনিত্রের সাহায্য চাড় দিয়ে তোলার কারণে সবগুলো পাতই ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। অপরাধী যন্ত্রটাও দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ঝুঁকে খনিত্রটা হাতে তুলে নিল ডেনাল। যন্ত্রটা হাতের মুষ্টিতে শক্ত করে ধরে তাকালো ম্যাগির দিকে। তার হাতের অস্ত্রটার জন্য নারাজ মনে হচ্ছে না ম্যাগিকে।

গড়িয়ে পড়া একটা পাথর দরজার সামনের দিকটা আংশিকভাবে আটকে রেখেছে। দরজার মুখ থেকে কিছুটা দূরে উবু হয়ে ঝুঁকে আছে নরম্যান। নাকের উপর চশমাটা আরো ভালভাবে বসিয়ে ভেতরে কী আছে দেখার চেষ্টা করছে। 'কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

তার পাশে এসে দাঁড়ালো ম্যাগি। তাদের কারোরই ইচ্ছে করছে না দরজার আরো কাছাকাছি যাওয়ার। গিলের চোখে আতঙ্ক আর গালের পোড়া ফোস্কাটা এখনো তার চোখে লেগে আছে। সামনে কী আছে?

নরম্যান তার দিকে তাকিয়ে চোখে ইশারা করে কিছু বলল। ম্যাগি তার কাঁধ ঝাঁকিয়ে সামনে এগোতে শুরু করেছে। হাতের ল্যাম্পটাকে পিস্তলের মত করে ধরে রেখেছে। মৃদু আলোয় একটা ছোট প্যাসেজ দেখতে পাচ্ছে সে। টিক টিক শব্দটাকে এখান থেকে আরো জোরালো শোনাচ্ছে। ম্যাগি খুব শান্ত ভাবে বলে উঠলো, 'দেখে মনে হচ্ছে, সামনে একটা বড় কামরা আছে। আলোটা অতদূরে পৌঁছাতে পারছে না।' কাঁধের উপর দিয়ে নরম্যানের দিকে তাকালো সে।

'অন্যদের জন্য অপেক্ষা করাই হয়তো ভাল হবে,' ফিসফিসিয়ে জানালো ফটোগ্রাফার।

ম্যাগিও ঠিক একই কথাটা বলতে চাচ্ছিল। কিন্তু যেহেতু নরম্যান আগে বলেছে, তাই সে এখন উল্টোটা বলবে। অন্তত এক পলক না দেখে গেলে

BanglaBook.org

স্যামের মুখের হাবভাবটা কেমন হবে তা ই কল্পনা করছে। আর, যেহেতু তারা এখান পর্যন্ত আসতে গিয়ে ল্যাম্পের ব্যাটারীও অনেকটা খরচ হয়েছে, তাই তাদের এই অভিযানের কোন একটা স্মারকও তাদের নিয়ে যাওয়া উচিৎ। 'আমি যাচ্ছি ভেতরে,' সে বলল। ভয় ঝেঁকে ধরার আগে দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে গেল মেয়েটা। শৈশবের এক ব্যাধিগ্রস্ত আতঙ্কের দ্বারা আর শাসিত হয়ে থাকতে চায় না সে।

'তাহলে আমাদের সবার একসাথে যাওয়াই ভালো,' বলে নরম্যানও ম্যাগির পিছু পিছু চলতে শুরু করেছে। ম্যাগি ইতিমধ্যেই পাথরটা অতিক্রম করে ফেলেছে।

দ্রুত পায়ে পাথরটা অতিক্রম করে হলে এসে দাঁড়ালো ম্যাগি। ডেনাল আর নরম্যান এসে তার সাথে যোগ দিয়েছে। 'দেখো,' তার হাতের ল্যাম্পটা বাড়িয়ে ধরেছে। 'সামনে কিছু একটা আছে যা আলোটাকে প্রতিফলিত করেছে।' কৌতুহলী হয়ে আস্তে করে সামনের পা বাড়ালো।

'দাঁড়াও,' নরম্যান বাধা দিল। 'আগে দেখে নিই কী আছে ওখানে।'

ম্যাগি ঘুরে দেখলো ফটোগ্রাফার তার ক্যামেরাটা উঁচিয়ে ধরে রেখেছে।

'ফ্ল্যাশের দিকে সরাসরি তাকিও না,' সতর্ক করলো নরম্যান।

ম্যাগি মাথাটা ঘুরিয়ে নেওয়ার সাথে সাথেই জ্বলে উঠলো ফ্ল্যাশটা। চমকে গেছে সে। লম্বা সময় অন্ধকারে থাকায় এখন এত উজ্জ্বল আলোকে চোখে কাঁটার মত লাগছে। তবে সে এটায় অতটা চমকায়নি। অল্প সময়ের ঐ আলোক ঝলকানিতেই কক্ষের চিত্রটা আটকে গেছে তার চোখে। 'তোমরা কি দেখেছো?' অন্যদেরকে জিজ্ঞেস করলো।

ডেনাল তার আঞ্চলিক ভাষায় বিড়বিড় কিছু বলে উঠলো। পরিষ্কারভাবেই, দৃশ্যটায় থ হয়ে গেছে সে।

নরম্যান কেশে তার গলা পরিষ্কার করে বলল, 'পুরোটাই শুধু সোনা ও রূপা!'

ম্যাগি তার হাতের আলোটা উঁচিয়ে ধরেছে। বেগুনি আলোটাকে এখন বেশ দুর্বল দেখাচ্ছে। 'আর, ঐ প্রতিকৃতিক মূর্তিটা... ওটা দেখতে পাচ্ছো? কম করে হলেও দুই মিটারের মত উঁচু হব।'

নরম্যান ম্যাগির পাশে সরে এসেছে। ম্যাগি পাথরের মেঝের ধার অতিক্রম করে এগিয়ে যাচ্ছে। খনিত্র সাথে নিয়ে ডেনালও তাদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। নরম্যান ফিসফিস করে বলল, 'দুই মিটার! এটার পুরোটাই নিশ্চয় স্বর্ণের না। তাই না?'

ম্যাগি কাঁধ ঝাঁকালো। 'স্প্যানিশরা প্রথমবার এখানে আসার পর কুঁজকোর সূর্য-মন্দির 'করিকাঁঞ্চা'এর বর্ণনা করেছিল। তাদের বর্ণনামতে, ওটার কক্ষগুলো স্বর্ণের মোটা ফলক দিয়ে আবৃত ছিল। আর, মন্দিরের সবচেয়ে ভিতরের কক্ষে একটা পূর্ণাঙ্গ আকৃতির শস্যক্ষেত্রের মডেলও ছিল। ওটার

BanglaBook.org

ডালপালা, পাতা, বীজ, এমনকী ওটার মাটি পর্যন্ত সবই ছিল স্বর্ণের।' ম্যাগি উবু হয়ে তার পায়ের কাছে থাকা সোনালি পাতের উপর মৃদুভাবে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখলো। 'চমৎকার... আমরা হয়তো এমনই অন্য আরেকটা সূর্যমন্দির আবিষ্কার করে ফেলেছি।'

নরম্যান এখনো আগের মতই স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। 'ওখানে ওটা কী?' মেঝের দিকে তাকিয়ে বললো সে।

ম্যাগি পিছিয়ে এসেছে। 'কীসের কথা বলছো?'

তাদের আলট্রাভায়োলেট আলোর সীমার একদম শেষ প্রান্তে থাকা কালো ছায়াটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখালো নরম্যান। ম্যাগি আলোটা উঁচু করে ধরলো। সোনালো-রুপালি পাতে প্রতিফলিত আলোটাকে কোন স্থির পুকুরে চাঁদের আলোর ঝলকানির মত দেখাচ্ছে। ম্যাগি তার লাইট হাতে নিয়ে সামনের দিকে যাওয়ার জন্য উদ্যত হল।

ধাতব মেঝে থেকে পা সামনে বাড়াবে, ঠিক এমন সময়ই ডেনাল তার খনিত্র বাড়িয়ে দিয়ে ম্যাগির পথ আটকালো। 'না, মিস ম্যাগি,' বিড়বিড় করে বলল ছেলেটা। 'এখানের গন্ধটাকে কেমন যেন লাগছে।'

'ছেলেটা ঠিকই বলছে,' নরম্যান সায় দিল। 'বোঁটকা গন্ধটা কীসের?'

বলার পর ম্যাগিও এখন আর্দ্র কাদা-মাটির সুবাসের আড়ালে থাকা দুর্গন্ধটা টের পাচ্ছে। নরম্যানের ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ফ্ল্যাশটা দাও আরেকবার!'

ফটোগ্রাফার মাথা ঝাঁকিয়ে তার ক্যামেরাটা উঁচু করে ধরলো। ম্যাগি ঘুরে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে। ফ্ল্যাশটা এক মুহূর্তের জন্য পুরো কক্ষকে আলোকিত করে দিল যেন। গালি দিয়ে উঠে হোঁচট খেয়ে পিছিয়ে এলো ম্যাগি। 'ঈশ্বর!'

হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছে সে। নরম্যানের ফ্ল্যাশটা জ্বলে উঠার সময় সে মেঝের উপর কালো ছায়াটা কীসের তা দেখতে পেয়েছে। নির্যাতিত মুখের দৃশ্যটা এখনও তার চোখে আটকে আছে। দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া লাশ, মৃত্যুভয়ে বড় বড় হয়ে যাওয়া চোখ, আর রক্ত... অনেক বেশি রক্ত ছড়িয়ে আছে মেঝের উপর। প্রথম লাশটা থেকে অল্প দূরে অপর পাশের দেয়ালের কাছে পড়ে অন্য লাশটা।

'হুয়ান, মিগুয়েল,' বিড়বিড় করে বলল ডেনাল।

লম্বা একটা নীরবতা গ্রাস করে নিল তাদেরকে।

'গিল নিশ্চয় এটা করেনি, তাই না?' নরম্যান কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলো। 'স্বর্ণের জন্য তাদেরকে খুন করেনি তো সে?'

ম্যাগি ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো। হুয়ানের দুমড়ানো লাশটা এখন আবারও কালো ছায়ায় পরিণত হয়েছে। কক্ষটায় এখনো জোরালো টিকটিক শব্দের অনুনাদ শোনা যাচ্ছে। ম্যাগি এতক্ষণে বুঝতে পারছে শব্দটা কীসের। টিকটিক শব্দটা দেয়াল এবং মেঝের আড়ালে লুকিয়ে থাকা কোন গুপ্ত ফাঁদ থেকে আসছে।

BanglaBook.org

কক্ষের দরজার পাতে খোদাই করে লেখা সতর্কবাণীটা হুট করে মনে পড়ে গেল তার। *আমরা স্বর্গের উদ্দেশ্যে এই সমাধিটা ছেড়ে গিয়েছি। এটাকে যেন কখনো বিরক্ত করা না হয়।*

'ম্যাগি?'

সে নরম্যানের দিকে ঘুরে তাকালো। 'না। গিল তাদেরকে খুন করেনি। এই কক্ষটা করেছে।'

নরম্যান কোন জবাব দেওয়ার আগেই কক্ষটা ভয়ানকভাবে ঝাঁকি দিয়ে উঠলো। তাদের সবাইকেই ছুঁড়ে ফেলতে চাইছে যেন। ম্যাগি ছিটকে গিয়ে পড়লো পাত বিছানো মেঝের একদম কিনারা বরাবর। আত্মা উড়ে যাওয়ার উপক্রম হল ম্যাগির। হাঁসফাঁস করে কোনরকমে পিছিয়ে এলো সে। বিপদটা আঁচ করতে পারছে।

'কী ঘটছে?' নরম্যান চেঁচিয়ে উঠলো।

ম্যাগি তার ল্যাম্পের আলোটা ঘুরালো সামনের দিকে। সমাধিকক্ষের প্রবেশমুখ দিয়ে ধুলার মোটা কুণ্ডলী ধেঁয়ে আসছে তাদের দিকে। কোন কথাই যেন বের হতে চাচ্ছে না ম্যাগির গলা থেকে। 'ওহ! ঈশ্বর! উঠো... উঠো... জলদি!' অন্যদেরকে তাড়া দিল।

'কী হচ্ছে এসব?' নরম্যান বলল। তার গলায় আতঙ্কের ছাপ।

তাকে ধাক্কা দিয়ে সামনের দিকে ঠেলে দিল ম্যাগি। 'সর্বনাশ! জলদি পা চালাও, নরম্যান! হতচ্ছাড়া মন্দিরটা ধ্বসে পড়ছে!'

●●●

রালফকে চেক করে দেখছে স্যাম। দীর্ঘদেহী কালো মানুষটা হাতের উপর ভর করে নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে। ছাদটা ভেঙে পড়ার সময় মাথায় আঘাত পেয়েছে সে। সৌভাগ্যবশত ছাদটা ধ্বসে পড়ার আগে উপরের পাথরগুলোর ঠকঠকানির শব্দে তারা সতর্ক হতে পেরেছিল। 'তুমি ঠিক আছো?' স্যাম তার জিন্স থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে জিজ্ঞেস করলো।

রালফ তার হাঁটুতে ভরে করে শরীরটা উঁচু করলো। 'হ্যাঁ, মনে হয়।' কপালের ফুলের যাওয়া অংশটা আলতো ভাবে ছুঁইয়ে দেখলো। 'আগে কখনো গ্রানাইটের ফলক আমাকে ট্যাকল করেনি।'

'ওখানেই থাকো,' স্যাম সতর্ক করে বললো তাকে। হাত থেকে পড়ে যাওয়া ফ্ল্যাশলাইটটা তুলে নিয়ে বলল, 'আমি গিয়ে দেখে আসছি ঐদিকের অবস্থাটা কেমন।'

মুখ বিকৃত করে উঠে দাঁড়ালো রালফ। 'ধুর! একসাথেই থাকব আমরা।'

সম্মতিস্বরূপ স্যাম কেবল মাথা ঝাঁকালো। সত্যি বলতে, সে নিজেও একা একা গিয়ে অনুসন্ধান করতে চায় না। মন্দিরের এই স্তরের পুরোটা জুড়েই এখন কাঁদামাটি-ধুলোবালির স্তুপ জমে আছে। কনুই দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে

BanglaBook.org

রেখেছে স্যাম। 'এই দিকে,' বিড়বিড় করে বলল। দুজনে মিলে মন্দিরের প্রথম স্তরের দিকে যাওয়ার খাদটা ধরে এগুচ্ছে।

সামনে ভেঙে পড়ে থাকা মইটা দেখে গুঙ্গিয়ে উঠলো রালফ। 'অবস্থাটাকে ভাল মনে হচ্ছে না।'

অবস্থা সত্যিই খারাপ। ভাঙ্গা পাথরের স্তুপ উপরে যাওয়ার পথ বন্ধ করে দিয়েছে। 'প্রথম স্তরের পুরোটাই মনে হয় ধ্বসে পড়েছে,' বলল স্যাম।

স্যামের কোমড়ের কাছে থাকা ওয়াকি-টকিটা মৃদু ভাবে শব্দ করে উঠলো। সামনে নিয়ে আসার পর ফিলিপের ভয়ার্ত কণ্ঠস্বরটা শুনতে পেল তারা। '...ঠিক আছো? উত্তর দাও কেউ। ধুর! ওভার!'

স্যাম ট্রান্সমিট বাটনটা চেপে ধরলো। 'ফিলিপ, স্যাম বলছি। আমরা ঠিক আছি।' উপরের ছাদটা অবিরামভাবে গুঙ্গিয়ে যাচ্ছে। ছাদ থেকে বৃষ্টির মত করে ধুলো পড়ছে। 'কিন্তু জানি না আর কতক্ষণ ঠিক থাকতে পারব। পাহাড়ের দিক থেকে নতুন সুড়ঙ্গ খোঁড়ায় কতটা এগিয়েছ তুমি?'

কিছুক্ষণ স্ট্যাটিকের খড় খড় শব্দ... তারপর... '...লুটেরাদের খোঁড়া খাদটা খুঁজে পেয়েছি। সবে শুরু করেছিল...অন্তত দুইদিন...সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছি, কিন্তু জানিনা কতক্ষণ...' এরপর স্ট্যাটিকে তাদের সহ-শিক্ষার্থীদের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ শুনতে পেল স্যাম। তাদের কণ্ঠের আতঙ্কটা আঁচ করতে পারছে সে।

'ধুর, দুই দিন...' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলো রালফ। 'মন্দিরটা মনে হয় এত লম্বা সময় ঠিকে থাকতে পারবে।'

স্যাম ফিলিপের কাছ থেকে আরো কিছু তথ্য নেওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু কথাগুলো সব ভেঙে ভেঙে আসছে। 'আমরা স্থান পরিবর্তন করে নিরাপদে থাকার চেষ্টা করব,' রেডিওতে চেঁচিয়ে বলল স্যাম। 'রাখলাম!'

ওয়াকি-টকিটাকে আবার জায়গামত রেখে দিল স্যাম। 'চলো, বাকিদেরকে খুঁজে বের করি। তাদেরকেও নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।'

রালফ মাথা ঝাঁকালো। 'একদম নিচের স্তরটাতে ঘাপটি মেরে বসে থাকাই ভাল হবে হয়তো আমাদের জন্য।' তার কথার সাথে তাল মিলিয়েই মনে হয় উপর পাথরগুলো আবার গুঙ্গিয়ে উঠলো। 'দেখে যা মনে হচ্ছে, প্রত্যেকবার একটা একটা করেই স্তর ধ্বসে পড়বে।'

করিডোরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে স্যাম। 'শুধু আশা করছি, সবগুলো স্তর ধ্বসে পড়ার আগেই যেন উদ্ধার হতে পারি আমরা।'

রালফ কোন দ্বিমত না করে নীরবে স্যামকে অনুসরণ করে যাচ্ছে। তৃতীয় স্তরে নামার মইয়ের কাছে যেতেই খাদের মুখ দিয়ে নরম্যানকে উঠে আসতে দেখলো তারা। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় চোখ চোখ বড় হয়ে গেছে তারা। তীক্ষ্ণ আলোকরশ্মিটা সহ্য করতে না পেরে চোখের সামনে হাত দিয়ে আটকে

BanglaBook.org

রেখেছে। 'তোমরা এখনো ঠিক আছো! বাঁচা গেল!' নরম্যান তড়িঘড়ি করে বলে যাচ্ছে। 'আমরা জানিনা আমরা কী খুঁজে পেয়েছি।'

এরপর উঠে এল ডেনাল। ছেলেটার হাতে ধরা খনিত্রের দিকে চোখ পড়লো স্যামের, তবে কোন মন্তব্য করলো না এটা নিয়ে।

সবার শেষে উঠে এল ম্যাগি। 'কী হয়েছে?' কাঠের ল্যাম্পের আলো নিভাতে নিভাতে সংক্ষেপে জিজ্ঞেস করলো ম্যাগি।

'উপরের স্তরটা ধ্বসে পড়েছে,' তারা কীভাবে অল্পের জন্য বেঁচে গেছে সেটার সম্পর্কে সংক্ষেপে তাকে জানালো স্যাম। 'উপরের স্তরগুলো বেশি অস্থিতিশীল, তাই ভাবলাম পঞ্চম স্তরটাই এখন সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় হবে।'

'তো আমরা আমাদের মাথাটা যতটা সম্ভব নিচু করে রাখব,' ম্যাগি বলল।

মইয়ের দিকে নরম্যান বলল, 'তার মানে আবারো নিচে ফিরে যেতে হবে।'

ম্যাগি ও নরম্যানের চোখে থাকা উদ্বেগটা স্যামের পড়েছে। 'কী হয়েছে নিচে?'

'আমরা মিগুয়েল আর হুয়ানকে খুঁজে পেয়েছি সেখানে,' নরম্যান জানালো।

তার কথার সুর এবং বলার ধরন দেখেই স্যাম বুঝতে পারলো যে ঐ মানুষ দুটো আর জীবিত নেই। 'কী হয়েছিল তাদের?'

উত্তরটা দিল ম্যাগি। 'তুমি নিজেই দেখে নিয়ো,' বলে ঘুরে দাঁড়ালো সে।

দলটা চুপচাপ মই পেরিয়ে মন্দিরের সবচেয়ে গভীর স্তরটায় নেমে এসেছে। ভাঙা দরজাটার উপর নজর চলে গেছে স্যামের। 'হারামজাদারা...' দরজার মুখ দিয়ে উবু হয়ে ঢোকার সময় বিড়বিড় করে গালি দিয়ে উঠল স্যাম।

'তারা তাদের অপরাধের শাস্তিও পেয়েছে, স্যাম,' শান্তকণ্ঠে কঠোর ভাবে বলল ম্যাগি। 'এদিকে আসো!' বলে পরের কক্ষটার দিকে ঠেলে দিল স্যামকে। নিজেও যাচ্ছে তার সাথে। স্যামের পাশে পাশে থাকছে।

স্যাম তার ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলে তাড়াতাড়ি করে কক্ষের দৃশ্যটা দেখে নিচ্ছে। ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহগুলোর উপর বেশিক্ষণ আলো ধরে রাখতে পারেনি সে। একমুহূর্তের জন্য তার চোখের সামনে স্ট্রেচারে করে নিয়ে আসা তারা বাবা-মায়ের রক্তাক্ত লাশের চিত্রটা ভেসে উঠেছে। তাদের ফ্যামিলি ফোর্ড গাড়ির পিছনের সিটে নিরাপদে আটকে থাকায় ভয়ানক সংঘর্ষের মাঝে পড়েও সেদিন বেঁচে গিয়েছিল সে। শুধু একটা হাতই ভেঙেছিল তার। ঐদিনের কথা মনে করে তার হাতটা ঘষতে শুরু করেছে স্যাম। 'কী... কী ঘটেছিল তাদের সাথে?'

'সমাধিকক্ষের গুপ্ত ফাঁদ,' মাথা ঝাঁকিয়ে সামনে এগিয়ে এসে বলল ম্যাগি। 'মেঝের নিচের পুলি টানার শব্দটা শুনো। লুটেরাদের ধরার জন্য বিদঘুটে কোন যন্ত্রের শব্দ এটা।'

BanglaBook.org

'আমার মনে হয় না, ইনকারা প্রযুক্তির দিক দিয়ে এতটা এগোতে পেরেছিল।'

শ্রাগ করলো ম্যাগি। 'না তারা অতটা এগোতে পারেনি। কিন্তু, উপকূলীয় ইনডিয়ানদের বেশ কিছু মানুষ পুলি নির্মাণে অনেক দক্ষ ছিল। তাদের সেচ ব্যবস্থার জন্য এটার প্রয়োজন হত। যদি তাদের কেউ এসে এখানে সাহায্য করে থাকে...?'

কালো গ্রানাইটের দেয়ালের বিপরীতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ইনকা রাজার সোনালি মূর্তিটার উপর আলো ফেলল স্যাম। 'দুই দিক দিয়েই এটা একটা টোপ। এরকম একটা পুরষ্কার চোখে পড়লে তাড়াহুড়ো করবে না কে?' মূর্তির দিক থেকে আলো সরিয়ে সোনালি-রুপালি পাত দিয়ে মোড়ানো মেঝের দিকে আলো ফেলল। ফাঁদটা চিনতে পেরেছে সে। 'এই খেলাটা আমি কখনোই খেলতে পছন্দ করি না।'

উপরের স্তরগুলো থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ ভেসে আসছে। 'আমরা হয়তো নিরূপায় এখন,' ম্যাগি বলল। 'ফাঁদ তৈরির জন্য ভারী ভারী যন্ত্র দিয়ে আবৃত থাকায় এই কক্ষটাকেই এখন সবচেয়ে বেশি নিরাপদ মনে হচ্ছে। পুরো মন্দির ধ্বসে পড়লেও হয়তো এটার তেমন কিছু হবে না।'

দরজার মুখ থেকে রালফ ডেকে উঠলো তাদেরকে। 'স্যাম, সাইকসকে আবারো খবর দাও তো। তাড়াতাড়ি করতে বলো। জায়গাটা ভেঙে পড়তে শুরু করেছে।'

কোমড়ের কাছে থাকা ওয়াকি-টকিটা বের করে চালু করলো স্যাম। রেডিওয়ের স্পিকার থেকে খড়খড় শব্দ শোনা যাচ্ছে। ট্রান্সমিট বাটনটা চেপে ধরতেই চুপ হয়ে গেল রেডিওটা। 'ফিলিপ, তুমি যদি আমার কথা শুনতে পারো, তাহলে জবাব দাও। ওভার!'

কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধতাটাই ছিল তার উত্তর, তবে এরপরই ভাঙা-ভাঙা কিছু শব্দ ভেসে আসলো। ' খাদটাকে বড় করে খোঁড়ার চেষ্টা করছি যাতে বেশি শ্রমিক একসাথে কাজ করতে পারে... ঘড়ি ধরে ধরেই এগুচ্ছি'

'দ্রুত করো, ফিলিপ!' তাড়া দিল স্যাম। 'জায়গাটা এখন তাসের ঘরে পরিণত হয়ে গেছে।'

'...সেরাটাই চেষ্টা করছি... ধুর, শ্রমিকগুলো কথা বুঝে না' এরপর লম্বা সময় ধরে খড়খড় শব্দটাই ভেসে আসতে লাগলো।

'জিনিসটা অকার্যকর হয়ে গেছে,' মাথা নাড়তে নাড়তে নিজেকেই বলল স্যাম। রেডিওটা ঠোঁটের সাথে লাগিয়ে বলল, 'আমাদেরকে একটু পর পর অবস্থাটা জানিয়ো!' বলা শেষে ওয়াকি-টকিটা বন্ধ করে ম্যাগির দিকে ঘুরে দাঁড়ালো স্যাম। 'আমাদেরকে অনেক লম্বা সময় অপেক্ষা করতে হবে।'

মাথা বাঁকিয়ে ধ্বসে পড়া মন্দিরটার আর্তনাদ শুনছে ম্যাগি। 'যদি এতটা লম্বা সময় আমরা পাই আরকি!' তার কণ্ঠের উদ্বেগটা পরিষ্কারভাবে বুঝা

BanglaBook.org

যাচ্ছে। ম্যাগির কাঁধে হাত রেখে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলো স্যাম, কিন্তু সে কাঁধ ঝাড়া দিয়ে হাতটা সরিয়ে দিল। 'আমি ঠিক আছি, স্যাম।'

ম্যাগিকে রুম থেকে বেরিয়ে যেতে দেখছে স্যাম। কক্ষটার চারপাশে আলো ফেলে আরেকবার দেখে নিয়ে সেও ম্যাগিকে অনুসরণ করার জন্য ঘুরতে যাচ্ছিল, কিন্তু মেঝের সোনা-রুপার প্যাটার্নটা আটকে দিল তাকে। এটা কোন মসৃণ চেক-বোর্ডের প্যাটার্নের মত না। বরং বেশ জটিল আঁকাবাঁকা একটা ধারা। প্যাটার্নটার দুই কোনায় একগুচ্ছ সোনালি পাত দিয়ে তৈরি দুটো চতুর্ভুর্জাকৃতির ক্ষেত্র রয়েছে। একটা কক্ষের এই পাশের ডানকোণায়, অপরটা বিপরীত পাশের বামকোণায়।

প্যাটার্নটা নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে স্যাম। এটাকে বেশ পরিচিত লাগছে তার। ঘুরে মেঝেতে আলো ফেলে ভালভাবে খতিয়ে দেখছে প্যাটার্নটা।

'কী হয়েছে?' তাকে পিছন ডেকে বলল ম্যাগি।

'একটু দাঁড়াও!' রুমের ধাতব মেঝের একদম শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে স্যাম। নীরবেই দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। নিজের মনকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। সে অনুভব করতে পারছে এখানেই কোন একটা সূত্র লুকিয়ে আছে। লাশ দুটো তার মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটিয়েছিল, নাহলে আরো আগেই তার নজরে পড়তো এটা।

'হায় ঈশ্বর,' বিড়বিড় করে বলে উঠলো স্যাম।

ম্যাগি ফিরে এসে তার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, 'কী?'

তাদের সামনে ত্রিশ সারি জুড়ে বিছানো বড় বড় পাতগুলোর উপর আলো ফেলল স্যাম। 'তুমি ঠিকই বলেছিলে। পেরুর অন্যান্য ইনডিয়ান জাতিদের কেউ এটা সাথে জড়িত ছিল। এটা ইনকাদের না।'

'কী বলছো তুমি?' জিজ্ঞেস করলো ম্যাগি। 'মূর্তিটা তো নিশ্চিতভাবেই ইনকাদের প্রমাণ দেয়।'

'আমি মূর্তির কথা বলছি না। ইনকারা হয়তো পরে ওটাকে ওখানে বসিয়েছে। আমি বলছি মেঝেটার কথা। এই পুরো কক্ষটার কথা। ঐ গুপ্ত-ফাঁদগুলোর কথা।'

'বুঝতে পারছিনা।'

'প্যাটার্নটার দিকে তাকাও। এটা এত বড় যে আমিও প্রথমে ধরতে পারিনি।' বলে মেঝের উপর ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল স্যাম। 'প্রাচীন পেরুর বিভিন্ন উপজাতি যেমন পারাকাস, হুয়ারি, নাজকা, মোশে, এমনকী ইনকাদের কারোরই লিখিত কোন ভাষা ছিল না। চিত্রলিখন পদ্ধতি ব্যবহার করতো তারা। তাদের আঁকা বিভিন্ন ছবি এবং কাপড়ের বুননের এপিগ্রাফ, পিক্টোগ্রাফ থেকে যতটা বুঝা গেছে যে প্রতিটা উপজাতিরই লিখিত প্রতীকগুলো বেশ বিস্তৃত এবং আলাদা আলাদা ছিল। এই প্যাটার্নটার দিকে তাকাও। দুই কোনায় থাকা সোনালি টালিগুচ্ছগুলো আঁকাবাঁকা সর্পিলাকার লাইনে যুক্ত হয়ে আছে। এরকমটা আগে কোথায় দেখেছিলে?'

BanglaBook.org

ম্যাগি একটু কাছে এগিয়ে আসলো। 'মাই গড, তুমি ঠিকই বলেছো। এটা তো বিশালাকৃতির এক পিক্টোগ্রাফ।' স্যামের দিকে তাকালো ম্যাগি। উত্তেজনায় তার চোখ জ্বল জ্বল করছে। 'এটা ইনকাদের নিদর্শন নয়, এটা মোশেদের।'

'আঙ্কেল হ্যাঙ্কও এরকমটাই ধরতে পেরেছিল,' বিড়বিড় করে বলল স্যাম। 'আমরা এখন মোশে পিরামিডের ভিতরে আছি।'

'কী? মোশেদের ব্যাপারে প্রফেসর কঙ্কলিন কখন বলেছিল?'

স্যাম ভুল করে তার চাচার গোপন কথাটা বলে ফেলেছে। ধরা পড়ে গেছে বুঝতে পেরে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। তাদের বর্তমান অবস্থার কথা বিবেচনা করে দেখলো যে এখন কারো থেকে কোন কিছু গোপন করাটা বোকামি হয়ে যাবে। 'শুনো, ম্যাগি, আঙ্কেল হ্যাঙ্ক তোমাদের সবার থেকেই কিছু ব্যাপার গোপন করে রেখেছিল।' এরপর স্যাম তার চাচা কীভাবে উপকূলের দিকে থাকা মোশে পিরামিডের চূড়ার সাথে মিলিয়ে এখানের সানপ্লাজা আবিষ্কার করেছে সেটা সংক্ষেপে জানালো। 'মমিটা নিয়ে ফিরে যাওয়ার আগেই আঙ্কেল হ্যাঙ্ক এটা জানতে পেরেছিল।'

মুখ বাঁকালো ম্যাগি। 'ওহ, তাহলে আমি একাই শুধু কথা গোপন করে রাখিনি?'

ম্যাগির তথ্য গোপন রাখা নিয়ে সে কীরকম রুক্ষ ভাবে তাকে তিরস্কার করেছিল, সেটা মনে পড়ায় অস্বস্তিবোধ করছে স্যাম। 'দুঃখিত, ম্যাগি।'

লম্বা একটা সময় ধরে কেউই কোন কথা বলছে না। শেষমেশ, ম্যাগিই নীরবতা ভেঙে বলল, 'এটা বেশ জটিল চিন্তাধারা। কক্ষের জটিলতার কথা বিবেচনা করে বলতেই হয় যে ধাতুবিদ্যায় মোশেরা ইনকাদের থেকে বেশি দক্ষ ছিল। তারা তাদের জমির জন্য অপরিশোধিত পাম্প এবং গিয়ারের সাহায্যে বিস্তৃত খাল খনন করে সেচ ব্যবস্থাও নির্মাণ করেছিল। ধাতুর সাহায্য এমন ফাঁদ নির্মাণের সামর্থ্য যদি কোন উপজাতির থেকে থাকে, তাহলে ওটা এক মোশেদেরই ছিল।' মেঝের প্যাটার্নটার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাচ্ছে ম্যাগি। 'তুমি তো একজন দক্ষ এপিগ্রাফার। প্যাটার্নটা কী বুঝাচ্ছে?'

স্যাম তার লাইটের সাহায্যে ইশারা করে করে ব্যাখ্যাটা দিচ্ছে। 'সোনালি পাতের গুচ্ছকে যুক্ত করা সিঁড়ির মত প্যাটার্নটার দিকে তাকাও। এর মানে হচ্ছে পৃথিবী থেকে কোন অন্তর আত্মা উদিত হয়ে দেবতাও আত্মার রাজ্যের দিকে উদিত হচ্ছে।' ম্যাগির দিকে ফিরে তাকালো এবার। 'সহজ ভাষায় বললে, এটা স্বর্গে যাওয়ার রাস্তা।'

'ঈশ্বর...'

'শুধু তাইনা।' স্যাম উপরের সিলিং-এর দিকে আলো ফেলে দেখালো। সিলিং-এ মেঝের প্যাটার্নের ঠিক বিপরীত প্যাটার্নটা দেখা যাচ্ছে। 'নিচের প্রতিটি সোনালি পাতের বিপরীতে উপরে একটা একটা করে রুপালি পাত রয়েছে। রুপালিগুলোর বিপরীতে সোনালি পাত। মোশেরা... এই ক্ষেত্রকে

BanglaBook.org

ধরলে অবশ্য ইনকারাও দ্বিত্বতায় বিশ্বাস করতো। কুঁইচা ভাষায় দুটো শব্দ আছে *ইয়ানানতিন* এবং *ইয়ানপঁক*... মানে বিপরীত চিত্র। যেমন–আলো এবং অন্ধকার, উপর এবং নীচ।'

'ইয়িং আর ইয়াং,' বিড়বিড় করে আউড়ালো ম্যাগি।

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। অনেক সংস্কৃতিতে এই দ্বিত্বতার বিশ্বাস প্রচলিত আছে।'

'তো, তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছো... ' ম্যাগির চোখ ঘুরে গেল দুমড়ে-মুচড়ে পরে থাকা লাশ দুটোর।

স্যাম তার বাক্যটা শেষ করে দিল, 'হ্যাঁ, স্বর্গের সাথে সাথে নরকে যাওয়ার পথও এটা।'

●●●

ধ্বসে পড়া পর্বতচূড়াটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে ফিলিপ। ভূ-গর্ভস্থ মন্দিরের পুরো ছাদটা নিজে থেকেই মাটির নিচে তলিয়ে গেছে। সাথে রেখে গেছে দশফুট গভীর কাদামাটি এবং ছড়িয়ে পড়ে থাকা অসংখ্য পাথরের টুকরো। তলিয়ে যাওয়া চূড়াটা থেকে এখনো ঝাপসা ধোঁয়া বের হচ্ছে। দেখতে অনেকটা বাষ্পীভূত আগ্নেয়গিরির মত দেখাচ্ছে চূড়াটাকে।

যোগাযোগ করার তাঁবুর কাছে তার আগের অবস্থানেই বুকের উপর আড়াআড়ি ভাবে হাত জড়ো করে দাঁড়িয়ে আছে ফিলিপ। স্যামের সাথে আরেকবার কথা হতে এখনো আধা ঘণ্টার মত বাকি আছে। কুঁইচা শ্রমিকদের সবাই ই আছে, তবে একদম অকাজের শ্রমিকগুলো। ফিলিপ হাত নেড়ে নেড়ে অভিনয় করে তার নির্দেশনাগুলো বুঝিয়ে দিয়েছিল তাদেরকে। তবুও, তারা তার নির্দেশনাগুলো ঠিক ভাবে পালন করতে পারছে না।

ফিলিপ সন্দেহ করছে যে, শ্রমিকরা ইচ্ছা করেই তার নির্দেশনাগুলো ভুল ভাবে নিচ্ছে। স্যামের সতর্কতা উপেক্ষা করে ইনডিয়ানদেরকে জোর করে মূলখাদটা আবার খনন করতে বাধ্য করেছিল সে। টেক্সান স্যামের সেই আশঙ্কা মিলে যেতে খুব বেশি সময় লাগেনি। কয়েকজন শ্রমিক মিলে গ্রানাইটের বড় বড় ফলকগুলো তোলার চেষ্টা করতেই মন্দিরটা ধ্বসে পড়ে। ধ্বসে পড়ার সময় এক ইনডিয়ানের পাও ভেঙে গিয়েছে। এরপর থেকেই, কুঁইচাদের মেজাজ ক্ষিপ্ত হয়ে আছে তার উপর। তাই তারা তার আদেশগুলো ঠিকমত মানছে না।

স্যামের সাথে কথা বলার সময়, ফিলিপ ইচ্ছা করেই ছাদ ধ্বসে পড়ার পিছনে তার হাত আছে সেটা উল্লেখ করেনি। ভাগ্যটাও তার সাথে ছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল থাকায় কোনরকম বর্ণনা দেওয়ার হাত থেকে বেঁচে গেছে সে।

জঙ্গলের ধারের দিকে নজর ফেললো ফিলিপ। আর কিছু হোক বা না হোক, শ্রমিকরা তো অন্ততপক্ষে জঙ্গলঘেরা পাহাড়টার গোঁড়ায় লুটেরাদের আংশিকভাবে খোঁড়া গর্তটা খুঁজে বের করতে পেরেছে। সে হিসাব করে দেখেছ, মন্দিরের ভিতর পৌছাতে হলে সুড়ঙ্গটাকে অন্ততপক্ষে আরো চল্লিশ

BanglaBook.org

ফুটের মত খুঁড়তে হবে। আর, কাজের এখন যে গতি তাতে স্যামকে তার বলা দুইদিনের পরিবর্তে চারদিনের মত লেগে যাবে কাজটা শেষ করতে।

'এমনই লাগবে, যদি না সাহায্যটা তাড়াতাড়ি এসে উপস্থিত হয়,' নিজেকেই বলছে সে। আর, যদি না আসে, তাহলে তার সহ-শিক্ষার্থীদের সর্বনাশ হয়ে যাব। মন্দিরটা ঠিকমত দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দিহান হয়ে আছে ফিলিপ। আর, যদি পারেও, তারপরও তখন পানিটা হয়ে উঠবে খুবই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই আর্দ্রতায় পানিশূণ্যতায় ভুগে মরে যাওয়াটাও বড় একটা হুমকি তাদের জন্য। সে তার হাতে বা দায়িত্বকালীন অবস্থায় কাউকে মরতে দিতে চায় না। যদি তার নামের সাথে এমন একটা কলঙ্ক জড়িয়ে যায়, তাহলে তার শঙ্কা এইটাই যে, এর কারণে নিকট ভবিষ্যতে তার হার্ভাডে কোন পজিশন পাওয়ার সম্ভাবনাটা হয়তো হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।

পড়ন্ত বিকালের সূর্যের আলো থেকে চোখ ঢেকে নিয়েছে ফিলিপ। সাহায্যের জন্য ভোরের দিকে শ্রমিকদের দুইজন তাদের লম্বা ও শীর্ণ পায়ে গ্রামের দিকে দৌড়ে গেছে। একই গতি বজায় রেখে সারাদিন দৌড়ানোর সামর্থ্য আছে ঐ দুই তরুণের। যদি তাই হয়, তাহলে আর কিছুক্ষণের মাঝেই ভিলাকঁচা নামের ক্ষুদ্র গ্রামটায় পৌছে যাওয়ার কথা তাদের। সেখান থেকে সাহায্যের জন্য টেলিফোন করতে পারবে তার। আর, উপযুক্ত সাড়া পেলে, আগামী দুইদিনের মাঝেই কোন উদ্ধারকারী দলের চলে আসার কথা এখানে।

ফিলিপের সকল আশা-ভরসা এখন এই একটার উপরই–*উদ্ধার*। অন্য কেউ সাথে থাকলে, দোষটা হয়তো সরাসরি তার ঘাড়ে এসে পড়বে না। তখন যদি শিক্ষার্থীরা মারাও যায়, তারপরও এই ঘটনার জন্য তাকে এককভাবে কোন দায় নিতে হবে না। দোষটা অন্যের সাথে ভাগ করে নিতে পারলে হয়তো তার নিজের রেকর্ডেও কলঙ্কের ছাপটা অতটা গভীর ভাবে পড়বে না।

তবে, এটা ছাড়াও অন্য আরেকটা কারণে সে উদ্ধারকারী দলের তাড়াতাড়ি এসে পৌছানোর জন্য প্রার্থনা করছে। সূর্য প্রায় ডুবতে বসেছে এখন। আর, সাথে সাথে ফিলিপের ভয়ও বাড়ছে এই ভেবে যে, জঙ্গলের এই কর্কশধ্বনির মাঝে আরো একটা লম্বা অন্ধকারাচ্ছান্ন রাত একটা কাটাতে হবে তাকে। গিলের্মো সালা এখনও বাইরে কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিশ্চিতভাবেই, আক্রমণের জন্য সঠিক সময়টার অপেক্ষা করছে সে।

দূরের ভিলাকঁচা গ্রামটার তাকিয়ে দৌড়াতে থাকা ইনডিয়ান তরুণ দুটোর জন্য বিড়বিড় করে প্রার্থনা করছে ফিলিপ। 'তাড়াতাড়ি কর, বেটারা!'

●●●

জঙ্গলের রাস্তাটায় পা দিয়ে অস্ত যেতে থাকা সূর্যের দিকে একবার তাকালো ভিক্ষু ওটেরা। রোবের বড় টুপিটা মাথার উপরে টেনে দিয়ে তার চেহারাটা

আড়াল করে নিচ্ছে। আগামীকাল দুপুরের মাঝেই ধ্বংসস্তুপটার কাছে পৌছে যাওয়ার কথা তাদের। 'চলো,' আদেশ দিয়ে আগে আগে চলতে শুরু করেছে সে।

পিছনে থাকা বাদামি রোব পরা পাঁচজন সন্ন্যাসী তাকে অনুসরণ করে এগুচ্ছে। তাদের গায়ের সাথে রোবের ঘষা লাগা খসখসে শব্দটা ছাড়া আর কোন শব্দ নেই এখন জঙ্গলে। সূর্য ডোবার সময় হলে, আশ্চর্জনক নীরব-নিস্তব্ধ হয়ে উঠে জঙ্গলটা। মনে হয় যেন রাতে আসন্ন কোন বিপদের আশঙ্ক শ্বাস আঁটকে রেখেছে জঙ্গলের প্রাণীগুলো। আর কিছুক্ষণের মাঝেই অন্ধকারের শিকারী প্রাণীগুলো তাদের শিকারের জন্য নেমে পড়বে।

জমে থাকা নীরবতার জন্যই জঙ্গলের ডালপালা মাড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে তাদের দিকে দৌড়ে আসতে থাকা কারো উপস্থিতিটা ধরতে পারছে ভিক্ষু ওটেরা। মাথা ঝুঁকিয়ে ফেলেছে সে। না, একজন না, দুইজন এগিয়ে আসছে। কোন কথা না বলে শুধু হাত উঁচিয়ে ধরতেই তার পিছন পিছন আসতে থাকা সন্ন্যাসীরা থেমে পড়েছে। চার্চ তাদেরকে ভালভাবেই প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

অল্পসময়ের মাঝেই রাস্তার মাথায় খালি গায়ে দৌড়াতে ইনডিয়ানদেরকে দেখতে পেল সে। তাদের শরীর ঘামে চকচক করছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন, ডুবতে থাকা সূর্যের সর্বশেষ কিরণে তাদের শরীরগুলো উজ্জল আভায় জ্বলজ্বল করছে। আরেকটু কাছে এগিয়ে আসতেই দেখতে পেল যে, জঙ্গলের কাঁটায় লোক দুটোর শরীর চিরে-কেঁটে গেছে, হাত-পাও দুর্বলভাবে কাঁপছে। বুঝতে পারছে যে, অনেক দূর থেকে মোটামুটি বেশ ভাল গতিতেই দৌড়ে এসেছে তারা।

বিড়বিড় করে স্বস্তির প্রার্থনা পড়ছে ভিক্ষু ওটেরা। যদিও সে তার শৈশবের দৈন্যদশাটার কথা মনে করতে ঘৃণা করে, তারপরও এখন এটাই উপকারে আসবে। শরীরে মিশ্র রক্ত থাকার কারণে, ছেলেবেলাটা তাকে অনেক তাড়া ও অত্যাচারের মাঝেই কাঁটাতে হয়েছে। প্রতিনিয়ত পরিহাসের শিকার হওয়া থেকে বাঁচার জন্য জঙ্গলের এই ছায়াঘেরা রাস্তাটাই ছিল তার একমাত্র আশ্রয়স্থল। সে কারণেই অন্য যে কারোর চেয়ে এই রাস্তাগুলো সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল ধারণাটা তারই। সে এটাও জানে যে, সাহায্যের জন্য ডাক পাঠালে এই রাস্তা দিয়েই অতিক্রম করতে হবে কাউকে। আর, এরকম কিছুর জন্য তার উপর কিছু নির্দেশনাও দেওয়া আছে। হাত উঁচিয়ে তাদেরকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য পা বাড়ালো ভিক্ষু ওটেরা।

আগন্তুক দলের প্রথম জনকে একটু সতর্ক মনে হচ্ছে। এটাই স্বাভাবিক, যেহেতু জঙ্গলগুলোতে অনেক গেরিলা ও দুর্বৃত্তরা তাদের আস্তানা গেড়ে বসেছে। কিন্তু, সন্ন্যাসীদের পরনে থাকা রোব ও গলায় ঝুলতে থাকা রুপালি ক্রুশগুলো চোখে পড়তেই থেমে গেলে ইনডিয়ান লোকটা। হাঁটু ভেঙে মাটিতে বসে পড়েছে সে। কুঁইচা ভাষা সন্ন্যাসীদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

BanglaBook.org

মাথা নত করে তার ধন্যবাদ গ্রহণ করলো ভিক্ষু ওটেরা। লম্বা হাতায় মোড়ানো হাতগুলো আড়াআড়িভাবে বুকের উপর স্থাপন করে রেখেছে সে। কবজির খোপে লুকিয়ে রাখা চাকুর হাতলের উপর হাত চলে গেছে তার। 'ভয় পেয়ো না, বাছা। শান্ত করো নিজেকে। আমাকে বলো কী হয়েছে।'

'ভিক্ষু... পিতা, আমরা অনেক দূর থেকে দৌড়ে এসেছি। সাহায্য খুঁজতে। পর্বতের উপর কিছু পাগল *আমেরিকানো*দের ওখানে কাজ করি আমরা। ওখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। অনেক ভয়াবহ দুর্ঘটনা।'

'কীরকম দুর্ঘটনা?'

'মাটির নিচে থাকা একটা সমাধি ধ্বসে পড়েছে। *আমেরিকানো*দের কয়েকজন আঁটকে পড়েছে সেখানে। আমরা দেরি করলে মরে যেতে পারে তারা।'

দুঃখী ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাচ্ছে ভিক্ষু ওটেরা। 'আসলেই ভয়ানক,' তার আঞ্চলিক কুঁইচা ভাষায় বলছে এখন। যদিও এই ভাষায় কথা বলতে হচ্ছে দেখে ভিতরে ভিতরে চটে গেছে সে। *রুনা সিমি* নামে একটা পুরোনো ভাষা আছে। ইনকাদের ভাষার একটা বিক্ষিপ্ত উপভাষা ওটা। ঐ ভাষাটা ছিল খুব মসৃণ এবং ভিত্তিমূলক, গরীব মানুষদের মুখের ভাষা। আর, তার স্বজাতীয় মানুষগুলোই কীভাবে এখন সেটার বদলে এই কুঁইচায় অনর্গল কথা বলছে। অন্তরে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠেছে তার। তবে, রোবের আড়ালে সেটা আড়াল করে রেখেছে সে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভয়ার্ত ইনডিয়ান লোকটার মুখ থেকে বিস্ফোরণ এবং তাদের নষ্ট স্যাটেলাইট ফোনের গল্পটা শুনছে ওটেরা। মাঝে মাঝে দুলিয়ে দুলিয়ে জানাচ্ছে যে, সে তাদের যন্ত্রণাটা বুঝতে পারছে।

'সেজন্যেই আমাদের তাড়াতাড়ি করতে হবে, পিতা, এরচেয়েও বড়সড় কোন ক্ষতি হয়ে যাওয়ার আগেই।'

নিজের *ঠোঁটগুলো* ভিজিয়ে নিচ্ছে ভিক্ষু ওটেরা। তার মানে *আমেরিকানো*দের মাঝে একজন ধ্বংসস্তুপের মাঝে এখন দলছুট হয়ে আছে। 'হ্যাঁ, আমাদের আসলেই তাড়াতাড়ি করতে হবে,' হাঁপাতে থাকা ইনডিয়ানের সাথে সায় দিচ্ছে। 'তুমি খবরটা আমাদেরকে জানিয়ে খুব ভাল করেছো, বাছা।'

কৃতজ্ঞতা ও স্বস্তিতে মাথা নুইয়ে ফেলেছে ইনডিয়ান লোকটা।

নত হওয়া লোকটাকে পাশ কাঁটিয়ে অন্যজনের দিকে এগিয়ে গেল ভিক্ষু ওটেরা। 'তুমিও ভাল কাজ করেছো, বাছা!'

দুইজনের মাঝে এই লোকটা কথাবার্তার সময় চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। ভিক্ষুর আর্শীবাদের পরও মাথা নত করছে না সে। তার চোখগুলোতে একধরনের সতর্কতা দেখা যাচ্ছে। মাথা নত করার বদলে এক কদম পিছিয়ে গেল লোকটা। কোনভাবে বিপদটা আঁচ করতে পারছে সে। তবে, একটু বেশ দেরি করে ফেলেছে।

BanglaBook.org

কবজির নিচে লুকিয়ে রাখা লম্বা ব্লেডটা বের করে সাঁই করে একবার ঘুরালো শুধু ভিক্ষু ওটেরা। তাতেই কাজ হয়ে গেছে। কাঁটা গলার উপর হাত চলে গেছে লোকটার। রক্ত পড়া বন্ধ করার চেষ্টা করছে সে, কিন্তু পারছে না। হাঁটু ভেঙে মাটিতে পড়ে যাওয়ার সময় রক্তের ফিনকিটা এসে লাগলো ভিক্ষুর রোবে। *প্রার্থনার জন্য বেশি দেরি করে ফেলেছিস, হারামজাদা বিধর্মী!* চোখ রাঙ্গিয়ে উঠে, ভিক্ষু ওটেরা তার বুট লাগানো পা দিয়ে লাথি মেরে পিছনের দিকে ফেলে দিল গোঙরাতে থাকা লোকটাকে।

লাশটা পেরিয় আবারো পথটার উপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করেছে ভিক্ষু ওটেরা। অন্য সন্ন্যাসীরা প্রথম ইনডিয়ানটাকে নিয়ে কাজ সময় একটা শব্দও তার কানে আসেনি। সন্তুষ্টিতে মাথা দোলাচ্ছে সে।

চার্চটা আসলেই খুব ভালভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছে তাদেরকে।

•••

ওয়াইনের স্বাদটা পরখ করছে জোয়ান। এটা বেশ পুরোনো মারলট। খুব একটা শুষ্ক না। সাথে একধরনের মিষ্টি সৌরভ রয়েছে। মাথা নেড়ে ওয়েটারকে নির্দেশ দিল তার গ্লাসটা পুরোপুরিভাবে ভরে দেওয়ার জন্য। মিষ্টি হাসি হেসে ওয়াইনটার প্রশংসা করছে জোয়ান।

মোম প্রজ্জ্বলির টেবিলের অপর পাশে থাকা হেনরিও হাসছে। 'একই সাথে একজন ফরেনসিক প্যাথোলজিস্ট এবং ওয়াইন বিশেষজ্ঞ! বাহ! তুমি অনেক বিস্ময়ের এক মহিলা। তবে, আমরা যতটা মনে পড়ে, তুমি তো বিয়ার আর টেকিলার জন্য বিখ্যাত ছিলে।'

মৃদুভাবে হাসছে জোয়ান। 'সময়ের সাথে সাথে একজন মানুষের স্বাদেও পরিবর্তন আসে। সাথে পাকস্থলীরও তো একটা সহনশীলতা আছে।' হেনরির দিকে তাকিয়ে আছে সে। হেনরি এখনো তার কালো আচ্ছাদনেই রয়েছে। কুঞ্চিত সাদা শার্ট, বিবর্ণ গোলাপী টাইয়ের উপর কাঠকয়লা বর্ণের ডাবল-ব্রেস্টেড জ্যাকেট পরে আছে হেনরি। এই পোশাকের কারণে তার কালো চুলের ফাঁকে ফাঁকে থাকা ধূসর চুলগুলো পরিষ্কারভাবে ফুঁটে উঠেছে। সেই সাথে মুখে ক্লিন-শেভের কারণে ফুটে উঠা নিষ্পাপ অভিব্যক্তি। তাকে দেখে এটা আন্দাজ করা কঠিন যে, এই লোকটাই আগের সপ্তাহে পেরুর জঙ্গলগুলো চষে বেড়িয়েছে। 'আমাকেও এটা বলতে হচ্ছে যে, তুমিও চমকে পরিপূর্ণ একজন, হেনরি। এত বছর ধরে মাঠ পর্যায়ে কাজ করার পরও কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি তোমার।'

সিজার সালাদের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে তার দিকে নজর ফিরিয়ে আনলো হেনরি। তার মুখে একটা দুষ্টুমির হাসি ফুঁটে উঠেছে। হেনরির মুখের এই অভিব্যক্তির কারণে কলেজের দিনগুলোতে ফিরে যেতে বাধ্য হল জোয়ান। 'কেন, ড এঙ্গেল,' টিপন্নি কাঁটছে হেনরি, 'আমি যদি তোমাকে ভালভাবে না চিনতাম, তাহলে বলতাম তুমি কি আমাকে পটাতে চাচ্ছো?'

BanglaBook.org

'এটা শুধুই একটা মন্তব্য মাত্র, প্রফেসর কঙ্কলিন। পেশাদারিত্বের সৌজন্যতা থেকে বেশি কিছু না। এখানে ভিজিটিং-এ আসা সকল ডক্টরকেই আমি এরকমটা বলি।'

'আহ... তোমার একাডেমিক জনপ্রিয়তার কারণটা বুঝা যাচ্ছে এখন।' বলে হাসতে হাসতে কাঁটা চামচ রুটির টুকরা তুলে নিচ্ছে হেনরি।

অপমানিত হওয়ার ভান করে হেনরির দিকে হাতের ন্যাপকিনটা ছুড়ে মেরেছে জোয়ান।

'আও!!' হেনরি এমনভাবে হাতের পিঠটা ঘষছে যেন কিছু কামড়ে দিয়েছে তাকে। 'আচ্ছা, আচ্ছা... আমার মনে হয়, কাজ নিয়ে কথা বলাটাই ভাল হবে এখন।'

'হয়তো, তাই করা যাক,' ক্লান্ত হাসি হেসে বললো জোয়ান।

সন্ধ্যার এরপরের কয়েকটা মুহূর্ত তারা কাঁটালো একে-অপরের ফেলে আসা দিনগুলোর গল্প করতে করতে। হেনরি তার স্ত্রীর ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কথাটা বলার সময় শুধু মাথা দুলিয়েছিল জোয়ান। সে এই খবরটা তাদের এক বন্ধুর থেকে জানতে পেরেছিল। ঠিক ঐ সময়টাতেই এক তিক্ত ডিভোর্সের মাধ্যমে তার বিবাহিত জীবনটারও সমাপ্তি ঘটেছিল। এরপর থেকে দুইজনই নিজেদেরকে পুরোপুরি গুটিয়ে নিয়েছিল তাদের নিজ নিজ পেশায়। এইসময়টায় নিজ নিজ ক্ষেত্রে খ্যাতিও অর্জন করেছে তারা। এর মাঝের সময়টুকুতে, কেউ ই কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রতি তেমন কোন আগ্রহ প্রকাশ করেনি। তারা তাদের বেদনাতুর হৃদয়টাই আঁটকে রেখেছিল তাদেরকে। এটা বলাই যায় যে, অবস্থা যেরকমই হোক না কেন, ব্যথা সবসময় ব্যথা হয়েই থাকে।

'মমির খুলিতে থাকা সোনালি ময়লাগুলো সম্পর্কে নতুন কিছু বের করতে পেরেছো?' শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলো হেনরি।

একটু নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলো জোয়ান। নিজের মাঝে আরো পেশাদারি হাবভাব আনার চেষ্টা করছে। 'বেশি কিছু না। তবে এটা নিশ্চিত যে পদার্থটা স্বর্ণ না। এটা অনেকটা ঘন আঠালো তরলের মত। কক্ষ তাপমাত্রায় এটা নমনীয়। অনেকটা উষ্ণ কাদামাটির মত। আমার ধারণা এটা কোন ভারী ধাতুর সংকর। হয়তো পারদের সাথে অন্যকিছু মিশিয়ে তৈরি করা হয়েছে এটা।'

ভ্রুঁ-কুঁচকে গেছে হেনরির। আলতোভাবে মাথা নাড়ছে সে। 'ব্যাপারটা ঠিক মিলছে না। ধাতুর কাজে ইনকারা অতটা দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি। এমনকী গলিত লোহাও ইনকাদের সামর্থের বাইরে ছিল। আর, তারাই কিনা একটা নতুন ধাতুর সংকর তৈরি করেছিল! বেশ অদ্ভুত লাগছে আমার।'

'হয়তো, তারা কিছু একটা শিখতে পেরেছিল। মমির পুরোটা খুলিই ঐ অদ্ভুত ধাতু দিয়ে ভরে দিয়েছিল।'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ। হয়তো...'

'কিন্তু তোমার কেন এটা মনে হচ্ছে যে এটা তারাই করেছে?' জিজ্ঞেস করলো জোয়ান। 'খুলিতে ধাতু ভরে দেওয়াটা?'

'আমি শুধু তত্ত্বটাই দিতে পারব। ইনকারা মাথার খুলিকে ক্ষমতার উৎস ভেবে পূজা করতো। এমনকী তারা তাদের শত্রুর খুলিকেও পানীয়ের মগ হিসেবে ব্যবহার করেছে। আমার ধারণা, ইনকারা হয়তো এই ভিক্ষুর খ্রিস্টান দেবতাকে ভয় পাচ্ছিল। তাই হয়তো, বিদেশীর দেবতার ক্রোধের হাত থেকে বাঁচার জন্য তারা এই অদ্ভুত রীতিটা পালন করেছিল।'

নাক টানছে জোয়ান। 'তাই তারা লোকটার খুলি ছিদ্র করে তার মগজ সরিয়ে, বিদেশী দেবতার সাথে সওদা স্বরুপ সেই জায়গায় এই ধাতুর সংকর দিয়ে ভরে দিয়েছিল?'

অনিশ্চিতভাবে কাঁধ ঝাঁকালো হেনরি। 'এটা শুধুই একটা ধারণা। ইনকাদের খুলি ছিদ্রকরণেরও একটা মোহ ছিল। সারা বিশ্ব থেকে সব খুলি সংগ্রহ করলে দেখবে যে ইনকাদের খুলি বিকৃত করার সংখ্যাটাই বেশি। তাই আমি বলব, এই কাজটার পিছনে কোন ধর্মীয় রীতি লুকিয়ে আছে। তবে, তারপরও, এটা শুধুই একটা ধারণা মাত্র।'

'এবং খুব একটা খারাপও না এটা,' মৃদু হেসে মন্তব্য করলো জোয়ান। 'তবে হয়তো আগামীকাল সংকরটা নিয়ে আরো অনেক কিছুই জানতে পারবে। জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির ধাতু বিদ্যার বিশেষজ্ঞ ডঃ কার্কপ্যাট্রিকের সাথে যোগাযোগ করেছি আমি। এমনিতেও, আমার একটা কাজ করে দেওয়ার কথা ছিল লোকটার। কালকে এসে পদার্থটা পরীক্ষা করে দেখতে রাজি হয়েছেন তিনি।'

তার কথা শুনে হেনরির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 'উনি ধাতুটা পরীক্ষা করার সময় আমি সেখানে থাকতে চাই।'

'অবশ্যই...' বলতে গিয়ে সাথে সাথেই চুপসে গেল জোয়ান। হেনরি এখান থেকে চলে যাওয়ার আগে তার সাথে আরেকবার সাক্ষাৎ করার ছুতো খুঁজছিল সে। আর, এখন হেনরি নিজে থেকেই তাকে সেই সুযোগটা দিয়ে দিয়েছে। 'এ... এটা বেশ ভাল হবে... তোমার সঙ্গ যে-কোন সময়েই স্বাগতম আমার জন্য।' মনে মনে কপাল চাপড়াচ্ছে জোয়ান। সে কেন এমন কিশোরীদের মত আচরণ করছে? আটচল্লিশ বছর বয়স্ক মহিলা সে। নারী-পুরুষের এই খেলাগুলো আর কোন বয়সে গিয়ে আরো স্বাভাবিক হবে?

হেনরিকে তার দিকে তাকিয়ে হাসতে দেখছে জোয়ান। 'তোমার সাথে আবারো কাজ করাটা আমার জন্যও বেশ উপভোগ্য।'

কথাটা শুনে লজ্জায় হালকা লাল হয়ে উঠলো জোয়ান। ন্যাপকিন তার হাত মুছে নিচ্ছে। ওয়েটার ভাজা মাংসের পাত্র নিয়ে হাজির হওয়া কোন জবাব দেওয়া থেকে বেঁচে গেছে সে। দুজনই চুপ করে ওয়েটারের প্লেট, চাকু,

BanglaBook.org

চামচগুলো রেখে যাওয়ার অপেক্ষা করছে। ওয়েটার চলে যাওয়ার পর জিজ্ঞেস করলো জোয়ান, 'তোমার দিকে রহস্যের খবর কী? ডি আলমাগ্রো ব্যাপারে কিছু জানা গেল?'

হালকা হতাশার ছাপ পাওয়া যাচ্ছে হেনরির কণ্ঠে। 'না... আর্চবিশপের লোকদের থেকে খবর জানার অপেক্ষায় আছি এখনও।'

মাথা ঝাঁকালো জোয়ান। 'ধাতুটা নিয়ে কাজ করার সময় তোমার আবিষ্কার করা ডোমিনিক্যান ক্রুশটা নিয়ে ভাবছিলাম আমি। আমার সন্দেহ ওটা কি আসলেই স্বর্ণের নাকি খুলিতে পাওয়া ঐ ধাতু সংকরের?'

ঝট করে দিকে দিকে চোখ তুলে তাকালো হেনরি। 'ওহ, গড, আমি তো এটার কথা ভাবিওনি এখনও।'

হেনরিকে চমকে দিতে পেরে বেশ আনন্দ পাচ্ছে জোয়ান। হেনরির চোখে থাকা প্রশংসার দৃষ্টিটাকে উপভোগ করছে সে। বলে যাচ্ছে সে, 'হয়তো ধাতুটা ইনকারা তৈরি করেনি। সম্ভবত এটা স্প্যানিশ দিগ্বিজয়ীদের তৈরি করা।'

মাথা দোলাচ্ছে হেনরি। 'হ্যাঁ, ব্যাপারটাকে এখন বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে। স্প্যানিশ দিগ্বিজয়ী! ধাতু বিশারদ পদার্থটা পরীক্ষা করার পর হয়তো আমরা এই ধাঁধাময় রহস্যের এই টুকরোটার কোন সমাধান খুঁজে পাব।'

তার এই উদ্যম দেখে হাসি ফুঁটে উঠেছে জোয়ানের মুখে। তার সাথে বিজ্ঞানের রহস্যগুলো নিয়ে থাকা আগ্রহটা ভাগাভাগি করছে–এমন একজন পুরুষের থেকে বেশি আকর্ষণীয় আর কেউ হতে পারে না। বিশেষ করে, সেই পুরুষটা যদি হয় হেনরির মত সুদর্শন কেউ।

'শেরাটনে ফিরে গিয়ে আমাকে প্রথম যে কাজটা করতে হবে তা হল,' বলছে হেনরি, 'ক্রুশটাকে আরো ভালমত পরীক্ষা করে দেখা।'

ভাঁজা মাংসের একটা টুকরো মুখে দিল জোয়ান। রান্নাটা একদম নিখুঁত। এখানকার রাঁধুনীরা কখনো হতাশ করে না। 'তুমি যদি পরীক্ষা করে কিছু পাও, তাহলে যত দ্রুত সম্ভব আমাকে জানিয়ো।'

'সেইক্ষেত্রে... যেহেতু তোমার আমাকে শেরাটনে নামিয়ে দিতেই হবে, তাহলে তুমি নিজেই রুমে এসে দেখে নিও সেটা। সারাদিন ধাতুর সংকর নিয়ে কাজ করার পর, তুমিই এটাকে ভালভাবে যাচাই করতে পারবে।'

মাংসের উপর থেকে চোখ তুলে আনলো জোয়ান। বুঝতে চেষ্টা করছে, হেনরির এই কথাগুলোর মাঝে কি শুধুই একটা আমন্ত্রণের থেকে আরো বেশি কিছু আছে কিনা! সে এমন পুরুষের সাথে বিছানায় যেতে পারবে না যে কিনা তার আগ্রহের দিকে বিরক্তি প্রকাশ করে... হোক সে যত পুরোনো বন্ধুই। তবে, তাদের সন্ধ্যার সময়টাকে বর্ধিত করাত কোন আপত্তি নেই তার।

তার পাত্রের মাংসের টুকরোটা মনোযোগ দিয়ে কাটছিল হেনরি। এর মাঝেই চশমার ফাঁক দিয়ে জোয়ানের দিকে তাকালো সে। জোয়ানের দ্বিধা দেখে চোখে প্রশ্নের অভিব্যক্তি ফুঁটে উঠেছে তার।

BanglaBook.org

জোয়ান তার সিদ্ধান্ত যা নেওয়ার নিয়ে ফেলেছে। 'কেন ন... হ্যাঁ, ক্রুশটাকে নিজ হাতে পরীক্ষা করতে পারলে খুশিই হব আমি।'

'চমৎকার,' বলে মাথা ঝাঁকিয়ে আবারো তার মাংসের টুকরোর উপর চোখ ফিরিয়ে আনলো হেনরি।

জোয়ান দেখতে পাচ্ছে যে হেনরির মুখের হাসিটা প্রশস্ত হয়ে গেছে। আর, তার নিজের মুখের মৃদু হাসিও এখন আরো উজ্জ্বল হয়ে গেছে। তারা হয়তো আসলেই প্রথম ডেটে বের হওয়া দুই কিশোর-কিশোরী।

সন্ধ্যার পরবর্তী সময়টুকুর পরিকল্পনা করে ফেলার পর টেবিলের উপর রাখা খাবারগুলোর উপর মনোযোগ পড়লো তাদের। এরপরের সময়টা খাবার নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করে, নিজেদের পেশার গল্প শুনিয়েই কাটিয়ে দিল তারা। এমনকী, গ্রেট লেকসের উপকূল বরাবর ধেয়ে আসা ঝড়টা নিয়েও আলোচনা করছে। এর এক ফাঁকেই এক সময় এসে তাদের সামনে মিষ্টান্ন পরিবেশন করে দিয়ে গিয়েছে ওয়েটার। তাদের মাঝে থাকা অস্বস্তিটা এখন উষ্ণ স্বস্তিতে পরিণত হয়েছে।

'রাইসে থাকতে কী হয়েছিল আমাদের মাঝে?' যথেষ্ট পরিমাণ স্বস্তি অনুভব করায়, শেষমেশ এরকম একটা অস্বস্তিকর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সাহস পাচ্ছে জোয়ান। 'আমরা কেন একসাথে থাকতে পারিনি?'

কফির কাপটার হাত দিয়েছে হেনরি। 'মনে হয় তখন আমাদের সামনে লম্বা একটা জীবন অপেক্ষা করছিল। তুমি মেডিসিনের দিকে ঝুঁকতে চাচ্ছিলে, আর আমি চাচ্ছিলাম টেক্সাস এ এন্ড এম থেকে মাস্টার্স করতে। মনেহয় না তখন আমাদের মাঝে অন্য কিছু আগলে রাখার মত কোন সুযোগ ছিল। বিশেষকরে, একটা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সম্পর্কে জড়ানো তো একেবারেই অসম্ভব ছিল।'

'পেশাদারি জীবনে ঝুট-ঝামেলা,' বিড়বিড় করে মন্তব্য করলো জোয়ান। তার নিজের স্বামীর কথা একবার ভাবছে সে। বিয়ের পর তার স্বামী প্রতিনিয়ত এই অভিযোগটা করতো তাকে। সে কখনোই তার স্বামীকে সময় দেওয়ার জন্য বাসায় থাকতে পারতো না।

হেনরি তার কফিতে চুমুক দিতে দিতে বলছে, 'হয়তো। আমারও তাই ধারণা। এরপর অবশেষে কিন্তু একসময় এলিজাবেথের সাথে পরিচয় হয় আমার, তোমার পরিচয় হল রবার্টের সাথে।'

'হুমম...'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাপটা টেবিলে নামিয়ে রাখলো হেনরি। 'আমাদের মনেহয় এখন উঠা উচিৎ। পেরুর দলটার সাথে যোগাযোগ করার সময় প্রায় হয়ে এল বলে।'

তার হাত ঘড়ির দিকে তাকালো জোয়ান। প্রায় দশটার মত বেজে গেছে। সময় কীভাবে এত দ্রুত চলে যায়? 'আমারও কাল বেশ সকাল থেকে কাজে নামতে হবে। আজ রাতে ক্রুশটায় নজর দিতে চাইলে, এখন অবশ্যই উঠা উচিৎ আমাদের।'

BanglaBook.org

জোয়ানের মৃদু আপত্তিসত্ত্বেও জোর করে নিজেই বিলটা পরিশোধ করে চাচ্ছে হেনরি। 'তুমি আমার জন্য যে কাজগুলো করছো, তার বিনিময়ে নিদেনপক্ষে এটুকুই তো করতে পারি আমি।' বলে ওয়ালেটটা বের করে আনলো সে। 'আর এমনিতেও, এই খরচটা আমার গবেষণার অনুদান থেকেই কাঁটা যাবে।' বলে জোয়ানের দিকে হাসলো হেনরি।

তার কথা শুনে হাত উঁচিয়ে বিল দেওয়ার দাবি থেকে সরে আসলো জোয়ান। 'যদি সরকারই খরচ দিয়ে থাকে, তাহলে পুরোটাই তোমার উপর।'

কিছু সময় পর, প্রফেসরের সাথে নিজেকে এক এলিভেটরের মাঝে খুঁজে পেল জোয়ান। তাদের গাড়ি ভ্রমণটা বেশি লম্বা ছিল না। এলিভেটরের নীরবতায় আবারো এক ধরনের উদ্বেগ কাজ করতে শুরু করেছে জোয়ানের মাঝে। অষ্টম তলায় পৌছার পর খুলে গেল এলিভেটরের দরজাটা। এরপর আরো দুইটা বাঁক পেরিয়ে হেনরির রুমের সামনে চলে আসলো তারা।

'জগাখিচুড়ি অবস্থা দেখে কিছু মনে করো না,' দরজারর তালায় চাবি ঢুকাতে ঢুকাতে বলছে হেনরি। 'এখানে কাউকে নিয়ে আসার কথা ভাবিনি আমি।' জোয়ানকে ভিতরে ঢুকতে বলে দরজাটা খুলে ধরে রেখেছে সে।

একদৃষ্টিতে প্রফেসরের এলোমেলো হোটেল রুমটার দিকে তাকিয়ে আছে জোয়ান। বিছানাটা উলটে পড়ে আছে। ম্যাট্রেসগুলো ছিন্নচিন্ন। সবগুলো ড্রয়ারই টেনে বের করে উলটো করে রাখা। এমনকী টেলিভিশনটা পর্যন্ত পড়ে আছে কম্বলের গাদার মাঝে, যেটার পিছনের দিকটা খোলা।

'মাই গড!' চমকে গেছে হেনরি।

'তুমি তো বলেছিলে জগাখিচুড়ি, কিন্তু এতটা বেশি তা ভাবিনি।' বিদ্রুপ করার চেষ্টা করছে জোয়ান।

তড়িঘড়ি করে রুমে ঢুকে সবকিছুর দিকে একবার করে চোখ বুলাচ্ছে হেনরি। উলটে পড়ে থাকা টেবিলের কাছে কিছু কাগজের দলার নিচে তার ল্যাপটপটা বের করে আনলো। ঠিক আছে কিনা দেখার জন্য চালু করলো। চালু হওয়ার বীপ শব্দটা শুনে বুঝতে পারলো যে এটার কোন ক্ষতি হয়নি। স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসলো তার গলা থেকে। 'আমার সব গবেষণা এটায়... ঈশ্বরের কৃপা!'

সতর্কতার সাথে রুমটার ভিতর প্রবেশ করছে জোয়ান। 'কোন কিছুতে হাত লাগিয়ো না তুমি। হোটেলের নিরাপত্তাকে ডাকছি। যে ই রুমে ঢুকে এই অবস্থা করে থাকুক, এখনো কাছাকাছিই আছে হয়তো।'

টেবিলটা সোজা করে ওটার উপর ল্যাপটপটা রেখে দিল হেনরি। 'তারা আমার ল্যাপটপটা নেয়নি কেন?'

হোটেরলের ফ্রন্ট ডেস্কে ডায়াল করছে জোয়ান। 'আমার মনে হয় তারা আরো বড় কিছুর পিছনে লেগেছে। বাজি ধরে বলতে পারি, সকালে প্রকাশ হওয়া *বাল্টিমোর হেরাল্ড*-এর প্রতিবেদনটা চোরেদের চোখেও পড়েছে।'

BanglaBook.org

তার কথা শুনে জ্বলে উঠলো যেন হেনরি। 'ক্রুশ!' বলে লম্বা লম্বা পা ফেলে রুমের অপর পাশের দিকে ছুট লাগালো সে।

'আমাকে বলো যে ওটা হোটেলের সেফে রেখেছিলে তুমি,' বলল জোয়ান।

মাথা নাড়লো হেনরি। দেয়ালের উপরের একটা ধাপ সরাচ্ছে সে। 'বিদেশে ঘুরতে ঘুরতে, আমি নিজেই একটা নিরাপত্তার ব্যবস্থা তৈরি করে নিয়েছি।'

ফ্রন্ট ডেস্কে রুমে অনুপ্রবেশকারীদের ব্যাপারে জানানো শুরু করেছে জোয়ান। আর, হেনরি তখন তার সুইস আর্মি নাইফের সাহায্যে দেয়ালের উপর সেঁটে থাকা বস্তুটা খুলে তার আড়ালে থাকা গর্তের ভিতর থেকে মখমলের ভারী থলিটা বের করে এনেছে। থলিটা উপুড় করে বড় ডোমিনিক্যান ক্রুশ এবং রুপালি আংটিটা ঢেলে দিল তার হাতে।

ফোনের রিসিভারটা আবার খোপের জায়গায় রেখে তার দিকে ঘুরে তাকালো জোয়ান। 'নিরাপত্তারক্ষীরা আসছে। ভাগ্য ভাল ছিল এইবার তোমার। পরেরবার থেকে হোটেলের সেফই ব্যবহার করবে।'

এলোমেলো হয়ে থাকা রুমটার দিকে তাকালো হেনরি। 'হয়তো ঠিকই বলেছো তুমি। এই চোরগুলো আসলেই বেশ দক্ষ ছিল।' কিছু না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে জোয়ান। 'আমেরিকাতে আরেকবার ফিরে আসায় স্বাগতম,' তিক্তকণ্ঠে মন্তব্য করলো হেনরি।

রুমের এক কোনায় পড়ে থাকা বার্নি'র স্যুটের বাক্সটা চোখে পড়লো জোয়ানের। বাক্সটার উপর এখনো রশিদটা লেগে আছে। বাক্সটার দিকে একবার তাকিয়ে হেনরির সুদর্শন স্যুটটার দিকে তাকালো জোয়ান। বুঝতে পারছে যে, প্রফেসর সাহেব তাদের 'ডেট' এর জন্য শেষ মুহূর্তে কিছু কেনাকাটা করেছিল। মুখে চলা হাসিটা চেপে রেখেছে সে। মনে মনে চোরগুলোকে অভিশাপ দিচ্ছে জোয়ান। তাদের সন্ধ্যাটাকে নষ্ট করে দিয়েছে ঐ চোরগুলো।

রুমের খোলা দরজার সামনে নীল পোশাক দুজন বৃহদাকৃতির মানুষ এসে উপস্থিত হয়ছে। পরিচয়পত্র দেখিয়ে রুমের ভিতর প্রবেশ করলো তারা। 'আমরা পুলিশকে জানিয়েছি। তারা আপনার বিবৃতি নেওয়ার কিছুক্ষণের মাঝেই এসে উপস্থিত হবে। আপনার জন্য একটি রুম প্রস্তুত করা হচ্ছে।'

জোয়ানের দিকে ঘুরে তাকালো হেনরি। 'তুমি চলেই যাও তাহলে। আমি এখন নিজে থেকেই সামলে নিতে পারব এসব।'

'তাই ভাল হবে আমার জন্য। কালকে ল্যাবে ক্রুশটা নিয়ে আসবে কিন্তু। ডঃ কার্কপ্যাট্রিক এটাকে পরীক্ষা করে দেখবে। এটা আসলেই স্বর্ণের নাকি অন্য কিছুর–সেটা উনিই নিশ্চিত করে বলতে পারবেন।'

শূন্য দৃষ্টিতে রুমটার দিকে তাকিয়ে আছে হেনরি। 'ধন্যবাদ। সাথে করে নিয়ে যাব আমি।'

BanglaBook.org

জোয়ান বের হওয়ার জন্য ঘুরেছে, ঠিক তখনই পিছন থেকে তার হাত টেনে ধরলো হেনরি। ঘুরে হেনরির হাস্যোজ্জ্বল মুখটা দেখতে পেল সে। 'রুমের এই অবস্থার পর হয়তো আমার কথাটাকে অদ্ভুত শোনাতে পারে, তারপরও, রাতটা ভাল কেঁটেছে আমার।'

হেনরির হাতে মৃদু চাপ দিয়ে, সাধারণের থেকে কিছুটা বেশি সময় তার হাতটা ধরে রাখলো জোয়ান। 'আমারও।' মুখে লজ্জিত হাসি ফুঁটে উঠেছে তার। 'কাল দেখা হচ্ছে তোমার সাথে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল হেনরি। 'কালকের সময়ের অপেক্ষায় আছি আমি,' রুম থেকে বেরুনোর সময় হেনরিকে মৃদু গলায় কথাটা বলতে শুনলো জোয়ান।

তার দিকে এবার আর ফিরে তাকালো না সে। শুনতেই পায়নি এমন একটা ভাব নিচ্ছে সে। তখনই হুট করে মনে শঙ্কা জেগে উঠলো যে, তার মুখের রক্তিমাভাটাই হয়তো তার অন্তরের কথা ফাঁস করে দিয়েছে। এলিভেটরের ভিতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ হওয়ার পর স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলল জোয়ান। 'নিয়ন্ত্রণ করো নিজেকে।' শুণ্য এলিভেটরের ভিতরে নিজেকেই সতর্ক করছে। 'সে তোমার পুরোনো বন্ধু। এটুকুই শুধু।'

তবুও এলিভেটর দিয়ে নামার সময়, তার শরীরে একধরনের শিহরণ অনুভব করছে সে। কালকের দিনটা দ্রুত আসছে না কেন!!

●●●

উপর থেকে আরেকটা পাথরের স্তুপ ধ্বসে পড়ার শব্দ শুনে চোখে তুলে উপরের দিকে তাকালো উবু হয়ে থাকা স্যাম। তার চোখ ঘুরছে বাকিদের উপর। অন্যরা সবাই হেমাটাইটের পাত তিনটির কাছাকাছি একত্রিত হয়ে আছে। শব্দ শুনে হালকা শিউরে উঠে ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে নরম্যান। রালফ শুধু একবার ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে, আবার ছোট একটা তুলি দিয়ে হেমাটাইটের পাতের উপর হলুদ রঁজক পদার্থ মাখার কাজে তার মনোযোগ ফিরিয়ে নিয়েছে। ডেনাল একপাশে তার খনিত্রটা নিয়ে বসে আছে। হাত বুলাচ্ছে তার অস্ত্রটার উপর।

শুধু ম্যাগির সাথেই চোখাচোখি হল তার। 'দ্বিতীয় স্তরটা মনে হয় এতক্ষণে ধ্বসে পড়েছে' ফিসফিসিয়ে বলল ম্যাগি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার কথায় সায় দিল স্যাম। এটার অর্থ কী হতে পারে. তা নিয়ে ভাবতে চাইছে না কেউই। ঘড়ির দিকে তাকালো স্যাম। রাত দশটার কিছু বেশি বাজে। ধ্বংসযজ্ঞ যে গতিতে চলছে তাতে অন্তত আরো একটা দিনের মত দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে পিরামিডের শেষ ধাপটা। পাথরগুলো ধীরে ধীরে ধ্বসে পড়ে তাদের দিকে ধেয়ে আসছে। এইরকম ভাবনাগুলো দূর করে রাখার জন্য নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করছে তারা। স্যামই প্রথমে তার

BanglaBook.org

পরীক্ষামূলক রঁজক পদার্থ দিয়ে হেমাটাইটের পাতগুলোর পরীক্ষা করার প্রস্তাবটা তুলেছিল। অনিচ্ছাস্বত্ত্বেও তার প্রস্তাবটা মেনে নিতে আপত্তি করেনি কেউই।

'এখন কী?' জানতে চাইলো রালফ। অনেকক্ষণ ধরে পাতের উপর উবু হয়ে থাকার পর সোজা হয়ে পিঠে টানা দিয়ে নিচ্ছে দীর্ঘদেহী সাবেক ফুটবলার।

তার দিকে এগিয়ে আসলো স্যাম। 'এখন এই লিপোফিলিক দ্রবণ দিয়ে স্পঞ্জের সাহায্যে পাতগুলো থেকে অতিরিক্ত রঁজক পদার্থগুলো মুছে দিতে হবে।' বলে রালফের দিকে একটা শুষ্ক স্পঞ্জ এবং স্বচ্ছ দ্রবণের একটা পাত্র বাড়িয়ে দিল স্যাম।

'আমার কাজও শেষ প্রায়,' বলে দ্বিতীয় স্পঞ্জটার দিকে হাত বাড়ালো ম্যাগি।

স্যামের নির্দেশনায় দুইজন মিলে অল্প সময়ের মাঝেই পাতগুলো পাঠ্যোদ্ধার করার মত উপযোগী করে ফেলেছে। স্যাম তার কাঠের ল্যাম্পটা হাতে নিয়ে চালু করে বলল, 'ফ্ল্যাশলাইটগুলো নিভিয়ে দাও এখন।'

ফ্ল্যাশলাইট নিভিয়ে দেওয়ার পর অন্ধকার যেন আরো শক্তভাবে আঁকড়ে ধরেছে তাদেরকে। হালকা মৃদু বেগুনী আলোক রশ্মিটাই তাদের এবং পরিপূর্ণ কালো অন্ধকারের মাঝে একটা উটকো বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আলোকরশ্মিতে পাত দুটো থেকে এক ধরনের মৃদু সবুজ আভা বিকিরিত হচ্ছে। আরো জড়োসড়ো হয়ে গেছে এখন দলটা।

'বিস্ময়কর,' বিস্মিত হয়ে গেছে ম্যাগি।

স্যামের আল্ট্রাভায়োলেট লাইটের আলোয় প্রাচীন লেখাগুলো পরিষ্কারভাবে ফুঁটে উঠেছে। সবুজ আভায় উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে অক্ষরগুলো। ধাতব পাতে যেদিন খোদাই করে লেখা হয়েছিল, লেখাটাকে সেদিনের মতই স্পষ্ট দেখাচ্ছে।

'আসলেই চমৎকার,' স্যামের পিঠে চাপড়ে দিয়ে বলছে রালফ।

নিজের গর্বিত ভাবটাকে লুকিয়ে রেখেছে স্যাম। পাতের অক্ষরগুলোর উপর হাত বুলাচ্ছে। সতর্কতার সাথে প্রথমপাতের লেখাটা পড়া শুরু করেছে সে। '*নস ক্রিস্তি দেফিনেতে। মালুম নে ফুগাত।*' গভীর মনোযোগ দিয়ে ল্যাটিন লেখাটাকে অনুবাদ করছে স্যাম। 'যীশু রক্ষা করো আমাদের। অশুভ শক্তি যেন কখনো পালাতে না পারে।' কথা বলতে গিয়ে মেরুদণ্ড বরাবর এক ধরনের শিহরণ অনুভব করছে স্যাম।

'ধ্বসে পড়া সমাধিতে আটকে থাকা অবস্থায় এই ধরনের কথা শুনতে পছন্দ হবে না কারোরই।' মন্তব্য করলো রালফ।

'বিশেষ করে, যখন আবার আমরা বসে আছি এক অভিশপ্ত কামরার ঠিক পাশেই,' স্যামের দিকে তাকিয়ে যোগ করলো নরম্যান। 'ঐ রুমের পিক্টোগ্রাফ নিয়ে কী যেন বলছিলে তুমি? স্বর্গের পথ না নরকের পথ কী যেন!'

BanglaBook.org

হাত নেড়ে ফটোগ্রাফারের ভয় উড়িয়ে দিতে চাইছে যেন স্যাম। 'ইহুদী-খ্রিস্টানদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এটাকে কঠিন ব্যাখ্যা বলে মনে হবে। প্রাচীন পেরুভিয়ানরা বাইবেলে উল্লেখিত স্বর্গ-নরককে বিশ্বাস করতো না। তবে, তারা পৃথক পৃথক তিনটি স্তরের অস্তিত্বকে মানতো। এগুলো হল *হানন পাঁচা* মানে উপরের দুনিয়া, *কেই পাঁচা* মানে আমাদের দুনিয়া আর *উকা পাঁচা* মানে নিচের বা ভূর্গভস্থ দুনিয়া। তারা বিশ্বাস করতো যে এই তিন দুনিয়া একটা আরেকটার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়েছিল। যেসব অঞ্চলে এই তিন দুনিয়া একত্রিত হত, সেগুলো ছিল তাদের পবিত্র স্থান। এই স্থানগুলোকে বলা হয় *পাকারিসকাস*।' বলে তার কাঁধের উপর দিয়ে পাশের কক্ষটার দিকে তাকালো স্যাম। 'পাশের চেম্বারের পিক্টোগ্রাফ থেকে আমার ধারণা, ঐ কক্ষটাকে তারা *পাকারিসকাস* ভেবে শ্রদ্ধা ও রক্ষা করতো।'

খোলা দরজার মুখ দিয়ে গুপ্ত ফাঁদ ভর্তি কক্ষটার দিকে তাকিয়ে আছে নরম্যান। 'নিচের এবং উপরের দুই দুনিয়ায়ই যাওয়ার প্রবেশপথ।'

'ঠিক তাই।'

স্যামকে কনুই দিয়ে খোঁচা দিচ্ছে ম্যাগি। 'অনেক হয়েছে! এবার দ্বিতীয় পাতে কী লেখা আছে তা বল।'

গলা খাকরে পরিষ্কার করে দ্বিতীয় পাতটার ঝুঁকলো স্যাম। এইবার শুধু ল্যাটিন অক্ষরগুলোর হাত বুলাতে বুলাতেই অনুবাদ করছে সে। 'ঈশ্বর, আমাদেরকে নিরাপদে রাখুন। আমরা মিনতি করছি। আমরা স্বর্গের উদ্দেশ্যে এই সমাধি ছেড়ে যাচ্ছি। এটাকে যে কখনো বিরক্ত করা না হয়। সাবধান...' পরের দুটো বাক্য পড়তে গিয়ে গলায় শ্বাস আঁটকে গেল যেন স্যামের। 'ওহ, ঈশ্বর!'

তার আরো নিকটে ঝুঁকে পড়েছে ম্যাগি। 'কী?'

অন্যদের উপর একবার করে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে স্যাম। 'এর ওপাশে রয়েছে শয়তানের কর্মকাণ্ড, শয়তানের দলিল। ইডেনের সর্পদেবতার এই পথ আমি আঁটকে দিচ্ছি। নাহলে, মানব জাতি আজীবন অভিশপ্ত হয়ে থাকবে।'

ঝট করে পাঁচজোড়া চোখ ঘুরে গেল খোলা দরজা মুখটার দিকে।

'ইডেনের সর্পদেবতা?' উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করলো নরম্যান।

শান্ত গলায় ব্যাখ্যা করছে ম্যাগি। 'জেনেসিসে এর উল্লেখ আছে। মানবজাতির অনিষ্টকারক। নিষিদ্ধ জ্ঞানের প্রলোভন।'

'এটায় স্বাক্ষর করা আছে,' স্যামের কথা শুনে আবারো পাতের উপর মনোযোগ ফিরে এল সবার। 'ভিক্ষু ফ্রান্সিসকো ডি আলমাগ্রো, আমাদের ঈশ্বরের এক একনিষ্ঠ ভৃত্য, ১৫৩৫।'

স্যামের দিকে তাকালো রালফ। 'তোমার চাচা কি এটাই বলেনি যে উনার ধারণা মমিটা কোন ডোমিনিক যাজকের?'

মাথা দোলালো স্যাম। 'হ্যাঁ। এটাই মনে হয় এই যাজকের সর্বশেষ লিখিত বিবৃতি। সমাধিটা আটকে দেওয়ার পরপরই তাকে হয়তো কোন

BanglaBook.org

কারণে মেরে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু কেন?' সোজা হয়ে দাঁড়ালো স্যাম। 'কী ঘটেছিল এখানে? কক্ষটায় কী এমন আছে যেটাকে মানুষটা এত ভয় পাচ্ছিল? ফাঁদগুলোর ভয় তো নিশ্চয় না। ইডেনের সর্পদেবতা শব্দটা উল্লেখ থাকার পর তো আর সেরকম কিছু মনে হচ্ছে না।'

খোলা দরজাটার দিকে তাকিয়ে আছে ম্যাগি। 'উত্তর যেটাই হোক, সেটা পাশের কক্ষটাতেই কোথাও লুকিয়ে আছে। মোশেরা হয়তো কিছু একটা আবিষ্কার করেছিল, যেটাকে অত্যাচারী ইনকারা ছিনিয়ে নিয়েছিল। এমন কিছু যেটার জন্য আমাদের এই মৃত ভিক্ষু প্রচণ্ড পরিমাণ ভয়ে পেয়ে গিয়েছিল।'

'আঙ্কেল হ্যাঙ্ক যদি এখন এখানে আমাদের সাথে থাকতো!' আফসোস করছে 'আমরা জ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারতাম।'

আরো কিছু পাথরের খণ্ড ধ্বসে পড়েছে। পুরোনো হাড় ভাঙ্গার মত কড়মড় শব্দ শোনা যাচ্ছে। 'আমার মনে হয় না তোমার আঙ্কেল হ্যাঙ্ক এখানে থাকার কোন ইচ্ছা প্রকাশ করতো কিনা!' ছাদের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলো নরম্যান।

ঝট করে দাঁড়িয়ে একটা ফ্ল্যাশলাইট থাবা দিয়ে দখল করে নিল ম্যাগি। 'আমি ঐ কক্ষটা আরেকবার দেখতে চাই।'

সামনে এগুতে গিয়ে ম্যাগির পায়ের কম্পনটা দেখতে পাচ্ছে স্যাম। বুঝতে পারছে যে ম্যাগির এই কৌতুহলটা শুধুই নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্য, যাতে দুঃশ্চিন্তাগুলো তাকে আরেকবার আঁকড়ে না ধরতে পারে। সামনের দিকে পা বাড়ালো সেও। 'দাঁড়াও, আমি তোমার সাথে আসছি।'

রালফও উঠে দাঁড়িয়েছে এতক্ষণে। 'আমি আর নরম্যান গিয়ে উপরের স্তরের অবস্থাটা আরেকবার দেখে আসছি।'

কথাটা শুনেই বড় বড় হয়ে গেছে নরম্যানের চোখ। 'আমি যাব?'

কটমটে দৃষ্টিতে ফটোগ্রাফারের দিকে তাকালো রালফ। 'এরকম মেয়েলি ভাব ছাড়ো তো!'

মুখ বিকৃত করে উঠে দাঁড়ালো নরম্যান। 'আচ্ছা, আচ্ছা।' হাতড়ে হাতড়ে দ্বিতীয় ফ্ল্যাশলাইটটা তুলে নিল সে। গিলের ফেলে যাওয়া যন্ত্রপাতির ব্যাগ থেকে একটা অতিরিক্ত ফ্ল্যাশলাইট খুঁজে পেয়েছিল ডেনাল।

'তাড়াতাড়ি করবে,' তাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছে স্যাম। 'উপরে খুব একটা নিরাপত্তা নেই। আর, লাইটের ব্যাটারীগুলোও বাঁচিয়ে রাখতে হবে আমাদেরকে।'

'মানো আর না মানো,' বলছে নরম্যান। 'রাল্ফের সঙ্গ আর গ্রানাইটের স্খলিত ফলকের মাঝে আটকা পড়ে খুব দ্রুতই ধ্বংস হয়ে যাব আমি।'

ডেনালও উঠে দাঁড়িয়েছে তাদের সাথে সাথে। কোথায় যাবে সিদ্ধান্তটা নিজেই নিয়ে নিচ্ছে। স্যাম ও ম্যাগির পাশে এসে দাঁড়ালো সে।

হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে তাদের পথে যাত্রা শুরু করেছে নরম্যান ও রালফ।

Banglabook.org

'চলো,' বলে সামনের দিকে এগুনো শুরু করলো ম্যাগি।

স্যাম আর ডেনাল তাকে অনুসরণ করে এগুচ্ছে। স্যাম দেখতে পেল যে, দরজার মুখ পেরুনোর সময় ডেনাল তার কপালে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে বিড়বিড় করে প্রার্থনা করছিল।

কোন কথাবার্তা না বলে তিনজন মিলে আবার আসলো পাত বিছানো মেঝের ধারে। সোনা-রুপার পাতগুলোতে তাদের ফ্ল্যাশলাইটের আলোটা উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। কক্ষের অপরপাশে গ্রানাইটের কালো দেয়ালের বিপরীতে *ঠেস* দিয়ে রাখা ইনকা রাজার মূর্তিটা কোন উজ্জ্বল হলুদ নক্ষত্রের মত জ্বলজ্বল করছে। গুপ্ত যন্ত্রগুলোর টিক টিক শব্দের সাথে স্যামের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন একদম মিলে যাচ্ছে যেন। মাথার টুপিটা খুলে এনে মেঝের পিক্টোগ্রাফটা পর্যবেক্ষণ করছে সে। প্রথমে তার পায়ের কাছে থাকা সোনালি পাতগুলোর চতুর্ভুজটার উপর আলো ফেললো স্যাম। এই অংশটা *কেই পাঁচা* অর্থাৎ মানুষের দুনিয়ার প্রতিনিধিত্ব করছে। এরপর, কক্ষের অপর পাশে থাকা আরেকটা চতুর্ভুজাকৃতির ক্ষেত্রের উপর আলো ফেলল। ঐ অংশটা প্রতিনিধিত্ব করছে *হানন পাঁচা* বা উপরের দুনিয়াকে। সোনালি টালির সর্পিলাকার আঁকাবাঁকা পথটা যুক্ত করে রেখেছে দুটো দুনিয়াকে। 'তো?' জিজ্ঞেস করলো সে। 'এখনকী?' স্যাম ইচ্ছা করেই মেঝেতে পড়ে থাকা লাশদুটোর উপর থেকে আলো সরিয়ে রেখেছে।

খাঁচা বন্দী জন্তুর মত অস্থির ভাবে ধাঁধা বিছানো পাতটার উপর পায়চারি করছে ম্যাগি। 'এটা পেরোনোর তো নিশ্চয় কোন উপায় আছে,' বিড়বিড় করে বলছে সে। 'এর ওপাশে যে পুরষ্কারই লুকিয়ে থাকুক না কেন, ধাঁধাটা মিলালেই তো পাওয়া যাবে সেটা।'

'ইডেনের সর্পদেবতা?' জিজ্ঞেস করলো স্যাম।

তার দিকে ঘুরে তাকালো ম্যাগি। প্রতিফলিত আলোয় চোখ জ্বলজ্বল করছে তার। 'লোকটা কী বুঝাতে চাচ্ছিলো তা কি জানতে চাও না তুমি?'

'সত্যি বলব? এই মুহূর্তে শুধু এখান থেকে বের হতে পারলেই খুশি হব আমি।'

'আচ্ছা, যতক্ষণ পর্যন্ত বের না হতে পারছি...' বলতে বলতে পাত বিছানো পিক্টোগ্রাফটার দিকে ঘুরে গেছে ম্যাগি। 'ততক্ষণ পর্যন্ত কাজটা চালিয়েই যাব আমি।' এরপর আর কোন কথা না বলে *কেই পাঁচাকে* প্রতিনিধিত্ব করা সোনালি পাতগুলোর একটার উপর পা রাখলো ম্যাগি।

'মিস ম্যাগি, না!' চিৎকার করে উঠলো ডেনাল।

স্যামও একই সময়ে ম্যাগিকে আঁটকানোর জন্য পা বাড়িয়ে ছিল। কিন্তু ততক্ষণে পাশের আরেকটা সোনালি পাতের উপর চলে গেছে ম্যাগি। স্যামের ধরাছোঁয়ার বাইরে। 'করছোটা কী তুমি?' চেঁচিয়ে উঠলো সে।

পিছন দিকে ঘুরে তাকালো ম্যাগি। তবে, স্যামের দিকে না, ছেলেটার দিকে। 'সবচেয়ে নিরাপদ পথ কোনটা, ডেনাল?'

BanglaBook.org

তার পাশে থাকা ছেলেটার চোখ ঘুরালো স্যাম। ভয়ে কাঁপছে মেঝেতে দাঁড়িয়ে থাকা কুঁইচা ছেলেটা। চোখগুলো বড় বড় হয়ে আছে তার। 'ম্যাগি, তুমি কী বলছো এসব?' বললো স্যাম। 'সে তো জানে না।'

'সে জানে,' উত্তর দিল ম্যাগি। 'আগেরবারও সে আমাকে মেঝেতে পা ফেলার ব্যাপারে সতর্ক করেছিল।' গভীর মনোযোগ দিয়ে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে আছে সে। 'তুমি এটাকে চিনতে পেরেছো। তোমার মুখের অভিব্যক্তিতে সেটা বুঝা যাচ্ছে, ডেনাল।'

এক কদম পিছিয়ে গেল ছেলেটা।

ম্যাগি বলে যাচ্ছে। 'আমি ধাঁধার একটা অংশ মিলিয়ে ফেলেছি। আমি এখন পিক্টোগ্রাফের এমন অংশের উপর দাঁড়িয়ে আছি যেটা আমাদের দুনিয়াকে প্রতিনিধিত্ব করছে।' বলে হাত তুলে কক্ষের অপরপাশে থাকা সোনালি পাতের অংশটার দিকে ইশারা করছে সে। 'আর, আমাকে যেতে হবে উপরের দুনিয়া *হানন পাঁচায়*। এটাই তো, তাই না? কিন্তু মেঝের উপর দিয়ে নিরাপদে এগুনোর রাস্তাটা কোনটা? সোনালি টালির পথ অনুসরণ করা খুব সহজেই অনুমানযোগ্য।'

জোরে জোরে মাথা নাড়ছে শুধু ডেনাল।

ফ্ল্যাশলাইটটা নিচে নামিয়ে আনলো স্যাম। 'ম্যাগি, ডেনালের জানার কথা না—'

ম্যাগির চেহারায় কঠিন অভিব্যক্তি ফুঁটে উঠেছে। ঝট করে ঘুরে গেল সে। সিড়ির মত করে বিছিয়ে রাখা সোনালি টালিগুলোর একটায় পা ফেলতে যাচ্ছে সে।

তখনই চেঁচিয়ে উঠে তাকা থামালো ডেনাল। 'না!' চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে আছে ছেলেটার। 'আমি বলছি আপনাকে।'

হাঁ হয়ে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে আছে স্যাম।

আত্মসমর্পণের ভাব ফুঁটে উঠেছে ডেনালের চোখেমুখে। 'আমাদের গোত্রের বৃদ্ধ গুরুরা এরকম একটা অভিশপ্ত জায়গার গল্প বলেছিল আমাদেরকে। অনেক পুরোনো একটা গল্প। আমি নিশ্চিত ভাবে জানিনা তেমন। তবে, তারা বলেছিল যে *হানন* এবং *কেই* এর মাঝে জীবন সাম্যাবস্থায় থাকবে। এর মাঝ দিয়ে হাঁটতে হলে, আপনাকে অবশ্যই চন্দ্র ও সূর্যকে সমতায় রেখে চলতে হবে।'

'চন্দ্র, সূর্য?' বলে মেঝের দিকে নজর ফিরিয়ে আনলো ম্যাগি। 'ওহ, বুঝেছি! হ্যাঁ, তাই ই তো!' বলে পাশের রুপালি পাতটার উপর পা ফেলল সে।

'ম্যাগি! না!'

স্যামের কথা অগ্রাহ্য করে অন্য আরেকটা সোনালি পাতের উপর চলে গেছে সে। 'সোনালি সিড়িটা ধরে আগানোর জন্য তোমাকে প্রতিটা পদক্ষেপের সাথে সাথে একটা করে রুপালি পাতে পা ফেলতে হবে। সোনালি ও রুপালি পাতের সমতা। মানে সূর্য ও চাঁদের সমতা।'

BanglaBook.org

হাঁক ছাড়লো স্যাম। 'একদম নিশ্চিতভাবে তুমি এটা বলতে পারো না।'

'আমি নিশ্চিত।' ম্যাগি তার যাত্রা অব্যাহত রেখেছে। রুপালি পাত থেকে সোনালিটায় যাচ্ছে, তারপর আবার আরেকটা রুপালি। প্যাটার্নটার উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অস্থিরভাবে কথা বলে যাচ্ছে সে। 'ইনকারা মনে করতো স্বর্ণ হল সূর্যের ঘাম আর রূপা হল চাঁদের কান্না। সূর্য আর চাঁদ... স্বর্ণ আর রুপা...'

মেঝের ধারে অসহায়ের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে স্যাম। শ্বাস নেওয়ার শক্তিও যেন পাচ্ছে না সে।

নিজের উপজাতীয় ভাষায় বিড়বিড় করে কিছু একটা বলছে ডেনাল। ভয়টা স্পষ্ট ভাবেই ফুঁটে উঠেছে তার কণ্ঠে। 'উনি যাচ্ছেন... উনি আর ফিরে পারবেন না।'

স্যাম তার কথাগুলো শুনতে পাচ্ছে না। তার নিজেরই শ্বাস আঁটকে যাওয়ার অবস্থা।

তার হাতে খামচে ধরলো ডেনাল। 'মিস ম্যাগির থামা উচিৎ,' মিনতি করছে ছেলেটা। '*গুরুরা* বলেছিল যে, *হানন পাঁচায়* যাওয়া লোকেরা কখনো ফিরতে পারে না। মিস ম্যাগিকে থামাতেই হবে!'

এতক্ষণে ডেনালে সতর্কতাবাণীর অর্থ বুঝতে পারলো স্যাম। এমনভাবে লাফিয়ে উঠলো যেন আগুনের আঁচ লেগেছে তার শরীরে। 'ম্যাগি!'

তার কণ্ঠে উদ্বেগের আঁচ পেয়ে তার দিকে ফিরে তাকালো ম্যাগি।

'ডেনাল বলছে যে তুমি যদি রুমটার অপর পাশে যাও, তাহলে তুমি আর এদিকে ফিরে আসতে পারবে না।'

একবার অপরপাশের দেয়ালটার দিকে তাকিয়ে আবারো স্যামের দিকে চোখ ফিরিয়ে আনলো ম্যাগি। এখনো আগের টালিটার উপরই দাঁড়িয়ে আছে সে, তবে তার কণ্ঠ কেঁপে কেঁপে উঠছে। 'এ... এর কোন মানেই হয় না। রাস্তাটা শুধু একমুখী হবে কেন?'

'আমি জানি না। কিন্তু এখন এটা পরীক্ষা করে দেখার সময় না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললো ম্যাগি। 'হয়তো তোমার কথাই ঠিক...' বলে সদ্য ছেড়ে আসা পিছনের রুপালি পাতটার উপর আবার পা রাখলো ম্যাগি।

'না!' চেঁচিয়ে উঠলো ডেনাল।

ছেলেটার চিৎকার ম্যাগির জীবন রক্ষা পেয়েছে। চিৎকার শুনে শিউরে উঠে পা ফিরিয়ে আনতেই পা রাখা ঐ রুপালি পাতটা নিচে সরে গিয়ে একদম হাঁ হয়ে গেছে।

'সাবধান ম্যাগি!' চেঁচিয়ে উঠলো স্যাম। 'উপরে!' রুপালি পাতের উল্টোপাশে ছাদে থাকা সোনালি পাতটাকেও সরে যেতে দেখেছিল স্যাম। ছাদের পাতটা থেকে এক ঝাঁক তীর ধেয়ে আসছে নিচের দিকে। তীরগুলো এসে সরাসরি চলে গেলে রুপালি পাত খুলে সৃষ্ট হওয়া গর্তটার ভিতর দিয়ে।

BanglaBook.org

ধাঁরালো তীরের বর্ষণ দেখে পিছিয়ে গেছে ম্যাগি। প্রচণ্ডরূপে পা কাঁপছে তার। খুলে যাওয়া রুপালি টালিটা আবার এর আগের জায়গায় ফিরে এসেছে। হাঁটু ভেঙে মেঝের উপর ঝুঁকে পড়েছে ম্যাগি। 'স্যাম...?'

পাগলের মত হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে ব্যাখ্যা করছে ডেনাল। 'উনি পিছনে ফিরতে পারবেন না। যেহেতু একবার শুরু করে দিয়েছেন, এখন মিস ম্যাগিকে তা শেষ করতেই হবে।'

আতঙ্কে চোখদুটো বড় বড় হয়ে আছে ম্যাগির। অসহায় দৃষ্টিতে তার থেকে ছয় গজ দূরে মেঝেতে দাঁড়িয়ে থাকা স্যামের দিকে তাকিয়ে আছে সে। শুরু হতে থাকা আতঙ্কের ঝলকটা দেখতে পাচ্ছে স্যাম। কী করবে এখন সে?

হঠাৎ করে ভয়ানকভাবে কেঁপে উঠলো পুরো কক্ষটা। সেই সাথে আরো যুক্ত হয়েছে বজ্রধ্বনির মত গর্জন। মেঝের উপর ছিটকে পড়ে গেছে স্যাম। ম্যাগি উবু হয়ে হাত দিয়ে তার মাথা ঢেকে রেখেছে। উপর থেকে দুটো ধাতব টালি খসে পড়েছে। ঝনঝন শব্দের সাথে মাটিতে আছড়ে পড়েছে টালিদুটো।

একমাত্র ডেনালই শুধু নিজের ভারসাম্য রক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে। রুমের প্রবেশমুখের দিকে তাকিয়ে আছে সে। ধুলোর মেঘ পাক খেয়ে ধেঁয়ে আসছে তাদের দিকে। 'মন্দির! ধ্বসে পড়েছে!'

মেঝেটা শান্ত হয়ে যেতেই ঝট করে আবার নিজের পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে স্যাম। 'ওহ্, ঈশ্বর... নরম্যান... রালফ...'

হঠাৎ ধুলোর মেঘ ভেদ করে তীব্র বেগে দুজনকে কক্ষের দিকে আসতে দেখতে পেল তারা। যেন স্যামের ডাক শুনতে পেয়েই ফিরে এসেছে ওরা। কাশতে কাশতে স্যামের পাশে এসে থামলো রালফ। দীর্ঘদেহী কালো মানুষটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত পুরো শরীরটাই গ্রানাইটের ধুলো মেখে ধূসর হয়ে আছে। তার পিছনে থাকা নরম্যানেরও একই অবস্থা। ফটোগ্রাফার রুমে ঢুকেই জোরে হাঁচি দিয়ে উঠেছে।

হাঁসফাঁস করতে করতে বাইরের অবস্থা জানাচ্ছে রালফ। 'মন্দিরটা পুরোপুরি গুড়িয়ে যাচ্ছে!'

চতুর্দিক থেকেই পাথরের গর্জনের শব্দ ভেসে আসতে শুনছে তারা। মাঝে মাঝে শুনতে পাওয়া পাথর আছড়ে পড়ার শব্দটা এখন নিয়মিত হয়ে গেছে। তাদের পাশের কক্ষটার কাছে থেকেই আসছে শব্দটা।

জামার হাতা তার নাক মুছে নিচ্ছে নরম্যান। 'আমাদের উপর এখন আর কিছুই নেই।'

ছোট প্যাসেজের পাশের দেয়ালটার কাছে স্যামকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে রালফ। 'ছুয়ে দেখো!'

গ্রানাইট পাথরের দেয়ালটার উপর হাত রাখলো স্যাম। অত্যধিক পরিমাণ গ্রানাইটের ফলক ও মাটির চাপ সহ্য করতে না পারে কাঁপতে শুরু করেছে

BanglaBook.org

এখন পর্যন্ত অক্ষত থাকা এই শেষ দেয়ালগুলো। 'খুব দ্রুত পতন ঘটছে জায়গাটার,' জোরে জোরে বলে উঠলো স্যাম।

হঠাৎ করে পেছন থেকে জরুরি কণ্ঠে তাদেরকে ডেকে ফেরালো নরম্যান। সোনা-রূপার পাত বিছানো মেঝেটার দিকে নির্দেশ করছে সে। 'ম্যাগি!'

ঘুরে দাঁড়ালো স্যাম। আগের ঐ সোনালি পাতটার উপর সটান হয়ে পাশ ফিরে পড়ে থাকা ম্যাগিকে দেখতে পাচ্ছে। খিঁচুনীর মত মোচড়াতে শুরু করেছে তার হাত-পা গুলো। আবারো আগের রাতের মত অসুস্থ হয়ে গেছে ম্যাগি।

'ঐখানে করছেটা কী সে?' রাগত স্বরে বলে উঠলো রালফ।

'ব্যাখ্যা দেওয়ার মত সময় নেই এখন!' রাইফেলটা কাঁধ থেকে ছুটিয়ে রালফের হাতে দিয়ে দিল স্যাম। 'এখানে থাকো!' বলে সোনালি টালিগুলোর উপর ছুট লাগালো সে।

ডেনাল চেঁচিয়ে উঠে সতর্ক করছে তাকে, কিন্তু, কোন সতর্কতার তোয়াক্কা করছে না স্যাম। *হানন পাঁচায়* যাওয়ার সিড়ির রুপালি থেকে সোনালি, সোনালি থেকে রুপালি পাতগুলোতে পা ফেলে ফেলে এগুচ্ছে। অল্প সময়ের মাঝেই ম্যাগির পড়ে থাকা টালির উপর পৌছে গেল সে। হাঁটু ভেঙে তার পাশে বসে, ম্যাগির মাথাটা তার কোলে তুলে আনলো স্যাম। তার স্পর্শ পেয়েই যেন কিছুটা শান্ত হয়ে আসতে শুরু করেছে ম্যাগি। বুঝতে পেরে স্যাম ম্যাগির চুলে আলতো ভাবে হাত বুলাতে শুরু করেছে। মৃদুস্বরে ডাকছে তাকে। ম্যাগির হাত পায়ের কাঁপাকাঁপিও কমে আসতে শুরু করেছে।

'ম্যাগি... তুমি যদি আমার কথা শুনতে পারো, তাহলে ফিরে এসো আমাদের মাঝে। আমার গলার সুরকে অনুসরণ করো।'

ম্যাগির ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে মৃদু গোঙানোর শব্দ বেরিয়ে আসছে।

'উঠো, ম্যাগি... আমাদের দরকার তোমাকে... এটা ঘুমানোর সময় না।'

চোখের পাঁপড়িগুলো কাঁপছে ম্যাগি। চোখ খুলে তাকিয়েই স্যামের মুখটা দেখতে পেল সে। 'স্যাম...?'

নিচু হয়ে তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো স্যাম। ম্যাগির চুল ও ঘামের তীব্র গন্ধটা এসে লাগছে তার নাকে। 'থ্যাংকস গড!'

ঠেলা দিয়ে স্যামের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছুটিয়ে আনলো ম্যাগি। ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে। 'তোমার এখানে আসা ঠিক হয়নি , স্যাম।' চোখ রাঙিয়ে বলছে সে, কিন্তু তার গলায় রাগের কোন আঁচ নেই। সেই জায়গায় আছে শুধু স্বস্তি। 'মন্দিরটা?'

'আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে মন্দিরটা। এই স্তরটাই শুধু দাঁড়িয়ে আছে এখন।'

স্যামের দিকে তাকালো ম্যাগি। তার চোখের চাহুনীতে থাকা অব্যক্ত প্রশ্নটা ধরতে পারছে স্যাম।

BanglaBook.org

উত্তর দিল সে। 'হয়তো আর এক ঘণ্টার মত টিকে থাকবে।'

'কী করবো তাহলে আমরা এখন?'

উঠে দাঁড়ালো স্যাম। ম্যাগিকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করছে। ভারসাম্য রক্ষার জন্য তার গায়ের উপর ঝুঁকে আছে ম্যাগি। তার পাদুটো এখনও দুর্বল হয়ে আছে। 'তোমার একটু আগের বলা কথাটা নিয়ে ভাবছিলাম আমি। মোশে বা ইনকা যারাই বানিয়ে থাকুক, তারা এই কক্ষটাকে একমুখী করে বানাবে কেন?'

মাথা নাড়ছে ম্যাগি।

দূরে দেয়ালটার দিকে তাকালো স্যাম। 'এটার কোন মানেই হয় না... যদি না... যদি না এখান থেকে বের হওয়ার অন্য কোন পথে না থেকে থাকে।'

'গুপ্ত পথ?'

'এখানে তো অবশ্যই গুপ্ত ফাঁদের থেকে আরো বেশি কিছু আছে। নাহলে মমিকৃত ভিক্ষু এমন ভয়াবহ সতর্কতা দিয়ে যাবে কেন? এখানে কিছুই নেই। তবে, এই কক্ষের ঐপাশে কিছু একটা আছে নিশ্চিত।'

'কিন্তু, যদি তোমার কথা ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে প্রবেশমুখটা কই?'

ইনকা রাজার বড় মূর্তিটার দিকে নির্দেশ করছে স্যাম। উজ্জ্বল মূর্তিটাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন তাদের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। 'কেউ যদি তা জেনে থাকে, তাহলে রাজাই জানে। সূত্রটা তার সাথেই আছে।' বলে ম্যাগির চোখের দিকে ফিরে তাকালো স্যাম।

'তার মানে আমাদেরকে কক্ষটা অতিক্রম করতে হবে,' বলে জোরে ঢোক গিললো ম্যাগিকে। স্যামের দিকে তাকিয়ে কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে হাসছে সে। 'আরো একটা *ধাঁধা*।'

আবারো ভয়ানক একটা গর্জন করে উঠলো ছাদটা। 'হ্যাঁ, তাই। হয় আমরা এটা সমাধান করবো, নয়তো এখানেই আমাদের চিরবিদায়কে স্বাগত জানাবো।'

পিছন থেকে রালফ ডেকে উঠলো তাদেরকে। 'তোমরা দুইজন করছোটা কী? সময় কিন্তু আর বেশি নেই আমাদের হাতে।'

সংক্ষেপে অন্যদেরকে তার পরিকল্পনাটা সম্পর্কে জানালো স্যাম।

'এটা পাগলামি! ঠুনকো একটা অনুমানের উপর নির্ভর করে নিজের জীবনের ঝুঁকি নেওয়াটা ঠিক হবে না।'

ছাদের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাচ্ছে স্যাম। 'উপরের ছাদটা মাথার উপরে ধ্বসে পড়ার অপেক্ষা করার থেকে আমি আমার সুযোগটাকেই কাজে লাগাতে পছন্দ করবো।'

কোন উত্তর দিল না রালফ। উদ্বেগের সাথে পায়চারি করছে শুধু। 'আচ্ছা ঠিক আছে, কিন্তু সতর্কতার সাথে,' শেষমেশ স্যামের পরিকল্পনাটা মেনে নিয়েছে সে।

BanglaBook.org

পাত বিছানো মেঝেটায় পা ফেলেছে ডেনাল। মুখ সাদা হয়ে আছে তার। 'আমি আসছি সাথে।'

'না!' সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো স্যাম আর ম্যাগি।

সামনের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে ডেনাল। 'আমি পুরোনো গল্পগুলো জানি। আমি সাহায্য করতে পারব। আমিও লড়াই ছাড়া মরতে চাই না।' অন্য দুজনের পথ অনুসরণ করে তাদের কাছে এসে পৌছেছে ডেনাল। স্যামের দিকে তাকিয়ে বলছে, 'আমার মা, তার মৃত্যুর আগে আমাকে বলে গিয়েছিল সাহসী হতে; আমি তাকে অপমান করব না।'

এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে ছেলেটার কাঁধে হাত রাখলো স্যাম। 'ধন্যবাদ, ডেনাল।'

দুর্বলভাবে হাসছে ডেনাল। তবে তার চোখ ঘুরছে ইনকা রাজা এবং মেঝের উপর। কাঁপাকাঁপা আঙুলে পকেট থেকে একটা দুমড়ানো-মোচড়ানো সিগারেট বের ঠোঁটে লাগিয়ে রেখেছে সে। মুখ তুলে তাকাতেই দেখতে পেল যে স্যাম তার নিভন্ত সিগারেটটার দিকে তাকিয়ে আছে। 'চলেন এগুই।'

সামনের দিকে এগুনোর জন্য ঘুরে দাঁড়ালো স্যাম। 'তুমি জানো, ঐ জিনিসগুলো তোমার বেড়ে উঠার পথে বাঁধা দিবে?'

'আগুন না ধরানো পর্যন্ত কিছুই হবে না,' তিক্ত গলায় জবাব দিল ডেনাল।

'আগে এখান থেকে বের হওয়ার একটা পথ খুঁজে বের করো,' বলছে স্যাম, 'তারপর যত ইচ্ছা প্রান ভরে টানতে পারবে।'

পিছন থেকে তাদেরকে তাড়া দিচ্ছে ম্যাগি। 'চলতে শুরু করো। ছাদটা আজীবন টিকে থাকবে না।'

নীরবে এগিয়ে যাচ্ছে স্যাম। পাতের উপর প্রতিটা পদক্ষেপ ফেলার সাথে সাথেই আতঙ্ক আরো শক্ত করে জেঁকে ধরছে তাকে। তবে কোন বিপদ হচ্ছে না। ম্যাগি আর ডেনাল মিলে তো টালির ধাঁধাটার সমাধান করেছে ঠিকই, কিন্তু এরপর কী?

মেঝের মাঝ পথে এসে জমে গেল স্যাম।

'থামলে কেন?' কয়েক সারি পিছন থেকে তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো ম্যাগি।

এক পাশে সরে গিয়ে ম্যাগিকে কারণটা দেখালো স্যাম।

'ওহ!'

পরের সোনালি পাতটায় আরো বেশি সতর্কতার সাথে পা ফেলছে স্যাম। রক্তের কারণে উপরের পৃষ্ঠটা পিচ্ছিল হয়ে আছে। টালির উপর পড়ে থাকা হুয়ানের ছিন্ন ভিন্ন পঁচা লাশটায় যেন তার পায়ের স্পর্শ না লাগে সেদিকে সতর্ক রয়েছে স্যাম। মৃত লোকটার চোখ দুটোকে মনে হচ্ছে যেন তাকে অনুসরণ করছে। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল স্যাম। কিন্তু, এত কাছ থেকে গন্ধের তীব্রতাও অনেক বেশি। সব উপেক্ষা করেই পাতটা অতিক্রম করে যাচ্ছে স্যাম।

BanglaBook.org

মৃত মানুষটাকে অতিক্রম করে আসতে পেরে স্বস্তি পাচ্ছে স্যাম। পরের কয়েকটা সারি বেশ দ্রুতই এগিয়ে গেল সে। তাকে অনুসরণ করে আসতে থাকা অন্য দুজনের কেউও কোন কথা বার্তা বলছে না। শুধু জুতার খটখট শব্দটা শুনেই বুঝতে পারছে যে তারা পিছন থেকে এগিয়ে আসছে। কক্ষের অন্য প্রান্তে থাকা নরম্যান ও রালফকে উদ্বিগ্ন স্বরে বিড়বিড় করতে শুনছে স্যাম। কিন্তু তারা কী বলছে তা শুনতে পাচ্ছে না।

অবশেষে, চারটা সোনালি পাত দিয়ে তৈরি করা পিক্টোগ্রাফের *হাঁনন পাঁচা* অংশে এসে পৌঁছালো স্যাম। হাঁটুতে হাত রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। চোখ বন্ধ করে রেখেছে সে। পথটা নিরাপদের পেরুতে পারায় মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

ম্যাগি আর ডেনালও পৌঁছে গেছে।

'ঠিক আছো তো তোমরা?' সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলো স্যাম।

ম্যাগি শুধু মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল। তার মুখ ঘামে চিকচিক করছে। ডেনালের ঠোঁটে লাগানো সিগারেটটা কাঁপছে। সেও মাথা ঝাঁকিয়ে জানালো যে ঠিক আছে।

দেয়ালের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল স্যাম। তারা এখন পিক্টোগ্রাফের উপরের দিকের বামকোণায় অবস্থান করছে। এরপরের সবগুলো টালিই রুপালি। সামনের একমাত্র সোনালি টালিটার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ইনকা রাজার মূর্তিটা, আর তার পায়ের কাছে পড়ে আছে সোনা-রুপার সম্পদের একটা ছোটখাট স্তূপ। 'এখন কী? মূর্তি পর্যন্ত পৌঁছাব কীভাবে?'

আলতো ভাবে পাশের দিকে ঘুরে গেছে ম্যাগি। 'শুনো!'

ভ্রুঁ-কুঁচকে গেছে স্যামের। 'কী—?' জিজ্ঞেস করতে গিয়ে নিজেই বুঝতে পারলো ম্যাগি তাকে কী শুনতে বলছে।

ডেনালও ধরতে পারছে পরিবর্তনটা। 'শব্দটা থেমে গেছে।'

মাথা ঝাঁকালো স্যাম। গুপ্ত-ফাঁদের গিয়ারের টিকটিক শব্দটা এখন আর একদমই শোনা যাচ্ছে না।

'আমরা এখানে পৌঁছার সাথে সাথেই থেমে গেছে শব্দটা,' বললো ম্যাগি।

মাথা ঝাঁকিয়ে তার সাথে সায় দিল স্যাম। 'আমরা সঠিক পথ ধরে এগিয়ে আসায় ফাঁদটা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে।'

'তার মানে এখন রুপালি পাতগুলোর উপর দিয়ে মূর্তি পর্যন্ত হেঁটে যাওয়ায় কোন ভয় নেই?' ডেনালের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো ম্যাগি।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো কুঁইচা ছেলেটা। 'আমি জানিনা।'

লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে সোনালি পাত থেকে পা উঠিয়ে রুপালি পাতের উপর পা ফেলল স্যাম। পা ফেলেই ভয়ে জড়সড় হয়ে গেছে সে। কিন্তু কিছুই ঘটলো না। ম্যাগির দিকে ফিরে তাকালো।

BanglaBook.org

'গিয়ারগুলো চুপ করেই আছে,' তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল ম্যাগি। 'পাতগুলো এখন নিরাপদ।'

একটা একটা করে টালি পেরিয়ে সোনালি মূর্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে স্যাম। তার পিছে পিছে আসতে শুরু করেছে অন্যরা। অল্প সময়ের মাঝেই ইনকা যোদ্ধার মূর্তিটার কাছে পৌছে গেছে তারা। দেখে মনে হচ্ছে, মূর্তিটা যেন তারা মুকুটের নিচ থেকে কটু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। তিনজন মিলে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরীক্ষা করে দেখতে শুরু করেছে।

মূর্তিটা লম্বায় অন্যান্য সাধারণ লম্বা পুরুষদের থেকেও আরো দুই গজ বেশি লম্বা। গ্রানাইটের দেয়ালের সরুরুপালি ধনু আকৃতির তোরণটা আটকে ঠেস দিতে দাঁড়িয়ে আছে মূর্তিটা। মূর্তির এক হাতে একটা ছড়ি এবং অন্য হাতে ইনকাদের ঐতিহ্যবাহী অস্ত্র বোলা ধরে রেখেছে। এর শক্ত লামা তন্ত্রতে তিনটা পাথরের বল ঝুলছে।

'এর *লাউওতু* মুকুটটা দেখো,' মূর্তির মাথায় বসানো পাখির পালক ও রেশমের তন্তু যুক্ত মুকুটটার দিকে নির্দেশ করছে স্যাম। 'এই মুকুটটা প্রমাণ করছে লোকটা সাপা ইনকা। তাদের রাজাদের একজন।'

'হ্যাঁ, কিন্তু এর মুখাবরণ আর পেশীতন্তুর গড়ন দেখে তো এটাকে ইনকাদের সচারচর ধারা থেকে ভিন্ন মনে হচ্ছে,' ফিসফিসিয়ে বলছে ম্যাগি। 'মিকেলেঞ্জেলোর *ডেভিডের* মতই নিখুঁত এটা।'

মূর্তির দিকে ঝুঁকে প্রাচীন রাজার মুখটা পরীক্ষা করে দেখছে স্যাম। 'অদ্ভুত! এটা সাপা ইনকার মূর্তিই হোক বা অন্য যারই হোক না কেন, স্পষ্টভাবেই বুঝা যাচ্ছে যে, অন্য যে কারো থেকে তার সম্মানটা অনেক বেশি।'

তাদের থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে ডেনাল। হঠাৎ করে গলা পরিষ্কার করে বলে উঠলো, 'দেয়ালটা... এটা পাথর না।'

মূর্তির উপর থেকে চোখ সরিয়ে আনলো স্যাম। সোনালি প্রতিকৃতিক মূর্তি না, ডেনাল তাকিয়ে আছে এর পিছনে থাকা গ্রানাইটের কালো দেয়ালটার দিকে। পুরোটা জুড়েই একদম নিখাঁদ গ্রানাইট ছড়িয়ে আছে। 'কী বলতে চাচ্ছো?'

হাঁপিয়ে উঠেছে ম্যাগি। 'ডেনাল বলতে চাচ্ছে যে দেয়ালটা *পাথরে গাঁথা* না। দেখো দেয়ালটায় কোন ফাঁটল বা জোড়ার চিহ্ন নেই। মন্দিরের পাথর গেঁথে বানানো দেয়ালগুলোর মত না এটা।'

কাছে এগিয়ে গিয়ে দেয়ালের পৃষ্ঠে হাত দিয়ে স্পর্শ করলো স্যাম। 'এটা নিখাঁদ গ্রানাইটের দেয়াল।'

কক্ষের অপর পাশ থেকে একটা স্বর ভেসে আসছে তাদের উদ্দেশ্যে। 'তোমরা কি কিছু খুঁজে পেয়েছো?' নরম্যানের গলার স্বর এটা।

'আমরা পর্বত খুঁজে পেয়েছি এখানে।' মাথা ঘুরিয়ে চেঁচিয়ে জবাব দিল স্যাম। ঘাড় বাঁকিয়ে দেয়ালটা পরীক্ষা করে দেখছে সে। 'এই পিরামিডটা সম্ভবত কোন খাঁড়া বাধের গোঁড়ায় স্থাপন করা হয়েছিল।'

BanglaBook.org

'কিন্তু কেন?' জিজ্ঞেস করলো ম্যাগি।

নিজের মাথায় ঘুরতে থাকা ভাবনাগুলো জোরে জোরে উচ্চারণ করে বলতে শুরু করেছে স্যাম। 'ইনকারা পর্বতগুলোর পূজা করতো। কিন্তু কেন তারা এখানে *হুয়াকা* বা তাদের পবিত্র স্থান তৈরি করেছিল? এমন কী বিশেষত্ব আছে এই খাড়া বাঁধের?'

কয়েক মুহূর্ত ভাবার পর জবাব দিল ম্যাগি। 'যদি... যদি কোন গুহা থেকে থাকে এখানে?'

গ্রানাইটের দেয়ালে চাপড় দিয়ে উঠলো স্যাম। 'অবশ্যই। গুহাগুলোকে *পাকারিসকাস* হিসেবেই বিবেচনা করা হতো তখন। তাদের ধর্মের তিন দুনিয়াকে যুক্ত করার রহস্যময় অঞ্চল এগুলো। তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোর জন্য প্রায়ই তারা এই জায়গাগুলো ব্যবহার করতো। এটাকেই বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে!'

'কিন্তু প্রবেশপথটা কই?' জানতে চাইলো ম্যাগি।

'আমি জানিনা। মূর্তিটাই হয়তো এর সমাধান। মূর্তির পিছনের রুপালি বক্রটা দেখেছো? ছোটখাট একটা প্রবেশমুখ হওয়ার মত যথেষ্ট বড় ওটা।'

আবারো মূর্তির কাছে ফিরে আসলো তারা। কাঁধ দিয়ে ঠেলে মূর্তিটা সরানোর চেষ্টা করছে স্যাম।

'সাবধান,' সতর্ক করল ম্যাগি।

হাতে মুষ্টি পাঁকিয়ে দম আঁটকে রেখে দাঁড়িয়ে আছে ডেনাল।

কিন্তু কিছুই ঘটছে না। মূর্তিটাকে একচুলও নড়াতে পারছে না সে। 'ধ্যাত!' গালি দিয়ে উঠলো স্যাম। মাথা থেকে টুপিটা খুলে ঘামে ভেজা চুলগুলো পিছনের দিকে সরিয়ে নিলো। 'জিনিসটার ওজন মনে হয় কয়েকটনের কাছাকাছি হবে।'

তার দিকে তাকিয়ে ভেংচি কাঁটছে ম্যাগি। 'শারিরীক শক্তিই সব কাজের সমাধান না। এখানে যে মাপের জটিলতা দেখা যাচ্ছে, তাতে বুঝাই যাচ্ছে যে, পথটা উন্মোচন করার জন্য কোন আলাদা কৌশল আছে।' স্যামকে পাশ কাটিয়ে মূর্তির দিকে এগিয়ে গেল সে। পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে মূর্তিটাকে খুব কাছ থেকে পরীক্ষা কর দেখছে। সোনালি পৃষ্ঠটার সাথে তার নাকের দূরত্ব এক ইঞ্চিরও কম হবে। আস্তে আস্তে উপর থেকে মূর্তির শরীরটা পরীক্ষা করতে করতে নিচের দিকে নেমে আসছে।

মেঝেটা আবারো কেঁপে উঠায় অধৈর্য হয়ে উঠেছে স্যাম। 'জায়গাটা আর খুব বেশিক্ষণ টিকবে না,' বিড়বিড় করে বলছে সে।

'আহা! পেয়েছি!' হুট করে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলো ম্যাগি। স্যামের দিকে ঘুরে গেছে সে। তার মুখ এখন ইনকা রাজার কোমরের দিকে।

'এই যে সমাধান!' বলে মূর্তির পেটের নাভির দিকে নির্দেশ করলো ম্যাগি।

BanglaBook.org

'বুঝলাম না ঠিক।'

উঠে দাঁড়িয়ে মূর্তির পেটের ছিদ্রটার মধ্যে দিয়ে তার আঙুলটা ঢুকিয়ে দিল ম্যাগি। তার পুরো আঙুলটাই ঢুকে গেছে ছিদ্রের ভিতর। 'ইনকারা নাভিকুণ্ডকে শক্তির উৎস মনে করতো। তারা বিশ্বাস করতো, একসময় নাভির মাধ্যমে মানুষের শারিরীক শরীরের সাথে সৃষ্টির দেবতারা যুক্ত হয়েছিল।'

ডেনালের সাথে উবু হয়ে বসলো স্যাম। 'দুনিয়া একীভূতকরণের আরেকটা উদাহরণ।'

ছিদ্র থেকে আঙুলটা বের করে আনলো ম্যাগি। 'এটাই তালার ছিদ্র। এখন আমাদেরকে শুধু এর চাবিটা খুঁজে বের করতে হবে।'

সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো স্যাম। নিজের চিন্তাগুলোই উচ্চস্বরে আওড়ানোর মত করে বলে যাচ্ছে, 'নাভির নালির দ্বারা *হানন পাঁচার* দেবতারা বাস্তবিক দুনিয়ার মানবজাতির সাথে মানে *কেই পাঁচার* সাথে যুক্ত ছিল। যদি এই কক্ষটা তিন ভুবনকে একত্রীকরণের জায়গা হয়ে থাকে, তাহলে চাবিটা হয়তো নিচের দুনিয়া মানে *উকা পাঁচা* থেকে আসা কিছু হবে।'

তার কনুইয়ে হাত দিয়ে সায় দিল ম্যাগি। 'নাভির ঐ তালায় চাবিটা প্রবেশ করাতে পারলেই তিন দুনিয়া একত্রিত হবে।'

'হ্যাঁ! কিন্তু এই চাবিটা আমরা পাব কোথায়?'

ডেনাল কনুই দিয়ে খোঁচা দিল স্যামকে। মূর্তির পায়ের কাছে পড়ে থাকা সোনা-রুপার সম্পদের দিকে নির্দেশ করছে সে। 'পায়ের নিচে *উকা পাঁচা*।'

'ওহ! আমরা আসলেই কত বোকা!' বলে উবু হয়ে বসে মূর্তির পায়ের কাছে পড়ে থাকা সম্পদগুলোর মাঝে খুঁজতে শুরু করে দিয়েছে ম্যাগি। 'নিচের দুনিয়া। মাঝে মাঝে কিছু জিনিস একদম চোখের সামনে লুকিয়ে রাখাটাই বেশি ভাল।'

খোঁজাখুঁজিতে তাকে সাহায্যের জন্য যুক্ত হল স্যাম। স্তূপের ভিতর থেকে হাতড়াতে হাতড়াতে চোখে চুনীপাথর বসানো চিতাবাঘের একটা সোনালি প্রতিকৃতি খুঁজে পেয়েছে স্যাম। উপরে তুলে ধরে কিছুক্ষণ দেখে মূর্তিটাকে পাশে সরিয়ে রাখলো। 'এখানে যে পরিমাণ সম্পদ আছে তা দিয়ে একটা ছোটখাট দেশ চালানো যাবে।'

'যদি আমরা এখান থেকে বেঁচে ফিরতে না পারি, তাহলে কিন্তু এগুলোর কোন কিছুই আমাদের কোন কাজে আসবে না।'

তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যই হয়তো আবারো কেঁপে উঠেছে মন্দিরটা। মন্দিরের আরেকটা অংশ ধ্বসে পড়েছে এতে। কম্পনের কারণে উপরের পাতগুলো থেকে খসে খসে পড়ে যাচ্ছে। গুপ্ত-ফাঁদগুলোর কয়েকটা নিজে থেকেই সক্রিয় হয়ে গেছে। গ্রানাইটের একটা বড় ফলক মেঝেতে আছড়ে পড়ে নিজে থেকেই মিশে গেছে রুপালি পাতগুলোর সাথে।

কঠিনদৃষ্টিতে একে-অপরের দিকে তাকাচ্ছে তারা।

BanglaBook.org

পিছন থেকে রালফ ডাকছে তাদেরকে। খুক খুক করে কাশছে সে। 'সব শেষ! আমরা আঁটকে পড়েছি, বন্ধুরা! যদি বের হওয়ার অন্য কোন পথ থেকে থাকে, তাহলে আমি বলব তোমরা একটু তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করো!'

ফিসফিস করে বলছে ম্যাগি। ' মেঝে আর ফাঁদগুলো ভেঙে যাচ্ছে। যদি রালফ আর নরম্যান আমাদের কাছে আসতে চায় -'

'ঠিক! খুঁজতে থাকো তুমি!' বলে উঠে দাঁড়ালো স্যাম। 'রালফ! নরম্যান! এদিকে চলে আসো! এক্ষুণি!'

গ্রানাইটের ধুলোর কুণ্ডলির কারণে ঠিকমত দেখাই যাচ্ছে না তাদেরকে। রালফ ফ্ল্যাশলাইটের আলো নাড়িয়ে সংকেত দিল যে, তারা তার বার্তা পেয়েছে এবং তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে এখন।

ম্যাগির কাছে ফিরে গেল স্যাম। 'তারা আসছে। কিছু পেলে তুমি?'

মাথা নাড়লো ম্যাগি। কাঁপা কাঁপা হাতে বস্তুগুলোর মাঝে খুঁজে যাচ্ছে সে। 'আমি ভাল করে ভাবতে পারছি না! কোন সূত্র কি মিস করেছি আমি? আমাদের হাতে দ্বিতীয় কোন সুযোগ নেই।' তার গলা থেকে ফোঁপানোর শব্দ বেরিয়ে এল।

উবু হয়ে তার পাশে বসলো স্যাম। 'আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাব।' ম্যাগির পিঠে হাত রেখে স্বান্তনা দিচ্ছে স্যাম। শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছে তাকে।

তার আলিঙ্গনে ঝুঁকে পড়লো ম্যাগি। কয়েক মুহূর্তে নীরবে পড়ে রইলো স্যামের বাহুবন্ধনে। শরীর দিয়ে সর্বশেষ শিহরণটা বয়ে যাবার পর আবারও শান্ত হয়ে উঠেছে সে। স্যামের হাতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তার দিকে তাকালো। তার ধুলোমাখা গালে অশ্রুর ধারা স্পষ্ট হয়ে ফুঁটে আছে। তার গাল মুছে বিড়বিড় করে বলল, 'ধন্যবাদ, স্যাম।'

আর কোন কথা বলার দরকার নেই সেখানে। স্যাম মাথা ঝাঁকিয়ে আবারও তার সাথে খোঁজায় যুক্ত হয়েছে। একটা দল হয়ে কাজ করছে তারা। স্যাম তাদের পরিত্রাণের পথটাকে প্রায় ফেলেই দিতে বসেছিল, তবে সময় মত ম্যাগি থামিয়ে দিয়েছে তাকে।

রুপালি হাতলের একটা সোনালি চাকু ধরে রেখেছে স্যাম। 'কী?'

'হাতলের খোদাই করা মূর্তিটা দেখো।'

ডেনালের ধরে রাখা ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় ছুরিটা উঁচিয়ে ধরলো স্যাম। হাতলে লম্বা ছুঁচালো দাঁতওয়ালা একটা মানুষের মূর্তি খোদাই করে এঁকে রাখা হয়েছে। প্রাচীন চীনামাটির মৃৎশিল্পের এই প্রতিকৃতিটাকে চিনতে পেরেছে স্যাম। 'এটা তো দন্ত দেবতা আইআপেকের মূর্তি।'

মাথা ঝাঁকালো ম্যাগি। 'মোশেদের দেবতাদের একজন সে।'

ভূ-গর্ভস্থ এই পিরামিড সম্পর্কে তার চাচার ধারণটার কথা স্মরণ করছে স্যাম। স্পষ্টতই এটা মোশেদের স্থাপনা। এর স্বপক্ষে আরো একটা প্রমাণ

BanglaBook.org

পাওয়া গেছে। 'আঙ্কেল হ্যাঙ্ক এটা দেখতে পেলে খুব খুশি হত...। যদি আমরা বের হয়ে এটা দেখানোর সুযোগ পাই আর কী!' বলে ছুরিটাকে একপাশে সরিয়ে রাখার জন্য উদ্যত হচ্ছিল স্যাম।

আবারও তাকে আঁটকালো ম্যাগি। 'থামো, স্যাম। কিছু কিছু বিশেষজ্ঞের মতে, ইনকারা মোশেদের দেবতা আইআপেককে নিজেদের দেবতা হিসেবেও মনে করতো। তবে, ইনকারা এর নাম দিয়েছিল হিউয়াম্যানক্যানটেক!'

'পক্ষীমল... মানে বাদুড়ের মলের দেবতা?' অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ম্যাগির দিকে তাকিয়ে আছে স্যাম। কী বুঝাতে চাচ্ছে সে? তারপর হুট করে নিজেই বুঝতে পারলো। 'বাদুড়ের... মানে গুহাসমূহের দেবতা! *উকা পাঁচা* থেকে আগত দেবতা!'

ছুরিটা হাতে নিয়ে লাফিয়ে উঠলো স্যাম।

'এটাই চাবিটা!' উৎসাহী কণ্ঠে বলে উঠলো ম্যাগি।

ঠিক তখনই নরম্যান এবং রালফ এসে মিলিত হল তাদের সাথে। 'আমি জানিনা তোমরা কী নিয়ে এতটা উত্তেজিত হয়ে আছো, তবে আমি বলব আমাদের এখান থেকে বের হতে হবে।' বলে কক্ষের পিছনের দিকটা নির্দেশ করে দেখালো রালফ।

ঘুরে দাঁড়ালো স্যাম। কক্ষের পিছনের দিক বলে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই এখন। কক্ষের পিছনের দিকটায় এখন পাথরের ফলকে স্তুপ হয়ে আছে। ধুলোই উড়ছে শুধু এখন। 'ঈশ্বর!'

উপরের ভারী ছাদের কিছুটা অংশ কাঁত হয়ে গেছে এখন। আর সাথে সাথে উপর থেকে আসা গ্রানাইটের পাথরের তর্জন-গর্জনের শব্দ তো আছেই।

নরম্যানের গলা থেকে চিঁ-চিঁ করে শব্দ বেরুচ্ছে। 'দৌড়ে যাওয়ার মত এখন কোন জায়গা নেই আমাদের।'

'হয়তো আছে,' বলল স্যাম। ঘুরে মূর্তির পেটে ছুরিটা ঢুকিয়ে দিল সে। ছুরির একদম হাতল পর্যন্ত ঢুকে গেছে এর ফলাটা।

কিন্তু কিছুই ঘটলো না।

একদৃষ্টিতে পেটে ঢুকানো ছুরিটার দিকে তাকিয়ে আছে নরম্যান। 'ওকে, ব্রুটাস, সিজারের পেটে চাকু মেরে দিয়েছো তুমি। এখন কী?'

ছুরিটাকে চাবির মত করে ঘুরানোর চেষ্টা করছে স্যাম। কিন্তু এটা ঘুরছে না। ছুরিটা টেনে বের করে এনে ম্যাগির দিকে তাকালো সে। 'আমি তো নিশ্চিত ছিলাম যে, তোমার কথাই ঠিক।' সোনালি চাকুটা শক্ত করে ধরে রেখেছে সে। 'এটারই তো চাবিটা হওয়ার কথা!' দাঁতে দাঁত চেপে বলছে স্যাম। তার গলার স্বর হতাশায় কেঁপে উঠছে। '*এটাকে হতেই হবে!*'

শেষ কথাটা বলার সাথে সাথেই তার হাতের মাঝে থাকা চাকুটা নড়ে উঠলো। সোনালি ফলাটা নিজে থেকেই খাঁজকাঁটা বিদ্যুৎচমকের আকৃতিতে বদলে গেছে। ফ্ল্যাশলাইটের আলোক রশ্মিতে উজ্জ্বল ভাবে জ্বলজ্বল করছে

BanglaBook.org

ফলাটা। হাত থেকে চাকুটাকে আরেকটু হলে প্রায় ফেলেই দিতে নিয়েছিল স্যাম, তবে তার বাম হাতের সাহায্যে তার ডান হাতটা স্থির করে ধরে রেখেছে সে। 'তোমরা কেউ কি এটা দেখেছো? নাকি আমারই দেখার ভুল?' চাকুর উপর তার আঙুল দিয়ে ছুয়ে দেখছে স্যাম। কোথায় চাপ লেগে চাকুর আকৃতিটা বদলে গেছে তা খুঁজে দেখছে, কিন্তু কিছুই খুঁজে পাচ্ছে না।

তাদের পিছনে পাথরের আরেকটা বড় খণ্ড খসে পড়েছে। এইবারের আঘাতে কক্ষের ছাদটা ধ্বসে গেছে। ছাদের অর্ধেকের বেশি টালিই গায়েব হয়ে গেছে। পাথর এবং ধাতুর টুংটাং শব্দটা তীক্ষ্ণ ভাবে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। পাথর গুড়ো করতে করতে মৃত্যু তাদের দিকে গড়িয়ে আসছে, কিন্তু তারা কেউই সরে যাচ্ছে না।

সরে যাওয়ার পরিবর্তে ম্যাগি চাকুটার দিকে আঙুল তুলে নির্দেশ করলো, অবশ্য তার পরমুহূর্তেই আবার নামিয়েও আনলো। অলৌকিক ব্যাপারটাকে বিরক্ত করতে ভয় পাচ্ছে যেন। 'এটা এখন পাঁচাকামেক এর প্রতীকে পরিবর্তিত হয়ে গেছে, ইনকাদের সৃষ্টির দেবতার প্রতীক।' স্যামের বড় বড় হয়ে থাকা চোখের দিকে তাকিয়ে আছে ম্যাগি। 'এটা দিয়ে খুলো!'

মাথা ঝাঁকিয়ে মূর্তিটার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো স্যাম। কাঁপা কাঁপা হাতে চাকুর ফলাটা ইনকা রাজার পেটে ঢুকিয়ে দিয়েছে সে। চাকুটাকে পুরোপুরি ঢুকানোর পর সামনে-পিছনে নাড়িয়ে জোর খাটাতে হচ্ছে তাকে। তবে, শেষে জোরালো এক ধাক্কা দিতেই চাকুটা পুরোপুরি ঢুকে গেল মূর্তিটার নাভির ছিদ্রে।

গিয়ারের বিস্ফোরণের একটা জোরালো শব্দ ভেসে আসলো মূর্তিটা থেকে। এতটাই জোরালো তাদের পিছনে একটা বড় পাথর ধ্বসে পড়ার শব্দটা ম্লান হয়ে গেছে তাতে।

চাকুর হাতলটা শক্ত করে ধরে রেখেছে স্যাম। ইনকা রাজার মূর্তিটা মাঝ বরাবর মাথা থেকে পা পর্যন্ত একদম সমানভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। এর সাথে সাথেই পিছনে রুপালি ধনু আকৃতির পথটাও খুলে গেছে। মূর্তির অপর পাশে থাকা পাথরের প্রাকৃতিক ফাঁটলটা এখন উন্মোচিত হয়ে গেছে তাদের সামনে।

বিভক্ত হওয়া মূর্তিটার সামনে হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্যাম। চাকুটা এখনো তার হাতেই আছে। চাকুর ফলাটা এখন গুহার প্রবেশমুখের দিকে নির্দেশ করছে। 'হলি শিট!'

স্তম্ভিত অবস্থায় চাকুটা চোখের সামনে নিয়ে এল স্যাম। চাকুর ফলাটা আবার এর আগের রূপে ফিরে এসেছে। হাত নিচে নামিয়ে এনে অন্যদের দিকে ঘুরে তাকালো স্যাম। ঘুরতেই নরম্যানের ক্যামেরার চোখ ধাঁধানো ফ্ল্যাশের শিকার হতে হল তাকে। হাতের উলটো পিঠ দিয়ে চোখ ডলতে ডলতে অভিযোগ করছে স্যাম। 'পরেরবার থেকে এরকম করার আছে সতর্ক করে নিয়ো।'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ। আর তা করতে গিয়ে বিস্ময়ের অকৃত্রিম অভিব্যক্তিটা নষ্ট করে দেই,' বললো নরম্যান। 'সেটার কোন সুযোগ নেই।'

তারা সবাই ই একসাথে কথা বলতে শুরু করেছে এখন। সবার কণ্ঠেই বিস্ময়, চমক, স্বস্তি ফুঁটে উঠেছে। ফাটলটার দিকে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেললো রালফ। খাড়া বাঁধের অনেক গভীরে চলে গেছে ফাটলটা। তার ফ্ল্যাশলাইটের আলো অতটা গভীর পর্যন্ত যেতে পারছে না। 'পানি বয়ে চলার শব্দ শুনতে পাচ্ছি আমি,' বললো সে। 'গুহাটা নিশ্চিতভাবেই অনেক গভীর।'

'বেশ,' মন্তব্য করলো স্যাম। অন্যদের আকর্ষণ পাওয়ার জন্য হাতের চাকুটা উঁচিয়ে ধরলো সে। 'এইমাত্র ঘটা ঘটনাটার সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণাও নেই আমার। কিন্তু পাথরের চাপে প্যানকেকের মত চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়ার আগেই এই মন্দিরটা ত্যাগ করা উচিৎ আমাদের।'

পিছনের ছাদটাকে আরো ধ্বসে পড়তে দেখে দ্বিমত করার কোন কারণ পেল না কেউই। সবাই ই তাড়াতাড়ি করে স্যামকে অতিক্রম করে প্রাকৃতিক গুহার শীতলতার দিকে যাত্রা শুরু করে দিয়েছে।

অতিক্রম করে যাওয়ার সময় স্যামকে তার উইনচেস্টারটা আবার ফিরিয়ে দিয়েছে রালফ। 'এখন আমার নিজেরই একটা আছে,' বলে লিভার চালিত ছোট ও মোটা রাইফেলটা উঁচিয়ে ধরলো দীর্ঘদেহী মানুষটা।

গিলের অস্ত্রটাকে শনাক্ত করতে পারছে স্যাম। 'কোথায় পেলে?'

পাত বিছানোর মেঝের দিকে ইশারা করে দেখালো রালফ। 'আমি আর নর্ম আসার সময় এটা তুলে নিয়েছিলাম। গিল হয়তো তড়িঘড়ি করে পালাতে এটাকে এখানে ফেলেই গেছে।' বেল্টের সাহায্যে বন্দুকটাকে তার কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছে রালফ। 'তার ক্ষতি... আমাদের উপকার।'

'আশা করছি ওটার যেন কোন দরকার না পড়ে আমাদের,' বললো স্যাম।

অনিশ্চিত ভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে সুড়ঙ্গের দিকে এগিয়ে যাওয়া শুরু করেছে রালফ।

'ফিলিপের সাথে আরেক বার যোগাযোগ করতে পারলে ভাল হয়,' ভেঙে গুড়ো হয়ে যাওয়া কক্ষটার দিকে তাকিয়ে বলল ম্যাগি। 'তাকে জানাও যে আমরা নিরাপদেই আছি। আমাদের উপর যেন আশা ছেড়ে না দেয়। পানি আর থাকার মত জায়গা পেলে, উদ্ধারকর্মীরা আসার আগ পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারব আমরা।'

'তুমি ঠিকই বলেছো। গুহার ভিতরে ঢুকে গেলে হয়তো তার সাথে আর যোগাযোগ করা যাবে না।' ফিলিপ সাইকসের কথা একদমই ভুলে গিয়েছিল স্যাম। প্রবেশদ্বার থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে ওয়াকি-টকিটা বের করে আনলো স্যাম। চালু করে ট্রান্সমিটার বাটনটা চাপতেই খরখর শব্দটা ভেসে আসতে শুরু করেছে। 'সাইকস, শুনতে পাচ্ছো আমাকে? ওভার!'

BanglaBook.org

প্রায় সাথে ভেসে এল জবাবটা। উত্তেজিত শোনাচ্ছে ফিলিপের কণ্ঠকে, '... জীবিত? ঈশ্বরের কৃপা... পর্বতের চূড়ার পুরোটাই ধ্বসে গেছে... আমরা... যতটা দ্রুত সম্ভব করার চেষ্টা করছি! ওভার!'

তার কথা শুনে হাসছে স্যাম। দ্রুত তাদের আবিষ্কার করা গুহা ও চাকুর বিস্ময়কর ম্যাজিকটার কথা তাকে জানিয়ে দিল স্যাম। 'তুমি আমাদেরকে মুক্ত করার আগ পর্যন্ত আমরা গুহাতেই আস্তানা গাড়ছি। বুঝতে পেরেছো? ওভার!'

ওয়াকি-টকির ব্যাটারী দুর্বল হওয়ার সাথে সাথে ভেসে আসা উত্তরটাও অস্পষ্ট হয়ে গেছে। ' গুহা? বেশি দূর চলে যেও না আবার। আমি চেষ্টা করছি...' খরখর শব্দটা এখন পুরোপুরিই থেমে গেছে।

ঘুরে তার বন্ধুদের বিবর্ণমুখগুলোর দিকে তাকালো স্যাম। 'জলদি কর, ফিলিপ!' ওয়াকি-টকির দিকে চেঁচিয়ে উঠলো সে। 'আর যত দ্রুত পারো আঙ্কেল হ্যাঙ্ককে ব্যাপারটা সম্পর্কে জানাও!'

স্ট্যাটিকের শব্দটাই ছিল তার একমাত্র উত্তর। ব্যাটারি এত দুর্বল হয়ে আছে যে, উপরে জমা মাটি, পাথরের স্তুপ ভেদ করে আর সিগন্যাল পাঠাতে পারছে না। গালি দিয়ে উঠে ওয়াকি-টকিটা বন্ধ করে দিল স্যাম। ব্যাটারী যতটুকু আছে ততটুকুই বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আশা করছে যে, ফিলিপ তার কথা পুরোটাই শুনতে পেরেছে।

নিচের ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে এসে অন্যদের সাথে যুক্ত হয়েছে স্যাম। তাদের অপর পাশে রয়েছে গভীর অন্ধকার কূপ। ভেঙে পড়া পিরামিড থেকে বাঁচতে পারায় স্বস্তি পাচ্ছে স্যাম। তবে ভিক্ষু ডি আলমাগ্রো সতর্কবাণীটা মাথা বাজছে অনবরত। *ইডেনের সর্পদেবতা... একে যেন কখনো বিরক্ত না করা হয়।*

অন্যদেরকে কালো অন্ধকার গুহার দিকে এগিয়ে যাওয়ার ইশারা করলো স্যাম। 'চলো, যাওয়া যাক।'

পাথরের ফাটলের পথটা সরু হওয়ায় তাদেরকে একজন একজন করেই এগিয়ে যেতে সচ্ছে। সবার সামনে রালফ আর সবার পিছনে স্যাম। আবদ্ধ জায়গায় স্যামের মনে হচ্ছে পাথরটা বুঝি তাকে পিষে ফেলবে। একটা পর্যায়ে পৌছে তাদেরকে গ্রানাইটের দুই দেয়ালের মধ্য দিয়ে পাশ ফিরে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। চাপা জায়গাটা পেরিয়ে আসার পরই বয়ে চলতে থাকা পানির শব্দ শুনতে পেল তারা। শব্দটা শুনেই পিপাসা পেয়ে গেছে স্যামের। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে তার।

সামনে থাকা রালফ বলে উঠলো, 'আমার মনে হচ্ছে এটা সামনে গিয়ে প্রশস্ত হয়ে যাবে।'

তাড়াহুড়ো করে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে স্যাম। আরেকটু হলেই ম্যাগির পা প্রায় পিষেই দিয়েছিল আসতে গিয়ে। প্রায় একঘণ্টা ধরে প্যাসেজটা ধরে এগিয়ে চলছে তারা। অবশেষে, বাতাসের আলোড়নটা অনুভব করতে

BanglaBook.org

পারছে স্যাম। আন্দাজ করছে সামনে হয়তো কোন বড় জায়গা আছে। হাঁটার গতি বেড়ে গেছে এখন তাদের।

পথটা এখন সত্যিই প্রশস্ত হয়ে এসেছে। তারা আবার পাশাপাশিভাবে হেঁটে এগুতে পারছে। ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে এখনো অন্য সবার থেকে সামনেই অবস্থান করছে রালফ। 'সামনে কিছু একটা আছে,' বিড়বিড় করে বলছে সে।

পথের শেষ প্রান্তের দিকে যেতে যেতে তাদের গতিও আস্তে আস্তে কমে আছে। ফ্ল্যাশলাইটটা উঁচিয়ে ধরলো রালফ। 'এটা অবিশ্বাস্য!' হাপাচ্ছে লোকটা।

সায় দিল স্যাম। অন্যরা তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে একটা উন্মুক্ত কক্ষে দেখা যাচ্ছে, যেটার মাঝের মধ্য দিয়ে নদীর একটা ধারা বয়ে চলছে। অবশ্য এটা তাদেরকে চমকে দেয়নি। পিলারগুলো মেঝের উপরের ছাদটাকে ধরে রেখেছে। পিলারের গায়ে জটিল খটখটে ও উদ্ভট প্রাণীদের চিত্র খোদাই আঁকা রয়েছে। পাথরের দেয়ালে অঙ্কিত প্রতিকৃতিগুলোর রুপালি চোখগুলোতে ফ্ল্যাশলাইটের আলো প্রতিফলিত হয়ে সবুজ দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন প্রাচীন দুনিয়ার রক্ষাকারী প্রহরী তারা।

আলোটা একটু নিচু করে ধরলো রালফ। 'দেখ!' অন্ধকার গুহার মেঝেতে নদী এবং গুহার গভীরে যাওয়ার প্রবেশমুখ থেকে একটা উজ্জ্বল সোনালি পথের উদয় হয়েছে। উজ্জ্বল পথটা বক্রাকার এক রেখায় গুহার দেয়ালের দিক বরাবার এগিয়ে গেছে।

'চমৎকার,' বলল স্যাম।

তার কাঁধের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা রালফ বলে উঠলো, 'পরের কক্ষটায় ফাঁদ বিছানো থাকতে পারে। ওটায় লুকানো কোন কিছুকে রক্ষা করছে হয়তো ফাঁদটা।'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে সোনালি পথটার দিকে পা বাড়ালো স্যাম। 'কিন্তু আমরা আসলে এখন কী আবিষ্কার করেছি?'

ছবি তুলতে থাকা নরম্যানকে পাঁশ কাঁটিয়ে সামনে এগিয়ে আসলো ম্যাগি। 'বিশ্রামের জন্য একটা জায়গা পেয়েছি আমরা। আর, এখনের জন্য এটুকুই যথেষ্ট।'

অন্যরাও সায় দিল তার সাথে। ক্লান্তি, অবসাদ, পিপাসায়–তাদের রহস্য উন্মোচন করার ইচ্ছা এখন অনেক ঢাকা পড়ে গেছে।

এমনকী স্যামও সায় দিল তাতে। রহস্যগুলো সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবে। তারপরও, বক্রাকার সোনালি পথটা ধরে অন্যদের সাথে নদীর ধারের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময়, নিজেকে ভাবনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারছে না স্যাম। না চাইলেও, উজ্জ্বল সোনালি পথটার সাথে কোন এক হিংস্র সাপের একধরনের অদ্ভুত সাদৃশ্যতা খুঁজে পাচ্ছে স্যাম।

সোনালি সাপ!

BanglaBook.org

●●●

হেনরি তার কম্পিউটার সামনে স্যামের ফোন ধরার অপেক্ষায় বসে আছে। 'স্যাম, ফোনটা ধরো জলদি,' বিড়বিড় করে নিজেকেই বলছে হেনরি। এবার নিয়ে প্রায় দশবারের মত পেরুর ক্যাম্পে ফোন করেছে সে।

বিভিন্ন দৃশ্য ভাসছে তার চোখের সামনে। প্রাকৃতিক কোন কারণে হয়তো বা স্যাটেলাইট ফিডে ত্রুটি দেখা দিয়েছে। তবে এরচেয়েও ভয়ঙ্কর চিন্তা যেটা মাথায় আসছে, তা হলো লুটেরারা হয়তো অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে আক্রমণ চালিয়েছে ক্যাম্পে। 'আমার চলে আসাটা একদম ঠিক হয়নি।'

ল্যাপটপের উপরের ডান কোনায় থাকা ঘড়িতে সময়টা দেখলো হেনরি। এগারোটার হালকা বেশি বাজছে। একটা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে নিজের সমস্ত দুঃশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। ক্যাম্প থেকে সাড়া না দেওয়ার হয়তো স্বাভাবিক কারণও আছে। তার কক্ষে কতিপয় চোরের অনুপ্রবেশ নিয়ে হোটেলের নিরাপত্তাদলের সাথে কথা বলার কারণে ফোনের সামনে আসতে আসতে মিনিট বিশেকের মত দেরি করে ফেলেছিল হেনরি। স্যামরা হয়তো ফোন করে তাকে না পেয়ে রেখে দিয়েছে। এতক্ষণে হয়তো তারা নিজেদের বিছানায় আরাম করে ঘুমাচ্ছে।

তারপরও শেষবারের মত পেরুর দলটার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে হেনরি। স্ক্রিনের উপরের চিহ্ন দেখে বুঝতে পারছে যে আন্দিনে থাকা ট্রান্সমিটিং ডিশ পর্যন্ত সিগন্যালটা যাচ্ছে। শ্বাস ধরে রেখেছে হেনরি। কিন্তু, আবারও সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, কেউ ধরছে না।

'ধ্যাত!' হতাশ হয়ে মডেমের সংযোগটা বন্ধ করে দিল হেনরি। যোগাযোগের এই ত্রুটির পিছনে হাজারটা কারণ থাকলেও, হেনরির মন বলছে কোন একটা সমস্যা হয়েছে। ভয়ংকর কোন বিপদ ঘটেছে। স্যামের বাবা মানে তার ভাই ফ্র্যাংকের গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যুর দিনও তার এরকম অনুভূতিই হয়েছিল। সেদিন ভোর চারটার দিকে হঠাৎ করে আসা ফোন কলটার কথা মনে পড়ছে হেনরির। রিসিভারের অন্য পাশ থেকে একটা ভয়ানক খবর ভেসে এসেছিল ঐদিন। এখন ঠিক সেই ভয়ের অনুভূতিটাই হচ্ছে হেনরির।

পেরুতে কিছু একটা হয়েছে। সে নিশ্চিত যে কিছু একটা হয়েছে।

হেনরি আরো একবার কম্পিউটারের দিকে মন ফিরালো। কিন্তু কী-বোর্ডে হাত দেওয়ার আগেই পাশে রাখা ফোনটা জোরালো শব্দে বেজে উঠায় চমকে উঠলো সে। আত্মা যেন গলার কাছে চলে এসেছে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ফোনটার দিকে। চোখের সামনে সেই ভয়ানক সকালের দৃশ্যটা ভাসছে। হাতে মুষ্টি পাঁকিয়ে নিজেকেই বলছে, 'নিজেকে শান্ত করো, হেনরি।' একটা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে চোখ বন্ধ করে রিসিভারের দিকে হাত বাড়ালো। যে-কোন ধরনের সংবাদ শোনার প্রস্তুতি নিয়ে ফোনটা ধরলো। 'হ্যালো?'

BanglaBook.org

একটা নারী কণ্ঠস্বর ভেসে এল অপর পাশ থেকে। 'হেনরি? আমি জোয়ান।'

তার সহকর্মী ভেবে হেনরি কিছুটা স্বস্তি পেলেও, জোয়ানের কণ্ঠে থাকা উদ্বেগটা ঠিকই ধরতে পারছে সে। শুধু সাধারণ কথা বলার জন্য জোয়ান কল করেনি। 'কী হয়েছে, জোয়ান?'

হেনরির হঠাৎ উদ্বেগটা হয়তো জোয়ানের মনোযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল। তাই বলতে গিয়ে প্রথমে কথা জড়িয়ে আসছিল তার, 'আমা... আমার মনে হল তোমাকে এটা জানানো উচিৎ। আমাদের ডেটের পর আমি আমার অফিসে গিয়েছিল... মানে সন্ধ্যার পর গিয়ে দেখলাম যে মমির দেহাবশেষ রাখা মর্গটায় কেউ ঢোকার চেষ্টা করেছিল। নিরাপত্তা রক্ষী সময়মত তাদেরকে বাঁধা দিতে পেরেছিল, কিন্তু সে তাদের কাউকেই ধরতে পারেনি।'

'মমিটা?'

'ঐটা ঠিকই আছে। চোরগুলো দরজার ঐপাশে যেতে পারেনি।'

'*হেরাল্ড* সাংবাদিকের প্রতিবেদনটা তো দেখছি আমরা যতটা ভেবেছিলাম তার চেয়েও বেশি মানুষের মনোযোগ কাড়তে পেরেছে।'

'অথবা হয়তো ঐ এক লোককেই বেশি আকর্ষণ করেছে,' জোয়ান বললো। 'হয়তো তোমার ওখানে কিছু খুঁজে না পেয়ে এখানে এসেছিল। পুলিশ কী বলছে?'

'তেমন কিছুই না। কিছুই চুরি যায়নি দেখেই হয়তো তারা খুব একটা বেশি আগ্রহী না।'

'তারা কি আঙুলের ছাপ-টাপ নেওয়ারও চেষ্টা করছে না?'

হেনরি হাসলো। 'তুমি মনেহয় ইদানীং খুব বেশি ক্রাইম শো দেখছো। তারা শুধু একটা কাজই করেছে। হলওয়েতে থাকা সিকিউরিটি ক্যামেরার ফুটেজটাই দেখেছে শুধু।'

'দেখে কী পেল?'

'কিছুই না। ক্যামেরার লেন্সটা প্রলেপ দিয়ে ঢাকা ছিল।'

জোয়ান নীরবে নিঃশ্বাস নিচ্ছে শুধু।

'জোয়ান?'

'এখানেও একই ঘটনা ঘটেছে। মনিটরের পর্দা হঠাৎ কালো হয়ে যাওয়াতেই গার্ড সতর্ক হতে পেরেছিল।'

'তাই তোমার ধারণা চোরগুলো একই দলের?'

'আমি আসলে জানি না।'

'যাই হোক, নিরাপত্তা রক্ষী দ্রুত টের পেয়ে যাওয়ায় তারা আর তেমন কোন ক্ষতিসাধন করতে পারেনি। এটাই রক্ষা এই যাত্রায়।' কিন্তু হেনরি ঠিক সন্তুষ্ট হতে পারছে না।

জোয়ান শব্দ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'হয়তো ঠিকই বলছো তুমি। তোমাকে বিরক্ত করায় দুঃখিত, হেনরি।'

BanglaBook.org

'আরেহ, বিরক্ত হইনি। জেগেই ছিলাম আমি।' ইচ্ছা করেই স্যামের সাথে যোগাযোগ করতে গিয়ে ব্যর্থ হওয়ার কথাটা তাকে জানালো না হেনরি। যদিও কোনভাবেই এর কোন মানে হয় না, তবুও হেনরির মনে হচ্ছে আজকে রাতে ঘটা ঘটনাগুলো একটা আরেকটার সাথে যুক্ত। তার হোটেল রুমে অনুপ্রবেশ, মর্গে ঢুকতে যাওয়ার চেষ্টা, স্যামের সাথে যোগাযোগ করতে সমস্যা হওয়া–সবগুলোকেই যোগসাজশ করা ঘটনা মনে হচ্ছে তার। যদিও এর কোন মানে হয় না, তবুও তার ঘাড়ের শেষ প্রান্তে থাকা চুলগুলো বিপদের সংকেত দিচ্ছে।

'তোমাকে এখন ঘুমাতে দেওয়া উচিৎ আমার,' জোয়ান বলছে। 'সকালে দেখা হচ্ছে আমাদের।'

কথাটা শুনে প্রথমে হালকা ভ্যাবাচ্যাকা খেলেও পরে মনে পড়লো যে সকালে জোয়ানের ল্যাবে যাওয়ার কথা আছে তার। রাতের এই হুলস্থুল কাণ্ড আর স্যামকে নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করার কারণে এক মুহূর্তের জন্য সে জোয়ানের সাথে সাক্ষাতের কথাটা ভুলেই গিয়েছিল। 'হ্যাঁ, অবশ্যই। সকালেই দেখা হচ্ছে তাহলে। শুভ রাত্রি।' ফোন রাখার ঠিক আগমুহূর্তে তড়িঘড়ি সাথে এটুকও যোগ করলো, 'ফোন করার জন্য ধন্যবাদ।' কিন্তু ততক্ষণে অপর পাশ থেকে লাইনটা কেটে গেছে।

আস্তে আস্তে রিসিভারটাকে নির্দিষ্ট জায়গায় ফিরিয়ে রাখছে হেনরি।

একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ পর্দার দিকে তাকিয়ে থেকে, কম্পিউটারটা বন্ধ করে দিলো হেনরি। এখন আর ক্যাম্পে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে কোন লাভই হবে না। সে ভালো করেই জানে যে ঐ পাশ থেকে কেউ সাড়া দিবে না। ল্যাপটপের ডালাটা বন্ধ করতে করতে নিজেকেই বিড়বিড় করে বলছে, 'যদি কালকে রাতের মাঝে ক্যাম্প থেকে কোন সাড়া না পাই, তাহলে তার পরেরদিন সূর্য উঠার সাথে সাথেই বেরিয়ে পড়ব আমি।' কিন্তু এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরও নিজের দুঃশ্চিন্তাকে দমিয়ে রাখতে পারছে না সে।

BanglaBook.org

তৃতীয় দিন
রহস্যময় পদার্থ

বুধবার, ২২ আগস্ট, সকাল ৬:০৩
আন্দিন পর্বতমালার গুহা,
পেরু।

একমাত্র ফ্ল্যাশলাইটের ক্ষীণ আলোয় চাকুর সোনালি ফলাটাকে পরীক্ষা করে দেখছে স্যাম। রাতের শেষ ভাগটায় পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব পড়েছে তার উপর। অন্যরা গুহার মেঝের সমতল পাথরের উপর শুয়ে ঘুমাচ্ছে। বালিশ হিসেবে ব্যবহার করছে তার কুঁচকে যাওয়া কাপড় এবং সাথে করে নিয়ে আসা ব্যাগগুলোকে। রালফ মৃদুস্বরে নাক ডাকছে। তবে, যাই হোক–দীর্ঘদেহী মানুষটা তো অন্তত ঘুমাচ্ছে কিছুটা হলেও। এর আগে ঘুমাতে বেশ সমস্যা হচ্ছিল স্যামের। হালকা তন্দ্রায় গেলেও, তার ঘুম ঘুম চোখে শুধু ধ্বসে পড়া পাথর আর অদেখা জন্তুটার ভয়ঙ্কর দৃশ্যই ভাসছিল। পাহারার জন্য নরম্যান তাকে খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে দেওয়ায় সে খুশিই হয়েছে।

চাকুর উপর থেকে নজর সরিয়ে গুহাটার দিকে তাকালো স্যাম। চারপাশে ছড়িয়ে থাকা পিলারে অঙ্কিত অর্ধেক মানুষ অর্ধেক জন্তু জাতীয় প্রাণীর রুপালি চোখগুলো যেন স্যামকেই গভীর মনোযোগে পর্যবেক্ষণ করছে। এগুলো ইনকা দেবতা এবং আত্মা সমূহের প্রতীক। কাছে থাকা সোনালি পথটা থেকে ক্ষীণ আলো ছড়াচ্ছে। কালো পাথরের উজ্জ্বল শিরার মত দেখাচ্ছে পথটাকে। স্যাম ধারণা করছে, ইনকা ইনডিয়ানরা হয়তো এই পথেই পায়ে হেঁটে চলাচল করতো। পথটা নদী তীর দিয়ে চলে গেছে গুহার একদম গভীর স্তরে। পথটা ধরে সামনে এগোতে ইচ্ছা করছে স্যামের। কিন্তু, দলের সবাই এখানেই তাদের ক্যাম্প করতে একমত হয়েছে। কাছেই আছে পানির উৎস, গুহার প্রাকৃতিক ফাটলটাও এখানে। এখানে থেকেই উদ্ধারকারীদের জন্য অপেক্ষা করবে তারা। অনুসন্ধানের কাজ পরেও করা যাবে।

ঘড়িতে সময় দেখে স্যাম ধারণা করছে যে আন্দিন পর্বতমালার উপরে সূর্যটা উদিত হচ্ছে এখন। অবশ্য গুহার গভীরে অন্ধকার আরো ঘনীভূত হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন এই অন্ধকারের কোন শেষই নেই। সময়ের কোন মূল্যই নেই এখানে। অনন্তকালের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে যেন সময়টা।

BanglaBook.org

স্যাম তার ক্ষুধা ভুলে থাকার চেষ্টা করলেও তার পেট ঠিকই গুড়গুড় করতে শুরু করেছে। সর্বশেষ বার খাওয়ার পর থেকে এতক্ষণে কতটা সময় পেরিয়েছে? তাদের কেউই এই লম্বা সময়টায় মুখে কিছু দেয়নি। এটা নিয়ে কোন অভিযোগ তুলছে না স্যাম। নদীর ধারাটা থাকায় অন্তত পানি তো পাচ্ছে তারা।

তার শুধু মনোযোগটা এখন অন্যকিছুর দিকে সরিয়ে রাখতে হবে।

চাকুর ফলার উপর আঙুল বুলাচ্ছে স্যাম। চাকুর রহস্যময় যন্ত্রকৌশলটা নিয়ে ভাবছে। গতরাতে এটা হুট করে বদলে গিয়েছিল কীভাবে? ফলার খাঁজকাটা বজ্রবিদ্যুতে পরিণত হওয়ার মত কোন ট্রিগারের চিহ্নও এখনো খুঁজে পায়নি সে। চাকুটা এতই মসৃণ এবং যান্ত্রিক ঘর্ষণ মুক্ত ভাবে তৈরি করা হয়েছে যে, মনে হয় এটা গলে গিয়ে নতুন আকৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। কৌশলটা খুব বেশি ধাঁধা লাগানোর মত। এখনকার প্রযুক্তি তৎকালীন সময়ে ঠিক কতটা জটিল ছিল? ভিক্ষু ডি আলমাগ্রোর ইডেনের সর্পদেবতার সতর্কবাণী থেকে কোন নিষিদ্ধ জ্ঞানের উৎসের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। এমন কোন জ্ঞানের ভাণ্ডার যেটা মানবজাতিকে কলুষিত করতে পারে। চাকুটাও কি তারই কোন নিদর্শন?

খুক খুক কাশির শব্দ শুনে মনোযোগটা অন্য দিকে ঘুরে গেল। খালি পায়ে হেঁটে তার দিকেই এগিয়ে আসছে ম্যাগি। এই অপরিচ্ছন্ন অবস্থায়ও ম্যাগিকে আকর্ষণীয় দেখাচ্ছে। একটা পাতলা ব্লাউজ পরে আছে শুধু, বোতামগুলোও ঢিল করা। কাপড়ের নিচে থাকা স্তনের নড়ন-চড়ন চোখে পড়ছে স্যামের। মুখ শুকিয়ে আসছে তার। নিজেকে লজ্জাজনক অবস্থায় ফেলার আগেই দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতে চাইছে সে, কিন্তু তার চোখ এক দৃষ্টিতে ম্যাগির কোমর এবং পায়ের বাঁকের উপরেই আটকে আছে।

'তোমার এভাবে ঘুরঘুর করে তাকিয়ে থাকা বন্ধ করা উচিৎ, স্যাম,' শান্ত কণ্ঠে বলে উঠলো ম্যাগি। 'মানুষজন কিন্তু কথা বলা শুরু করবে নাহলে।'

'কী?' চমকে গিয়ে ম্যাগির দিকে জিজ্ঞেস করলো স্যাম।

চাকুটার দিকে তাকিয়ে মাথা দুলিয়ে ক্লান্ত ভাবে হাসলো ম্যাগি।

'ওহ...' বলে চাকুটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখলো স্যাম। 'তো তুমিও ঘুমাতে পারোনি?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে তার পাশে বসলো ম্যাগি। 'পাথর কিন্তু অতটা আরামদায়ক তোশক না।'

ম্যাগির মিথ্যাটা ধরতে পেরেছে স্যাম। তবুও মাথা দুলিয়ে সায় দিল। গভীর দুঃশ্চিন্তা আর সর্বত্র বিরাজমান অন্ধকারটা জেঁকে ধরেছে তাদেরকে। স্যামের ধারণা, ম্যাগিও তার মত এই কারণেই নিদ্রাহীনতায় ভুগছে। 'আমরা এখান থেকে বের হতে পারব,' মসৃণভাবে ভাবে বলল স্যাম।

'আমাদের পুরোনো বন্ধু ফিলিপ সাইকসকে ভরসা করতে পারছো?' চোখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলো ম্যাগি।

BanglaBook.org

'আমি জানি সে একটা গাধা, কিন্তু সে আমাদের বের করতে পারবে।'

কথাটা শুনে পাশের পিলারটার দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলো ম্যাগি। বেশ কিছুটা সময় অতিবাহিত হওয়ার পর মুখ খুললো, 'স্যাম, আমার জন্য টালির উপর এগিয়ে আসার জন্য আবারো ধন্যবাদতোমাকে।'

ধন্যবাদ দেওয়ার প্রয়োজন নেই বলে স্যাম পাল্টা কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হাত উঁচিয়ে তাকে থামিয়ে দিল ম্যাগি। 'কিন্তু, আমার সম্পর্কে তোমার কিছুটা জানা উচিৎ। আমার মনে হয়, তুমি সেটা জানার দাবিও রাখো।'

স্যাম পুরোপুরি ঘুরে ম্যাগির মুখের দিকে তাকালো। 'কী?'

'আমি আসলে সত্যিকার অর্থে মৃগীরোগী নই,' মৃদুস্বরে জানালো ম্যাগি।

স্যাম শুনে থতমত খেয়ে গেল। 'কী বলতে চাচ্ছো তুমি?'

'আমার সাইকোলোজিস্টরা পরীক্ষা করে বলেছে যে, এটা আসলে মানসিক আতঙ্কের চাপ বৃদ্ধির একটা লক্ষণ। প্যানিক অ্যাটাকের সর্বোচ্চ পর্যায়। যখনই দুঃশ্চিন্তাগুলো একটা নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছায়'–শূন্যে হাত নাড়লো ম্যাগি–'তখনই আমার শরীর বিদ্রোহ করতে শুরু করে। আমার মনকে ঘুরিয়ে অন্য একটা জগতে পাঠিয়ে দেয়।'

'আমি বুঝতে পারছি না। এটা কি যুদ্ধকালীন সৃষ্ট আতঙ্কের সমস্যাটা না?'

'সবসময় না... আর, সত্যি বলতে যুদ্ধেরও অনেক প্রকারভেদ আছে।'

ম্যাগিকে আর বেশি চাপ দিতে চাচ্ছে না স্যাম, কিন্তু তার মনের ভিতরের প্রশ্নটা তাকে চুপ থাকতে দিলো না। 'কী হয়েছিল?'

লম্বা একটা সময় স্যামের দিকে তাকিয়ে রইলো ম্যাগি। তার চোখ দিয়ে স্যামের আন্তরিকতা আসলেই সত্য কিনা তা মেপে দেখছে। শেষমেশ দৃষ্টি সরিয়ে নিল। গলার স্বর নিস্তেজ হয়ে গেছে তার। 'যখন আমার বয়স বারো, তখন আইএরএ স্নাইপারের একটা বুলেট এসে আমার স্কুলের বন্ধু প্যাট্রিক ডুগানকে আঘাত করেছিল। আমরা তখন রাস্তার পাশের একটা নর্দমায় লুকিয়ে ছিলাম। বুলেটের আঘাতে প্যাট্রিক আমার বাহুতে লুটিয়ে পড়েছিল।'

'কী সাংঘাতিক!'

'উপরে গোলাগুলি চলছিলই। সাধারণ মানুষরা চেঁচাচ্ছিলো, কাঁদছিলো। তখন আমি কী করবো কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। তাই, প্যাট্রিকের লাশের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছিলাম আমি।' কথাগুলো বলতে বলতে কাঁপতে শুরু করেছে ম্যাগি। 'তার... তার রক্তে পুরোপুরি ভিজে গিয়েছিলাম আমি। রক্তটা ছিল গরম। উষ্ণ সিরাপের মত। কসাইখানার মত গন্ধ...'

স্যাম ম্যাগির কাছে ঘেষে বসলো। তাকে টেনে দিয়ে নিজের সাথে মিশিয়ে নিয়েছে। 'তোমাকে আর আতঙ্কিত হতে হবে না, ম্যাগি।'

ম্যাগি তাকে বাঁধা দেয়নি কোন কিন্তু তার স্পর্শে কোন সাড়াও সে দেয়নি। অন্ধকারের দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। পরিচিত সেই দুঃস্বপ্নটায় হারিয়ে গেছে যেন। 'কিন্তু প্যাট্রিক তখনও বেঁচে ছিল। সে গোঙাচ্ছিল।

BanglaBook.org

এতটাই আস্তে আস্তে যে অন্যরা তাকে শুনতে পায়নি। সে আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিল। তার মায়ের জন্য কাঁদছিল। কিন্তু, আমি চুপ করে লুকিয়েই ছিলাম। তার শরীরকে নিজের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছিলাম। তার রক্ত আমার কাপড়-চোপড় ভিজিয়ে দিয়েছিল।' স্যামের দিকে ঘুরে তাকালো ম্যাগি। তার গলা ধরে আসছে। 'ওটা ছিল উষ্ণ, নিরাপদ। লুকানোর ঐ জায়গা থেকে কোনকিছুই আমাকে সরাতে পারতো না। ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুক। নিজের উপর জোর করেই প্যাট্রিকের সাহায্যের জন্য গোঙানোটা শুনেও না শোনার ভান করে পড়েছিলাম।' ফুঁপানো শুরু করেছে ম্যাগি।

'ম্যাগি, তুমি তখন বাচ্চা ছিলে।'

'আমি কিছু তো একটা করতে পারতাম।'

'এবং করতে গিয়ে তুমি নিজেও মরে যেতে পারতে। তাতে প্যাট্রিক ডুগানের কী উপকারটা হত বলো?'

'আমি কখনোই তা জানতে পারব না,' বলতে বলতে আত্মগ্লানির কান্না পানি তার গাল বেয়ে পড়তে শুরু করেছে। স্যামের বাহুবন্ধন ছুটে আসার চেষ্টা করছে ম্যাগি, রেগে গেছে নিজের উপরই, রাগত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে স্যামের দিকে । 'জানতে পারবো কি?'

স্যামের কাছে এর কোন উত্তর নেই। 'আমি দুঃখিত,' ক্ষীণস্বরে বলল স্যাম।

গালে লেগে থাকা পানি মুছে নিল ম্যাগি। 'এরপর থেকেই, ঐ অভিশপ্ত রোগটার শুরু। বছরের পর বছর এত এত ওখুধ খেয়ে চিকিৎসা করানোর পরও কোন ফল আসেনি। তাই সব কিছু বন্ধ করে দিয়েছি আমি।' ঢোক গিলল। 'এটা আমার সমস্যা, যেটাকে নিয়ে সারাজীবন আমাকে একা বেঁচে থাকতে হবে। আমার বোঝা এটা।'

আর প্যাট্রিকের মৃত্যুর দায়ে তোমার নিজেকেই নিজের দেওয়া শাস্তি, মনে মনে বলল স্যাম। সে এখানে বিচার করার কে? গাড়ি দুর্ঘটনায় তার বাবা-মায়ের মৃত্যুর সময় পিছনের সিটে সে নিরাপদেই ছিল। পিছন থেকে সে তার বাবা-মায়ের দেহটাকে মাংসের দলার মত দুমড়ে-মুচড়ে যেতে দেখেছে। ঐ ঘটনার কথা আবার মনে পড়ে গেছে তার। টিকে থাকা মানুষের আক্ষেপ এটা। এই অনুভূতির সাথে খুব ভাল করেই পরিচয় আছে তার। এখনো মাঝে মাঝে ঐ দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম থেকে জেগে উঠে স্যাম। উঠে দেখে বিছানার চাদর তার শরীরের সাথে লেপ্টে আছে, পুরো শরীর ঠাণ্ডা ঘামে চুপচুপে হয়ে আছে।

ম্যাগির পরের কথাটায় আবার অন্ধকার গুহার দিকে মনোযোগ ফিরে এলো স্যামের। 'ভবিষ্যতে আর কখনো আমার জন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ো না, স্যাম। বুঝেছো?'

'আ... আ... আমি তো এটা নিয়ে কথা দিতে পারব না।'

রাগত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে ম্যাগি। চোখের অশ্রুর ধারা ক্রমেই বাড়ছে আরো।

BanglaBook.org

'ম্যাগি...?'

হুট করে নরম্যানের উদয় হওয়ায় বাধা পেল তারা। 'দুঃখিত, বন্ধুরা, কিন্তু ঘোড়া সম্পর্কে কারো সাথে কথা বলা প্রয়োজন ছিল আমার,' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলে উঠলো নরম্যান। তার চুলগুলো উস্কখুস্কু হয়ে আছে। সোনালি পথটা অতিক্রম করে কাছের একটা বড় পাথরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সে। অন্য দুইজনের মাঝে থাকা দুঃশ্চিন্তা অতটা নজরে পড়েনি তার।

ম্যাগির দিকে ঘুরলো স্যাম, কিন্তু ম্যাগি তার চোখে দৃষ্টি ফেলতে চাইছে না। পায়ের পাতায় ভর করে উঠে দাঁড়িয়েছে সে। 'জীবন...তোমার জীবনকে ঝুঁকির মুখে ফেলো না...' যেতে যেতে ম্যাগি আরো কিছু বিড়বিড় করে বলছিল। কথাগুলো তার নিজের জন্য হলেও বদ্ধগুহার প্রতিধ্বনির কারণে স্যামের কানে এসেও পৌঁছাল কথা গুলো। 'আমার হাতে আমি আর অন্য কারো মৃত্যু দেখতে চাই না।'

ম্যাগিকে শান্ত করার জন্য উঠতে গিয়েও থেমে গেল স্যাম। এখানে তার আসলে কিছুই বলার নেই। তার বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর সেও এসব স্বান্তনা বাণী অনেকবার শুনেছে। *নিজেকে দোষ দিয়ো না। তোমার সেখানে কিছুই করার ছিল না। দুর্ঘটনা ঘটেই*। কিন্তু এসব কথার কোনটাই তাকে সাহায্য করেনি। তবুও, অন্ততপক্ষে তার সাথে তো আঙ্কেল হ্যাঙ্ক ছিল। নিজের স্ত্রীকে হারিয়ে আঙ্কেল হ্যাঙ্ক এটুকু বুঝতে পেরেছিল যে, নিজের সমস্যাগুলো উত্থাপন করে অন্যের কাছ থেকে উত্তর পাওয়ার আশা করার চেয়ে নীরবে একা একা মোকাবেলা করাই ভাল। এই নীরবতাটা দুঃখ দেওয়া থেকে তাদের চাচা-ভাতিজার মাঝখানে একটা সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। যেখানে শোকাহত দুইজন মানুষ একই সাথে আঘাতটা থেকে সেরেও উঠছিল, আবার নতুন করে যন্ত্রণায় কাতরও হচ্ছিল।

ম্যাগিকে আস্তে আস্তে দূরে চলে যেতে দেখে কাঁধ ঝুলে পড়লো তার। ম্যাগি অবশ্য একটা কথা ঠিকই বলেছে। এটা তার একটা বোঝা। তারপরও স্যাম দৌড়ে ম্যাগিকে তার বাহুবন্ধনে জড়িয়ে ধরে–তাকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়ার ইচ্ছাটাকে দূর করতে পারছে না।

সে কোন কিছু করার আগেই একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার মনোযোগ কেড়ে নিল তার। লাফিয়ে উঠে চাকুটা বের করে আনলো স্যাম। পাথরের উপর রেখে দেওয়া তার দাদার উইনচেস্টারটা তুলে নেওয়ার জন্য হাত বাড়িয়েছে।

পাথরের ধার থেকে দৌড়ে ছুটে আসছে নরম্যান। জামার আস্তিন গুটাতে গুটাতে পিছনের দিকে তাকাচ্ছে বারবার।

'কী হয়েছে?' নরম্যান তার পাশে এসে হোঁচট খেয়ে পড়ার সাথে সাথেই জিজ্ঞেস করলো স্যাম।

এক মুহূর্তের জন্য শ্বাস আটকে গেছে যেন ফটোগ্রাফারের। হাত দিয়ে পাথরের দিকে ইঙ্গিত করে হাঁসফাঁস করতে করতে বলল, 'পি... পিছনে'

BanglaBook.org

রালফও উঠে এসে দাঁড়িয়েছে তাদের সাথে। হুট করে ঘুম থেকে উঠার কারণে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আছে। হাত দিয়ে ঘষে চোখ থেকে ঘুম সরানোর চেষ্টা করছে। অন্য হাতে গিলের রাইফেলটা ধরে রেখেছে। 'ধুর, নরম্যান! মেয়েদের মত করে চেচাচ্ছো তুমি।'

রালফের উপহাসকে পাত্তা দিল না নরম্যান। আসলে এতটাই আতঙ্কগ্রস্ত যে পাত্তা দেওয়ার সুযোগও পাচ্ছে না। 'আ... আমি তো ভেবেছিলাম ওগুলো শুধু... শুধু শৈবাল বা পাথরের জ্বলজ্বলে কোন দাগ। কিন্তু কিছু একটাকে নড়তে দেখেছি ওখানে!'

'কাকে? কী বলছো তুমি?' স্যাম জিজ্ঞেস করলো।

শরীর হালকা হালকা কাঁপছে নরম্যানের । নিজেকে আবার একত্রিত করতে চেষ্টা করছে সে। হাত নেড়ে সবাইকে পাথরটার দিকে আগানোর নির্দেশ দিল। ততক্ষণে, ডেনাল আর ম্যাগিও তাদের থেকে কয়েক ধাপ পিছে এসে জড়ো হয়েছে। 'আমি নিশ্চিত না অতটা।' তাদেরকে নিয়ে আবার সেখানে ফিরে যাচ্ছে। তবে এবারে পাথর এবং এর পিছে লুকিয়ে থাকা বস্তুটা থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেছে।

ফটোগ্রাফারের পাশেই রয়েছে স্যাম।

অন্ধকার হয়ে আছে পাথরের অপর পাশের অংশটা। গুহার দেয়ালে স্ফটিক অথবা সাদা জিপ্সামের একটা ধারা দেখা যাচ্ছে। 'আমি তো কিছু দেখছি না এখানে।'

'একটা লাইট দাও তো আমাকে,' বলে অন্যদের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল নরম্যান।

ফটোগ্রাফারের দিকে দ্বিতীয় ফ্ল্যাশলাইটটা বাড়িয়ে দিয়েছে ডেনাল। নরম্যান লাইটটা চালু করতেই আলো ছড়িয়ে পড়লো অন্ধকার জায়গাটায়।

চমকে গিয়ে কিছুটা পিছিয়ে এলো স্যাম। দেয়াল বেয়ে নেমে যাওয়া ধারাটা কোন স্ফটিক বা জিপ্সামের না। ফ্যাকাশে বর্ণের ধারাটা দেয়াল বেয়ে মেঝেতে থাকা একটা ক্ষুদ্র নালায় নেমে আসছে। এমনকী, ক্ষুদ্র নালাটা মেঝের উপর দিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে তাদের একত্রিত দলটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। স্যাম তার নিজের লাইটটাও জ্বালিয়ে নিয়েছে। 'মাকড়সা...।' দলটার সব সদস্যই একই রকম ফ্যাকাশে বর্ণের এবং প্রায় এক হাত সমান প্রশস্ত হবে। শ-খানেক মাকড়সা আছে দলটায়...না না হাজারখানেকের মত আছে ওখানে।

রালফও পিছিয়ে এসেছে। 'টারান্টুলা।'

'আলবিনো টারান্টুলা,' ম্যাগি গুঙিয়ে উঠলো।

মাকড়সার ফৌজটা তাদের দ্রুত বেগে যাত্রা অব্যাহত রেখেছে। পাথরের দুইপাশ থেকেই এগিয়ে আসছে দলটা। পাথরের কাছে নরম্যানের সকালের প্রাকৃতিক কর্মের উষ্ণ ও আর্দ্র স্থানটায় এসে থেমে গেছে কয়েকটা। পরিষ্কারভাবেই বুঝা যাচ্ছে উষ্ণতা টের পেয়েই এদিকে এসেছে প্রাণীগুলো ।

BanglaBook.org

'আমাদের শারিরীক তাপমাত্রা,' স্যাম বলছে। 'নিশ্চিত ভাবেই এই প্রাণীগুলো অন্ধ। গন্ধ এবং উষ্ণতায় আকর্ষিত হয় এগুলো।'

তার পিছনে থাকা ডেনাল তার স্থানীয় কুঁইচা ভাষায় বিড়বিড় করে বলে উঠলো কিছু।

স্যাম ঘুরে তাকালো। সোনালি পথের অপর পাশটার দিকে ইঙ্গিত করে দেখাচ্ছে ইনডিয়ান ছেলেটা। ডেনালের তাক করা জায়গায় আলো ফেলে দেখলো নরম্যান। অন্য একটা দেয়াল বেয়ে ফ্যাকাশে রোমশ পায়ে ভর করে মাকড়সার আরেকটা দল নেমে আসছে। দেখে স্যামের হুট করে মনে হল তার পিঠ বেয়েও হয়তো নামছে এগুলো।

আলোটা উঁচিয়ে ধরে, ঘাড় বাঁকিয়ে উপরের দিকে তাকালো স্যাম।

উপরের ছাদের পুরোটা জুড়েই ছড়িয়ে আছে ফ্যাকাশে প্রাণীগুলো। কিছু ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে, কিছু সঙ্গমে লিপ্ত আছে, কয়েকটা আবার যুদ্ধে মত্ত হয়ে আছে। মাকড়সার জালগুলোতে হাজার হাজার ডিমের থলি ঝুলে আছে। স্যামরা হয়তো টারান্টুলাদের প্রধান আস্তানাতেই এসে উপস্থিত হয়েছে... আর, শিকারীদের দলটা হয়তো তাদের শিকার ধরার জন্যই এগিয়ে আসছে। কয়েকটা দল তো পিলার বেয়ে ইতিমধ্যেই নিচে নেমে এসেছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন খোদাই করা মূর্তিগুলোই জন্ম দিয়েছে এগুলোকে।

দলটা বিক্ষিপ্ত ভাবে ভয়ঙ্কর জায়গাটা থেকে পালিয়ে নিজেদের ক্যাম্পের কাছে ফিরে এল আবার।

ওখান থেকে চলে আসার পর বৃহৎ আকৃতির মাকড়সাগুলো নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে স্যাম। গুহার ভিতরে সামান্য খাদ্য উৎসের নির্ভর করা এই প্রাণীগুলো নিশ্চিতভাবেই আরো বেশি আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে বিবর্তিত হয়েছে। শিকার তাদের জালে জড়িয়ে পড়বে–এই অপেক্ষা করার পরিবর্তে, সাধারণত নিঃসঙ্গ স্বভাবের এই মাকড়সাগুলো হয়তো একত্রিত হওয়ার কোন কৌশল রপ্ত করে নিয়েছে। যাতে দলবদ্ধ হয়ে রক্ত-মাংসের শিকারের জন্য ক্রমান্বয়ে গুহার প্রতিটা অংশে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াতে পারে। তাদের পরবর্তী খাবারের তালিকায় যুক্ত হবার কোন ইচ্ছা নেই স্যামের।

'ওকে, বন্ধুরা, আমার মনে হয় আমরা এখানে বেশি সময় কাটিয়ে ফেলেছি,' অন্যদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছে সে। 'সবার জিনিসপত্র গোছগাছ করে নাও। এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে আমাদের।'

'যাব কোথায়?' ম্যাগি জানতে চাইলো।

'গুহার মাঝখান দিয়ে চলার একটা রাস্তা আছে না? ইনডিয়ানরা মানে যারা এটা তৈরি করেছিল তারা হয়তো কোন কারণেই করেছিল। হয়তো এটা বেরিয়ে যাওয়ার কোন পথও হতে পারে। খুঁজে দেখায় কারো কোন আপত্তি আছে?'

কেউই আপত্তি করলো না। আক্রমণকারী টারান্টুলা গুলোর উপরই চোখ ঘুরছে সবার।

BanglaBook.org

সোনালি চাকুটা জ্যাকেটের ভিতরে ঢুকিয়ে হাতে তার দাদার দেওয়া রাইফেলটা তুলে নিল স্যাম। হাত নেড়ে অন্যদেরকে নিজ নিজ জিনিসগুলো তুলে নেওয়ার নির্দেশ করলো। 'একটা ফ্ল্যাশলাইটই জ্বালাও শুধু,' পথ দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে বলল সে। 'অন্যগুলোর ব্যাটারি বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এই অন্ধকারের মাঝে আলোর উৎস হারিয়ে ফেলতে চাই না।' অন্ধকারে বিষধর শিকারী ফ্যাকাশে টারান্টুলাদের ফাঁদে আটকে পড়ার কথা ভাবতেই মেরুদণ্ড বরাবর শিহরণ বয়ে গেল যেন। রাইফেলটা আরো শক্ত করে আঁকড়ে ধরলো সে। যদিও জানে আলো চলে গেলে এটা তার খুব একটা উপকার করতে পারবে না।

নরম্যান ফ্ল্যাশলাইটটা নিয়ে এগোনোর সময় বারবার পিছনের দিকে তাকাচ্ছে।

'তুমি যতক্ষণ এগিয়ে যেতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মাকড়সারা তোমার কাছে আসবে না, নরম্যান,' মুখ বিকৃত করে তাকে উপহাস করে বলল রালফ।

ফটোগ্রাফার তবুও বারবার পিছনের দিকে চোখ রাখছে। 'শুধু এটা মনে করিয়ে দিও আমাকে যে... প্রাকৃতিক কর্মে কোন সাড়া দেওয়া যাবে না। অন্তত পক্ষে দিনের আলো চোখে না দেখা পর্যন্ত নয়।'

স্যাম তাদের উদ্বিগ্ন কথাবার্তাকে উপেক্ষা করছে। তাদের পিছনে কী লেগে তা নিয়ে স্যাম অতটা চিন্তিত না, তার চিন্তা হচ্ছে সামনের পথটা নিয়ে। এই পথটা আসলে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে?

দুর্ভাগ্যবশত খুঁজে বের করার জন্য শুধু এই একটা রাস্তাই আছে।

এগিয়ে যেতে যেতে নরম্যান পিছন থেকে বিড়বিড় বলছে, 'সিংহ, বাঘ, ভাল্লুক, ওহ ঈশ্বর'

পিছনে তাকালো স্যাম। ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে আছে তার।

সোনালি পথটার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালো নরম্যান। 'পথটা আমাকে ইয়েলো ব্রিক রোডের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।'

'চমৎকার,' খিটখিটে কণ্ঠে বলে উঠলো রালফ। 'পাগলটা এখন নিজেকে ডরোথি ভাবতে শুরু করেছে।'

'সেটা যদি হতে পারতাম! এই মুহূর্তে এক জোড়া রুবির জুতা থাকলে ওটা আমাকে বাসায় পৌছে দিতে পারতো,' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলে যাচ্ছে নরম্যান। 'অথবা ক্যানসাসের ঐ খামারে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেও মন্দ হত না।'

তাদের দিকে একনজর তাকিয়ে তার যাত্রা অব্যাহত রেখেছে স্যাম।

লম্বা সকালের বাকিটা সময় সীমাহীন পথে হেঁটেই কাটাতে হল তাদের। গুহা মাড়িয়ে আন্দিন পর্বতমালার যত ভিতরের দিকে যাচ্ছে, তাদের পিঠ এবং পাও ততই প্রতিবাদ জানাচ্ছে। যদি খাবারের অভাব এবং অতিরিক্ত ক্লান্তবোধটা না থাকতো তাহলে গুহার দৃশ্যগুলো মুগ্ধ নয়নে উপভোগ করতো। উপর থেকে লম্বা লম্বা স্টেগলেমাইট ঝুলছে, গুহাকক্ষের স্বচ্ছ জলাশয়গুলো অনুপ্রভ আলোয় জ্বল জ্বল

BanglaBook.org

করছে, জলপ্রপাতের ধারাগুলো সোনালি পথটাকে কুয়াশাচ্ছন্ন করে রেখেছে-যেটার জন্য তারা কিছুটা শীতলতা পাচ্ছে, এমনকী গুহার পাশের দেয়ালগুলোতে লেগে থাকা লেইসের মত স্ফটিকগুলো দেখে মনে হচ্ছে কক্ষের পুরোটাই কটন ক্যান্ডি দিয়ে মোড়ানো। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আখড়া এটা।

তারা যেখানেই আছে, পিলারগুলো জাদরেল প্রহরীর মত পলকহীন রুপালি চোখে কড়া নজর রাখছে তাদের উপর ।

তবে দৃশ্যটা যতই মুগ্ধকর হোক, পিছনে কী লেগে আছে সেটা সহজে মন থেকে দূর করতে পারছে না তারা। পানি খাওয়ার জন্য গেলেও তাদেরকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে পিছনের দিকে নজর রাখতে হচ্ছে। যদিও এখন পর্যন্ত টারান্টুলার দলটাকে তাদের পিছে পিছে অনুসরণ করতে দেখা যায়নি। যতদূর বুঝতে পারছে, মাকড়সার দলটাকে অনেক পিছনে ফেলে এসেছে তারা ।

ধীরে ধীরে সকাল গড়িয়ে দুপুর হল। নরম্যানের ক্যামেরার খোপের মাঝে পড়ে থাকা কয়েকটা মিল্কিওয়ে বার চকলেট ভাগাভাগি করে খেয়ে লাঞ্চ সেরেছে তারা। চকলেটকে আর কখনোই এত সুস্বাদু লাগেনি তাদের। কিন্তু, এই অল্প স্বাদের রেশটাও বেশিক্ষণ টিকে রইলো না। বরং, তাদের ক্ষুধার মাত্রাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে এটা। বিকাল হতে হতে তাদের সবার মেজাজই খিটখিটে, রুক্ষ অবস্থায় পরিণত হয়েছে।

অবস্থা আরো বাজে করার জন্য, গুহার শীতল বাতাসের সাথে একটা ঝাঁঝালো কটু গন্ধ ভেসে আসতে শুরু করেছে। নাক কুঁচকে যাচ্ছে গন্ধের তীব্রতায়। 'অ্যামোনিয়া। মনে হচ্ছে যেন স্কাঙ্ক এসে বায়ু ত্যাগ করে গেছে,' মন্তব্য করলো স্যাম।

'হয়তো বাতাসটাই বিরূপ হয়ে গেছে এখন,' চিন্তিত স্বরে বলল নরম্যান।

'বোকার মত কথা বলো না তো,' রালফ গর্জে উঠেছে, 'এমনটা হলে আমরা আসার সময়ও বাতাস খারাপ থাকতো।'

'আসলে ঠিক তা না,' ম্যাগি বলছে। তীক্ষ্ণ চোখে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা দেখার চেষ্টা করছে। ফ্ল্যাশলাইটের আলো অতদূর যেতে পারছে না। 'ঐদিকে যদি গন্ধটার কোন উৎস থেকে থাকে তাহলে আলাদা কথা।'

রালফ এখনো গজরাচ্ছে। পরিষ্কারভাবেই বুঝা যাচ্ছে সে খুব ক্লান্ত এবং বিরক্তবোধ করছে। 'কী বলতে চাচ্ছো?'

উত্তর দেওয়ার বদলে ম্যাগি স্যামের দিকে ঘুরে তাকালো। 'টারান্টুলাগুলোর আকৃতি দেখে তো মনে হল তাদের খাবারের কোন অভাব নেই তেমন একটা। কিন্তু এই নির্জন জায়গায় ওগুলো খাবার পায় কোথা থেকে?'

স্যাম মাথা নাড়ছে। তার কাছে কোন উত্তর নেই।

'ওহ, ঈশ্বর!' বলে উঠলো ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে আগে আগে এগিয়ে চলা নরম্যান। সোনালি পথের অল্প উঁচুতে থাকা আরেকটা গুহায় এসে পৌঁছেছে তারা। কথার প্রতিধ্বনিতে আন্দাজ করতে পারছে যে কক্ষটা বেশ বড়সড়।

BanglaBook.org

দ্রুতই তার পাশে এসে জড়ো হল অন্যরা।

সামনের দৃশ্যটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ম্যাগি। হাত দিয়ে নাক-মুখ চেপে ধরে রেখেছে। গন্ধের তীব্রতায় তাদের নাক ও চোখ জ্বলে যাচ্ছে যেন। 'এই যে উত্তরটা। টারান্টুলাদের খাদ্যের উৎস।'

গুঙিয়ে উঠলো স্যাম। 'বাদুড়!'

হাজার হাজার কালো ও বাদামি বাদুড় উল্টোভাবে ঝুলে আছে গুহার কক্ষটার ছাদে । ডানাগুলো শরীরের সাথে মিশিয়ে রেখেছে। তরুণ ও বয়স্ক বাদুড় গুলোর মোচড়ামুচড়িতে দৃশ্যটাকে অনেকটা তামাটে বর্ণের দেখাচ্ছে। তীক্ষ্ণ কর্কশ ধ্বনি ও ডাকাডাকির মাধ্যমে তাদের এলাকায় অনুপ্রবেশকারীদের সতর্ক করে দিচ্ছে যেন। শ'খানেকের মত বাদুড় তাদের উচ্চাসন ছেড়ে বাতাস কেটে উড়ে পালিয়ে গেল।

গন্ধের উৎসটা দ্রুতই নজরে পড়লো তাদের।

'শিট,' গালি দিয়ে উঠলো রালফ।

'আসলেই,' গোমড়ামুখে মন্তব্য করলো নরম্যান। 'বাদুড়ের মল।'

গুহার মেঝেটা বাদুড়ের মলে পুরু হয়ে আছে। খোদাই করা পিলারগুলোও বিষ্ঠায় নোংরা হয়ে আছে। এটা থেকেই ভয়াবহ দুর্গন্ধটা ছড়িয়ে পড়েছে। অনেক দিন ধরে জমে থাকা মলের বোঁটকা গন্ধের তীব্রতা তাদেরকে কাবু করার জন্য যথেষ্টর চেয়েও বেশি ছিল।

নরম্যান ইতিমধ্যেই গন্ধে আক্রান্ত হয়ে গেছে। বারবার থুতু ফেলছে। টিকতে না পেরে কোমড় ঝুঁকিয়ে হাঁটুর উপর ভর করে বসেই পড়লো সে। শ্বাস আটকে যাচ্ছে তার।

রালফ এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন তার কালো দেহটা কোন ক্ষতিকারক পদার্থের সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেছে।

'আমরা এখান দিয়ে যেতে পারব না,' বলল সে। 'অন্য প্রান্তে যেতে যেতেই মরে যাব আমরা।'

'গ্যাস মাস্ক ছাড়া যাওয়া অসম্ভব,' তার কথায় সায় দিল ম্যাগি।

স্যাম তাদের সাথে দ্বিমত করছে না। সে তো দেখতেই পাচ্ছে না ঠিক মত। তার চোখ দিয়ে অনবরত পানি পড়ছেই। 'তাহ... তাহলে কী করব আমরা এখন?'

হঠাৎ করে কিছু বলে উঠলো ডেনাল। গন্ধের তীব্রতা থেকে অনেক দূরে গুহার দরজার মুখে দাঁড়িয়ে আছে সে। এমনকী, সামনের দিকে ফিরে তাকানোরও চেষ্টা করছে না ছেলেটা। বরং, তার দৃষ্টি ফেলে আসা পথটার দিকে। হাত তুলে পথটার দিকে দেখাচ্ছে। 'ওগুলো আবার আসছে।'

স্যাম ঘুরে তাকালো। চোখের পলক ফেলে জ্বলুনির প্রভাব দূর করার চেষ্টা করছে। অক্ষম হয়ে পড়া নরম্যানের ফ্ল্যাশলাইটটা হাতে তুলে নিল স্যাম। সোনালি পথের কয়েক ধাপ পিছনে থাকা তিন-চারটা সাদা প্রাণীকে এদিকেই এগিয়ে আসতে দেখছে। টারান্টুলা আর্মির সৈনিক এরা।

BanglaBook.org

'আর সহ্য করতে পারছি না এসব,' তাদের সবার উৎকণ্ঠাটাই যেন প্রকাশ করে দিলো রালফ।

'এখন কী?' ম্যাগি জিজ্ঞেস করলো।

সামনে-পিছনে একবার তাকালো স্যাম। সবাই ই একসাথে কথা বলতে শুরু করেছে। তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য স্যাম ফ্ল্যাশলাইটটা উঁচিয়ে ধরে বললো, 'শান্ত থাকো! আতঙ্কিত হয়ে পড়লে তা আমাদের কোন কাজে আসবে না।'

ঠিক সেই সময়ই স্যামের ফ্ল্যাশলাইটটা কয়েকবার টিমটিম করে নিভে গেল। সাথে সাথেই অন্ধকার গিলে নিল যেন তাদের। এতই অন্ধকার যে তাদের মনে হচ্ছে পুরো দুনিয়াই হয়তো ভ্যানিশ হয়ে গেছে তাদের সামনে থেকে। আলো নিভে যেতে যেতেই তাদের গলার সুরও যেন একদম নীরব হয়ে গেছে।

জমিয়ে রাখা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অন্ধকার থেকে বলে উঠলো নরম্যান, 'আচ্ছা, ঠিক আছে। এখন কি আমরা আতঙ্কিত হতে পারি?'

●●●

পথ দেখিয়ে হেনরিকে তার ল্যাবে নিয়ে আসছে জোয়ান। 'নিজের ঘরের মত মনে করো এখানে,' হেনরিকে স্বাগত জানিয়ে তার হাতঘড়িটার দিকে তাকালো জোয়ান। 'ডাঃ কার্কপ্যাট্রিক দুপুরের মাঝেই চলে আসবে।'

দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে ল্যাবের সাজসজ্জা দেখে থ হয়ে গেছে হেনরি। চোখ বড় বড় হয়ে আছে তার। 'এটাকে তো দেখতে বড় একটা খেলনার দোকানের মত মনে হচ্ছে। রাইস থেকে বের হওয়ার পর অনেক উন্নতি করেছো তুমি।'

সন্তুষ্টির হাসি ফুটলো জোয়ানের মুখে।

ল্যাবের ভিতরটা আস্তে আস্তে হেঁটে দেখছে হেনরি। তার চোখ ঘুরছে রুমে থাকা যন্ত্রগুলোর উপর। কক্ষের পিছনের অংশটায় ডায়াগনোস্টিক এবং গবেষণার জন্য নানান যন্ত্রাংশ রাখা আছে। আল্ট্রাসেন্টিফিউজ, রক্ত ও রাসায়নিক বিশ্লেষণের যন্ত্রাংশ, মাস স্পেট্রোগ্রাফ, ক্রোমাটোগ্রাফ, জিন সিক্যুয়েন্সার সবই আছে। দেয়ালে বিপজ্জনক পদার্থগুলো নিয়ে পরীক্ষা করার জন্য নিরাপত্তা হুডও ঝুলানো আছে। এর পাশেই দাঁড় করানো আছে ক্যাবিনেট, ইনকিউবেটর ও বিশাল রেফ্রিজারেটর ইউনিটটা।

যন্ত্রগুলোর পাশ দিয়ে হাঁটার সময় পাশের কক্ষটার দিকে হালকা নজর ফেললো হেনরি।

'মাই গড, তোমার তো দেখি নিজস্ব ইলেট্রন মাইক্রোস্কোপও আছে,' জোয়ানের দিকে ঘুরে তাকিয়ে বললো হেনরি। 'আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি কারো কখনো এটা ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে, তাহলে তাকে কম করে হলেও এক সপ্তাহ আগে অনুমতি চাইতে হয়।'

BanglaBook.org

'এখানে এত সময়ের কোন প্রয়োজন পড়বে না, আমার ল্যাব সম্পূর্ণটা এখন তোমারই ধরে নিতে পারো।'

ইউ-আকৃতির লম্বা ওয়ার্কটেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল হেনরি। সাথে করে নিয়ে আসা চামড়ার ব্রিফকেসটা রাখলো টেবিলের উপর। তার চোখ এখনো প্রশংসার দৃষ্টিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরের চারিদিকে। 'আমার স্বপ্ন ছিল এমন একটা জায়গার'

মৃদু হেসে তালা লাগানো স্টেইনলেস স্টিলের কেবিনেটটার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো জোয়ান। চাবি দিয়ে ক্যাবিনেটটার তালা খুলে তার ভিতর থেকে একটা বড় বিকার বের করে আনলো। 'রেডিওলজি ল্যাবের দেয়াল ও মেঝেতে ছড়িয়ে পড়া পদার্থের পুরোটাই আছে এরমধ্যে।'

হেনরির সামনে পাত্রটা রাখার সময় জোয়ান খেয়াল করে দেখলো যে তার চোখ বেশ বড় বড় হয়ে আছে। নাকের সামনে চশমাটা ভালভাবে বসিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পদার্থটা দেখছে হেনরি। 'আমি ভাবিনি যে এত বেশি হবে,' বলল সে। হলুদাভ পদার্থটা লিটার আকৃতির বিকারের প্রায় অর্ধেকটা জায়গা দখল করে রেখেছে। কক্ষের অনুপ্রভ আলোয় বেশ চকচক করছে পদার্থটা।

জোয়ান একটা টুল টেনে নিয়ে বসতে বসতে জানালো, 'পরিমাণ দেখে আমার যেটা মনে হল, খুলির পুরোটাই ভরা ছিল এই পদার্থ দিয়ে।'

এক হাতে বিকারটা উঁচু করে ধরলো হেনরি। যদিও পর মুহূর্তেই অপর হাতটাও ব্যবহার করতে বাধ্য হল সে। পদার্থটাকে দেখে বেশ হালকা মনে হলেও যথেষ্ট ভারী এটা। হেনরি পাত্রটা কাঁত করে ধরলো, কিন্তু রহস্যময় পদার্থটা একটুও নড়লো না। বিকারটা টেবিলে ফিরিয়ে রাখতে রাখতে মন্তব্য করলো সে, 'নিরেট পদার্থ বলে মনে হচ্ছে।'

জোয়ান মাথা নাড়লো। 'আসলে কিন্তু তা নয়।' বলে একটা কাচের দণ্ড নিয়ে পাত্রের পদার্থটার মাঝে ঠেলে দিল সে। দণ্ডটা পদার্থে ডুবলো ঠিকই, তবে তার জন্য জোয়ানকে জোর দিতে হয়েছে। পদার্থটা অনেকটা নরম কাদার মত। জোয়ান দণ্ডটা ছেড়ে দেওয়ার পরও দণ্ডটা খাড়াভাবেই পদার্থের মাঝে আটকে রয়েছে। 'নমনীয়, কিন্তু নিরেট নয়।'

হেনরি দণ্ডটা নাড়াবার চেষ্টা করছে। 'হ্যাঁ অবশ্যই এটা স্বর্ণ না। কিন্তু রঙ ও উজ্জ্বলতা তো পুরোপুরি স্বর্ণের মতই। তুমি আগেই হয়তো ঠিক বলেছিলে, এটা কোন নতুন ধাতুর সংকর অথবা ওরকম কিছুই। আমি নিশ্চিত, এমন কিছু আগে কখনো দেখিনি।'

জোয়ান ভ্রু কুঁচকে তার দিকে তাকালো। 'অথবা হয়তো তুমি দেখেছো। সোনালি ক্রুশটার সাথে মিলিয়ে দেখি আগে। সাথে করে নিয়ে এসেছো তো ওটা?'

মাথা দোলালো হেনরি। টেবিলের দিক থেকে উল্টো ঘুরে তার ব্রিফকেসের ডায়াল লকটা ঘুরিয়ে খুলে নিল। 'আমার মনে হল যে হোটেলের থেকে এটা

BanglaBook.org

আমার সাথে থাকাই বেশি নিরাপদ।' বলে ডোমিনিকান ক্রুশটা উঠিয়ে জোয়ানের দিকে বাড়িয়ে দিল।

ক্রুশের কারিগরি নৈপুণ্যতা প্রশংসা করার মত। খোদাই করা ক্রুশটার উপর যীশুর মূর্তিটা টান টান করে শুয়ে আছে। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিদারুণ যন্ত্রণাটাও খুব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে, যদিও তার মুখে প্রগাঢ় মাধুর্যতা লেগে আছে। 'অবিশ্বাস্যরকমের সুন্দর,' ক্রুশটা দেখে মন্তব্য করল জোয়ান।

'এবং এটা একদম নিরেট... তাই আমার মনে হচ্ছে, এটা ঐ ধাতুর সংকর দিয়ে তৈরি না।' বলে ক্রুশটাকে বিকারের পাশে রাখলো হেনরি। রহস্যময় পদার্থ এবং ক্রুশটা একই দ্যুতিতে এবং একই উজ্জ্বলতায় জ্বলজ্বল করছে।

'তুমি কি নিশ্চিত?'

চশমার উপর দিয়ে জোয়ানের চোখের দিকে তাকালো হেনরি। ভ্রু-কুঁচকে আছে তার। 'চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা আমি তোমার বিশেষজ্ঞের উপরই ছেড়ে দিচ্ছি।'

ক্রুশটার দিকে হাত বাড়িয়ে জোয়ান জিজ্ঞেস করলো, 'আমি কি দেখতে পারি একটু?'

'অবশ্যই, জোয়ান।'

হেনরির মুখে তার নামটা শুনে হাত কেঁপে উঠলো জোয়ানের। গ্রাজুয়েশনের সময় এক সেমিস্টারে তারা দুজন ল্যাব পার্টনার ছিল। বর্তমান ঘনিষ্ঠতা ও পরিবেশটা জোয়ানকে সেই স্মৃতিই মনে করিয়ে দিয়েছে। এই মুহূর্তে কত অদ্ভুত ও স্পষ্ট ভাবেই না সেই স্মৃতি মনে পড়ে গেল। দেজা ভ্যু-এর থেকেও বেশি কিছু মনে হচ্ছে এটাকে।

তার চোখের দিকে না তাকিয়ে টেবিল থেকে ক্রুশটা নিজের দিকে নিয়ে এল জোয়ান। অতীত কেবল অতীতই। ক্রুশটা তুলে তার হাতের তালুতে রাখলো। এটাকেও দেখে যতটা মনে হয়, তার চেয়ে বেশি ভারী। কিন্তু, স্বর্ণকেও কি সবসময় এমনই মনে হয় না? আলোর দিকে তুলে ধরে কাত করে ক্রুশটাকে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো জোয়ান।

তার পর্যবেক্ষণের সময় হেনরি তার নিজের তত্ত্বটা জোরে জোরে আওরাচ্ছিল। 'এটা নিশ্চিত ভাবেই স্প্যানিশ কারিগরের কাজ। ইনকাদের নয়। যদি ক্রুশটা ঐ নতুন ধাতুসংকর দিয়েই তৈরি করা হয়ে থাকে, তাহলে এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে স্প্যানিশরাই পদার্থটাকে নতুন ভুবনে নিয়ে এসেছিল। আমরা উল্টোভাবে যা ভেবেছি তা কিন্তু নয়...'

সে তার কথা বলেই যাচ্ছে। কিন্তু জোয়ানের নজরে কিছু একটা পড়ায় হেনরির দিকে মনোযোগ দিতে পারছে না সে। ক্রুশের উলটো পিঠে থাকা কিছু টানা টানা দাগের ছোঁয়া পাচ্ছে তার আঙুল। পকেট থেকে রিডিং গ্লাসটা বের করে এনে চোখে লাগালো জোয়ান। তীক্ষ্ণ নজর দিয়ে ক্রুশটাকে পরীক্ষা করে দেখছে। এটা চিত্রকরের স্বাক্ষর বা পুরোনো যুগের কোন ধর্মীয় চিহ্ন নয়। বরং

BanglaBook.org

এটা সারি সারি করে আঁকা কিছু স্পষ্ট দাগ। ক্রুশের উল্টোপিঠের পুরোটাই এই দাগ দিয়ে ভর্তি।

'এগুলো কী?' হেনরিকে বাঁধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলো জোয়ান।

তার পাশে সরে এলো হেনরি। কাঁধের সাথে কাঁধ মিলে আছে তাদের। হেনরির শরীর থেকে মৃদু ঘ্রাণটা এসে নাকে লাগলো জোয়ানের। আফটারশেভ এবং ভারী মাসকিনেস পারফিউমের মিলিত সুবাস। এটাকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করছে জোয়ান।

'কীসের কথা বলছো তুমি?'

'এই যে এইখানে দেখো,' বলে তার নখ দিয়ে তাক করে দাগগুলো দেখালো।

'ওহ। এগুলো আমি আগেই দেখেছিলাম। আমার ধারণা, যাজকের পোশাকের সাথে ক্রুশের ঘর্ষণের ফলে এই দাগগুলোর সৃষ্টি হয়েছে।'

'উমমম... হয়তো... এগুলোকে দেখতে একদম একই আকারের মনে হচ্ছে। মাঝের কয়েকটা আবার বেশ গভীর ও অসমতল।' বলে হেনরির দিকে হালকা ঘুরলো সে। তাদের নাক প্রায় একে-অপরকে স্পর্শ করে করে অবস্থা। হেনরির নিঃশ্বাস পড়ছে তার গালে। হেনরির চোখগুলো গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার চোখের দিকে।

'এ ব্যাপারে তোমার কী মত?'

মাথা নেড়ে পিছিয়ে আসলো জোয়ান। 'আমি কিছুই জানিনা। আরেকটু কাছ থেকে দেখা দরকার।'

'কীভাবে?'

তাকে সাথে নিয়ে টেবিলের কোনার দিকে গেল জোয়ান। এখানে আগে থেকেই মাইক্রোস্কোপ সেট করে রাখা আছে। ভারী বাইনোকুলারটা সহ বড় কাচের ট্রে টা সরিয়ে আনলো জোয়ান। 'এটা একটা ব্যবচ্ছেদ করণ মাইক্রোস্কোপ। সাধারণত স্থূল টিস্যুগুলো পরীক্ষা করার জন্য এটা ব্যবহার করি আমি।'

ক্রুশটাকে উলটো করে ট্রে এর উপর রেখে আলো জ্বালিয়ে নিল জোয়ান। উপর থেকে আলো পড়ায় ক্রুশের সোনালি আভাকে আগুনের মত জ্বল জ্বল দেখাচ্ছে। জোয়ান আলোটা ঠিকঠাক করে নিলো যাতে আলোটা ক্রুশের উপর তীর্যকভাবে পড়ে। মাইক্রোস্কোপের আই-পীসের উপর ঝুঁকে াও ঠিকমত সমন্বয় করে নিচ্ছে সে। লেন্সগুলো হালকা বিবর্ধিত করতেই ক্রুশের উপর থাকা দাগগুলো পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেছে। মনে হচ্ছে যেন, কেউ বাটালি দিয়ে ধাতুটার উপর গর্ত করার চেষ্টা করেছে। সম্পূর্ণ নিখুঁত এবং অভিন্ন দাগগুলো বড় অংশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে। দাগগুলোকে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু চিহ্ন যেমন–অসম বর্গ, স্থূল বৃত্ত, অনুভূমিক ও উলম্ব বক্ররেখা, হ্যাশ চিহ্ন, ডিম্বাকৃতির বাসার মত দেখাচ্ছে।

BanglaBook.org

'একবার দেখো এটা,' বলে পাশে সরে গেলে জোয়ান।

মাইক্রোস্কোপের উপর ঝুঁকে দাগগুলো দেখতে শুরু করলো হেনরি। কয়েকমুহূর্ত নীরবে দেখার পর হঠাৎ করে নিচু স্বরে শিস দিয়ে উঠলো সে। 'তুমি ঠিকই বলেছো। এগুলো কোন সাধারণ উদ্দেশ্যহীন দাগ না।' তার দৃষ্টি ঘুরে গেছে জোয়ানের দিকে। 'আমার মনে হয় কিছু কিছু দাগের মাঝে রূপার অংশও জড়িয়ে আছে। হয়তো এই চিহ্নগুলো যে যন্ত্র দিয়ে আঁকা হয়েছিল, রূপাটা তারই ছাপ।'

'এত শ্রমসাধ্য একটা কাজ তো নিশ্চয় কোন অকারণে করা হয়নি।'

'কিন্তু কেন?' নতুন একটা রহস্যের উত্তেজনায় হেনরির ঠোঁট শক্ত হয়ে লেগে আছে, চোখও হালকা কুঁচকে গেছে তার। শেষমেশ, একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'এটা হয়তো কোন বার্তা। কিন্তু নিশ্চিত ভাবে আর কে বলতে পারবে! নাহলে হয়তো এটা কোন সাধারণ প্রার্থনাও হতে পারে। কোন ধরনের আশীর্বাদবাণী হয়তো।'

'কিন্তু, তাহলে এইভাবে গুপ্তভাবে চিহ্ন ব্যবহার করে? আর, কেনই বা এটা ক্রুশের উলটো পৃষ্ঠে? এর মানে আরো বড় কিছু।'

হেনরি কাঁধ ঝাঁকালো। 'যাজক যদি বন্দী থাকার সময় এই বার্তাটা খোদাই করে থাকে, তাহলে হয়তো তার বার্তাটা নিরাপদে রাখার জন্য এটাই ছিল সবচেয়ে নিরাপদ উপায়। ইনকারা স্বর্ণের সামগ্রীর পূজা করতো। বেদির উপর মৃত্যুর সময় যদি এই ক্রুশটা তার সাথে থেকে থাকে, তাহলে ইনকারা নিশ্চিতভাবেই ক্রুশটা তার লাশের সাথে সংরক্ষিত করে রেখেছিল।'

'যদি তোমার কথা সত্য হয়, তাহলে বার্তাটা আসলে কার জন্য ছিল?'

চিন্তিত অবস্থায় ধীরে ধীরে তার মাথা ঝাঁকালো হেনরি। 'উত্তরটা খুব সম্ভবত এই চিহ্নগুলোর মাঝেই আছে।'

আবার মাইক্রোস্কোপের কাছে ফিরে এলো জোয়ান। ড্রয়ার থেকে একটা ছোট প্যাড এবং কলম বের করে নিয়ে মাইক্রোস্কোপের সামনে বসেছে। ক্রুশের দাগগুলো কপি করে তার প্যাডে এঁকে নেওয়ার ব্যবস্থা করছে। 'এটা দেখো। সাঙ্কেতিক লিপি নিয়ে আঁকাআঁকি করতে আমার সবসময়ই ভাল লাগে। যদি তাতে আমাদের কোন উপকার নাও হয়, তবুও আমরা কম্পিউটার ডিপার্টমেন্টের কারো সাহায্য ডিক্রিপশন প্রোগ্রাম চালনা করতে পারবো। তারা হয়তো এর কোন অর্থ বের করতে পারবে।'

হেনরি তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। 'তুমি আসলেই একজন বিস্ময়কর মহিলা, ড জোয়ান এঙ্গেল।'

কাজের উপর মনোযোগ বাড়িয়ে দিয়ে জোয়ান তার গালের লাল আভাটা দূর করার চেষ্টা করছে। সতর্কতার সাথে দাগগুলোর নকশা এঁকে নিচ্ছে সে। বেশ দক্ষতার সাথে দ্রুত কাজটা করে যাচ্ছে। একবারের জিনিস দুইবার দেখার প্রয়োজনও পড়ছে না। বছরের পর বছর ধরে মাইক্রোস্কোপের নিচে

BanglaBook.org

রোগীদের নমুনা টিস্যু দেখে দেখে নোট নেওয়ার ফলে, তার না দেখে লেখার দক্ষতা বেড়ে গেছে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই দাগগুলোর নকশা করা কাগজটা তার পাশের টেবিলের উপর রাখলো জোয়ান। হলুদ কাগজটার উপর সারিবদ্ধ করে সাজানো চিহ্নগুলো এঁকে ফেলেছে সে। এতক্ষণ উবু হয়ে থাকার পর সোজা হতেই তার ঘাড়ের দিকে গিরায় টান পড়লো।

'ওভাবেই থাকো,' তার পিছন থেকে বলে উঠলো হেনরি। তার কাঁধের উপর ছড়িয়ে থাকা চুলের ধারাটা সরিয়ে ঘাড়ের পিছনের অংশটায় হাত রাখলো হেনরি। তার আঙুলের পিঠ দিয়ে আলতো ভাবে জোয়ানের ত্বকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

কেঁপে উঠলো যেন জোয়ান। 'হেনরি?'

'নড়ো না।' তার আঙুলের সাহায্যে জোয়ানের কাঁধের টান পড়া পেশীটায় মালিশ করে দিচ্ছে সে। প্রথম দিকে, জোয়ানের ত্বকটা বেশ শীতল ছিল। কিন্তু, তার মালিশের কারণে ঘর্ষণের ফলে উষ্ণতা বাড়ছে ক্রমশ। এই উষ্ণতাটাই তার টান পড়া পেশির উপশম হিসেবে কাজ করছে।

'তুমি তো দেখছি এখনো তোমার স্পর্শের জাদুটা হারাওনি।' হেনরির আঙুলের উপর নিজেকে এলিয়ে দিল জোয়ান। অন্য একটা জায়গার অন্য একটা সময়ের স্মৃতি মনে পড়ছে তার। 'তো, আমি যদি তোমাকে থামতে বলি, ওটাকে পাত্তা দিয়ো না,' রুক্ষভাবে মেকি উদাসীনতা নিয়ে বলতে চেয়েছিল কথাটা, কিন্তু নিজের কণ্ঠস্বরই বিশ্বাসঘাতকতা করলো তার সাথে।

'তুমি আমার জন্য যতটা করেছো, তার বিনিময়ে আমি তো বড়জোর এটুকুই করতে পারি,' হেনরির কণ্ঠস্বরও স্বাভাবিকের চেয়ে বেশ ভারী হয়ে গেছে।

হঠাৎই বেরসিকের মত ল্যাবরেটরীর দরজা থেকে খটখট শব্দ ভেসে এল।

হেনরির হাত জমে গেছে। হুশ ফিরতেই হ্যাঁচকাটানে ফিরিয়ে আনলো হাতদুটো।

জোয়ানও চেয়ার থেকে উঠে পড়েছে। তার ঘাড় এবং কাঁধ এখনো হেনরির স্পর্শের উষ্ণতা ছড়াচ্ছে। ঘড়ির দিকে নজর পড়লো তার। 'মনে হচ্ছে ড. কার্কপ্যাট্রিক। একদম সময়মতই চলে এসেছে।'

●●●

ধাতু বিশেষজ্ঞের নিখুঁত সময়ানুবর্তিতাকে মনে মনে অভিশাপ দিচ্ছে হেনরি। হাত দুটো এক সাথে ঘষে জোয়ানের শরীরের সমস্ত স্মৃতি দূর করার চেষ্টা করছে। *নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখো, হেনরি। তুমি তো আচ্ছন্নগ্রস্ত কিশোরের মত আচরণ করছো।*

জোয়ানকে হেঁটে এগিয়ে যেতে দেখছে সে। জোয়ান তার একটা হাত দিয়ে মৃদু ভাবে ঘাড়ে হালকা স্পর্শ করে তার চুলগুলো ঝাড়া দিয়ে আবার

BanglaBook.org

আগের মত করে সাজিয়ে নিল। রহস্য থাকুক অথবা যাই ই থাকুক, এই মুহূর্তে হেনরি চায় জোয়ানের সাথে একাকী আর অল্প খানিকটা মুহূর্ত।

জোয়ান দরজার কাছে পৌঁছে দরজা খুলে আগন্তুককে স্বাগত জানিয়ে বলল, 'এখানে আসার জন্য অনেক ধন্যবাদ, ডেল।'

জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির ধাতুবিদ্যার বিশেষজ্ঞ ডেল কার্কপ্যাট্রিক। লম্বায় হেনরির থেকে একটু বেশি। তবে স্বাস্থ্য বেশ পাতলা, সেই সাথে তার লম্বাটে মুখটার হাসিটাও বেশ বিরল। তার প্রমাণ এখনকার বিদঘুটে হাসিটা। কারো মৃত্যু দেখে শবদেহ পরীক্ষকের হাসির মত দেখাচ্ছে অনেকটা। 'সহকর্মীর জন্য যে-কোন কিছুই করা যায়।'

হেনরি বুঝতে পারছে লালচুলের এই লোকটার সাথে জোয়ানের সম্পর্কটা পেশাদারিত্বের সম্পর্কের চেয়েও কিছুটা বেশি। তারা বেখাপ্পা ভাবে একজন আরেকজনের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। এমনকী তাদের স্বাগতস্বরূপ হাত মেলানোর সময়ও তারা স্বাভাবিকের তুলনায় কিছুটা বেশি সময় হাত ধরে রেখেছিল। হেনরি মুহূর্তের মধ্যেই লোকটাকে অপছন্দ করে ফেলেছে। একটা দামী সিল্কের স্যুট পরে আছে লোকটা। তার পলিশ করা জুতাজুড়ো চকচক করছে। ঘরের ভিতরে হাঁটার সময় জুতার গোড়ালির খট খট শব্দ হচ্ছে। তার বাম হাতে যন্ত্রাংশের একটা বাক্সও দেখা যাচ্ছে।

গলা খাঁকরে পরিষ্কার করে নিল হেনরি।

শব্দ শুনেই ঘুরে দাঁড়ালো জোয়ান। 'ডেল, তোমার সাথে প্রফেসর হেনরি কঙ্কলিনের পরিচয় করিয়ে দেই।'

কার্কপ্যাট্রিক তার হাত বাড়িয়ে দিল হেনরির উদ্দেশ্যে। 'প্রত্নতত্ত্বীদ।' কোন প্রশ্ন না, একটা সাধারণ মন্তব্যই করলো কার্কপ্যাট্রিক। কিন্তু, হেনরি ঠিকই তার কণ্ঠে থাকা মৃদু অবজ্ঞাটা ধরতে পারছে।

খুব সংক্ষেপে হাত মিলালো তারা।

'এই বিষয়ে সাহায্য করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ,' হেনরি বলছে। 'এটা বেশ দুর্বোধ্য একটা রহস্য। আমরা ঐ ধাতুর সংকরটার কোন আগামাথাই বের করতে পারছি না।'

'হ্যাঁ... আমার আগে একবার দেখা দরকার পদার্থটা।' মানুষটার আচরণ যথেষ্ট নম্র হলেও, তার মাঝে হালকা উদ্ধত ভাবটা ঠিকই রয়েছে। ভাবটা এমন যেন, শুধু তার উপস্থিতিই এই রহস্যের আঁধারের মাঝে আলো আনতে পারবে।

'পদার্থটা ঐদিকে রাখা আছে,' বলে তাকে পথ দেখিয়ে টেবিলটার কাছে নিয়ে গেল জোয়ান।

বিভ্রান্তিকর পদার্থটা দেখানোর পর, কার্কপ্যাট্রিক তার মাথা নিচু করে নীরবে অদ্ভুত পদার্থটাকে পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করলো। জোয়ান কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বিশেষজ্ঞ কার্কপ্যাট্রিক আঙুলের ইশারায় তাকে চুপ থাকতে

BanglaBook.org

নির্দেশ করলো। হেনরির ইচ্ছা করছে এখনই উঠে গিয়ে তার আঙুলটা ভেঙে ফেলতে। 'এটা স্বর্ণ না,' পর্যবেক্ষণ শেষে ঘোষণার মত করে বলে উঠলো কার্কপ্যাট্রিক।

'আমরা নিজেরাই সেটা বুঝতে পেরেছি,' তিক্তভাবে জবাব দিল হেনরি।

ভ্রু কুঁচকে তার দিকে তাকালো কার্কপ্যাট্রিক। 'সন্দেহাতীত ভাবে নিশ্চয়ই নয়। যদি তাই হত–তাহলে তো আর আমাকে এখানে ডেকে আনা হত না, তাই না?' বলে বিকারের দিকে ঘুরে পদার্থের মাঝে আটকে থাকা কাচের দণ্ডটার উদ্দেশ্যে হাত বাড়ালো। কাচের দণ্ডটাকে নাড়িয়ে দেখলো কিছুক্ষণ। 'কক্ষ তাপমাত্রায় পদার্থটা অর্ধ-কঠিন,' বিড়বিড় করে বলছে সে। 'তোমরা কি পদার্থটার গলনাঙ্কের তাপমাত্রা নির্ণয় করে দেখেছো?'

'এখনো নয়।'

'যাই হোক, এটা নির্ণয় করা খুব কঠিন কিছু না।' বলে তার কী কী প্রয়োজন হতে পারে সেগুলোর কথা জানালো জোয়ানকে। দ্রুতই সব একত্রিত করে নিল জোয়ান। একটা সিরামিকের বাটিতে রহস্যময় পদার্থের কিছুটা অংশ নিয়ে বুনসেন বার্ণারের অনুজ্জ্বল বেগুনি আগুনের উত্তাপে উত্তপ্ত করে নিচ্ছে। আঠালো পদার্থটার মাঝে একটা থার্মোমিটারও ঢুকিয়ে রেখেছে।

ধাতুটা ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হওয়ার সময় ধাতুবিদ্যাবিশারদ তাদেরকে বলে যাচ্ছে, 'যদি এই সংকরটা ভিন্ন ভিন্ন উপাদান দিয়ে তৈরি করা হয়ে থাকে, তাহলে উপাদানগুলোর প্রত্যেকটা গলে গিয়ে আলাদা হয়ে যাবে।'

'এটা ইতিমধ্যেই গলে গেছে,' বাটির দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালো হেনরি।

ভ্রুকুঞ্চিত করে তার দিকে মনোযোগ ফেরালো ডঃ কার্কপ্যাট্রিক। 'এটা অসম্ভব। কয়েক সেকেন্ডই তো হয়েছে মাত্র। স্বর্ণও তো কখনোই এত নিম্ন তাপমাত্রায় গলে না।'

কিন্তু হেনরির পর্যবেক্ষণটাই ঠিক বলে প্রমাণ হল। চিমটার সাহায্যে বাটির পদার্থটায় খোঁচা দিল ডেল। পদার্থটা এখন অনেকটা পাতলা ক্রিমের মত হয়ে গেছে। দেখতে পুরোপুরি সোনালি। জোয়ানের দিকে তাকালো সে। 'তাপমাত্রাটা কত?'

জোয়ানের চেহারায় হতবুদ্ধ ভাবটা স্পষ্ট। 'আটানব্বই ডিগ্রি ফারেনহাইট।'

হেনরির চোখ বড় বড় হয়ে আছে। 'এটা তো স্বাভাবিক তাপমাত্রা।'

তাপের উৎস থেকে বাটি সরিয়ে আনতেই দ্রুতই ঠাণ্ডা হয়ে আবার কঠিন অবস্থায় পরিণত হল পদার্থটা। পুরো ব্যাপারটাই ঘটলো তাদের তিনজনের চোখের সামনে।

হেনরিই প্রথমে কথা বলে উঠলো। 'আপনি যেরকম বলেছিলেন যে তাপ দিলে মিলিত ধাতুগুলো পৃথক হয়ে যাবে–তা কিন্তু হয়নি। তারমানে কি এটা কোন ধাতুর সংকর নয়?'

BanglaBook.org

‘এত জলদি কোন কিছুই বলা যাচ্ছে না,’ ডেলের কণ্ঠে আগের সেই নিশ্চিত ভাবটা এখন আর নেই।

‘এরপর কী?’

‘আরো কয়েকটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এর তড়িৎ পরিবহন ক্ষমতা ও চুম্বকের প্রভাবটা পরীক্ষা করে দেখা দরকার।’

অল্প সময়ের মাঝেই তারা মিলে নরম ধাতুটার অল্প কিছুটা নমুনা নিয়ে কিউবের মত তৈরি করে তাতে বিদ্যুৎবাহক দুইটা প্রান্ত লাগিয়ে দিল। ডেল মাথা ঝাঁকাতেই ব্যাটারির সংযোগটা চালু করলো জোয়ান। বিদ্যুৎ প্রবাহ শুরু হওয়ার সাথে সাথেই কিউব গলে গিয়ে আঠালো কাদার মত করে ছড়িয়ে পড়লো টেবিলের উপর।

‘বন্ধ করো!’

সংযোগটা বিচ্ছিন্ন করে দিল জোয়ান। পদার্থটা আবারো কঠিন আকৃতিতে পরিণত হয়ে গেছে। ধাতুটা স্পর্শ দেখছে ডেল। ‘এটা শীতল।’

‘কী ঘটলো এই মাত্র?’ হেনরি জানতে চাইলো।

ডেল মাথা নাড়ছে। তার কাছে এর কোন জবাব নেই। ‘আমার কেস থেকে চুম্বকগুলো বের করে দাও তো।’

হেনরি ও জোয়ান মিলে অপর একটা কিউবের দুইপাশে ঢেকে রাখা দুইটা চুম্বক রেখে দিয়েছে। কিউবটার সাথে একটা পটেনশিওমিটার আটকে দিল ডেল। ‘আমি নির্দেশ করলে ঢাকনাগুলো সরিয়ে দিবে।’ মিটারের কাছে ঝুঁকে নির্দেশ করলো, ‘এখন!’

জোয়ান এবং হেনরি চুম্বকের উপর থেকে সীসার পরতটা সরিয়ে দিল। তড়িৎ প্রবাহের সময় যা ঘটেছিল, ঠিক তাই ই ঘটলো। কিউবটা ওভেনে রাখা বরফের টুকরোর মত করে গলে টেবিলের উপর ছড়িয়ে পড়েছে।

‘চুম্বকগুলো আবার ঢেকে দাও,’ নির্দেশ করলো ডেল।

চুম্বকগুলো ঢাকার সাথে সাথেই টেবিলের উপর ছড়িয়ে থাকা পদার্থটা আবারো জমে গেছে। ধাতুটাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করে দেখলো ডেল। তার চেহারায় চিন্তিত অভিব্যক্তিটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

‘তাহলে?’ হেনরি জিজ্ঞেস করলো।

‘তুমি বলেছিলে, মমির খুলিটা সিটি স্ক্যানারে ঢুকাতেই বিস্ফোরিত হয়ে এই পদার্থটা ছড়িয়ে পড়েছিল।’

‘হ্যাঁ,’ জোয়ান বলছে। ‘পুরো ঘরেই ছড়িয়ে পড়েছিল এটা।’

‘ধাতুটা সিটি স্ক্যানারের এক্সরে রশ্মিতেও প্রভাবিত হয়,’ কলম দিয়ে টেবিলে টোকা দিতে দিতে নিজেকেই বিড়বিড় করে বলছে ডেল। ‘খুবই অদ্ভুত...’

চুম্বকগুলো আবারো মোড়কাবৃত করতে করতে জিজ্ঞেস করলো হেনরি, ‘কী মনে হচ্ছে আপনার?’

BanglaBook.org

তাদের দিকে ঘুরে তাকালো ডেল। 'এই পদার্থটা যে-কোন ধরনের রেডিয়েন্ট শক্তি যেমন–তড়িৎ প্রবাহ, চৌম্বকীয় বিকিরণ, এক্স রে রশ্মি কে নিখুঁত দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে সক্ষম। বিভিন্ন রশ্মির শক্তি শোখু করে নিজের অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে।' কঠিন অবস্থায় পরিবর্তিত হওয়া ধাতুটার উপর হালকা টোকা দিল ডেল। 'আমার মনে হয় না এটার অবস্থা পরিবর্তনের জন্য কোন তাপ দেওয়ার দরকার আছে। শক্তির নিখুঁত শোখু করার একটা নিদর্শন এটা। তাপও প্রয়োজন হয় না এর। আ... আমি আমি এমন কোন কিছু দেখিনি কখনো। তাপগতিবিদ্যার সূত্র মতে এটা অসম্ভব।'

হেনরি বিকারে রাখা উপাদানটা পর্যবেক্ষণ করে দেখছে। 'আপনি কি তাহলে বলতে চাচ্ছেন, স্ক্যানারের এক্সরে রশ্মিই মমিটাকে বিস্ফোরিত হতে বাধ্য করেছিল?'

মাথা ঝাঁকালো ডেল। 'ঘনীভূত বিকিরণের আধিক্যের কারণে বিস্ফোরণটা হয়েছে। এতে কিছু কিছু পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে তরলটা গ্যাসে পরিণত হয়েছিল। হুট করে ছড়িয়ে পড়ার কারণে ঐ রকম ভয়ানক একটা বিস্ফোরণ হয়ে তরলীকৃত ধাতু ছড়িয়ে পড়েছিল। বিকিরণের প্রভাব থেকে সরিয়ে নিতেই, এটা আবার তার আগে অর্ধ-কঠিন অবস্থায় ফিরে গেছে।'

'কিন্তু কী জিনিস এটা?' জোয়ান জানতে চাইলো।

আবারো তার বিরক্তিকর আঙুলটা উঁচিয়ে ধরলোডেল। 'আরেকটা পরীক্ষা আমাকে করতে দাও আগে।' নরম ধাতুর আরেকটা কিউবিক নমুনা হাতে নিয়ে কাদার দলার মত করে চাপ দিল সে। 'এটা কি কখনো পুরোপুরি কঠিন অবস্থায় ছিল?'

জোয়ান মাথা নাড়লো। 'না। আমি একে ফ্রিজে রেখে জমানোর চেষ্টাও করেছিলাম। কিন্তু এটা এরকম নমনীয় হয়েই ছিল।'

ডেল সিট ঘুরিয়ে হেনরির দিকে তাকালো। 'প্রফেসর কঙ্কলিন, আপনি কি আমাকে চুম্বক শক্তিকে বাঁধা দেওয়া অন্তরক দস্তানাটা দিতে পারবেন?'

ভারী চুম্বকগুলোকে তামা-সম্পৃক্ত কাপড় দিয়ে মোড়াচ্ছিল হেনরি। তার কাজ থামিয়ে ডেলের দিকে মোড়ানোর কাপড়টা বাড়িয়ে দিল।

'এই অন্তরকগুলো চৌম্বকীয় প্রভাবটাকে আটকে রাখতে পারে যাতে চৌম্বকশক্তিটা কখনো দুর্ঘটনাবশতও ব্যয়বহুল ইলেকট্রনের প্রবাহকে বাঁধা না দিতে পারে। এটা প্রায় সব ধরনের বিকিরণকেই আটকে দিতে পারে।'

ধাতু বিশারদের পরিকল্পনা সম্পর্কে হালকা হালকা ধারণা করতে পারছে হেনরি।

ডেল সোনালি কিউব নিয়ে কালো কাপড়টা দিয়ে মোড়াতে শুরু করলো। পুরোপুরি মোড়ানো শেষ হলে মোড়াকাবৃত কিউবটাকে আবারো টেবিলের উপর রাখলো। তারপর তার কেস থেকে একটা বাটালি ও হাতুড়ি বের করে

BanglaBook.org

আনলো। বাটালির প্রান্তটা কিউবের উপর স্থাপন করে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করলো। ঠং করে একটা চাপা শব্দই শোনা গেল শুধু। কিউবটা বাটালিকে আটকে দিচ্ছে।

তাড়াতাড়ি করে কিউবের মোড়কটা খুলে ডেল দেখলো যে এর পৃষ্ঠটায় খুঁতের কোন চিহ্ন নেই। বাটালিটা আবারো তুলে নিয়ে কিউবে স্থাপন করলো ডেল। এবার শুধু বুড়ো আঙুলের চাপেই বাটালিটা সম্পূর্ণ কিউবের মাঝে ঢুকে গেছে। 'আমাদের চারপাশে কিন্তু কিছু দুর্বল ও ক্ষীণ বিকিরণ রশ্মি আছে। সবসময়ই থাকে এগুলো। এই পদার্থটা এগুলোর সবগুলোকেই ব্যবহার করতে পারে। এর জন্যই এটা এই অর্ধ কঠিন অবস্থায় আছে। এমনকী, শক্তিগুলোর হালকা অস্তিত্বও এদের কঠিন অবস্থাকে নষ্ট করে দেয়।' অন্যদেরকে ব্যাখ্যা করে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল ডেল।

'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না যে,' জোয়ান বলছে, 'কোন ধরনের ধাতু বা ধাতু সংকর এমন আচরণ করতে পারে?'

'এমন কোন কিছু আমি আগে কখনো দেখিনি। শুনিওনি এমন কিছুর সম্পর্কে।' হুট করে উঠে দাঁড়ালো ডেল। সতর্কতার সাথে স্টিলের চিমটা নরম কিউবটা উঠাচ্ছে। পাশের কক্ষ মানে ইলেকট্রন-মাইক্রোস্কোপ রাখা ঘরটার দিকে তাকিয়ে মাথা দুলাচ্ছে সে। 'আরো কাছ থেকে পরীক্ষা করার একটা পথও আছে কিন্তু।'

হেনরি দ্রুতই আবিষ্কার করলো যে সেও বাকি দুইজনের সাথে পাশের ঘরে চলে এসেছে। তার হাতে এখন রাবার কর্ক দিয়ে আটকে রাখা অদ্ভুত পদার্থের বিকার এবং মমির ডোমিনিকান ক্রুশের দুইটাই ধরে রাখা। জোয়ান ও ডেলের দুইজনই ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে ব্যবহার করার জন্য পদার্থটার প্রলেপ প্রস্তুত করায় ব্যস্ত হয়ে আছে।

কক্ষের একপাশে রাখা ছোট টেবিলের উপর বিকার আর ক্রুশটা রেখে, টেবিলটার পাশে বসে পড়লো হেনরি। কক্ষের পিছনের অংশটা ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপই দখল করে রেখেছে। মাইক্রোস্কোপের সুউচ্চ অপটিক্যাল কলামটা কক্ষের সিলিং পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে। এর সামনে ফলাফল দেখার জন্য গাদাগাদি করে তিনটা মনিটর রাখা আছে।

জোয়ান বিভিন্ন সুইচ চালু করে এবং দ্রুত বেসলাইন ক্যালিব্রেশন চেক করে যন্ত্রটাকে প্রস্তুত করে নিচ্ছে। ডেল ঐদিকে নমুনা প্রস্তুত করার কাজটা সম্পন্ন করে ফেলেছে। স্ক্যানারের ট্রেতে নমুনাটা রেখে জোয়ানের দিকে উৎসাহব্যাঞ্জক ভঙ্গিতে হাত উঁচিয়ে দেখালো।

আর, টেবিলের পাশে মুখ বিকৃত করে একটা টুলের উপর বসে আছে হেনরি।

ছোট কক্ষটার ভেতর থাকা অপটিক্যাল কলামটা মৃদু শব্দ করতে শুরু করেছে। টাংস্টেন হেয়ারপিন গানটা নমুনার উপর ইলেকট্রন রশ্মি ফেলার

BanglaBook.org

ক্লিকের শব্দও শোনা গেল। দ্রুত এসে মনিটরের সামনে থাকা জোয়ানের পাশে এসে বসলো ডেল। প্যাথোলজিস্ট কী-বোর্ডে চাপ দিতেই মনিটরের পর্দায় ধূসর একটা আভার সৃষ্টি হল। পর্দায় লেখা STAND BY শব্দটা রুমের দূরবর্তি কোণায় বসে থাকা হেনরিও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

'এর জন্য কতক্ষণ সময় লাগতে পারে?' হেনরি ডেকে জিজ্ঞেস করলো তাদেরকে।

জোয়ান পিছন ফিরে তাকালো হেনরির দিকে। তার চেহারায় বিস্ময় এবং লজ্জার একটা মিশ্রিত ভাব ফুটে উঠেছে। সে হয়তো এতক্ষণে বুঝতে পারছে যে হেনরিকে সে কত কম স্বীকৃতি দিয়েছে এই সময়টায়। 'বেশিক্ষণ না। একটা ছবি থেকে তথ্য ও হিসাব সংগ্রহ করতে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাধারণত দশ মিনিটের মত লাগে।' হেনরির দিকে তাকিয়ে দুর্বল ও দোষ স্বীকার করে নেওয়ার হাসি দিলো জোয়ান। তারপর আবার মুখ ঘুরিয়ে নিল পর্দার দিকে।

হেনরিও তার দৃষ্টি ঘুরিয়ে এনেছে। ক্রুশের উপর মনোযোগ আনার চেষ্টা করছে। আঙুল দিয়ে ক্রুশের উজ্জ্বল পৃষ্ঠটার উপর টোকা দিচ্ছে সে। রহস্যময় পদার্থটা পরীক্ষা করার পর এখন তার কাছে ডোমিনিক্যান ক্রুশটাকে পরিষ্কারভাবেই বাস্তবসম্মত বস্তু বলেই মনে হচ্ছে। 'নিখাদ সোনা,' নিজেকেই বিড়বিড় করে বলল যেন। অন্তত একটা রহস্যের তো সমাধান হয়েছে। যদিও এখনো একটা বিভ্রান্তি রয়েই গেছে।

ক্রুশটাকে হাতের মুঠিতে রেখে, এর উলটো পিঠের টানা দাগগুলো নিয়ে বিবেচনা করছে হেনরি। ভিক্ষু ডি আলমাগ্রো কী বলতে চেয়েছিল? হেনরি দাগগুলোর উপর আঙুল দিয়ে বুলিয়ে দেখছে। এটা কি কোনধরনের শেষ বার্তা? তাই যদি হয় তাহলে কী এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল? ক্রুশটার উপর দিয়ে হাত বুলানোর সময় তার স্নায়ুতে একধরনের আশংকার কনকনে অনুভব হল। গতরাতে ক্যাম্পে যোগাযোগ করে ব্যর্থ হওয়ার সময়ও তার একই ধরনের অনুভূতি হচ্ছিল। এই ধরনের অযৌক্তিক দুঃশ্চিন্তা দূর করার চেষ্টা করছে সে। একটা ভয়ের মধ্যে রয়েছে। আজকের দিনে প্রায় একশোবারের মত স্যাম ও অন্যান্য শিক্ষার্থীদের দিকে চিন্তাভাবনা চলে গেছে তার। ভূ-গর্ভস্থ পিরামিডটায় কীভাবে কাজ এগিয়ে নিচ্ছে তারা? এই ধাঁধাগুলোর কোনটার উত্তর কি ইতিমধ্যেই বের করে ফেলেছে তারা?

দুই হাতের তালুর মাঝে ক্রুশটা রেখে, হেনরি তার আঙুলের উপর মাথা ঠেস দিয়ে বসে আছে। খনন কাজটার সাথে অনেক অস্বাভাবিকতা জড়িয়ে আছে। হেনরির মন বলছে এগুলোর মাঝে কোন ধরনের একটা সংযোগ আছে। মমিকৃত যাজক, রহস্যময় পদার্থ, মুদ্রাঙ্কিত সমাধিগৃহ–সবগুলো সূত্রকে এক করার চেষ্টা করছে সে। কিন্তু এদের মাঝে সংযোগটা কী? হেনরি তার হাতে ক্রুশটার প্রান্তরেখার চাপ অনুভব করতে পারছে। একটা স্বর্ণের ক্রুশ এবং সাংকেতিক বার্তা। এটাই কি উত্তরটা?

BanglaBook.org

তরুণ ভিক্ষুর দৃশ্যটা কল্পনা করছে সে। ক্রুশের উপর উবু হয়ে বসে ধারালো কোন যন্ত্র দিয়ে খোদাই করছে মানুষটা। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও এই শ্রমসাধ্য কাজটা করেছে। হেনরি হয়তো হাতে ঐ মানুষটার সর্বশেষ লেখা শব্দগুলোই ধরে রেখেছে এখন। কিন্তু সে কী বলতে চেয়েছিল? 'কী এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল?' ফিসফিস করে বললো হেনরি।

ক্রুশের একটা ছবি দানা বেঁধেছে হেনরির মনে। তার ভিতরের চোখের সামনে আস্তে আস্তে করে ঘুরছে ক্রুশের ছবিটা।

পিছন থেকে জোয়ানের শ্বাস ফেলার শব্দ শুনে দিবাস্বপ্ন থেকে বাস্তবে ফিরে এলো হেনরি। জোয়ানের দিকে ঘুরে তাকালো সে। জোয়ান তার মুখোমুখিই দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু দৃষ্টি হেনরির উপর না। জোয়ানের দৃষ্টি অনুসরণ করে, তার ডান কনুইয়ের দিকে চোখ ফেরালো হেনরি।

টেবিলের উপর হেনরি যেখানে বিকারটা রেখেছিল, সেটা এখনো ওখানেই আছে। কিন্তু এর ভিতরের উপাদানটা দেখে চোখ বড় বড় হয়ে যাওয়ার অবস্থা হল তার।

'হেনরি?'

বিকারের ভিতরে কাঁচা ধাতুর জমাটবাঁধা থকথকে অবস্থাটা এখন আর নেই। ধাতুটা কাচের একটা পাশে হেলে পড়েছে। অনেকটা ডোমিনিক্যান সোনালি ক্রুশের অমার্জিত কপির মত দেখাচ্ছে এখন এটাকে। স্থূলভাবে ক্রুশের আকার ধারণ করে আছে, তবে ভিতরের বিশদ নকশাটা অস্পষ্ট হয়ে আছে। যীশুর মূর্তিটাকে এর পৃষ্টের উপর অঙ্কিত নিরেট বিবরণ ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না।

জোয়ান আর ডেল একটু কাছে সরে এসেছে।

'আপনি করেছেন এটা?' ডেল জিজ্ঞেস করলো।

হেনরি লোকটার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকালো যেন লোকটা পাগল হয়ে গেছে। রাবারের কর্কটার দিকে নির্দেশ করে বললো, 'মজা করছেন নাকি?'

তারা দেখতে দেখতেই ক্রুশটা এর আরো কিছু অংশ হারিয়ে ফেলল। প্রান্তগুলোর তীক্ষ্ণ ভাবটা কমে গেছে এবং ক্রুশের উপর থাকা মূর্তিটাও গলে গিয়ে বিকারের নিচে গিয়ে জমে আছে। তবুও, ক্রুশটা তার সাধারণ আকৃতিতেই অবিকৃত আছে।

হেনরি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলো, 'আমি শুধু ভাবছিলাম কখন...'

কাছ থেকেই একটা তীক্ষ্ণ সুর বেজে উঠলো। ছোট কক্ষের ভেতর শব্দটাকে বেশ জোরালো শোনাচ্ছে।

তারা সকলেই ঘুরে মনিটরের পর্দার দিকে তাকালো। ধূসরাবৃত কিছু ছবি ফুটে উঠেছে মনিটরের পর্দাটায়।

'আমরা হয়তো উত্তর জানার আরো কাছাকাছি পৌছে গেছি,' ঘোষণা করে বললো ডেল। মনিটরগুলোর কাছে ফিরে যাচ্ছে সে।

BanglaBook.org

হেনরি এবং জোয়ানও অনুসরণ করলো তাকে। অল্প সময়ের জন্য চোখাচোখি হল তাদের। জোয়ানের চোখে একধরনের হতাশা ও ভয় জাতীয় কিছু দেখতে পাচ্ছে হেনরি। কিছু বুঝে উঠার আগেই জোয়ানের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে। হাতে মৃদু একটা চাপ দিয়ে অভয় দিচ্ছে তাকে। জোয়ান তার স্পর্শে সাড়া দিয়ে হেনরির দিকে আরো কয়েকইঞ্চি সরে এসেছে।

উদ্বিগ্নতা নিয়ে শেষবারের মত পাত্রে থাকা ক্রুশটার একবার তাকিয়ে, মনিটরের দিকে নজর ফেলল হেনরি।

কী বোর্ডের উপর ঝুঁকে আছে ডেল। একটা আঙুল দিয়ে পর্দার চিত্রটা অনুসরণ করে যাচ্ছে। মনিটরের পর্দায় একটা অপার্থিব ভূ-চিত্র ফুটে উঠেছে। রূক্ষ ভূ-খণ্ডের উপর উদ্ভট আকৃতির কিছু পর্বতচূড়া ও উপত্যকা দেখা যাচ্ছে। এটাকে দেখে অনেকটা মঙ্গল গ্রহের ভূ-পৃষ্ঠের সাদাকালো ছবির মত মনে হচ্ছে। 'এটা অসম্ভব,' বলে উঠলো ডেল। পর্দায় ভূ-চিত্রের বিবর্ধিত অংশটার দিকে নির্দেশ করে দেখাচ্ছে। 'দেখো। ধাতুটা আসলে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু কতার সমষ্টি। দেখো, এগুলো কত দৃঢ় বন্ধনের মাধ্যামে সংযুক্ত হয়ে আছে।'

পর্দায় ক্রস-সেকশনাল দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে কীভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অষ্টভূজাকৃতির কাঠামোগুলো ছয়টা বাহুর সাহায্যে একটা অপর সাথে যুক্ত হয়ে আছে। প্রতিটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঠামোই তার পাশের কাঠামোটার সাথে ঘন টেট্রাহেড্রালে প্যাটার্নে যুক্ত হয়ে আছে।

ধূসর কতা প্রদর্শনকরা মনিটরগুলোর একটার কাছে গিয়ে স্পর্শ করলো জোয়ান। 'এগুলোকে প্রায় সুসংগঠিতই মনে হচ্ছে। অনেকটা বিষাক্ত ফাজ বা ঐরকম কিছুর মত।'

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলো ধাতু বিশারদ। মনিটরের বাকি অংশ জুড়ে বিস্তৃত সাধারণ ভূ-চিত্রটার দিকে নির্দেশ করে বলছে, 'এটা নিশ্চিত ভাবেই বিষাক্ত নয়। চিড় ধরা আর অভ্যন্তরীণ ম্যাট্রিক্স দেখে যা মনে হল যে পদার্থটা স্বতন্ত্রভাবে অসংগঠিত। আমি বলবো, কাঠামোগত ভাবে এটা স্ফটিকের মত।'

'তাহলে এই বস্তুটা আসলে কী?' শেষমেশ জিজ্ঞেস করতেই বাধ্য হল হেনরি। লোকটার উপর তার বিরক্তি ধরে গেছে। 'ধাতু, স্ফটিক, বিষাক্ত, সবজি না খনিজ?'

কার্কপ্যাট্রিকের দৃষ্টি ঘুরছে বিকারের মাঝে থাকা ক্রুশটার উপর। খানিক ভেবে মাথা নাড়লো সে। 'আমি জানি না। তবে আমাকে যদি অনুমান করতে বলা হয়, তাহলে আমি উপরের সব কটাই বেছে নিব।'

BanglaBook.org

●●●

পর্বতচূড়ার উপর দিয়ে সূর্যকে আস্তে আস্তে ডুবে যেতে দেখছে ফিলিপ সাইকস। কমিউনিক্যাশন তাঁবুটার এক ধারে দাঁড়িয়ে আছে সে। ধ্বসে স্তুপের মাঝে তার নিদ্রাহীন রাতের দ্বিতীয় দিন এটা। যেটা এতদিন জঙ্গল ঘেরা পর্বত

হয়ে লুকিয়েছিল, সেই ভূগর্ভস্থ পিরামিডটাই এখন ভাঙা স্তূপে পরিণত হয়েছে। মন্দির থেকে খসে পড়া গ্রানাইট পাথর এবং ফলকগুলো ভাঙ্গা দাঁতের মতই কালো মাটিতে পদদলিত হয়ে আছে।

যদি ফিলিপ স্যামের কাছ থেকে কল না পেত, অন্যান্য শিক্ষার্থীদের প্রাকৃতিক গুহা আবিষ্কারের ব্যাপারটা যদি তাকে না জানানো হত–তাহলে সে এতক্ষণে ধরে নিত যে তারা সবাই মরে গেছে। দিনের প্রায় অর্ধেকটা সময় ধরে ঢিবিটা একটুও নড়েনি বা কোন পাশে ঝুলেও পড়েনি। ভূপৃষ্ঠের উপর থেকে খসে পড়া পাথরগুলোর গুঙানোর শব্দও আর শোনা যাচ্ছে না। খননকার্যের জায়গাটা এখন গোরস্থানের মতই নিরব হয়ে আছে। মন্দিরটা পুরোপুরিই ধ্বসে পড়েছে।

কিন্তু স্যাম তো কল করেছিল।

ফিলিপ তার মুষ্টি পাকিয়ে রেখেছে। তার মনের একটা অংশ ভাবতে চাচ্ছে যে ঐ জেদী টেক্সানটা তাকে কল করেনি। তাহলে তো খুব সহজেই তাদের সবাইকে মৃত ঘোষণা করা যেত। অভিশপ্ত ইনডিয়ানগুলোকে তাদের অন্ধকার জঙ্গলে ফেলে নির্বিঘ্নে জায়গাটা ছেড়ে পালাতে পারতো ফিলিপ। তার প্রতিটা মুহূর্ত কাটছে গিলের্মো সালার আক্রমণের শিকার হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে। পর্বতচূড়ার উপর থেকে ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে আসায় হাত দিয়ে নিজেকেই পেঁচিয়ে ধরে রেখেছে। কারা এখানে আগে এসে পৌঁছুবে–ইনডিয়ান দুইজন সাহায্যকারী দল নিয়ে? নাকি তাদের অসমাপ্ত কাজটা শেষ করার জন্য গিল তার দলবল নিয়ে?

উদ্বেগটা ফিলিপের স্নায়ুকে কাবু করে রেখেছে। 'যদি আমি শুধু এখান থেকে চলে যেতে পারতাম...।' কিন্তু সেও জানে যে সে চলে যেতে পারবে না। উদ্ধারকারী সুড়ঙ্গের কাজটা শেষ করার আগে তো নয়ই। জঙ্গলের ধারের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ফিলিপ।

রাহুগ্রস্ত ঢিবির অপর পাশ থেকে কুঁইচা শ্রমিকদের ডাকাডাকি এবং নিচু স্বরে গাওয়া গানের শব্দের প্রতিধ্বনি ভেসে আসছে। লুটেরাদের খোঁড়া সুড়ঙ্গটাকে তারা আরো প্রায় পনেরো গজের মত খুঁড়ে ফেলেছে আজকে। যদিও ইনডিয়ানরা তার দিকে তীর্যক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে এবং নিচু স্বরে গালিগালাজ করছে, তারপরও ফিলিপ তাদের কাজের কোন খুঁত ধরতে পারছে না। দলটা তিনভাগে ভাগ হয়ে খননের কাজটা এগিয়ে নিচ্ছে। খনিত্র এবং শাবলের সাহায্যে দিন-রাত পুরোটাই কাজ করে যাচ্ছে।

এমনকী এটাও মনে হচ্ছে যে, ফিলিপের ধার্য করা দুইদিনের আগেই অন্যদেরকে মুক্ত করার জন্য সুড়ঙ্গ খননের কাজটা সম্পন্ন হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু, এত তাড়াহুড়োও কি অন্যদেরকে বাঁচানোর জন্য যথেষ্ট হবে?

হুট করে জঙ্গলের পিছনের দিক থেকে একটা হট্টগোলের শব্দ ভেসে আসলো। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ইনডিয়ান শ্রমিকেরা ঐ জায়গাটাতেই গাছের

BanglaBook.org

ছায়ায় বসে বিশ্রাম করে। সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো ফিলিপ। উচ্চতাটা আর ইঞ্চিখানেকের মত বেশি হলেই গাছের ছায়ার আড়ালের রহস্যটা ভেদ করতে পারতো হয়তো সে। শ্বাস ধরে রেখেছে ফিলিপ।

গাছের সারির আড়াল থেকে শ্রমিকদের একজনের মাথা ভেসে উঠলো। ফিলিপকে দেখে হাতে নেড়ে স্বাগত জানাচ্ছে। কিন্তু ফিলিপ সামনে যেতে ইচ্ছুক না, এমনকী কয়েক পা পিছিয়ে এলো সে। দ্বিধা করছে, কিন্তু ইনডিয়ান শ্রমিকদের গলার স্বর ক্রমেই আরো স্পষ্টভাবে বাড়তে শুরু করেছে। সবাই এসে জড়ো হয়েছে জঙ্গলের ধারের কাছে। তাদের শান্তশিষ্ট গলার সুর শুনে ফিলিপ বুঝতে পারলো যে–তারা নতুন যেটাই আবিষ্কার করে থাকুক না কেন, সেটা তাদের জন্য কোন হুমকি না।

স্বস্তিতে চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা ফেললো ফিলিপ। ক্যাম্পের উঁচু চূড়া থেকে নেমে জঙ্গলের দিকে যাত্রা শুরু করেছে। এই অল্প একটু দূরত্ব পেরুতেই গিয়েই হাঁপিয়ে উঠেছে সে। দুঃশ্চিন্তা আর ক্লান্তিতে এই ক্ষীণ বাতাস সহ্য করার ক্ষমতা দুর্বল হয়ে গেছে তার। জঙ্গলের ধারে পৌঁছাতে পৌঁছাতে তার মাথার ডানপাশে চিনচিন করে ব্যথাও দানা বাঁধতে শুরু করেছে।

সে ছাউনিতে পৌঁছার আগেই ইনডিয়ানদের ঝাঁকটা এসে ভীড় জমিয়ে ফেলেছে জায়গাটায়। এলোমেলো ভাবে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। মুখে চওড়া হাসি। পড়ন্ত বিকালের সূর্যালোকে তাদের দাঁতগুলোকে জ্বলজ্বলে দেখাচ্ছে। মুহূর্তের মাঝেই শ্রমিকদের দলটা ফিলিপের চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। যেন কোন পানির ধারার উপর কেউ পাথর ছুড়ে মেরেছে। অবশ্য তাদের আংশিক সরে যাওয়ার কারণেই অবশেষে ক্যাম্পের নতুন আগন্তুকদের দেখতে সমর্থ হল ফিলিপ।

জঙ্গলের দিক থেকে ছয় জন মানুষ এগিয়ে আসছে। সবার পরনেই পঙ্কিল বাদামি বর্ণের পোশাক, পায়ে চামড়ার স্যান্ডেল। মাথার আলখেল্লাটা হালকা একটু সরিয়ে দিতেই তাদের মুক্ত ও উষ্ণ ভাবাপন্ন মুখগুলো দেখতে পেলো সে। তাদের মুখেও হাসি লেগে আছে। তবে অসভ্য ইনডিয়ানগুলোর মত দাঁত বের করা হাসি না। বরং তাদের হাসিটা খুব সাধারণ, দয়াশীল।

রোব পরিধান করা মানুষগুলোর মাঝে একজনকে পরিষ্কারভাবেই তাদের দলনেতা বলে মনে হচ্ছে। অন্যদের তুলনায় কিছুটা লম্বা এবং তার বুকেই সুলক্ষণীয় রুপালি ক্রুশটা ঝুলে আছে।

'সন্ন্যাসীদল...' বিস্মিত হয়ে বিড়বিড় করে বললো ফিলিপ।

ইনডিয়ানদের কয়েকজন ধার্মিক মানুষগুলোর পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছে। তাদের থেকে আশীর্বাদ পাবার আশায় মাথা ঝুঁকিয়ে রেখেছে। অন্যান্য সন্ন্যাসীরা তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে ফিসফিস করে প্রার্থনা করলেও, তাদের দলনেতা এগিয়ে আসছে ফিলিপের দিকে।

মানুষটা ঝাড়া দিয়ে তার মাথার উপরের আলখেল্লাটা পুরোপুরি সরিয়ে ফেলতেই মানুষটার সুদর্শন মুখটা উন্মোচিত। সেই সাথে মাথার কালো

BanglaBook.org

চুলগুলো মুখের সৌন্দর্যকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। 'আমরা শুনেছি তোমার সাহায্যের প্রয়োজন, বাছা,' একদম সাধারণভাবে বললো লোকটা। 'আমার নামার ভিক্ষু ডোমিনিক ওটেরা। তোমাকে সাহায্য করার জন্য এসেছি। আমাদের পক্ষে যতটা সম্ভব সাহায্য করব।'

ফিলিপ পলক ফেলছে। ইংরেজি! লোকটা ইংরেজিতে কথা বলছে। তার ইচ্ছা হচ্ছে এগিয়ে গিয়ে লোকটাকে জড়িয়ে ধরতে। তবে, তার পরিবর্তে কথা বলার জন্য প্রয়োজনীয় শব্দগুলোকে সাজিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে।

'কী কীভাবে জানলেন আপনি-?'

'আমাদের যাত্রাপথে ছোট একটা গ্রামের কাছে আসতেই, সাহায্য ডাকার জন্য তোমার পাঠানো ইনডিয়ানদের দেখা হয়েছিল। কর্তৃপক্ষকে জানানোর জন্য আমি তাদেরকে ভিলাকঁচায় পাঠিয়ে দিয়েছি। আর, এই সময়টুকুর মাঝে আমরা তোমাদেরকে দুর্ঘটনার জন্য সান্ত্বনা এবং প্রার্থনার দাওয়াত নিয়ে এসেছি।'

বোঝার ভারটা কমে যাওয়ায় কাঁধ ঝুলে পড়লো যেন ফিলিপের। এখন তার সাথে অন্যরাও আছে। যারা ইংরেজিতে কথা বলতে পারে। যাদের সাথে সে তার উদ্বেগের কথাগুলো বলতে পারবে। ফিলিপের মনে হল সে আবোল-তাবোল বকা শুরু করেছে। কোন কিছুই ঠিকমত ভাবতে পারছে না। আন্তরিক ধন্যবাদের সাথে সাথে নিজের মনের বিক্ষিপ্ত দুঃশ্চিন্তাগুলো ফাঁস করে দিচ্ছে। এগুলোর কোন মানে হয় না।

ভিক্ষু ওটেরা ফিলিপের কাছে এগিয়ে এসে তার গালে ঠাণ্ডা হাত দিয়ে স্বান্তনা দিয়ে বললো, 'নিজেকে শান্ত করো, বাছা।'

তার স্পর্শেই ফিলিপ নিজেকে আবার গুছিয়ে এনেছে। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার আচরণও দেখুন না কেমন? আপনারা এতদূর থেকে ভ্রমণ করে এসেছেন, আপনার নিশ্চয় খুব তৃষ্ণার্ত এবং ক্ষুধার্ত।'

ভিক্ষু তার মুখটা নিচু করে বললো, 'ঈশ্বরের আশীর্বাদই আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য, বাছা! তারপরও একজন ভ্রমণকারী হিসেবে তোমার আতিথেয়তাকে অগ্রাহ্য করতে পারি না আমি।'

ফিলিপ বোকার মত নিজের মাথা দোলালো। সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না। স্বস্তি পাওয়ায় একধরনের অস্থিরতা বিরাজ করছে তার মাঝে। 'তাহলে, প্লিজ আমার তাঁবুতে আসুন। আমার কাছে জুস, পানি আছে। অল্প সময়ের মাঝে কয়েকটা স্যান্ডউইচও তৈরি করে ফেলতে পারবো।'

'এটাই সর্বোৎকৃষ্ট মহত্ত্ব। তাহলে হয়তো, প্রখর সূর্যের কাছ থেকে সরে গিয়ে, তুমি আমাকে তোমার দলের দুর্দশার কথাও বলতে পারবে।'

ফিলিপ নেতৃত্ব দিয়ে সন্ন্যাসীদের দলকে তার তাঁবুতে নিয়ে যাচ্ছে। যদিও সে খেয়াল করে দেখলো যে তিনজন এখনো পিছনে পড়ে আছে। শ্রমিকদের মাঝে তাদের আশীর্বাদ বিলিয়ে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

ভিক্ষু লক্ষ্য করলো যে ফিলিপ থেমে গেছে। 'তারা পরে আমাদের সাথে যোগ দিবে। ঈশ্বরের কাজগুলো সর্বদাই সর্বপ্রথমে সাধন করতে হয়।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে মাথা দোলালো ফিলিপ। 'অবশ্যই।' স্বল্প সময়ের মাঝেই ফিলিপকে সন্ন্যাসীদের সাথে তার ব্যক্তিগত তাঁবুতে ক্যাম্পের চেয়ারে বসা অবস্থায় পাওয়া গেল। তাদের সামনে শক্ত পনির এবং কাটা মাংসের প্লেট রাখা আছে। সন্ন্যাসীদের দুইজন লাজুকভাবে অন্যকিছু না খেয়ে শুধু টাটকা পেয়ারার রসটাই গ্রহণ করলো। ভিক্ষু ওটেরা এবং ফিলিপকে একাকী রেখে তারা বেরিয়ে পড়লে তাঁবুর বাইরের ছায়াবৃত অংশটায়।

ফিলিপের বাড়িয়ে দেওয়া খাবারগুলো গ্রহণ করে তৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চেয়ারে পিঠ এলিয়ে দিল ভিক্ষু ওটেরা। 'সবচেয়ে সুস্বাদু এবং দয়ালু আহার।' তার হাঁটুর উপরে দুই হাত রেখে ফিলিপকে পর্যবেক্ষণ করছে সে। 'এখন আমাকে বলো, বাছা, এখানে আসলে কী ঘটেছে? আমরা কী রকম সাহায্য করতে পারি?'

ফিলিপ তার জুসটায় চুমুক দিতে দিতে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে এনে নিচ্ছে। নিমন্ত্রণকারী হিসেবে সাধারণ কাজগুলো করতে পারায় তার স্নায়ু এখন মোটামুটি বেশ শান্ত হয়ে আছে। তবুও সে এখনো ভিক্ষুর দৃষ্টির দিকে সরাসরি তাকাতে পারছে না। অনুজ্জ্বল তাঁবুটায় লোকটার দৃষ্টিকে কালো, তীক্ষ্ণ, গভীর দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে, ঐ দৃষ্টি দিয়ে তার অন্তরাত্মাকেই দেখছে লোকটা। প্রেসবিটারিয়ান এক পরিবারে বেড়ে উঠলেও, কখনো ধর্মের দিকে অতটা মনোযোগ ছিল না ফিলিপের। তারপরও, তার বিপরীতে শান্তভাবে বসে থাকা লোকটার ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা করতে পারছে সে। লোকটার উপস্থিতিতে প্রথম দিকে স্বস্তি পেলেও সেটা এখন আস্তে আস্তে ভয়ের দিকে রূপান্তরিত হচ্ছে। সে জানে যে, সে লোকটাকে কোন মিথ্যা বলতে পারবে না। এই সন্ন্যাসী তার সত্যিগুলো ঠিকই জানতে পারবে।

গ্লাসটা নামিয়ে রেখে ফিলিপ তার গল্পটা বলা শুরু করলো। গিলের বিশ্বাসঘাতকতা ও তার পরবর্তী নাশকতামূলক কাজগুলো থেকে শুরু করেছে। 'আর বিস্ফোরণটার পর থেকে মন্দিরটা নিজে থেকেই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। আটকে পড়া বন্দীরা আরো গভীর থেকে গভীরে পালিয়ে যাচ্ছিল। তাদেরকে সাহায্য করার মত কিছুই করার ছিল না আমার।'

ভিক্ষু ওটেরা একবার শুধু তার মাথা দোলালো। আশীর্বাদের মত করে বললো, 'শান্ত হও, ফিলিপ। তুমি তোমার সাধ্যমতই করেছো।'

কথাগুলো শুনে বল পেল ফিলিপ। আসলেই তো, সে তার *সাধ্যমত* সবই করেছে। সোজা হয়ে বসে সে তার গল্পটা বলা অব্যাহত রাখলো। ইনডিয়ান শ্রমিকগুলোকে দিয়ে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে কীভাবে তাদেরকে উদ্ধার করবে এবং কীভাবে স্যামরা সোনালি প্রতিকৃতিক মূর্তিটার আড়ালে থাকা গোপন সুড়ঙ্গটা আবিষ্কার করেছে সেটার কথাও জানালো। কোন কিছুই বলতে বাদ রাখছে না সে। এমনকী, স্যাম কীভাবে মূর্তির চাবিটা আবিষ্কার করেছে সেটাও বলে দিচ্ছে।

BanglaBook.org

'একটা সোনালি চাকু কোনভাবে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল।'

ফিলিপের শেষ কথাটা শুনে চোখ বড় বড় হয়ে গেল ভিক্ষু ওটেরার। ফিলিপের কথায় বাঁধা দিয়ে বললো, 'একটা সোনালি চাকু এবং পর্বতের ভিতরের গুপ্ত সুড়ঙ্গ?' লোকটার গলার সুরটা বেশ অদ্ভুত রকমের নিস্প্রভ ও গভীর শোনাচ্ছে।

'হ্যাঁ,' সাধারণভাবেই উত্তরটা দিলো ফিলিপ।

এক মুহূর্তের জন্য একটু চুপ করে রইলো ভিক্ষু ওটেরা। তারপর, আবার তার সাধারণ বাচন-ভঙ্গি ফিরিয়ে এনে বললো, 'তাদেরকে রক্ষা করার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। অন্ততপক্ষে তোমার বন্ধুরা তো এখন একটা নিরাপদ আশ্রয়ে আছে। ভাল মনের মানুষগুলোর জন্য ঈশ্বর সবসময়ই কোন না কোন পথ উন্মুক্ত করে দেন।'

'আমি আশা করছি, দুই দিনের মাঝেই আমাদের উদ্ধারকারী সুড়ঙ্গটার খনন সম্পন্ন হয়ে যাবে। তবে, যদি আমার পাঠানো ইনডিয়ানগুলো কোন সাহায্য নিয়ে আসতে পারে-?'

হঠাৎ করে উঠে দাঁড়ালো ভিক্ষু ওটেরা। 'ভয় করো না। উপর থেকে ঈশ্বর আমাদের সবাইকেই দেখছেন। তার চোখে আমরা সবাই ই তার অতি আদরের সন্তান। কোন বিপদই আসবে না।'

ভিক্ষুকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য ফিলিপ তাড়াহুড়ো করে তার আসন থেকে উঠতে যাচ্ছিল।

হাত উঁচিয়ে তাকে উঠতে বারণ করলো ভিক্ষু ওটেরা। 'বিশ্রাম করো, ফিলিপ। তুমি তোমার বিশ্রামটা অর্জন করে নিয়েছো। তোমার বন্ধুদেরকে রক্ষা করতে গিয়ে তুমি ঈশ্বরের কাজই করেছো।'

তার চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো ফিলিপ। 'ধন্যবাদ,' কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বলে উঠলো ফিলিপ। ভিক্ষু ওটেরা ততক্ষণে তার তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেছে।

একা হয়ে যাওয়ার পর একমুহূর্তের জন্য তার চোখ বন্ধ করলো ফিলিপ। তার মনে হচ্ছে যে সে ঘুমাতে পারবে। তার বোঝাটা এখন অনেক হালকা হয়ে গেছে। তার করা সন্দেহজনক কর্মগুলোর জন্য দায়ভারও এখন কমে এসেছে।

বন্ধ তাঁবুর পর্দাটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ফিলিপ। লোকটার মাঝে থাকা দিপ্তিমান ক্ষমতাটাকে স্মরণ করেছে সে।

ভিক্ষু ওটেরা নিঃসন্দেহেই একজন প্রকৃত ধার্মিক ও বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি।

●●●

তাঁবু থেকে বেরিয়ে, খানিকটা দূরের জঙ্গলের ধারে গিয়ে ভিক্ষু ওটেরা তার সহযোগী সন্ন্যাসীদের একজনের সাথে দেখা করছে। আঙুলের কাঁপাকাঁপি

BanglaBook.org

থামানোর জন্য নিজের উপর জোর খাটাচ্ছে ওটেরা। এটা কি আসলেই সত্য হতে পারে? এত বছর পর?

সহযোগী সন্ন্যাসীটা তার ব্যাগের ভিতর থেকে হাতড়ে হাতড়ে রেডিওটা বের করে ওটেরার দিকে বাড়িয়ে দিল। জঙ্গলের ছাউনিগুলো থেকে আরো কয়েক কদম দূরে সরে গিয়ে সঠিক চ্যানেলটায় ডায়াল করলো ওটেরা। তার উর্ধ্বস্ত ব্যক্তিকে কল করছে।

স্প্যানিশ ভাষায় বলতে শুরু করলো। 'শনাক্তকরণ সম্পন্ন হয়েছে। ওভার!'

স্ট্যাটিকের হালকা খড়খড়ে শব্দ শোনা গেল প্রথমে। তারপরই তড়িৎ প্রতিক্রিয়াটা ভেসে আসলো। 'আর তোমার মতামত?'

'পক্ষেই আছে। জায়গাটাকে সোনালি দেখাচ্ছে। আবারো বলছি সোনালি।' এর পর ভিক্ষু ওটেরা রোগাক্রান্ত চেহারার শিক্ষার্থীর থেকে শোনা গল্পটার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম বললো রেডিওয়ের ঐ পাশে লোকটাকে।

এই রেডিও ফ্রিকুয়েন্সীতেও, অপর পাশ থেকে চমকে উঠে বিড়বিড় করে বলা শব্দটা ঠিকই শুনতে পেল ভিক্ষু ওটেরা। '*এল সাঙগ্রে ডেল দায়াবলো*।'

নামটার উচ্চারণ শুনেই কেঁপে উঠলো ভিক্ষু ওটেরা। 'আর আপনার আদেশ?'

'ছেলেটার সাথে বন্ধুত্ব করো। তার বিশ্বাস অর্জন করো। তারপর শ্রমিকদেরকে তাগাদা দাও। সুড়ঙ্গটা কেঁটে রাস্তা তৈরি করো।' হালকা একটু বিরতির পর তার সর্বশেষ নির্দেশটা ভেসে এল। 'আর সঠিক লোকটাকে শনাক্ত করার জায়গাটা পরিষ্কার করে ফেলবে... পুরোপুরি পরিষ্কার।'

সারাদিনে এই প্রথমবারের মত হাসি ফুটলো ভিক্ষু ওটেরার মুখে। জামার আস্তিনের নিচে থাকা চাকুটার উপর হাত বুলাচ্ছে সে। এই চঞ্চল ছেলেটাকে দেখে তার ছেলেবেলার তরুণ বালকগুলোর চেহারা মনে ভাসছে তার। যারা তার দরিদ্র অবস্থা দেখে তাকে উপহাস করতো, মিশ্র রক্তের বলে তার উপর থুতু ছেটাতো। এই আমেরিকানটাকে নিজের জীবনের জন্য ভিক্ষা চাইতে দেখলে আনন্দিতই হবে সে। তবে তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হল সে যা সন্দেহ করছে তা কি আসলেই সত্যি কিনা। এই বাজিটার পুরষ্কার অনেক বড়। এই দিনটার জন্য অনেককাল ধরে অপেক্ষা করেছে। স্প্যানিশ মিশনারিদের থেকে অনেক অবজ্ঞা নিয়ে বেড়ে উঠতে হয়েছে, যারা নিজেদেরকে তার গুরু বলে ভাবে। না, যদি তার আশঙ্কা ঠিক হয়, তাহলে সে তাদেরকে তাদের অন্ধত্ব ও ভুলগুলো ধরিয়ে দিতে পারবে। তাকেও আর কখনো বর্জনীয় ও কটাক্ষের দৃষ্টিতে দেখতে পারবে না কেউ। ওটেরা একজন ভাল সৈনিকের মত রেডিওটা তার ঠোঁটের কাছে এনে বললো, 'শনাক্ত করব এবং জায়গাটা পরিষ্কার ফেলব। বুঝতে পেরেছি আমি। ওভার অ্যান্ড আউট!'

ওটেরা জঙ্গল থেকে ফিরে এসে রেডিওটা তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকা সন্ন্যাসীকে ফিরিয়ে দিল। 'তাহলে?' রেডিওটা ব্যাগের ভিতর রাখতে রাখতে জিজ্ঞেস করলো সহযোগী সন্ন্যাসী।

BanglaBook.org

ভিক্ষু ওটেরা তার বুকের ক্রুশটা সোজা করে ধরে জানালো, 'সবুজ সংকেত পেয়েছি আমরা।'

বিস্ময়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেছে অন্য সন্ন্যাসীটার। 'তারমানে এটা সত্য!' শূন্যে ক্রুশ চিহ্ন কাটলো লোকটা। 'ঈশ্বর, রক্ষা করুন আমাদেরকে।'

ভিক্ষু ওটেরা ক্লান্তভাবে ক্যাম্পের দিকে ফিরে আসতে শুরু করেছে। তার মাথার ভেতর এখনো রেডিওতে শোনা কথাগুলোই বাজছে।

এল সাঙগ্রে ডেল দায়াবলো।

শয়তানের রক্ত।

●●●

দ্বিতীয় ফ্ল্যাশলাইটটা ম্যাগির হাত থেকে ছিটকে পড়ে যেতে চাচ্ছে যেন। আঙুল কাঁপছে ম্যাগির। সুইচটা চাপতেই অন্ধকার গুহার বুক চিড়ে আলো ফুটে উঠলো। তীব্র আলোয় চোখে ধাঁধা লেগে গেছে। তার সঙ্গীরা ও তরুণ ইনডিয়ান ছেলেটা মলিন মুখে সোনালি পথটার দিকে তাকিয়ে আছে। অল্প কিছুক্ষণের মাঝেই, অন্ধকারে সোনালি পথ ধরে এগিয়ে আসতে থাকা টারান্টুলাদের সংখ্যাও বেড়ে গেছে। পাশ থেকে আরো মাকড়সা এসে জড়ো হচ্ছে। কালো পাথরের উপরে থাকা তাদের সাদা দেহগুলোকে পাংশুটে বর্ণের তারামাছের মত দেখাচ্ছে।

বাদুড়ের মলে বিষাক্ত হয়ে থাকা গুহাটার দিকে ফিরে তাকালো স্যাম। 'আ... আমি জানিনা। জায়গাটা আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই টারান্টুলায় ছেয়ে যাবে। কিন্তু আমরা এই মলপচা দুর্গন্ধ পেরিয়ে জীবিত অবস্থায় পরের গুহাটায় গিয়ে পৌঁছাতে পারব না। এখান থেকে বের হওয়ার অন্য কোন পথ তো নিশ্চয়ই আছে।'

লম্বা লম্বা পা ফেলে ইনকান পথটার কাছেই থাকা ভূর্গভস্থ জলপ্রপাতটার দিকে এগিয়ে গেল ম্যাগি। একটা সরু নালা বেয়ে গড় গড় করতে করতে এর পানি প্রবাহিত হচ্ছে। এক ধরনের শীতল কুয়াশারও সৃষ্টি হয়েছে জলপ্রপাতের কারণে। 'আমরা সাঁতার কাটতে পারি,' বলে উঠলো ম্যাগি। আসলে অস্থির ভাবে পানির উপর আলো ফেলে নাড়িয়ে দেখাচ্ছে অন্যদেরকে।

'সাঁতার?' নরম্যান জিজ্ঞেস করলো। তার গলার স্বর ভেঙে গেছে। 'পাগল হয়েছো নাকি? এটা তো বরফগলা পানি। আমরা হাইপোথারমিয়াতেই মরে যাব।'

ঘুরে তাকালো ম্যাগি। 'পানির স্রোতটা খুব দ্রুতগতির। তবে গুহার এই অংশের ভিতর দিয়ে স্রোতটা বেশ মসৃণও। আমরা ঝাঁপিয়ে পড়বো এবং পানিই আমাদেরকে এই বাদুড়ের গুহা এবং মাকড়শাদের থেকে দূরে সরিয়ে নিবে।' জলপ্রপাতের কুয়াশার দিকে হাত বাড়ালো ম্যাগি। 'এটা হয়তো বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবকে কিছুটা হলেও আটকে রাখতে পারবে।'

BanglaBook.org

স্যাম এগিয়ে ম্যাগির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ম্যাগির দিকে প্রশংসাসূচক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, 'ম্যাগি ঠিকই বলেছে। এটা কাজ করতেও পারে। কিন্তু, এই কাজের জন্য আমাদের সবাইকেই একসাথে থাকতে হবে। বাদুড়দের এলাকা অতিক্রম করে যাওয়ার পর, যত দ্রুত সম্ভব নিজেদের এই স্রোত থেকে মুক্ত করতে হবে। স্রোতে আমরা না মরলেও, ঠাণ্ডায় মরার শঙ্কা ঠিকই আছে।'

সবার অলক্ষ্যে সরে এসে নদীর খোদাই করা পাথরের একদম প্রান্তে চলে এসেছে ডেনাল। প্রান্তের প্রায় এক মিটার নিচ দিয়ে পানির ধারা বয়ে চলছে। 'আমি প্রথমে যাচ্ছি,' পিছনের দিকে তাকিয়ে বলল সে। 'গিয়ে দেখি এটা নিরাপদ হবে কিনা।'

'না, ডেনাল।' বলে উঠে তাকে আটকানোর জন্য এগিয়ে গেলো ম্যাগি।

তবে ডেনাল ইতিমধ্যেই ম্যাগির ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে। 'আমি ভাল সাঁতারু। আমি যদি অপরপাশে পৌঁছাতে পারি, তাহলে আমি চেঁচিয়ে উঠে জানিয়ে দিব।' বলে বাকিদের মুখের দিকে তাকালো একবার। 'তারপর আপনার সবাই আসবেন। যদি আমার ডাক না পান, তাহলে আর আসবেন না।'

স্যাম ছেলেটার দিকে এগিয়ে আসলো। 'আমি যাচ্ছি, ডেনাল,' তার জ্যাকেটের পকেটে চাপড়াতে চাপড়তে বলছে স্যাম। 'আলো ফেলে পথ দেখানোর জন্য একটা কাঠের ল্যাম্প আছে আমার।'

ডেনাল তার নিজের পকেট থেকে ল্যাম্পটা বের করে ঈষৎ বেগুনীটা জ্বালিয়ে বলল, 'আমি জিজ্ঞেস করছি না। আমি যাচ্ছি।' বলেই সে ঘুরে চূড়ার প্রান্ত থেকে লাফ দিল।

'ডেনাল!' চেঁচিয়ে উঠে দ্রুতবেগে নদীর দিকে এগুলো স্যাম।

ম্যাগি না থামালে ডেনালের পিছু পিছ স্যামও পড়ে যেতে বসেছিল। স্রোতের মাঝে থাকা ছেলেটার উপর নজর রাখছে ম্যাগি। ডেনাল তার মাথাটা ভাসিয়ে রেখেছে কোনরকমে। সরুনালার স্রোতটা তাকে সামনে-পিছনে ঠেলছে শুধু। পানির ঠেলা সামলে কোনরকমে কাঠের ল্যাম্পটা ধরে রেখেছে। অন্ধকার গুহাটা ল্যাম্পের বেগুনী আভায় ভরে উঠেছে। তারপর নদীটাই তাকে দেয়ালের বাঁকের ফাঁক দিয়ে একটা সুড়ঙ্গের ভিতর ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

'ধুর! ছেলেটা আমার পকেট মেরে দিয়েছে।' বিড়বিড় করে বলল স্যাম। তার গলার সুরে সম্মান এবং দুঃশ্চিন্তা–দুটোই মিশে আছে।

'সে মনে হয় পৌঁছুতে পারবে,' ম্যাগি বলল।

অপেক্ষাটাকে অসহ্যকর লাগছে। ডেনাল ডাক দিলে যদি তারা না শুনতে পায়–এই ভয়ে কেউ কোন কথা বলছে না।

শুধু রালফই পিছনে পায়ে চলা পথটায় দাঁড়িয়ে আছে। পিছন থেকে ধাওয়া করা মাকড়সাদের উপর চোখ রাখছে। 'মূল আর্মিটা আসছে এখন,' সতর্ক করে বলল অন্যদের।

BanglaBook.org

ম্যাগি ঘুরে তাকালো। তাদের ফ্ল্যাশলাইটের সীমানার শেষ প্রান্তের দৃশ্য দেখে মনে হচ্ছে যেন, কোন ফেনা তোলা ঢেউ এগিয়ে আসছে। 'ওহ, ডেনাল, হতাশ করো না আমাদেরকে।'

ডেনাল মনে হয় তার কথাটা শুনতে পেয়েছে। গুহার দূরবর্তী অংশ থেকে একটা তীক্ষ্ণ চিৎকারের প্রতিধ্বনি ভেসে আসছে। ডেনাল পৌঁছে গেছে অপর প্রান্তে।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্যাম। 'এখন আমাদের পালা।'

নরম্যান তাড়াতাড়ি করে তার সরঞ্জামগুলো ওয়াটারপ্রুফ বাক্সে ভরে নিচ্ছে। ততক্ষণে রালফও অন্যদের সাথে জড়ো হওয়ার জন্য উপরে চলে এসেছে। তবে চোখ এখনও পিছনে থাকা মাকড়সাগুলোর উপর।

স্যাম তার উইনচেস্টার কাঁধ থেকে খুলে রালফকে ইশারা করলো যেন সেও তার রাইফেলটার সাথে একই কাজ করে। 'বন্দুকটা পানির উপরে রাখার চেষ্টা করবে। রাইফেল গুলো হয়তো অল্প সময়ের জন্য আমাদের রক্ষা করতে পারবে, তারপরও আমি ওগুলোকে শুষ্ক রাখতে চাই।'

পরিশ্রান্ত দৃষ্টিতে একবার পানির দিকে তাকিয়ে, অবশেষে তাদের দিকে ফিরে তাকালো রালফ। 'রাইফেল জাহান্নামে যাক। আমি ভাবছি আমার নিজের মাথাটা পানির উপর ভাসিয়ে রাখতে পারব কিনা!' অন্য তিনজনের মুখের দিকে তাকালো সে। 'আমি সাঁতার জানিনা।'

'কী?' বিস্ময়ে ফেঁটে পড়লো স্যাম। 'আমাদেরকে আগে বলোনি কেন?'

কাঁধ ঝুলিয়ে দিল রালফ। 'কারণ, ম্যাগি ঠিকই বলেছে। এখান থেকে বের হওয়ার একমাত্র পথ এই নদীটাই।'

নরম্যান তাদের দিকে সরে আসলো। 'আমি রালফকে সামলাবো। আর্মিতে থাকার সময় পানি থেকে উদ্ধারের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম আমি।'

ভ্রু-কুঁচকে তার দিকে তাকালো রালফ। চোখে অবিশ্বাসের দৃষ্টি। 'তুমি আর্মিতে ছিলে?'

'আমার ঘাঁটিতে উইচ-হান্টের সময় পদচ্যুত করার আগে তিন বছর ফোর্ট ওল্ডে ছিলাম।' নরম্যানের চেহারায় একধরনের তিক্ত ভাব ফুটে উঠেছে। 'এতক্ষণ পর্যন্ত কেউ জিজ্ঞেস করেনি, তাই বলা হয়নি।'

মাথা নাড়লো রালফ। 'আমার ভাগ্য আমার নিজের হাতেই রাখব আমি।'

ফটোগ্রাফারের মুখে ক্রুদ্ধ অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। ধমকে উঠলো রালফের দিকে। 'নিজের কাছেই তো রাখছো, মূর্খ গর্দভ কোথাকার! পৌরষত্বের অহংকার থামিয়ে সাহায্যটা মেনে নাও। এটা এমন না যে আমি কোন রকম অনুভূতি নেওয়ার চেষ্টা করছি। তুমি তো আমার টাইপেরও না!' বলে রালফের দিকে তার ক্যামেরার বাক্সটা বাড়িয়ে দিল নরম্যান। তার গলার স্বর গম্ভীর শোনাচ্ছে। 'এটা ফোম দিয়ে আবদ্ধ। এরমানে পানিতে এটা ভেলার মত ভেসে

BanglaBook.org

থাকবে। এই জিনিসটাকে শুধু তোমার বুকের নিচে চেপে ধরে রাখার চেষ্টা করবে। বাকিটা আমি করব।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাক্সটা নিল রালফ। 'এটাকে কী করব তাহলে?' গিলের রাইফেলটা তুলে ধরে জিজ্ঞেস করলো।

রাইফেলটা নেওয়ার জন্য হাত বাড়ালো স্যাম। 'আমি সামলাবো দুইটা।'

সে নেওয়ার আগেই রালফের হাত থেকে রাইফেলটা ছিনিয়ে নিল ম্যাগি। 'দুইটা বন্দুকের ওজন তোমাকে নিচের দিকে ঠেলবে, স্যাম। ফ্ল্যাশলাইটটা এমনিতেই ওয়াটারপ্রুফ, তারপর এটার ওজনও একদম কম।'

স্যাম দ্বিধা করলেও মাথা ঝাঁকিয়ে মেনে নিল ম্যাগির কথা। 'যদি বিপদের কোন সম্ভাবনা দেখো, তাহলে প্রথমেই রাইফেলটা ছুড়ে মারবে। দ্বিতীয় বন্দুকের থেকে ফ্ল্যাশ লাইটটাই এখন বেশি জরুরি আমাদের জন্য।'

উপদেশটা মেনে নিয়ে মাথা ঝাঁকালো ম্যাগি। 'যাওয়া দরকার। মাকড়সা গুলো নিশ্চয় তাদের খাবারের পালিয়ে যাওয়াটা পছন্দ করবে না।'

প্রথমে নরম্যান ও রালফকে যাওয়ার জন্য হাত নেড়ে ইশারা করলো স্যাম। যদি তারা কোন বিপদের মুখোমুখি হয়, তাহলে সে আর ম্যাগি সাহায্য করতে পারবে।

পানির ধারার একদম উপরে থাকা ছোট পাথরটার উপর এসে দাঁড়ালো নরম্যান। ভারসাম্যের জন্য হাত সম্প্রসারিত করে রেখেছে। 'এখন,' রালফের দিকে তাকিয়ে হাঁক ছাড়লো সে।

দীর্ঘদেহী ফুটবলার তার নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে রেখেছে। পানির ভয়টা তাকে জেঁকে ধরার আগেই ক্যামেরার বাক্সটা বুকের সাথে শক্ত করে চেপে ঝাঁপ দিল।

ম্যাগি তাদের উপর আলো ধরে রেখেছে। মসৃণ ভাবে ঝাঁপ দিয়েছে নরম্যান। ক্ষিপ্রভাবে গিয়ে পড়লো খাবি খেতে থাকা রালফের ঠিক পাশে। 'পিঠের উপর ভর করে পড়ে থাকো।' চেঁচিয়ে উঠে বলল নরম্যান। স্রোতটা তাদের দুইজনকেই সরিয়ে দিচ্ছে। 'বাক্সটাকে বুকের সাথে চেপে ধরে রাখো।'

রালফ আগের থেকে আরো বেশি করে খাবি খাচ্ছে এখন। গলায় পানি ঢুকে যাওয়ায় কাশছে। এলোপাতাড়ি ভাবে হাত-পা ছুঁড়ছে শুধু।

'যুদ্ধ করো না ওটার সাথে।'

শেষমেশ নরম্যানের কথাটা মেনে নিল রালফ। ঘুরে তার পিঠের উপর ভরটা রাখলো।

নরম্যান তার পাশ দিয়েই সাঁতরাচ্ছে। এক হাতে রালফের শার্টের কলারটা ধরে রেখেছে, যাতে রালফের মাথাটা পানির উপরে থাকতে পারে। স্রোত কেটে ভেসে যাওয়ার সময় নরম্যান রালফকে শেষবারে মত সতর্ক করে বলে বললো, 'বাক্সটা শক্ত করে ধরে রাখো। যদি আমার ক্যামেরাগুলো হারাও, তাহলে আমিই তোমাকে ডুবিয়ে মারবো।'

BanglaBook.org

'এরপর আমরা,' স্টেটসন ক্যাপটা তার ব্যাগে রাখতে রাখতে বলল স্যাম। 'তুমি রেডি?'

একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে মাথা ঝাঁকালো ম্যাগি।

'তুমি ঠিক থাকতে পারবে তো?' সরাসরি ম্যাগির চোখের দিকে তাকিয়ে বললো স্যাম।

ম্যাগি বুঝতে পারছে যে স্যাম পানির থেকে তার আচমকা 'আতঙ্কের আক্রমণ'কেই বড় হুমকি বলে মনে করছে। 'এটা তো আমারই আইডিয়া, তাই না? আমি ঠিকই থাকব।'

'তুমি আগে যাও তাহলে,' সে বলল।

ম্যাগি তর্ক করার জন্য মুখ খুলতে যাচ্ছিল, তবে তার পায়ে সুড়সুড়ি অনুভব করায় আর বলতে পারলো না। তাকিয়ে দেখে একটা বড় টারান্টুলা তার পায়ে আটকে আছে। এত বড় যে মনে হচ্ছে, কেউ তার খাকি প্যান্টে থাবা দিয়ে ধরে রেখেছে। একটু কেঁপে উঠে, তার ফ্ল্যাশলাইট দিয়ে মাকড়সাটাকে ছিটকে সরিয়ে দিল। গিলের রাইফেলটা মাথার উপর তুলে ধরে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো ম্যাগি।

পানির ছলকে পড়ার শব্দের সাথে সাথে তার পিঠ ও দেহের পিছনের অংশটা আছড়ে পড়লো স্রোতের মাঝে। শুরুতে সামান্য কাঁটা লাগা প্রভাবটা দ্রুতই জমাট বাঁধা ঠাণ্ডায় পরিণত হয়েছে। চমকে উঠার নীরব চিৎকারের সাথে পানির উপর ভেসে উঠলো তার মাথাটা। তার সমস্ত পেশি জমাট বেঁধে শক্ত হয়ে আছে। হাত-পা নাড়ানোর জন্য তাকে রীতিমত সংগ্রাম করতে হচ্ছে। তার পোশাকের কারণে ঠাণ্ডাটা আরো বেশি লাগছে। ঠাণ্ডায় তার ফুসফুসের শ্বাসও জমে যাচ্ছে যেন।

তার ঠিক পিছনেই লাফ দিয়ে এসে পড়েছে স্যাম।

ঘুরে তাকানো বা কোন কথা বলার আগেই, স্রোত ঝাঁপটে ধরলো ম্যাগিকে। তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। ম্যাগি তার পিঠের উপর ভর করে ভেসে আছে। লুকিয়ে থাকা কোন প্রতিবন্ধকে আটকে যাওয়ার আগেই নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য পা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে এগুচ্ছে। ফ্ল্যাশলাইটটা পানির উপরেই ধরে রেখেছে সে। ভেসে থাকার জন্য গিলের রাইফেলের বাটটাকে বৈঠার মত করে ব্যবহার করেছে।

তার ফ্ল্যাশলাইটের সীমার একদম শেষ প্রান্তে নরম্যান ও রালফকে দেখতে পাচ্ছে ম্যাগি। নদীর সুড়ঙ্গের মুখটার কাছে গিয়ে একদম অদৃশ্য হয়ে গেছে তারা।

স্যাম তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, 'কী অবস্থায় আছো তুমি?'

ম্যাগি ভ্রু-কুঁচকালো। এখন গল্প জমানোর সময় না। হঠাৎ পানি ছিটকে পড়ায় চমকে গিয়েছিল সে। এতে বরফতুল্য পানি গিয়ে ঢুকেছিল তার মুখে। পানিটা এতই ঠাণ্ডা যে তার মুখের ভিতরটাও জমে গেছে। 'ঠিক আছি।' কোন রকমে জবাব দিল সে।

BanglaBook.org

স্রোতটা তাকে টেনে একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গের পেটের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সুড়ঙ্গের নিচু ছাদটা মাথার ঠিক উপরেই। ছাদটা এতটাই নিচু যে বন্দুকের আগাটা ছাদের পাথরে ঘষা খেতে খেতে যাচ্ছে। স্টিল আর পাথরের ঘষা লাগায় ছোট ছোট স্ফুলিঙ্গও ছিটকে পড়ছে। আবদ্ধ জায়গাটায় ঘর্ষণের শব্দটাকে বেশ ভয়াবহ রকমের জোরালো মনে হচ্ছে।

সুড়ঙ্গটা থেকে বের হতেই তারা গিয়ে পৌঁছুলো বাদুড়ের গুহায়। সাথে সাথেই ম্যাগির চোখে কাঁটা লেগে গেল যেন, নাক জ্বলতে শুরু করেছে। উপরে ফ্ল্যাশলাইটের আলোর শেষ প্রান্তে কিছু বাদুরকে উড়তে দেখছে সে। 'দু-পেয়ে শিকারীগুলো'র ভয়ে এখনও চিন্তিত ও আতঙ্কিত হয়ে আছে বাদুড়গুলো। বাঁকানো ছাদের এক কোনায় সূর্যালোকের ক্ষুদ্র একটা রশ্মি দেখা যাচ্ছে। বাদুড়দের প্রবেশপথ ওটা। অনেক উপরে এবং খুবই ছোট হওয়ায় ওটা তাদের জন্য কোন উপকার করতে পারছে না।

কিন্তু ম্যাগির কাছে এখন চারপাশের দৃশ্য দেখার মত অবস্থা নেই। কক্ষের ভিতর দিয়ে স্রোতটা আরো দ্রুতগতিতে ঠেলে নিচ্ছে তাকে। মিশ্র আর্শিবাদ বলা যায় এটাকে। স্রোতের দ্রুতির কারণে কুয়াশার একটা মেঘের সৃষ্টি হয়েছে, যেটা বিষাক্ত গন্ধটাকে আটকে রাখতে পারছে। তবে, দ্রুতগতির স্রোতটা আরো ক্ষিপ্রভাবে ফেনা তুলছে এবং আরো বেশি শক্তিতে তার শরীরকে ছুঁড়ে ফেলছে।

ম্যাগির হাত-পা প্রায় অসাড় হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা পানিতে তার হাড়ের মজ্জাও জমে যাচ্ছে প্রায়। শ্বাস নেওয়া অনেক কষ্টকর হয়ে গেছে। রাইফেলটাকে আর পানির উপরে ধরে রাখতে পারছে না ম্যাগি। হাল ছেড়ে দিয়েছে। তার বদলে রাইফালটাকে একটা হালের মত করে ব্যবহার করছে। যাতে করে দুইপাশের দেয়ালের অমসৃণ পাথরে গিয়ে ধাক্কা খেতে না হয় তাকে। শুধু কোন রকমে ফ্ল্যাশলাইটটা সোজা করে তুলে ধরে রেখেছে।

গ্যাসের কারণে রীতিমত অন্ধ হওয়ার দশা ম্যাগির। নাক যেন আগুনে পুড়ছে। হাঁপিয়ে উঠেছে ম্যাগি। দম বন্ধ হয়ে আসছে তার। হঠাৎ টের পেল তার উপর তুলে রাখা হাতটায় কিছু একটা আঁচর কাটছে। নিচে নামানোর চেষ্টা করছে, তার চামড়া খুঁড়ে ফেলার চেষ্টা করছে। চোখের পলক ফেলে দেখে যে, তার হাতের উপর বিশাল আকৃতির একটা বাদুড় বসে আছে। ক্ষুদ্র থাবা দিয়ে তার চামড়ায় খামচি দিয়ে যাচ্ছে। বুনোভাবে চামড়ার পাখাটা ঝাপ্টে যাচ্ছে বাদুড়টা। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় তীক্ষ্ণ ধারালো দাঁতগুলো চকচক করছে। হাঁপিয়ে উঠে শব্দ করে উঠলো ম্যাগি। প্রশস্ত চোখ এবং প্রকাণ্ড কানটা ঘুরে গেলে শব্দের দিকে। চিৎকার করে উঠে তার হাতটা পানির নিচে নামিয়ে আনলো ম্যাগি। ফ্ল্যাশলাইটটা পানিকে আঁটকে রাখতে পারে ভেবেই স্বল্প সময় এটাকে পানিতে ডুবিয়ে রাখার ঝুঁকিটা নিয়েছে ম্যাগি। তাকে ভাগ্যবতীই বলা যায়। ফ্ল্যাশলাইটটা পানির নিচেও ঠিকই উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে। স্রোতের ঠাণ্ডা পানির ছোঁয়া লাগায় স্থানচ্যুত হল বাদুড়টাও।

BanglaBook.org

পানির মধ্যে দিয়ে ঘুরে গিয়ে ম্যাগির বহমান কাঁধের সাথে ধাক্কা খেল বাদুড়টা।

ম্যাগি পানির নিচ থেকে ফ্ল্যাশলাইটটা উপরে তুলে এনেছে আবার। প্রচণ্ডভাবে দাঁড় বেয়ে চলার চেষ্টা করছে।

বাদুড়টা আবারো ফিরে এসেছে। ম্যাগি তার পানিতে ভেসে থাকা চুলে হেঁচকা টান অনুভব করছে। বাদুড়টা উড়ে এসে মাছের মত করে ছোঁ মেরে তার চুলের গোছা ধরে ফেলেছে । চুল ধরে পাকাতে পাকাতে চুলে জট বানিয়ে ফেলেছে। ম্যাগি তার মাথায় ক্ষুদ্র থাবার আঁচড় টের পাচ্ছে। বাদুড়টা বুনোভাবে চেঁচাচ্ছে। একদম তার কানের কাছ থেকেই।

প্রাণীটার ক্ষুব্ধধ্বনির সাড়া ভেসে আসছে উপর থেকে। গুহার পুরোটাই চিঁ-চিঁ শব্দ এবং সুপারসনিক বাঁশির ধ্বনিতে ভরে আছে। মনে হচ্ছে যেন কেউ নখ দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে আঁচড় কাঁটছে। ছাদটাকে মনে হচ্ছে যেন উপর থেকে নিচে নেমে আসছে। আসলে বাদুড়দের পুরো ঝাঁকটাই চিঁ-চিঁ শব্দ করে ম্যাগির চুলের জটের দিকে ধেয়ে আসছে।

ওহ, ঈশ্বর! হাতের ফ্ল্যাশলাইটটা দিয়ে ডানাওয়ালা প্রাণীগুলোকে পেটাচ্ছে ম্যাগি। দূরে সরিয়ে দিতে চাচ্ছে প্রাণীগুলোকে। তবে এতে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না, বরং এতে বাদুড়গুলোই আরো ক্ষিপ্ত হচ্ছে। থাবা দিয়ে তার শীতল গালেয় আঁচড় কাঁটছে বাদুড়গুলো। মনে হচ্ছে যেন কেউ আগুনের রেখা আঁকছে তার গালে।

হঠাৎ একটা হাতের উদয় হল কোথা থেকে যেন। ফ্ল্যাশলাইটটা তার থেকে ছিনিয়ে নিতে চাচ্ছে। 'ওভাবেই থাকো।'

স্যামের গলা এটা। ম্যাগির চুলে জট পাঁকিয়ে রাখা বাদুড়টাকে খাবলে ধরলো স্যাম। বাদুড়টাকে চুলের জট থেকে টেনে উঠানোর সময় ম্যাগির কয়েকটা চুলও ছিঁড়ে গেছে। প্রাণীটাকে দূরে ছুঁড়ে ফেললো স্যাম। দূরের ডাঙায় বাদুড়টার আছড়ে পড়ার শব্দ শুনতে পেল।

'এদিকেই আসছে ওরা!' চেঁচিয়ে উঠলো স্যাম।

তাদের দিকে ধেঁয়ে আসা কালো মেঘপুঞ্জের দিকে তাকানোর মত অতটা সময় পেল না ম্যাগি। এমনকী হালকা শ্বাস নেওয়ার সময়ও না। তার আগেই স্যাম তাকে পানির নিচে ডুবিয়ে ফেলেছে। ম্যাগি হয়তো আতঙ্কিত হত, কিন্তু স্যাম তাকে শক্ত করে ধরে রেখেছে। স্যামের দেহটা তার দেহের একদম কাছেই, এই শীতল পানির মাঝে স্যামের স্পর্শটাই একমাত্র উষ্ণতা দিচ্ছে তাকে। তার উপর নিজেকে সঁপে দিল ম্যাগি। শ্বাস আটকে রেখেছে শুধু সে। স্যাম ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে তাকে।

নালাটা আস্তে আস্তে সোজা হয়ে আসছে। স্রোতের গতিও আগের থেকে আরো বেড়েছে, মসৃণও হয়েছে। ম্যাগি ঝুঁকি নিয়েই তার চোখটা মেললো। ফ্ল্যাশলাইটটা এখনও পানির নিচে জ্বলছে। স্যামের মুখটাকে দীপ্তিমান করে

BanglaBook.org

রেখেছে। স্যামের সোনালি চুলগুলো সাধারণত তার স্টেটসন টুপি দিয়েই ঢাকা থাকে। কিন্তু এখন ওগুলোকে তার মুখের উপর ছড়িয়ে থাকা সৌন্দর্য্যময় শ্যাওলার মত মনে হচ্ছে। তার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে স্যাম। তার দৃষ্টিতে একধরনের দৃঢ়তা টের পাচ্ছে ম্যাগি। স্যাম তাকে আরো শক্তভাবে কাছে টেনে নিল। তাকে কোন বাঁধাই দিতে পারছে না ম্যাগি।

স্রোতটা তাদেরকে ক্ষীপ্তভাবে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। একবার এদিকে সরাচ্ছে তো আরেকবার ওদিকে। বাতাসের জন্য আকুপাকু করছে ম্যাগির ফুসফুস। আর বেশিক্ষণ শ্বাস আটকে রাখতে পারছে না সে। স্যামের শক্তবন্ধনী থেকে হালকা নড়ে গিয়ে পানির উপরে মাথা তোলার জন্য জোর খাটালো। দ্রুততার সাথে একটা শ্বাস নেওয়ার জন্যই শুধু এই ঝুঁকিটা নিচ্ছে।

পানির নিচ থেকে মাথাটা উপরে তুলেই শ্বাস নিল ম্যাগি। তার জমে যাওয়া ফুসফুসটা যেন প্রাণ ফিরে পেল আবার। মাথাটা আবার পানির নিচে নামিয়ে আনতে যাবে এমন সময় দুইটা ব্যাপার চোখে পড়লো তার। বাতাসে গ্যাসের বিষাক্ত প্রভাবটা এখন আর নেই, আর হালকা একটু সামনেই বামদিকের তীরে একটা ছোট বেগুনী আভা জ্বলছে।

তার পাশে স্যামও তার মাথাটা উপর তুলে এনেছে। লম্বা লম্বা শ্বাস নিচ্ছে।

ম্যাগি তার ফ্ল্যাশলাইটটা হাতে নিয়ে তাক করে দেখালো। 'ঐদিকে দেখো!'

স্যাম মোচড় খেয়ে ঘুরে তাকালো। জায়গাটার কাছাকাছি হতেই ম্যাগি দেখতে পেল যে নরম্যান রালফকে পানির নিচ থেকে উঠতে সাহায্য করছে। দীর্ঘদেহী ফুটবলার তার হাত ও হাঁটুতে ভর হামাগুড়ি দিয়ে এগুচ্ছে। কাঠের ল্যাম্পটার ভুতুড়ে আলোর আভায় তীরের উপরে থাকা ডেনালকে দেখা যাচ্ছে। ল্যাম্পটা মাথার উপরে তুলে তাদেরকে সংকেত দিচ্ছে ডেনাল। ল্যাম্পের আলোয় তার দাঁতগুলোকে সাদাটে বেগুনী দেখাচ্ছে।

ম্যাগি এবং স্যাম একসাথে সাঁতার কেটে তীরের দিকে এগিয়ে আসছে। তবে, তাদেরকে খুব বেশি সংগ্রাম করতে হল না। নালার বাঁকের দিকটায় একটা গভীর প্রাকৃতিক জলাবর্ত রয়েছে। স্রোতটাই তাদেরকে ছুঁড়ে বাঁকের দিকে নিয়ে এসেছে। ঠাণ্ডায় হাত-পা জমে অসাড় হয়ে আছে। কাপড়চোপড়ও পানিতে ভিজে চুপচুপে হয়ে আছে। এই অবস্থায় পানির নিচ থেকে উপরে উঠার জন্য বেশ সংগ্রামই করতে হচ্ছে। রালফের মত ম্যাগিও হামাগুড়ি দিয়ে তীরের দিকে এগুচ্ছে। উপরে উঠেই পিঠের উপর ভর করে ঢলে পড়েছে সে।

স্যামও উঠে ম্যাগির পাশের একটা পাথরে গা এলিয়ে দিয়েছে। তার হাতের উইনচেস্টারটা ছুঁড়ে মারলো তীরের উপর থাকা একটা পাথরের উপর। 'বন্দুকগুলো শুকনো রাখার জন্য এতকিছু করতে হল!'

ম্যাগির পাশে এসে দাঁড়ালো নরম্যান। কথা বলার সময় দাঁতে-দাঁতে বারি লাগছে তার। 'ত... তো... তোমাদের দুজনেরই সামনে এগুনো দরকার আ...

BanglaBook.org

আর ভেজা কাপড়গুলো খুলে ফেলো শরীর থেকে।' বলে সে নিজেও তার ভেজা শার্টটা শরীর থেকে খুলে ফেলল।

ম্যাগি খেয়াল করে দেখলো ডেনাল আগেই তার সব পোশাক খুলে ফেলেছে। শুধু অন্তর্বাসটাই রয়েছে তার পরনে। রালফও ধীরে ধীরে ভেজা পোশাক খুলতে শুরু করেছে।

'আমরা এখনও পুরোপুরি বিপদমুক্ত হইনি,' নরম্যান তার কথা বলে যাচ্ছে। 'এখানকার পানির তাপমাত্রা প্রায় হিমাঙ্কের নিচে। শুষ্কতা ও উষ্ণতা না পেলে মরতে হবে আমাদেরকে।'

ম্যাগি টের পেল যে তার হাত-পা কাঁপতে শুরু করেছে। স্যাম তাকিয়ে আছে তার দিকে। 'এ এটা ঠাণ্ডার কাঁপুনি,' আশ্বস্ত করে বলল ম্যাগি। সে জানে স্যাম কী ভাবতে শুরু করেছিল।

'উঠে দাঁড়াও দুইজনই,' কড়াভাবে আদেশ করলো নরম্যান।

গোঙাতে গোঙাতে উঠে দাঁড়ালো স্যাম। ফটোগ্রাফার ম্যাগির দিকে হাত বাড়িয়ে ধরে রেখেছে। অতিরিক্ত ক্লান্ত থাকায় কোন বাঁধা দিতে পারছে না ম্যাগি। নরম্যানের বাড়ানো হাতটা ধরেই নিজের পায়ের উপর উঠে দাঁড়ালো ম্যাগি।

'এখন ভেজা পোশাকগুলো খুলে ফেলো,' বলল নরম্যান।

ফ্ল্যাশলাইটের ম্যাগির অসাড় আঙুলগুলোকে নীল দেখাচ্ছে। কাঁপা কাঁপা আঙুলে বোতামগুলো খুলে কাঁধ ঝাঁকিয়ে ভেজা শার্টটা সরিয়ে আনলো শরীর থেকে। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা এবং ক্লান্তির কারণে অনাবৃত হওয়া নিয়ে খুব একটা ভাবতেও পারছে না ম্যাগি। ধুর, জিপারটা টেনে নামাতে নামাতে ভাবছে সে, *এই মুহূর্তে মুখের রক্তিমাভা আসা মানে স্বাগতম জানানো*।

অল্প সময় পরেই অনাবৃত হয়ে সকলের সামনে দাঁড়ালো। গায়ে শুধু ভেজা অন্তর্বাস জড়ানো আছে এখন।

অন্যরা সবাই তাদের দৃষ্টি অন্য দিকে ঘুরিয়ে রাখলেও ডেনাল বড় বড় চোখে চেয়ে আছে তার দিকে। ছেলেটা যখন বুঝতে পারলো যে এভাবে তাকিয়ে থাকাটা বাজে দেখাচ্ছে, তখন দ্রুতই চোখ সরিয়ে নিল সে।

মুখের বাঁকা হাসি ঢাকার জন্য চোখ রাঙাচ্ছে ম্যাগি। স্যামকে অতিক্রম করে যাওয়ার সময় তার ভেজা শর্টসে আলতো করে চাপড় দিল সে। 'নরম্যান বলেছে এগিয়ে চলতে। আমাদের সবাই উষ্ণ থাকতে হবে।'

ম্যাগি বুঝতে পারছে স্যাম এখন শরীরের পিছনের দিকে হা করে তাকিয়ে আছে। তার পিছন থেকে টেক্সানের বিড়বিড় করে বলা কথাগুলো শুনছে। 'ওহ, চিন্তা করো না। আমার সামনে দিয়ে এভাবেই হাঁটতে থাকো, তাতেই আমি যথেষ্ট পরিমাণ উষ্ণতা পাব।'

এইবার আর হাসি লুকাতে পারলো না ম্যাগি।

BanglaBook.org

‘এ এই পথটা হয়তো কোন জায়গায় নিয়ে যাবে আমাদের,’ নদীর পাশের সোনালি পথটার দিকে নির্দেশ করে বলল স্যাম। দাঁতের কাঁপুনি কমানোর চেষ্টা করছে সে।

কেউ কোন জবাব দিল না তার কথার প্রেক্ষিতে। সবাই ই তাদের জমে যাওয়া অসাড় শরীরের কাঁপুনি নিয়েই ব্যস্ত হয়ে আছে। বরফশীতল পানিটা তাদের সবারই দেহের তাপমাত্রা অনেক কমিয়ে দিয়েছে। এখন কোন আগুনের পাশে না বসতে পারলে তাদের সকলেরই হাইপোথারমিয়ায় আক্রান্ত হবার ঝুঁকি রয়েছে। তাদের এখন একটা শুষ্ক, উষ্ণ জায়গার প্রয়োজন। এবং খুব জলদিই।

অন্যদের কাছ থেকে আগে আগে এগিয়ে চলছে স্যাম। চলতে চলতে হঠাৎ করেই হাঁক ছাড়লো সে। ফ্ল্যাশলাইটটা পথের আরেকটু সামনের দিকে ধরতেই অর্ধ-নগ্ন স্যামকে কাঁপতে দেখতে পেল অন্যরা। ম্যাগি কখনো বুঝতে পারেনি যে তার সহকর্মী ঢিলেঢালা পোশাকের নিচে এত সুন্দর একটা শরীর লুকিয়ে রেখেছিল। ফ্ল্যাশলাইটের পিছনের আবছা আলোয় স্যামের চওড়া কাঁধ, সরু কোমড় এবং বলিষ্ঠ পা দেখতে পাচ্ছে সে। সুদর্শন এক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে স্যাম।

‘এখানে এসে দেখো!’ বিস্মিত কণ্ঠে বলল স্যাম। তার মুখে চওড়া বাঁকা হাসি ফুঁটে রয়েছে।

ম্যাগি অন্যদের সাথে একত্রিত হতে যাওয়ার সময় দেখলো যে নরম্যান হাত বাড়িয়ে তার ক্যামেরার বাক্সটা তুলে নিচ্ছে।

চোখের সামনে থাকা গুহাটাকে তার ইউনিভার্সিটির ফুটবল স্টেডিয়ামের সমান বড় মনে হচ্ছে ম্যাগির। একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন ছোট্ট শহর। স্যামের ফ্ল্যাশলাইটটাই একমাত্র আলোর উৎস। তবে, এর মৃদু আলোই পুরো কক্ষটাকে আলোকিত করার মত যথেষ্ট। শহরটায় বেশ কিছু ইট নির্মিত বাড়ি দেখা যাচ্ছে, এদের মাঝে কয়েকটা আবার তিনতলা সমান উঁচুও। মেঝেতে ছোপ ছোপ দাগ। স্তরে স্তরে বিছানো গ্রানাইটের স্তূপ দিয়ে দেয়ালটা উপরে উঠে গেছে। দেখতে অনেকটা খেলনা ব্লকের স্তূপের মত লাগছে। শূন্য জানালাগুলো এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। শহরের পুরোটা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইটের প্রতিকৃতিগুলোতে থাকা সোনা-রূপা উজ্জ্বল ভাবে ঝিকমিক করছে। কিন্তু, তাদের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে শহরের একদম কেন্দ্রে থাকা বস্তুটা। কক্ষের মাঝে একটা বিশালাকৃতির স্বর্ণ মূর্তি দাঁড় করিয়ে রাখা আছে। সিলিং ছুঁই-ছুঁই করছে প্রায়। গুহার প্রবেশ মুখে পাহারা দেওয়া মূর্তিটার মতই লাগছে এটাকে। কিন্তু, এত দূর থেকে অন্ধকারের মাঝে অতটা খুঁটিনাঁটিভাবে দেখতে পারছে না তারা।

‘ওহ, ঈশ্বর, নরম্যান বলছে, ‘এটা তো দেখি প্রকাণ্ড আকৃতির ভূ-গর্ভস্থ গ্রাম।’

BanglaBook.org

স্যামের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ম্যাগি। হঠাৎ করেই কক্ষের মাটির অদ্ভুত গন্ধটা টের পেল সে। বুঝতে পারছে নরম্যানের মন্তব্যটা ভুল। এই গন্ধটাকে চিনতে পারছে সে। মাটির ক্ষয়ের সাথে পচন ধরা কোন কিছুর মিশ্রিত গন্ধ এটা। 'এটা কোন গ্রাম না,' নরম্যানকে শুধরে দিল সে। 'এটা *নেক্রোপোলিস*। মৃত ইনকাদের ভূ-গর্ভস্থ শহরগুলোর একটা এটা।'

হাত ঘষতে ঘষতে তার কথায় সায় দিল স্যাম। 'ভূ-গর্ভস্থ সমাধিক্ষেত্র... কিন্তু এত বিস্তৃত এলাকা জুড়ে থাকা এই সমাধিক্ষেত্রের কথা কখনো শুনিনি আমি।'

নরম্যান দ্রুত কিছু ছবি তুলে নিচ্ছে জায়গাটার। তার ক্যামেরার ফ্ল্যাশটা একটু একটু পরই জ্বলে উঠছে। এই অতিরিক্ত আলোটা শহরটাকে আরো স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। 'আমরা হয়তো এই বাড়িগুলোর কোনটায় গর্ত খুঁড়ে বসে থেকে উষ্ণ হতে পারি। আমরা আমাদের শরীরের তাপমাত্রা সংরক্ষণ করতে পারি, যেমনটা আলেউতরা(এস্কিমো) তাদের কুটিরে থাকার সময় করে।'

ম্যাগি আবারো তার জমে যাওয়া ঠাণ্ডা শরীরের গভীর ব্যথাটা অনুভব করতে শুরু করেছে। 'চেষ্টা করলে মন্দ হয় না।' আগে আগে থেকে সোনালি পথের ধারাটা অনুসরণ করে যাচ্ছে সে। সোনালি পথটা শেষ হয়েছে শহরের একদম সীমান্তে গিয়েই।

স্যাম তার পিছু পিছু আসছে। 'আমার কাছে হয়তো চেয়েও ভাল একটা উপায় আছে।' কিন্তু ম্যাগি তার দিকে ফিরে তাকাতেই সে আর ভেঙে বলতে পারলো না কিছুই। শুধু মাথা ঝাঁকিয়ে তাকে সামনের দিকে নির্দেশ করলো।

চোখ ঘুরিয়ে নিল ম্যাগি। তবে, টেক্সান ছেলেটার ঠোঁটের ঈষৎ বেগুণী ভাব ঠিকই চোখে পড়েছে তার। স্যামের পিছনে থাকা অন্যদের অগ্রসরতা খুব একটা সন্তুষ্টজনক না। থরথর কাঁপতে কাঁপতে হেঁটে এগুচ্ছে রালফ। তাদের মধ্যে এই দীর্ঘদেহী মানুষটার অগ্রসরতাই বেশি পিছিয়ে আছে। গ্রোতের ভিতর দিয়ে আসার সময় বরফ-শীতল পানি গিলতে হয়েছিল তাকে। খুব একটা সুস্থ দেখাচ্ছে না বেচারাকে।

দলের অন্যদেরকে তাড়া দিয়ে দ্রুতই সোনালি পথটা পেরিয়ে গুহার মেঝেতে জড়ো করলো ম্যাগি। শহরের সীমান্তে গিয়ে পৌঁছুলো সে। প্রাচীন জৈবসারের পার্থিব গন্ধে নাক ভরে উঠেছে ম্যাগির। মৃতদের শহরের রাস্তাগুলোর দিকে চোখ ফেরালো সে। গোরস্থানের সমাধিগুলোকে বাড়ির মত করে তৈরি করেছিল ইনকারা। যাতে চলে যাওয়া আত্মারা খুশি থাকতে পারে, তাদের পূর্বের জীবনের কথা মনে রাখতে পারে, তাদের পরিচিত পরিবেশ পেতে পারে। দরজার চৌকাঠগুলো বিভিন্ন ধরনের কাল্পনিক প্রাণীর ছবি খোদাই করে আঁকা আছে। চিত্রগুলো একই সাথে মিথলজিক্যাল এবং জোমরফিক দুইধরনেরই। মানুষ এবং প্রাণীর মিশ্রিত রূপ।

BanglaBook.org

ঠিক যেমন যাথাপথে থাকা পিলারগুলোতে আঁকা ছিল।

ম্যাগি প্যান্থার এবং মানুষের সংমিশ্রণের এক মহিলার ছবিতে হাত বুলিয়ে দেখছে। 'তারা এখানে *উকা পাঁচার* দেবতাদের ছবি খোদাই করে রেখেছে। মৃতদের রক্ষাকর্তা তারা।'

পথের অপর পাশে স্যাম একটা দোতালা দালানের পাশে উজ্জ্বল্‌ভাবে একে রাঁখা একটা দেয়াল চিত্রকে পর্যবেক্ষণ করছে। ছবিটার দিকে নির্দেশ করে বলছে, 'আর এখানে আছে বিভিন্ন *ম্যালাকুঁই*-এর ছবি... পাতাল লোকের আত্মা ওরা।'

নরম্যান উঠে গিয়ে তাদের সাথে জড়ো হল। 'তোমাদের চিত্র ইতিহাসের ভাষণে বাঁধা দিতে সংকোচ হচ্ছে আমার ঠিকই, কিন্তু রালফের অবস্থা খুব একটা ভাল মনে হচ্ছে না।'

ফিরে তাকালো ম্যাগি। একটা দরজার বিপরীতে ঠেস দিয়ে পড়ে আছে রালফ। মাথাটা দুলছে শুধু। ঠেস দিয়ে রাখার পরও, তার দীর্ঘকায় শরীরটা হেলে পড়ছে। 'আমাদের আশ্রয় খুঁজে বের করা দরকার দ্রুত। রালফকে উষ্ণ রাখতে হবে।'

ডেনালের দিকে তাকালো স্যাম। 'তোমার ম্যাচগুলো কি এখনো শুকনো আছে?'

মাথা ঝাঁকালো ছেলেটা। হাতে থাকা ভেজা কাপড়গুলোর ভিতর থেকে একটা প্লাস্টিক দিয়ে মোড়ানো একটা বান্ডিল বের করে আনলো সে। এটা ছেলের অতিরিক্ত সিগারেটের প্যাকেট। এর সাথে কিছু কিছু ম্যাচ বক্সও আছে। ম্যাচগুলো স্যামের দিকে বাড়িয়ে দিল।

ম্যাগি স্যামের পাশে সরে এসেছে। 'আগুন? কিন্তু আগুন জ্বালানো ইন্ধন কই?'

উত্তরস্বরূপ, উঠে পাশে থাকা ইটের ঘরটার দিকে এগিয়ে গেল স্যাম। মাথা নিচু করে ঘরটায় ঢুকলো। ঘরের ভিতর থেকে টানা হেঁচড়ার শব্দ শুনে ম্যাগি বুঝতে পারলো যে স্যাম আসলে কী ভয়ংকর একটা পরিকল্পনা করেছে। দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছে স্যাম। সাথে করে কিছু টেনে নিয়ে আসছে। ঘরটা থেকে বেরিয়েই তার বয়ে আনা বোঝাটাকে রাস্তার উপর ছুঁড়ে ফেলল স্যাম। হাড় ভাঙার শব্দ শোনা গেল। ধূলায় ছেয়ে গেছে জায়গাটা। লিনেনে মোড়ানো একটা মমি নিয়ে এসেছে স্যাম।

'এগুলো আগুনের ভাল ইন্ধন হিসেবে কাজ করে,' সহজ ভাবে বলল স্যাম।

'উফফ!' নিদারুণ বিরক্তির প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলো নরম্যান। তার মুখ ঢেকে রেখেছে।

শ্বাস ধরে রেখে মমিটা অতিক্রম করলো স্যাম। ডেনালের ম্যাচ বক্সগুলো থেকে একটা বের আগুন জ্বাললো। দ্রুতই লিনেনের কাপড়টা পুড়ে ধোঁয়া বের

BanglaBook.org

হতে শুরু করেছে। ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গটাই ভিতরের পুরোনো হাড়গোড় এবং চামড়া পেয়ে আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করেছে। কমলা বর্ণের অগ্নিশিখাটা বেড়েই চলছে।

ইন্ধনের উৎস দেখে ম্যাগি কিছুটা আতঙ্কিত হলেও, আগুনের উষ্ণ তাপ পেয়ে সেও কাছে এসে বসেছে।

এখন দেয়ালে গা এলিয়ে দিয়ে বসে আছে স্যাম। গোরস্থানের আশেপাশের বস্তুগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। 'যদি আমাদেরকে উদ্ধার নাও করা হয়, তাহলেও আমাদের জ্বালানী শেষ হয়ে যাওয়া নিয়ে উদ্বিগ্ন হতে হবে না।'

●●●

অগ্নিকুণ্ডটার একদম সাথেই বসে আছে রালফ। যতটা কাছে বসা যায় আর কী! অবশেষে, প্রায় একঘণ্টা পর, তার জমে যাওয়া হাড়ে উষ্ণতা পৌঁছুতে শুরু করেছে। আগুনের পাশে বসে থাকলেও, জ্বালানীর উৎসটা একদমই মনে করতে চাইছে না সে। মমির একটা হাত বের হয়ে আছে আগুনের শিখার উপর। তাপ পেয়ে হালকা হালকা নড়ছে হাতটা। দৃষ্টি সরিয়ে আনলো রালফ।

আগুনের অপর পাশে থাকা স্যাম দুটো রাইফেলই খুলে সতর্কতার পরিষ্কার করে শুকিয়ে নিচ্ছে। উষ্ণতা পেয়ে ডেনালের কাঁধে এক হাত রেখে একটু একটু ঝিমুচ্ছে ম্যাগি। কুঁইচা ছেলেটা চোখ বড় বড় করে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আগুনের দিকে। আজকের দিনটা তাদের সকলের কাছ থেকেই কর নিচ্ছে যেন। নরম্যান কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকটা ছবি সে তুলে ফেলেছে ইতিমধ্যেই। তবে রালফ ফটোগ্রাফারের মনের কথাটা ধরতে পারছে। যতই ক্লান্ত হোক না, ভূ-গর্ভস্থ শহরের গভীরে যাওয়ার জন্য মন আঁকুপাঁকু করছে তার। কিন্তু একা যেতে পারবে না। এই অন্ধকারে আগুন জ্বালিয়ে রাখার পরও মনে হচ্ছে কোন অতৃপ্ত আত্মা হয়তো স্বশরীরে এসে তাদের কাঁধে হাত দিয়ে টোকা দিবে।

নরম্যান ধরতে পারলো যে রালফ তার দিকে তাকিয়ে আছে। একটু কাছে সরে আসলো সে। 'এখন কেমন লাগছে তোমার?' নরম্যান জিজ্ঞেস করলো।

দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল রালফ। 'আগের চেয়ে ভাল।'

পাথরের মেঝের উপর রালফের পাশে গিয়ে বসলো নরম্যান।

নিজেকে সামলাতে পারার আগেই ইঞ্চি খানেক দূরে সরে গেল রালফ।

সূক্ষ্ম নড়নচড়নটা চোখে পড়েছে নরম্যানের। 'দুঃশ্চিন্তা করো না, বন্ধু। আমি তোমার উপর কোন ধরনের চাল চালতে যাচ্ছি না।'

মনে মনে নিজেকে গালি দিয়ে উঠলো রালফ। পুরোনো অভ্যাসগুলো মুছে ফেলা খুব কঠিন। 'স্যরি,' মৃদুভাবে ক্ষমা চাইলো সে। 'আমি ঐরকম কিছু বুঝাইনি।'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, বুঝেছি তো। একটা অপদার্থের পাশে বসে থাকা অবস্থায় ধরা পড়া যাবে না।'

'এটা না।'

'তাহলে কী এটা?'

মাথা ঝুলিয়ে দিল রালফ। 'আচ্ছা, হয়তো এটাই। আমি খুবই কঠোর নিয়মের মধ্যে দিয়ে দক্ষিণের এক ব্যাপ্টিস্ট পরিবারে বেড়ে উঠেছি। আমার আঙ্কেল জেরাল্ড তো গির্জার ধর্মযাজকই ছিলেন। আমাদের সাথে ঐধরনের চিন্তাগুলো একদম গেঁথে গেছে।'

'তো, নতুন আর কী আছে? আমার বাবা-মা মরমনের অনুসারী ছিল। আমি গে এটা শুনে তারাও খুব একটা রোমাঞ্চিত হতে পারেনি।' তিক্তভাবে বলে যাচ্ছে নরম্যান। 'এমনকী আমার সেনাবাহিনীও না। দুই জায়গা থেকেই বের করে দেওয়া হয়েছে আমাকে।'

নরম্যানের দিকে তাকাতে পারছে না রালফ। যখন সে তার জীবনে এসব কুসংস্কারের সম্মুখীন হয়েছিল, তখন তাকে সাহায্য করার জন্য অন্তত তার পরিবার তো সাথে ছিল।

ক্যামেরা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো নরম্যান।

রালফ হুট করে হাত বাড়িয়ে নরম্যানের হাত ধরে ফেলল। ক্ষীণকায় ফটোগ্রাফার এতে কিছুটা চমকে গেছে। 'ধন্যবাদ। পানিতে আমাকে বাঁচানোর জন্য।'

নরম্যান টেনে তার হাতটা ছুটিয়ে আনলো রালফের থেকে। হঠাৎ করেই পরিস্থিতিটা কিছুটা বিব্রতকর হয়ে গেছে। 'ব্যাপার না ওসব। শুধু আমাকে চুমু খাবার চেষ্টা করো না। আমি কিন্তু ওরকম ধরনের কোন 'মেয়ে' নই।'

'এমনটা তো শুনিনি আমি,' রালফ বললো।

ঘুরে দূরে সরে গেল নরম্যান। 'ওহ, ধুর, রালফ, আমাদের কমেডিয়ান। আমি তো এতক্ষণে আগের সেই রুক্ষ রালফকে মিস করতে শুরু করেছি।'

●●●

সন্ধ্যা হতে হতে হেনরির মনে হল যে সে তার জায়গা থেকে অনেকটা দূরে সরে গেছে। জোয়ান এবং ডেলের সাথে জন হপকিন্সের শূন্য হলওয়ের উপর দিয়ে এগুচ্ছে তারা। সন্ধ্যার এই সময়টায় ওরা ছাড়া আর কেউ নেই। জোয়ানের একটানা পরীক্ষা চালানোর পর এখন তারা বিশ্রাম নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জোয়ানের অফিসে বসে পরের দিন কী কী পরীক্ষা চালনা করতে হবে, তা নিয়ে আলোচনা করবে এখন।

হাঁটতে হাঁটতে দুই গবেষক তাদের রহস্যময় পদার্থটা নিয়ে গভীর মনোযোগ নিয়ে কথা বলছে। 'সাবস্ট্যান্স জেড এর উপর আমাদের পরিপূর্ণ ক্রিস্টালোগ্রাফি পরীক্ষা করা প্রয়োজন,' উত্তেজিত গলায় বলে যাচ্ছে ধাতুবিশারদ। রহস্যময় পদার্থটাকে তার নিজের দেওয়া নামেই ডাকছে এখন।

BanglaBook.org

হেনরি ধরতে পারছে যে লোকটা হয়তো রিসার্চ জার্নালগুলোয় তার আবিষ্কার নিয়ে কী লিখবে তারও পরিকল্পনা করে ফেলেছে।

'আর, অন্যান্য রশ্মিতে, বিশেষ করে গামা রশ্মিতে ধাতুটা কেমন আচরণ করে সেটাও দেখা দরকার আমাদের।'

মাথা ঝাঁকালো জোয়ান। 'নিউক্লিয়ার ল্যাবে চেক করে দেখব আমি। আমি নিশ্চিত যে, কোন কিছু একটার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

তাদের অনুসরণ করছে হেনরি। তার হাতে থাকা ধাতুর বিকারটা উঁচিয়ে ধরে ডোমিনিক ক্রুশের অবিকল প্রতিরূপটা পর্যবেক্ষণ করে দেখছে। সাবস্ট্যান্স জেড। অন্য দুই বিজ্ঞানী গভীরের ব্যাপারটা দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু এর পিছনে বড় কোন রহস্য আছে। যদিও এর রাসায়নিক ও আণবিক বৈশিষ্ট্যগুলো বেশ আগ্রহ জাগানোর মত। কিন্তু এটা নিজেই কীভাবে এর আকৃতি পরিবর্তন করছে সেটার ব্যাপারে তো কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না।

অন্য দুজন এই পরিবর্তন হওয়াটাকে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু ভাবছে না। ধাতুবিশারদ বলেছিল যে, স্বর্ণের ক্রুশের সন্নিকটে থাকার কারণেই ধাতুটার আকৃতির এমন পরিবর্তন হয়েছে। কিছু শক্তি বা ইলেক্ট্রনের স্থানান্তর হয়েছে, যেটার কারণে ধাতুটা নতুন আকৃতিতে নিজেকে বদলে ফেলেছে। 'প্রতিটা ধাতুরই একটা নিজস্ব শক্তির বিকিরণ আছে,' ডেল ব্যাখ্যা করেই বলেছিল। 'বিভিন্ন রেডিয়েশনের প্রতি ধাতুটার খুব তীব্র সংবেদনশীলতা থাকার কারণেই হয়তো এটা স্বর্ণের সংস্পর্শে এসে প্রভাবিত হয়েছে। তার নিজস্ব স্ফটিকের ছাঁচ ছেড়ে স্বর্ণের আকৃতিটাই নিয়ে নিয়েছে। বেশ বিস্ময়কর।'

হেনরি ব্যাখ্যাটা ঠিক মেনে নিতে না পারলেও কোন প্রতিবাদ করেনি। সে জানে উত্তরটা অন্য কোথাও লুকিয়ে আছে। তার মনে আছে, ধাতুটার পরিবর্তন হওয়ার সময় সে ক্রুশের উপরে থাকা কোডগুলো নিয়ে চিন্তা করছিল। ক্রুশের সংস্পর্শের জন্য সাবস্ট্যান্স জেড-এর আকৃতি বদলায়নি, বরং হেনরির সংস্পর্শে থাকার কারণেই পরিবর্তনটা হয়েছে। কিছু একটা ঘটেছিল সেখানে। তবে হেনরি তার অদ্ভুত ভাবনার কথা জোর গলায় অন্যদেরকে বলতে চাচ্ছে না। অন্ততপক্ষে এখন তো নয়ই। এটা হেনরির বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলেও না। পুরোপুরি সব তথ্য না জেনে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় না সে। তবে শিক্ষার্থীদের হেনরি প্রথমেই এই পাঠটা দেয়-জ্ঞানের সাথে এগিয়ে যাও, তোমার ভাবনাচিন্তার সাথে নয়। এখন পর্যন্ত সাবস্ট্যান্স জেড সম্পর্কে শুধু একটা ব্যাপারেই নিশ্চিত হতে পেরেছে হেনরি। এটাকে খুব হালকা ভাবে নেওয়া উচিৎ হবে না। কিন্তু অন্য দুই বিজ্ঞানী তার এই সতর্কতা বার্তায় শুনছে বলেও মনে হচ্ছে না।

তার স্পোর্টস জ্যাকেটের পকেটে থাকা ডোমিনিকান ক্রুশটার উপর হাত বুলাচ্ছে হেনরি। ভিক্ষু ডি আলমাগ্রো কিছু একটা জানতো। বাইরের দুনিয়াকে কিছু একটা জানাতে চাচ্ছিলো লোকটা। তার সর্বশেষ বার্তা। হেনরি আশংকা

BanglaBook.org

করছে যে, স্যাবস্ট্যান্স জেডের রহস্য কোন নিউক্লিয়ার ল্যাব বা গবেষণা কেন্দ্রে উদঘাটন করা যাবে না। বরং, এর রহস্য জানা যাবে ক্রুশের উপর থাকা টানা দাগগুলো থেকেই। হেনরি নিজের কোন ভাবনা বলার আগে বা নিজস্ব পরীক্ষা চালানোর আগে, প্রাচীন কোডটার মর্মোদ্ধার করার সিদ্ধান্ত নিল। আর সে খুব ভাল করেই জানে যে শুরু টা কোথা থেকে করতে হবে। আগামীকাল সে আর্চবিশপের সাথে আরো আলোচনা করবে। হয়তো পুরোনো রেকর্ডের কোথাও ডোমিনিক ভিক্ষুদের কোডের কথার উল্লেখ আছে।

'পৌঁছে গেছি আমরা,' ঘোষণা করলো যেন জোয়ান। পকেট থেকে চাবি বের করে দরজা খোলার জন্য এগিয়ে গেল সে। নবটা ধরতেই তার হাতের চাপে দরজাটা খুলে যেতে শুরু করেছে। 'অদ্ভুত! দরজাটা খোলা। হয়তো আমি লাগাতেই ভুলে গিয়েছিলাম–'

সে ধাক্কা দিয়ে খুলতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই তাকে আটকালো হেনরি। 'না!' প্যাথোলোজিস্টের কনুইতে ধরে তাকে আটকালো হেনরি। তার মনে পড়ছে যে জোয়ান দরজাটায় আগে তালা লাগিয়েছেল। খোলা দরজার মুখ থেকে তাকে টান দিল হেনরি। টান দিতে গিয়ে তার পিছনে থাকা জ্যানিটরের এক বালতিতে হোঁচট গেল। ভারসাম্য ধরে রাখতে পারলো না আর হেনরি।

'হেনরি!' চমকে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো জোয়ান।

ডেল এমনভাবে চোখ রাঙ্গালো যেন প্রত্নতত্ত্ববিদ পাগল হয়ে গেছে। 'করছেনটা কী আপনি?'

ভেঙ্গে বলার মত সময় নেই হেনরির কাছে। বিপদের আশঙ্কা টের পাচ্ছে সে। 'পালাও!'

কিন্তু বেশি দেরি হয়ে গেছে।

জোয়ানের অফিসের দরজার মুখ থেকে একটা কালো মূর্তির উদয় হয়েছে। ডেলের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে অনুপ্রবেশকারীটা।

'কেউ নড়বেন না,' শান্তভাবে আদেশ দিল অনুপ্রবেশকারী লোকটা।

থতমত খেয়ে ঘুরে তাকালো ডেল। তার মুখ সাদা হয়ে গেল সাথে সাথেই। কয়েক ধাপ পিছিয়ে গেল। হেনরি ও জোয়ানের উলটো দিকে দাঁড়িয়ে আছে সে।

অনুপ্রবেশকারী লোকটা দরজার মুখ ছেড়ে একটু সামনে এগিয়ে এসেছে। কালো শার্ট এবং টাই এর উপর চারকোলের স্যুট পড়ে আছে লোকটা। লোকটার গায়ের রঙ তামাটে, স্প্যানিশ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, কালো চুল, কালো গভীর চোখ। কিন্তু হেনরির মনোযোগ কাড়লো যে জিনিসটা সেটা হল লোকটার ডান হাতে মুষ্টিতে ধরা বড় পিস্তলটা। পিস্তলটার মাথায় একটা মোটা সাইলেন্সারও লাগানো আছে। হলওয়ের এদিক-ওদিক দুইপাশেই তাক ধরে রেখেছে সে পিস্তলটাকে। 'তো, আপনাদের কার কাছে সোনালি ক্রুশটা আছে? ওটা দিয়ে দিন, বেঁচে যাবেন আপনারা।'

BanglaBook.org

ডেল তড়িঘড়ি করে হেনরির দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল।

আততীয় এবার হেনরির দিকে পিস্তলটা তাক করে ধরেছে। 'প্রফেসর কঙ্কলিন, আপনাকে গুলি করতে বাধ্য করবেন না।'

এতক্ষণের কাণ্ড দেখে ধাতু বিশারদের সব সাহস শেষ হয়ে গেছে। বন্দুকধারী তার দিক থেকে নজর সরাতেই দৌড় লাগালো সে। তার দামি জুতা জোড়াই বিশ্বাসঘাতকতা করছে তার সাথে। পলিশ করা মসৃণ মেঝেতে জুতার গোড়ালি খট খট করে আওয়াজ করছে। বন্দুকধারী ঘোরার প্রয়োজনও মনে করলো না। শুধু পিস্তলটা পিছন দিকে তাক করে ট্রিগার চেপে দিল। সাইলেন্সারের কারণে বন্দুকের শব্দটা আটকে গেলেও–প্রভাবটা আটকায়নি। দ্রুত গতিতে ছুটে যাওয়া বুলেটের আঘাতে হোঁচট খেল ডেল। ছিটকে গিয়ে মেঝেতে পড়ার সময় মাথায় আঘাত পেল প্রথমে। মসৃণ মেঝেতে পড়ে পিছলে অতিক্রম করলো কিছুটা দূরত্ব। থামার আগে মেঝের সাদা টাইলসের রক্তের একটা ছাপ রেখে গেছে। হাতে ভর করে একবার উঠতে চেষ্টা করলো সে, কিন্তু পারছে না। ধপ করে মেঝেতে পড়ে গেছে ডেল। রক্তের ধারায় ভাসতে শুরু করেছে তার দেহটা।

'এখন, প্রফেসর কঙ্কলিন,' বন্দুকধারী তার খালি হাতটা সামনে বাড়িয়ে ধরে বলছে, 'ক্রুশটা, প্লিজ!'

হেনরি কোন জবাব দেওয়ার আগেই জোয়ানের অফিস থেকে কালো স্যুট পড়া দ্বিতীয় আরেকজন বেরিয়ে এসেছে। মেঝেতে পড়ে থাকা ধাতু বিশারদের লাশটার দিকে একবার তাকিয়ে দৃষ্টি ফেরালো বন্দুকধারীর দিকে। তড়িঘড়ি করে স্প্যানিশে কথা বলে যাচ্ছে লোকটা। তবে হেনরি ঠিকই বুঝতে পারছে তার কথা। 'কার্লোস, আমি সমস্ত কাগজ এবং ফাইল নষ্ট করে ফেলেছি।'

দলনেতা কার্লোস ফিরে তাকালো লোকটার দিকে। পিস্তলটা হালকা নিচে নামিয়ে এনেছে সে। 'আর, কম্পিউটারটা?'

'হার্ড ড্রাইভগুলো পুরোপুরি মুছে ফেলা হয়েছে।'

মাথা ঝাঁকালো কার্লোস।

নতুন একজনের আগমনে কার্লোসের মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার স্বল্প সময়টাকেই কাজে লাগালো হেনরি। ঐ অল্প সময়েই সে তার জ্যাকেটের পকেট থেকে ক্রুশটা বের করে উলটে পড়ে থাকা জ্যানিটরের বালতির ভিতর রেখে দিয়েছে। শুধু জোয়ানই খেয়াল করেছে এটা। ভয়ে জোয়ানের চোখ বড় বড় হয়ে গেছে।

পিস্তল উঁচিয়ে হেনরির দিকে তাকালো কার্লোস। 'ধৈর্য হারাচ্ছি আমি, প্রফেসর। দয়া করে ক্রুশটা দিন আমাকে।'

সামনে এগিয়ে জোয়ান এবং বন্দুকধারীর মাঝে এসে দাঁড়ালো হেনরি। অমার্জিত ক্রুশ থাকা বিকারটা বের করে এনেছে সে। আশা করছে যে এর

BanglaBook.org

আকৃতি ও রঙ দেখে বোকা বনে যাবে লুটেরারা। এত প্রাচীন একটা স্মারক সে হারাতে চায় না কোনভাবেই।

সন্দেহের দৃষ্টিতে চোখ সরু করে রেখেছে কার্লোস। বিকারটা হাতে নিয়ে খতিয়ে দেখছে। মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হলেও তার হাতে ধরা পিস্তলটাকে এখনো আগের জায়গায়ই তাক করে ধরে রেখেছে। একদম হেনরির হৃৎপিণ্ড বরাবার।

বন্দুকধারীর সঙ্গী তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। কার্লোসের কাঁধের উপর দিয়ে সেও বিকারটা দেখছে। 'এটা কী...?'

তার কথায় পাত্তা দিচ্ছে না কার্লোস। এখনো একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আসল ক্রুশের অবিকল প্রতিকৃতিটার দিকে। বিড়বিড় করে স্প্যানিশে প্রার্থনা পড়ছে সে। আশির্বাদের প্রার্থনা। হুট করেই ক্রুশটা তার আকৃতি বদল করে ফেলেছে। লোকটার চোখের সামনেই একদম নিখুঁত একটা প্রতিসম পিরামিডের আকৃতি ধারণ করলো ক্রুশটা।

ভয়ে ঢোক গিলল হেনরি।

দ্বিতীয় লোকটা তার হাঁটুর উপর ভর করে পড়ে গেছে। 'ওহ, ঈশ্বর!'

বিকারটা নিচে নামিয়ে এনেছে কার্লোস। হাত কাঁপছে তার। 'আমরা খুঁজে পেয়েছি এটা!' উল্লসিত হয়ে তার বন্দীদের দিকে ফিরে তাকালো সে।

জোয়ানের পাশে দাঁড়িয়ে আছে হেনরি। ভয়ে শক্ত করে হেনরির হাত ধরে রেখেছে জোয়ান। হেনরি বুঝতে পারছে যে তার হিসাবে কোন একটা গড়মিল হয়েছে। ডোমিনিক্যান ক্রুশটা স্বর্ণের তৈরি বলেই ছিনতাইকারীরা এর পিছনে লাগেনি। বরং, তারা ভেবেছিল এটা *সাবস্ট্যান্স জেড* দিয়ে তৈরি করা। হেনরি অসাবধানতাবশত তাদের হাতে সেই পুরষ্কারটাই তুলে দিয়েছে, যেটা তারা হন্যে হয়ে খুঁজছিল। কারা এরা?

হেনরি এবং জোয়ানের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালো কার্লোস। কিন্তু তার সঙ্গীকে রূঢ় ভাবে আদেশ করে বলল, 'নিরব করে দাও ওদেরকে।'

দ্বিতীয় লোকটা উঠে দাঁড়িয়েছে। তার নিজের পিস্তলটা বের করে এনেছে। এটা তাদের দলনেতার অস্ত্রটা থেকে আরো বড় এবং দেখতেও আরো বেশি ভয়ঙ্কর।

'থামো!' প্রার্থনা করলো হেনরি।

হেনরির প্রার্থনা উপেক্ষা করে লোকটা তার দিকে পিস্তল তাক করে গুলি ছুঁড়লো। হেনরির মনে হলো, তার বুকে যেন আগুন লেগে গেছে। চিৎকার করে উঠলো জোয়ান। হাঁটুর উপর ভর করে পড়ে গেছে হেনরি। জোয়ানের হাত থেকে তার হাতটা পিছলে ছুটে আসছে। উপরের দিকে মাথা তুলে দেখলো লোকটা পিস্তল ঘুরিয়ে এবার জোয়ানের দিকে তাক করছে।

'না!' অযথাই এক হাত উঁচু করে গুঙিয়ে প্রার্থনা করলো হেনরি।

কিন্তু বেশি দেরি হয়ে গেছে। আবারো গুলি ছোঁড়ার চাপা শব্দটা ভেসে আসলো।

BanglaBook.org

জোয়ান তার নিজের বুকে হাত চেপে ধরে পড়ে গেছে। হতভম্ভ হয়ে হেনরির চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে দৃষ্টিটা নামিয়ে আনলো সে। হেনরি জোয়ানের চোখের দৃষ্টিকে অনুসরণ করছে। তার বুকে আঘাত হানা পালক লাগানো ছোট তীরটা খুলে এনেছে জোয়ান। এরপর পরই পিছনের দিকে হেলে পড়ে গেল সে।

হেনরি তার নিজের বুকের দিকে তাকালো। গুলির বর্ষণে কোন রক্তপাত হচ্ছে না জায়গাটা থেকে। তার বদলে সেই জায়গায় নিদারুণ যন্ত্রণা দেওয়া একটা লাল পালক দেখতে পাচ্ছে। *ট্রাঙ্কুলাইজিং ডার্ট?*

ড্রাগের প্রভাব পুরোপুরি ছেয়ে ফেলার আগে স্প্যানিশে বলা কথাগুলো ভাসা ভাসা শুনতে পাচ্ছে সে।

'লোকগুলোকে এখনই এখানে নিয়ে আসো।'

'লাশটাকে কী করবো?'

'জ্যানিটরের লাশের সাথে অফিসে ফেলে রাখো ওটাকে।'

কার্লোসের মুখটা হুট করেই যেন ভেসে উঠলো হেনরির চোখের সামনে। লোকটার টলটলে গভীর চোখগুলোকে এখন প্রকাণ্ড দেখাচ্ছে। হাল ছেড়ে দিল হেনরি। 'আমরা এখন একটা ছোট্ট ভ্রমণে বের হচ্ছি, প্রফেসর। আনন্দায়ক স্বপ্ন দেখতে থাকুন ততক্ষণে।'

চোখ বন্ধ হয়ে আসছে হেনরির। তবে চোখ পুরোপুরি বন্ধ হবার আগেই লোকটার গলায় ঝুলানো রুপালি ক্রুশটা নজরে পড়লো তার। এরকম ক্রুশ সে আগেও দেখেছে। মমিকৃত ভিক্ষুর ক্রুশটার একদম অবিকল প্রতিমূর্তি এটা।

ডোমিনিক্যান ক্রুশ!

নতুন এই রহস্যটা কিছু ভাবার আগেই ড্রাগের অন্ধকার প্রভাবটা পুরোপুরি গ্রাস করে নিল তাকে।

BanglaBook.org

চতুর্থ দিন
পাতালপুরীর কবরস্থান

বৃহস্পতিবার, ২৩ আগস্ট, সকাল ৭:২৫
আন্দিন পর্বতমালার গুহাসমূহ,
পেরু।

পায়ের পাশে থাকা কারো খোঁচা পেয়ে গুহার পাথরের মেঝেতে ঘুমিয়ে থাকা স্যাম জেগে উঠলো। এখন আবার কী হয়েছে? ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে প্রতিবাদ করে উঠলো স্যাম। গড়িয়ে আগুনের কাছ থেকে দূরে সরে চোখ মেলল সে। চোখে মেলে দেখে নরম্যান দাঁড়িয়ে আছে তার পায়ের কাছে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অন্ধকারাচ্ছন্ন গোরস্থানের দিকে। রাতের শেষপ্রহরে পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব ছিল নরম্যানের উপর। যদিও তাদের এবং টারান্টুলাদের মাঝে বাদুড়ের গুহাটা আছে, তারপরও তারা কেউই কোন ঝুঁকি নিতে চাচ্ছে না।

'কী হয়েছে?' টলতে টলতে জিজ্ঞেস করলো স্যাম। চোখ ডলছে সে। গতকালের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং বরফ শীতল স্রোতের ভিতর দিয়ে সাঁতরে আসার পর, দিনের আরো অর্ধেকটা সময় আগুনের উষ্ণতার পাশে শুয়ে থেকে আরাম করা ছাড়া আর কোন কিছুই আশা করছে না সে। এমনকী, আগুনের গন্ধটাকেও তার আরামদায়ক মনে হচ্ছে। জ্বালানির উৎস যেটাই হোক না কেন–এখন এই জ্বালানীর গন্ধটাকে অনেকটা দারুচিনির মতই লাগছে তার। আগুনের একদম কেন্দ্রে জ্বলতে থাকা একটা খুলি তার দিকে তাকিয়েই চোখ রাঙাচ্ছে যেন। শোয়া থেকে উঠে হাত-পা টানা দিয়ে নিল স্যাম। 'আমাকে জাগিয়ে তুললে কেন?'

নরম্যান এখনো মৃত ইনকাদের ছায়াবৃত সমাধিগুলোর দিকেই তাকিয়ে আছে। 'জায়গাটা একটু আলোকিত হতে শুরু করেছে,' শেষমেশ বলল সে।

ভ্রু কুঁচকালো স্যাম। 'কী বলছো তুমি? আগুনে কি কেউ আরো একটা টুকরো দিয়েছে নাকি?' অগ্নিশিখায় সামিল হওয়ার অপেক্ষায় তিনটা মমির দিকে চোখ ফেরালো স্যাম। মমিগুলোকে কাঠের খড়ির মত করে বেঁধে রেখেছে সে।

ঘুরে তাকালো নরম্যান। তার হাতের তালুতে একটা ছোট ডিভাইস দেখা যাচ্ছে। এটা তার আলো পরিমাপের যন্ত্র। 'না। পাহারা দেওয়ার সময়, আমি

BanglaBook.org

ডিভাইসের কয়েকটা রিডিং নিয়েছিলাম। ভোর পাঁচটার পর থেকে, মিটারটা আলো বাড়ার রিডিং দিতে শুরু করেছে।' নরম্যানের চশমায় আগুনের আভা প্রতিফলিত হচ্ছে। 'তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছো এটার মানে কী হতে পারে?'

এত সকালে ভাববার শক্তিটাও অবশিষ্ট নেই স্যামের। অন্তত এক গামলা কফি না হলে ভাববার চেষ্টাও করতে পারবে না। তার জায়গায় একটু হেলান দিয়ে নড়ে চড়ে বসলো সে। 'কী বলবে সোজাসাপ্টা করে বলে ফেলো।'

'ভোর হচ্ছে,' নরম্যান এমনভাবে বলল যেন সে সব খুলে বলে ফেলেছে।

স্যাম শুধু তার তাকিয়েই রইলো।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো নরম্যান। 'তুমি আসলেই সকাল বেলার পাখি না, স্যাম। তাই না?'

এখন আস্তে আস্তে অন্যরাও তাদের অস্থায়ী বিছানা ছেড়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। 'কী নিয়ে কথা বলছো তোমরা?' বড় একটা হাই তুলতে তুলতে জিজ্ঞেস করলো ম্যাগি।

'ধাঁধা,' স্যামের উত্তর।

স্যামের দিকে তিক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দলটার আরো কাছে ঘেষে বসলো নরম্যান। 'ভোর থেকে লাইট মিটারটা আগের থেকে আরো শক্তিশালী সিগন্যাল দিতে শুরু করেছে। ক্রমেই আরো শক্তিশালি হচ্ছে রিডিংটা।'

সোজা হয়ে উঠে বসলো ম্যাগি। 'সত্যিই?' বলে সে অন্ধকার গুহার আগুনের আভার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলো।

'আমি নিশ্চিত হবার জন্য কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করে দেখেছি। কাউকে কোন মিথ্যা আশা দেখাতে চাইনি আমি।'

উঠে দাঁড়িয়েছে স্যাম। এখন শুধু প্যান্টটাই পরে রেখেছে সে। গায়ের জ্যাকেটটা এখনো শুকানোর জন্য আগুনের পাশে রেখে দিয়েছে। রাতে এটাকেই বালিশ হিসেবে ব্যবহার করছিল। 'তুমি নিশ্চয় বলতে চাচ্ছো না --?'

বলে শেষ করতে পারলো না, ম্যাগি বাধা দিল তাকে। উত্তেজিত গলায় বলতে শুরু করেছে, 'হয়তো নরম্যানের কথাই ঠিক। যদি সকাল বাড়ার সাথে লাইটের রিডিংটাও শক্তিশালী হয়ে থাকে, তারমানে আশেপাশেই কোন জায়গা দিয়ে সূর্যের আলো আনাগোনা করছে।' খুশিতে নরম্যানের পিঠে একটা চাপড় দিল সে। 'যিশুর কৃপায়, আশেপাশে নিশ্চয় কোথাও বের হওয়ার কোন রাস্তা আছে।'

ম্যাগির শেষ কথাটায় যেন চেতনা ফিরে পেল স্যাম। *বের হওয়ার রাস্তা!* স্যাম হেঁটে তাদের দিকে এগিয়ে গেল। 'তুমি কি নিশ্চিত যে আমাদের জ্বালানো আগুনের কারণেই লাইট মিটারটা রিডিং দেয়নি?'

ভ্রু-কুঁচকালো নরম্যান। ততক্ষণে রালফ আর ডেনালও দলটার সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আগুনের পাশে জড়ো হয়েছে। 'না, স্যাম।' ডিভাইসটা উঁচিয়ে ধরলো সে। 'এটা নিঃসন্দেহেই সূর্যের আলোকে নির্দেশ করছে।'

BanglaBook.org

মাথা ঝাঁকালো স্যাম। ফটোগ্রাফারের দক্ষতা দেখে সন্তুষ্ট সে। নরম্যান কোন বোকা ব্যক্তি না। আড়চোখে অন্ধকার গুহাটার দিকে তাকালো স্যাম। আগুনের আভাটা দেয়াল এবং শহরের মাঝে থাকা দানবাকৃতির সোনালি মূর্তিটার উপর প্রতিফলিত হচ্ছে। স্যাম প্রার্থনা করছে নরম্যানের উপলব্ধিটাই যেন সত্যি হয়। 'তাহলে চলো খুঁজে বের করি আলোটা কোন জায়গা দিয়ে আসছে। তুমি কি মিটার ব্যবহার করে উৎসটা বের করতে পারবে?'

'হয়তো...' নরম্যান বলল। 'যদি মিটারটাকে টর্চের আলো থেকে মুক্ত রাখতে পারি আর ক্যামেরার লেন্সটাকে হালকা বাড়াতে পারি,' বলে কাঁধ ঝাঁকালো সে।

রালফ নিজে থেকেই একটা পরামর্শ দিল। গতকালের শাস্তি ভোগের পর এখন সে অনেকটা আগের রূপেই ফিরে এসেছে। তবে, হয়তো নিজেকে কিছুটা দমিয়ে রেখেছে। 'নর্ম আর আমি মিলে পুরো ক্যাম্পটার ঘুরে খুঁজে দেখতে পারি যে-কোন জায়গায় আলোর সিগন্যালটা সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী। এ থেকে তো আমরা অন্তত পক্ষে শুরু করার জন্য একটা দিক নির্দেশনা পাব।'

ফটোগ্রাফার কোন প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে না দেখে তাকে কনুই দিয়ে গুঁতা দিল স্যাম। 'নরম্যান?'

আগুনের আলোর সীমা থেকে দূরে থাকা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে নরম্যান। রালফের বুদ্ধি অতটা মন কাড়তে পারেনি তার। তবুও অনিচ্ছাসত্ত্বেও শেষমেশ মেনে নিল। 'হয়তো এটা কাজ করতেও পারে।'

'বেশ।' স্যাম তার হাত ঘষতে ঘষতে সবগুলো পরিকল্পনাকে একত্র করছে। 'তোমরা পরিদর্শনে থাকাকালে আমরা এদিকে ক্যাম্পটাকে গুছিয়ে ফেলব। ফ্ল্যাশলাইটটা নিয়ে যাও। রিডিং নেওয়ার সময় তোমার সুবিধামত আলো জ্বালাতে বা নিভাতে পারবে। তবে, একটু সাবধানেই ফ্ল্যাশলাইটটা ব্যবহার করো। এটার ব্যাটারিও প্রায় শেষ হওয়ার পথে আছে।'

রালফ ফ্ল্যাশলাইটটা হাতে নিয়ে সুইচ টিপে একবার আলো জ্বালিয়ে দেখে নিল। 'আমরা সতর্ক থাকব।'

আগুনের দিকে তাকিয়ে আছে নরম্যান। একটু পরেই অন্ধকারের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। 'আমরা যদি এটা খতিয়ে দেখতে চাই, তাহলে একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে। সূর্যরশ্মির কতক্ষণ টিকবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এমনকী আকাশে ভাসমান মেঘও সূর্যের আলোকে আটকে রাখতে পারে।' তার নিজের পূর্বে বলা কথারই বিরোধিতা করছে যেন নরম্যান। এখনও কিছুটা দ্বিধা করছে সে। মুখের হাবভাব গম্ভীর হয়ে আছে তার।

নরম্যানের উদ্বেগটা নজরে পড়লো স্যামের। 'কী হয়েছে?'

মাথা নাড়ছে নরম্যান। 'কিছু না। অনেক অনেক হরর মুভি দেখেছি তো আমি।'

BanglaBook.org

'তো?'

'দল থেকে আলাদা হয়ে যাওয়াটা। হরর মুভিগুলোতে দেখেছি, দল আলাদা হয়ে যাওয়ার পরই খুনীরা তাদের কর্মকাণ্ড শুরু করে থাকে।'

স্যাম হেসে উঠলো তার কথা শুনে। যেন কোন কৌতুক শুনেছে। কিন্তু নরম্যান হাসছে না। হাসি থামালো স্যাম। 'তুমি সত্যি সত্যিই নিশ্চয় ভাবছো না–'

হঠাৎ করে আগুনের শিখার ভিতর থেকে বিকট একটা শব্দ ভেসে আসলো। মমি করা কাপড়ের টুকরো এবং হাড় বিস্ফোরিত পাথরের মেঝেতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছে। ধোঁয়া তরঙ্গায়িত হচ্ছে, আগুন বিক্ষিপ্তভাবে নিভে যেতে শুরু করেছে। অন্ধকারটা যেন দলটাকে গ্রাস করে নেওয়ার হুমকি দিচ্ছে। সৌভাগ্যবশত গাদা করে মমিগুলোর উপর স্ফুলিঙ্গ পড়ায় তাতে আগুন ধরে গেছে। আলো আবার ফিরে এসেছে। চিতার আগুনের নৃত্যের ছায়া দেখা যাচ্ছে সমাধিগুলোর দেয়ালের।

ঘুরে ম্যাগিকে হেঁচকা টান দিয়ে নিজের পিছনে নিয়ে এলো স্যাম। তাদের জ্বালানো অগ্নিকুণ্ডের ভিতরে একটা বর্গাকৃতির বড় পাথর পড়ে আছে। পরিষ্কারভাবেই, এটা শহরের দালান নির্মাণ করা কাটা-গ্রানাইটের পাথরগুলোর একটা। উপরের দিকে তাকালো স্যাম। উপরের কার্নিসের দিকে এমন কিছু নেই যে সেটা থেকে পাথরটা অগ্নিকুণ্ডের মাঝে এসে পড়তে পারে।

স্যামের ভাবনাটাই উচ্চারণ করে বলছে রালফ। 'এটা কোন দুর্ঘটনা নয়।' আলাবামার ফুটবলার দ্রুত তার ফ্ল্যাশলাইটের আলো জ্বেলে অন্ধকারের আগুনের আভার সীমার বাইরের দিকে তাক ধরেছে।

'বন্দুকগুলো নিয়ে এসো,' স্যাম বলছে, 'এখনই।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল রালফ। ফ্ল্যাশলাইটটা নরম্যানের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে পাথরের দেয়ালের পাশে রেখে দেওয়া রাইফেলটা হাতে তুলে নিল রালফ। স্যামও ঝুঁকে তার অস্থায়ী বিছানার পাশে শুইয়ে রাখা উইনচেস্টারটা হাতে তুলে নিয়েছে। ম্যাগি স্যামের একদম পাশেই লেগে আছে। আর, ডেনাল তার পাশে।

শুকনো হাড় পোড়ার ভুটভাট শব্দের কারণে আড়ালে থাকা অন্য কোন শব্দ তেমন একটা শোনা যাচ্ছে না। তারপরও তাদের পাশ থেকে কিছু একটার চলাফেরা অনুভব করতে পারছে স্যাম। আগুনের আভায় ছায়াটা নড়াচড়া করছে ঠিকই, কিন্তু অন্ধকারের অংশটা একটু একটু করে বাড়তে শুরু করেছে। কিছু একটা আছে অন্ধকারের মাঝে। তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে এখন।

'অপদেবতারা আমাদের জন্যই এগিয়ে আসছে,' বিড়বিড় করে বললো ডেনাল।

ম্যাগি ছেলেটার কাঁধে হাত রেখে ছেলেটাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। তবে, তাদের কেউই ডেনালের শেষ কথাটার সাথে প্রতিবাদ করলো না।

BanglaBook.org

পাতালের গোরস্থানের প্রভাবটা যেন আগুনের শিখা এবং নড়তে থাকা ছায়ায় ছড়িয়ে আছে। তাদের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নগুলোকেও এখন সত্যি মনে হচ্ছে যেন।

কিন্তু কবরস্থানের মাঝে দিয়ে যেটা চলছে সেটা আরও বেশি ভয়ঙ্কর।

নরম্যানের ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় অনধিকার প্রবেশকারীদের একজন ধরা পড়েছে। দেখে হৃৎস্পন্দন জমে গেল তার। আলবিনো টারান্টুলাদের মতই পাংশুটে এটাও। দুই পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে আছে প্রাণীটা। শরীর বিবস্ত্র, কুঁজো, লম্বা ও মোটা পেশিবহুল একটা বাহুর সাহায্যে হাঁটুর উপর ভর ধরে রেখেছে। স্যাম প্রথমে ভেবেছিল এটা হয়তো কোন বনমানুষ, কিন্তু প্রাণীটার শরীরে কোন লোম নেই, মাথায় টাক।

আলোর দিকে তাকিয়ে হিসহিস করে উঠলো প্রাণীটা। প্রকাণ্ড কাল চোখ দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। চোখা এবং ধারালো দাঁত দেখিয়ে হুমকি দিচ্ছে যেন তাদেরকে। এরপর হুট করেই এটা আলো থেকে সরে গিয়ে অন্ধকারের মাঝে হারিয়ে গেল। স্যাম যতটা ভেবেছিল প্রাণীটার গতি তার চেয়েও অনেক বেশি।

প্রাণীটা এত দ্রুত উদয় হয়ে আবার গায়েব হয়ে গেছে যে, তারা কেউই এটা নিয়ে ঠিকমত উদ্বিগ্ন হওয়ার সময়টাও পায়নি। এমনকী তার রাইফেলটা উঁচিয়ে ধরার কথাও মাথায় আসেনি স্যামের। রালফেরও না। নরম্যানের হাঁত ভয়ে কাঁপতে শুরু করায় তার ফ্ল্যাশলাইটের আলোটাও কেঁপে কেঁপে উঠছে।

'প্রাণীটা আসলে কী ছিল?' শেষমেশ ফিসফিস করে বললো ম্যাগি।

স্যাম তার উইনচেস্টারটা আবার কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছে। দূর থেকে ভেসে আসা শব্দের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছে তারা। পাথরের ঘর্ষণের শব্দ, শ্বাসরোধ করা ফোঁস-ফোঁসানি, খুক খুক কাশি, এমনকী গগণবিদারী আর্তনাদ থেকে শুরু করে সবই শুনতে পাচ্ছে তারা। কোন প্রতিযোগীতা ঘোষণা করা হয়েছে যেন। স্যামের দিকে তাকিয়ে আছে রালফ। ভয় ঠিকরে পড়ছে যেন দীর্ঘদেহী মানুষটার চোখ দিয়ে।

'কারা ওরা?' আবারো আগের প্রশ্নটাই করলো ম্যাগি।

'*ম্যালাকুঁই*' জবাবটা দিল ডেনাল। পাতাললোকের দেবতা ওরা।

'আর, তোমরা আমাকে আর রালফকে একাকী পরিদর্শনে যেতে বলেছিলে,' অভিযোগ করে বলছে নরম্যান। তার হাতের ফ্ল্যাশলাইটটা কাঁপছে এখনো। 'হরর মুভির দৃশ্যগুলো থেকেই শিক্ষা নেওয়া উচিৎ এই মুহূর্তে। এখন থেকে আমরা সবাই একসাথেই থাকব।'

কেউ ই তার কথায় প্রতিবাদ করছে না। সত্যি বলতে, কেউ কোন কথাই বলছে না আর।

সবগুলো চোখই তাকিয়ে আছে পাতাল গোরস্থানের অন্ধকারের দিকে।

BanglaBook.org

●●●

ঘুম ভাঙার পর হেনরি ভাবছে ঘুমটা না ভাঙলেই হয়তো ভাল হত। মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা করছে। মাথার ভিতরের ধুকধুক শব্দে মনে হচ্ছে যেন কেউ তার কানের ভিতর বসে বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছে। মুখের স্বাদটা একদম তেঁতো এবং আঠালো হয়ে আছে। দুর্বলভাবে গোঙাচ্ছে হেনরি। কারণ এই মুহূর্তে সে শুধু এটুকুই করতে পারছে। কিছুক্ষণ লম্বা লম্বা শ্বাস নিয়ে তার চারপাশ ঘিরে রাখা বস্তুগুলোর দিকে নজর দিল। ছোট্ট একটা কক্ষে আছে সে এখন। কক্ষের একমাত্র আলোক উৎসটা আসছে কক্ষের পিছনদিকের দেয়ালের উঁচুতে কাটা জানালার খোপ দিয়ে।

জন হপকিন্সের হলওয়েতে তাদের উপর সঙ্ঘটিত হওয়া অতর্কিত আক্রমণের ঘটনাটা মনে পড়েছে হেনরির। আপনাআপনিই তার একটা হাত চলে গেল বুকের উপর যেখানে তীরটা লেগেছিল সেখানে। তীরটা অবশ্য এখন আর সেখানে নেই। আস্তে আস্তে মাথাটা উপরে তুললো হেনরি। চৌকির মত একটা খাটে শুয়ে আছে সে। পুরোনো একটা তোষক বিছিয়ে রাখা হয়েছে শুধু। তার পরনে এখনো আগের লিভাইস প্যান্ট ও ধূসর রঙের শার্টটাই আছে। তবে, তার রালফ লোরেনের স্পোর্টস জ্যাকেটটাকে আর দেখতে পাচ্ছে না। শরীরের উপর থাকা পাতলা কম্বলটা একপাশে ঠেলে দিয়ে খাটের উপর উঠে বসলো হেনরি।

কক্ষটায় স্পার্টানদের ছাপ স্পষ্ট। বিছানা বাদে ঘরের আসবাবপত্র বলতে কোণায় পড়ে থাকা ঘুণে খাওয়া একটা টেবিল আর মসৃণ কাঠের ক্রুশের সামনে একটা প্রার্থনার বেদিই দেখা যাচ্ছে শুধু। ক্রুশটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হেনরি। এর গভীর লাল রঙটা যেন চুনকাম করা দেয়ালের বিপরীতে যেন উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে। হেনরির মনে আগের রাতে তার আক্রমণকারীর গলায় ঝুলানো রুপালি ডোমিনিক্যান ক্রুশটার ছবি ভেসে উঠেছে। *এখানে আসলে চলছেটা কী?*

ঘুরে মাটিতে নামার জন্য পা ফেলল হেনরি। দুর্বল শরীরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করার কারণে চিনচিন শব্দ করে উঠলো যেন হেনরির কানে। কয়েক মুহূর্তের জন্য চোখের দৃষ্টিও কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে গেছে। লম্বা শ্বাস নিল হেনরি। বিছানায় পড়ে থাকা মলিন কম্বলটা থেকে অত্যন্ত তীব্র একটা পরিচিত সুবাস পাচ্ছে। কর্কশ পশমটায় হাত দিয়ে দেখে ওটাতে এখনো কিছুটা চর্বি লেগে আছে। নাকের কাছে নিয়ে গন্ধটা শুঁকে দেখছে। লামার গন্ধ। লামার পশমের বস্ত্রগুলো দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোতে সবচেয়ে নিম্নমানের হিসেবে পরিচিত। শুধু উদ্বাস্তুরাই এই জাতীয় বস্ত্র ব্যবহার করে থাকে। অতটা রপ্তানিও করা হয় না এই বস্ত্র।

আস্তে আস্তে মাথার জট খুলতে শুরু করেছে হেনরির। *দক্ষিণ আমেরিকা?*

BanglaBook.org

হুট করে উঠে দাঁড়ালো সে। পা দুর্বল থাকায় কিছুটা কেঁপে উঠলেও, দ্রুতই আবার নিজেকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসছে হেনরি। 'না। এটা হতে পারে না!'

ঘরের একমাত্র দরজার উদ্দেশ্যে পা বাড়ালো হেনরি। দরজাটা ছোট কিন্তু নিরেট। দরজার হুড়কোগুলোতে হাত দিয়ে দেখছে। সন্দেহাতীতভাবেই ওগুলো তালাবদ্ধ। কক্ষের একদম মাঝ বরাবর এসে উপরে থাকা জানালাটার দিকে তাকালো। কাছেই কোন গাছে বসে থাকা পাখির কিচির-মিচির শুনতে পাচ্ছে। সূর্যের রশ্মিতে উষ্ণ বায়ুতে বয়ে আসা ধুলোর উড়াউড়ি দেখা যাচ্ছে। রশ্মিটা একটু বেশিই উজ্জ্বল। হেনরি বুঝতে পারলো যে, তাদের উপর আক্রমণ করার দিনটা পেরিয়ে গেছে অনেক আগেই। *কতদিন বা কতক্ষণ সে জ্ঞান হারিয়ে পড়েছিল?* সূক্ষ্ম বাতাসের প্রবাহতে পোড়া তেলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কাছেপিঠেরই কোথাও থেকে অস্পষ্ট কিছু ডাকের শব্দ ভেসে আসছে। শুনে মনে হচ্ছে স্প্যানিশ ভাষায় ফেরিওয়ালারা তাদের পণ্যের বিজ্ঞাপন দিচ্ছে।

সত্যটা বুঝতে পেরে যেন হোঁচট খেল হেনরি। তাকে অপহরণ করে দেশের বাইরে নিয়ে আসা হয়েছে। আরেকটা মুখ ভেসে উঠলো তার চোখের সামনে। জোয়ানের কথা মনে পড়তেই গলায় শ্বাস আটকে গেল যেন তার। জোয়ান তার বুকের মাঝখানে আঘাত হানা পালকওয়ালা তীরটা খোলার চেষ্টা করছিল এবং ধপ করে মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল-এই দৃশ্যটাই শুধু চোখে ভাসছে হেনরির। জোয়ান কোথায় এখন?

নিজের চেয়েও জোয়ানের জন্য বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে আছে হেনরি। দরজার কাছে জোরে জোরে করাঘাত শুরু করেছে সে। দরজার তক্তাগুলো কাঁপছে তার আঘাতে। কোন হাঁক ছাড়ার আগেই দরজার উপরের দিকে থাকা পিপ-হোলের ছোট খোপটা খুলে গেল। একজোড়া নিষ্প্রভ চোখ তাকিয়ে আছে তার দিকে।

'আমি জানতে চাই যে কী...!'

খোপটা আবার ঠাস করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে অপর পাশ থেকে। দরজার ওপাশের করিডোর থেকে কিছু চাপা শব্দ শুনতে পাচ্ছে হেনরি। কিন্তু এত নিচু স্বরে কথা বলছে যে হেনরি কিছুই স্পষ্ট করে শুনতে পাচ্ছে না। করিডোরের উপর দিয়ে তড়িঘড়ি করে একজনের প্রস্থানের শব্দ শুনতে পেল। আবারো দরজায় করাঘাত শুরু করেছে হেনরি। 'আমাকে বের হতে দাও এখান থেকে!'

সত্যি বলতে সে আসলে কোন জবাবের আশা করেনি। শুধু নিজের হতাশাটাই ব্যক্ত করছিল এতক্ষণ। হুট করে জবাব পাওয়ায় বেশ চমকে গেল সে। করিডোরের অপর পাশ থেকে একটা স্বর ভেসে এল তার দিকে। 'হেনরি? ওখানে কি তুমি?'

BanglaBook.org

কণ্ঠস্বরটা শুনে স্বস্তি পেল যেন হেনরি। বুকের উপর থেকে বোঝাটা অনেক হালকা হয়ে গেছে। 'জোয়ান!'

'তুমি ঠিক আছো তো?' অপরপাশ থেকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো জোয়ান।

'হ্যাঁ, ঠিক আছি। তুমি?'

'আহত, অসুস্থ ও বদ্ধ পাগল হয়ে আছি।'

সেই সাথে তার কণ্ঠে প্রচণ্ড ভয়ের ছাপটাও ধরতে পারছে হেনরি। সে আসলে জানেনা যে এখন তার কী বলা উচিৎ। জোয়ানকে এই বিপদের মাঝে ফেলার জন্য ক্ষমা চাইবে? নাকি উদ্ধারের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিবে? গলা খাকরে পরিষ্কার করে নিল হেনরি। তারপর জোয়ানকে ডেকে বলল, 'স্যরি ওটাকে তো আসলে ঠিক সেকেন্ড ডেট বলা যায় না, তাই না?'

একটা লম্বা বিরতি... তারপর মৃদু হাসির শব্দ ভেসে আসলো অপর পাশ থেকে। 'এর চেয়েও বাজে অভিজ্ঞতা আছে আমার।'

দুই হাতের তালু দিয়ে দরজাকে চেপে ধরে আছে হেনরি। তার ইচ্ছা হচ্ছে এখনই জোয়ানকে তার বাহু বন্ধনে জড়িয়ে ধরতে।

কক্ষের বাইরের করিডোরের উপর দিয়ে কারো হেঁটে তাদের দিকেই এগিয়ে আসার শব্দ শুনতে পেল হেনরি। জোয়ানও নিশ্চয় শুনতে পেয়েছে শব্দটা। একদম চুপ হয়ে গেছে এখন সে। হেনরি তার শ্বাস ধরে রেখেছে। এখন কী? তার দরজার একদম পাশ থেকেই একটা রুক্ষ ও চাঁচাছোলা স্বরে কথা বলে উঠলো কেউ। কণ্ঠে আদেশের ছাপটা ধরতে পারছে সে।

দরজার বোল্ট টানার ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দটা শোনা গেল প্রথমে। তারপর, হেনরিকে আটকে রাখা কক্ষের দরজাটা পুরোপুরি হাঁ হয়ে খুলে গেল। দরজার বাইরে কী দেখবে বলে আশা করছে, তাও জানেনা হেনরি। কিন্তু দরজা খোলার পর ঢিলেঢালা আলখেল্লা পড়া দুই যাজককে দেখে বেশ চমকে গেছে সে। মাথার লম্বা টুপিটা পিছনে ফেলে রেখেছে যাজকগুলো। তাদের গলায় পুতির চেইনের মাথায় লাগানো উজ্জ্বল দুটি ক্রুশ ঝুলতে দেখা যাচ্ছে।

সামনে এগিয়ে গেল হেনরি। লম্বা যাজকের চেহারাটা তার কাছে বেশ পরিচিত মনে হচ্ছে। জন হপকিন্সে তাদেরকে আক্রমণ করা কার্লোস নামের বন্দুকধারী লোকটাই এই যাজক। এখনো, তার হাতের মুঠিতে একটা পিস্তল দেখা যাচ্ছে। তবে, এইবার পিস্তলটার সাথে কোন সাইলেন্সার লাগানো নেই। 'আমাদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়ান, প্রফেসর কঙ্কলিন, তাহলেই সবকিছু ঠিকঠাক থাকবে।'

'আ... আমি কোথায়? আমাদের সাথে কী করতে চান আপনারা?'

তার কথায় অবশ্য কোন সায় দিল না কার্লোস। তার বদলে সঙ্গীকে কিছু নির্দেশ দিল। লোকটা করিডোরের অপর পাশে থাকা আরেকটি দরজার কাছে গিয়ে খিল খুলছে। দরজা খুলে যেতেই কর্কশভাবে স্প্যানিশে চেঁচাতে শুরু

BanglaBook.org

করে দিল। তার পোশাকের কোমরের আস্তিন থেকে পিস্তলটা বের করে এনেছে। পিস্তলের নলটা নাড়িয়ে নাড়িয়ে কক্ষের ভিতরের মানুষটাকে নির্দেশ দিচ্ছে বের হয়ে আসার জন্য।

খুব সতর্কতার সাথে বাইরে বেরিয়ে এলো জোয়ান। বের হয়েই হেনরির সাথে চোখাচোখি হল তার। তার চোখে একধরনের স্বস্তির ছাপ দেখতে পাচ্ছে হেনরি। চোখে পানি টলমল করছে। অশ্রুধারা লুকানোর চেষ্টাও করছে না জোয়ান। সরাসরিই মুখের উপর থেকে চোখের পানি মুছে নিচ্ছে সে। হেনরি এবং কার্লোসের দলের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য তাকে কোন আদেশও দেওয়ার প্রয়োজন পড়লো কারো। এক ঝলকের জন্য লম্বা যাজকের পিস্তল ধরা হাতটার দিকে তাকিয়ে আবার হেনরির দিকে তাকালো জোয়ান। 'আমরা কোথায় আছি এখন?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো সে। 'কী চায় ওরা?'

হেনরি কোন জবাব দেওয়ার আগেই বলে উঠলো কার্লোস, 'আসুন। আপনার প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবেন।' বলেই ঘুরে করিডোরের উপর দিয়ে হেনরি ও জোয়ানকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করেছে। অন্য যাজক হাতে পিস্তল নিয়ে তাদেরকে অনুসরণ করে এগুচ্ছে।

হেনরির হাত ধরে রেখেছে জোয়ান। হেনরি তার হাত ধরে যতটা সম্ভব আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছে। এই মানুষগুলো যদি তাদেরকে মারতে চাইতো, তাহলে অনেক আগেই তা করতে পারতো। এত কষ্ট করে তাদেরকে বয়ে নিয়ে আসতো না এখানে। কিন্তু, এই জায়গাটা আসলে কোথায়? আর, তারা চাচ্ছেই বা কী? সত্যি বলতে, উত্তরগুলো জানার জন্য এখন একটা মাত্র উপায়ই আছে।

কার্লোসকে অনুসরণ করে এগুচ্ছে হেনরি। বন্দুকধারীর পোশাকের ঘর্ষণের শব্দ এবং টালি পাথরে মেঝেতে জুতোর খটখট শব্দ পর্যবেক্ষণ করে দেখছে সে। আর, লোকগুলো এরকম জঘন্য ছদ্মবেশই বা নিয়ে আছে কেন?

তারা এতক্ষণে ধাঁধা লাগানো অনেকগুলো করিডোর এবং দুইটা সিঁড়ি অতিক্রম করে ফেলেছে। পুরো পথজুড়েই নীরবে তার পাশে থেকেই এগিয়েছে জোয়ান। তার হাঁটার চলনভঙ্গি একদম দৃঢ়। করিডোর দিয়ে আসার সময় তারা আর মাত্র একজন সন্ন্যাসীকেই দেখতে পেয়েছিল। টুপি দিয়ে ঢাকা মাথাটা আনত করে করে রেখেছিল লোকটা। মাথা উঁচু না করেই দলটাকে গিয়ে যাওয়ার জন্য পথ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিল। লোকটাকে অতিক্রম করার সময় হেনরি লোকটাকে বিড়বিড় করে প্রার্থনা করতে শুনেছে। কিন্তু, লোকটা তাদের দিকে তাকায়নি একবারও।

পিছনে ফিরে তাকালো হেনরি। সন্ন্যাসীটা মাথা নিচু করেই করিডোর ধরে তার পথে এগিয়ে যাচ্ছে। হয়তো বন্দুক এবং বন্দীদের সম্পর্কে লোকটা অবগত না অথবা এই সম্পর্কে তার জানার কোন আগ্রহই নেই।

'অদ্ভুত,' বিড়বিড় করে বলল হেনরি।

BanglaBook.org

অবশেষে একটা বড় চকচকে, মসৃণ দরজার সামনে এসে থামলো কার্লোস। হেনরি আন্দাজ করলো, এটা হয়তো আফ্রিকান মেহগনি কাঠের দরজা। খুবই ব্যয়বহুল। দরজার উপরে স্পষ্ট ভাবে একটা পর্বতের ছবি খোদাই করে আঁকা রয়েছে। সেই সাথে পর্বতের ঢালগুলোতে পর্বতঅঞ্চলের গ্রামগুলোও চিহ্নিত করে দেওয়া রয়েছে। এই দৃশ্যটার সাথে পরিচয় আছে হেনরির। পেরুতে ভ্রমণে এসে অনেকবারই এই জায়গাটা দেখেছে সে। এটা আন্দিন পর্বতমালার খুব প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত একটি অঞ্চল।

ভ্রু-কুঁচকে দরজাটার দিকে তাকিয়ে আছে হেনরি।

কার্লোস দরজায় *ঠকঠক* করতেই ভিতর থেকে একটা গভীর কণ্ঠের উত্তর ভেসে এলো। '*এন্ত্রাদা!*'

দরজার চকচকে কবজায় মোচড় দিল কার্লোস। দরজাটা খুলতেই মেহগনির দরজাগুলোর মতই সুদর্শন কক্ষটা উন্মোচিত তাদের সামনে। সোনালি-রুপালি পাত দিয়ে মোড়ানো একটা সুসজ্জিত প্রার্থনার বেদি রয়েছে ঘরটার এক কোণায়। আর, তাদের পায়ের নিচের মেঝেতে বিছিয়ে রাখা হয়েছে নিখুঁত ভাবে বুনন করা আলপাকার মাদুড়। কক্ষের দুই পাশেই মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত সারি সারি করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে মোটা মোটা বই। কক্ষের ঠিক মাঝখানে রয়েছে বিশালাকৃতির একটা টেবিল। টেবিলের সাথে বেমানান একটা কম্পিউটার রেখে দেওয়া হয়েছে এর এক কোণায়।

বিশালাকৃতির টেবিলের পিছনের চেয়ারে বসে থাকা এক দীর্ঘদেহী লোক উঠে দাঁড়ালো তাদেরকে স্বাগত জানাতে। লোকটা বৃদ্ধ কিন্তু এখনো বেশ শক্ত-সামর্থ দেখাচ্ছে তাকে। লোকটার তুলনায় এখন টেবিলটাকেও ক্ষুদ্র দেখাচ্ছে।

কিন্তু, হেনরির নজর ঐ ব্যক্তি বা কক্ষের উপরে নেই। বরং তার নজর প্রশস্ত খোলা জানালার বাইরের দৃশ্যের উপর। বাইরে এক মহিমান্বিত ঔপনিবেশ গির্জার উচ্চ চূড়া দেখা যাচ্ছে। পুরো শহরটাকেই নজরে রাখছে যেন সুউচ্চ চূড়াটা। দৃশ্যটা দেখে বিস্ময়ে থতমত খেয়ে গেল হেনরি। এই নিদর্শনটাকে চিনতে পারছে সে। এখন হেনরি নিশ্চিতভাবেই জানে যে, তারা বর্তমানে পেরুর কুজকোতে আছে। জানালা দিয়ে বাইরের সান্তো ডমিঙ্গো স্প্যানিশ গির্জাটা দেখা যাচ্ছে। ইনকাদের সূর্যমন্দিরের ধ্বংসস্তূপের উপর নির্মাণ করা হয়েছিল এই ডোমিনিকান গির্জাটা।

চট করে কক্ষটার উপর নজর ঘুরালো হেনরি। তাদেরকে বন্দী করে এনে কোথায় রাখা হয়েছিল সেটা এখন আস্তে আস্তে বুঝতে পারছে সে। যাজক-সন্ন্যাসী, গির্জার উচ্চ চূড়া, এমনকী প্রশস্ত টেবিলের পিছন থাকা ব্যক্তিটা, যে এখন তাদের দিকে স্বাগতমের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে...

ওহ, ঈশ্বর!

সামনে পা বাড়ালো হেনরি। তার নজরটা এবার পুরোপুরি তাদের বন্দিকারী দীর্ঘদেহী ব্যক্তিটার উপর। লোকটার চেহারায় স্বতন্ত্রভাবেই

BanglaBook.org

আভিজাত্যময় স্প্যানিশ বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটে রয়েছে। বাল্টিমোরে থাকতে আর্চবিশপের সাথে ফোনালাপের কথাটা স্মরণ করছে হেনরি। আর্চবিশপ তাকে কথা দিয়েছিল যে, তার বার্তাটা পেরুতে তাদের ডোমিনিক সহকর্মীর কাছে প্রেরণ করে দিবে। আর্চবিশপের বলা নামটা মনে পড়েছে হেনরির। 'অ্যাবট রুইজ?' শব্দ করেই আওড়ে উঠলো হেনরি।

দীর্ঘদেহী লোকটা মাথা নত করে স্বাগত জানালো তাকে। 'প্রফেসর কঙ্কলিন, সান্তো ডমিঙ্গোর মঠে স্বাগতম আপনাকে।' পরিচয় উন্মোচিত হওয়ায় খুব একটা বিচলিত মনে হচ্ছে না তাকে। মঠাধ্যক্ষের শরীরের প্রশস্ততা দেহের উচ্চতার সাথে একদম মানানসই। তার কালো আলখেল্লাটা তার বুক এবং পেটের সাথে বেশ আঁটসাটো ভাবে জড়িয়ে আছে। তার দীর্ঘ শরীরটাকে অতটা নমনীয় মনে হচ্ছে না। বুঝা যাচ্ছে যে একটা সময় অটুট পেশী বহুল শরীর ছিল তার, কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে সেগুলো আস্তে আস্তে ঝুলে পড়তে শুরু করেছে।

তার প্রতিপক্ষের দিকে মুখোমুখি তাকিয়ে আছে হেনরি। হেনরি সব সময়ই নিজেকে মানুষের চরিত্র পড়ায় খুব দক্ষ মনে করে থাকে। কিন্তু, এই মঠাধ্যক্ষ তাকে বেশ দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে। লোকটার আচরণ বেশ আন্তরিক এবং বন্ধুসুলভ। ধূসর চুলের মানুষটাকে দেখতে একজন দয়ালু পিতামহের মত মনে হচ্ছে। কিন্তু, বর্তমান পরিস্থিতিটা বিবেচনা করে হেনরি বুঝতে পারছে যে, লোকটার এই দয়ালু রূপটা সত্য নাও হতে পারে।

হেনরির পাশে সরে এসেছে জোয়ান। 'তুমি এই লোকটাকে চেনো?'

মাথা নাড়লো হেনরি। 'আসলে ওরকমভাবে চিনিনা।'

অ্যাবট রুইজ তাদেরকে একজোড়া তুলো-ঠাসা চেয়ারের দিকে নির্দেশ করে বললো, 'প্রফেসর কঙ্কলিন এবং ড এঙ্গেল, প্লিজ, আরাম করে বসুন।'

ডেস্কের কাছ বরাবর এগিয়ে আসলো হেনরি। 'উত্তরগুলো না পাওয়া পর্যন্ত আমি দাঁড়িয়ে থাকাই পছন্দ করব।'

'আপনার যা ইচ্ছা,' চেহারায় একধরনের আহত অভিব্যক্তি প্রকাশ করে বলল অ্যাবট রুইজ। একটা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে ফিরে গিয়ে তার নিজের আসনটায় বসে পড়লো আবার।

ডেস্কের কাছে হেনরির সাথে যোগ দিয়েছে জোয়ানও। গাল দিয়ে উঠে বলল, 'ধ্যাত! শুধু আমাদেরকে বলুন আপনারা আমাদের সাথে কী করতে চান?'

ভ্রু-কুঁচকে তাকালো মঠাধ্যক্ষ। চেহারা থেকে মিথ্যা উষ্ণতার ছাপটা সরে গেছে এখন। 'এটা আমাদের প্রভুর পবিত্র একটা জায়গা। এখানে ধর্মনিন্দা মূলক গালিগালাজ করা থেকে বিরত থাকুন।'

'ধর্মনিন্দা?' রেগে উঠে বলছে হেনরি। 'ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা আপনার এই লোকটা আমাদের সহকর্মীকে হত্যা করেছে। তারপর আমাদেরকে

BanglaBook.org

অপহরণ করে এখানে নিয়ে এসেছে। আন্তর্জাতিক আইনগুলো বাদ দিলেও, কতগুলো পবিত্র আইন অমান্য করেছে আপনার ঐ লোকটা?'

'আমরা লোকায়িত আইনগুলো অতটা গ্রাহ্য করি না। ভিক্ষু কার্লোস প্রভুর সেনাদলের একজন যোদ্ধা। সকল লোকায়িত আইনের উর্ধ্বে তার স্থান। ভিক্ষু কার্লোসের অপরাধ নিয়ে আপনাদের ভয় পাবার কিছু নেই। সে তার পাপ স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছে প্রভুর কাছে। তাকে গুনাহ্ ক্ষমা করা দিয়েছেন আমাদের প্রভু।'

চোখ রাঙ্গাচ্ছে হেনরি। এরা সবগুলোই পাগল।

জোয়ান বলে উঠলো। 'আচ্ছা, ঠিক আছে সকলেরই আত্মা পরিশুদ্ধ, পরিস্ফুটিত, বিশুদ্ধ হয়ে আছে। এখন, আমাদেরকে বলুন কীসের জন্য আমাদেরকে অপহরণ করে এনেছেন আপনারা?'

মঠাধ্যক্ষের চেহারাটা এখনো শক্ত ভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে আছে। দয়ালু পিতামহের ব্যক্তিত্বটা অনেক আগেই হারিয়ে গেছে তার মধ্য থেকে। 'দুটো কারণে। প্রথমত, আন্দিজের ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রফেসর কঙ্কলিনের আবিষ্কারটা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাই আমরা। এবং, দ্বিতীয়ত, মমির দেহাবশেষ থেকে আপনারা কী কী জানতে পেরেছেন তা জানতে চাই।'

'আমরা সাহায্য করতে পারছি না,' কড়াভাবে জবাব দিল হেনরি।

রুইজ তার ডান হাতের আংটির নকশাটার হাত বুলাতে বুলাতে শান্ত ভাবে বলছে, 'দেখা যাক, এই স্পৃহাটা কতক্ষণ থাকে আপনার মাঝে। শত শত বছর ধরে আমাদের ধারাটা জিভ অপসারণে বেশ দক্ষতা অর্জন করেছে।'

লোকটার কথা শুনতে রক্ত হিম হয়ে গেল যেন হেনরির। 'আপনি কে?'

মৃদুভাবে হালকা হেসে উঠলো রুইজ। 'এখানে প্রশ্নগুলো আমি করি, প্রফেসর কঙ্কলিন।' বলে ডেস্কের ড্রয়ারের দিকে হাত বাড়ালো রুইজ। ড্রয়ার থেকে একটা পরিচিত বস্তু বের করে এনে টেবিলে উপর রাখলো। এটা সাবস্ট্যান্স জেড রাখা জোয়ানের ল্যাবের বিকারটা। সোনালি ধাতুটা এখনো ছোট পিরামিড আকৃতিতেই স্থির হয়ে আছে। 'আপনারা এটাকে আসলে ঠিক কোথায় খুঁজে পেয়েছিলেন?'

মমির মাথার বিস্ফোরণের দৃশ্যটা মনে করার চেষ্টা করছে হেনরি। সে বুঝতে পারছে যে এই লোকগুলোকে মিথ্যা বলাটা ঠিক হবে না। অন্ততপক্ষে তারা কতটুকু জানে সেটা সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত নয়। তবুও, পুরোপুরি সত্যটা জানানোর ইচ্ছে হচ্ছে না তার। 'আমরা এটা পেয়েছি...ভিক্ষু ডি আলমাগ্রোর বস্তুগুলোর মাঝে।'

তীক্ষ্ণ নজরে তার দিকে চাইলো জোয়ান।

রুইজের চোখ বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে আছে। 'তারমানে, আমাদের পুরোনো সহকর্মী তার অনুসন্ধানে সফল হতে পেরেছিল। সে আসলেই *এল সাঙগ্রে ডেল দায়াবলোর* উৎস খুঁজে পেয়েছিল।'

BanglaBook.org

মঠাধ্যক্ষের কথাগুলোর অনুবাদ করতে গিয়ে ভ্রু-কুঁচকে উঠলো হেনরির। 'শয়তানের রক্ত?'

এক মুহূর্তের জন্য হেনরিকে নীরবে পরখ করে নিল রুইজ। তারপর আস্তে আস্তে বলে উঠলো, 'আমার মনে হচ্ছে আপনি যা বলছেন তার থেকে আরো বেশি কিছু জানেন, প্রফেসর কঙ্কলিন। যদিও, শত শত বছরে আমাদের অস্ত্রগুলো আগে থেকে আরো উন্নত হয়েছে, তবুও মনে হয় আপনার সাথে হালকা সততা দেখালেই আপনার কাছ থেকে সহজেই পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যাবে। যত যাই হোক, আপনি তো আদতে ইতিহাস এবং বিজ্ঞানেরই ব্যক্তি। হুমকি-ধামকি কোন কাজে না এলেও আপনার কৌতুহলটা তো ঠিকই কাজে আসবে। আপনি কি আমার বক্তব্যটা শুনে দেখবেন আগে?'

'আমার হাতে তো মনে হয় না এছাড়া আর কোন বিকল্প আছে...'

আবারো উঠে দাঁড়ালো অ্যাবট রুইজ। টেবিলের উপর থেকে বিকারটা তুলে নিয়ে তার আস্তিনের ভিতরে লুকিয়ে ফেলল। 'সকল মানুষেরই মুক্ত ইচ্ছা থাকে, প্রফেসর কঙ্কলিন। এগুলোই কখনো কখনো আমাদের উপর অভিশাপ হয়ে আসছে, আবার কখনো কখনো এগুলোই আমাদেরকে রক্ষা করে।' বলতে বলতে ডেস্ক ঘুরে বেরিয়ে এসেছে মঠাধ্যক্ষ। হাত নেড়ে ভিক্ষু কার্লোসকে পথ দেখিয়ে তাদের এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ করে বললো, 'স্যাঙ্কটামের দিকে নিয়ে চলো।'

নির্দেশটা শুনে যাজকের চমকে যাওয়া ভাবটা চোখে পড়লো হেনরির। যদিও দ্রুতই চমকে যাওয়া ভাবটা সামলে নির্দেশ মেনে নিয়ে মাথা ঝাঁকালো কার্লোস। ঘুরে তাদেরকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া শুরু করেছে সে।

প্রভুর সেনাদলের চিরকালীন বিশ্বস্ত সৈনিক, মনে মনে মন্তব্য করলো হেনরি।

'আমাদেরকে এখন কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?' জোয়ান জিজ্ঞেস করলো। এখনো হেনরির পাশেই লেগে রয়েছে সে।

আবারো করিডোরটায় ফিরে এসেছে তারা। 'আপনারাও আমাদেরকে সমভাবেই সাহায্য করবেন, এই আশায় সত্য উন্মোচন করতে যাচ্ছি।' বললো রুইজ। তাদের পিছু পিছু এগিয়ে আসছে সে।

'*এল সাঙগ্রে ডেল দায়াবলোর* ব্যাপারে সত্যতা?' জিজ্ঞেস করলো হেনরি। আরো কিছু তথ্য পাওয়ার প্রার্থনা করছে সে। 'আপনি এটার সম্পর্কে জানলেন কীভাবে?'

শব্দ করেই দীর্ঘশ্বাস ফেললো মঠাধ্যক্ষ। উত্তরটা দিবে নাকি দিবে না সে সম্পর্কে ভেবে নিচ্ছে। শেষমেশ বলতে শুরু করলো তাদেরকে, 'ঐ ধাতুটা সর্বপ্রথম স্প্যানিশ দিগ্বিজয়ীরা আবিষ্কার করেছিল এই কুজকোতেই।' বলে হাত নেড়ে উঠলো মঠাধ্যক্ষ। 'ইনকাদের পবিত্রভূমি সূর্যমন্দিরে পাওয়া গিয়েছিল এটাকে।'

BanglaBook.org

'সান্তো ডমিঙ্গো গির্জার নিচের ধ্বংসস্তুপ থেকে?' জিজ্ঞেস করলো হেনরি। মন্দিরটা সর্বপ্রথম খুঁজে পেয়েছিল পেড্রো ডি সিয়েযা ডি লিয়ন নামের এক ইতিহাসবিদ। তার বর্ণনামতে, পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সোনা-রূপা পাওয়া জায়গাগুলোর একটা ছিল এটা। এমনকী ইনকা মন্দিরের দেয়ালগুলোও প্রায় ইঞ্চিখানেক পুরু স্বর্ণের ফলক দিয়ে আবৃত করা ছিল। তবে স্প্যানিশরা দখল করার পর ভেঙে ফেলেছিল সবই। মন্দিরটার উপর তাদের ঈশ্বরের গির্জা নির্মাণের জন্য পুরো কাঠামোটাই ভেঙে গুড়িয়ে ফেলেছিল।

'ঠিক তাই,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর দিল রুইজ। 'ভেঙে ফেলার আগে মন্দিরটা নিশ্চয়ই খুব বিস্ময়কর একটা নিদর্শন ছিল। আসলেই স্প্যানিশদের এই কাজটা খুব ন্যাক্কারজনক ছিল।'

'আর, এই শয়তানের রক্ত?' জোয়ান চাপ দিচ্ছে উত্তর বের করার জন্য। 'এরকম একটা নাম কেন?'

দলটা এখন একটা দীর্ঘ ঘূর্ণায়মান সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করেছে। মঠের একদম গভীর কেন্দ্রের দিকে যাত্রা করেছে তারা। মঠাধ্যক্ষ বেশ ধীরে ধীরে সিঁড়ির ধাপগুলোতে পা ফেলছে। বার্ধক্যটা তাকে বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করছে অনবরত। কথা বলার সময়ও একটু একটু করে হাঁপাচ্ছে বৃদ্ধ মঠাধ্যক্ষ। 'ইনকারা সোনা-রূপার বেশ রঙচঙে নাম দিয়েছিল। একটাকে ডাকতো সূর্যের ঘাম বলে, আর অন্যটাকে চাঁদের কান্না। যখন স্প্যানিশ দিগ্বিজয়ীর প্রথম এই ধাতুটা এবং এর অপার্থিব ধর্মগুলো সম্পর্কে জানতে পারলো, তখন তারা এটাকে ধর্মহীন বলে ঘোষণা করে রঙচঙে একটা নাম দিয়ে দিল। *এল সাঙগ্রে ডেল দায়াবলো*, মানে শয়তানের রক্ত।'

হেনরি বুঝতে পারছে যে সে এই গল্পটার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করছে। এই ক্ষেত্রটার একজন বিশেষজ্ঞ সে। কিন্তু আগে কখনোই এমন কোন গল্প সম্পর্কে কিছুই শোনেনি। 'এই আবিষ্কারের কোন রেকর্ড নেই কোথাও?'

কাঁধ ঝাঁকালো মঠাধ্যক্ষ। 'কারণ, গির্জায় এটা সম্পর্কে খবর পৌঁছে গিয়েছিল। তারাও দিগ্বিজয়ীদের সাথে একমত হয়েছিল। এই ধাতুটাকে পরীক্ষা করে এর অপার্থিব ধর্মগুলো খতিয়ে দেখেছিল তারা। ১৫৪২ সালে পোপ তৃতীয় পল ঘোষণা করলো যে, এই ধাতুটা আমাদের প্রভুর চোখে অত্যন্ত জঘন্য এক বস্তু। এটা শয়তানের কাজ। স্প্যানিশদের সঙ্গী হিসেবে থাকা ডোমিনিকরা এই ধাতুর সকল নমুনা বাজেয়াপ্ত করে রোমে পাঠিয়ে দিয়েছিল বিশুদ্ধিকরণের জন্য। ধাতুটার আবিষ্কারের সকল তথ্য মুছে ফেলা হয়েছিল তখনই। ধাতুটা সম্পর্কে কিছু বলা বা কিছু লেখাকে শয়তানের সাথে কথা বলার সমকক্ষ হিসেবে গণ্য করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।' কথা বলতে বলতে দেয়ালের দিকে একবার তাকালো মঠাধ্যক্ষ। এখনো কার্লোসের পিছন পিছনই এগিয়ে চলছে তারা। 'পোপের নির্দেশ অমান্য করায় এই বিল্ডিংটাতেই বেশ কয়েকজন ইতিহাসবিদকে পুড়িয়েও ফেলা হয়েছিল। এই

BanglaBook.org

ধাতুর গোপনীয়তা রক্ষা করাটা আমাদের ধারার জন্য একটা বোঝা হয়ে আছে।'

'আপনাদের ধারা... আপনি কথাটা এমন ভাবে বলছেন যেন আপনারা ক্যাথলিক গির্জার থেকে আলাদা হয়ে আছেন।'

ভ্রূ-কুঁচকালো রুইজ। 'আমরা নিশ্চিত ভাবেই পবিত্র রোমান গির্জার অংশ।' বলে চোখ ফিরিয়ে নিল রুইজ। যেন অপরাধ স্বীকার করে নিচ্ছে। 'কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত, ভ্যাটিকানের মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ ছাড়া, রোমের বেশির ভাগ মানুষই আমাদের সম্পর্কে ভুলে গেছে। এখনো কেউই আমাদের এই ধারার সত্যিকারের মিশনটা সম্পর্কে জানেনা।'

'মিশনটা কী?' হেনরি জিজ্ঞেস করলো।

রুইজ তার প্রশ্নের সরাসরি কোন উত্তর দিল না। 'আসুন। নিজের চোখেই দেখতে পাবেন।'

দীর্ঘ সিঁড়ির নিচের ধাপে পৌঁছে গেছে তারা। কমপক্ষে হলেও মাটির নিচে পঞ্চাশ ফুটের মত গভীরে চলে এসেছে বলে ধারণা করছে হেনরি। সারিবদ্ধভাবে থাকা লাইটবাল্বগুলো আলোকিত করে রেখেছে পথটাকে। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে ইনকাদের প্রথাগত কাজ দেখে বিস্মিত হয়ে গেছে হেনরি। নিখুঁত দক্ষতার সাথে একটার পর একটা বড় বড় গ্রানাইটের পাথর বসিয়ে তৈরি করা হয়েছে দেয়ালটা।

হাত দিয়ে দেয়ালটাকে স্পর্শ করে দেখছে সে। মঠাধ্যক্ষের নজরে ধরা পড়লো ব্যাপারটা। 'আমরা এখন মঠের ঠিক নিচে অবস্থান করছি। সান্তো ডমিঙ্গো গির্জাটার মতই, এই মঠটাও প্রাচীন ইনকা নিদর্শনের উপর দাঁড়িয়ে আছে। সত্যি বলতে, এই পথগুলো একত্রিত হয়ে সূর্যমন্দিরের সাথে সংযুক্ত হয়ে আছে।'

'আমরা কি সেখানেই যাচ্ছি?' জোয়ান জিজ্ঞেস করলো। 'মন্দিরটায়?'

'না... আমরা এখন যাচ্ছি এগুলোর চেয়েও বিস্ময়কর একটা জায়গায়।'

কার্লোসের নেতৃত্বে ধাঁধা লাগানো পথগুলো অতিক্রম করে এগিয়ে যাচ্ছে দলটা। পাথরের উন্মুক্ত অংশগুলোর উপর বিছানো কাঠের সেতুগুলো নজরে পড়েছে হেনরির। সে প্রথমে ভেবেছিল ভূমিকম্প বা অন্য কোন কারণে প্রাচীন ইনকা পাথরগুলো গুলো ক্ষয় হয়ে যাওয়ায়, এগুলোর উপর দিয়ে চলাচলের জন্য এই সেতুগুলো বিছিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু, আরো একটা সেতু পেরুনোর পর সে লক্ষ্য করে দেখলো যে নিয়মিত বিরতিতেই সেতুগুলো বিছিয়ে রাখা হয়েছে। সবগুলো গর্তই একদম সমান মাপের। দলটা এখন কোন জায়গাটা অতিক্রম করে যাচ্ছে সেটা হঠাৎ করেই অনুমান করতে পারছে সে।

'এটা তো *প্লেস অফ দ্যা পিট*!' উচ্চস্বরে বলে উঠলো হেনরি। পিছনে পেরিয়ে ধাঁধাময় পথের একঝাঁক মোড় ও বাঁকের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

'তো আপনি আগেও এই জায়গাটার সম্পর্কে শুনেছেন?' মৃদু হেসে কথাটা বললো রুইজ।

BanglaBook.org

'প্লেস অফ দ্যা পিট?' জিজ্ঞেস করলো জোয়ান। হতভম্ব হয়ে গেছে সে।

'এটা একটা ভূ-গর্ভস্থ গোলকধাঁধা। একটা বিভীষিকাময় জায়গা। ইনকারা তাদের সবচেয়ে ঘৃণিত শত্রুকে এনে এখানে ছেড়ে দিত। জায়গাটা ধারালো পাথরে তৈরি অসংখ্য গুপ্ত ফাঁদে ভর্তি ছিল। বন্দীদের অত্যাচারের জন্য তারা এখানে কাঁকড়াবিছা, মাকড়সা, সাপ, এমনকী মাঝে মাঝে আহত পুমাও এনে ছেড়ে দিত।'

জোয়ান তাদের চারপাশে থাকা দেয়ালগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। 'কী ভয়ঙ্কর...'

'ইনকাদের কুখ্যাত টর্চার চেম্বারগুলোর একটা এটা। স্প্যানিশ দিগ্বিজয়ীরা এই জায়গা নিয়ে বিস্তৃতভাবে লিখেছিল। এটা এখানেই কুজকোতে কোথাও আছে বলে অনুমান করা হয়েছিল। কিন্তু, ধারণা করা হয় যে জায়গাটা অনেক আগেই ধ্বংস হয়ে গেছে।' বলে মঠাধ্যক্ষের দিকে তাকালো হেনরি। 'কিন্তু আদতে তা হয়নি।'

করিডোরের একটা বাঁকের কাছে গিয়ে থেমে গেছে কার্লোস। পাথরের দেয়ালের একটা উন্মুক্ত অংশের সামনে বেশ দৃঢ়ভাবে প্রায় সেনা সদস্যের মত করেই দাঁড়িয়ে আছে সে। তার রাগান্বিত সরুচোখের দৃষ্টি স্পষ্টভাবেই বুঝা যাচ্ছে যে, বন্দীদেরকে এখানে নিয়ে আসার ব্যাপারে খুব একটা সন্তুষ্ট না সে। মঠাধ্যক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত হতে পারছে না।

কার্লোসের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো অ্যাবট রুইজ। 'আমরা গোলকধাঁধার একদম কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছি এখন। আমাদের ধারার গুপ্ত আশ্রম এটা।'

করিডোরটার এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখছে হেনরি। যে দিকেই তাকাচ্ছে সেদিকেই শুধু গাদা করা গ্রানাইটের ব্লকই দেখতে পাচ্ছে। কোন জায়গায় দরজার কোন চিহ্নই নেই।

উন্মুক্ত দেয়ালটার দিকে এগিয়ে গেল অ্যাবট রুইজ। তার বড় রুবির আংটিটা দিয়ে দেয়ালের ছোট ছিদ্রে আটকে রাখা ক্ষুদ্র একটা মসৃণ স্টিলের পাতের উপর চেপে ধরলো। দেয়ালের গাঁথুনির পিছনে থাকা গিয়ারের শব্দ হতেই কয়েক কদম পিছিয়ে আসলো রুইজ।

উদ্বেগ বাড়ছে হেনরির। দেয়ালের পিছনে কী লুকিয়ে আছে সেই সম্পর্কে কোন ধারণাও নেই তার।

হুট করেই গ্রানাইটের দেয়ালের একটা অংশ আস্তে আস্তে মেঝের দিকে নেমে যেতে শুরু করেছে। উজ্জ্বল আলোর ঝলকানি আসছে ঐপাশ থেকে। এতক্ষণ অন্ধকার করিডোরের নিষ্প্রভ আলোয় থাকার হুট করে আলোর ঝলকটা যেন সইতে পারছে না চোখ দুটো। মৃদু একটু শব্দ করে দেয়ালটা পুরোপুরিই নেমে গেছে মেঝের নিচে।

আলোর উজ্জ্বলতাটা ধীরে ধীরে চোখে সয়ে আসতে শুরু করেছে। সামনের দৃশ্যটা দেখে পুরোপুরি হাঁ হয়ে গেছে হেনরি।

BanglaBook.org

তার পাশে থাকা জোয়ানও থতমত খেয়ে গেছে।

দেয়ালের ঐপাশে এখন একটা বড় কক্ষ দেখা যাচ্ছে। অনেকটা ছোটখাট গুদামঘরের মত আকৃতি কক্ষটার। উজ্জ্বল সাদা ও স্টেইনলেস স্টিলে চকচক করতে থাকা কক্ষটা আসলে ব্যাপক আকারে সজ্জিত একটা গবেষণাগার। জানালা এবং সম্পূর্ণ পরিষ্কার কাচের দরজার ঐপাশে জীবাণুমুক্ত স্যুট পড়ে থাকা একদল লোককে দেখা যাচ্ছে। প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। কাচের দেয়ালে বাধা পেয়ে বিথোবিয়ানের সুরের টানটা গবেষণাগারের বাইরের দিকে ভেসে যাচ্ছে।

একবার ইনকানদের পাথরের নির্মিতি গোলকধাঁধাটার দিকে তাকিয়ে আবারো উন্নতি প্রযুক্তির গবেষণাগারটার দিকে তাকালো হেনরি। 'আচ্ছা, আমার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছেন আপনি।'

●●●

আক্রমণের আশংকা করলেও এখনো সেরকম কিছু ঘটেনি। বড় অগ্নিকুণ্ডের কাছ থেকে সরে আসার পর প্রায় এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। রাইফেলটাকে তার কাঁধের উপর শক্ত করে ধরে রেখেছে স্যাম। গোরস্থান ও তাদের আশে পাশের সব কিছুই পাতাল পুরির অন্ধকারটা ঢেকে দিতে শুরু করেছে। আগুনের আভা কেবল সবচেয়ে কাছের সমাধিস্তম্ভটাকেই আলোকিত করে রেখেছে। এছাড়া মৃতদের শহরের পুরোটাই যেন কালিমাখা অন্ধকারে ছেয়ে আছে। শুধু শহরের একদম কেন্দ্রে, উঁচু সোনালি মূর্তিটাই আগুনের শিখায় প্রতিফলিত হচ্ছে। যেন নিশ্ছিদ্র অন্ধকার গুহায় উজ্জ্বলতা ছড়াতে থাকা একমাত্র স্তম্ভ।

এখন আর কোন কিছুই নড়াচড়া করছে না।

'হয়তো তারা চলে গেছে,' ফিসফিস করে বললো নরম্যান।

স্যাম একমত হতে পারলো না। 'না, তারা এখনো ওখানেই আছে।'

'আগুনের শিখাটা,' শেষমেশ বলে উঠলো ম্যাগি। ওর তীক্ষ্ণ কিন্তু শান্ত কণ্ঠস্বর শুনে সবার মনোযোগ ঘুরে গেছে। 'তারা প্রথমে বড় পাথর ফেলে আগুনটা নেভানোর চেষ্টা করেছিল। ভুলক্রমে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছিটকে গিয়ে পাশে গাদা করে রাখা মমিগুলোর উপর পড়েছিল। তখন যদি আগুন পুরোপুরি নিভে যেত, তাহলে এতক্ষণে আমরা নিশ্চিতভাবেই মৃতদের দলে যোগ দিতাম।'

'কী বলছো তুমি?' নরম্যান জিজ্ঞেস করলো।

'তারা আগুনকে ভয় পায়,' উত্তরটা দিল স্যাম। 'ম্যাগির কথা ঠিক। নতুন করে সমীহের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো স্যাম। 'আগুনের ভয়েই পিছিয়ে আছে তারা।'

মাথা ঝাঁকালো ম্যাগি। 'আমাদের সামনে যেটা পড়েছিল সেটার শরীরের বর্ণহীনতা দেখলেই বোঝা যায়, এরা সূর্যের আলোতে বেড়ে উঠা প্রাণী নয়। দেখে অনেকটা গুহায় বসবাসকারী প্রাণীই মনে হয়েছে।'

BanglaBook.org

'কিন্তু কী ছিল ঐটা?' রালফ জিজ্ঞেস করলো।

'আমি জানিনা,' কটমট করে বলে উঠলো ম্যাগি। দুঃশ্চিন্তার কারণে সবার মেজাজই বেশ চড়া হয়ে আছে। ডেনালকে টেনে তার পাশে এনে বসালো ম্যাগি। ভয়ে চোখ বড় বড় হয়ে আছে ছেলেটার। বাস্তব এবং অবাস্তব দুই ধরনের আতঙ্কেই আছে সে। 'কিন্তু, আর যাইই হোক না কেন, ওটা কোন আত্মা ছিল না। *ম্যালাকুঁই* না ওটা। রক্ত-মাংসের প্রাণীই। আমি অত জানি না; হয়তো ওটা কোন প্রজাতির টেকো গরিলা বা ঐ জাতীয় কোন প্রাণীই হবে।'

মাথা নাড়লো রালফ। হাতের রাইফেলটাকে কাঁধের উপর আবার ঠিকঠাক বসিয়ে নিচ্ছে। স্যাম আন্দাজ করতে পারছে যে রাইফেলটা ধরে রাখতে রাখতে দীর্ঘদেহী মানুষটার হাতও ওর মতই ব্যথা করতে শুরু করেছে। 'দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশে বড় প্রজাতির বনমানুষ দেখা গেছে বলে কিছু শোনা যায়নি কখনো।'

'কিন্তু আন্দিজের আশেপাশের অনেক অংশই এখনো অনাবিষ্কৃত আছে,' পালটা যুক্তি দেখাচ্ছে ম্যাগি। 'ঠিক এই জায়গাটির মতই।'

'কিন্তু ওটাকে দেখতে তো প্রায় মানুষের মতই মনে হচ্ছিল,' বললো নরম্যান।

ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় ধরা বিকৃত ও কুঁজো প্রাণীটাকে বর্ণনা করার জন্য আসলে ঠিক 'মানুষ' শব্দটা ব্যবহার করতে রাজি নয় স্যাম। তার চোখের সামনে ধারালো দাঁতওয়ালা প্রাণীটার জান্তব চেহারা ভেসে উঠেছে আবার। ওটা যাই হোক না কেন, নিঃসন্দেহেই ওটা মানব প্রজাতির না।

জেদ ধরে গেছে যেন ম্যাগির। অবিরতভাবে তার নিজের কথাই বলে যাচ্ছে। 'পার্বত্য অঞ্চলগুলোতে লুকিয়ে থাকা অদ্ভুত প্রজাতির প্রাণী দেখতে পাওয়ার রিপোর্ট কিন্তু আসছে পৃথিবীর সব জায়গা থেকেই। যেমন–সিয়েরা স্যাসকুয়াচ*, হিমালয়ের ইয়েটি*।'

তিক্ত স্বরে বলে উঠলো রালফ, 'বেশ। আর আমরা তাহলে আন্দিজের বীভৎস তুষারমানবকে আবিষ্কার করে ফেলেছি।'

আবারো নীরব হয়ে গেছে ক্যাম্পটা। বর্তমান পরিস্থিতির চাপের কারণে কেউ ই আর কোন কথা বলার সাহস পাচ্ছে। পুরোপুরি নীরব হয়ে আছে ক্যাম্পটা। মাঝে মাঝে আগুনে কোন কিছু ফাটা বা ফুটে যাওয়ার শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। বেশ কিছুক্ষণ পর স্যাম আশা করতে শুরু করলো, নরম্যানের প্রথম কথাটা হয়তো ঠিকই ছিল। হয়তো ঐ অদ্ভুত প্রাণীটা চলে গেছে এখান থেকে।

---

* স্যাসকুয়াচ–প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলগুলোতে দেখতে বানর-প্রজাতির মত এক প্রাণী।

ইয়েটি– হিমালয়ের অঞ্চলের রোমশ অর্ধ-ভাল্লুক অর্ধ-মানব জাতীয় দীর্ঘাকায় এক প্রাণী।

BanglaBook.org

এর পর পরই গুহার গভীর অঞ্চল থেকে তীক্ষ্ণ আর্তনাদের শব্দ ভেসে এলো। সাথে সাথে গলার গর্জনের শব্দও শোনা যাচ্ছে।

দলটা আবার উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। স্যামের আঙুল চলে গেছে তার উইনচেস্টারের ট্রিগারের উপর।

'স্থানীয়রা বিরামহীন ভাবে বেড়ে উঠতে শুরু করেছে,' ফিসফিস করে বললো নরম্যান।

বদ্ধ গুহায় কর্কশ ধ্বনি ও ক্রমশ বাড়তে থাকা অস্পষ্ট আওয়াজগুলোর অনুনাদ হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন, শত শত জন্তু-জানোয়ার তাদের চারপাশ ঘিরে রেখেছে।

'আমাদের কী করা উচিৎ?' নরম্যান জিজ্ঞেস করলো।

'দুইটা উপায় আছে,' জবাব দিল স্যাম। 'প্রথমটা, সমাধিগুলোর কোন একটায় আমরা বড় একটা গর্ত খুঁড়ে তাতে বসে থাকতে পারি। তারপর সমাধির প্রবেশমুখে বিশালকৃতির অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে প্রাণীগুলোর চলে যাওয়ার অপেক্ষা করব। যদি তারা আক্রমণ করতে আসে তাহলে বাধা দিব।' বলে তার পকেটে চাপড় দিল স্যাম। 'আমার কাছে হয়তো ডজনখানেকের মত শেল আছে। আর, রালফের কাছে ত্রিশটার মত।'

তাদের পাশে থাকা সমাধিগুলোর একটার সরু প্রবেশমুখের দিকে চোখ ফেরালো ম্যাগি। তার চিন্তিত অভিব্যক্তিটাই বলে দিচ্ছে যে স্যামের আইডিয়াটা পছন্দ হয়নি তার। 'আমরা সেখানে একদম আটকে পড়বো। ওখানে একবার আটকালে পালাবার কোন পথই আর থাকবে না। আর, প্রাণীগুলোর আগুনে ভীতি কমে যাওয়া নিয়েও শঙ্কা হচ্ছে আমার।'

'আর, যদি আগুন নিভে যায়?' নরম্যান জিজ্ঞেস করলো। 'যদি গর্তে থাকাকালীন সময়ে আমাদের জ্বালানির ইন্ধন মমিগুলো শেষ হয়ে যায়, তাহলে কে ওখান থেকে বের হয়ে আরো মমি নিয়ে আসবে?'

তাদের উদ্বেগের কারণটা ধরতে পারছে স্যাম। 'ঠিক তাই, উপায়টা খুব একটা ভাল না। তাই, দ্বিতীয় আরেকটা উপায় আছে। আমরা এখান থেকে বের হওয়ার জায়গা খুঁজব। আমাদেরকে পথ দেখানোর জন্য নরম্যানের লাইট মিটারটা ব্যবহার করতে পারব। আমরা অস্ত্র এবং হাতে মশাল নিয়ে যাব। যদি আগুনে তারা ভয় পেয়েই থাকে, তাহলে মশাল উঁচিয়ে ধরে তাদেরকে আঁটকে রাখা যাবে। অন্ততপক্ষে, এখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার জন্য এটুকই যথেষ্ট হবে।'

রালফ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে বাকিদের কথাবার্তা শুনছে। 'সিদ্ধান্ত যেটাই হোক না কেন, সিদ্ধান্তটা একটু তাড়াতাড়ি নেওয়া উচিৎ আমাদের।'

'যেরকমটা বলেছিলাম আমি–আমরা কিছু করছি না দেখেই তারা আরো সাহস পেয়ে যাচ্ছে,' বলে যাচ্ছে ম্যাগি। 'কিন্তু আগুন সাথে নিয়ে যদি আমরা এখান থেকে চলে যেতে শুরু করি, তাহলে অবশ্যই সেটা আবারো তাদের

BanglaBook.org

মাঝে ভয় ধরিয়ে দিবে। আর হয়তো এই গুহাটাই তাদের আবাসস্থল। যদি এটা তাদের আবাসস্থল কেড়ে নেওয়ার ব্যাপার হয়ে থাকে, তাহলে আমাদেরকে চলে যেতে দেখলে হয়তো তারা আর আক্রমণই করবে না।'

'অনেকগুলো 'হয়তো' জড়িয়ে আছে তোমার বক্তব্যে,' বিরোধ প্রকাশ করলো রালফ।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে উঠলো ম্যাগি। 'এখানে আটকে থাকার চেয়ে আমি বলব এখান থেকে সরে যাওয়াটাই উত্তম হবে। আমার মনে হয় না এক জায়গা বেশিক্ষণ পড়ে থাকাটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আমি এখান থেকে চলে যাওয়ার পক্ষেই ভোট দিব।'

'আমিও,' দ্রুত বলে উঠলো ডেনাল। তার কণ্ঠে এখনো ভয়ের ছাপ ফুঁটে আছে।

মাথা ঝাঁকালো নরম্যানও। 'আমরা এখানে আসলেই বেশি সময় কাঁটিয়ে ফেলেছি।'

রালফের দিকে চোখ ফেরালো স্যাম।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে সায় দিল দীর্ঘদেহী সাবেক ফুটবলার। 'চলো তাহলে, এখানের ক্যাম্পটা গুটিয়ে ফেলি।'

'সেটার জন্য আছি আমি।' তারা সবাই একই সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে দেখে স্বস্তি পেল স্যাম। তবে প্রার্থনা করছে যাতে এই সিদ্ধান্তটাই সঠিক হয়। 'রাইফেলগুলোর জন্য আমার আর রালফের হাত খালি রাখা দরকার। বাকিরা সবাই মশাল জ্বালিয়ে নাও।'

হিংস্র প্রাণীগুলোর চিৎকার-চেঁচামেচির শব্দ ভেসে আসছে অন্ধকারের মাঝ থেকে। রালফ আর স্যাম নজর রাখছে অন্ধকার কবরস্থানের চারদিকে। অন্যরা দ্রুততার সাথে মশাল তৈরি করে নিচ্ছে। নিকটস্থ সমাধি থেকে আরো একটা মমি বের করে এনেছে ওরা। মমির হাত-পা ছিড়ে নিচ্ছে। ওদের তিনজন মানে ডেনাল, ম্যাগি ও নরম্যান প্রত্যেকের জন্য একটা করে।

মমির চিকন একটা পা আস্ফালন করতে করতে পিছিয়ে এসেছে নরম্যান। 'কারো পা টেনে ধরার ব্যাপারে শুনেছিলাম আমি, কিন্তু এটা খুবই হাস্যকর।' শ্রম ও উদ্বেগের কারণে ঘামে মুখ চিকচিক করছে তার। অগ্নিকুণ্ডের কাছে গিয়ে মমির পায়ে আগুন ধরিয়ে নিল সে। 'কানের কাছে কেউ একজন বলছে যে এই কাজটার জন্য নরকে যাব আমি।' বলে অন্ধকার গোরস্থানের উপর একবার নজর বুলিয়ে নিচ্ছে। 'কিন্তু সত্যি বলতে, আমি হয়তো এখন সেখানেই আছি।'

তার উদ্বিগ্ন কথাবার্তাগুলো পরিহার করে, তার কাজটা অনুসরণ করছে ম্যাগি ও ডেনাল। দ্রুতই প্রজ্বলিত হাত-পা গুলো শূন্যে উঁচিয়ে ধরলো ওরা।

'যদি দরকার হয় সেজন্য আমি বাড়তি মশাল নিয়ে নিয়েছি সাথে করে,' বলে তার কাঁধে ঝুলানো ব্যাগে রাখা বিচ্ছিন্ন হাতটার দিকে নির্দেশ করলো। 'যাওয়ার পথে দরকার পড়লে আমরা আরো মশাল সংগ্রহ করে নিতে পারব।'

BanglaBook.org

'যদি এই নিকৃষ্টতর অবস্থাটা আরো নিকৃষ্টতম হয় তবেই,' নরম্যান বলছে। 'শেষ ভরসার জন্য ক্যামেরার স্ট্রোব ফ্ল্যাশটাও আছে আমার কাছে।'

'তাহলে বেরিয়ে পড়া যাক,' বললো স্যাম। 'আমি আগে আগে থাকব। আমার সাথে থাকবে নরম্যান। পথ দেখানোর জন্য তার লাইট মিটারটার দরকার পড়বে আমাদের। ম্যাগি, তুমি কি তোমার মশাল আর ফ্ল্যাশলাইট দুটোই সামলে নিয়ে এগুতে পারবে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল ম্যাগি।

'তাহলে তুমি ডেনালকে সাথে নিয়ে আমাদের পিছে পিছে থাকবে। আর রালফ আমাদেরকে পাহারা দেওয়ার জন্য থাকবে সবার পিছনে। আমরা প্রথমে শহরের উপর দিয়ে যাব। ইতিমধ্যেই জেনে গেছি যে, পিছনে আমাদের জন্য বের হওয়ার কোন পথ নেই... তাই, সামনে এগিয়ে যাওয়াটাই হবে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।' বলে সবার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলো স্যাম। কেউ ই তার পরিকল্পনা নিয়ে কোন দ্বিমত পোষণ করছে না। 'চলো তাহলে এগুতে থাকি।'

যাত্রা শুরু করলো দলটা। গোরস্থানের সমাধিগুলোর মাঝের পথটা তাদের সবার একত্রে চলার মত যথেষ্ট প্রশস্তই আছে। স্যামের পাশ দিয়ে মিটারটা দেখতে দেখতে হেঁটে এগুচ্ছে নরম্যান। মশালের আলো না পড়ার জন্য মিটারটাকে তার শরীর দিয়ে ঢেকে রেখেছে। স্যামের অপর পাশে রয়েছে ম্যাগি। তার ফ্ল্যাশলাইটটা ধরে রেখেছে সামনের দিকে। ডেনাল এখনও ম্যাগির সাথে সাথেই লেগে আছে। শুধু রালফই একমাত্র স্যামের বলা নির্দেশটা ঠিকমত মেনে এগুচ্ছে। সবার পিছনে রয়েছে সে। পিছনের দিকটার উপর নজর রেখে রেখে এগুচ্ছে।

ধাঁধাময় পথগুলো পেরিয়ে গুহার দূরবর্তী দেয়ালটার দিকে যাত্রা শুরু করেছে তারা। ম্যাগির পূবের অনুমানটা আংশিকভাবে সত্য বলেই প্রমাণিত হচ্ছে। গর্জনের কর্কশ শব্দটা আসলেই কমে এসেছে। প্রাণীগুলো নিশ্চিতভাবেই নড়তে থাকা আগুন দেখে কিছুটা থমকে গেছে। কিন্তু তাদের যতটা আশা করেছিল ঠিক ততটা উন্নতি হয়নি অবস্থার। আর্তনাদ এবং গর্জনের শব্দ এখনো তাদের চারপাশে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বরং অবস্থাটাকে এখন আরো খারাপ মনে হচ্ছে। শব্দগুলো তাদের আরো নিকট থেকে আসতে শুরু করেছে।

হুট করেই পিছন থেকে রাইফেলের গুলি ছোঁড়ার বিকট শব্দ শুনতে পেল তারা। ঝট করে ঘুরে তাকালো স্যাম। আত্মা ধকধক করছে তার। কাঁধের উপর থাকা উইনচেস্টারটা তাক করে ধরে রেখেছে। তাদের থেকে কয়েক গজ দূরে দাঁড়ানো রালফের রাইফেলের নলটা থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে।

'ধ্যাত!' চেঁচিয়ে উঠলো স্যাম। বিস্ফোরণের শব্দে কানে তালা লেগে গেছে যেন তার। 'কিছু দেখেছিলে কি তুমি?'

BanglaBook.org

মাথা নেড়ে জবাব দিল রালফ। অন্ধকার কবরস্থানটার দিকে চোখ রাঙ্গাতে রাঙ্গাতে বলছে, 'শুধু একটা ওয়ার্নিং শট মাত্র। যদি আগুনটা তাদেরকে পুরোপুরি ভয় না দেখাতে পারে! তাই ভাবলাম রাইফেল দিয়ে হয়তো কাজ হলে হতেও পারে।'

'ওহ্ ঈশ্বর, আরেকটু হলেই তো হার্ট অ্যাটাক করে বসতাম আমি!' বিস্মিত হয়ে আছে ম্যাগি। 'পরের বার এমন কিছু করার আগে সতর্ক করে দিও আমাদেরকে।'

দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছে রালফ। হতবিহ্বল অভিব্যক্তি ফুঁটে উঠেছে তার চেহারায়। 'স্যরি, আমি শুধু কিছু একটা করতে চাচ্ছিলাম। আর্তনাদের শব্দে কান অকেজো হয়ে যাওয়ার দশা হয়েছিল আমার।'

ভয়ে পাথরের মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছিল নরম্যান। সেখান থেকে আবার উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে রালফকে উদ্দেশ্য করে বলছে, 'পরের বার এমন করলে, আমাকে নতুন এক জোড়া আন্ডারওয়্যার ধার দিতে হবে তোমার।'

ডেনাল এখনো ম্যাগির পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। 'শুনে দেখুন,' বলছে সে, 'এখন একদম নিরব হয়ে গেছে সব।'

কানের চিনচিনে ভাবটা আস্তে আস্তে কমে যেতেই স্যাম বুঝতে পারলো যে ছেলেটা সত্যি কথাই বলছে। রালফের অপরিকল্পিত কাজটায় তেমন কোন বড় উপকার না হলেও আর্তনাদটা থেমে গেছে। একদম নিশ্চুপ হয়ে গেছে যেন গুহাটা।

'হয়তো গুলির শব্দে ভয়ে পেয়ে গেছে ওরা,' প্যান্ট থেকে ধুলা ঝাড়তে ঝাড়তে বললো নরম্যান।

'তবে এটার উপর ভরসা করে বসো না,' স্যাম বললো। 'এগুতে থাকো সামনে।'

গোলকধাঁধার মত পথগুলোর উপর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে দলটা। কবরস্থানটা যে তৈরি করেছিল তার পৌর পরিকল্পনা জাতীয় কোন জ্ঞান ছিল না বলেই ধারণা করছে স্যাম। জায়গাটায় একটা সোজা রাস্তাও নেই। সবগুলো রাস্তাই হুট করে শেষ হয়ে যাচ্ছে। এত সময়েও তাদের অগ্রগতি হয়নি খুব একটা। শহরের কেন্দ্রে থাকা সোনালি মূর্তির সাথে দূরত্ব পরিমাপ করে স্যাম যতটা বুঝতে পারছে যে তারা শামুকের গতিতে এগিয়ে চলছে। এগিয়ে যাওয়ার লাইট মিটারের সাহায্য নেওয়া বন্ধ করতে হবে তাদেরকে।

'আমরা তো মনে হচ্ছে এই গোলকধাঁধায়ই আঁটকে পড়বো,' একটা সময় অভিযোগই করে বসলো নরম্যান। লাইট মিটারটার উপর ঝুঁকে রয়েছে সে। নিজের দেহ দিয়ে মশাল থেকে আড়ালে রেখেছে মিটারটাকে।

'বের হওয়ার কোন না কোন রাস্তা তো অবশ্যই আছে,' প্রতিবাদ করে বলে উঠলো স্যাম।

দলটার উদ্বেগ এখন আরো বেশি বাড়তে শুরু করেছে। তাদের উদ্বেগটা কোন তর্জন-গর্জন বা জন্তুর উপস্থিতির জন্য নয়, বরং এই বিদঘুটে নীরবতাই

BanglaBook.org

তাদেরকে স্নায়ুকে আরো বেশি উদ্বিগ্ন করে তুলছে। জন্তুটা কোথায় আছে সে সম্পর্কে কোন ধারণা না থাকলেও, প্রতিটা চলমান ছায়া বা পাথরের ঘর্ষণের শব্দ শুনেই কেঁপে উঠছে স্যাম। যদিও অন্যরা কেউ কিছু বলছে না, কিন্তু তারাও জানে যে জন্তুগুলো তাদের আশেপাশেই কোথাও আছে। তাদের আদিম প্রবৃত্তিটা গুপ্ত শিকারীর ব্যাপারে সতর্কতা জানাচ্ছে। এমন অনুভূতি হচ্ছে যেন অন্ধকারের ভিতর থেজে কালো চোখগুলো নজর রাখছে তাদের উপর।

এগুনোর সাথে সাথে নিশ্ছিদ্র নীরবতা যেন জেঁকে ধরলো তাদেরকে। কেউ ই এখন আর কোন কথা বলছে না। এমনকী নরম্যানের অভিযোগ করাও পুরোপুরি থেমে গেছে। আশেপাশের উঁচু জায়গাগুলোর দিকে নজর ফেললো স্যাম। আশা করছে আর্তনাদটা যেন আবার শুরু হয়। এই অভিশপ্ত নীরবতা থেকে তো যে-কোন ধরনের শব্দই ভাল।

হঠাৎ করে উপরের দিকে থেকে গজরানোর শব্দ শুনতে পেলে। দ্রুত পাশের সমাধিটার উপর ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেললো ম্যাগি। পাংশুটে মুখগুলো একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। প্রাণীগুলোর বড় বড় চোখে প্রতিফলিত হচ্ছে ফ্ল্যাশলাইটের আলো। তীক্ষ্ণ ধারালো দাঁতগুলো উন্মুক্ত করে ঠোঁট পাকিয়ে রেখেছে প্রাণীগুলো।

'পিছাও!' বলে হেঁচকা টান দিয়ে ম্যাগি ও ডেনালকে তার পিছনে নিয়ে আসলো স্যাম।

গর্জে উঠলো রালফের রাইফেলটা। বিকৃত প্রাণীগুলোর একটা পাঁক খেয়ে বাতাসে উড়ে গেল যেন। আহত ঘাড়ের অংশটা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। আর্তনাদ করতে করতে গিয়ে আছড়ে পড়লো পাথরের মেঝের উপর।

অন্যদেরকেও পিছনে এনে জড়ো করে ফেলেছে স্যাম। রাস্তা ধরে পিছিয়ে যেতে শুরু করেছে তারা। উইনচেস্টারের লম্বা নলটার দিকে নজর দিল স্যাম। রাস্তায় গুড়ি মেরে বসে থাকা প্রাণীগুলোর একটা উঠে দাঁড়িয়েছে। এই প্রথম জন্তুটার দিকে ভালভাবে নজর দিতে পারলো স্যাম। আগের বারেরটার মতই এটাও ফ্যাঁকাশে এবং লোমবিহীন। তবে, এই প্রাণীটা একটু ক্ষীণকায় হাড্ডিসার। টেনে রাখা পাতলা চামড়ার উপর দিয়েই প্রাণীটার বুকের সবগুলো পাঁজর গোণা যাচ্ছে। এটার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলতেও শুধু লম্বাটে হাড়টাই, পেশিতন্তুগুলোও বিবর্ণ। কিন্তু এর চেহারাটা দেখে থমকে গেল স্যাম। মুখটা দেখতে অনেকটা ভাল্লুকের মত ভোঁতা। দাঁতগুলোর প্রত্যেকটাকেই বিষদাঁতের মত তীক্ষ্ণ মনে হচ্ছে। পরিষ্কারভাবেই প্রাণীটা মাংসাশী। কিন্তু, এর থেকেও বেশি থমকে দেওয়ার মত দিকটা হল এর বড় বড় কাল চোখগুলো। প্রাণীটার দৃষ্টির প্রাথমিক অর্থটা অনুধাবন করতে পারছে স্যাম। ক্রোধের সাথে কৌতুহল মিশে আছে প্রাণীটার দৃষ্টিতে। একটা প্রাণঘাতী সংমিশ্রণ।

তবে সাথে সাথে প্রাণীটার সতর্কতাটাও ধরতে পারছে স্যাম। ক্ষীণকায় প্রাণীটা তার আহত সঙ্গীটার দিকে তাকালো একবার। ঐটা এখনো মাটিতে

BanglaBook.org

পড়ে ছটফট করছে। সময়মত তার রাইফেলটাকে সরিয়েও আনতো পারলো না স্যাম। তার আগেই সাদা ভূতের মত করে মিলিয়ে গেছে প্রাণীটা।

ধ্যাঁত, খুব দ্রুতগতিতে চলাচল করে প্রাণীটা।

এর দলের অন্য সদস্যরাও আস্তে আস্তে উঠে আসতে শুরু করেছে উপরে। প্রতিটা খানা-খন্দ থেকেই উঠে আসছে তারা। প্রাণীগুলোর মাঝে থাকা সুক্ষ্ম পার্থক্যগুলো ধরতে পারছে স্যাম। কিছু কিছু খর্বাকৃতির। একটু আগে সে যেটাকে পর্যবেক্ষণ করছিল সেটারই ক্ষুদ্র সংস্করণ। আবার, কিছু কিছু স্থুল শরীরের। এমনকী কয়েকটার তো আবার ডানারও উদ্ভেদ হয়েছে, যেখানে মানুষের স্কন্ধফলকটা থাকে। তবে তাদের সবার মাঝে একমাত্র যে মিলগুলো রয়েছে তা হল-তাদের তীক্ষ্নতা, ক্ষুধার্ত কাল চোখ এবং অর্ধ-স্বচ্ছ শরীর।

'স্যাম... তোমার বাঁ দিকে!' ডেকে উঠলো ম্যাগি।

ঝট করে ঘুরে তাকালো স্যাম। প্রাণীগুলোর একটা তার মাথার বিশাল একটা পাথরের টুকরো নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বেঁটে প্রাণীটা তার বাঁকা পায়ের উপর ভর করে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে তাদের দিকে।

লক্ষ্য স্থির করার জন্য খুব একটা সময় নেই স্যামের কাছে। বেশ কয়েকবছরের পাখি শিকারের অভিজ্ঞতাটাই তাকে কাজে দিচ্ছে এই মুহূর্তে। লক্ষ্যটার দিকে তাক করেই ট্রিগার চেপে দিল স্যাম। বুলেটটা সরাসরি গিয়ে আঘাত হানলো জন্তুটার বুকের মাঝে। বুলেটের আঘাতের কারণে গতি কমে গেছে প্রাণীটার। হাঁটুর উপর ভর করে হালকা পিছলে পড়লো জন্তুটা। তেলের মত কালো রক্ত গড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে এর উন্মুক্ত সাদা বুক থেকে। মাথার উপর ধরে রাখা পাথরের টুকরোটা হাত থেকে ছুটে গিয়ে পড়লো জন্তুটার কাঁধের উপর।

রাইফেলের আরেকটা গর্জন শুনে ডান দিকে ঘুরে তাকালো স্যাম। তার থেকে কয়েক কদম দূরে দাঁড়িয়ে আছে রালফ। মেঝের উপর আরেকটা প্রাণীর মোচড় খাওয়া দেহ দেখতে পেল স্যাম। রালফ হাত নেড়ে তাকে অভয় দিল যে অন্য দিকটার উপর নজর রাখছে সে। 'চালিয়ে যাও!'

আরেকটা চিৎকার সতর্ক করে দিল স্যামকে। তবে, এইবার চিৎকারটা ম্যাগির গলা থেকে আসেনি। কুঁজো প্রাণীগুলোর একটা মাদী আক্রমণের ভয়ে আর্তনাদ করে যাচ্ছে। প্রাণীটার পাংশুটে হাতে একটা লাঠি উঁচিয়ে ধরে রেখেছে।

রাইফেলটা ঘুরাতে রীতিমত জোর খাটাতে হচ্ছে স্যামকে।

'স্যাম!'

লাঠিটা তার দিকে ঘুরিয়ে আনছে প্রাণীটা। সে যতটা ভেবেছিল ঘূর্ণনের গতি তার থেকেও অনেক বেশি। এক কদম পিছিয়ে গেল সে। কিন্তু দেরী করে ফেলেছে। লাঠিটা এসে সজোরে আঘাত হানলো উইনচেস্টারের নলের উপর। রাইফেলটা স্যামের হাত থেকে ছিটকে গিয়ে পড়লো পাথরের উপর।

BanglaBook.org

আঘাতের তীব্রতায় হাতে কাঁটা দিয়ে উঠেছে যেন স্যামের। লাঠিটা এবার তার মাথার দিকে তাক করে ঘুরানো শুরু করেছে মাদী জন্তুটা। বিজয়ের উল্লাস করতে শুরু করেছে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মাথাও নিচু করতে পারছে না স্যাম।

হঠাৎ করে তার বাম কানের দিকটা জ্বলে উঠলো যেন। ব্যথায় এবং চমকে ঢোক গিললো স্যাম।

'স্যরি,' বলে হাতে ধরা মশালটা স্যামের কাছ থেকে সরিয়ে আক্রমণকারী প্রাণীটার সামনে উঁচিয়ে নাড়ানো শুরু করলো ম্যাগি।

আগুন দেখেই জন্তুটার চোখে ভয় বাড়তে শুরু করেছে। উল্লসিত ধ্বনির বদলে এখন আতঙ্কিত আর্তনাদ বের হচ্ছে এর কণ্ঠ দিয়ে। লাঠিটা হাত থেকে ফেলে দিয়েছে। আগুনের থেকে বাঁচার জন্য মুখ ঢেকে ফেলেছে হাত দিয়ে।

স্যামের পাশে চলে এল ম্যাগি। মশাল দিয়ে প্রাণীটার দিকে খোঁচা দেওয়া শুরু করেছে।

পালানোর জন্য উলটো দিকে ঘুরে গেছে জন্তুটা। হুড়মুড় করে পাশের একটা সমাধির উপর দিয়ে ছুট লাগিয়েছে। আবারো, অপার্থিব গতিতে পালিয়ে গেল প্রাণীটা।

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে স্যামের দিকে ঘুরে তাকালো ম্যাগি। 'রাইফেল উঠাও তোমার!' নরম্যানের দিকে তাকালো এরপর। 'মশালগুলোকে কাজে লাগাও।' রালফের দিকে হাত উঁচিয়ে দেখালো ম্যাগি। গুহার মধ্যে রালফের রাইফেলটা আবারো গর্জে উঠেছে। কাল মানুষটাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছে প্রাণীগুলো। 'যাও, তাকে সাহায্য করো! আমি ডেনাল আর স্যামের সাথে আছি। পালানোর সময় আমাদের একে অপরকে সাহায্য করেই এগুতে হবে।'

লড়াই করতে থাকা সাবেক ফুটবলারের দিকে আগানোর জন্য পা বাড়ালো নরম্যান। হাতে থাকা জলন্ত মশালদুটোকে নির্দয়ভাবে নাড়িয়ে যাচ্ছে। 'পালিয়ে যাব কোথায়?' পিছন ফিরে হাঁক ছাড়লো সে।

'এই জায়গা ব্যতিত অন্য যে-কোন জায়গায়!' উত্তর দিল ম্যাগি।

নরম্যান এমনভাবে মাথা ঝাঁকালো যেন এই উত্তরটাই তার জন্য যথেষ্ট। দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সে। রালফের সাথে লড়াইক্ষেত্রে ঢুকে পড়েছে। রাইফেলটা থেকে অনবরত গুলিবর্ষণ করে যাচ্ছে রালফ। আর, নরম্যান তার হাতের মশালগুলো ঘুরাতে ঘুরাতে লম্বা মানুষটার জন্য জায়গা খালি করে যাচ্ছে।

বাম পাশ থেকে ডেনালকে খাবি খেতে শুনলো স্যাম। রাইফেলটা নিয়ে ঘুরতেই দেখলো যে তিনটা ছোট ছোট প্রাণীর আক্রমণে কোনঠাসা হয়ে গেছে কুঁইচা ছেলেটা। স্যামকে যেটা মাত্র আক্রমণ করেছিল সেটারই ক্ষুদ্র সংস্করণ যেন প্রাণীগুলো। পাথরের মেঝের উপর দিয়ে হাতের অগ্রভাগের উপর ভর করে এগিয়ে আসছে। ক্ষুদ্রাকৃতির বনমানুষের স্মারকচিহ্ন যেন ওগুলো।

BanglaBook.org

খালি হাত দিয়ে ডেনালকে টেনে তার পিছনে নিয়ে আসলো স্যাম। তারপর তার রাইফেলটা উঁচিয়ে তাক করে ধরলো তিনজনের মাঝে সবচেয়ে এগিয়ে থাকা প্রাণীটার দিকে। একদম পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ। ট্রিগারের চাপ দিয়ে প্রাণীটার খুলির পিছনের অংশ উড়িয়ে দিল স্যাম। রক্ত ছিটকে গিয়ে পড়লো পিছনে থাকা বাকি দুইজনের শরীরে। একটু থেমে গেছে পিছনে থাকা জন্তু দুটো।

'পিছাতে থাকো!' চেঁচিয়ে উঠলো স্যাম। ম্যাগি ও ডেনালকে নিয়ে পাশের রাস্তাটায় সরে গেল স্যাম। বাকি দুইজন এগিয়ে আসছে তাদের দিকেই। প্রাণীগুলোর আরেকটা ছাদ থেকে খাবলে ধরেছে ম্যাগিকে। তবে, ম্যাগি তার হাতের মশাল উঁচিয়ে ধরতেই পালিয়ে গেল প্রাণীটা।

আর্তনাদ করতে করতে দানবদের এক জোড়া দ্রুতবেগে লাফিয়ে রাস্তার দিকে এগিয়ে আসছে। তবে মানুষদের দিকে না। জোড়াটা তাদের মৃত সাথীদের উপর লাগিয়ে পড়লো। তীক্ষ্ণ দাঁত ও থাবা দিয়ে ছিড়তে শুরু করেছে মৃতপ্রাণীগুলোকে।

স্যাম, ম্যাগি এবং ডেনাল এগিয়ে চলছে সামনের দিকে।

'ঐ প্রাণীগুলো আসলে কী?' আতঙ্কিত কণ্ঠে বিড়বিড় করে বললো ম্যাগি।

এই প্রশ্নের কোন উত্তর নেই স্যামের কাছে।

মৃতদের মাংস খাওয়ার জন্য আরো প্রাণী জড় হয়েছে এখন। রক্তের ঘ্রাণই টেনে আনছে তাদেরকে। কাছেপিঠে কোন মশাল বা আগুনের অস্তিত্ব না থাকায়, গর্ত ও ছায়ায় লুকিয়ে থাকা প্রতিটি প্রাণীই হাজির হয়েছে এখন। তাদের মধ্যে যে ধরনের ক্ষীণ নিরপেক্ষতাটা ছিল এতক্ষণ, তাজা মাংস ও রক্তের ঘ্রাণ পেয়ে এখন সেটা উবে গেছে।

কোণার দিকে থেকে একটা গমগমে কণ্ঠস্বর আওয়াজ দিয়ে উঠলো। 'স্যাম! ম্যাগি!' রালফের কণ্ঠস্বর এটা। 'আমরা তোমাদের এখানে এখন পৌছুতে পারছি না। প্রাণীগুলোর সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে।'

প্রাণীগুলোর ব্যাপক হত্যালীলার দিকে তাকিয়ে দেখলো স্যাম। প্রাণীগুলোর মাঝে এখন যে ধরণের বুনো উন্মত্ততা জেগে উঠেছে, স্যামের আশংকা হচ্ছে এদের হয়তো এখন আগুন দেখিয়েও আর ভয়ে কাবু করা যাবে না। 'আমাদের এখানে পৌছার চেষ্টাও করার দরকার নেই!' হাঁক ছেড়ে বলল স্যাম। 'আমরা এই পথেই এগিয়ে যাব! সোনালি মূর্তিটার দিকে। ওখানেই দেখা হবে আমাদের!'

কোণার দিকে রাইফেলের গুলি বর্ষণের আরো গর্জন শোনা যাচ্ছে এখন।

তাদের পিছন থেকে ফ্ল্যাশলাইটের আলো জ্বালিয়ে ধরলো ম্যাগি। ক্ষণিকের জন্য দৃশ্যটা পরিষ্কারভাবে ধরা পড়লো তাদের নজরে। পাশের রাস্তার খাবারের সন্ধ্যানে প্রাণীগুলো এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে যেমনটা আলো দেখলে ঘিরে ধরে আলোপতঙ্গরা। 'দ্রুত করো,' তাড়া দিল ম্যাগি। 'কে জানে নিজেদের মাংস খেয়ে কতক্ষণ সন্তুষ্ট থাকতে পারবে প্রাণীগুলো?'

BanglaBook.org

আর কোন সতর্কতার প্রয়োজন নেই স্যামের। সোনালি মূর্তির দিকে লক্ষ্য করে অন্ধের মত যে-কোন রাস্তা ধরেই এগিয়ে যাচ্ছে তারা। চারপাশে দানবগুলোর ভয়াবহ গর্জন প্রতিধ্বনিত হয়ে যেন তাদের গতিটা আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। ছুটে চলতে চলতেই স্যাম তার রাইফেলে গুলি ভরে নিচ্ছে। কাঁপা কাঁপা আঙুলে শেলগুলোকে ঠিক জায়গা মত ঢুকাতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলছে। কোন রকমে কাজটা শেষ করে বন্ধুকটা আবার কাঁধে ঝুলিয়ে নিল। গতি বাড়িয়ে ম্যাগির সাথে দূরত্বটা কমানোর চেষ্টা করছে এখন।

'কী অবস্থা এখন তোমার?' হাঁফ নিতে নিতে তাকে জিজ্ঞেস করলো স্যাম।

তার দিকে চোখে ফেরালো ম্যাগি। মশালের আলোতে তার মুখ ফেঁকাশে ও ঘর্মাক্ত দেখাচ্ছে। 'ঠিকই,' উত্তর দিল সে। 'তবে, দৌড় থামানোর পর আরেকবার জিজ্ঞেস করো আমাকে।'

স্যাম তার কাছে পৌঁছে কনুইয়ে মৃদু চাপ দিয়ে আশ্বস্ত করলো। সে জানে ম্যাগি কিসের কথা বলেছে। প্রাণীগুলোর সাথে লড়াই এবং পালানোর সময় অ্যাড্রেনালাইনের ক্ষরণের কারণে আতঙ্কটা পুরো চেপে ধরতে পারেনি তাদেরকে। পরিস্থিতির সত্যিকারের আতঙ্কটা এখনও তাদেরকে পুরোপুরি গ্রাস করে নিতে বাকি আছে।

স্যামের হাতে মৃদু চাপড় দিয়ে তাকে আশ্বস্ত করলো ম্যাগিও। 'আমি ঠিকই থাকব।'

দুর্বলভাবে তার দিকে তাকিয়ে হাসলো স্যাম। 'আমরা এখান থেকে বের হয়ে যাব দ্রুতই।'

মাথা ঝাঁকালো ম্যাগি। কিন্তু স্যাম ঠিকই জানে যে ম্যাগি তার কথাটা ঠিক বিশ্বাস করেনি। তাদের কেউই অত বোকা না। প্রাণীগুলো নিঃসন্দেহেই গুপ্তশিকারী এবং নরভূক। তাদের পাংশুটে দেহ ও বড় বড় চোখ থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে, প্রাণীগুলো হয়তো বংশাগতভাবেই গুহার বসবাসকারী। হয়তো হাজার হাজার বছর ধরেই আছে এখানে। সংকরিত প্রজনন, রূপান্তর কত কিছুই ঘটেছে লম্বা সময়টার মাঝে। কে জানে এককালে এই প্রাণীগুলো আসলে কী ছিল? হয়তো এরা দীর্ঘকায় বনমানুষের কোন অজানা প্রজাতি, কিংবা হয়তো প্রাগৈতিহাসিক আমলের মানবগোষ্ঠী। কিন্তু যদি এই গুহা থেকে বের হওয়ার কোন রাস্তা থেকেই থাকে, তাহলে এই দানবগুলো গুহা ছেড়ে যায়নি কেন এতদিনে?

ধাঁধাটা জেঁকে বসেছে স্যামের মনে। আতঙ্কের ভাবনাগুলো থেকে তাকে দূরে রাখছে ধাঁধাটা। হয়তো ডেনালের কথাটাই ঠিক। এই প্রাণীগুলো হয়তো আসলেই *ম্যালাকুঁই*, পাতাললোকের দেবতা। ইনকারা যদি এই আঁটকে পড়া জন্তুগুলোর সম্মুখীন হয়ে থাকে, তাহলে তারা নিশ্চিত ভাবেই বিশ্বাস করতো যে এরা *উকা পাঁচা*-এর অধিবাসী। মানে নিচের দুনিয়ার দেবতা। এই জন্যই

BanglaBook.org

কি তারা এখানে এত বিস্তৃত একটা কবরস্থান তৈরি করেছিল? তারা কি সত্যিই বিশ্বাস করতো যে এই দানবগুলো তাদের মৃত মানুষদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে? স্যামদের দলের উপর আক্রমণ করাটাকে বিবেচনায় আনলে, বলাই যায় যে এই হিংস্র প্রাণীগুলো নিজেদেরকে বিশ্বস্ত রক্ষী কুকুর হিসেবেই প্রমাণ করেছে।

মাথা নাড়লো স্যাম। নিজের টানা উপসংহারটার উপর নিশ্চিত হতে পারছে না সে। তার মনের একটা ক্ষুদ্র অংশ বলছে, ধাঁধার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটাই সে ঠিকমত ধরতে পারছে না। যার কারণে এই মুহূর্তে তার কাছে কোন উত্তরই নেই।

স্যাম, ম্যাগি ও ডেনাল দৌড়ে যাচ্ছে অনবরত। দৌড়ানোর সময় শ্রুতিকটু চিৎকারের আড়ালে মাঝে মাঝে গর্জে উঠা রাইফেলের আওয়াজ জানান দিচ্ছে যে, রালফ আর নরম্যান এখনো দানবগুলোর সাথে লড়াই করে টিকে আছে। কিন্তু গুলির শব্দটা এতই অনিয়মিত যে, প্রতিবারই গুহার ভেতরে গর্জনের প্রতিশব্দ শুনে চমকে যাচ্ছে স্যাম।

'আশা করছি তারা ঠিকঠাক মতই আছে,' দ্রুত কয়েকটা গুলি বর্ষণের শব্দ শুনে হাঁপাতে হাঁপাতে মন্তব্য করলো ম্যাগি। জানালার একটা ফলকের উপর ঝুঁকে পড়েছে সে। শ্বাস ধরে গেছে তার।

'তারা ঠিকঠাক মতই ওখান থেকে বের হয়ে আসতে পারবে। রালফের সামর্থ্য আর নরম্যান বুদ্ধিমত্তা–এগুলো সাথে থাকলে তারা ব্যর্থ হবে কীভাবে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল ম্যাগি। পাশের কোণাটায় কী আছে দেখার জন্য একটু সামনের দিকে ঝুঁকলো সে। 'ওহ, ঈশ্বর, ঐ তো ওটা!' বলে এগিয়ে যাওয়া শুরু করেছে সে। হাত নেড়ে স্যাম ও ডেনালকে তাকে অনুসরণ করে এগিয়ে আসার নির্দেশ করছে।

কোণার কাছে এসে পাশের রাস্তার দিকে নজর ফেলল স্যাম। রাস্তাটা লম্বা এবং সোজা। অভিশপ্ত গোলকধাঁধায় এই প্রথম একটা মধ্যবর্তী সোজা পথ। সমাধি বিস্তৃত রাস্তাটার অপর পাশে থাকা বিশাল মূর্তির ভিত্তিটাকে দেখা যাচ্ছে। এত কাছ থেকে মূর্তিটা পরিষ্কারভাবেই একজন ইনকা রাজার মত দেখাচ্ছে। *সাপা ইনকা*। গুহার প্রবেশমুখে পাহারা দিতে থাকা ইনকা রাজার মূর্তিটার মতই। হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে মূর্তিটা। হাতের তালুটা গিয়ে ঠেকে উচ্চ সিলিং-এর সাথে। মনে হচ্ছে যেন হাত দিয়ে তাদের মাথার উপরের ছাদের ভার ধরে রেখেছে মূর্তিটা।

হতভম্ব দৃষ্টিতে হাঁ করে তাকিয়ে আছে ডেনাল।

'এটা সেই একই রাজা,' ম্যাগি বলে উঠলো। তার ফ্ল্যাশলাইট উঁচিয়ে ধরেছে সে। মূর্তিটা কমপক্ষে হলেও বিশ তলা দালানের সমান উঁচু হবে।

তার তাক করা জায়গাটার দিকে নজর দিল স্যাম। পালকাবৃত শোভাবর্ধনকারী মুকুটটা পরে রাখা রাজা তাদের দিকেই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে

BanglaBook.org

আছে। তার অভিজাত চেহারাটায় হালকা বিদ্রূপ ফুটে রয়েছে যেন। দেখে মনে হচ্ছে এখানেও ঐ একই রাজার মূর্তি স্থাপন করে তাকে সম্মান জানানো হয়েছিল। 'তুমি ঠিকই বলেছো। ভূর্গভস্থ পিরামিডের নির্মাতা আদি মোশে উপজাতিদের উপর রাজত্ব করা সাপা ইনকা বোধহয় সে ই ছিল। আমার মনে হয় এই পর্বতঘেরা দুর্গটায় এভাবেই সে তার নিদর্শন ছড়িয়ে যেতে চেয়েছিল।'

গলা উঁচু করে মূর্তিটার দিকে তাকালো ম্যাগি। 'খুব একটা ধূর্ত মনে হচ্ছে না লোকটাকে।'

'তাহলে, চলো তাকে গিয়ে আমাদের পরিচয় জানাই।' বলে আগে আগে চলা শুরু করলো স্যাম। এখনো কবরস্থানের অধিবাসীদের আক্রমণের আশঙ্কায় আছে। যদিও তার রাইফেল সে প্রস্তুতই করে রেখেছে, তবে এই রাস্তাটা একদম নির্জন। কোন কোলাহলের শব্দ নেই। অনেক দূর থেকে তীব্র গর্জনের মৃদু শব্দ শোনা যাচ্ছে শুধু।

দ্রুত এগিয়ে চলছে স্যাম। গর্জনগুলোর সম্মুখীন হতে চাচ্ছে না আরেকবার।

প্রথমে দেখে যতটা মনে হয়েছিল পথটা তার থেকেও বেশি দীর্ঘ। উঁচু মূর্তিটাই চোখে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে পথটাকে ছোট বানিয়ে রেখেছে। রাস্তার দুই পাশে সারিবদ্ধ ভাবে বিছিয়ে রাখা সমাধিগুলোরও আকার-আকৃতি বেড়েছে ক্রমশ। চোখের বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য দায়ী এগুলোও।

দলটা প্রথমে দৌড়ানো শুরু করলেও তা এখন থেমে গেছে। ক্লান্ত পা গুলো আর ধকল সইতে পারছে না। হেঁটেই এগিয়ে যাচ্ছে এখন দলটা।

ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলে বিস্তৃত করে সাজানো সমাধিক্ষেত্রের অলঙ্করণগুলো দেখছে ম্যাগি। কিছু কিছু সমাধি প্রায় চার তলা সমান উঁচু। স্বর্ণ-রৌপ্য দিয়ে মোড়ানো সমাধিগুলোয় নানান রকমের চুনি-পান্না পাথর খচিত আছে। সেই সাথে সমাধির প্রবেশমুখে বিভিন্ন ধরনের কাল্পনিক দানব যেমন ড্রাগন, পাখাওয়ালা চিতাবাঘ, মানুষ-জন্তু সংকর ইত্যাদির মূর্তি খোদাই করে আঁকা রয়েছে। সমাধির কারুকার্যগুলোর উপর হাত বুলিয়ে দেখতে শুরু করেছে সে। 'এখানের সমাধিগুলো নিশ্চয়ই *কাপাক*দের মানে উচ্চ শ্রেণীর ইনকাদের,' ঊর্ধ্বশ্বাস নিতে নিতে মন্তব্য করলো ম্যাগি।

মাথা ঝাঁকিয়ে তার কথায় সায় দিল স্যাম। 'তাদের দেবতা সাপা ইনকার পায়ের কাছে জড়ো হয়ে আছে তারা। মূর্তিরহাতের অবস্থানটার দিকে লক্ষ্যে করে দেখো। তাদের রাজা যে উপরের দুনিয়া এবং এই দুনিয়ার প্রাকৃতিক সংযোগ ছিল সেটার আরেকটা নিদর্শন।'

অবশেষে রাস্তার পাশের সারিবদ্ধ করে সাজিয়ে রাখা সমাধির সমাপ্তি হল। সামনের রাস্তাটা সোজা চলে গেছে প্রতিকৃতিক মূর্তিরসোনালি পা বরাবর। উপরের দিকে তাকালো স্যাম। মূর্তিটা উচ্চতায় কক্ষের সবচেয়ে উপরের ছাদটা পর্যন্ত পৌঁছে দেছে।

BanglaBook.org

'ওয়াও...

ম্যাগি স্যামের মত অতটা অভিভূত হতে পারেনি। মূর্তিটার দিকে পিঠ ফিরিয়ে সে তাকিয়ে আছে অন্ধকার গোরস্থানটার দিকে। দূর থেকে জন্তুগুলোর আর্তনাদ-গর্জনের শব্দ এখনো শোনা যাচ্ছে। 'ঐ জন্তুগুলো আসলে কোন ধরণের শয়তানকে নির্দেশ করছে?' বিড়বিড় করে বলে উঠলো ম্যাগি।

তার দিকে এগিয়ে গেল স্যাম। 'আমি জানিনা। কিন্তু আমার মনে হয় ঐ প্রাণীগুলো কোন প্রাথমিক পর্যায়ের তথ্য বহন করছে। খুব কম সংখ্যকই আক্রমণের জন্য অস্ত্র ব্যবহার করছিল। তবুও শুধু পাথর আর লাঠি দিয়েই।'

'আমার চোখেও পড়েছে সেটা। কিন্তু মোটা দেহের প্রাণীগুলোই শুধুমাত্র তা করেছে,' বলছে ম্যাগি। 'সেটা খেয়াল করেছিলে তুমি?'

ভ্রু কুঁচকালো স্যাম। তার রাইফেলটা উঁচিয়ে ধরে বললো, 'তাদের আটকে রাখার জন্য কিছুটা ব্যস্ত ছিলাম আমি তখন।'

'যাই হোক, এটা সত্য। অন্যরা শুধু দাঁত আর নখ দিয়েই লড়াই করে গেছে। দেখে যতটা মনে হয়েছে প্রাণীগুলো কম করে হলেও চারটা ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। তাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব কর্ম ও সামর্থ্য আছে।'

'মৌমাছিদের মত? কর্মী মৌমাছি, নিষ্ক্রিয় পুরুষ মৌমাছি, রাণীর মত?'

'ঠিক তাই। প্রথমে, শুকনো ও ঢেঙ্গা প্রাণীগুলো আসলো।'

'হ্যাঁ, আমি ওরকম একটাকে দেখেছি। চিতাবাঘের মত ক্ষিপ্র গতিতে চলে।'

'ওগুলো কিন্তু লড়াইয়ে আসেনি, সেটা খেয়াল করেছিলে?'

'হ্যাঁ, এখন তুমি বলার পর মনে হল। ঢেঙ্গাগুলো প্রথমে হাজির হয়েছিল, তারপর তারা কিনারে কিনারেই পড়েছিল। সামনে আগায়নি।' ম্যাগির তাকালো সে। 'কিন্তু ওগুলো কী? কোন ধরনের স্কাউট দল?'

অনিশ্চিত ভাবে কাঁধ ঝাঁকালো ম্যাগি। 'হয়তো।'

নিশব্দে ম্যাগির তত্ত্বটা নিয়ে বিবেচনা করছে স্যাম। মনের মাঝে চলা লড়াইটা আবারো অনুভব করতে শুরু করেছে সে। 'ভোঁতা মুখোগুলো সম্পর্কে কী বলবে? আগুনেও কিন্তু ভয় পায়নি ওগুলো।'

'আরেকটা শ্রেণী। তুমি কি খেয়াল করেছিলে যে তাদের কোন যৌনাঙ্গ নেই?'

'আমি সত্যিই ওসবের দিকে নজর দেইনি। কিন্তু যদি তার যৌনাঙ্গহীন হয়ে থাকে, তাহলে আমি আন্দাজ করতে পারছি যে তুমি কী ভাবছো। নিষ্ক্রিয় পুরুষ! ঠিক মৌমাছিদের মত।'

মাথা ঝাঁকালো ম্যাগি। 'স্বল্প বুদ্ধির যৌন অক্ষম কর্মী। খুব সম্ভবত তাদের সাহসিকতার জন্য না, বরং তাদের অজ্ঞতার জন্যই তারা আগুন দেখে ভয় পায়নি। কিন্তু কে জানে?'

BanglaBook.org

'আর, অস্ত্রধারীগুলোর সম্পর্কে কী বলবে?' স্যাম জিজ্ঞেস করলো। 'পেশীবহুল এবং অদ্ভুত অকেজো পাখাওয়ালা বড় প্রাণীগুলো। দাঁড়াও, আমিই আন্দাজ করছি। সৈনিক তারা।'

মাথা নাড়লো ম্যাগি। 'অথবা হয়তো শুধু কর্মীই। আমি জানিনা। কিন্তু, দীর্ঘাকায় প্রাণীটাকে দেখেছিলে কী? যেটা পিছন থেকে চেঁচিয়ে অন্যদেরকে আদেশ দিয়ে যাচ্ছিল? আমি নিশ্চিত যে ওটা তাদের দলনেতা। আমি ওটার থেকে বড় আর কোনটাকে দেখিনি।'

'সামান্য এক নজর দেখেই অনেকগুলো অনুমান করে ফেলেছি আমরা।'

'তোমার আঙ্কেল হ্যাঙ্ক কিন্তু এটাই শিখিয়েছেন আমাদেরকে। দূরদর্শন করা। প্রাচীন লোকদের ব্যবহার করা একটা ক্ষুদ্র টুকরো তুলে নিয়ে তা থেকে সভ্যতা গড়ে তোলা।'

'তারপরও, আরও কিছু তথ্য না জানা পর্যন্ত, আমি শান্তি...

হুট করে স্যামের হাত খাবলে ধরলো ডেনাল।

ছেলেটার দিকে চোখ ফিরালো সে।

অন্ধকার কবরস্থানটার দিকে তাকিয়ে আছে ডেনাল। 'মিস্টার স্যাম, আমি কোন গুলির শব্দ শুনতে পাচ্ছি না।'

ঘুরে কবরস্থানের তাকালো স্যাম। ম্যাগিও। ভ্রু-কুঁচকে তাকিয়ে আছে সে। 'ডেনাল ঠিকই বলছে,' বলল সে। 'বেশ কিছুক্ষণ ধরেই রাইফেলের কোন আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না।'

শহরের পুরোটার উপর একবার নজর বুলিয়ে নিচ্ছে স্যাম। নরম্যান আর রালফের চিহ্ন খোঁজার চেষ্টা করছে। প্রতিধ্বনিত চিৎকারের শব্দে এখনো ভরে আছে অন্ধকার শহরটা। 'হয়তো তারা প্রাণীগুলোর থেকে লুকিয়ে পড়েছে।'

হালকা ঘুরে সারিবদ্ধ করে বিছিয়ে রাখা সমাধিগুলোর দিকে নজর ফেললো ম্যাগি। এই জায়গাটা থেকে তাদের চারপাশের গোরস্থানটাকে একটা বিশাল বাটির মত মনে হচ্ছে। গোলকধাঁধাময় সমাধিগুলোর ভেতরের সাতটা রাস্তাকে লোহার শিকের মত দেখাচ্ছে। 'আমি কোথাও নরম্যানের মশালের কোন চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না।'

তার পাশে এসে দাঁড়ালো স্যাম। স্তব্ধ হয়ে আছে। কোথায় তারা? তাদেরকে কি কাবু করে ফেলেছে প্রাণীগুলো? বন্ধুদের বিপদের আশঙ্কায় পেটে মোচড় দিয়ে উঠলো তার।

'তারা হয়তো ওদিকেই কোন জায়গায় আছে,' শান্তভাবে বলে উঠলো স্যাম। 'অবশ্যই আছে।'

●●●

জন্তুর দলের আক্রমণের শিকার হয়ে একটা সমাধির প্রবেশমুখ দিয়ে পিছিয়ে যেতে শুরু করেছে রালফ ও নরম্যান। পচা ও বাসি দারুচিনির দুর্গন্ধে ভরে

BanglaBook.org

আছে সরু জায়গাটা। এর কারণে আবদ্ধ সমাধির বিতৃষ্ণাকর মিষ্ট গন্ধটা আরো বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রবেশমুখের ঐপাশ থেকে ফ্যাকাশে প্রাণীগুলো চিৎকার-চেঁচামেচি তর্জন-গর্জন করে নিজেদের ক্ষুধার জানান দিয়ে যাচ্ছে অনবরত।

মশাল ঘুরিয়ে ভয় দেখিয়ে দরজার প্রবেশমুখ পর্যন্ত এসে পড়া প্রাণীগুলোকে তাড়ানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে নরম্যান। মমিকৃত পা-টা পুড়তে পুড়তে এখন গিট পর্যন্ত নেমে এসেছে। মশালের আগুনের শিখাও আস্তে আস্তে ক্ষীণ হতে শুরু করেছে। 'দ্রুত করো, রালফ,' মরিয়া হয়ে বলছে নরম্যান। ঝুঁকি নিয়েই পিছনের দিকে তাকালো সে। চোখের চশমাটা পিছলে এখন তার ঘর্মাক্ত নাক পর্যন্ত নেমে পড়েছে।

সমাধির গভীরে থাকা রালফ এখনও তার রাইফেলটা নিয়ে যুদ্ধ করছে যেন। 'ধুর, কোন কাজেরই না এটা,' গালি দিয়ে উঠলো সে। 'এখনও জ্যাম হয়ে আছে।'

'তাহলে, জ্যাম ছোটানোর চেষ্টা করো!' চিৎকার করে বলে উঠলো নরম্যান।

'কী মনে হয় তোমার? আমি এতক্ষণ ধরে কিসের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছি?' আরো হিংস্রভাবে রাইফেলটাকে খাবলে ধরলো রালফ। তার পুরুহাতের মাংসপেশি ফুলে উঠেছে। কিন্তু তাতেও কোন লাভই হল না। মুখ তুলে তাকালো রালফ। তার মুখের অভিব্যক্তিই উত্তরটা বলে দিচ্ছে।

'বাল!' অতিরিক্ত কাছে এসে পড়া পাংশুটে মুখটার উপর মশাল দিয়ে খোঁচা দিল নরম্যান। তীক্ষ্ণ চিৎকার দিয়ে উঠে পালিয়ে গেল বিকৃত প্রাণীটা। 'এখন কী তাহলে? মশাল তো শেষ হয়ে যাচ্ছে।'

'একটু দাঁড়াও!' পিছন থেকে ভারী কিছু টানার শব্দ ভেসে আসছে। পিছন ফিরে তাকানোর সাহস পাচ্ছে না নরম্যান। মশালের আগুন দুর্বল হয়ে যাওয়ায় প্রাণীগুলো আগের থেকে বেশি সাহসী হয়ে উঠেছে এখন। তার হাত থেকে মশালটা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। 'রাস্তা থেকে সরে দাঁড়াও!' তার পাশ থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠলো রালফ।

পাশে সরে দীর্ঘদেহী মানুষটাকে জায়গা করে দিয়েছে নরম্যান। সমাধির প্রবেশমুখের দিকে একটা পোটলা ছুঁড়ে মারলো রালফ। পোটলাটা একটা শুকিয়ে যাওয়া মমির। ভ্রূণের মত করে পেঁচিয়ে আছে মমিটা। 'আগুন ধরাও ওটায়,' নির্দেশ দিল রালফ।

হাতের জ্বলন্ত মশালটা দিয়ে শুষ্ক পশমের কাপড়টায় আগুন ধরিয়ে দিল নরম্যান। ধোঁয়ায় ভরে গেছে সরু জায়গাটা। উজ্জ্বলভাবে জ্বলতে শুরু করেছে মমিকৃত লাশটা। উজ্জ্বল অগ্নিশিখাটাকে মুক্তির আলোকবর্তিকার মত মনে হচ্ছে। এখন অগ্নিকুণ্ডটা থেকে আরো বেশি করে ধোঁয়া বের হতে শুরু করেছে। ধোঁয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার অবস্থা তাদের। ধোঁয়ায় নরম্যানের চোখে জ্বালা ধরে গেছে, অনবরত কাশছে সে।

Banglabook.org

'পিছিয়ে দাঁড়াও,' তাকে সতর্ক করে বললো রালফ। লাথি দিয়ে আগুনে পুড়তে থাকা পোটলাটা দূরে সরিয়ে দিল সে। পিছলে প্রবেশমুখের ঠিক বাইরেই গিয়ে আটকে গেছে পোটলাটা। এখন আরো উজ্জ্বল ভাবে জ্বলতে শুরু করেছে আগুনটা।

আগুন দেখে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে প্রাণীগুলো। থতমত খেয়ে তীক্ষ্ণ সুরে চেঁচাতে শুরু করেছে ওগুলো।

এক ধাপ পিছিয়ে গিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল নরম্যান। আগুনটায় আরো কিছুটা সময় আটকে থাকবে প্রাণীগুলো।

'রাইফেলটাকে ঠিক করতে পারবে তুমি?'

'ঠিক জানিনা। একটা শেল খুব শক্তভাবে আটকে গেছে। ওটা ছুটাতে পারব না আমি।' আগুনের শিখার দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে মাথা নাড়লো রালফ। 'আমাদের একমাত্র আশা এখন এটাই যে অন্যরা এই আগুনটা দেখতে পাবে এবং এখানে অনুসন্ধ্যান চালাবে।'

'কিন্তু, তারা তো জানেনা যে-এই আগুনের অর্থ আমরা বিপদে আছি। সাহায্যের জন্য চিৎকার করলে কেমন হয়?'

দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল রালফ। নিরাশার অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে তার চেহারায়। মাথা নেড়ে নাকোচ করে দিল নরম্যানের প্রস্তাবটাকে। 'তাতে আমাদের কোন উপকার হবে না। শুধু এই জায়গায় প্রতিধ্বনিত হবে শব্দটা।' নরম্যানের দিকে ফিরে তাকালো আবার। 'তবে এছাড়া অন্য কোন ব্রাইট আইডিয়া থাকলে বলতে পারো।'

নিচের ঠোঁট কামড়াচ্ছে নরম্যান। হালকা ঘুরে দাঁড়ালো। মৃতদের মাটির বাসন ও তৈজসপত্রের ভেতর থেকে কোন উপায় খোঁজা চেষ্টা করছে। 'আমার মনে হয় আমি একটা *উজ্জ্বল* আইডিয়া পেয়েছি,' উত্তেজিত গলায় বলে উঠলো সে। মশালটা রালফের কাছে দিয়ে নিজের পিঠে ঝুলানো ক্যামেরার ব্যাগের ভেতর হাতড়ানো শুরু করেছে নরম্যান। ব্যাগ থেকে ক্যামেরার ফ্ল্যাশটা বের করে উঁচু করে ধরলো সে। 'সত্যিই একটা *উজ্জ্বল* আইডিয়া!'

'কী করতে চাচ্ছো তুমি?'

প্রশ্নটার কোন উত্তর দিল না নরম্যান। 'ঐ জানালার খোপটা পর্যন্ত পৌছানো দরকার।' বলে সিলিংয়ের দিকে ইটের দেয়ালের মাঝে থাকা সরু ফাঁকাটার দিকে নির্দেশ করলো নরম্যান। ফাঁকাটা প্রাণীদের চলাচলের জন্য একটু বেশিই ছোট। কিন্তু এটা তার কাজটা ঠিকই করতে পারবে। 'আমাকে উঁচিয়ে ধরতে হবে। কেমন শক্তি আছে তোমার?'

ভ্রু-কুঁচকে গেছে রালফের। 'তোমার মত চারটা পাটকাঠি একবারে তুলতে পারি আমি।'

'একটা পাটকাঠি হলেই চলবে এখন।' বলে নরম্যান তার ক্যামেরার ব্যাগটা মাটিতে রেখে দিল। 'আমাকে একটু উঁচিয়ে ধরো।'

BanglaBook.org

উবু হয়ে বসে রালফ নরম্যানকে তার কাঁধ পর্যন্ত উঠতে সহায়তা করছে।

'এখন উঠে দাঁড়াও,' বলে নরম্যান রালফের কাঁধের উপর উবু হয়ে বসলো। নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য এক হাত দিয়ে রালফের মাথা ধরে রেখেছে সে।

জোরে জোরে শ্বাস নিতে নিতে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো রালফ। নরম্যানকে উঁচু ছাদের দিকে ঠেলে ধরে রেখেছে। নিজের পায়ের উপর স্থিরতা আনার পর নরম্যানের দিকে হিসিয়ে উঠলো সে। 'তুমি যাই করছো না কেন, তা একটু তাড়াতাড়ি করো।'

জানালার খোপটা খুলে বাইরের দৃশ্যটা একবার দেখে নিল নরম্যান। সোনালি মূর্তিটা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। এটাই চাচ্ছিলো সে।

'জলদি!' নিচ থেকে বলে উঠলো রালফ।

নরম্যান বুঝতে পারছে যে নিচ থেকে ভারসাম্যটা নড়াচড়া করছে। পড়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচার জন্য জানালার ধারটা খাবলে ধরলো। 'স্থির হয়ে থাকো, বালক!'

'জলদি কাজ সারো! দেখে যতটা মনে হয় তুমি ততটা হালকা নও।'

'তুমি বলতে চাচ্ছো আমি মোটা?' মিথ্যা রাগের ভান করে বলে উঠলো নরম্যান।

'যথেষ্ট হয়েছে। তুমি অতটা ইন্টারেস্টিং না!'

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলো নরম্যান। 'সবাই ই আজকাল সমালোচক।' জ্যাকেটের পকেট থেকে ফ্ল্যাশটা বের করে আনলো নরম্যান। ফ্ল্যাশটা উঁচিয়ে ধরে সুইচ টিপে দ্রুত কয়েকবার আলো জ্বালালো-নিভালো সে। প্রথমে তিনবার অল্প সময় ধরে, পরে তিনবার লম্বা সময় ধরে এবং শেষে আরো তিনবার অল্প সময় ধরে জ্বালালো আলোটা। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে আবারো সংকেত প্রেরণ করলো নরম্যান।

আশেপাশে ঘিরে থাকা সমাধিগুলোয় দ্যুতিময় আলোটা প্রতিফলিত হয়ে চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিচ্ছে। নরম্যান আরো একবার আলোক সংকেতটা প্রেরণ করে ফ্ল্যাশ ল্যাম্পটা বন্ধ করে দিল। বাতিটা সংরক্ষণ করে রাখতে হবে।

আরো একবার সোনালি মূর্তিটার দিকে তাকালো নরম্যান। মূর্তিটাকে দেখে মনে হচ্ছে খুব কাছেই যেন রয়েছে ওটা। তারপর নিচে নেমে এলো সে।

'কী করছিলে এতক্ষণ?' হুট করে নরম্যান তার উচ্চাসন থেকে লাফিয়ে নেমে আসতেই জিজ্ঞেস করলো রালফ। থেঁতলে যাওয়া কাঁধের উপর হাত ডলছে সে।

'নাইন ওয়ান ওয়ানে কল করলাম।' ফ্ল্যাশটা আবারো তার ব্যাগের ভিতর ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে উত্তর দিল নরম্যান। 'বেশ পুরোনো কায়দার একটা বিপদ সংকেত এটা।'

জানালার খোপটার দিকে চোখ উঁচু করে তাকালো রালফ। 'ভাল বুদ্ধি,' বিড়বিড় করে মন্তব্য করলো সে।

BanglaBook.org

'স্বাগতম তোমাকে,' উত্তর দিল নরম্যান। নিজের বুদ্ধিমত্তায় গর্ব বোধ করছে সে। ক্যামেরার ব্যাগটাকে আবার তার কাঁধে ঝুলিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো নরম্যান। 'এখন ওদের কেউ এই সংকেতটা দেখতে পেলেই হয়।'

হুট করে নরম্যান তার চুলে কিছু একটার স্পর্শ অনুভব করলো। মাথা নিচু করে হাত দিয়ে সরিয়ে দিতে চাইলো জিনিসটাকে। তার হাতটা শক্ত কিছুতে আঘাত হেনেছে। চমকে উঠে পাশের দিকে সরে গেল নরম্যান। ঘুরে তাকালো জিনিসটার দিকে।

ছাদের কাছের খোলা জানালা প্রাণীগুলোর একটা তার দিকে থাবা বাড়িয়ে দিয়েছে। তাকে টেনে ধরতে চাইছে। পিছিয়ে গেল নরম্যান। প্রশস্ত দাঁতের কুৎসিৎ চেহারার প্রাণীটা তাদের দিকে তাকিয়ে চোখ রাঙ্গাচ্ছে। উল্টোভাবে খোলা অংশটা দিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে। নরম্যানের বুদ্ধিদীপ্ত কাজটা মনোযোগ আকর্ষণ করেছে ঠিকই। তবে এমন কারো মনোযোগ আকর্ষণ করবে সেটা আশা করেনি।

'ধুর!' ফিসফিসিয়ে বলে উঠলো নরম্যান।

ছাদের উপর থেকে নখ দিয়ে আঁচড় কাটার শব্দ ভেসে আসতে শুরু করেছে। শব্দ শুনে মনে হচ্ছে যেন প্রায় শ খানেক কাক আঁচড় কাটতে শুরু করেছে ছাদের উপরে। পাথরের ছাদের পিছনের কোণার দিকের একটা ফলক প্রায় এক ইঞ্চির মত সরে গেছে।

রালফ ও নরম্যান দুজনই আতঙ্কিত হয়ে গেছে। ছাদের পাথরের ফাঁকা অংশটার দিকেও তাকাতে ভয় পাচ্ছে তারা। 'তারা জোর করে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করছে।' গর্জে উঠে বললো নরম্যান।

'সংখ্যায় বেশি থাকলে তারা এই জায়গাটাকে পুরোপুরি ধ্বসিয়ে দিতে পারবে।'

সরু চেম্বারটায় নখের আঁচড় এবং পাথর সরে যাওয়ার শব্দ বেশ জোরে জোরেই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। প্রতিটা শব্দই তাদের মনে আরো বেশি ভীতি জাগাচ্ছে।

পিছিয়ে গিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথের দিকে তাকালো নরম্যান। জ্বলন্ত মমির অগ্নিকুণ্ডের কারণে আটকে আছে পথটা। নিজের তৈরি করা ফাঁদেই নিজেরাই আটকে পড়েছে।

'আমি আর আমার উজ্জ্বল আইডিয়া,' গুঙিয়ে উঠলো নরম্যান।

●●●

ম্যাগিই প্রথমে নরম্যানের ফ্ল্যাশের আলোর ঝলকানিটা দেখতে পেল। 'ওদিকে দেখো!' চেঁচিয়ে উঠলো সে। চিৎকার শুনে সেদিকে মনোযোগ চলে গেল স্যাম ও ডেনালের। 'ওহ যীশু, ওরা বেঁচে আছে।' কিছুক্ষণ আগেই ধাঁধাময় সমাধিগুলো থেকে লাল আলো জ্বলে উঠতে দেখেছিল সে। কাজটা রালফদেরই কিনা, তা নিশ্চিত ছিল না প্রথমে। কিন্তু এখন সে নিশ্চিত।

BanglaBook.org

মেয়েটার পাশে চলে এল স্যাম। মূর্তির ভিত্তির চারপাশে ঘুরে ঘুরে খুঁজতে শুরু করেছে সেও। 'কোথায়?'

তার কথার জবাব দিতেই যেন অন্ধকার গোরস্থানের ভিতর থেকে আবারো ফ্ল্যাশের আলো জ্বলে উঠলো। খুব দূর থেকে আসছে না সংকেতটা। কেন্দ্র থেকে বের হওয়া একটা রাস্তার শেষ মাথা থেকে আসছে আলোটা।

'ওরা মনে হয় বিপদে পড়েছে,' বললো স্যাম।

'কী বলতে চাচ্ছো তুমি?' জিজ্ঞেস করলো ম্যাগি। উল্লসিত হওয়ায় দুঃশ্চিন্তা কমতে শুরু করেছে তার।

'এটা পুরোনো মোর্স কোড। এক ধরনের বিপদ সংকেত।'

অন্ধকার গোরস্থানের দিকে তাকালো ম্যাগি। 'আমরা কী করব এখন তাহলে?'

তার দিকে ফিরে তাকালো স্যাম। 'ওদেরকে সাহায্য করার চেষ্টা করা উচিৎ আমার।' উজ্জ্বল আলোর ঝলকানোটা আরেকবার দেখতে পেল ওরা। এরপর থেকে আলোটা পুরোপুরি নিভে গেছে। 'হয়তো কোন ফাঁদে আটকে গেছে।'

'আমিও যাব সাথে,' হাতের মশালটা একটু উঁচু করে বলে উঠলো ডেনাল।

'আর, আমি নিশ্চিতভাবেই একা একা বসে থাকবো না এখানে,' বললো ম্যাগি। 'চলো তাহলে।' বলে রাস্তাটার দিকে ফিরে তাকালো ম্যাগি। এই রাস্তাটাই সরাসরি চলে গেছে তার আটকে পড়া সঙ্গীদের দিকে। পিছন থেকে একটা হাত টান দিল তাকে।

'না,' বলল স্যাম, 'তুমি আর ডেনাল এখানে থাকবে।'

তার হাতের মুষ্টি থেকে ছোটার চেষ্টা করছে ম্যাগি। 'ধ্যাত! তোমার এই অতি বন্ধুপ্রেমিক আচরণ আর মেনে নিত পারব না আমি, স্যাম।'

'আমি তোমাকে সেটা করতে বলছিও না। আমি যদি ওদেরকে মুক্ত করতে পারি, তাহলে এরপর আমাদেরকে পিছনে লেগে থাকা নেকড়ের ভয়ে ভীত স্বন্ত্রস্ত খরগোশের মত দৌড়ের উপর থাকতে হবে। তখন আমাদের লুকানোর জন্য একটা নিরাপদ আশ্রয় প্রয়োজন।' এইটুকু বলে মূর্তিটার দিকে এগিয়ে গেল স্যাম। তার রাইফেলের বাট দিয়ে মূর্তির পায়ের গোড়ালিতে টোকা দিল স্যাম। একটা শূন্য ঝনঝনে শব্দ প্রতিধ্বনিত হলো পা-টা থেকে।

'এটা ফাঁপা,' বিস্মিত হয়ে বলল ম্যাগি।

'এবং লুকানোর জন্য খুব ভাল একটা জায়গা,' বললো স্যাম। 'আমি যখন এটার চারপাশে ঘুরছিলাম, তখন উল্টোপাশে থাকা একটা প্রবেশমুখ নজরে পড়েছিল। মূর্তির বাম পায়ের গোঁড়ার দিকে আছে মুখটা।' বলে স্যাম তার কোমড়ের কাছ থেকে সোনালি চাকুটা বের করে আনলো। হাতলটা ম্যাগির দিকে বাড়িয়ে ধরে বললো, 'আমি চাই রালফ আর নরম্যানকে সঙ্গে নিয়ে এখানে পৌছার আগেই যেন দরজার তালাটা খুলতে পারো তুমি।'

BanglaBook.org

ম্যাগি হাত বাড়িয়ে চাকুটা নিয়ে নিল স্যামের থেকে। তার উপর অর্পিত দায়িত্বটা বুঝে নিয়েছে সে। 'আমার বাবা কৈশোরের দিকে একটা সময় চোর ছিল... তো, আশা করছি আমার মাঝেও হয়তো বংশগত ঐ ধারাটা আছে।'

তার দিকে তাকিয়ে হাসলো স্যাম। 'আমি সবসময়ই আশঙ্কা করছিলাম যে তোমার মাঝে হয়তো কোন অপরাধী লুকিয়ে আছে।'

ম্যাগিও হাসলো স্যামের দিকে তাকিয়ে। 'আমি দরজাটা খুলে ফেলব। তুমি শুধু ওদেরকে নিয়ে ফিরে আসো।' নিজেত মশালটা বাড়িয়ে দিয়েছে স্যামের দিকে। 'আর, সতর্ক থাকবে।'

জ্বলন্ত মশালটা হাতে নেওয়ার জন্য পা বাড়ালো স্যাম। মশালের আলোতে স্যামের নীল চোখের ধূমায়মান তীক্ষ্ণতাটুকুও যেন দেখতে পাচ্ছে ম্যাগি। মশালটা হাতে নিয়েও একটু বেশি সময় তার হাতটা ধরে রাখলো স্যাম। 'তুমিও,' বললো স্যাম। তার কণ্ঠস্বরে কিছুটা কর্কশতার ছোঁয়া আছে। শ্বাস ফেলতেও কিছুটা দ্বিধা করছে যেন।

মুখ উঁচু করে ওর দিকে তাকালো ম্যাগি। এক মুহূর্তের জন্য সে ভেবেছিল স্যাম হয়তো তাকে চুমু খেতে যাচ্ছে। কিন্তু, এরপরই পিছিয়ে গেল স্যাম।

'আমার তাড়াতাড়ি যাওয়া উচিৎ।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল ম্যাগি। মনের গভীর কোণ থেকে হতাশা অনুভব করছে। হালকা একটু ঘুরে গেল যাতে তার অনুভূতি আর তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করতে পারে। 'বোকামী করে বসো না আবার,' অনুরোধ করলো ম্যাগি।

'আমি আর কোন আলো দেখতে পাচ্ছি না। আলো থেমে গেছে।' বলে উঠলো হালকা দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ডেনাল।

ঘুরে ঐদিকে তাকালো স্যাম। ক্ষীণ সুখের মুহূর্তটা হুট করে ভেঙেই টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। বিস্তৃত কবরস্থানটা পর্যবেক্ষণ করে দেখছে সে। 'এটা কোন ভাল লক্ষণ হতে পারে না,' শান্তভাবে বললো স্যাম।

'জলদি করো, স্যাম।'

মাথা ঝাঁকিয়ে গুহার ছাদের দিকে রাইফেলটা উঁচু করে ধরলো স্যাম। 'কান ঢেকে নাও তোমরা।'

ম্যাগি ও ডেনাল কান ঢাকলো ঠিকই, কিন্তু হাত দিয়ে শক্ত করে কান চেপে রাখার পরও রাইফেলের বিস্ফোরণে কান স্তব্ধ হয়ে গেছে তাদের।

অনুনাদটা মিলিয়ে যাওয়ার পর, রাইফেলটা নিচু করলো স্যাম। 'আশা করছি, এতে তারা বুঝতে পারবে যে সাহায্য আসছে তাদের জন্য।'

বলে রাস্তা ধরে এগিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালো স্যাম। ম্যাগির ভ্রু কুঁচকে আছে।

আর, সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভট প্রাণীগুলোও জানতে পারবে, মনে মনে তিক্তভাবে বলে উঠলো সে।

BanglaBook.org

●●●

'এটা নিঃসন্দেহেই স্যামের কাজ!' রালফ বলছে। 'সে নিশ্চয়ই তোমার সংকেতটা দেখতে পেয়েছে।'

ছাদের পাথরের ফলকের ফাঁকাটার দিকে তাকালো রালফ। রাইফেলের একমাত্র গর্জনের পর থেকে প্রাণীগুলো গ্রানাইটের পাথরে ঠেলা-ধাক্কা দিতে শুরু করেছে। ফাঁকাটাকে আগের থেকে আরো এক ইঞ্চির মত চওড়া করে ফেলেছে প্রাণীগুলো। কালো চোখগুলো একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বন্দী দুইজনের দিকে। মশাল দিয়ে প্রাণীগুলোর মুখের দিকে খোঁচা দিল নরম্যান। কিন্তু সেটা খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারেনি। ছাদটা অনেক বেশি উঁচুতে। আগুন দেখে প্রথমে পিছিয়ে গেলেও, পরে আবার দ্রুতই ফিরে এসেছে প্রাণীগুলো।

'স্যাম মনে হয় না সময়মত এসে পৌঁছুতে পারবে,' বিড়বিড় করে বলছে নরম্যান। 'যদি আমরা তার আগে ছাদের উপরের প্রাণীগুলোকে দূর করার কোন উপায় খুঁজে না পাই।'

প্রবেশমুখের দিকে ফিরে তাকালো রালফ। 'আমার মনে হয় একটা আইডিয়া পেয়েছি।'

নরম্যান তার দিকে তাকাতেই দেখলো যে রালফ ইতিমধ্যেই তার কাঁধে ঝুলানো বন্দুকের বেল্টটা খুলে ফেলেছে। 'যেহেতু রাইফেলটা জ্যাম হয়ে আছে, তাই এটা এখন আমাদের খুব একটা উপকারে আসবে না।' বলে সে চামড়ার থলিটা উঁচিয়ে ধরলো। এটাতে এখনো প্রায় বিশটার মত শেল অবশিষ্ট আছে। শেলগুলো হাতে নিয়ে প্রবেশমুখের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করেছে রালফ।

রালফের পরিকল্পনার ব্যাপারে সামান্য আন্দাজ করতে পারছে নরম্যান। 'এটা শুধু কাজ করলেই হয়।'

'আর, বিস্ফোরণের ফলে হয়তো এখান বেরিয়ে যাওয়ারও কোন পথ তৈরি হতে পারে।' বলে বেল্টটা ছুঁড়ে মারলো অগ্নিকুণ্ডের দিকে। মুহূর্তের মাঝেই উত্তপ্ত কড়াইয়ে রাখা পপকর্ণের মত করে ফুটতে শুরু করলো শেলগুলো। উত্তপ্ত শেলগুলো ছিটকে পাশে থাকা সমাধিগুলোর দেয়ালে আটকাচ্ছে। বেল্টের নিচে থাকা মমিটা আস্তে আস্তে ঝাঁঝরা হতে শুরু করেছে। এর কিছুটা অংশ গিয়ে ছিটকে পড়ছে পাথরের উপরেও।

আগুনের কড়কড়ে শব্দ ও ছড়িয়ে পড়া উত্তপ্ত আবর্জনার ভয়ে তাড়াহুড়ো করে পালিয়ে যেতে শুরু করেছে ছাদের উপরে থাকা জন্তুগুলো। আসলেই পালিয়ে গেছে কিনা নিশ্চিত হবার জন্য ফাঁকাটার কাছে এগিয়ে গেল নরম্যন। ছাদের ফাটলটার দিকে তার হাতের মশালটা উঁচিয়ে ধরলো সে। জায়গাটা খালি। কোন কৌতুহলী মুখ বা আচঁড়াতে থাকা আঙুল দেখা যাচ্ছে না। কষ্টের হাসি হাসলো সে। 'এটা কাজ করছে–'

BanglaBook.org

'পিছাও!' চিৎকার করে উঠলো রালফ।

হঠাৎ করে আগুনের ছ্যাকা লাগলো নরম্যানের পায়ে। হাত থেকে মশাল ফেলে দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে সে। নিদারুণ যন্ত্রণায় নীরব চিৎকারে মুখ হাঁ হয়ে আছে তার, শেষে তীক্ষ্ণ স্বরে শুধু একটা শব্দই বেরিয়ে আসলো তার গলা থেকে, 'ধ্যাত!'

রালফ দৌড়ে তার পাশে এসে দাঁড়ালো। অন্ধকারাচ্ছন্ন দেয়ালের পিছনে ঠেলে নিয়ে গেল তাকে। 'পাগল নাকি তুমি, নর্ম, ওখানে দাঁড়িয়ে করছিলেটা কী তুমি?'

নিজের অপরাধ সম্পর্কে শোনার কোন ইচ্ছা নেই এখন নরম্যানের। ব্যথায় দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছে সে। আহত পা টার দিকে তাকিয়ে আছে। খাকি প্যান্টের হাঁটুর কাছের জায়গাটা পুরু হয়ে ভিজে আছে। মাথা ঘুরতে শুরু করেছে তার।

'তোমার পায়ে গুলি লেগেছে,' বিস্মিত হয়ে বললো রালফ। তার শার্টটা খুলে ফেলেছে। 'কাভার থেকে বের হয়েছিলে কেন তুমি?'

গুডিয়ে উঠে ছাদের ফলকের ফাঁকা জায়গায় হাত তুলে দেখালো নরম্যান। 'আমি নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলাম... ধ্যাত–আমি ঠিকমত ভাবিনি।' পায়ের ক্ষতটা আলতোভাবে পরীক্ষা করে দেখছে রালফ। মুখ শক্ত করে চেপে আছে নরম্যান। 'এমন না যে তরুণ বয়সে আমি আগুনের মাঝে কখনো বুলেট ফেলে দেখিনি। কিন্তু, সামরিক প্রশিক্ষণ করার সুবাদে এই সময় কিছুর আড়ালে লুকানোর ব্যাপারে জানা উচিৎ ছিল আমার।'

'আমার মনে হয় না কোন গুরুত্বপূর্ণ শিরায় লেগেছে গুলিটা,' বলছে রালফ। 'ফিনকি দিয়ে তো রক্ত পড়তে দেখছি না। কিন্তু, তোমার হাঁটুর অবস্থা এখন খুবই বাজে হয়ে আছে। রক্ত পড়া বন্ধ করার জন্য কোন কিছু দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিতে হবে ক্ষতের জায়গাটা।' বলে তার নিজের মোটা পশমের শার্টটা নিয়ে ছোট ছোট টুকরো করতে শুরু করলো রালফ।

একটা টুকরো নরম্যানের পায়ে স্পর্শ করে বললো, 'এটায় কিন্তু ব্যথা লাগবে।'

'তাহলে করো *না* কাজটা,' তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠলো নরম্যান।

ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে আছে রালফ।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাত নেড়ে তাকে কাছে ডাকলো নরম্যান। 'আরে বাবা, আসো, লাগিয়ে দিয়ে দাও পট্টিটা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে নরম্যানের পায়ের উপর ঝুঁকলো রালফ। ক্ষতটায় হাত দিতেই ব্যথায় কুঁকড়ে উঠলো নরম্যান। মনে হচ্ছে হাড়ের মাঝে রাখা ডিনামাইটের টুকরো জ্বলছে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে অবস্থাটা এরচেয়েও খারাপ। ব্যথায় চোখে পানি এসে গেছে। 'তুমি কি আসলেই জানো যে তুমি এখন কী করছো?'

BanglaBook.org

রালফ তার কাজ করে যাচ্ছে। নরম্যানের যন্ত্রণাকে অতটা গুরুত্ব দিচ্ছে না। তার পশমের শার্টের টুকরোগুলো দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিচ্ছে জায়গাটা। উরু থেকে শুরু করে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত কয়েকবার প্যাঁচ দিল টুকরোগুলো দিয়ে। 'ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে আলাবামা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন-তখন সবসময়ই হাঁটুতে পট্টি লাগিয়ে রাখতে হতো। অন্য কিছু না জানলেও, আমি এই প্যাঁচটা ভাল করেই দিতে জানি।' শেষবারের মত একবার টান দিয়ে শক্ত করে পট্টিটা আটকে দিয়ে তার কাজ সম্পন্ন করলো রালফ।

হাতের মুষ্টি পাঁকিয়ে রেখেছে নরম্যান। শরীর মোচড়াচ্ছে একটু একটু। মনে হচ্ছে যেন বিশাল থাবা দিয়ে কেউ তার হাঁটুতে খাবলে ধরে রেখেছে। তারপর আস্তে আস্তে কমতে শুরু করলো অনুভূতিটা।

অত্যাচারকারী রালফ পিছিয়ে এসেছে এখন। 'এটা হয়তো তোমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে।'

চোখ থেকে পানি মুছে নিচ্ছে নরম্যান। ব্যথাটা এখন কিছুটা কমে এসেছে তার। 'চমৎকার স্বান্তনাবাণী, ডাক্তার সাহেব।'

নরম্যানের দিকে চোখ ফেলল রালফ। ফটোগ্রাফারকে পরখ করতে করতে দুঃশ্চিন্তা ভ্রু কুঁচকে উঠছে তার। কয়েক মুহূর্ত পর, প্রবেশমুখের দিকে নজর ঘুরিয়ে নিল সে। জায়গাটা নিরব হয়ে আছে এখন। অগ্নিকুণ্ডের ভিতর থেকে বুলেট ছোঁড়াছুঁড়িও বন্ধ হয়ে গেছে আরো অনেকক্ষণ আগেই। 'এখন আসল দুঃসংবাদটা বলি। আমাদের এখান থেকে বের হয়ে যেতে হবে। আমার প্রচেষ্টাটা খুব বেশিক্ষণ ঐ জন্তুগুলোকে দূর করে রাখতে পারবে না।'

দরজা মুখের দিকে তাকালো নরম্যান। প্রবেশমুখের পুরোটাই ভরে আছে পুড়ে যাওয়া মমির ভস্ম দিয়ে। তার একটু দূরে আগুনের শিখা থেকে এখনও ভস্মিত কণা উড়ে এসে পড়ছে পাথরের মেঝের উপর। তবে, বেরিয়ে যাওয়ার পথটা তো উন্মুক্ত আছে। মাথা ঝাঁকিয়ে তার হাত উঁচু করে বললো, 'উঠতে সাহায্য করো আমাকে।'

উঠে দাঁড়িয়ে তার পেশিবহুল হাতের সাহায্যে নরম্যানকে মেঝে থেকে টেনে তুললো রালফ।

নড়াচড়ায় ব্যথায় কাঁতরে উঠলেও, নরম্যান তার আহত পায়ের উপর শরীরের ভার নেওয়ায় বেশ সতর্ক আছে। পুরোপুরি উঠে দাঁড়ানোর পর আস্তে আস্তে পা-টা মাটিতে ফেলল নরম্যান। কতটুকু ওজন সে বহন করতে পারবে সেটা মেপে নিচ্ছে। ব্যথাটা দপদপ করে উঠলেও পট্টিটা তার হাঁটুকে নিশ্চল করে রেখেছে। রালফের প্রশস্ত কাঁধের উপর ঝুঁকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোতে শুরু করেছে নরম্যান।

'তুমি কি চলতে পারবে?'

রালফের দিকে চোখ ফেরালো নরম্যান। এই হালকা একটু পরিশ্রমেই বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করেছে তার কপালে। পায়ের ক্রমাগত দপদপে

Banglabook.org

ব্যথায় অসুস্থ অনুভব করছে সে। রালফের দিকে তাকিয়ে দুর্বলভাবে হেসে বললো, 'এছাড়া কি আর কোন উপায় আছে?'

উপর থেকে কোন কিছু নড়াচড়ার শব্দ ভেসে আসলো হঠাৎ করে। পাথরে আঁচড় কাটা থাবাটা ফিরে এসেছে আবারো। শুনে মনে হচ্ছে জন্তুদের কোন একটা মনে হয় এতক্ষণ লুকিয়েছিল উপরে কোথাও। রাস্তাটাকে এখন নিরব হয়ে যেতেই আবার বেরিয়ে এসেছে গুপ্তস্থান থেকে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো দুজন। কান খাড়া করে রেখেছে। জন্তুগুলো আসলেই চলে গেছে কিনা নিশ্চিত হবার জন্য অপেক্ষা করছে। পুরো দশ মিনিট নীরবই হয়ে রইলো তারা।

আর বেশি অপেক্ষা করার সাহস হচ্ছে না। যদি একটা থেকে থাকে, তাহলে হয়তো বাকিগুলোও এসে যে-কোন মুহূর্তে যুক্ত হবে এটার সাথে।

'এখান থেকে বেরিয়ে পড়া উচিৎ,' বললো নরম্যান।

মেঝে থেকে মশালটা হাতে তুলে নিল রালফ। মশালের জ্বলন্ত অঙ্গারটায় ফুঁ দিয়ে আবারো প্রজ্জ্বলিত করে নরম্যানের পাশে এসে দাঁড়ালো। 'আমার কাঁধে রাখো। যতটা সম্ভব ঝুঁকে থাকো আমার উপর।'

কোন তর্ক করলো না নরম্যান। তবে, দীর্ঘদেহী মানুষটার কাঁধে হাত রাখতে গিয়ে এক মুহূর্তের জন্য থেমে রয়েছিল সে। গলার সুর গম্ভীর হয়ে গেছে তার। 'যদি আমরা কোন বিপদে পড়ি তাহলে ফেলে যেও আমাকে।'

কোন উত্তর দিল না রালফ।

উত্তর না পেয়ে রালফের কাঁধে সজোরে চাপ দিল নরম্যান। 'তুমি কি শুনতে পাওনি আমার কথা?'

'আমি বোকাদের কথা শুনি না।' নরম্যানের মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল রালফ।

'ওহ, আমার সাথে ভাব নিয়ো না, রালফ। আমি কোন হাতের সাথে কথা বলছি না।' বলে রালফকে ধাক্কা দিয়ে সামনে ঠেলে দিল নরম্যান। হোঁচট খেতে খেতে দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তারা দুইজন। নিজের ব্যথার যন্ত্রণাকে ভুলে থাকার জন্য নরম্যান তার কথা বলেই যাচ্ছে। 'আমি এটা বলছি না যে তুমি আমাকে টোপ হিসেবে জন্তুগুলোর মাঝে ফেলে রেখে লেজ গুটিয়ে পালাবে। আমি শুধু এটা বলতে চাচ্ছি যে... একটু বাস্তবিকভাবে ভাবো। আমরা যদি কোন বিপদের মাঝে পড়ি, তাহলে আমাকে কোন সমাধির গর্তে ফেলে রেখে পালিয়ে যাবে। তোমার ঐ ফুটবলার পা গুলোকে কোন কাজে লাগাও।'

'যখন সময় হবে তখন দুজন একসাথেই কাজে লাগাবো ওদুটোকে,' বিড়বিড় করে উত্তর দিল রালফ। নিচু দরজাটা পার হয়ে যেতে সাহায্য করছে নরম্যানকে।

দরজাটা পেরিয়ে সর্তকতার সাথে রাস্তার উপর এসে উপস্থিত হল তারা দুজন। পুড়ে যাওয়া কাপড়ের জ্বলন্ত টুকরোয় ভরে আছে রাস্তাটা। মনে হচ্ছে

BanglaBook.org

যেন কোন যুদ্ধক্ষেত্র এটা। 'যতটা ভেবেছিলাম এটা তো তার থেকে অনেক বড় একটা প্রদর্শনী।'

'অন্তত পক্ষে এতে তো জন্তুগুলোকে দূর করা গেছে,' বলল রালফ।

তাকিয়ে রাস্তার দুই পাশটা পরখ করে নিল নরম্যান। রালফের কথাই ঠিক। জন্তুগুলোর কোন নিশানা দেখা যাচ্ছে না এখন। 'ঈশ্বরের কৃপা।' ঠিক এই মুহূর্তের জন্য, তারা অন্ততপক্ষে নিরাপদ আছে।

'চলো,' বলছে রালফ, 'এই নরক থেকে দূর হই এখন।'

'যেভাবে তুমি বলবে, গুরু।'

নরম্যানের গতির সাথে পা মিলিয়ে চলছে রালফ। এতে তাদের গতি কিছুটা কম হলেও, সুস্থিরই আছে। দ্রুতই তারা ধূমায়িত মমির ধ্বংসাবশেষ থেকে দূরে সরে এসেছে। এখন জ্বলতে থাকা ছোটখাটো মশালের ক্ষুদ্র বিন্দুটাই একমাত্র তাদের এগিয়ে চলার অগ্রগতি চিহ্নিত করে রাখছে। নরম্যান তার ফ্ল্যাশটাকে ব্যাগ থেকে বের করে রেখেছে। যাতে প্রয়োজন হলে এর চোখ ধাঁধানো আলোর সাহায্যে পথ আটকে দেওয়া কোন আক্রমণকারীকে ভড়কে দিতে পারে। এক মিনিট অন্তর অন্তর ফ্ল্যাশটা জ্বালিয়ে সংকেতও দিচ্ছে। যাতে স্যাম বা তাদের খোঁজে থাকা অন্য কেউ যেন তাদের বর্তমান অবস্থানটা ধরতে পারে।

তবে এটাও ঠিক যে, ফ্ল্যাশের কারণে গুহার জন্তুগুলোও তাদের অবস্থান জেনে যাচ্ছে। তবে এই ঝুঁকিটুকু নিতেই হবে। নরম্যান আহত, সাহায্য দরকার। সংকেতটা দেওয়াটা তাদের জন্য বেশ জরুরিই।

গুহার ছাদের দিকে ফ্ল্যাশটা উঁচিয়ে আবারো চোখ ধাঁধানো আলোটা জ্বাললো নরম্যান। 'আমার তো নিজেকে জোনাক পোকার মনে হচ্ছে।'

ভ্রু কুঁচকে আছে রালফের। কোন ধরনের কথোপকথনে জড়ানোর সাহস পাচ্ছে না। এমনিতেই লক্ষ্যবস্তু হিসেবে পথে উন্মুক্ত ভাবে চলছে।

সঙ্গীর একেবারেই অব্যক্ত ভাবটা নরম্যানের ভাল না লাগলেও-নিশ্চুপ রয়েছে সে। সে জানে যে ভিতরে ভিতরে রালফ অনেক বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। দীর্ঘদেহী মানুষটা একটু পর পরই থেমে কাঁধের উপর দিয়ে পিছনের দিকে তাকাচ্ছে। তার মনে হচ্ছে পিছন থেকে কিছুটা তাদেরকে অনুসরণ করছে।

নরম্যান এখনো তেমন কিছুর সাড়া পায়নি। ব্যথায় তার মাথা ক্রমাগত দপ দপ করেই যাচ্ছে। তবু সে জানে যে রালফ একটা ব্যাপার এখনো ধরতে পারেনি। তাদেরকে যদি অনুসরণ করা হয়েই থাকে, তবে তাদের ফিসফিস করে বলা কথায় আকর্ষিত হয়নি প্রাণীগুলো। আহত পায়ের দিকে নজর ফেলল নরম্যান। ব্যান্ডেজের ফাঁক দিয়ে এখনও চুইয়ে চুইয়ে রক্ত পড়ছে। আলোর অভাবের বিষয়টা বিবেচনা করে সে আন্দাজ করতে পারছে যে জন্তুগুলোর ইন্দ্রিয় নিশ্চয়ই খুব প্রখর। *তাদের থেকে পালিয়ে যেতে থাকা এক খাদ্য আমি*-বিষণ্নভাবে ভাবলো নরম্যান।

BanglaBook.org

সোনালি মূর্তিটাকে লক্ষ্য করে চুপচাপ পথ ধরে এগিয়ে চলছে ওরা। এখন পর্যন্ত কোন আক্রমণের শিকার হতে হয়নি। কিন্তু গুহাটা এখন খুব আশ্চর্যজনক ভাবে শান্ত হয়ে আছে। কেবল মাঝে মাঝে গুহার গভীরের অংশ থেকে কিছু চিৎকারের শব্দ ভেসে আসতে শোনা যাচ্ছে। নরম্যানের ভারের চাপে রালফের কাঁধ আগের চেয়ে আরো অনেক বেশি কুঁজো হয়ে গেছে।

শেষমেশ গতি কমিয়ে দিল নরম্যান। এখন মাথাটাকে আগের থেকে আরো দ্বিগুণ ভারী মনে হচ্ছে। তার পদক্ষেপগুলোও বেসামাল হয়ে গেছে। 'আমার একটু বিশ্রাম নেওয়া দরকার,' ফিসফিসিয়ে বলে উঠলো নরম্যান।

'এখনই?' হিসিয়ে উঠলো রালফ। চোখ ঘুরিয়ে দেখছে চারপাশে।

রালফের কাঁধ থেকে ভার ছেড়ে দিয়ে নিকটস্থ একটা সমাধির দেয়ালের উপর ঝুঁকে দাঁড়ালো নরম্যান। 'অল্প কিছুক্ষণের জন্য শুধু।'

রাগে মুখ বিকৃত করে নরম্যানের দিকে মশালটা ঘুরালো রালফ। তার মুখে হতাশার অভিব্যক্তিটা দুঃশ্চিন্তাকে কিছুটা ম্লান করে দিয়েছে। 'ধুর, নরম্যান, তুমি একটা অকর্মা।'

'ভাল। কারণ, আমার নিজেরও এখন এমনই মনে হচ্ছে।' শীতল পাথরটার উপর গা ঘেঁষে মাটিতে বসে পড়েছে নরম্যান।

তার পাশে উবু হয়ে বসে রাস্তার দূরত্বটা পরিমাপ করে নেওয়ার চেষ্টা করছে রালফ। 'মূর্তিটার থেকে আর খুব বেশি দূরত্ব বাকি নেই।'

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে রেখেছে নরম্যান। শেষ কয়েকমুহূর্ত ধরেই একটা কথা বলতে গিয়েও বলতে পারছে না সে। সাহস সঞ্চয় করে এবার বলেই ফেললো কথাটা। 'রালফ, তোমার এখন একাই এগিয়ে যাওয়া উচিৎ।'

মাথা নাড়লো রালফ। কিন্তু, এর আগে তার মাঝে থাকা দ্বিধার অভিব্যক্তিটা ঠিকই নজরে পড়েছে নরম্যানের। 'আমি তোমাকে এখানে ফেলে রেখে যেতে পারব না।'

'হ্যাঁ, তুমি পারবে।' জোর করে নিজের কণ্ঠে যতটা সম্ভব মিথ্যা অভিব্যক্তি আনার চেষ্টা করছে নরম্যান। 'আমি এখানেই কোন একটা কবরের ভিতর লাশের সাথে গুটিসুটি মেরে বসে অপেক্ষা করবো। ঐ টেক্সানটাকে সাথে নিয়ে তার বড় রাইফেলটাসহ ফিরে এসে তুলে নিয়ে যেয়ো আমাকে।'

তার কথাগুলো বিবেচনা দীর্ঘশ্বাস ফেললো রালফ। 'হয়ত...।' উঠে দাঁড়িয়েছে সে। এমনকী নরম্যানকে ফেলে রেখে এগিয়ে যাওয়াও শুরু করে দিয়েছিল। তারপর হঠাৎ করেই ঘুরে নরম্যানের দিকে ফিরে তাকালো। 'ধ্যাত! পানিতে যখন সাঁতরে আসছিলাম, তুমি তো আমাকে ফেলে রেখে চলে যাওনি। আমিও এখন তোমাকে এখানে ফেলে রেখে যাচ্ছি না।' হাতের মশালটা তার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললো, 'এটা ধরো।'

'তুমি কী...?' জ্বলন্ত মশালটা হাতে নিয়ে বলতে শুরু করেছিল নরম্যান।

BanglaBook.org

রালফ নিচে ঝুঁকে বগলদাবা করে নরম্যানকে কোলে তুলে নিল। নরম্যানের বাধা দেওয়ার প্রচেষ্টাকে পাত্তা দিচ্ছে না। 'দরকার পড়লে তোমাকে বয়ে নিয়ে যাব আমি।'

নরম্যান প্রথমে কিছুটা ইতস্তত করলেও এখন শান্ত হয়ে গেছে। 'নিচে নামাও আমাকে... নিয়ে যাওয়ার যদি এতই ইচ্ছা থাকে, তাহলে নিচে নামাও। অল্প একটু হাঁটতে পারব আমি।'

নরম্যানকে আবারো মাটিতে নামিয়ে দিয়ে তার কানের কাছে হিসিয়ে উঠলো রালফ। 'তোমাকে ফেলে যাওয়ার ব্যাপারে আর কোন কথা শুনতে চাই না আমি।'

হেসে উঠলো নরম্যান। রালফ তাকে ফেলে যায়নি বলে ভিতরে ভিতরে কিছুটা স্বস্তি পাচ্ছে সে। 'আর আমি ভেবেছিলাম, আমার ব্যাপারে তোমার কোন চিন্তাই নেই।'

ভ্রু কুঁচকে উঠলো রালফের। 'তোমার পঙ্গু শরীরটাকে চালু রাখো শুধু।'

এক পা এগিয়ে গেল নরম্যান। তাকে শক্ত করে ধরে রেখেছে রালফ। 'আশা করছি তোমার কথাটা সত্যি হবে। মূর্তিটার কাছ থেকে দূরত্ব খুব বেশি না হলেই হল।' কষ্টেসৃষ্টে আরেক পা এগুলো নরম্যান। রালফের ইতস্তত ভাবটা নজরে পড়লো তখনই। রালফ এখনও নরম্যানের হাতটা শক্ত করে ধরে রাখলেও, তার মনোযোগ অন্য দিকে।

হাতের মুষ্টিটা একমুহূর্তের জন্য তীব্রভাবে খিঁচুনী দিয়ে উঠলেও, পর মুহূর্তেই আবার স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

ঘুরে তাকালো নরম্যান। 'থেমে পড়লে কেন?'

নরম্যানের কাঁধ থেকে হাত ছুটে গেছে রালফের। দুর্বলভাবে নিজের ঘাড়ের উপর হাত বুলাচ্ছে সে। হাতটা চোখের সামনে আনতেই অবিশ্বাসের অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো তার মুখে। রক্তে লেগে আছে তার আঙুলগুলোয়। অন্য হাত দিয়ে নরম্যানকে ঠেলে দিচ্ছে। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে মিনতি করে বলছে, 'পা... পালাও!'

একদমই নড়তে পারছে না নরম্যান। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার বন্ধুর এক ঘাড়ের দিকে। ঘাড়ের একপাশে লেগে থাকা সাদা হাড় চোখা করে বানানো বল্লমটার দিকে।

হাঁটুর উপর ভরে করে লুটিয়ে পড়েছে রালফ। 'নর্ম... দৌড়াও!'

রালফের পিছনে একটা লম্বা লিকলিকে ফ্যাকাশে প্রাণীর উদয় হয়েছে। তাদের অনুসরণকারীরা গুপ্তস্থান থেকে বেরিয়ে এসেছে এখন। বিকট কালো চোখগুলো একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে নরম্যানের দিকে। তার দিকে তাক করে হাড়ের তৈরি আরেকটা বল্লম উঁচিয়ে ধরে রেখেছে প্রাণীটা।

লাফিয়ে উঠে পিছিয়ে যেতে চাইলো নরম্যান, কিন্তু তার আহত পায়ের জন্য তাড়াতাড়ি এগুতে পারছে না। বল্লমটা উঁচু করে তার দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে প্রাণীটা।

BanglaBook.org

বল্লমের প্রভাব থেকে বাঁচার জন্য মাথা নিচু করে ফেলেছে নরম্যান।

হঠাৎ করেই ক্রোধে গর্জন করে উঠে সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লো রালফ। তাকে অতিক্রম করে যাওয়া প্রাণীটার পায়ের গোড়ালি ধরে আটকে ফেলেছে। যেন একজন লাইনম্যান ছুটে যাওয়া কোন পাসকে ঠেকাচ্ছে। নরম্যানের দিক থেকে প্রাণীটাকে হেঁচকা টান দিয়ে শূন্যে ঘুরিয়ে আছড়ে মারলো পাশের দেয়ালটার উপর।

ডিমের খোসার মত ফেঁটে চৌচির হয়ে গেছে জন্তুর মাথাটা।

হাড়গোড় জট পাকিয়ে ধ্বসে পড়েছে প্রাণীটা। সাথে সাথে রালফও। মেঝেতে সজোরে ধাক্কা খেয়েছে সে। এত দুর্বল হয়ে আছে যে নিজের পতন থেকে উঠতেও পারছে না।

তড়িঘড়ি করে রালফের পাশে ছুটে এল নরম্যান। নিজের ব্যথাটাকে তেমন একটা গুরুত্ব দিচ্ছে না আর। 'নড়ো না! আমি সাহায্য নিয়ে আসি! স্যাম মনে হয় না খুব একটা দূরে আছে।' বলে আলতোভাবে বন্ধুর মাথাটা উপরের দিকে ঘুরিয়ে আনলো নরম্যান।

রালফের নিশ্চল চোখ দুটো একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। দৃষ্টিটা শূন্য।

দৃশ্যটা দেখেই শিউরে উঠেছে নরম্যান। ইতিমধ্যেই চলে গেছে রালফ। হামাগুড়ি দিয়ে পিছিয়ে এলো নরম্যান। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে তার।

চারপাশ থেকে আবারো তীক্ষ্ণ চিৎকার ও জন্তুগুলোর অস্পষ্ট আর্তনাদের শব্দ ভেসে আসতে শুরু করেছে। আরো কিছু অনুসরণকারী। তাজা রক্তের আভাস পেয়ে জংলী ক্ষুধা জেগে উঠেছে তাদের উদরে।

শীতল পাথরের গায়ে কপাল চেপে ধরে রেখেছে নরম্যান। লম্বা লম্বা শ্বাস নিয়ে নিচ্ছে। দৌড়ানোর মত শক্তি তার শরীরে নেই। তারপরও জোর করেই উঠে দাঁড়ালো সে। রালফের আত্মত্যাগকে বৃথা যেতে দিবে না। রালফের নিথর দেহটার দিকে তাকিয়ে দেখলো একবার। মশালটা হাতে নিয়ে বেসামালভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

ভাল পা টা মাটিতে ফেলে ঘুরে দাঁড়ালো নরম্যান। মাত্র তিন গজ দূরেই বিদঘুটে প্রাণীগুলোর আরেকটা উবু হয়ে বসে আছে। প্রাণীটা দেখতে বেঁটে, মোটা বাহু ও পিঠে কুঁজ সম্বলিত। নরম্যানের দিকে তাকিয়ে গজরাচ্ছে প্রাণীটা।

ক্রোধে সরুহয়ে গেছে নরম্যানের চোখদুটো। মশালটাকে উঁচু করে ধরে রেখেছে। 'মর হারামি,' বলে চেঁচিয়ে উঠলো সে। শক্ত করে মুষ্টি পাঁকিয়ে রেখেছে। তার দুই গাল বেয়ে অশ্রু ঝরতে শুরু করেছে। সমস্ত ঘৃণা ও দুঃখ কান্নায় পরিণত হয়েছে যেন।

ভীত সন্ত্রস্ত হরিণদের মতই বড় বড় হয়ে গেছে জন্তুর চোখ দুটো। পরিষ্কারভাবেই, তার শিকারের এমন অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় থতমত খেয়ে গেছে জন্তুটা। বিভ্রান্তির কারণে আতঙ্কিত হয়ে কিছুটা পিছিয়ে গেল, তারপর লাফিয়ে উঠে পালিয়ে চলে গেলে পাশের ছোট রাস্তাটায়।

BanglaBook.org

ফোঁপানোর মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটলো নরম্যানের কান্নার। মুখ মুছে নিচ্ছে সে। চশমাটাকে ঠেলে নাকের উপর ভালভাবে বসিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করেছে। 'আমার পথে না এলেই ভাল হবে তোমাদের জন্য! তোমাদেরকে খাতির-যত্ন করার কোন মুড নেই এখন আমার।'

●●●

বিশালাকৃতির মূর্তিটার পায়ের গোড়ালির কাছে হাঁটু গেড়ে ঝুঁকে বসে আছে ম্যাগি। রুপালি অন্তর্নিহিত দরজাটা বেশ লম্বা ও সরু। 'দরজাটা লম্বায় প্রায় দুই মিটার এবং চওড়ায় প্রায় এক মিটারের অর্ধেকের মত। চারপাশ ঘিরে রাখা সোনালি দেয়ালের সাথে একদম মিশে গেছে যেন। ম্যাগি বুঝতে পারছে না যে স্যাম কীভাবে এই দরজাটা খুঁজে পেয়েছিল।

পিছন থেকে ডেনাল ফ্ল্যাশলাইটটা জ্বালিয়ে ধরে রেখেছে। ম্যাগি আরো একবার সোনালি চাকুটাকে দরজার কেন্দ্রের সরু খোপটায় প্রবেশ করানোর চেষ্টা করলো। এটাই চাবির ছিদ্র হওয়ার কথা। কিন্তু সোনালি চাকুর অগ্রভাগ দিয়ে এখন পর্যন্ত তালাটাকে চুল পরিমাণও নাড়ানো যাচ্ছে না।

'মিস ম্যাগি,' পিছন থেকে ডাকলো ডেনাল। ফ্ল্যাশলাইটের আলোটা কেঁপে উঠেছে। শিকারী জন্তুগুলোর আবার তাদের প্রতি আকর্ষিত হয়ে পড়ার ভয়ে খুব কমই কথা বলছে তারা। বললেও শুধু ফিসফিস করেই বলছে। 'মিস্টার স্যাম গিয়েছে অনেকক্ষণ হল।'

ম্যাগি কল্পনা করছে স্যাম হয়তো এখন একাকি অন্ধকার গোরস্থানে খোঁজাখুঁজি করছে, হতাশ হয়ে মুষ্টি পাকিয়ে ঘুষি মারছে অনমনীয় মাটিতে। 'আমি জানি সেটা, ডেনাল!' হিসিয়ে উঠে জবাব দিল ম্যাগি। হাঁপানিগ্রস্ত মেশিনগানের মত বিক্ষুব্ধ কয়টা রাইফেলের গুলির শব্দ আর একটা চিৎকার ছাড়া এখন পর্যন্ত আর কোন শব্দ শুনতে পায়নি। প্রাণীগুলো ছাড়া জায়গাটায় অন্য কেউ থাকার কোন ইঙ্গিত পায়নি তারা।

ক্ষমার ভঙ্গিতে কাঁচুমাঁচু হয়ে গেছে ডেনাল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে পিছনের দিকে হেলে পড়লো ম্যাগি। তার কোলের উপর রেখে দিয়েছে চাকুটাকে। 'আমি তোমার উপর ক্ষেপে উঠতে চাইনি। আমারই আসলে স্যরি বলা উচিৎ। আ... আমি এই অভিশপ্ত দরজাটা কোনভাবেই খুলতে পারছি না। অন্যরা আমার উপরই ভরসা করে আছে।' বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়েছে ম্যাগি।

সান্ত্বনাস্বরূপ তার কাঁধে হাত রাখলো ডেনাল।

সান্ত্বনার এই ক্ষুদ্র একটা প্রচেষ্টাতেই ম্যাগির উদ্বেগের স্নায়ুটা শান্ত হয়ে আসতে শুরু করেছে। কাঁপা কাঁপা শ্বাস ফেলে নিজেকে জোর করে শান্ত করার চেষ্টা করছে। ডেনালের দিকে তাকিয়ে তার হাতের উপর আলতোভাবে টোকা

BanglaBook.org

দিল ম্যাগি। 'ধন্যবাদ।' ছেলেটার ভীতসন্ত্রস্ত চোখের দিকে তাকালো একবার। এরপর দৃষ্টি আবার দরজার উপর নিয়ে এনেছে। 'ডেনাল, তোমাকে এই বিপদের মাঝে টেনে আনার জন্য আমরা খুবই দুঃখিত।'

'স্যরি বলতে হবে না। আমি নিজে থেকেই গিলের উপর নজর রেখেছিলাম। মৃত্যুর আগে আমার মা অন্যদেরকে সাহায্য করার উপদেশ দিয়েছিল। আমাকে বলেছিল, সাহসী হও, ডেনাল।'

'তোমার মাকে খুবই চমৎকার একজন মহিলা বলে মনে হচ্ছে।'

ফুঁপিয়ে উঠে কান্নাটা চেপে রেখেছে ডেনাল। 'তাই ছিল আমার মা।'

যীশুর নামে শপথ করছি, মনে মনে বলছে ম্যাগি, *এই চমৎকার মহিলার ছেলেটাকে এখানে মরতে দিব না আমি*।

নতুন পাওয়া এই উদ্যমটা নিয়ে সোনালি চাকুটাকে উঁচু করে ধরলো ম্যাগি। ফুটখানেক লম্বা ব্লেডটা ফ্ল্যাশলাইটের আলোতে চিকচিক করছে। স্যামের সামনে চাকুর ব্লেডের রূপান্তরের কথাটা মনে পড়ছে তার। চাকুটাকে একটু কাঁত করে ধরে দাঁতওয়ালা দেবতা হিউয়াম্যানক্যানটেকের চিত্র খোদাই করা হাতলটা পরীক্ষা করে দেখছে ম্যাগি। খোদাই করা চিত্রটায় হাত বুলাচ্ছে। রূপ পরিবর্তন করার মত কোন ট্রিগার দেখতে পাচ্ছে না। 'কীভাবে করেছিলে তুমি ওটা, স্যাম?'

দরজাটার দিকে একবার চোখ বুলালো ম্যাগি। তারপর আবার মূর্তিটার দিকে। ভাবতে হবে তাকে। দরজাটা মূর্তির পায়ের গোড়ালির দিকে কেন? গ্রিক পুরাণের আচিলিসের কথা মনে পড়ছে তার। দুর্দমনীয় ঐ যোদ্ধার একমাত্র দুর্বল জায়গা ছিল তার পায়ের গোড়ালিতে। কিন্তু ইনকা বা পেরুভিয়ান উপজাতিদের কোনটার সাথে গ্রিক পুরাণের যোগসাজশ আছে বলে তো শোনেনি কেউ কখনো।

তারপরও কাকতালীয় ব্যাপারটা খুঁতখুঁত করেছে তার মনে। কোন ধরনের যোগাযোগ কি আছে? এক উপজাতির অনেক পৌরাণিক সংস্কৃতি ও পুরাণই মিশে আছে অন্যান্য উপজাতিগুলোর মাঝেও। সে শোনেনি বলেই যে ইনকাদের মধ্যে এমন কোন পৌরাণিক কাহিনী নেই তা তো নিশ্চয়ই না। লিখিত ভাষা না থাকায়, ইনকা সভ্যতার অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে। হয়তো আচিলিসের সমকক্ষ কোন পৌরাণিক গল্পগাঁথা ছিল ইনকাদের মাঝেও।

চাকুটা উপরে তুলে ধরে গ্রিক পুরাণের কথা মনে করছে ম্যাগি। মহান আচিলিসকে শেষমেশ তার পায়ের গোড়ালিতে আঘাত করেই পরাজিত করা হয়েছিল। কিন্তু কোন চাকু বা ছুরি দিয়ে পরাজিত করা হয়নি ঐ মহান যোদ্ধাকে। ঐ অস্ত্রটা ছিল একটা তীর। মাথা ঝাঁকিয়ে অনর্থক চিন্তা-ভাবনাগুলো দূর করতে চাচ্ছে ম্যাগি।

যদি তুমি শুধু একটা তীর হতে এখন, চাকুটার দিকে তাকিয়ে আকাঙ্খা করছে সে।

BanglaBook.org

হাতের মাঝখানে থাকা চাকুর হাতলটা হুট করেই শীতল হয়ে গেছে। সোনালি ব্লেডটাও কিছুটা প্রসারিত ও সরু হয়ে গেছে। চাকুর অগ্রভাগটা আস্তে আস্তে তীরের মাথার রূপ নিতে শুরু করেছে।

'ঈশ্বর!' চমকে গিয়ে লাফিয়ে উঠেছে ম্যাগি। বদলে যাওয়া চাকুটা ধরে ডেনালের দিকে ঘুরে বললো, 'দেখো!'

ডেনাল অন্ধকারের গোরস্থানের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল এতক্ষণ। ম্যাগির দিকে ফিরে হাত উঁচিয়ে বলে উঠলো, 'মিস ম্যাগি...?'

ডেনালের নির্দেশ করা রাখা দৃশ্যটার দিকে চোখ ফেরালো ম্যাগি। সমাধিগুলোর ধারের দিক 'থেকে বিবর্ণ, কিম্ভূতকিমাকার আকৃতির জন্তুগুলো এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। খুব নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে ওগুলো, এমনকী হালকা গর্জন বা আর্তনাদও করছে না তারা। ম্যাগি দেখলো যে প্রাণীগুলোর কয়েকটার দৃষ্টি দৈত্যাকৃতির মূর্তিটার দিকে। তবে সবগুলোর না। বেশির ভাগই লোলুপ্ত ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সরাসরি তাদের দিকে।

ধরা পড়ে গেছে বুঝতে পেরেই হয়তো গতি বাড়িয়ে দিল প্রাণীগুলো। গোরস্থানের পাড়ের দিক থেকে পাক খাওয়া ছায়ার মত নীরবে এগিয়ে আসছে তারা। কমপক্ষে দুইডজনের মত হবে।

ডেনালকে টান দিয়ে ইনকা রাজার মূর্তির দুই পায়ের মাঝখানে থাকা ছোট গর্তটায় লুকিয়ে পড়লো ম্যাগি। ডেনালের কাছে একটা ফ্ল্যাশলাইট ও তাদের মশালের ক্ষুদ্র অবশিষ্টাংশটুকুই আছে এখন। এইটুকু দিয়ে এত বড় দলকে আটকানো যাবে না। তাদের সাহায্য দরকার এখন। ঝুঁকি নিয়েই সামনের দিকে পা বাড়ালো ম্যাগি। ফুসফুসের সমস্ত শক্তি দিয়ে হাঁক ছেড়ে উঠলো, 'স্যাম! সাহায্য করো আমাদের'। এখন আর নীরবে লুকিয়ে থাকার কোন যৌক্তিকতা নেই। বড় গুহার চারপাশে প্রতিধ্বনিত হতে শুরু করেছে তার ডাকটা।

শব্দ শুনে কাছে থাকা প্রাণীগুলোর দুইটা ক্ষেপে উঠেছে। ক্ষীপ্ত হয়ে এগিয়ে আসছে ম্যাগির দিকে। তাদের গোত্রের সৈনিক শ্রেণিভুক্ত প্রাণী এরা। পেশীবহুল পা দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে, চোখগুলো সরু হয়ে আছে, বিষদাঁত উন্মুক্ত। লোমবিহীন ভাল্লুকের মত দেখাচ্ছে প্রাণীগুলোকে। আক্রমণের সময় এদের ভোঁতা মুখটা আরো প্রসারিত হয়ে যায়।

ম্যাগি তার একমাত্র অস্ত্র মানে তীরের আকৃতি নেওয়া সোনালি চাকুটাকে আন্দোলিত করে উঠলো বাতাসের মাঝে। এদের অন্তত কোন একটাকে যদি মারতে পারে সে...

জন্তুদুটোর মাঝে কাছে থাকা প্রাণীটা গতি কমিয়ে ম্যাগির উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত হচ্ছিল। ঠিক তখনই ম্যাগির হাতে ধরা অস্ত্রটা চোখে পড়লো প্রাণীটার। এমনভাবে চিৎকার করে পিছিয়ে গেল যেন তাকে আঘাত করেছে কেউ। গিয়ে ধাক্কা খেল তার সঙ্গীর সাথে। জট বেঁধে পালানো শুরু করেছে

BanglaBook.org

জন্তু দুটো। একে-অপরকে থাবা দিয়ে পরাস্ত করে চাচ্ছে যেন। ক্ষীপ্র চোখগুলো এখন গভীর আতঙ্কে বড় বড় হয়ে আছে। চিৎকার করতে করতে দৌড়ে গিয়ে জড়ো হল দলের অন্য সদস্যদের সাথে।

লুকিয়ে থাকা জায়গা থেকে বেরিয়ে এসেছে এখন ম্যাগি। তার অস্ত্রটা উপরে উঁচিয়ে ধরলো। আতঙ্কের চিৎকার ভেসে আসতে শুরু করেছে জন্তুদলের ভিতর থেকে। চমকে যাওয়া মাছের দলের মত ঘুরে উলটো পথে পালিয়ে যাচ্ছে জন্তুগুলো।

অস্ত্রটা নিচে নামিয়ে আনলো ম্যাগি। সোনালি তীরটার দিকে ভ্রু-কুঁচকে তাকিয়ে আছে। এইমাত্র এটা কী ঘটলো? তীরের অগ্রভাগটায় হাত বুলাচ্ছে। আটকে থাকা দরজাটার দিকে চোখ ফেরালো। তার সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির কারণে জন্তুগুলোর প্রতিক্রিয়া থেকে সে ভাল করেই বুঝতে পারছে ইনকা মূর্তির চাবিটাই এখন ধরে রেখেছে সে। নিঃসন্দেহেই প্রাণীগুলো এটাকে ভয় পায়। কিন্তু কেন? জন্তুগুলোর কি এমন কোন ভীতিকর স্মৃতির কথা মনে পড়ে গেছে? এককালে ইনকারা এমন অদ্ভুত ধরনের তলোয়ার নিয়ে এখানে ঘুরতে আসতো? যদি তাই হয়, তাহলে কীভাবে? মাঝে তো অনেক লম্বা সময় পেরিয়ে গেছে। কমপক্ষে পাঁচশো বছর তো হবেই। এটা কি সমষ্টিগত স্মৃতি নাকি এই বিচিত্র প্রাণীগুলোর মাঝে থাকা কোন ধরনের বংশগত কুসংস্কার?

রুপালি দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সে। তার তত্ত্বটাকে পরীক্ষা করে দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। উবু হয়ে বসে দরজার ফুটোটার ভিতর তীরের অগ্রভাগটা ঢুকিয়ে দিল। যদি এই তীরটাই চাবি হয়ে থাকে, তারমানে এটা নিশ্চিত যে ইনকাদের মাঝে গ্রিকদের প্রচলিত কিছু পৌরাণিক কাহিনীও মিশে আছে। এই সামান্য একটা তথ্যই স্নাতোকোত্তর থিসিসের জন্য যথেষ্ট। শ্বাস ধরে রেখে ম্যাগি তীরটা ফুটোয় ঢুকিয়ে যাচ্ছে।

তীরটা পুরোপুরি ঢুকে যেতেই একটা মৃদু *খুট* শব্দ শোনা গেল। এরপর হাঁ করে খুলে গেল দরজাটা।

দরজার ওপাশে একটা অন্ধকার কক্ষ দেখা যাচ্ছে।

স্তব্ধ হয়ে গেছে ম্যাগি। তার হাতের দিকে তাকালো। দরজাটা খুলে যাওয়ার পর পরই সোনালি চাকুটা তার আগের আকৃতিতে ফিরে এসেছে। লম্বা ধারালো ব্লেডটা চকচক করছে আলোতে। প্রবেশমুখের দিকে তাক করে অস্ত্রটা উঁচিয়ে ধরে রেখেছে। আগের কক্ষে থাকা গুপ্ত ফাঁদগুলোর কথা মনে আছে তার। তবু, সামনে এগিয়ে যাওয়ার কেবল একটা পথই আছে এখন। না ঘুরেই হাত নেড়ে ডেনালকে কাছে আসার নির্দেশ করলো ম্যাগি। 'ফ্ল্যাশলাইটটা দাও তো আমাকে।'

উজ্জ্বল আলোটা সামনের দিকে ধরতেই খোলা দরজার অপর পাশে পড়ে থাকা ছোট অলঙ্কৃত কক্ষটা নজরে পড়লো তার। কক্ষের সোনালি মেঝের সাথে মূর্তির রংটা একদম মিলে যাচ্ছে। আলোটা ধরে রেখে সামনের থেকে ঝুঁকে

BanglaBook.org

পড়লো ম্যাগি। কোন ছাদ নেই কক্ষটার। আলোক রশ্মিটা সোনালি মূর্তির ভেতরের ফাঁপা অংশ বেয়ে উপরে উঠে গেছে। কোন শেষ সীমানা দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে।

পিছিয়ে এসে ইনকা রাজার লম্বা মূর্তিটার দিকে আলো ফেললো ম্যাগি। রাজা তার হাতের তালু উঁচু করে ধরে রেখেছে গুহার ছাদে। একটা গুপ্ত স্থানের ক্ষেত্রে, খুব একটা নজরে না আসার মত মনে হচ্ছে না এটাকে।

পাতালপুরির অন্ধকার গোরস্থানের দিকে চোখ ফেরালো ম্যাগি। অন্যরা কোথায় পড়ে আছে এখন?

●●●

সাহায্যের জন্য মাগির চিৎকার শুনে জমে গেছে স্যাম। ধাঁধাময় পথটার দিকে তাকিয়ে আছে সে। গত আধঘন্টা ধরে রালফ-নরম্যানদের খুঁজছে। ওদের কোন চিহ্নও চোখে পড়েনি তার। সর্বশেষ উচ্চস্বরে কাউকে গালি দিয়ে উঠতে শুনেছিল। এরপর আর কিছু না। একদম নিশ্চুপ হয়ে আছে রাস্তাটা।

কোথায় আছো তোমরা?

স্যাম এটা মেনে নিতে শুরু করেছে যে তারা দুইজনই হারিয়ে গেছে। যদি তার ভাবনায় কোন ভুল হয়ে থাকে সেটার জন্য মনে মনে বন্ধুদের কাছে ক্ষমা চেয়ে ঘুরে দাঁড়ালো স্যাম। মূর্তিটার দিকে দৌড়ে ফিরে আসতে শুরু করেছে সে। অন্ধের মত অন্য দুজনকে খুঁজতে হচ্ছে না বলে গতি বাড়াতে পারছে এখন। সে জানে মূর্তির দিকে যেতে হলে কোন পথে যেতে হবে। কোন মোড়গুলো সঠিক আর কোন মোড়গুলো কানাগলির মত সেটা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা আছে তার।

শেষ পথটায় পৌঁছে গেছে স্যাম। এই সোজা রাস্তাটাই চলে গেছে মূল চত্বরে। এখান থেকে মূর্তির গায়ে প্রতিফলিত হওয়া ম্যাগির ফ্ল্যাশলাইটের আভাটাও পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছে। মাথার উপরে স্টেটসন টুপিটা ভালভাবে বসিয়ে রাস্তা ধরে এগোতে শুরু করলো স্যাম।

যাত্রা শুরুর পর দুই কদম এগিয়েছে মাত্র, এমন সময়ই ডান পাশ থেকে আর্তচিৎকারের শব্দ ভেসে আসতে শোনা গেল। পাক খেয়ে সেদিকে ঘুরে গেছে স্যাম। রাইফেল উঁচিয়ে ধরে রেখেছে। পাশের ছোট গলি দিয়ে এগিয়ে আসছে কেউ। বাম পাশের দেয়ালে গা ঘেঁষে কুঁজো হয়ে দুর্বল ভাবে এগিয়ে আসছে মূর্তিটা। অন্ধকার থেকে আকৃতিটাকে গুহার শিকারী প্রাণীদের মতই দেখাচ্ছে।

মশালটা উঁচিয়ে ধরলো স্যাম। বিনিময়ে ফিরে আসা হঠাৎ উজ্জ্বল আলোর ঝলকানিতে চোখে ধাঁধা লেগে গেছে তার। অন্ধকার থেকে মূর্তিটা চেঁচিয়ে উঠেছে তার দিকে। 'দূর হ সামনে থাকা, হতচ্ছাড়া শয়তান!'

চোখ পিটপিট করতে করতে রাইফেল নিচে নামিয়ে আনলো স্যাম। 'নরম্যান?'

BanglaBook.org

কয়েক গজ সামনে এসে থেমে গেছে মূর্তিটা। নম্র শান্ত কণ্ঠে জবাব দিয়ে উঠলো, 'হাঁ... স্যাম?' বলে ফ্ল্যাশটা নিচে নামিয়ে আনলো নরম্যান। এটা দিয়েই স্যামের চোখ প্রায় অন্ধ করে দিতে নিয়েছিল সে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দ্রুত নরম্যানের দিকে এগিয়ে গেল স্যাম। তার স্বস্তিটা অবশ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। ফটোগ্রাফারের ক্ষতটা চোখে পড়তেই আনন্দ উবে গেল স্যামের। 'রালফ কোথায়?'

ফ্ল্যাশটা পকেটে রাখতে রাখতে মাথা নেড়ে জবাব দিল নরম্যান। স্যামের চোখের দিকে তাকাতে পারছে না সে। উলটো স্যামকে জিজ্ঞেস করছে, 'ম্যাগি আর ডেনালের কী অবস্থা?'

'মূর্তির কাছে আছে তারা,' জবাব দিল স্যাম। কণ্ঠস্বর নিস্তেজ হয়ে গেছে তার। রালফকে হারানোর দুঃখে বুক ভারী উঠছে তার। কিন্তু শোকাক্রান্ত হওয়ার সময় না এটা। সোজা হয়ে নরম্যানের বাহুতে ধরে তাকে কাছে টেনে আনলো সে। 'আমাদের জলদি যেতে হবে। তারা হয়তো কোন বিপদে পড়েছে।'

স্যামের হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে পিছিয়ে আসলো নরম্যান। অশ্রু ঝরতে শুরু করেছে তার চোখ থেকে। 'অন্য কাউকে আর মরতে দিব না আমি।'

'ধুর, এটা তো শুধু তোমার পা।' বলে নরম্যানকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরলো স্যাম। নরম্যানের কাঁধের নিচে হাত দিয়ে তাকে সোজা করে ধরে রেখেছে সে। 'তিনপায়া-দৌড়ে কতটা দক্ষতা আছে তোমার?'

বাধা দেওয়ার জন্য মুখ খুলতে যাচ্ছিল নরম্যান, কিন্তু তখনই রাস্তার অপর পাশ থেকে একটা হিংস্র গর্জনের ভেসে আসলো। শব্দটা শুনে দুইজনেই চোখ ফেরালো ঐদিকে। এরপর স্যামের থেকে নরম্যানই বেশি ঝুঁকলো সামনের দিকে। 'চলো গিয়ে দেখি।'

আহত ফটোগ্রাফারকে বলতে গেলে প্রায় বহন করেই নিয়ে যাচ্ছে স্যাম। তারপরও, মানুষটাকে পিছনে ফেলে রেখে যাবে না সে। মূল সড়কটার অর্ধেকটা পেরিয়ে গেছে। একজন আরেকজনকে আঁকড়ে ধরে খোঁড়ার মত লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তারা। গর্জনটা এখন তাদের চারপাশ থেকেই ভেসে আসতে শুরু করেছে। শুনে মনে হচ্ছে প্রাণীগুলো তাদের সাথে সমান তালে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে আসছে।

'আ... আমার পায়ের জন্য এমন হচ্ছে,' স্যামের কানের কাছে প্রায় গুঙিয়ে উঠলো নরম্যান। তার কাছ থেকে ঝুঁকে দূরে যেতে শুরু করেছে সে। 'রক্তের গন্ধ আকর্ষণ করছে তাদেরকে। তুমি যদি আমাকে এখানেই ফেলে যাও, তাহলে হয়তো–'

'দুঃখিত, এই যাত্রায় কোন খাদ্য দিতে পারছি না তাদেরকে,' বলে নরম্যানকে কাছে টেনে আনলো স্যাম। মানুষটাকে উৎসর্গ করতে চাচ্ছে না সে।

BanglaBook.org

'আমরা মনে হয় পৌঁছাতে পারবো না,' তাদের পিছনে ছাদের ধার ধরে এগিয়ে আসা ফ্যাকাশে প্রাণীগুলোর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো নরম্যান। অস্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে আসছে জন্তুগুলো। তাদের একটা থেমে গিয়ে হাঁক ছাড়তে শুরু করেছে এখন।

'স্কাউট দল,' বলছে স্যাম। 'আমাদেরকে সনাক্ত করে ফেলেছে তারা। সাহায্যের এখন ডাকছে অন্যদেরকে।' এগিয়ে চলতে চলতেই তার উইনচেস্টার রাইফেলটাকে পিছন দিকে ঘুরিয়ে একবার গুলি ছুড়লো স্যাম। ফাঁকা গুলি ছিল এটা। কোন একটা দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফেরত এসেছে বুলেটটা। রাস্তার দুই পাশে থাকা সমাধির দেয়ালগুলোতে আঘাত করছে। এর মধ্যেই প্রাণীগুলোর কোন একটা অন্ধকার থেকে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠলো।

ভয়ানক সন্তুষ্টিতে বিড়বিড় করে উঠলো নরম্যান। 'ঐ বিদঘুটে বুলেটগুলোর দিকে নজর রাখা দরকার তোমার।'

রাইফেলটা কাঁধে তুলে নিয়ে আবারো ফটোগ্রাফারকে আঁকড়ে ধরলো স্যাম। উইনচেস্টারে আর একটাই মাত্র গুলি বাকি আছে। রিলোড করতে হবে রাইফেলটা। আর, তা করতে গেলে থামতে হবে তাকে। দেরি করা মানে নিজেদের জীবনকে ঝুঁকির মুখে ফেলে দেওয়া।

রাস্তার সামনের দিক থেকে কেউ ডেকে উঠলো তাদেরকে। 'স্যাম! জলদি এসো। মূর্তির ভিতরের পথটা খুঁজে পেয়েছি আমি!' এটা ম্যাগির গলা। স্যামের রাইফেলের গর্জে উঠার শব্দে তাদের অবস্থানের কথা জানতে পেরেছে সে। রাস্তার ঐ পাশে ম্যাগির হাতে জ্বলতে থাকা মশালের উজ্জ্বল বিন্দুটা দেখতে পাচ্ছে স্যাম।

'তাহলে, ভিতরে চলে যাও! এখনই!' চেঁচিয়ে উঠে বলল স্যাম।

'তুমি এদিকে আসো আগে! আমাকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে না তোমার!'

তাদের পিছনে লেগে থাকা জন্তুদের ভারী দলটার দিকে চোখ ফেরালো নরম্যান। 'ব্যক্তিগতভাবে বললে, আমি এখন অন্য কারোর চেয়ে ঐ জন্তুগুলো নিয়েই বেশি চিন্তিত!' তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠলো সে।

স্যাম জোর করে তাদের গতি বাড়ানোর চেষ্টা করছে। হাঁপিয়ে উঠেছে সে। পায়ে চিনচিনে ব্যথা শুরু হয়েছে। ম্যাগির সাথে দূরত্ব কমাতে রীতিমত সংগ্রাম করতে হচ্ছে তাকে। তাদের পিছনে লেগে থাকা জন্তুগুলোকে দেখে বড় বড় হয়ে গেছে ম্যাগির চোখ। ম্যাগির সাথে দূরত্ব যথেষ্ট পরিমাণ কমে যাওয়ায় এটুকু দেখতে পাচ্ছে স্যাম।

'ওহ্ ঈশ্বর,' বলে উঠলো ম্যাগি। 'জলদি করো!' তাদের দিকে দৌড়ে আসতে শুরু করেছে সে।

'পিছিয়ে যাও!' ম্যাগিকে এদিকে আসতে দেখে থতমত খেয়ে গেছে স্যাম।

BanglaBook.org

স্যামের নির্দেশকে পাত্তা দিচ্ছে না ম্যাগি। দৌড়ে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে সে। তার পিছন পিছন লেগে আছে ডেনাল। ম্যাগি আরেকটু কাছে আসতেই স্যাম দেখতে পেল যে, ম্যাগি তার সোনালি চাকুটাকে মাথার উপর ঘুরাতে ঘুরাতে এগিয়ে আসছে। সাথে সাথে তীক্ষ্ণ স্বরে শিসও দিচ্ছে। কুকুরকে ডাকার জন্য যেভাবে শিস দেয়, সেভাবেই।

করতে চাচ্ছেটা কী সে আসলে?

উৎকণ্ঠিত ভাবে পিছনের দিকে ফিরে তাকালো স্যাম। ফ্যাকাশে প্রাণীগুলোর সম্মুখে থাকা প্রাণীটা হোঁচট খেয়ে ছাদের ধার থেকে মাটিতে পড়ে গেছে। একদম তার পায়ের কাছেই। নরম্যানকে সামনে ঠেলে দিয়ে, তার উইনচেস্টারের একমাত্র বুলেটটা দিয়েই প্রাণীটার মুখোমুখি হওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ালো স্যাম।

স্যামের পাশে পৌঁছে গেছে ম্যাগি। 'থামো!' ধাক্কা দিয়ে স্যামের রাইফেলের নলটা নিচে নামিয়ে সামনের দিকে এগুলো ম্যাগি। লম্বা চাকুর ব্লেডটা শূন্যে নাড়তে শুরু করেছে।

'ম্যাগি!' কিন্তু স্যামকে চমকে দিল এগিয়ে আসতে থাকা প্রাণীগুলো। পাথরে থাবা দিয়ে আঁকড়ে ধরে মুহূর্তের মাঝে গতি থামিয়ে দিয়েছে তারা। চাকুটার উপর স্থির হয়ে আছে কালো চোখগুলো। এমনকী উপরে থাকা স্কাউট দলটাও ছাদের ধার থেকে সরে গেছে। পালাচ্ছে ওগুলো। রাস্তার জন্তুগুলো ব্লেডের দিকে তাকিয়ে মাথা নত করে রেখেছে। আস্তে আস্তে পাথরে আঁচড় কাটা বন্ধ হচ্ছে।

তাদের দলটাও যেন স্কাউটদলের মত করে পিছিয়ে যায়, সেই সংকেতই দিচ্ছে ম্যাগি। 'আমি জানি না এতে আর কতক্ষণ রক্তভুভুক্ষ প্রাণীগুলো ভয় পাবে।' চিন্তিত চোখে দলটার দিকে নজর দিল ম্যাগি। 'রালফ কই?'

'মরে গেছে,' নরমভাবে জবাব দিল নরম্যান।

'ওহ, ঈশ্বর, না...' গুঙিয়ে উঠলো ম্যাগি। তারপর আবার দলটাকে চাকু দিয়ে পাহারা দেওয়ার জন্য মাথা ঘুরিয়ে নিল সে।

ম্যাগির পাশে পাশেই আছে স্যাম। চাকু এবং বিশৃঙ্খল ভাবে গাদাগাদি করে থাকা দলটার দিকে তাকিয়ে দেখছে। 'এটাকে ভয় পায় কেন তারা?'

'আমি জানি না,' কড়া গলায় জবাব দিয়ে উঠলো ম্যাগি। রালফের মৃত্যু সংবাদ শোনার পর গলার স্বর বদলে গেছে তারা। 'এই মুহূর্তে এটা দিয়ে কাজ হচ্ছে, তা দেখেই আমি খুশি আমি।'

তার কথায় সায় দিল স্যাম। কিন্তু জন্তুগুলো কেন এমন উদ্ভট প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে–সেটা নিয়ে ভাবনা থামাতে পারছে না। এর আগে প্রাণীগুলো নিয়ে ধারণা করা কথাটা মাথায় ঘুরছে তার। জন্তুগুলো হয়তো কোন বড় প্রজাতির বনমানুষ বা প্রাগৈতিহাসিক আমলের মানুষের অন্তর্জাত বংশধারার। ইনকারাই হয়তো প্রথমে গুহার প্রাণীগুলোকে এখানে খুঁজে পেয়েছিল। তারা এই

BanglaBook.org

প্রাণীগুলোকে পাতাললোকের দেবতা *ম্যালাকুই* ভেবে তাদের পূজা করতো। কিন্তু প্রাণীগুলো এখন একটা পুরোনো ইনকা চাকু দেখে এত ভয় পাচ্ছে কেন?

ভ্রু-কুঁচকে রয়েছে স্যামের। বুঝতে পারছে যে এখানকার রহস্যের সঠিক উত্তর থেকে এখনো অনেক দূরে আছে সে। কিন্তু ম্যাগি যেরকমটা বলেছিল, একজন ভাল গবেষক কোন কিছু নিয়ে গবেষণা করার সময় প্রথম যে কাজটা করে–তা হলো নিজেকে বিপদমুক্ত করা।

রাস্তার দুই পাশের সারিবদ্ধ সমাধিগুলো গায়েব হয়ে গেছে হুট করে। মূল চত্বরে পৌঁছে গেছে তারা।

'এদিকে এসো,' বলে অবশেষে রাস্তায় নত হয়ে বসে থাকা প্রাণীগুলোর উপর থেকে নজর সরিয়ে আনলো ম্যাগি। ঘুরে দ্রুত পায়ে স্যামের আবিষ্কার করা দরজার দিকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করেছে ম্যাগি। মূর্তিটা প্রদক্ষিণ করে ঘুরে যেতেই খোলা দরজাটা নজরে পড়লো স্যামের।

'দরজাটা খুললে কীভাবে তুমি?' জিজ্ঞেস করলো স্যাম।

'এই অস্ত্রটা মনে হয় সব ধরনের তালা খোলার চাবি। এবারও রূপ পরিবর্তন করে তালাটার সাথে মিলে গিয়েছিল এটা।' চাকুটা আবার স্যামের কাছে ফিরিয়ে দিতে দিতে উত্তর দিল ম্যাগি।

'মজা করছো তুমি?' উল্টিয়ে পাল্টিয়ে চাকুটাকে পরীক্ষা করে দেখছে স্যাম। 'কীভাবে রূপ পরিবর্তন করালে এটার?'

ভ্রু-কুঁচকে গেছে ম্যাগির। 'এই একটা জিনিস নিয়েই আমি আসলে কিছু জানিনা।'

ঊর্ধ্বশ্বাস নিতে নিতে তাদের পাশে এসে উপস্থিত হল নরম্যান। ডেনালের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। 'শত্রু লেগে আছে আমাদের পিছনে!' পিছনের দিকে নির্দেশ করে বলল নরম্যান।

ঘুরে তাকালো স্যাম। পাংশুটে জন্তুগুলো আবারো অন্ধকারাচ্ছন্ন রাস্তা থেকে মূল চত্বরের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। মৃদ স্বরে গর্জন করে যাচ্ছে জন্তুগুলো। সবাইকে নিয়ে মূর্তির গোড়ালীতে থাকা দরজাটার কাছে জড়ো করে নিচ্ছে স্যাম। 'মনে হচ্ছে তাদের ক্ষুধাই শেষমেশ জয়ী হতে যাচ্ছে।'

মাথা উঁবু করে দরজার ভিতরে প্রবেশ করছে ম্যাগি। 'জলদি, স্যাম! দরজাটা ধরে রাখো একটু।'

আক্রমণকারী দলটার উপর থেকে চোখ না সরিয়েই সরু প্রবেশমুখটার দিকে পিছিয়ে এলো স্যাম। দরজার কবজায় তার রাইফেলের ফিতাটা আঁটকে যাওয়ায় ভিতরে যেতে দেরি হচ্ছে। হ্যাঁচকা টান দিয়ে ফিতাটাকে ছুটিয়ে আনতে চাচ্ছে স্যাম। তবে কাজের কাজ তেমন একটা হচ্ছে না। বরং এতে ফিতাটা আরো দুর্ভেদ্যভাবে পেঁচিয়ে গেছে। 'ধ্যাত্তেরি!'

BanglaBook.org

তার বিপদের কথা আঁচ করতে পেরেই হয়তো জন্তুগুলোর মাঝে একটা তার দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। থাবা উঁচিয়ে দাঁত বের গর্জন করছে জন্তুটা। সৈনিক শ্রেণির প্রাণী এটা। স্যামের কাছাকাছি পৌঁছে হিসিয়ে উঠলো। গর্জনের তীব্রতায় প্রাণীটার মুখের কোণে ফেনা জমে আছে। স্যামকে ঘায়েল করার জন্য ধাঁরালো থাবা দিয়ে আক্রমণ করেছে।

মাথা ঝুঁকিয়ে, স্যাম তার সোনালি ছোড়া দিয়ে আক্রমণটা প্রতিহত করলো। পাংশুটে প্রাণীটার দেহে গিয়ে আঘাত হানলো ছুরিটা, কিন্তু খুব একটা বেশি জোর খাটাতে হয়নি তার জন্য। ঝট করে লাফিয়ে উঠলো জন্তুটা। তীব্র রাগে চিৎকার করছে এখন। প্রাণীটার আঘাত লাগা ক্ষত থেকে বের হওয়া রক্তে ভিজে গেছে স্যাম। বন্দুকটা ছাড়ানোর জন্য এখনো সংগ্রাম করে যাচ্ছে সে।

'ফেলে দাও ওটা!' হাঁক ছাড়লো ম্যাগি।

'এটাই আমাদের একমাত্র অস্ত্র!' একহাত দিয়ে রাইফেলটা ধরে রেখেছে, আর অন্য হাত দিয়ে সোনালি চাকুটা ধরে রেখেছে তার এবং তার আক্রমণকারী মাঝে। আহত হাতটা উঁচিয়ে ধরেছে প্রাণীটা। ছুরি দিয়ে কেটে যাওয়া পাংশুটে অংশটা থেকে ফিনকি দিয়ে লাল রক্ত বের হচ্ছে। তীব্র ঘৃণার গর্জন বের হচ্ছে জন্তুটার গলা থেকে। আবারো আক্রমণ আসার আশংকা করছে স্যাম।

কিন্তু তার পরিবর্তে হুট করে নুয়ে পড়লো জন্তুটা। যেন পুতুল নাচের কোন অদৃশ্য হাত দিয়ে নির্দেশ করেছে তাকে। উঁচিয়ে রাখা হাতটা ধীরে ধীরে কালো হয়ে যাচ্ছে। প্রথমে থাবা থেকে শুরু হয়ে আস্তে আস্তে পুরো হাতটাই বিষের ছোবলের মত জ্বলতে শুরু করেছে। হাতটা থেকে একটু একটু ধোঁয়া বেরোতে শুরু করেছে। ব্যথায় কঁকিয়ে উঠেছে জন্তুটা। পিছিয়ে গিয়ে ঢলে পড়েছে দলের অন্য সদস্যদের উপর। হাতটা পুরো ভস্ম হয়ে গেছে, কিন্তু পুড়ে যাওয়ার প্রভাবটা এখনো ছড়িয়েই যাচ্ছে। পাথরের মেঝের উপর পাঁক খেতে শুরু করেছে জন্তুটা। এর ফ্যাকাশে দেহ ও অন্যান্য অঙ্গগুলোও কাল হতে শুরু করেছে। নিচে থাকা গ্রানাইটের পাথরের রঙের সাথে মিলে গেছে রংটা। মোচড় খেয়ে পড়ে থাকা দেহটা থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী বের হতে শুরু করেছে। এমনকী এর পাংশুটে দেহের ভিতর উড়তে থাকা আগুনের কণাগুলোও দেখা যাচ্ছে।

স্যাম জানে সে এখন কী দেখছে। পূর্বের নথিপত্রে এই বিরল ঘটনার কথাটা বেশ বিস্তৃত ভাবেই উল্লেখ করা আছে। কিন্তু কেউ কখনো নিজ চোখে দেখেনি এটা। *স্পন্টেনিয়াস কম্বাশন* মানে স্বতঃস্ফূর্ত দহন ক্রিয়া।

স্তব্ধ হয়ে রাইফেলের কথা ভুলেই পিছিয়ে আসতে শুরু করছে স্যাম। বন্দুকটা ধরে টান দেওয়া থামিয়ে দিতেই ফিতার প্যাঁচটা ছুটে গেছে। টুং শব্দ করেই বন্দুকটা পড়ে গেছে মেঝেতে। বন্দুকটা ওখানেই ফেলে রাখলো স্যাম। তার বদলে চাকুটা নাচাচ্ছে এখন।

BanglaBook.org

দরজার অপরপাশে ভস্মিভূত হতে থাকা ফ্যাকাশে প্রাণীটার কাছ থেকে পিছিয়ে যেতে শুরু করেছে দলের অন্য সদস্যারা। বৃহৎ জন্তুটা ভস্মের ভাস্কর্যের মত স্থির হয়ে পড়ে রয়েছে পাথরের মেঝের উপর।

ম্যাগি ঝুঁকে উইনচেস্টারের ফিতা ধরে তার সাথে করে টেনে ছোট কক্ষটার ভিতরে নিয়ে আসছে। 'দরজাটা লাগাতে সাহায্য করো।'

নিস্তেজ ভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল স্যাম। সোনালি চাকুটার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে কোমড়ের কাছে গুঁজে নিয়েছে স্যাম। হাতটা মুক্ত হওয়ায় ঠেলা দিয়ে ভারী দরজাটা বন্ধ করতে সাহায্য করতে পারছে। ঠিকঠাকভাবে লাগিয়েছে কিনা তার প্রমাণ দিতে খুট করে শব্দ করে জানান দিয়ে উঠলো দরজাটা।

রুপালি দরজার উপর গা এলিয়ে দিয়েছে ম্যাগি। 'আমরা এখানে নিরাপদে থাকব।'

হুট করেই গড়গড় শব্দ করে কেঁপে উঠলো তাদের পায়ের নিচের মেঝেটা। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে সবাই।

'বেশ, এটা বলার তো খুব দরকার ছিল এখন,' ঘ্যান ঘ্যান শুরু করে দিয়েছে নরম্যান। তার চোখ এখন মেঝের দিকে।

তাদের পায়ের নিচ থেকে গলা চেপে ধরে রাখার মত শব্দ ভেসে আসছে। শুনে মনে হচ্ছে যেন মেঝের নিচ দিয়ে কোন বৃহৎ নদী বয়ে যাচ্ছে। ফাঁপা মূর্তির ভিতর থেকে প্রতিধ্বনিত শব্দটা রীতিমত কানে তালা লাগিয়ে দিচ্ছে।

'কী হচ্ছে এখন!!!!' জিজ্ঞেস করলো ম্যাগি।

'আরেকটা ফাঁদ!' চেঁচিয়ে উঠে জবাব দিল স্যাম।

●●●

'এই পথে,' লম্বা, সরু করিডোরের দিকে ঘুরে হেঁটে এগুতে এগুতে বললো অ্যাবট রুইজ।

পিছন পিছন এগিয়ে আসছে হেনরি। মঠ্যাধ্যক্ষ তাদেরকে সান্তো ডমিঙ্গো এর চার্চের নিচে থাকা গবেষণা কেন্দ্রটা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে। পোশাকের উপর গবেষণাগারের জীবাণুনাশক কাজের পোশাক লাগিয়ে দীর্ঘদেহী মানুষটার পাশ দিয়ে হাঁটছে জোয়ান। আর, হেনরি হাঁটছে নির্বিকার-ভঙ্গীতে থাকা ভিক্ষু কার্লোসের পাশে পাশে। ভিক্ষু কার্লোস পিছনে থেকে সতর্কভাবে তাদের দলটাকে চোখে চোখে রাখছে। তার চোখে সন্দেহের দৃষ্টি ফুটে রয়েছে। গবেষাণাগারের সাদা পোশাক পড়ে এগুনো তাদের চারজনের দলটাকে পরিদর্শনে আসা কোন রিসার্চ টিমের মত মনে হচ্ছে। অবশ্য কার্লোসের হাতে ধরে রাখা ৯মি.মি. গ্লকটাই শুধু অর্থটাকে অন্যভাবে প্রকাশ করছে।

বিকেলের লম্বা সময় জুড়েই অ্যাবট রুইজ বিভিন্ন ল্যাবে চলতে থাকা গবেষণাগুলোর কথা, যেমন উদ্ভিদ বিজ্ঞান থেকে পারমাণবিক ওষুধ তৈরি সহ

BanglaBook.org

বিভিন্ন ধরনের অত্যাধুনিক গবেষণার কথা উল্লেখ করেছে তাদের কাছে। এমনকী বিশালাকৃতির একটা কম্পিউটার ল্যাবের পুরোটাই নিয়োজিত হয়ে আছে হিউম্যান জিনোম প্রজেক্টের সাথে। মনে মনে একটা হিসাব করে নিল হেনরি। ইনকাদের গোলকধাঁধার প্রাণকেন্দ্রে গড়ে উঠা গুচ্ছাকৃতির এই গবেষণাগারগুলো হয়তো মঠের নিচের পুরোটা অংশ জুড়েই বিস্তৃত হয়ে আছে। হেনরি বিশ্বাসই করতে পারছে না যে এত বছর ধরে এইখানে এই গবেষণাগারটা লুক্কায়িত আছে।

করিডোর ধরে অ্যাবট রুইজের সাথে এগিয়ে চলার সময় প্রশ্ন করে উঠলো জোয়ান। অনেকক্ষণ ধরেই তার মনেও এই প্রশ্নটা খোঁচাচ্ছিল। 'আমাদেরকে কেন এইসব দেখাচ্ছেন?'

মাথা ঝাঁকালো রুইজ। যেন এই প্রশ্নটার প্রতীক্ষাই করছিল এতক্ষণ। 'আগেই তো বলেছি, আপনাদের পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়ার জন্য। কিন্তু সাথে সাথে এইখানের অঙ্গীকারের গুরুত্বটা দেখিয়ে আপনাদের উপর মুগ্ধতাও আনতে চাচ্ছি, যাতে করে এর পরবর্তীতে আপনাদের যা দেখানো হবে তা যেন আপনারা সঠিকভাবে মেনে নিতে পারেন।' বলে জোয়ান এবং হেনরির দিকে তাকালো মঠ্যাধ্যক্ষ। 'যেখানে আমি আমার ধর্মের বিশ্বাস থেকে কোন কাজ সম্পন্ন করি, সেখানে আমার ধারণা আপনাদের জন্য নিরেট প্রমাণের প্রয়োজন হবে। আমার ধারণা, হয়তো অ্যাপোসল থমাসের মত যীশুর ক্ষতটায় স্পর্শ করেই আপনারা সেটা সম্পর্কে বিশ্বাস করতে চাইবেন। এরকমই একটা চমকে দেখতে যাচ্ছেন এখন আপনারা।'

জোয়ানের পাশে চলে এসেছে এখন হেনরি। গত এক ঘণ্টায় এই প্রথমবারই মুখ খুলেছে সে।

'চমক? এখানে আসার পর এই প্রথম আপনাকে আমি কোন ধর্মীয় নিদর্শনের কথা বলতে শুনলাম। সত্যি বলতে, এখানে আপনারা আসলে করছেনটা কী?' করিডোর ধরে চলতে চলতেই, হাত দিয়ে পুরো গবেষণাকেন্দ্রটাকে ইঙ্গিত করে দেখালো হেনরি। 'খুন আর অপহরণের ব্যাপারটা বাদ দিলেও, একটা ক্যাথলিক চার্চ কীভাবে এই সব কিছুর দায়িত্ব নিতে পারে?'

ইচ্ছে করেই মাথা ঝাঁকালো মঠাধ্যক্ষ। 'আসুন। একটু সামনে গেলেই উত্তরটা পেয়ে যাবেন।'

তার তলপেটের কাছে তাক করে রাখা গ্লকটা দেখে অবাকই হচ্ছে হেনরি। একজন বিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদ হিসেবে এই জায়গায় লুকিয়ে থাকা রহস্যটা এমনিতেই আগ্রহী করে রেখেছে। তাদের অনুসরণ করে এগুনোর জন্য বন্দুকের প্রয়োজন নেই। তাহলে কোন জিনিসটা এখনো ধরতে পারছে না সে?

এখন তারা করিডোরের শেষ মাথার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জোয়ান তার সাথে সাথে লেগে আছে। হেনরির হাত শক্ত করে ধরে রেখেছে সে। যদিও

BanglaBook.org

হেনরি বুঝতে পারছে যে জোয়ানও প্রচণ্ড কৌতুহলী হয়ে আছে, তারপরও তার মধ্যেকার উদ্বেগটাও অনুভব করতে পারছে। তার হাতের মাঝে থাকা জোয়ানের হাতটা গরম হয়ে আছে। আস্তে টান দিয়ে জোয়ানকে তার আরো কাছে টেনে নিল হেনরি।

প্রকাণ্ড একটা স্টেইনলেস-স্টিলের দেয়াল সামনে যাওয়ার পথটা আটকে রেখেছে। দেয়ালের মাঝ বরাবর বিশালাকৃতির দরজা দেখা যাচ্ছে। এতটাই বড় যে একটা হাতিও চলাফেরা করতে পারবে ওই দরজা দিয়ে। বড় বড় বোল্ট দিয়ে শক্তভাবে আটকে রাখা হয়েছে দরজাটাকে। একপাশে হাতের ছাপ নেওয়া ইলেট্রনিক লক ও একটা কীপ্যাড রয়েছে। এটা এখন একেবারেই নিশ্চিত যে, তারা এখন গবেষণাকেন্দ্রের সবচেয়ে ভিতরের কক্ষ, ইনার স্যাঙ্কটামের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

'এই কক্ষটায় সবচেয়ে অনুগত ব্যক্তি ছাড়া আর কেউই কখনো পা ফেলতে পারেনি। সামনে যা রয়েছে তা হল মানবজাতির মুক্তি ও পরিত্রাণের একমাত্র আশা।' তাদের দিকে মুখ না ফিরিয়েই কথাগুলো বলে যাচ্ছে অ্যাবট রুইজ।

কথা বলার সাহস পাচ্ছে না হেনরি। কৌতুহল তীব্র হয়ে উঠেছে তার। কোন কথাই এখন আর বলতে চাচ্ছে না সে। পাছে আবার কোন কথা বলে ফেললে যদি মঠাধ্যক্ষের মন বেঁকে বসে! একজন মানুষ খুন হয়েছে এই প্রচ্ছন্ন রহস্যের জন্য। আর, হেনরি জানতে চায় কী সেই রহস্যটা।

তবে জোয়ানের মনে হয় না রহস্যের প্রতি অতটা আনুগত্য আছে। সে জিজ্ঞেস করে বসলো, 'আমাদেরকে কেন দেখতে দিচ্ছেন?'

অ্যাবট রুইজ তবুও ঘুরে তাকালো না তাদের দিকে। তার চোখ স্থিরভাবে আটকে আছে দরজাটার উপর। শ্রদ্ধায় তার কণ্ঠস্বর কিছুটা ভেঙে ভেঙে গেছে। 'সমস্ত উত্তর লুকিয়ে আছে এতে।' বলে দরজার উপর তার হাতের সীলমোহর সম্বলিত আংটিটা স্থাপন করে নিল রুইজ। হাতের ছাপ দেওয়ার উপরে সিম্বল উঠে এসেছে এখন। প্যাডের উপর তার বাম হাতটা চেপে ধরেছে মঠাধ্যক্ষ। তারপর, দরজাটা খোলার জন্য তার বিশাল বপুর আড়ালে লুকিয়ে রাখা অন্য হাতটা দিয়ে কীপ্যাডে কোড টাইপ করছে।

ভারী শব্দ সহকারে খুলতে শুরু করেছে মোটা মোটা তালাগুলো। মসৃণভাবে বোল্টগুলো সরে গিয়ে মুক্ত করে দিয়েছে দরজা। দরজার সামনে থেকে কিছুটা পিছিয়ে এসেছে অ্যাবট রুইজ। প্রকাণ্ড দরজাটা তাদের দিক বরাবর একটু একটু করে সরে যেতে শুরু করেছে। দরজাটা কমপক্ষে দুই ফুটের মত পুরু হবে। খোলা মুখটা দিয়ে ধূপের গন্ধ বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। এতক্ষণ ধরে ল্যাবের গুমোট পরিবেশে থাকার কারণে, এই গন্ধটাকে কিছুটা বিরক্তিকর লাগছে। সুবাসটার সাথে সাথে মৃদু শীতল বাতাসের ছোঁয়াও

BanglaBook.org

পাচ্ছে তারা। মনে হচ্ছে, দরজার অপরপাশে কোন হিমশীতল কক্ষ লুকিয়ে আছে।

কিন্তু অ্যাবট রুইজকে দেখে মনে হচ্ছে না, সে ধূপের গন্ধ বা শীতলতা–কোনটাতেই খুব একটা বিরক্ত হচ্ছে। দীর্ঘদেহী মানুষটা হাত উঁচিয়ে মিনতি করে যাচ্ছে যেন। ধীরে ধীরে খুলছে দরজা।

দরজাটা পুরোপুরি খুলে যাওয়ার পর, শপথ করে প্রবেশমুখটা পেরুলো মঠাধ্যক্ষ। সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। একটা শব্দও উচ্চারণ করছে না সে। হেনরি বুঝতে পারছে যে এখন কথা বললে হয়তো মুহূর্তটাই নষ্ট হয়ে যাবে। ঠোঁট শক্ত করে চেঁপে ধরে রেখেছে সে। প্রত্যাশায় চোখ বড় বড় হয়ে আছে তার।

অ্যাবট রুইজ সতর্কতার সাথে প্রবেশমুখটা পেরিয়ে যেতেই, ভল্টের সেন্সরের সাহায্য স্বয়ংক্রিয় ভাবে জ্বলে উঠেছে হ্যালোজেন আলোগুলো। চোখধাঁধানো আলোতে ভরে উঠেছে কক্ষটা। মনে হচ্ছে যেন, ভূগর্ভে সূর্যোদয় হয়েছে।

আঁৎকে উঠেছে জোয়ান। সুবিধাজনক অবস্থানে থাকায় সামনে পড়ে থাকা বস্তুটা দেখতে পাচ্ছে সে। কক্ষে থাকা রহস্যটা দেখার জন্য অবশ্য হেনরিকে প্রথমে মঠাধ্যক্ষের উপবৃত্তাকার কাঠামোর পিছন থেকে সরতে হবে। প্রবেশমুখ পেরিয়ে যেতেই তার হাত থেকে জোয়ানের হাত ছুটে গেছে। কক্ষটায় ঢুকে স্ত ম্ভিত হয়ে গেছে সে।

বর্গাকৃতির শীতল কক্ষটার দৈর্ঘ্য প্রায় বিশ গজের মত হবে। কক্ষের প্রতিটি কোণা থেকেই কাসার পাত্রে রাখা জ্বলন্ত ধূপের পাতলা ধোঁয়া বের হচ্ছে। প্রতিটি টাইটানিয়ামের দেয়ালেই বিশালাকৃতির রুপালি ক্রুশ ঝুলছে। প্রায় মানুষের সমানই উচ্চতা সবগুলো ক্রুশের। এমনকী, সিলিং থেকে ঝুলিয়ে রাখা সবচেয়ে বড় ক্রুশটার উচ্চতা প্রায় তিনতলা দালানের সমান হবে।

কিন্তু এগুলোর চেয়েও আশ্চর্যজনক বস্তু আছে সেখানে। ঝুলিয়ে রাখা ক্রুশের নিচে অবস্থান বস্তুটার। ওটার সাথে তুলনা করলে এগুলোকে কিছুই মনে হবে না। কক্ষের একদম মাঝ বরাবর একটা সুসজ্জিত রুপালি বেদি রাখা আছে। বেদির উপর একটা প্রমাণ-আকৃতির মানুষের ভাস্কর্য রয়েছে। একটু কাছে এগিয়ে গেল হেনরি। মূর্তিটা এমনভাবে বসে আছে যে, দেখে মনে হচ্ছে যেন কেউ একজন ঘুমিয়ে আছে। স্বাচ্ছন্দ্যময় ঢিলেঢালা পোশাক দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। তার লম্বা চুলগুলোয় মাথা ঠেকিয়ে রেখেছে। পেটের উপর হাতগুলো এমনভাবে জড়ো করে রেখেছে যেন ধ্যান করতে বসেছে মূর্তিটা। মুখটা তন্দ্রায় নিশ্চিন্ত হয়ে আছে। একধরনের গভীর শান্তি উদগত হচ্ছে মূর্তিটা থেকে। মুখটাকে আরো ভাল করে দেখার জন্য আরেকটু পাশে সরে গেল হেনরি।

মূর্তির মাথার উপরে থাকা কণ্টকাকীর্ণ মুকুটটা চোখে পড়লো তার।

BanglaBook.org

ওহ, ঈশ্বর!

এটা তো যীশুর মূর্তি। নিখাদ সোনা দিয়ে বানানো!

না, না, সোনা নয়...নিজের ভুলটা ধরার জন্য মূর্তিটাকে খুব কাছ থেকে পরীক্ষা করার কোন প্রয়োজন নেই হেনরির। হ্যালোজেন আলোতে ঝিকমিক করছে ঘুমন্ত যীশুর মূর্তিটা। আলোতে মূর্তি নির্মিত ধাতুটা প্রবাহিত হচ্ছে যেন। না, এটা স্বর্ণ নয়! এটা *এল সাঙগ্রে ডেল দায়াবলো*। প্রমাণ আকৃতির এই ভাস্কর্যের পুরোটাই তৈরি হয়েছে শয়তানের রক্ত দিয়ে।

পা কাঁপছে হেনরির। কথা আটকে গেছে। রুমের শীতলতা যেন তার হাড়ে গিয়ে আঘাত করতে শুরু করেছে। কোন সন্দেহ নেই যে রুমটাকে শীতল করে রাখা হয়েছে। কক্ষ তাপমাত্রায় এই নরম ধাতুটা গলে যেত। জন হপকিন্সে জোয়ানের ল্যাবেও এমনটাই হয়েছিল।

বেদির সামনে প্রার্থনা করার জন্য রাখা কাঠের বেঞ্চটার দিকে এগিয়ে গেল অ্যাবট রুইজ। এর শক্ত পৃষ্ঠের উপর হাঁটু গেড়ে বসে নীরবে প্রার্থনা করে যাচ্ছে। প্রার্থনা শেষে উঠে দাঁড়ালো মঠাধ্যক্ষ। ল্যাবের পোশাকের জিপার খুলে জোয়ানের ল্যাবের বিকারটা বের করে আনলো। যেটায় সোনালি ধাতুর নমুনা রাখা আছে। পদার্থটা এখনো সেই রুক্ষ পিরামিড আকৃতিতেই আছে। অ্যাবট রুইজ তার আঙুলের মাথায় চুমু খেয়ে বিকারের কর্কটা খুলে এর ভিতরের উপাদানটা বের করে আনার জন্য উদ্যত হয়েছে। আস্তে আস্তে লোকটা তার বড় হাতটা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কাচের পাত্রের ভিতর থেকে পদার্থটা বের করে আনলো। সামনে ঝুঁকে সশ্রদ্ধভাবে পিরামিডটা রেখে দিল ভাস্কর্যের উপর। একদম যীশুর মূর্তির ভাঁজ করা হাত দুটোর কাছেই।

'আসুন,' গমগমে কণ্ঠে বলে উঠলো মঠাধ্যক্ষ। আবারো, প্রার্থনার বেঞ্চটার কাছে ফিরে গেছে সে। 'এটা আপনার আবিষ্কার, আপনার উপহার, প্রফেসর কঙ্কলিন। এর সাথে আপনার শরীক হওয়া উচিৎ।'

আবারো হাঁটু গেড়ে উবু হয়ে বসে পড়েছে অ্যাবট রুইজ। মাথা নত করে প্রার্থনা করে যাচ্ছে। জোয়ানকে সাথে নিয়ে মঠাধ্যক্ষের কাঁধের কাছে এসে দাঁড়ালো হেনরি। কার্লোস এখনো দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। অটলভাবে ধরে রেখেছে পিস্তলটা। মুখে রুক্ষ ভাব।

বিড়বিড় করে প্রার্থনা করে যাচ্ছে অ্যাবট রুইজ। বিনীতভাবে হাত জড় করে তার মুখটা ঢেকে রেখেছে সে।

হেনরি মূর্তি ও কক্ষটাকে পর্যবেক্ষণ করে দেখছে। এমন কিছু দেখার কল্পনা করেনি সে। তারপরও, একটা ব্যাপারে একটু বেশিই চমকে গেছে সে। ব্যাপারটা আসলে চোখের বিভ্রম কিনা—সেটা নিশ্চিত হবার জন্য বেশ কয়েকবার চোখ পিট পিট করছে সে।

সাবস্ট্যান্স জেডে তৈরি হওয়া পিরামিডটা ধীরে ধীরে গলে গিয়ে ভাস্কর্যের উপর প্রবাহিত শুরু করেছে। ভাঁজ করে রাখা হাতগুলোর মধ্যে হালকা একটু

BanglaBook.org

ফাঁকা জায়গা রয়েছে। সেখান দিয়েই গলিত ধাতুটা বেয়ে নিচে নামতে শুরু করেছে। সোনালি আঙুলগুলো আবারও একত্রিত হয়ে যেতেই যেন, সাবস্ট্যান্স জেডের প্রবাহটা থেমে গিয়ে সরু কাণ্ড সহ একটা নিখুঁত পদ্মফুলের আকার ধারণ করে ফেলেছে। সুরভিত পুষ্পটা এখন জায়গা করে নিয়েছে যীশুর সোনালি আঙুলগুলোর মাঝে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার হাতটা নিচে নামিয়ে আনলো মঠ্যাধ্যক্ষ রুইজ। একধরনের আনন্দদায়ক হাসি ফুটেছে তার হাবভাবে। উঠে দাঁড়াতে শুরু করেছে লোকটা।

'কী ঘটলো এইমাত্র এটা?' বিড়বিড় করে বললো জোয়ান।

'আপনার নমুনাটা আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে, আমাদের লক্ষ্যের আরেকটু কাছাকাছি পৌছে গেছি আমরা।' বেদির সামনে থেকে সরে এসেছে মঠাধ্যক্ষ। অন্যদেরকে সাথে নিয়ে এগুতে শুরু করেছে আবার।

'আপনি কীভাবে করলেন এটা?' মূর্তির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে জিজ্ঞেস করলো হেনরি।

'আপনারা তো দেখতেই পেলেন যে কেন ভ্যাটিকান এই পদার্থটাকে ভৌতিক বলে আখ্যায়িত করেছিল। এটা *এল সাঙগ্রে ডেল দায়াবলোর* সবচাইতে অনন্য বৈশিষ্ট্য।' জোয়ানের দিকে ঘুরে তাকালো রুইজ। 'এটা নিয়ে আপনার করা পরীক্ষার ফলাফল ও সিদ্ধান্তগুলো সম্পর্কে আমরা পড়েছি। সময়ের পরিক্রমায় আপনার মত আমরাও যে-কোন বহিঃস্থ শক্তিতে যেমন বিদ্যুৎ, এক্স-রে রশ্মি, তাপ, বিকিরণ–এসবে এই ধাতুটার সংবেদনশীলতার ব্যাপারটা সম্পর্কে জানতে পেরেছি। এই ধাতু নিখুঁত কার্যকারিতার সাথে যে-কোন প্রকারের শক্তি ব্যবহার করে অবস্থার পরিবর্তন করে কঠিন থেকে তরলে পরিণত হতে পারে। কিন্তু এখনো এর একটা বৈশিষ্ট্য বের করতে বাকি আছে আপনাদের। যে বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে ইনকারা এখানে উপস্থিত হওয়া সর্বপ্রথম ডোমিনিক ভিক্ষুদের কাছে পরীক্ষা করে দেখিয়েছিল।'

'কী সেটা?' জিজ্ঞেস করলো হেনরি।

ঝট করে হেনরির দিকে নজর ঘুরে গেল অ্যাবট রুইজের। 'এটা মানুষের কল্পনার ডাকেও সাড়া দেয়।'

'কী?' চমকে গেছে জোয়ান।

চমকে গেলেও চুপ করেই আছে হেনরি। পদার্থটার ডোমিনিক্যান ক্রুশের আদলে রূপ নেওয়ার ঘটনাটার কথা মনে আছে তার। ঐসময়টায় সে ক্রুশটা নিয়েই গভীর মনোযোগ দিয়ে ভাবছিল।

আবারো বলতে শুরু করেছে মঠাধ্যক্ষ। 'নিশ্ছিদ্র একাগ্রতা সহকারে কল্পনা করলে, ব্রেইনের আলফা ওয়েভগুলোর সাথে পদার্থটা ঠিক এক্স-রে রশ্মি বা মাইক্রোওয়েভের মতই আচরণ করে। এটা গলে গিয়ে প্রার্থনাকারীর মনে স্থায়ী হয়ে জমে উঠা আকৃতিতেই রূপ পরিবর্তন করে ফেলে।'

BanglaBook.org

'অসম্ভব...,' বিড়বিড় করে উঠলো জোয়ান। কিন্তু তার গলায় খুব একটা জোর নেই এখন।

'না, অসম্ভব না। ব্রেইন কিন্তু বেশ গুরুত্বপূর্ণ মাপের উদ্দাম সরবরাহ করতে পারে। সেগুলোর সব পরিমাপ ও গণনাযোগ্যও। সত্তরের দশকের দিকে, রাশিয়া এবং সিআইএ উভয়েই কিন্তু এমন ট্যাংকের চিন্তা করেছিল। যেটাকে নির্দিষ্ট সংখ্যক কিছু মানুষ তাদের চিন্তা শক্তির দ্বারা প্রভাবিত করতে পারবে বা ওগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবে।' বলে যীশুর মূর্তির দিকে ফিরে তাকালো রুইজ। 'আর, এই ধাতুটির ক্ষেত্রে, কোন ব্যক্তিকে অনন্য হতে হবে না, বরং এই পদার্থটাই অনন্য। এটা মানুষের ব্রেইনে চলা যে-কোন কিছুর সাথেই সমন্বয় করতে পারে। মানুষের একদম নিজস্ব চিন্তাটা পড়তে পারে এই ধাতুটা।'

এতক্ষণে গলার স্বর ফিরে পেল হেনরি। তবুও তার কথা জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। 'এটা তো খুবই বিস্ময়কর একটা আবিষ্কার। কি... কিন্তু এত গোপনীয়তা কেন?'

'মানবজাতির মুক্তির আশাকে সংরক্ষণ করে রাখার জন্য।' গম্ভীরভাবে জবাব দিল অ্যাবট রুইজ। '১৫৪২ সালে পোপ তৃতীয় পল ডোমিনিক্যানদের মাঝে আমাদের স্প্যানিশ ধারাকে আদেশ দিয়েছিল যেন আমরা এই ভৌতিক পদার্থ পৃথিবীর সব কোণা থেকে খুঁজে বের করে লুকিয়ে ফেলি। যাতে করে এটা মানবজাতির মনকে দূষিত না করতে পারে। এটার অস্তিত্ব গোপন করে রাখার এবং এটাকে পবিত্র করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।'

চোখ কুঞ্চিত হয়ে গেছে হেনরির। 'আপনি এখনো একটা কথাই বলে যাচ্ছেন–*আপনাদের ধারা*। এটার দ্বারা আপনি আসলে কী বুঝাতে চাচ্ছেন? আর আপনারাই বা আসলে কারা?'

হেনরির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মঠাধ্যক্ষ রুইজ। যেন তাকে কোন জবাব দেওয়া ঠিক হবে কিনা সেটা সম্পর্কে বিবেচনা করে নিচ্ছে। অবশেষে মুখ খোলার সিদ্ধান্ত নিল রুইজ। খুব নিচু স্বরে কথা বলে যাচ্ছে সে। তার কথায় কিছুটা প্রচ্ছন্ন হুমকির ভাব ফুটে রয়েছে। 'আমরা কারা? আমাদের ধারাটা ডোমিনিক্যানদের সবচেয়ে পুরোনোগুলোর একটা। এই ধারাটার সূচনা হয়েছিল তেরোশো শতাব্দীতে। আমাদেরকে একসময় 'প্রশ্নের রক্ষক' নামে ডাকা হতো। আমরাই প্রথম দিগ্বিজয়ীদের সঙ্গী হয়ে পদার্পণ করেছিলাম নতুন পৃথিবীতে। বিধর্মীদের পৃথিবীতে। *এল সাঙগ্রে* এর আবিষ্কারক হিসেবে আমাদের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, যেন আমরা এই ভৌতিক ধাতুটার প্রতিটা কণা বাজেয়াপ্ত করি এবং এই আবিষ্কারের সাথে জড়িত সকলেই যেন এটার কথা গোপন করে রাখি, যতক্ষণ পর্যন্ত না *এল সাঙগ্রে* এর পুরোটা চার্চের গন্ডির মধ্যে জড়ো করা সম্পন্ন হয়।'

BanglaBook.org

ধীরে ধীরে হেনরির মাথা কাজ করতে শুরু করেছে। ভিক্ষু ডি আলমাগ্রোর আংটির তীর্যক তলোয়ারের চিহ্নটা ভেসে উঠেছে তার চোখে। 'ওহ, গড,' হুট করে হেনরি মুখ ফসকে বেরিয়ে আসলো শব্দগুলো।

সোজা হয়ে দাঁড়ালো অ্যাবট রুইজ। নির্লজ্জ ভাব ফুটে উঠেছে লোকটার চোখে-মুখে। 'স্প্যানিশ ইনকুইজিশনের অবশিষ্টাংশ আমরা।'

অবিশ্বাসে সমানে মাথা নাড়ছে হেনরি। 'কিন্তু আপনাদের তো নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। উনিশ শতকের শেষ দিকে তো রোম স্প্যানিশ ইনকুইজিশনকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল।'

'নামে মাত্র কিন্তু, পোপ তৃতীয় পলের অধ্যাদেশটা প্রত্যাহার করা হয়নি কখনোই।'

'তাই, আপনারা পালিয়ে এখানে চলে এসেছেন?' জিজ্ঞেস করলো হেনরি।

'হ্যাঁ। প্রার্থনারত চোখগুলো থেকে অনেক দূরে এবং *এল সাঙগ্রে ডেল দায়াবলোর* উৎসের অনেক সন্নিকটে। আমাদের ধারা এই মিশনটাকে এতটা গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করে যে, এটাকে পরিত্যাগ করা সম্ভব না।'

'মিশনটা কিসের?' জিজ্ঞেস করলো জোয়ান। 'এখানে এত এত গবেষণাগার থাকার পর এটা তো নিশ্চিত যে, আপনারা এই ধাতুটাকে এখনো শয়তান দ্বারা কলঙ্কিত বলে মনে করছেন না?'

জোয়ানের কথায় প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠেছে মঠাধ্যক্ষের মুখে। 'না। অন্যদিকে ভাবলে, এখন আমরা মনে করি যে *এল সাঙগ্রে* আমাদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ।' তাদেরকে হতবিহ্বল অবস্থায় দেখে হাসছে সে। 'যেহেতু, ধাতুটা একজন মানুষের মন পড়তে ও সেই চিন্তাগুলো বাস্তবে পরিণত করতে সক্ষম, তার মানে এর সাথে ঈশ্বরের হাত যুক্ত আছে। আমাদের গবেষণাগারে, শতাব্দী ধরেই আমাদের ধারা ধাতুটা পরিশুদ্ধকরণের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। যাতে ধাতুটা একদম নিখাদ চিন্তার সাথে সমন্বয় করতে পারে।'

ভ্রু কুঁচকে গেছে হেনরির। 'কিন্তু কিসের উদ্দেশ্যে?'

এতক্ষণে আসল কথাটা উত্থাপন করলো মঠাধ্যক্ষ। 'যাতে করে আমরা একসময় ঈশ্বরের মনের কাছাকাছি পৌঁছুতে পারি।'

চমকে যাওয়া ভাবটা লুকাতে পারছে না হেনরি। তার আরো কাছে সরে এসেছে জোয়ান। তার হাত ধরার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

রুইজ তার কথা বলেই যাচ্ছে। 'আমরা বিশ্বাস করি যে, প্রযুক্তিগত ভাবে বিশুদ্ধ করা পর্যাপ্ত সংখ্যক আকরিকের সাহায্যে আমরা একটি পাত্র তৈরি করব। যেটা আমাদের পবিত্র ঈশ্বরের আত্মা বা মনের চিন্তাটা ধারণ করতে পারবে।'

'আপনি নিশ্চয় কৌতুক করছেন,' আৎকে উঠেছে জোয়ান।

মঠাধ্যক্ষের হাবভাব একদম নির্বিকার হয়ে আছে।

BanglaBook.org

'আর, তারপর কী?' জিজ্ঞেস করলো হেনরি। বুঝতে পারছে যে, এখনো কিছু একটা বলার বাকি আছে।

মাথা নিচু করে রেখেছে মঠাধ্যক্ষ। 'প্রফেসর কঙ্কলিন, এটা আমাদের সবচেয়ে বড় সুরক্ষিত গোপন কথা। কিন্তু, আপনাদের সাহায্য পেতে হলে মনে হয় আপনাদেরকে সবকিছুই দেখাতে হবে। আমাদের সর্বশেষ বিস্ময়কর তথ্য।' বলে বেদিটার দিকে এগিয়ে গেল রুইজ। 'আসুন। আপনাদেরকে খুব ভালভাবে বুঝতে হবে এটা।'

মঠাধ্যক্ষের মনোভাব আন্দাজ করতে পারছে হেনরি। যদিও এই সুরক্ষিত গোপনগুলোর সম্পর্কে ফিসফিসিয়েই কথা বলছে সে, তারপরও অতিথিদের সাথে এই জানা-অজানার খেলাটায় বেশ আনন্দও পাচ্ছে মঠাধ্যক্ষ। একদিক দিয়ে, কিছুটা উদ্বিগ্নও হয়ে উঠেছে হেনরি। যেহেতু, এত খোলামেলা ভাবে তাদেরকে এই গোপন ব্যাপারগুলো সম্পর্কে সব জানিয়ে দিচ্ছে, তারমানে হেনরি বা জোয়ান এটা বাইরের দুনিয়ায় প্রকাশ করে দিবে কি না–তা নিয়ে বিন্দুমাত্রও চিন্তিত নয় এই ধর্মীয় গোষ্ঠীটা। অন্যান্য সব কিছুর তুলনায় মঠাধ্যক্ষের আত্মবিশ্বাস আর তাদের সাথে কথা বলতে চাওয়ার আগ্রহটাই বেশি উদ্বিগ্ন করে তুলছে হেনরিকে।

'এই যে এটা, এটাই হল আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য,' বেদির কাছে পৌছার পর সোনালি মূর্তিটার দিকে হাত দিয়ে নির্দেশ করে জানালো অ্যাবট রুইজ।

'বুঝতে পারলাম না,' বললো জোয়ান। হেনরিও তার মতই দ্বিধায় ভুগছে।

কাঁপা কাঁপা আঙুলে ভাস্কর্যটার গায়ে স্পর্শ করলো মঠাধ্যক্ষ। 'এটাই আমাদের শূন্য পাত্র। শুধুমাত্র আমাদের ভাবনাতেই সাড়া দেয় এটা। কিন্তু পর্যাপ্ত সংখ্যক কাঁচামাল পেলে আমরা আশা করছি যে, ঈশ্বরের সত্তা পর্যন্ত পৌছাতে পারব আমরা। তার ইচ্ছাসমূহকে বাস্তবিক রূপ দিতে পারব।'

ঘুমন্ত যীশুর মূর্তিটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হেনরি। 'আপনি নিশ্চয় বলতে চাচ্ছেন না–'

'আমরা বিশ্বাস করি যে, নতুন পৃথিবীতে *এল সাঙগ্রে* এর আবিষ্কার করার পর এটাকে চার্চের হাতে হস্তান্তর কোন দৈব নির্দেশের মাধ্যমে হয়েছে। এটা আমাদের বিশ্বাসের উপর একটা পরীক্ষা। ঈশ্বরের পরীক্ষা। আমরা এই ঐশ্বরিক পদার্থের পর্যাপ্ত পরিমাণ একত্র করতে পারলে, ঈশ্বরের সত্তার কাছাকাছি পৌছাতে পারব। এবং ঈশ্বরের সত্তা এসে আমাদের এই পাত্রতেই প্রবেশ করবে, এবং জীবিতদের দুনিয়ায় ফিরে আসবে।' বলে হেনরির দিকে তাকালো অ্যাবট রুইজ। প্রবল উৎসাহে চোখ উজ্জ্বল হয়ে আছে তার। 'আমাদের লক্ষ্য হল, একজন জীবিত ঈশ্বরকে এই ধরণীর মাটিতে ফিরিয়ে আনা।'

'আপনি কোন ভাবে পুনর্জন্ম সংঘটিত করাতে চাচ্ছেন!' বিস্মিত হয়ে গেছে জোয়ান।

BanglaBook.org

মাথা ঝাকালো অ্যাবট রুইজ। ঘুরে সোনালি মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে আছে। 'যীশু কিন্তু পৃথিবীতে আবারো জন্মগ্রহণ করবেন।'

মাথা নাড়ছে হেনরি। পুরো ব্যাপারটাকেই পাগলের কাণ্ড মনে হচ্ছে তার। 'তাহলে আমাদেরকে কেন? আমাদেরকে কেন প্রয়োজন আপনার?'

হাসি ফুটে উঠেছে রুইজের মুখে। 'কারণ, আপনারা আমাদের এক পূর্বসূরি ভিক্ষু ফ্রান্সিসকো ডি আলমাগ্রোর দেহাবশেষটা আবিষ্কার করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে, *এল সাঙগ্রে* এর বিশাল খনির গুজবের কথা শুনে অন্বেষণে পাঠানো হয়েছিল উনাকে। পরিমাণটা সম্পর্কে ইনকার যা বলেছিল, 'পর্বতের চূড়া থেকে পানির ধারার মত করে পড়ছে'। তিনি কখনোই ফিরে আসতে পারেননি। ধারণা করা হয় যে, উনাকে মেরে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু বাল্টিমোর থেকে আর্চবিশপ কার্নির বার্তা পেয়ে আমাদের আশা আবার জীবিত হয়ে উঠেছে। আমাদের পূর্বসূরি হয়তো মৃত্যুর ঠিক আগ মুহূর্তে কোন খনি আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু বাইরের দুনিয়ায় এই সম্পর্কে তথ্যটা আনতে পারেননি।' বলে ঘুমকাতর যীশুর মূর্তিটার একবার নজর দিল সে। 'প্রফেসর কক্ষলিন, আমরা প্রার্থনা করছি যে, আমাদের ঈশ্বরের কাছে পৌছার পথটাতেই খনন কাজ চালাচ্ছেন আপনি।'

'আপনি সত্যি সত্যিই ভাবছেন, এই পৌরাণিক খনিটা আমার খননক্ষেত্রের মাঝে রয়েছে?'

ভ্রু কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে আছে অ্যাবট রুইজ। 'সেখানে আমাদের দূত রয়েছে। তার কাছ থেকে বার্তা পেয়েছি আমরা। লক্ষণগুলো বেশ আশাব্যাঞ্জক মনে হচ্ছে। তবে, ভূ-গর্ভস্থ মন্দিরটায় দুর্ঘটনা ঘটার কারণে, সময়টা হয়তো একটু বেশি লেগে–'

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে হেনরি। 'দুর্ঘটনা? কী বলছেন আপনি এসব?'

কঠোর ভাব ফুটে উঠেছে রুইজের চোখে-মুখে। 'ওহ, হ্যাঁ। আসলেই একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। অবশ্য ধ্বসে পড়ার সংবাদটা আপনার কাছে পৌছানোর উপায়ও ছিল না।' ধ্বংসস্তুপে ঘটা ঘটনাগুলোর কথা তাদের কাছে ব্যক্ত করলো মঠাধ্যক্ষ।

রক্ত সরে গেছে হেনরির মুখ থেকে।

'তবে ভয় পাবেন না। শিক্ষার্থীরা যদিও বন্দী হয়ে আছে, তবুও তাদের কাছ থেকে সর্বশেষ যতটুকু খবর জানা গেছে যে তারা একটা প্রাকৃতিক গুহা খুঁজে পেয়ে সেখানেই আশ্রয় নিয়েছে।'

'আমার সেখানে যাওয়া দরকার! এক্ষুনি!' ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠলো হেনরি। জোয়ানের হাত থেকে হাত ছুটে গেছে তার। তার সমস্ত আগ্রহ ধুলোয় মিশে গেছে যেন এখন। ওহ, ঈশ্বর... স্যামের কথা পুরোপুরিই ভুলে গিয়েছিল সে। এটা ভাবেওনি যে তার ভাতিজা কোন একটা বিপদে পড়তে পারে।

Bangla Book.org

'সেখানে গিয়ে কিছুই করতে পারবেন না আপনি। ওখানে থাকা আমার লোকদের সাথে যোগাযোগ করেছি আমি। কোন খবর আসলে, হোক সেটা যেরকমই, তা সাথে সাথেই জানাবো আপনাকে।'

সরে যাওয়া রক্তটা আবার ফিরে এসেছে হেনরির মুখে। 'আপনি আমার থেকে কোন সাহায্য পাবেন না! আমার ভাতিজা নিরাপদে আছে কিনা–তা না জানা পর্যন্ত কিছুই করব না আমি!'

'শান্ত হোন, প্রফেসর কঙ্কলিন। উদ্ধার কাজে সাহায্যের জন্য আমি ইতিমধ্যেই খনি বিশারদের একটা দল পাঠিয়েছি সেখানে।'

হাতদুটো মোচড়াচ্ছে হেনরি। জোয়ান তার কাছে এগিয়ে এসে তার কাঁধে হাত রেখে শান্ত করতে চাইলো। জোয়ানের ছোঁয়ায় দৃঢ়ভাবে উঠে দাঁড়িয়েছে হেনরি। তার স্ত্রী এবং ভাইয়ের মৃত্যুর পর থেকে এই স্যামই তার একমাত্র পরিবার। অন্য কারো জন্য কোন জায়গাও নেই হেনরির মনে। যদি সে তার কলেজের পুরোনো প্রেম নিয়ে এতটা বুদ হয়ে না থাকতো, তাহলে হয়তো আরো পরিষ্কারভাবে ভাবতে পারতো। তখন এই পুরো বিপদটাকে এড়াতেও পারতো। জোয়ানের বন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে মঠাধ্যক্ষের দিকে এগিয়ে গেল হেনরি। 'এ থেকে স্যামের যদি কোন ক্ষতি হয়, তাহলে আপনাকে খুন করবো আমি,' দাঁতে দাঁত চেপে হুমকিই দিয়ে বসেছে রুইজকে।

এক কদম পিছিয়ে গেল অ্যাবট রুইজ। হেনরিকে সতর্ক করার জন্য গ্লকটা নিয়ে ভিতরে আসতে শুরু করেছে ভিক্ষু কার্লোস। মঠাধ্যক্ষের গলার সুর হালকা কেঁপে উঠেছে। 'আমি নিশ্চিত যে আপনার ভাতিজা নিরাপদেই আছে।'

●●●

আরেকটা গুপ্ত ফাঁদ!

তাদের পায়ের নিচের সোনালি মেঝেটা অনবরত কেঁপে যাচ্ছে। ম্যাগিকে কাছে টেনে নিল স্যাম। সে এতক্ষণ মূর্তির দরজাটা খোলার চেষ্টা করছিল। কিন্তু দরজাটা বাইরে থেকে একদম শক্তভাবে আটকে গেছে। 'ধরে রাখো নিজেদের!' নিচে বয়ে চলা পানির স্রোতের গর্জন ছাপিয়ে চেঁচাচ্ছে স্যাম। 'যে-কোন কিছুর জন্য প্রস্তুত থেকো!' কম্পনটা তার মোটা জুতোর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পা বেয়ে উপরে উঠে তার পাজর ও মেরুদণ্ডে অনুরণন শুরু করেছে।

এক কদম পিছনে থাকা ডেনালকে ধরে রেখেছে নরম্যান। তরুণ কুঁইচা ছেলেটার চোখ পিরিচের মত বড় বড় হয়ে আছে।

নিচ থেকে ভেসে আসা গর্জনটা ছোট আবদ্ধ জায়গায় প্রতিধ্বনিত হয়ে কান অসাড় করে দিচ্ছে যেন। পায়ের নিচের মেঝেটাই বাঁধা দিচ্ছে তাদেরকে। 'ধরে রাখো!'

BanglaBook.org

হুট করে গর্জনের শব্দটা তাদের চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। মেঝেটা এমনভাবে কাঁপছে যেন এটা কোন অপরিমেয় চাপ ধরে রেখেছে। তারপর তারা শিকল ছেড়ে দেওয়ার জোরালো শব্দের প্রতিধ্বনি শুনতে পেল। পায়ের নিচের মেঝেটা উপরের দিকে উঠতে শুরু করেছে এখন। নরম্যান তার হাত আর হাঁটুর উপর ভর করে মেঝেতে বসে পড়েছে। ধাতব মেঝেতে আহত পায়ের ছোঁয়া লাগলেই ব্যথায় কঁকিয়ে উঠছে। কেউই কোন কথা বলছে না। ভয়ে-উদ্বেগে জমে গেছে তারা।

প্লাটফর্মটা মাঝে মাঝে দুলে উঠলেও উপরের দিকে যাত্রা অব্যাহত রেখেছে। প্রথমদিকে একটু ধীরে, তারপর আস্তে আস্তে গতি বাড়ছে। খাদের সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে মাঝে মাঝে একটু ঘুরছেও। মেঝের উপরে থাকা অপরিমেয় চাপের কারণে পায়ের নিচের ওটা কেঁপেই যাচ্ছে।

'হাইড্রলিক!' গর্জনের ভিতর দিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলো নরম্যান। ডেনালের গায়ে ভর করে নিজের পায়ের উপর উঠে দাঁড়িয়েছে সে।

'কী?' জিজ্ঞেস করলো স্যাম।

স্যামের আলিঙ্গন থেকে বের হয়ে আসলো ম্যাগি। মেঝেটা পরীক্ষা করে দেখছে। 'এটা হয়তো কোন ভূ-গর্ভস্থ নদীর উপর স্থাপন করা হয়েছে। হতে পারে, গতকাল আমরা সাঁতার কেটে যে নদীটা পার হয়েছিলাম, এটা সেই নদীরই কোন শাখা। এটা একটা হাইড্রলিক লিফট!'

উপরের পথটার দিকে তাকিয়ে আছে স্যাম। 'কিন্তু এই লিফট আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?'

ভ্রু কুঁচকালো ম্যাগি। 'তারা যদি আক্রমণকারীকে খুন করার জন্য বানিয়ে থাকে, তাহলে এটা মাত্রাতিরিক্ত বিস্তৃত আর পরিশ্রমী একটা উপায়,' মসৃণ দেয়ালগুলো দেখতে দেখতে বলছে ম্যাগি। 'আমার মনে হয় এই লিফট আমাদেরকে একদম উপরে নিয়ে যাচ্ছে।'

'ছাদে?' বলল স্যাম। ইনকা রাজার দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা মনে আছে তার। হাতটা এমনভাবে উঁচিয়ে রেখেছিল যেন সে তার হাতের তালু দিয়ে গুহার ছাদের ভারটা ধরে রেখেছে। মূর্তিটা ভেসে উঠেছে তার চোখে। পুরোপুরি সোজা উপরে উঠে গেছে এটা।

'আশা করছি এটা যেন উপরে নিয়ে পিষে না ফেলে আমাদের,' তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠলো নরম্যান। 'তাহলে, আমাদের ব্যতিক্রমী একটা নিখুঁত ভালো দিন পুরোপুরি মাটি হয়ে যাবে।'

'আমার তা মনে হয় না,' উত্তর দিল ম্যাগি। তবে নিশ্চিত না সেও।

হুট করে চেঁচিয়ে উঠলো ডেনাল। উপরের দিকে কিছু একটার দিকে নির্দেশ করছে সে। 'দেখুন!'

ফ্ল্যাশলাইটটা উপরের দিকে ঘুরালো ম্যাগি। তবে, আলোর কোন দরকার ছিল না। উপরে থাকা পথের শেষ মাথাটা এখন দেখতে পাচ্ছে। একটা স্বর্ণের

BanglaBook.org

গম্বুজ। মূর্তির মাথার উপরে থাকা সুসজ্জিত মুকুট। ছাদের পৃষ্ঠতলে নিয়মিত বিরতিতে থাকা ফাটলগুলো দিয়ে আলো প্রবাহিত হচ্ছে। তারপর, ফুলের পাঁপড়ির মতই ছাদের ছয়টা অংশ একদম পুরোপুরি উন্মুক্ত হয়ে গেল। সূর্যরশ্মির উজ্জ্বল আলো এখন সরাসরি তাদের উপরে পড়ছে।

'বেরিয়ে যাওয়ার পথ!' আনন্দিত হয়ে উঠেছে স্যাম। মাথা থেকে স্টেটসন টুপিটা উঁচিয়ে ধরে আনন্দের চিৎকার করে উঠলো স্যাম। 'বের হওয়ার পথ পেয়ে গেছি আমরা!'

'আমাদের মধ্যে কেবল কয়েকজন পেয়েছি,' শান্তকণ্ঠে কথাটা যোগ করলো নরম্যান।

হাসিটা মিলিয়ে গেছে স্যামের মুখ থেকে। টুপিটা আবার মাথায় লাগিয়ে নিয়েছে সে। রালফের মুখটা চোখে ভাসছে তার। নরম্যান ঠিকই বলেছে। তাদের নিজের পরিত্রাণের আনন্দে উল্লাস করা একটু বেমানানই, যেখানে সাথে তাদের বন্ধুটাই নেই।

ম্যাগির কাছে সরে এল স্যাম। মুক্তি ও দুঃখ দুটোর কারণেই চোখ উজ্জ্বল হয়ে আছে ম্যাগির। গলা বাড়িয়ে স্বর্ণের গম্বুজটাকে পর্যবেক্ষণ করছে সে।

তাকে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো স্যাম। 'আমি নিশ্চিত যে আমরা মুক্তি পাওয়ায় রালফ খুব খুশি হয়েছে।'

'হয়তো...' মৃদুভাবে বিড়বিড় করে জবাব দিল ম্যাগি।

আরো শক্ত করে তাকে জড়িয়ে ধরলো স্যাম। 'মৃতরা কখনো জীবিতদের উপর নারাজ হয় না, ম্যাগি... রালফ নারাজ না, এমনকী তোমার আইরিশ বন্ধু প্যাট্রিক ডুগানও নারাজ না।' আর, এই তালিকার সাথে স্যাম মনে মনে তার নিজের বাবা-মাকেও যুক্ত করে নিল।

স্যামের উপর গা এলিয়ে দিয়েছে ম্যাগি। কণ্ঠস্বর ক্লান্ত হয়ে আছে। 'আমি জানি, স্যাম। আমি সবই শুনেছি আগে।'

স্যাম আর কোন কথা বলছে না। শুধু মেয়েটাকে ধরে রেখেছে। সে জানে মাঝে মাঝে মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার চেয়ে বেঁচে থেকে নিজেকে ক্ষমা করা বেশি কঠিন। এটা এমন এক অনুভূতি যে নিজেরটা নিজেকেই সামলাতেই হয়।

এলিভেটরটা এখন ধীরে ধীরে এগুচ্ছে। তাদের স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। খোলা গম্বুজের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে প্লাটফর্মটা। অবশেষে, যাত্রা শেষ হল তাদের। গম্বুজের ছয়টি শাখা এখন পুরোপুরি আগের অবস্থায় ফিরে গেছে। নিচ থেকে মেঝেতে হুড়কার ধাক্কার শব্দটা ভেসে আসছে। প্ল্যাটফর্মটা আবারো তার জায়গামত ফিরে গেছে। নিচ থেকে আসা পানির গর্জনের শব্দটাও থেমে গেছে এখন।

'পৌঁছে গেছি আমরা,' বলল নরম্যান।

এতক্ষণ ধরে অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহায় থাকার কারণে, পড়ন্ত বিকালের সূর্যের নরম আলোও চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিচ্ছে। এমনকী ভারী কুয়াশার কারণে উপরের আকাশটা পুরোপুরি ঢেকে থাকার পরও।

BanglaBook.org

'কিন্তু, আমরা আসলে আছি কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো স্যাম। সামনের দিকে পা বাড়ালো সে। গলা উঁচিয়ে আশেপাশে দেখার চেষ্টা করছে।

কোন একটা ঘন জঙ্গলঘেরা উপত্যকায় এসে উপস্থিত হয়েছে তারা। লালচে কালো পাথরের সুউচ্চ দেয়ালগুলো চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে তাদেরকে। মাপজোকের যন্ত্রপাতি আর পর্যাপ্ত দক্ষতা ছাড়া ওগুলোর পরিমাপ করা অসম্ভব। মাথার উপরে ঘন কুয়াশা সূর্যের আলোকে অস্পষ্ট করে রেখেছে।

'গন্ধটা কিসের?' জিজ্ঞেস করলো নরম্যান।

সুক্ষ্ম ও উষ্ণ বাতাসের সাথে পচা ডিমের গন্ধও জড়িয়ে আছে। 'সালফার,' উত্তরটা দিল ম্যাগি। হালকা ঘুরে হাত উঁচু করে নির্দেশ করলো সে। 'ঐদিকে দেখো!'

উপত্যকার দক্ষিণের দেয়ালের কাছে একটা বাষ্পের ধারাকে উপরের দিকে উঠতে দেখা যাচ্ছে। পাথরের ভূমির কোন একটা ফাটল থেকে বাষ্প নির্গত হচ্ছে। 'আগ্নেয়গিরির নির্গমনমুখ!' বললো স্যাম। পেরুভিয়ান আন্দিজের এই অংশটা ভূতাত্ত্বিকভাবে এখনো সক্রিয় আছে। আগ্নেয়গিরির গোলক ধাঁধার মত জায়গাটা। এদের মাঝে কিছু কিছু শান্ত ও শীতল। বাকিগুলো এখনো উত্তপ্ত। ভূমিকম্প প্রায় প্রতিদিনই আঘাত হানে এই পর্বতমালায়।

হাত নাড়াচ্ছে ম্যাগি। 'এটা তো কোন পর্বতঘেরা উপত্যকা না। আমরা এখন কোন আগ্নেয়গিরির মাঝের সংকুচিত অংশে অবস্থান করছি।'

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগুচ্ছে নরম্যান। তার চোখ এখন পাথরের দেয়ালগুলোর দিকে। কপাল কুঁচকে রয়েছে তার। 'বেশ! 'ফুটন্ত কড়াই থেকে জলন্ত উনুনে ঝাপ দেওয়া'-এই বাক্যটাই কেন ঘুরছে আমার মাথায়?'

ফটোগ্রাফারের তিক্ত কথাগুলোকে উপেক্ষা করে চারপাশ ঘিরে উঁচু পর্বতগুলোকে ভাল ভাবে পর্যবেক্ষণ করে নিচ্ছে স্যাম। 'তোমার কথা যদি ঠিক হয়ে থাকে, ম্যাগি, তাহলে আমরা সম্ভবত এখন আমাদের ক্যাম্পের পূর্ব দিকের আগ্নেয় পর্বতচূড়ার উপরে আছি।'

দক্ষিণ দিকের একটা কালো ছায়ার দিকে ফিরে মাথা দোলাচ্ছে স্যাম। আরো একটা আগ্নেয়গিরির মুখ। বাষ্পীভূত ছায়ায় পুরোপুরি আবৃত হয়ে আছে এর পাথুরে সিলুয়েটটা। মনে হচ্ছে যেন বাষ্প দক্ষিণের সুউচ্চ দেয়াল বেয়ে উপরের দিকে উঠছে। 'দেখো, এইরকম কতগুলো মুখ আছে এখানে।'

মাথা ঝাঁকালো ম্যাগি। 'তোমার কথাই হয়তো ঠিক। এই অঞ্চলটায় আগে কেউ কখনো পা ফেলেনি। ভ্রমণের জন্য খুব বেশি খাড়া আর বিপজ্জনক জায়গা।'

নরম্যানের সাথে লেগে রয়েছে ডেনাল। শার্টের হাতা দিয়ে তার কপাল মুছছে সে। 'অনেক গরম এখানে,' বিড়বিড় করে মন্তব্য করলো ডেনাল।

BanglaBook.org

সায় দিল স্যাম। মাথার স্টেটসন টুপিটা খুলে আর্দ্র চুলগুলোকে ঝাড়া দিয়ে নিচ্ছে। গোধূলীর আগমনের সাথে সাথে এই উচ্চতায় কেবল একটি জামা পরা অবস্থায় শীতে জমে যাওয়ার কথা। কিন্তু তার বদলে বাতাস এখন উষ্ণ হয়ে আছে। সত্যি বলতে বাতাসের প্রবাহটা বেশ আরামদায়ক লাগছে।

'বাষ্প নির্গমনের ফাটলগুলোর কাজ,' ব্যাখ্যা করছে ম্যাগি। 'ঐগুলোর কারণেই এই জায়গাটা উষ্ণ ও আর্দ্র অবস্থায় আছে।'

'উষ্ণপ্রধান দেশের গ্রীনহাউজগুলোর মত,' বলল নরম্যান। তার চোখ পড়ে আছে জঙ্গলে ঘিরে থাকা সোনালি গম্বুজটার উপর। 'জঙ্গলের ঘেড়ের দিকে তাকাও।' ক্যামেরাটা বের করতে বেশ সংগ্রামই করতে হচ্ছে তাকে। '

ঘন জঙ্গল ছড়িয়ে আছে চারদিকে। প্রায় সবদিকেই লতা-পাতা, গাছের কুণ্ডলি ছড়িয়ে আছে। উপরে তাদের এই অবস্থান থেকে উপত্যকার জঙ্গলের আচ্ছাদনের ফাঁকে ফাঁকে থাকা তৃণভূমিগুলোও দেখতে পাচ্ছে। অবশ্য এগুলোর বেশির ভাগই আগ্নেয়গিরির নির্গমনমুখের কাছাকাছি অঞ্চল জুড়েই ছড়িয়ে রয়েছে। অন্তরক আচ্ছাদন দিয়ে ঢাকা থাকায় প্রচুর পরিমাণে বুনো উদ্ভিদ গজিয়ে উঠেছে। বিশালাকৃতির ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদ দেখা যাচ্ছে, যার একেকটা পত্রবাহী অঙ্গের উচ্চতা মানুষের চেয়েও বেশি লম্বা। জঙ্গলের পুরো ভূমিটাকেই ছেয়ে রেখেছে ফার্ণগুলো। দেয়ালের ফাঁকে মুষ্টি আকৃতির শত শত হলুদ অর্কিড ফুটে রয়েছে। এমনকী কণ্টকাকীর্ণ শাকপাতার শাখা-প্রশাখায় কয়েক জাতের জংলী গোলাপও ফুটে রয়েছে।

দৃশ্যগুলোর ছবি তুলে নিতে শুরু করেছে নরম্যান। আর, অন্যরা বিস্মিত নজরে দেখছে জঙ্গলটাকে।

তৃণভূমির সবুজ, ফুলের সৌরভের কারণে পাখিদের কিচিরমিচিরে ভরে আছে জঙ্গলটা। মানুষের আগমনে পাখিগুলো ক্ষুব্ধ। তাদের চোখের সামনে দিয়েই সবুজ ডানার তোতাপাখির একটা ছোট ঝাঁক উড়ে চলে গেল কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশে। বানরের চিৎকার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে পাথরের দেয়ালগুলোয়। যেন চিৎকার করে তাদেরকে তাড়িয়ে দিতে চাচ্ছে। চিৎকার শেষে গাছের ডালপালার আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে বানরগুলো।

সবুজ দেয়ালের ওপাশ থেকে কলকল করে পানি বয়ে চলার শব্দ ভেসে আসছে। আশেপাশে কোথাও খাঁড়ির অস্তিত্বের জানান দিচ্ছে যেন শব্দটা।

'এটাকে হারিয়ে যাওয়া কোন স্বর্গোদ্যান বলে মনে হচ্ছে,' বললো নরম্যান।

মাথা ঝাঁকালো স্যাম। যদিও উদ্বেগ দানা বাঁধতে শুরু করেছে তার মনে। *স্বর্গোদ্যান মানে ইডেন। 'ইডেনের সর্পদেবতা থেকে সাবধান,'* হেমাটাইটের পাতে ফ্রান্সেসকো ডি আলমাগ্রোর ল্যাটিনে খোদাই করে লেখা সতর্কবাণীটার কথা মনে পড়ে গেছে তারা।

BanglaBook.org

ম্যাগির মনেও হয়তো একই ধরনের ভাবনা চলছে। শক্ত করে ঠোঁট চেপে ধরে রেখেছে সে। সংশয়ে চোখ সরু হয়ে আছে তার। 'আমরা এখানে একা নই,' হঠাৎ করে ফিসফিসিয়ে উঠলো সে।

সতর্কতা পেয়েই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে স্যাম। চোখ ঘুরিয়ে খুঁজছে। 'কী?'

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ম্যাগি। তার চোখগুলো কেবল ঘুরছে। কোথায় তাকাতে হবে সেটা ইশারায় দেখাচ্ছে।

হঠাৎ করে ধাতব ঘর্ষণের শব্দ ভেসে এলো পিছন থেকে। গম্বুজটা আবার বন্ধ হয়ে আগের অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে। আগ্নেয়গিরির মাঝের সংকুচিত অংশ থেকে এখন তাদের পালানোর একমাত্র উপায়টাও হারিয়ে গেছে।

জঙ্গলের মধ্যে ম্যাগির নির্দেশ করা অংশটা খুঁজছে স্যাম। শেষমেশ, ছায়ায় লুকিয়ে থাকা ছোট্ট মুখটা নজরে পড়লো। তাদের দিকেই তাকিয়ে আছে মুখটা। মানবমূর্তিটা মনে হয় বুঝতে পেরেছে যে সে ধরা পড়ে গেছে। বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে সে। ঘন ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে লোকটা বাইরে বেরিয়ে এলো। লুকিয়ে থাকা আরো সাতজন লোক অন্য জায়গাগুলো থেকে বেরিয়ে এসেছে। সোনালি গম্বুজের পাশের খালি জায়গাটায় এসে জড়ো হয়েছে তারা।

গাঢ় বাদামি এবং কালো চোখের মানুষগুলোকে স্পষ্টভাবেই কুঁইচা সম্প্রদায়ের বলে মনে হচ্ছে। তাদের উচ্চতা বেশি হলে স্যামের কাঁধের সমান হবে। কিন্তু, তাদের হাতে বয়ে বেড়ানো বর্শাটা স্যামের চেয়েও অনেক লম্বা। তাদের পরনে ঐতিহ্যবাহী ইনডিয়ান পোশাক। অলঙ্কৃত ঢুয়ারা ট্রাউজার আর সাথে তোতাপাখি ও শকুনের পালক দিয়ে সাজানো উদ্ভট শার্ট।

সর্দারের মাথায় গাঢ় লাল বর্ণের ফিতা দেখা যাচ্ছে। সামনে এগিয়ে আসছে লোকটা। তাদের উদ্দেশ্য করে নিজের ভাষায় কঠোর ভাবে কিছু বলছে।

'সে চায় আমরা যেন তাকে অনুসরণ করি,' সর্দারের কথাটা তাদেরকে অনুবাদ করে জানালো ডেনাল।

ঘুরে জঙ্গলের ধার বরাবর এগিয়ে যেতে শুরু করেছে ছোটখাটো গড়নের শিকারী লোকটা। বিশালাকৃতির ফার্ণের পত্রাঙ্গটা সরিয়ে দিতেই একটা গুপ্ত পথ দেখতে পেল তারা। লোকটা মাথা নিচু করে পাতার বহরটা পেরিয়ে রাস্তা ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। স্যামদের দলটা তাদেরকে অনুসরণ করবে কিনা সেটা নিশ্চিত করার জন্য এখনো আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে অন্য শিকারীরা।

তারা এখনো ভয় পাওয়ার মত কিছু করেনি। তাই কুঁইচাদের ডাকে সাড়া দিতে অতটা বাধা নেই তাদের। 'চলো এরা খননের কাছে পৌছানোর পথটার কথা জানতেও পারে।' তারপরও, তাদের লম্বা অস্ত্রটার দিকে চোখ পড়তেই, কাঁধে ঝুলিয়ে রাখা উইনচেস্টারে হাত চলে গেছে স্যামের। কোন বিপদের উদয় ঘটলে, তৈরি থাকতে হবে।

BanglaBook.org

স্যামের কনুই ধরে টোকা দিচ্ছে ডেনাল। ছেলেটার চোখও সন্দেহে সরু হয়ে আছে। কিছু একটা বলতে চাচ্ছিল সে, কিন্তু তার পরিবর্তে মাথা নেড়ে পকেট থেকে একটা কুঁচকানো সিগারেট বের করে আনলো। সিগারেটটা ঠোঁটে রাখতে রাখতে নিজের ভাষায় বিড়বিড় করছে শুধু।

'কী হয়েছে, ডেনাল?'

'মনে হচ্ছে কিছু একটা ঠিক নেই,' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে সে, তবে এর চেয়ে বেশি কিছু আর বললো না। নরম্যানকে পত্রাঙ্গের নিচ দিয়ে পেরুতে সাহায্য করতে এগিয়ে গিয়েছে।

ম্যাগিকে সাথে নিয়ে সবার পিছনে থেকে এগোচ্ছে স্যাম। জঙ্গল একদম গিলে নিয়েছে যেন তাদেরকে। কয়েক মিনিট ধরে একদম চুপচাপভাবেই এগিয়ে চলছে তারা।

'এদের ব্যাপারে তোমার কী ধারণা?' শেষমেশ ফিসফিসিয়ে প্রশ্নটা করলো ম্যাগি।

'তারা নিঃসন্দেহেই কোন কুইচাঁ উপজাতি। জঙ্গলগুলোয় তাদের মত শত শত লোক শিকারীর জীবন-যাপন করে।'

আঙুল দিয়ে পিছনের পরিষ্কার জায়গাটার দিকে নির্দেশ করছে ম্যাগি। 'আর, এইমাত্রই তারা ওখানে নিখাঁদ স্বর্ণে তৈরি একটা গম্বুজকে ফেলে এসেছে।'

ম্যাগির কথাগুলো বিবেচনা করে দেখছে স্যাম। সে ঠিকই বলেছে। শিকারীরা বাড়ির উঠানে সম্পদের চেয়ে স্যামদেরকে দেখেই বেশি চমকে উঠেছিল। ডেনালের শঙ্কাটাও বেশ নাড়া দিচ্ছে তাকে। এখানে ভুলটা কী?

এগিয়ে চলার সময় ইনডিয়ানদেরকে ভালভাবে খতিয়ে দেখে নিচ্ছে স্যাম। বর্শাগুলো হেলাফেলাভাবে ধরে রেখে হাঁটছে তারা। পথের মাঝে এসে পড়া শাখা-প্রশাখাগুলো সরিয়ে দিয়ে চুপচাপ সামনের দিকে এগিয়ে চলছে তারা। এই শিকারীগুলো কারা?

পথের মোড়টা পেরুতেই তার প্রশ্নের উত্তরটা পেয়ে গেল স্যাম।

ঘন জঙ্গলের ভেতর হুট করেই যেন একটা গ্রাম গজিয়ে উঠেছে। যেন জাদুবলে গড়ে উঠেছে গ্রামটা। একগুচ্ছ পাথরের ঘরবাড়ি ঘিরে রেখেছে মাঝের অংশটাকে। গ্রাম থেকে জঙ্গলের ভিতরে চলে যাওয়া কিছু পাকা রাস্তাও রয়েছে। প্রায় অধিকাংশ ঘরবাড়িই জঙ্গলের গাছাগাছালির মধ্যে ডুবে আছে। জঙ্গলের উঁচু আচ্ছাদনে আবৃত হয়ে আছে গ্রামটা। জংলী ফুল দিয়ে সুসজ্জিত হয়ে আছে পাথরের ছাদগুলো। সেই সাথে আঙিনায় লাগানো গাছগুলোতেও ফুল ফুটে রয়েছে। সুগন্ধি ফুলগুলোর সুবাসে এখন আর আগ্নেয়গিরির সালফারের কটু গন্ধটা নাকে এসে আঘাত করতে পারছে না।

বড় বড় চোখে হাঁ করে তাকিয়ে আছে স্যাম। সরু রাস্তাগুলোয় লামা এবং ছোট ছোট শূকরও চড়তে দেখা যাচ্ছে। গ্রামের প্রতিটি দরজা-জানালা দিয়েই

চার আগন্তুকের দিকে কৌতুহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে গ্রামের অধিবাসীরা। গ্রামের অধিবাসীর সংখ্যা একশোর চেয়েও বেশি। তাদের কেউ কেউ ঢিলেঢালা উষ্ণ কাশমাস পরে রেখেছে, আবার কেউবা হাতাসহ লম্বা আলখেল্লা, কেউ পরে আছে ইনডিয়ান নিমা *অ্যানাকু*।

ঘরবাড়িগুলোও তাদের অধিবাসীদের মতই একই মাত্রায় সুসজ্জিত। সোনা-রুপা দিয়ে অলঙ্কৃত দরজা-জানালার চৌকাঠগুলোতে বিস্তৃত খোদাইয়ের কাজ ফুটে রয়েছে। সূর্যের উজ্জ্বল আলোক রশ্মিতে ঝিকমিক করছে ওগুলো।

ডেনালের কাঁধে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগুচ্ছে নরম্যান। একটা খোলা দরজার সামনে থেকে পশমের *লিকলা* শাল পরিহিত এক তরুণী মহিলা ভয় ভয় ভাব নিয়ে এগিয়ে এলো নরম্যানের দিকে। মহিলা হাতে হলুদ তোতাপাখির পালক দিয়ে বোনা নীল ফুলের একটা মালা ধরে রেখেছে। ক্ষীণদেহী চিত্রসাংবাদিক তাকে দেখে একটু হেসে মাথা নত করলো। সুযোগটা পেয়েই যেন মহিলা সামনে এগিয়ে হাতে বোনা মালাটা পরিয়ে দিল ফটোগ্রাফারকে। নরম্যান সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতেই মেয়েটা মুখের উপর হাত রেখে হাসতে শুরু করেছে। এভাবে মালাটা পরিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল মেয়েটা।

ডেনালের দিকে ঘুরে তাকালো নরম্যান। বিব্রতকর ভাবে হেসে গলায় ঝুলানো উপহারটায় হাত বুলাচ্ছে সে। 'এটা কি আমার শার্টটার সাথে মানিয়েছে?' জিজ্ঞেস করলো সে। তারা এখন কোথায় আছে তার উপর ফটোগ্রাফারের খুব একটা খেয়াল আছে বলে মনে হয় না।

স্যাম আর ম্যাগি জমে গেছে যেন। এখনো গ্রামের প্রান্তেই দাঁড়িয়ে আছে তারা। মনে মনে, বাড়িঘরগুলোর উপর থেকে জঙ্গলের আচ্ছাদন আর মানুষ-প্রাণীগুলোকে মুছে জায়গাটাকে কল্পনা করছে স্যাম। শহরের এই নকশাটা তার কাছে পরিচিত। কেন্দ্রিয় মূল চত্বর, মাঝখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া রাস্তাসমূহ, পাথরের ঘরবাড়ি - নিচের গোরস্থানটার নকশাই তো এটা!

তার কনুইয়ে টোকা দিয়ে উঠলো ম্যাগি। 'তুমি কি বুঝতে পারছো এটা কোন জায়গা?' ফিসফিসিয়ে বলছে ম্যাগি। বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে স্যামের দিকে। 'এটা কোন সাধারণ কুঁইচা জাতি না।'

মাথা ঝাঁকালো স্যাম। 'ডেনালের পূর্বপুরুষ এরা,' কণ্ঠে চমকে যাওয়া ভাব স্পষ্ট হয়ে আছে তার। ম্যাগির মত সেও একই উপসংহারে উপনীত হয়েছে।

একটা *জীবিত* ইনকা গ্রামে এসে উপস্থিত হয়েছে ওরা!

BanglaBook.org

●●●

সূর্য পাটে নেমেছে। হুট করে ফিলিপ এমন একটা শব্দ শুনতে পেলো যেটা সে আর কখনো শুনতে পাবে বলে ভাবেনি। ক্যাম্পের রেডিও থেকে স্ট্যাটিকের খড়খড়ে শব্দ ভেসে আসছে। তড়িঘড়ি উঠতে গিয়ে ক্যাম্পের টুলে পা বেঁধে

উলটে পড়ে গেছে ফিলিপ। এই টুলেই বসেছিল সে এতক্ষণ। ভিক্ষু ওটেরা এবং অন্যান্য ডোমিনিক্যান সন্ন্যাসীরা এখন খনন এলাকায় আছে। আজ দুপুরেই কয়েকজন দক্ষ সুড়ঙ্গ খননকারী এসে পৌছেছে এখানে। তারাই কুইচাঁ শ্রমিকদেরকে নেতৃত্ব দিচ্ছে এখন।

কমিউনিকেশন তাঁবুর পর্দা ছিঁড়েই ভিতরে ঢুকলো ফিলিপ। ঢুকেই ছোঁ মেরে তুলে নিল রিসিভারটা। 'হ্যালো!' হাতে থাকা যন্ত্রটায় প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো ফিলিপ। 'কেউ কি শুনতে পারছে আমাকে?'

প্রথমে স্ট্যাটিকের শব্দই তারপর দুর্বলভাবে উত্তর ভেসে আসতে লাগলো অপর পাশ থেকে।...'লিপ? আমি স্যাম! ওয়াকি-টকির ব্যাটারী গুহা থেকে বের হয়ে এসেছি আমরা...' স্ট্যাটিকের খড়খড়ে শব্দটা বাড়তে শুরু করেছে।

রেডিও এর এন্টেনাটা ঠিকঠাক করে নিল ফিলিপ। 'স্যাম! সাড়া দাও! কোথায় আছো তোমরা?'

স্ট্যাটিকের মধ্য থেকে শব্দ বের হবার জন্য যেন যুদ্ধ শুরু করেছে। 'আগ্নেয়গিরিগুলোর কোন একটায় আছি ক্যাম্পের পূর্বদিকে, সম্ভবত।'

আনন্দে নেচে উঠেছে ফিলিপের মন। অন্যরা যদি এখন নিরাপদ অবস্থানেই থাকে, তাহলে তো সুড়ঙ্গ খোঁড়ার আর কোন দরকারই নেই এখন। সব কাজ হয়ে গেছে এখন! এখান থেকে শীঘ্রই চলে যেতে পারবে সে! নিজের হার্ভাডের বাসাটার দৃশ্য কল্পনা করছে। সেখানে তার বই, কম্পিউটার, কাগজপত্র সহ সবই একদম সাজানো-গোছানো অবস্থায় রাখা আছে। পরনের ছেঁড়া শার্ট আর ময়লা প্যান্টটার দিকে একবার নজর বুলালো ফিলিপ। এই অভিযানের পর আর কখনোই কোন অভিযানে বের হবে না সে! এটাই শেষ!

খুশির চোটে স্যামের শেষ কথাগুলোর অনেক কিছুই শুনতে পায়নি। তবে, ঐগুলো এখন আর খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ না।...'হেলিকপ্টার বা অন্য কোন আকাশযানের সাহায্যে। পর্বতচূড়ায় সাংকেতিক আগুন জ্বালিয়ে রাখবো আমরা। খুঁজে বের করো আমাদেরকে!' এরপর স্যাম তার শেষ প্রশ্নটা করলো। 'আঙ্কেল হ্যাঙ্কের কাছে কি কোন বার্তা পাঠাতে পেরেছো?'

মুখ বিকৃত করে ট্রান্সমিটারটা চেপে ধরলো ফিলিপ। 'না। তবে, আমি নিশ্চিত যে এতক্ষণে কুজকো পর্যন্ত বার্তা পৌছে গেছে। ইতিমধ্যেই সাহায্য এসে গেছে। খুব বেশি সময় লাগবে না আর।'

ট্রান্সমিটার বোতামটা ছেড়ে দিতেই জমে থাকা স্ট্যাটিকের শব্দটা বেরিয়ে আসলো রেডিও থেকে।

স্যামে কণ্ঠ আগের থেকে আরো ম্লান হয়ে গেছে। 'এখানে আমরা কী খুঁজে পেয়েছি সেটা শুনলে বিশ্বাসই করতে পারবে না তুমি, ফিলিপ!'

চোখ উল্টালো ফিলিপ। ভাবটা এমন যেন সে এ নিয়ে খুব ভাবছে! কিন্তু স্যামের পরের কথাটা শুনে তার উদাসিনতা পুরোপুরিই দূর হয়ে গেছে। 'হারিয়ে যাওয়া একটা ইনকা উপজাতি খুঁজে পেয়েছি আমরা!'

BanglaBook.org

ট্রান্সমিট বাটনটা চেপে ধরলো ফিলিপ। 'কী?'

' অনেক লম্বা গল্প ব্যাটারী দুর্বল কালকে কোন এক সময় কল করো।'

'স্যাম, দাঁড়াও!'

'আমাদের সাংকেতিক আগুনটা খুঁজে বের করো!' তারপর সমস্ত ধরনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে বন্ধ হয়ে গেল স্ট্যাটিকটা।

পরের কয়েক মিনিট ধরে স্যামের সাথে যোগাযোগের জন্য বেশ কয়েকবারই চেষ্টা করলো ফিলিপ। কিন্তু কোন ফল পায়নি তাতে। হয় ওয়াকি-টকির ব্যাটারী বেশি দুর্বল হয়ে গেছে, নয়তো টেক্সানটা তার ওয়াকি-টকির সুইচ বন্ধ করে ফেলেছে। রাগে গজরাচ্ছে ফিলিপ। সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো রিসিভারটার উপর। সজোরে আছড়ে আগের জায়গায় রেখে দিল রিসিভারটাকে।

তাঁবুর তেরপলের খসখসে শব্দ সেদিকে মন ঘুরে গেল তার। ভিক্ষু ওটেরার পাতলা দেহটা প্রবেশ করছে তাঁবুতে। দরজার মুখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। পিছনের অস্তমিত সূর্যের ছায়ায় লম্বা দেহটাই দেখা যাচ্ছে শুধু। মুখ ঢেকে আছে ছায়ায়। 'কার সাথে কথা বলছিলে তুমি?' জিজ্ঞেস করলো লোকটা। কঠোরভাবে।

ফিলিপ ধরে নিল যে, সন্ন্যাসী লোকটা হয়তো সারাদিন খোঁড়াখুঁড়ির কাজে ব্যস্ত থাকায় ক্ষীপ্ত হয়ে আছে এখন। দাঁড়িয়ে লোকটাকে স্বাগত জানালো ফিলিপ। 'স্যামের সাথে!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলো ফিলিপ। 'গুহা থেকে বের হয়ে গেছে ওরা।'

লোকটার মুখের চমকে যাওয়া ভাব দেখে সন্তুষ্ট হল ফিলিপ। 'কীভাবে? কোথায় তারা?'

সংক্ষেপে স্যামদের গুহা থেকে বের হয়ে যাওয়ার গল্পটা তাকে জানালো ফিলিপ। 'ওদের সাংকেতিক আগুনটা চিহ্নিত করার জন্য আমাদের হয়তো হেলিকপ্টার বা ওরকম কিছুর দরকার পড়বে।'

'বেশ ভাল,' মাথা ঝাঁকিয়ে বিড়বিড় করে আওড়ালো ভিক্ষু ওটেরা।

'সবচেয়ে বড় খবরটা কিন্তু এখনও বলিনি আমি,' আত্মগৌরবের হাসি ফুটে উঠেছে ফিলিপের মুখে। ভাবখানা এমন যে সেই আবিষ্কারটা সে নিজেই করেছে। 'স্যাম ভাবছে যে তারা হয়তো ওখানে সত্যিকারের একটা ইনকা গোষ্ঠী খুঁজে পেয়েছে। মনে হচ্ছে হারিয়ে যাওয়া কোন জাতি।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফিলিপের দিকে তাকিয়ে আছে ভিক্ষু ওটেরা।

ভিক্ষু ওটেরার কঠোর চাহুনিতে হিংস্রতা ও বিপজ্জনক কিছু একটা ছিল যা দেখে থতমত খেয়ে গেছে ফিলিপ। পিছিয়ে আসতে গিয়ে উলটে পড়ে থাকা ভাঙ্গা মগে হোঁচট খেল ফিলিপ। কোনরকমে নিজেকে সামলে নেওয়ার পর দেখলো যে ভিক্ষু ওটেরা তার পাশে চলে এসেছে। শক্ত করে তার হাত আঁকড়ে ধরে রেখেছে।

BanglaBook.org

'তুমি ঠিক আছো তো?' জিজ্ঞেস করলো লোকটা।

মাথা নুইয়ে লোকটার দিকে তাকালো ফিলিপ। একটু আগে লোকটার চোখে যা দেখেছিল এখন তা উধাও হয়ে গেছে। যাজকের মুখে এখন শুধু উষ্ণতা ও উদ্বেগই দেখা যাচ্ছে। হয়তো আলোর কারসাজির কারণে ওরকম মনে হয়েছিল তখন। খাঁকড়ে গলা পরিষ্কার করে নিচ্ছে ফিলিপ। 'আ... আমি ঠিক আছি।'

তার হাতটা ছেড়ে দিয়েছে ভিক্ষু ওটেরা। 'ভাল। তোমার কোন ক্ষতি হোক, তা চাই না আমরা।' বলে ঘুরে দাঁড়ালো সে। 'আমি গিয়ে অন্যদেরকে সুখবরটা জানিয়ে আসি,' বলে মাথা নুইয়ে তাঁবু থেকে বের হয়ে গেল ভিক্ষু ওটেরা।

স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলছে ফিলিপ। সে জানেনা ভিক্ষু ওটেরা কোন ব্যাপারটার কারণে অতটা ক্ষীপ্ত হয়ে গিয়েছিল সে। যত যাই হোক, ঐ লোকটা তো আসলে কেবল একজন সন্ন্যাসীই। তারপরও, ভয়ে শরীরের রোম দাঁড়িয়ে গিয়েছিল তার। লোকটার ব্যাপারে কিছু একটা আছে...

●●●

ম্যাগির সাথে প্লাজার সিঁড়ির মাথায় বসে আগুনের আলোয় উদ্ভাসিত উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের দিকে তাকিয়ে আছে স্যাম। ঠিক মাঝখানে জ্বালিয়ে রাখা আগুন ও মশালের আভায় আলোকিত হয়ে আছে ইনকাদের গ্রামটা। বিভিন্ন ধরনের আকার-আকৃতির বাদ্যযন্ত্র নিয়ে সুর বেঁধেছে বাদকেরা। লামার চামড়ায় তৈরি ঢোল, ক্ষুদ্র রুপালী মন্দিরার সাথে তাম্বুরার সুর, লাউ ও কাঠ দিয়ে তৈরি ভেঁপু, নলখাগড়া বা ভিন্ন ভিন্ন দৈর্ঘ্যে বেত দিয়ে তৈরি বাঁশি, এমনকী পার্বত্য শকুনের বড় পালক দিয়ে বানানো কিছু বাঁশিও রয়েছে। পুরো শহরের সর্বত্রই, নবাগতদের আগমনের আনন্দে নাচ-গানে মেতে আছে সবাই।

সূর্য ডোবার আগে আগে, গ্রাম্য ওঝা বা শকর্ট এসে দেখা করেছিল ওদের সাথে। তাদের সম্পর্কে সত্য জানার জন্য তার রহস্যময় চামপুরিন মানে কিছু ক্ষুদ্র রঙিন নুড়িপাথর মাটিতে ছুঁড়ে মেরেছিল লোকটা। পাথরগুলো পরীক্ষা শেষে উঠে দাঁড়িয়ে হাত উঁচিয়ে স্যামদেরকে বজ্র দেবতা ইলাপার প্রতিনিধি হিসেবে রায় দিয়েছিল উল্কি করা কঠোর-চেহারার লোকটা। সে ই ওদের সম্মানে আজ রাতে আনন্দ-উল্লাস করার নির্দেশ দিয়েছে।

তাদের আপত্তিসত্ত্বেও ছোট দলটাকে নিয়ে হৈচৈ শুরু হয়েছিল তখন চারপাশে। ভ্রমণে আসা রাজকীয় প্রতিনিধিদের মতই সম্মান করছে তাদের। শরীর ধুয়ে মুছে স্থানীয় পোশাক পরে রাতের খাবার এবং অনুষ্ঠানের জন্য আবারো জড়ো হয়েছে দলটা। রাতের ভোজনটা ছিল অসীম। বিভিন্ন জাতের স্থানীয় খাবার পরিবেশন করা হয়েছিল সামনে। যেমন—রোস্ট করা গিনিপিগ, পাখির মাংসের সাথে সেদ্ধ বরবটি, আররাকঁচা নামের একজাতীয় স্থানীয়

BanglaBook.org

গাজরের সাথে কুঁচি করা শালগম পাতা দিয়ে তৈরি সালাদ, মিষ্টি আলুর সমকক্ষীয় অচা দিয়ে রান্না করা পাই সহ আরো অনেক কিছু। অনেক লম্বা সময় ধরে ক্ষুধার্ত থাকায় খাবারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো তারা। নিমন্ত্রণকারীরা যেন ক্ষুব্ধ না হয়, সে জন্য কোন কিছুতেই মানা করছে না তারা।

শুধু নরম্যানই সামান্য খেয়েছে। আঘাতের কারণে তার জ্বর আসতে শুরু করেছে। তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ার জন্য আগেভাগেই চলে গেছে তার জন্য নির্ধারিত পাথর-মাটি দিয়ে তৈরি করা কুটিরটায়। ডেনালও থাকেনি আর বেশিক্ষণ। অসুস্থতার জন্য নয়, তবে প্রচুর ক্লান্ত ও ঘুমার্ত হয়ে আছে সে। রাতের অনুষ্ঠানের জন্য স্যাম আর ম্যাগিকে রেখে চলে গেছে সে।

হাই তুলে তার পরনের নিমাটার উপর হাত বুলাচ্ছে স্যাম। হাঁটু-সমান দৈর্ঘ্যের একটা ধূসর বর্ণের পশমী নিমা পরে আছে। কাঁধের উপর বেঁধে রাখা অন্তরীপটাকেও ঠিকঠাক করে নিচ্ছে। পরনের স্টেটসন টুপিটার সাথে মিলছেনা বলে টুপিটাকে চোখের কাছাকাছি নামিয়ে আনলো স্যাম।

সবকিছু আরামদায়ক ভাবে ঠিকঠাক হবার পর, হাতের উপর ভর দিয়ে পিছনে দিকে শরীর এলিয়ে দিল স্যাম। 'এত লম্বা সময় ধরে কীভাবে লুকিয়েছিল এরা?' বিড়বিড় করে বলে উঠলো স্যাম।

পাশে বসে থাকা ম্যাগি নড়ে উঠলো। 'কারণ, তারা এভাবেই থাকতে চায়।' গেরুয়া বর্ণের একটা লম্বা গাউন পরেছে ম্যাগি। সাথে সাদা স্কার্ফ, ম্যাচ করা শাল দিয়ে গায়ের উপরের দিকটা ঢেকে রেখেছে। শালকে জায়গামত আটকে রাখা সোনালি ড্রাগন পিনটার উপর হাত বুলাচ্ছে ম্যাগি। 'তুমি কি লক্ষ্য করেছো, বেশিরভাগ গ্রামকেই কিন্তু জঙ্গলের মাঝে ইচ্ছাকৃতভাবে লুকিয়ে রাখা হয়েছে? অনেকটা ছদ্মবেশের মত। আমার মনে হয়না, স্যাটেলাইট স্ক্যানও এই গ্রামগুলোকে চিহ্নিত করতে পারবে। বিশেষ করে প্রাকৃতিক উত্তপ্ত এই অঞ্চলটাকে তো নয়ই। থারমাল স্ক্যানও বোকা বনে যেতে পারে এই গ্রামের কাছে।'

কুয়াশাঘেরা আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে স্যাম। 'হুম, তোমার কথাটা হয়তো ঠিকই।'

কথার প্রসঙ্গ বদলে ফেললো ম্যাগি। 'তো, স্যাম, বজ্র দেবতার প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োজিত হতে পেরে কেমন লাগছে তোমার?'

অলসভাবে হাসছে স্যাম। 'ভবিষ্যদ্বাণী করা পাথর হোক বা যা ই হোক, আমার মনে হয় ওঝা হয়তো আমাদের রাইফেলের শব্দের প্রতিধ্বনিটা শুনতে পেরেছিল। এই কারণেই মনে হয় সে আমাদেরকে ইলাপার প্রতিনিধি ভাবছে।'

ঝট করে তার দিকে নজর দিল ম্যাগি। 'আমি তো কখনো এটার কথা ভাবিনি। বাহ, তুমি তো ভাল থিওরি তুলে ধরেছো।'

BanglaBook.org

প্রশংসাটাকে উপভোগ করছে স্যাম। মৃদু হাসি ফুটে উঠেছে মুখে।

'তবে, পাতালপুরির গোরস্থানটার ব্যাপারে কী বলবে? সেটার সাথে এই গ্রাম কী করে মিলছে? এই জায়গাটারই প্রতিচ্ছবি ওটা।'

ভ্রু-কুঞ্চিত করলো স্যাম। 'আমি জানি না। তবে, জায়গাটার অবস্থান দেখে মনে হচ্ছে, ইনকাদের তিন স্তরের দুনিয়ার সাথে কোন সম্পর্ক আছে এর। যদি এই গ্রামটাকে আমরা কেই পাঁচা মানে মধ্য বা জীবিতদের দুনিয়া হিসেবে বিবেচনা করি—তাহলে নিচের গ্রামটা নিশ্চিত ভাবেই উঁকা পাঁচা মানে নিচের দুনিয়া।'

'মৃতদের দুনিয়া।'

'ঠিক তাই সে জন্যেই গোরস্থান।'

ভ্রু-কুঁচকে ভাবনাগুলো এক করার চেষ্টা করছে ম্যাগি। 'হুমম্ হয়তো। কিন্তু, তোমার কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে তৃতীয় গ্রামটা কোথায়?'

'মানে?'

'ইনকারা কিন্তু বেশ কাঠামোবদ্ধ ছিল। যদি তার নিচের এবং মাঝখানের দুনিয়ার জন্য অনুরূপ নগরী তৈরি করে থাকে, তাহলে হানন পাঁচা বা উপরের দুনিয়ার গ্রামটা কোথায়?'

মাথা নাড়ছে স্যাম। ক্লান্তি বাড়তে শুরু করেছে তার। 'জানি না। তবে আগামীকাল আমরা আরো অনেক উত্তরই পাব। এখন, আমাদের সম্মানে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটাই ভালভাবে উপভোগ করা যাক।' বলে ভুট্টা দিয়ে গাঁজন প্রক্রিয়ায় বানানো চিচা নামের পানীয়ের পাত্রটা উপরে উচিয়ে ধরলো স্যাম। লম্বা একটা চুমুক দিল স্যাম। তিক্ত স্বাদে মুখ বিকৃত হয়ে গেছে তার।

গা এলিয়ে দিয়েছে ম্যাগি। 'তোমার ধাঁচের না এটা,' টিপ্পনী কাঁটলো সে।

'ঠাণ্ডা বিয়ারের সমকক্ষ কখনোই হতে পারবে না। তবুও, এই মুহূর্তে ভালোই কাজে দিচ্ছে।' পানীয়ের প্রভাবে মাথায় ঝিমঝিমে ভাব অনুভব করতে শুরু করেছে স্যাম। গভীর রাত পর্যন্ত চলছে অনুষ্ঠানটা। চাঁদও ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে।

হাসছে ম্যাগি। স্যামের উপর আলতোভাবে গা এলিয়ে দিয়েছে সে। সুযোগ পেয়ে হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরেছে স্যাম। ম্যাগি তার হাত সরিয়ে দিল না বা এটা নিয়ে কোন ঠাট্টাও করছে না। ভুট্টার বিয়ারে আরেকটা চুমুক দিল স্যাম। এই মুহূর্তের অনুভূত উষ্ণতার পুরোটাই এই পানীয়ের কারণে সৃষ্টি হয়েছে, তা ভাবতে চায় না স্যাম।

মাঝখানে থাকা অগ্নিকুণ্ডটাকে ঘিরে একটা নতুন দল নাচতে শুরু করেছে এখন। নাচতে থাকা নারী-পুরুষের দলের সবাই ই মুখে সোনালি বা রুপালি রঙ মেখেছে। কোন বুনো হরিণের মাথায় বাজানোর সুরের তালে তালে ছন্দ মিলিয়ে নাচছে ওরা। সেই সাথে বাঁশি হিসেবে কাজ করছে হরিণের শিঙাটা।

BanglaBook.org

'এটা খুবই মনোমুগ্ধকর,' বলছে ম্যাগি। 'কোন স্বপ্নের মত। কাগজে পড়া গল্পগুলো বাস্তবে পরিণত হয়েছে যেন।'

মেয়েটাকে কারো কাছে টেনে নিল স্যাম। 'আক্ষেপ হচ্ছে, আঙ্কেল হ্যাঙ্ক যদি এটা দেখার জন্য এখানে থাকতো!'

'আর, রালফও,' মৃদুস্বরে বললো ম্যাগি।

তার বাহুডোরে থাকা মেয়েটার দিকে তাকালো স্যাম। মাঝের অগ্নিকুণ্ডের দিকে তাকিয়ে আছে এখন মেয়েটা। চোখ জোড়া জ্বলজ্বল করছে। আগুনের আভায় মুখটা দীপ্তিমান হয়ে আছে।

ম্যাগি হয়তো স্যামের এভাবে তাকিয়ে থাকাটা বুঝতে পেরেছে। তার দিকে চোখ তুলে তাকালো ম্যাগি। তাদের মুখ দুটো খুব কাছাকাছি হয়ে আছে এখন। 'তবে, তোমার কথাটা কিন্তু ঠিকই, স্যাম,' নরমসুরে বলছে ম্যাগি। 'আগে যেটা বলেছিলে...যে মৃতরা কখনো জীবিতদের উপর নারাজ হয় না। তুমি ঠিকই বলেছিলে। আমরা বেঁচে আছি...এজন্যই, এখন আমরা এখানে আছি। দুঃখ এবং দোষের দায়ে আমাদের এই উপহারটাকে নষ্ট করা উচিৎ নয়। ওটাই কিন্তু আসলে সত্যিকারের বিভীষিকা।'

মাথা ঝাঁকালো স্যাম। 'বেঁচে থেকে মৃতদের মত মনে করা আসলে ভুল।' তার কথায় আক্ষেপের সুরটা স্পষ্ট। তার বাবা-মায়ের মৃত্যুর পরের সময়গুলোর কথা মনে করছে স্যাম। চাচার সাথে দুঃখগুলো শেয়ার করে নিয়েছিল সে। সত্যি বলতে, তারা দুজনও ম্যাগির চেয়ে খুব আলাদা নয়।

বাইরের লোকদের সাথে তারাও খুব একটা মিশতে পারে না। অন্যদের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকার জন্য দুঃখগুলোকে ব্যবহার করতো। এখন থেকে এই কাজটা আর করতে চায় না সে।

সাহস করে ম্যাগির দিকে আরেকটু সরে গেল স্যাম।

ম্যাগি তার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। ঠোঁটগুলো হালকা ফাঁক হয়ে আছে মেয়েটার।

আরো কাছে ঝুঁকলো স্যাম। ঢোলের তালে তালে হৃদয় ধুকপুক করছে তার। এরপর হুট করেই থেমে গেল সুরটা। গ্রামটায় গভীর নীরবতা নেমে এসেছে এখন।

বাধা পেয়ে চোখ সরিয়ে নিল ম্যাগি। অন্তরঙ্গ মুহূর্তটারও সমাপ্তি ঘটলো সেখানেই। 'অনুষ্ঠান মনে হয় শেষ হয়ে গেছে।'

স্যামের বুকের মাঝে জেগে উঠা আশাটা কুঞ্চিত হয়ে গেছে। কথাই বলতে পারছে না সে। জোরে ঢোক গিললো স্যাম। 'আর আমারও তাই মনে হচ্ছে,' হাঁসফাঁস করে কোনক্রমে বললো সে।

কেউ একজন এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। গ্রামের ওঝা। নামটা বোধহয় কামাপাক। এরকমই শুনেছিল ওরা। লোকটার উল্কি করা মুখটায় কত-বিস্তৃত হাসি ফুটে রয়েছে। সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

BanglaBook.org

তাকে স্বাগত জানানোর জন্য উঠে দাঁড়ালো স্যাম ও ম্যাগি। স্থানীয় ভাষায় কিছু একটা বলে উঠলো লোকটা। হাত উঁচিয়ে তাদেরকে ধন্যবাদ ও বিদায় জানাচ্ছে লোকটা। পরিষ্কারভাবেই বোঝা যাচ্ছে, লোকটা হয়তো তাদেরকে শুভরাত্রিই জানিয়েছিল স্থানীয় ভাষায়। ইতিমধ্যেই আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়েছে।

চিচা বিয়ারের প্রভাবে হালকা হালকা মাথা ঘুরছে স্যামের। লম্বা শ্বাস নিয়ে নিজেক শান্ত করে নিল স্যাম। এরপর তাকালো নিভু নিভু অগ্নিকুণ্ডটার দিকে। তার ভিতরের আশা ও আকাঙ্খার প্রতিচ্ছবিই যেন এটা। চোখ সরিয়ে নিল স্যাম। ওটা দেখাও খুব যন্ত্রণাদায়ক লাগছে তার।

ওঝার দিক নির্দেশনা ও নেতৃত্বে তাদের জন্য নির্ধারিত ঘরগুলোতে ফিরে যাচ্ছে স্যাম ও ম্যাগি। ইনকা ওঝা এখনো উত্তেজিত গলায় কিছু বলে যাচ্ছে।

স্যাম আক্ষেপ করছে, অনুবাদ করে দেওয়ার জন্য ডেনাল যদি থাকতো এখন তাদের সাথে। তবে, সেও পরিচিত কিছু শব্দের অর্থ ধরতে পারছে। কোন পৌরাণিক দেবতা, ইনকারি সম্পর্কে কিছু একটা বলছে লোকটা। না বুঝেই হেসে হেসে শুধু মাথা ঝাঁকিয়ে যাচ্ছে স্যাম। যারা কথার মর্মার্থ বোঝে না, তাদের জন্য সার্বজনীন পন্থা তো এটাই।

সারিবদ্ধ ভাবে থাকা ঘরগুলোর কাছে এসে শেষমেশ কথা থামালো কামাপাক। স্যামের কাঁধে আলতো ভাবে স্পর্শ করে মাথা নুইয়ে কুর্নিশ মিইয়ে অনুষ্ঠানস্থলের দিকে যাত্রা করলো ওঝা।

দাঁড়িয়ে আছে ম্যাগি। লোকটাকে চলে যেতে দেখছে। পুরুষদের ঘরগুলো থেকে একটু দূরে রয়েছে তার ঘরটা। অপ্রস্তুতভাবে দাঁড়িয়ে আছে স্যাম। কল্পনা করছে যদি একটু আগের ঐ মুহূর্তটা আবার ফিরে আসতো। তবে, ম্যাগির পরের কথাগুলোয় সব আশা উবে গেছে তার। 'ইনকারির ব্যাপারে কী বলছিল লোকটা?'

অনিশ্চিতভাবে কাঁধ ঝাকালো স্যাম। ইনকাদের মহাকাব্যিক গল্পটা মনে করার চেষ্টা করছে সে। কল্পনানুযায়ী, ইনকারি ছিল সূর্য দেবতা ইন্তির ছেলে। তাদের সম্প্রদায়ের সর্বশেষ দেবতা-রাজা। স্প্যানিশ দিগ্বিজয়ীরা তাঁকে বন্দী করে শিরচ্ছেদ করেছিল। কিন্তু, ইনকারির কাটা মাথাটা মরেনি। মাথাটা চুরি করে করে একটা পবিত্র গুহায় লুকিয়ে ফেলা হয়েছিল। এখন পর্যন্তও সেখানেই আছে দেহটা। কল্পনামতে, এতদিনে একটা নতুন দেহও বেড়ে উঠেছে মাথার সাথে। দেহের গড়নটা যখন পুরোপুরি সম্পন্ন হবে, তখন ইনকারি আবার উঠে দাঁড়াবে এবং ইনকারাও আবার তাদের পুরোনো জৌলুস ফিরে পাবে।

তবে, নিশ্চিত ভাবে, এটা শুধু একটা পৌরাণিক কাহিনীই। ইনকাদের সর্বশেষ নেতা ছিল আতাহালুপা। ১৫৩৩ সালে পিজ্জারোর নেতৃত্বে থাকা স্প্যানিশ সৈন্য দল ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করেছিল তাকে এবং মৃতদেহটাও

BanglaBook.org

পুড়িয়ে ফেলেছিল। মাথা নাড়ছে স্যাম। 'কে জানে ওঝা আসলে কার কথা বলছে? হয়তো, সকালে ডেনালের সাহায্য নিয়ে তার সাথে আমরা এ নিয়ে কথা বলতে পারি।'

চোখ কুঁচকে রেখেছে ম্যাগি। 'তারপরও ব্যাপারটা অদ্ভুত। আমি তো সবসময়ই ভেবেছি যে স্প্যানিশদের বিজয়ের কাহিনীগুলোর সাথে বাইবেল উল্লেখিত কাহিনী, যীশুর পুনরুত্থানের কাহিনী মিশিয়ে এই পৌরাণিক গল্পগুলো বানিয়েছিল মিশনারিরা। কিন্তু, ভিন্ন প্রজাতির একজন ওঝার কাছ থেকেও একই ধরনের গল্প শুনে একটু অদ্ভুত লাগছে।'

'উৎস যেটাই হোক, নিশ্চিত ভাবেই অনেক উত্তেজিত হয়ে আছে এখন লোকটা।'

মাথা ঝাঁকালো ম্যাগি। অগ্নিকুণ্ড এবং মশাল গুলো বালি দিয়ে নিভিয়ে ফেলার পরও গ্রামের চারপাশে চোখ ঘুরছে তার। অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে পাথরের ঘরগুলোর উপর, যেন গিলে নিয়েছে ওগুলোকে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুরে দাঁড়ালো ম্যাগি। 'বিশ্রাম করা দরকার কিছুক্ষণ। কালকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে আমাদের। শুভ রাত্রি, স্যাম।'

হাত নেড়ে তাকে বিদায় জানালো স্যাম। তারপর ঘুরে তার ঘরের দরজায় ঝুলানো খড়ের মাদুরটার দিকে এগিয়ে গেল। পথে আসা সমস্ত বাধা বিপত্তি ও ইনকা দেবতাদের গল্পগুলোকে মন থেকে সরিয়ে দিল স্যাম। আর, সেই জায়গাটা দখল করে নিলো উজ্জ্বল চোখে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকা ম্যাগির স্মৃতিটা। অসময়ে ব্যাঘাতটা আসায় এখনো বুকে জ্বলুনি অনুভব করছে স্যাম।

হয়তো ঐ ছোট্ট মুহূর্তটায় খুব বেশি আকাঙ্ক্ষা করে ফেলেছিল সে। তারপরও, সে জানে ম্যাগির ঠোঁটদুটোর ঐ স্মৃতিটা তার স্বপ্নে এসে হানা দিবে রাতের বেলা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে, মাথা নুইয়ে নিজের ঘরে প্রবেশ করলো স্যাম।

BanglaBook.org

পঞ্চম দিন
ইনকারি

শুক্রবার, ২৪ আগস্ট, ভোর ৬:৩০
কুজকো, পেরু।

সারারাতে একটুও ঘুমাতে পারেনি জোয়ান। তার সেলের ছোট্ট টেবিলটার সামনে বসে আছে। একটা ছোট তেলের বাতির টিমটিমে আলোয় কাজ করে যাচ্ছে। ভাঁজ পড়া হলদেটে কাগজটা পড়ে আছে ঘুণে খাওয়া টেবিলটার উপর। পেন্সিলের রুপালি শীষটা এখন ভোঁতা হয়ে গেছে। পিছনের মুছনিটাও ধাতব বন্ধনীর মাঝে চলে গেছে। কিন্তু, তারপরও সে তার কাজ করেই যাচ্ছে। সারিবদ্ধ করে আঁকা চিহ্নগুলোর অর্থ বের করার চেষ্টা করছে। ভিক্ষু ফ্রান্সিসকো আগেই ডি আলমাগ্রোর ক্রুশের পিছনে থাকা গুপ্ত মেসেজের একটা কপি করে রেখেছিল সে। এখন পর্যন্ত কেউই তার থেকে এই কাগজটা ছিনিয়ে নেওয়ার কোন চেষ্টা করেনি। অবশ্য তারা করবেই বা কেন? সে আর হেনরি ছাড়া তো খোদাই করা এই চিহ্নগুলোর গুরুত্ব জানে না কেউ।

পেন্সিলটাকে ঠোঁটের মাঝে আটকে রেখেছে জোয়ান। 'আমাদেরকে কিসের ব্যাপারে সতর্কতা দিতে চাচ্ছিলে তুমি?' বিড়বিড় করে বলছে জোয়ান। গত রাতের খাবার শেষে তার সেলে ফেরার পর থেকে এই নিয়ে প্রায় হাজারবারের মত এই প্রশ্নটা করেছে সে। ঠিকমত ঘুমাতেও পারছিল না। এক ধরনের টানাপোড়েনের মাঝে পড়ে আছে। বন্দিত্ব নিয়ে ভয়ও পাচ্ছে, আবার একই সাথে মঠের গবেষণাগারটা দেখার পর থেকে কৌতুহলও বাড়ছে।

আর, ডিনার থেকে আসার পথে তার বন্দি সঙ্গীও এটা নিয়ে তাকে কোন স্বান্তনা দেয়নি তাকে।

ভাতিজার বিপদের কথাটা জানার পর থেকেই তাকে একটু একটু এড়িয়ে চলতে শুরু করেছে হেনরি। তার দৃষ্টিটাও কঠোর এবং শীতল হয়ে আছে। আচরণও কেমন যেন বদলে গেছে। রাতে খাবার সময়ও কোন কথা বলেনি হেনরি। সত্যি বলতে, হেনরি তার খাবারটা ভালমত ছুঁয়েও দেখেনি। তাকে স্বান্তনা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল জোয়ান। সব প্রচেষ্টাকেই ভদ্রভাবে এড়িয়ে গেছে হেনরি।

BanglaBook.org

তাই, জোয়ানকে উত্তেজনা ও উদ্বিগ্নতা নিয়েই ফিরতে হয়েছিল নিজের কামরায়। ঘুমানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছিল। মধ্যরাত থেকে তাই গুপ্ত সংকেতটা নিয়ে কাজ করতে শুরু করেছে সে।

রাত থেকে এখন পর্যন্ত সম্পন্ন করা কাজটুকুর উপর চোখ বুলাচ্ছে জোয়ান। সাংকেতিক বার্তাটার বড় অংশের কাজটা হয়ে গেছে। তবে, মাঝে মাঝে কিছু ফাঁকা পড়ে আছে। নিজের অজান্তেই অ্যাবট রুইজের কাছ থেকে একটা বড় সূত্র পেয়েছিল জোয়ান। মঠাধ্যক্ষের বলা *এল সাণ্ডগ্রে ডেল দায়াবলো* নামটাই তাকে সাহায্য করেছে কাজটা এগিয়ে নিতে। প্রাচীন জার্মান বর্ণমালার মত চিহ্নগুলোর বিস্তৃত বৈচিত্র্যতা থেকে জোয়ান ইতিমধ্যে এইটুকু ধরতে পেরেছে যে প্রতিটা দাগই বর্ণমালার কোন অক্ষরকে নির্দেশ করছে। সাধারণ প্রতিস্থাপন কৌশলে লেখা একটা বার্তা। চিহ্নগুলোর ক্রমের সাথে *এল সাণ্ডগ্রে ডেল দায়াবলোর* অক্ষরের অনুরূপ ক্রমটা খুঁজে বের করতে পারলেই চলবে। জোয়ান প্রার্থনা করছে ভিক্ষু যেন তার বার্তার কোথাও এই নামটার উল্লেখ করে থাকে।

এবং ভিক্ষু উল্লেখ করেওছিলো!

চিহ্নগুলোকে নির্দেশ করা বর্ণগুলো বের করে ফেলার পর, এখন সাংকেতিক বার্তার অর্থটা বের করা শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র। তবুও, কাজটা এখনও বেশ কঠিনই। স্প্যানিশে খুব একটা দক্ষতা নেই জোয়ানের। সে আশা করছে হেনরি যদি এখন তার সাথে তাকে সাহয্য করতো! বিশেষ করে, যখন সে এটা ভেবে উত্তেজিত হচ্ছে যে, এই এলোমেলো দাগগুলোই মানুষটার সর্বশেষ বাণী, পৃথিবীকে দেওয়ার জন্য তার সর্বশেষ সতর্কতা।

কাজ শেষে কাগজটা উপরে তুলে ধরলো জোয়ান। কাগজের লেখাটা পড়তে পড়তে তার শিরদাঁড়ায় এক ধরনের শীতলতা অনুভব করছে। কাগজে লেখা, *এটাই আমার সর্বশেষ লিখিত বাণী। ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন, ইডেনের সর্পদেবতা... মহামারী... শয়তানের রক্ত ঈশ্বরের মহৎ কাজকে দূষিত করছে... আমাদের মুক্তি প্রমিথিউসের হাতে... সর্পদেবতা যেন কখনো ছাড়া না পায়।*

পড়ার পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাগজ আর পেন্সিলটা টেবিলে নামিয়ে রাখলো জোয়ান। ক্লান্ত চোখদুটো ডলছে। নিজের সর্বোচ্চটা দিয়ে এইটুকুই অর্থ বের করতে পেরেছে সে। ভিক্ষু ডি আলমাগ্রো হয়তো কোন পাগল ছিল নয়তো ভয়ে জ্ঞানহীন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু, নিচে ভল্টে সে নিজের চোখে যা দেখে এসেছে, এরপর জোয়ান নিশ্চিত হতে পারছে না যে ভিক্ষুর অনর্থক প্রলাপে কোন সত্যের বীজ লুকিয়ে আছে কিনা। কিছু একটা খুঁজে পেয়েছিল লোকটা। ওটাই তাকে আতঙ্কগ্রস্ত করে রেখেছিল।

করিডোর থেকে আসা শব্দটা শুনেই দিবাস্বপ্ন ভেঙে গেছে জোয়ানের। কেউ একজন এগিয়ে আসছে তার সেলের দিকে।

BanglaBook.org

চটজলদি হলদেটে কাগজটা ভাঁজ করে আবারো পকেটে লুকিয়ে ফেললো জোয়ান। হেনরির সাথে কিছুটা একা সময় পেলে, এই ব্যাপারে হেনরির মন্তব্যটা জেনে নিতে পারবে সে। পারবে যদি হেনরী তার কথায় কান দেয় আর কী, তাহলেই। তরুণ বয়সে হেনরি কতটা জেদী ছিল সে কথাই মনে করছে সে। এতটাই গুরুগম্ভীর হয়ে যেত যে, তখন তাকে স্পর্শও করতে যেতো না। কিন্তু, সেজন্য তো এখনও আর আটকে থাকলে চলবে না। এমনকী যদি এর জন্য হেনরির হাতও মুচড়ে ফেলতে হয়, তবুও সে তার কথাগুলো হেনরিকে শুনিয়েই ছাড়বে। পর্বতে এই রহস্যময় পদার্থের সাথে জড়িয়ে থাকা কোন কিছু দেখে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল ফ্রান্সিসকো ডি আলমাগ্রো। যদি হেনরির ভাতিজা এখন সেই জায়গাতেই থেকে থাকে, তাহলে হেনরির অবশ্যই তার কথায় কান দেওয়া উচিৎ।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে পেল জোয়ান। সাথে সাথে কণ্ঠও ভেসে আসছে, 'অ্যাবট আপনাদের দুজনের সাথেই দেখা করতে চাচ্ছেন।' চাঁচাছোলা কণ্ঠ স্বরটার মালিক কার্লোস। দরজা খোলার চাবির ঝনঝন শব্দ শুনেই ঘুরে দাঁড়ালো জোয়ান।

এখন আবার কী হয়েছে?

•••

আবারো মঠাধ্যক্ষের স্টাডি রুমে ফিরে এসেছে হেনরি। দেয়ালগুলোর পাশে সারিবদ্ধ বইগুলো সাজিয়ে রাখা রয়েছে। খোলা জানালাটা দিয়ে সান্তো ডমিঙ্গো চার্চের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। সকালের সূর্যের আলোয় জ্বলজ্বল করছে চার্চের সুউচ্চ ক্রুশটা। তার পিছনে আরো একজন সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে আছে। হাতে পিস্তল নিয়ে তার উপর নজর রাখছে লোকটা।

তবে এসব কিছুর উপরই নজর পড়ছে না হেনরির। তাড়াতাড়ি করে এখানে এসে জড়ো হয়েছে শুধু। তার মন পড়ে আছে স্যামদের কাছে। কল্পনা করছে, স্যামরা হয়তো এখন শত শত ভাঙা পাথর ও গ্রানাইটের বড় বড় ফলকের নিচে আটকা পড়ে আছে। শক্ত করে মুষ্টি ধরে রেখেছে হেনরি। এই অবস্থা সৃষ্টির জন্য দোষটা তারই। কয়েকজন অনভিজ্ঞ ছাত্রের উপর সে কীভাবে এত বড় একটা খনন ক্ষেত্রের দায়িত্বটা চাপিয়ে দিয়ে আসতে পারলো? উত্তরটা অবশ্য তার জানা। সে তার মতবাদ প্রমাণিত হওয়ার সম্ভাবনা নিয়েই অন্ধ হয়েছিল তখন। অন্য কিছুরই কোন মূল্য ছিল না তার কাছে। এমনকী, স্যামের নিরাপত্তাও নয়।

ভারী দরজার কড়কড়ে আওয়াজ নতুন কারো আগমনের জানান দিচ্ছে। ঘাড় ঘুরিয়ে আগন্তুকের দিকে তাকালো হেনরি। জোয়ানকে নিয়ে এগিয়ে আসছে শীতল-দৃষ্টির কার্লোস। জোয়ানের দিকে তাকালো হেনরি। চোখদুটো ফুলে আছে তার। সেই সাথে গায়ের ভাঁজ পড়া কুঁচকানো

BanglaBook.org

কাপড়গুলো দেখে হেনরি বুঝতে পারছে যে, তার মতো জোয়ানেরও রাতে ঘুম হয়নি।

রুমে ঢুকে জোয়ান হাসিমুখে একবারও তাকায়নি তার দিকে। আর, তাকাবেই বা কেন? সেও তো হেনরির মূর্খতার আরেক ভুক্তভুগি। তার জন্যই তো জোয়ানের জীবন এখন বিপন্ন হওয়ার হুমকির সম্মুখীনে দাঁড়িয়ে আছে। সে জোয়ানের জীবনে আবারও প্রবেশ করেছে শুধু তার ক্ষতি করার জন্যই।

'বসুন,' রুক্ষভাবে জোয়ানকে নির্দেশ দিচ্ছে কার্লোস। 'কিছুক্ষণের মধ্যেই অ্যাবট রুইজ এসে উপস্থিত হবেন আপনাদের সাথে।' তারপর স্প্যানিশ ভাষায় বিড়বিড় করে কক্ষে থাকা অন্য রক্ষীকে কিছু বলতে শুরু করেছে কার্লোস। কথাগুলো এত দ্রুত বলেছে যে, হেনরি তার কথা বুঝার জন্য সুযোগটাও পাচ্ছে না ঠিকমত। নির্দেশ দেওয়া শেষে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেছে কার্লোস।

মেহগনি কাঠের বড় টেবিলটার সামনে থাকা অন্য আরেকটি তুলতুলে গদিওয়ালা চেয়ারে গা এলিয়ে বসেছে জোয়ান। 'কী অবস্থা এখন তোমার?' জিজ্ঞেস করলো সে।

কথা বলতে তেমন একটা ইচ্ছে করছে না হেনরির। তবে, অন্তুতপক্ষে সাধারণ ভদ্রতামূলক একটা উত্তর তো পাওয়ার অধিকার আছে তার। 'চলছে। তুমি?'

'একই অবস্থা। রাতটা অনেক লম্বা ছিল।' বলে রক্ষীর দিকে একবার তাকিয়ে সামনের দিকে হালকা একটু ঝুঁকলো জোয়ান। মিথ্যে অন্তরঙ্গতার অভিনয়ের জন্য হেনরির হাঁটুতে হাত রাখলো সে। যেন দুই প্রেমিক-প্রেমিকা একজন আরেকজনকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। তার গলার স্বরটাও আগের চেয়ে অনেক মোহনীয় আর মৃদু হয়ে গেছে। 'মমির ক্রুশে থাকা চিহ্নগুলো, তুমি যেগুলো দেখিয়েছিলে–আমার মনে হয়, বেশ কয়েকটার অর্থ বের করে ফেলেছি আমি।'

হতাশাগ্রস্ত থাকার পরও, কথাটা শুনে কেঁপে উঠলো হেনরি। 'কী?'

তার চমকে যাওয়া হাবভাবটা রক্ষীর চোখেও ধরা পড়েছে। পিস্তলটা উঁচিয়ে ধরে তাদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সন্ন্যাসী রক্ষীটা।

গলার সুর নিচু করলো হেনরি। হাত বাড়িয়ে জোয়ানের গালে স্পর্শ করলো সে। এই মহিলার প্রেমিকের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য এর চেয়ে বেশি কিছু করার দরকারও নেই। 'কী বলছো তুমি?' ফিসফিসিয়ে বলছে হেনরি। 'ক্রুশটা তো আমি ল্যাবেই ফেলে রেখে এসেছি।'

জোয়ান তার পকেট থেকে হলদেটে কাগজের কোণাটা বের করে দেখালো তাকে। 'আমার কপি করাটা।'

হেনরির চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। যেখানে সে সারারাত কাটিয়েছে নিজের উপর দোষারোপ করে ও রাগান্বিত হয়ে, আর সেখানে জোয়ান সারারাত ধরে পরিশ্রম করে গেছে ক্রুশের সাংকেতিক বার্তাটার অর্থ বের করার

BanglaBook.org

জন্য। লজ্জায় লাল হয়ে গেছে হেনরি। কিন্তু, জোয়ানের কাজ করা নিয়ে এত চমকে গেছে কেন? জোয়ান তো সবসময়ই কর্মঠ।

জোয়ান এখনো তার চেপে রাখা কণ্ঠস্বরেই কথা বলে যাচ্ছে। 'বার্তাটায় উদ্ভট ধাতুটা সম্পর্কে সতর্কবাণীর উল্লেখ আছে। ধাতুটা বিপজ্জনক। লোকটা তার সর্বশেষ বাণীতে সাবস্ট্যান্স জেডের কারণে সৃষ্ট কোন রোগ বা মহামারী সম্পর্কে সতর্ক করতে চেয়েছিল। এমন কিছু যেটার কথা তাদের ধারাটা জানতো না... এবং এখনো জানেনা।'

হেনরি টের পাচ্ছে যে সে আবারো রহস্যটায় ডুবে যেতে শুরু করেছে। এখানে থেকে স্যামকে সরাসরি কোন সাহায্য করতে পারবে না ঠিকই, কিন্তু তার জ্ঞান একটা শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে কাজ করতে পারে। 'কী নিয়ে আতঙ্কিত ছিল লোকটা?'

অনিশ্চিত ভঙ্গি ফুটে উঠলো জোয়ানের চেহারায়। 'আমি পুরোটার অর্থ এখনো বের করতে পারিনি। কিছু কিছু জায়গা এখনো কিছু ফাঁকা রয়ে গেছে। তবে অদ্ভুত অদ্ভুত কিছু শব্দ আছে বার্তাটায়। যেমন–ইডেনের সর্পদেবতা, গ্রিক পুরাণের প্রমিথিউস।' গভীর আগ্রহ নিয়ে হেনরির দিকে তাকিয়ে আছে জোয়ান। 'এগুলোর অর্থ বের করার জন্য তোমার সাহয্য দরকার।'

ঝট করে কক্ষের রক্ষীর দিকে চোখ ফেরালো হেনরি। সে জোয়ানের অনুবাদটা একবার নিজ চোখে দেখতে চাচ্ছে, কিন্তু কোন ভাবেই রক্ষীর নজর এড়িয়ে কাজটা করা যাবে না। '*ইডেনের সর্পদেবতা* দিয়ে বাইবেলে উল্লেখিত নিষিদ্ধ জ্ঞানের প্রলোভনের কথাটাই নির্দেশ করেছে। নিশ্চিত। আশা দিয়ে হতাশ এবং দূষিত করা কোন কিছুকে বুঝানোর জন্য এই রূপক শব্দটা ব্যবহৃত হয়।'

'সাবস্ট্যান্স জেডের মত কিছু, হয়তো।'

ভ্রু কুঁচকে রেখেছে হেনরি। 'হয়তো... '

'কিন্তু তাহলে প্রমিথিউসের কথা উল্লেখ করার কারণ কী?'

মাথা নাড়ছে হেনরি। 'আমি এর সাথে কোন কিছুর কোন সংযোগ দেখছি না। সে তো পৌরাণিক দানবদের একজন ছিল। যে দেবতাদের কাছ থেকে আগুন চুরি করে নিয়ে এসেছিল মানবজাতির মাঝে। এরজন্য শাস্তি স্বরূপ তাকে পাথরের সাথে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল এবং প্রতিদিন একটা বিকটাকৃতির শকুন একটু একটু করে তার অন্ত্র খেত।'

চোখ কুঁচকে গেছে জোয়ানের। 'অদ্ভুত... এটার কথা কেন উল্লেখ করেছে?'

চেয়ারে গা এলিয়ে দিল হেনরি। রহস্যটা নিয়ে ভাবছে সে। অযথাই স্যামের জন্য দুঃশ্চিন্তা করার চেয়ে এটা নিয়ে ভাবা উত্তম। চশমাটা খুলে চোখ ডলছে হেনরি। 'নিশ্চয়ই এটার কোন কারণ আছে।'

'সাথে এটাই ধরে নিতে হবে যে, লোকটা সুস্থ মস্তিষ্কেই ক্রুশের উপর এই চিহ্নগুলো এঁকেছিল।'

BanglaBook.org

'আমি জানি না ঠিক। একটু ভেবে নিই দাঁড়াও। অ্যাবট রুইজের ভাষ্যমতে, ফ্রান্সিসকো একটা ধাতুটার বড় খনির অনুসন্ধান করছিল। *এল সাঙগ্রের* সত্যিকারের উৎসস্থল। ধাতুটার রূপ পরিবর্তনের ধর্ম সম্পর্কে সে আগে থেকেই জানতো। তাই, আমার মনে হয় তোমার আগের কথাটাই ঠিক। পর্বতমালায় কিছু একটা আবিষ্কার করেছিল সে। এমন কিছু যেটার কারণে এই ধাতুটার ব্যাপারে মত বদলে গিয়েছিল তার।'

'এবং, যেটা দেখে সে প্রচণ্ড ভয়ও পেয়ে গিয়েছিল।'

মাথা ঝাঁকালো হেনরি। 'কিন্তু, তাকে তো শেষমেশ হত্যা করে মমিতেই পরিণত করা হয়েছিল। এর মানে হচ্ছে, ঐ আবিষ্কারটার পরপরই ইনকাদের হাতে ধরা পড়েছিল সে। সতর্কতাবাণীটা তার ধারার কাছে পাঠানোর জন্য ক্রুশের উপর লেখা বার্তাটা–তার দিক থেকে বিবেচনা করলে বেশ চৌকসই ছিল। সে নিশ্চয়ই জানতো যে ইনকা ওঝারা ব্যক্তিগত যে-কোন ধরনের সম্পত্তিকে অক্ষত অবস্থাতেই রেখে দেয়। বিশেষ করে, মৃত ব্যক্তির শরীরে থাকা বস্তুটা যদি আবার স্বর্ণের হয়। নিজে বের হয়ে আসতে না পারলেও তার বার্তাটা বাইরে বের হয়ে আসার একটা ভাল সম্ভাবনা ছিল। সে নিশ্চয় আশা করেছিল যে তার মৃতদেহটা হয়তো স্প্যানিশদের কাছেই ফেরত পাঠানো হবে। কিন্তু, সেটার বদলে তার দেহটা ইনকারা মমি করে লুকিয়ে রেখেছিল।'

'তো, এই সবকিছু আসলে কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে?'

জোয়ানের দিকে চোখ ফেরালো হেনরি। চোখে উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট হয়ে আছে। কোন উত্তর নেই তার কাছে।

জোয়ান কিছু একটা বলতে চাচ্ছিল, কিন্তু হুট করে দরজাটা আবার খুলে যাওয়ায় বলতে পারলো না। অ্যাবট রুইজ প্রবেশ করছে রুমে। তার চেহারাটা হয়তো পরিশ্রম নতুবা কোন উত্তেজনার কারণে লাল হয়ে আছে। তার পিছনে পিছনে আসা কার্লোস এখন অন্যান্য রক্ষীদের সাথে গিয়ে জড়ো হয়েছে। টেবিলের দিকে এগিয়ে এসে তার বিশাল দেহটাকে চেয়ারের উপর স্থাপন করলো রুইজ। তার চোখ ঘুরছে এখন হেনরি এবং জোয়ানের উপর। কিছুক্ষণ নীরবে তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করার পর মুখ খুললো রুইজ। 'প্রফেসর কঙ্কলিন, সুসংবাদ আছে আমাদের জন্য। আজ সকালে পর্বতমালা থেকে একটা সংবাদ এসেছে আমাদের কাছে।'

বসা থেকে সোজা হয়ে গেল হেনরি। 'স্যামদের কোন খবর?'

'আপনি এটা জেনে আনন্দিত হবেন যে, তারা ধ্বসে পড়া মন্দিরটা থেকে বের হয়ে গেছে। নিরাপদ আছে তারা।'

সংবাদটা শুনে স্বস্তি পেল যেন হেনরি। তার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে জোয়ান। কৃতজ্ঞতায় শক্ত করে হাতটা খাবলে ধরলো হেনরি। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।'

BanglaBook.org

'অবশ্যই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানো উচিৎ আপনার,' রুইজ বলছে। 'তবে, এটাই কিন্তু সব না।'

ভ্রু উঁচু করে তাকিয়ে আছে হেনরি। জোয়ানের হাতটা ধরে রেখেছে এখনও।

'মনে হচ্ছে আপনার ভাতিজাকে আপনি ভালভাবেই সব শিখিয়েছেন,' রুইজের মুখে একটা বিস্তৃত হাসি ফুঁটে উঠেছে।

'বুঝলাম না ঠিক?' জিজ্ঞেস করলো হেনরি। কণ্ঠস্বর কঠোর হয়ে গেছে তার।

'সে এবং তার সঙ্গীরা মিলে পর্বতের উপর চমকে দেওয়ার মত একটা জিনিস আবিষ্কার করে ফেলেছে।'

চোখ সরু হয়ে গেছে হেনরির।

চেয়ারের উপর গা হেলান দিয়ে বসে আছে রুইজ। পরিষ্কারভাবেই, তাদেরকে সাসপেন্সে রাখার ব্যাপারটা উপভোগ করছে লোকটা। 'তারা ঐখানে হারিয়ে যাওয়া একটা ইনকা উপজাতি খুঁজে পেয়েছে। উঁচু আগ্নেয়গিরির ঢিবিগুলোর বসত গেড়েছিল জাতিটা।'

'কী?' চমকে গিয়ে জোয়ানের হাতটা আরো শক্ত করে চেপে ধরলো হেনরি। সে জানেনা এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে তার এখন কী বলা উচিৎ। এটা কি মঠাধ্যক্ষেরই কোন চাল? কিন্তু এরকম করার পিছনে কোন উদ্দেশ্য দেখতে পাচ্ছে না সে। 'আ... আপনি কি নিশ্চিত?' জিজ্ঞেস করলো হেনরি। আতঙ্কিত হয়ে আছে সে।

'এখন এটাই যাচাই করে দেখতে হবে আমাদেরকে,' রুইজ বলছে। 'সকাল থেকে আমাদের যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের সরঞ্জামই প্রস্তুত করে রেখেছি আমি।'

'*আমাদের* যাত্রা?'

'হ্যাঁ। আপনি এবং আমি। আপনার অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে আমাদের, প্রফেসর কঙ্কলিন। আর আপনার ভাতিজার থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়ার জন্যও আপনার উপস্থিতির প্রয়োজন আছে আমাদের।' বলল অ্যাবট রুইজ। এরপর সংক্ষেপে রেডিওয়ে পাঠানো স্যামের বার্তা এবং কীভাবে তারা গুহা থেকে বের হয়ে গুপ্ত গ্রামটা আবিষ্কার করে সেটার কথা বিবৃত করলো রুইজ। 'তাহলে, প্রফেসর কঙ্কলিন, দেখতেই তো পাচ্ছেন, আমরা কেউই ঐ আগ্নেয়গিরিগুলোর সঠিক অবস্থান সম্পর্কে কিছুই জানিনা। ঐ অঞ্চলটায় প্রায় শ খানেকের মত আগ্নেয়গিরি আছে। আপনার ভাতিজা বলেছে তারা আগুন জ্বালিয়ে আমাদেরকে সংকেত দিবে। আর আপনি সাথে থাকলে আমি নিশ্চিত যে সে কোন দ্বিধা ছাড়াই কাজটা করতে পারবে।'

খবরটা শুনে একদম স্তব্ধ হয়ে গেছে হেনরি। এক সাথে এত কিছু হজম করতে পারছে না সে। স্যাম নিরাপদে আছে, কিন্তু যদি রুইজের পরিকল্পনামত

BanglaBook.org

হেনরিও এটার সাথে যুক্ত হয়, তাহলে সেটায় স্যাম আরো বেশি বিপদে পড়তে পারে। আবার অন্যদিক দিয়ে ভাবলে, মাঠে থাকলে সে হয়তো স্যামকে সতর্ক করে দেওয়ার সুযোগটা পাবে। রুইজ যে ছকই কেটে থাকুক, সেটা থামাতে পারবে। এখানে বন্দী থাকলে, ভাতিজাকে কোনভাবে সাহায্য করার সম্ভাবনা নেই।

তার হাতে মৃদু চাপ দিচ্ছে জোয়ান। হেনরির দ্বিধান্বিত ভাবটা বুঝতে পারছে সেও। তার হাতের মুষ্টিতে একটু স্বস্তি পাচ্ছে হেনরি।

উঠে দাঁড়িয়েছে অ্যাবট রুইজ। 'দশ মিনিটের মধ্যেই যাত্রা করব আমরা,' বলছে সে। 'সময়টা খুবই সংকটপূর্ণ।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করলো হেনরি। জোয়ানের কাছ থেকে দৃঢ়তা পাচ্ছে সে।

হেনরির দিকে নজর ফেরালো রুইজ। 'কারণ, আমাদের বিশ্বাস আপনার ভাতিজা কেবল একটা ইনকা উপজাতিই নয়, আরো বেশি কিছুও খুঁজে পেয়েছে। সে হয়তো *এল সাঙগ্রে ডেল দায়াবলোর* আসল উৎসটাও আবিষ্কার করে ফেলেছে। তা না হলে ইনকাদের একটা ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ওখানে লুকিয়ে থাকবে কেন? যদি না তারা কোন কিছুকে পাহারা দেওয়ার জন্য ওখানে পড়ে থাকে।'

চিন্তিত দৃষ্টিতে একে অপরের দিকে তাকালো জোয়ান ও হেনরি।

'আমাদের তাড়াতাড়ি করতে হবে।' বলে কার্লোসের দিকে তাকিয়ে ইশারা করলো রুইজ। সন্ন্যাসীর পোশাক পরে সামনে বেরিয়ে আসলো কার্লোস। তার হাতে আবারো ৯ মি.মি. গ্লকটা দেখা যাচ্ছে।

'এগোন,' হেনরির বন্দুক তাক করে কঠোর কণ্ঠে নির্দেশ দিয়ে উঠলো কার্লোস।

তার সহায়তাকারীর এমন রুক্ষ আচরণে খুব একটা বিচলিত দেখাচ্ছে না মঠাধ্যক্ষকে। মনে হচ্ছে যেন ব্যাপারটা থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে লোকটা। টেবিলের কাছ থেকে বেরিয়ে দরজার দিকে পা বাড়িয়েছে।

বন্দুকের একদম মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে হেনরি আর জোয়ান।

'আপনি না,' জোয়ানকে ইঙ্গিত করে বলছে কার্লোস। 'আপনি এখানেই থাকছেন।'

ভয়ে ভ্রু কেঁপে উঠলো জোয়ানের।

এখনো জোয়ানের হাত ধরে রেখেছে হেনরি। জোয়ানকে তার কারো কাছে টেনে আনলো। 'ও আমার সাথে যাচ্ছে। সরি, ও না গেলে, আমিও যাচ্ছি না।'

গোলমালটা আঁচ করতে পেরে দরজার কাছে গিয়ে থেমে গেছে মঠাধ্যক্ষ। 'ভয় পাবেন না, প্রফেসর। আপনার সাহায্য নিশ্চিত করার জন্যই এখানে থাকতে হবে ডক্টর এঙ্গেলকে। যতক্ষণ আপনি আমাদের কথা মেনে যাবেন, ততক্ষণ উনার কোন ক্ষতি হবে না।'

BanglaBook.org

‘ধ্যাত! আমি যাচ্ছি না।’ ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলে উঠলো হেনরি।

মাথা ঝাঁকিয়ে কার্লোসকে নির্দেশ করলো মঠাধ্যক্ষ। দীর্ঘদেহী লোকটা আদেশ পেয়েই হাত ঘুরিয়ে তীব্র বেগে চপেটাঘাত করলো জোয়ানের মুখে। হেনরি কিছু করতে পারার আগেই ঘটে গেল ঘটনাটা। আঘাত পেয়েই মাটিতে পড়ে গেছে জোয়ান। চমকে গিয়ে চিৎকার করে উঠলো সে।

সাথে সাথেই জোয়ানের কাছে পৌঁছে গেছে হেনরি। হাঁটু গেড়ে উবু হয়ে বসে আছে তার পাশে।

ফ্যাকাশে মুখটার উপর থেকে হাত সরিয়ে আনলো জোয়ান। রক্ত লেগে আছে তার আঙুলে। ঠোঁট কেটে গেছে তার।

ক্ষিপ্ত হয়ে রুইজ-কার্লোস দুইজনের দিকেই নজর ফেরালো হেনরি। ‘হারামজাদা জারজ কুত্তা! এর কোনো দরকার ছিল না।’

‘এখানে গালিগালাজ করারও কোন দরকার ছিল না,’ দরজার মুখ থেকে শান্ত কণ্ঠে বলছে রুইজ। ‘শিক্ষাটা আরো ভয়াবহ হতে পারতো। তো, আপনাকে আমি আবারো আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, প্রফেসর কঙ্কলিন, দয়া করে আমার সাথে আসুন। আর কখনো আমার কথা অমান্য করবেন না। নাহলে কার্লোস কিন্তু পরেরবার আর এতটা কোমল হবে না।’

খোঁচা দিয়ে হেনরিকে চলে যাওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে জোয়ান। ‘যাও,’ কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠেছে তার। কান্না চেপে রাখার চেষ্টা করছে। ‘তা... তারা যেভাবে বলে সেভাবেই করো।’

তাকে আরো কাছে টেনে নিল হেনরি। সে নিজেও জানে যে তাকে যেতেই হবে। তারপরও... ‘আমি তোমাকে এখানে ফেলে রেখে যেতে পারি না।’

হাঁটুর উপর ভর করে উঠে বসেছে সে। তার থুতনি বেয়ে নামা রক্তের ধারাটা মুছে নিল জোয়ান। ‘তোমাকে যেতেই হবে,’ কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলছে। মনে হচ্ছে, এই বুঝি কেঁদে ফেললো। এরপর হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলো হেনরিকে। তার বাহুতে গুটিয়ে যেতে চাচ্ছে যেন। হেনরির কানে ফিসফিস করে কিছু বলছে। হুট করেই, তার কণ্ঠস্বর থেকে আতঙ্কিত ভাবটা বদলে গিয়ে আবারও আগের কঠোর ভাবটা ফিরে এসেছে। ‘যাও, হেনরি, স্যামকে সাহায্য কারো।’

কণ্ঠস্বরের হঠাৎ এই পরিবর্তনে হতবিহ্বল হয়ে গেছে হেনরি। তারপর হুট করেই বুঝতে পারলো। এই ‘কাঁপা কাঁপা আবেগ’ এর প্রদর্শন শুধু তাদের অপহরণকারীদের দেখানোর একটা অভিনয় ছিল মাত্র।

জোয়ান বলে যাচ্ছে। ‘বিশাল খনির ব্যাপারে যদি হারামজাদাগুলোর কথা ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে তুমিই শুধু ফ্রান্সিসকোর সতর্কতাটা সম্পর্কে জানো। তাই, যাও। আমি দেখি এখানে থেকে আর কতটা সামলানো যায়।’

এই মানুষটার দৃঢ়তার সাথে খাপ খায় এমন কোন শব্দই খুঁজে পাচ্ছে না হেনরি। ‘কিন্তু—?’

BanglaBook.org

জোয়ান আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো হেনরিকে। মিথ্যা কান্নার অভিনয় করছে। তারপর, হিসিয়ে উঠলো হেনরির কানের কাছে। 'ওহ, বন্ধ করো তো এই ন্যাকামি। আমি তোমাকে এর চেয়ে আরো পরিণত ভেবেছিলাম।' বলে হেনরির গালের সাথে গাল স্পর্শ করলো জোয়ান। কার্লোস আর রুইজকে বুঝানোর জন্য আবারো জোরে জোরে বলতে শুরু করেছে সে। *'ওহ, প্লিজ, যাও তুমি... তাদের কথামত সব কাজ করবে। আমার দোহাই লাগে। শুধু আমার কাছে ফিরে এসো আবার!*

পরিস্থিতির বিবেচনা করেও হেনরি তার হাসি লুকাতে পারছে না। জোয়ানের ঘন চুলের আড়ালে লুকিয়ে হাসছে সে। 'আচ্ছা, এখন কিন্তু তুমি একটু বেশি বেশি ন্যাকামি শুরু করে দিয়েছো।'

হেনরির কানের কাছে আলতো ভাবে একটা চুমু খেল জোয়ান। ঘাড়ে জোয়ানের গরম শ্বাসটা অনুভব করতে পারছে হেনরি। জোয়ান আবারো ফিসফিস করে বলতে শুরু করেছে। 'প্রতিটা শব্দই কিন্তু মন থেকে বলেছি আমি। শুধু আমার জন্য হলেও ফিরে এসো, হেনরি। আমি আবারো তোমাকে আমার জীবন থেকে হারিয়ে ফেলতে চাই না, যেভাবে কলেজের পর হারিয়ে ফেলেছিলাম।'

আরো কিছুক্ষণ একজন আরেকজনকে ধরে রাখলো তারা। তারপর তাকে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিল জোয়ান। '*যাও!*'

উঠে দাঁড়িয়েছে হেনরি। তার ঘাড়ে এখনো জোয়ানের চুম্বনের উষ্ণতা লেগে আছে। কান্নার নতুন একটা নহর বেয়ে পড়তে শুরু করেছে গাল বেয়ে। এটাকে আর নকল মনে হচ্ছে না। 'আমি ফিরে আসব,' মৃদু স্বরে তাকে আশ্বাস দিল হেনরি।

তার কনুই খাবলে ধরেছে কার্লোস। 'আসুন,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে টান দিয়ে জোয়ানের কাছ থেকে সরিয়ে আনলো তাকে।

এবার আর কোন বাধা দিচ্ছে না হেনরি। দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে সে। তবে তার আগেই রক্তমাখা আঙুল দিয়ে জোয়ানের বুক পকেটের দিকে ইঙ্গিত করে নিঃশব্দে আওড়ানো সতর্কতাটা ধরতে পেরেছে।

যেতে যেতে, জোয়ানের শেষ বার্তাটাই যেন উচ্চারিত হচ্ছে শুধু হেনরির মাথায়। বার্তাটা একই সাথে একটা রহস্য এবং সতকর্তাও।

সর্পদেবতার থেকে সাবধান।

●●●

সকালে ঘুম থেকে উঠার পর খড়ের বিছানাটা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে নামার সময় দুটো ব্যাপারে স্তম্ভিত হয়ে গেছে স্যাম। প্রথমটা, সে বিশ্বাসই করতে পারছে না যে সে রাতে আসলেই ভাল ভাবে ঘুমাতে পেরেছে। তার চারপাশে পাথুরে কক্ষটায় ইনকাদের হস্ত নির্মিত অসংখ্য উপকরণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে

BanglaBook.org

আছে। যেমন–খোদাই করা নকশায় মাটির তৈরি তৈজসপত্র, দেয়ালে ঝুলতে থাকা হাতে বোনা পর্দা–যেটায় যুদ্ধরত দেবতাদের ছবি ফুটে রয়েছে, সাধারণ কিছু কাঠের পাত্র এবং পাথরের তৈরি টুল। সে আসলেই এখন একটা জীবিত ইনকা গ্রামে অবস্থান করছে! বিশ্বাসই করতে পারছে না যে গতরাতে দেখা স্বপ্নটা এখনো সত্যি হয়েই আছে।

দ্বিতীয়ত, সে এটা বুঝতে পেরেছে ইনকাদের *চিচা* বিয়ারটা তার মধ্যে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি মাতাল অনুভবটা আনতে পেরেছে। এতটা উন্মত্ত সে আগে কখনোই হয়নি। এখনও তার মাথাকে গতরাতের ঢোলগুলোর মত ভারী আর জিহ্বাকে বানরের লেজের মত রোমশ মনে হচ্ছে। 'আমি তো খুব একটা বেশি খাইওনি,' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে। শরীর টানা দিয়ে আগের দিন পরা ধুতিটা ঠিকঠাক করে উঠে দাঁড়ালো স্যাম। 'হয়তো উচ্চতার কারণে হয়েছে এমন,' সশব্দেই তার সিদ্ধান্তটা উচ্চারণ করলো স্যাম।

আগের দিন পরিধাণ নিমাটা ঘরের এক কোণায় পড়ে রয়েছে। নিমাটা তুলে গায়ে জড়িয়ে নিল স্যাম। মাথায় স্টেটসন টুপিটা লাগিয়ে দরজার দিকে যাত্রা করলো সে। লক্ষ্য করলো যে, ডেনাল আর নরম্যানের বিছানাগুলো খালি পড়ে আছে। ইতিমধ্যেই ঘুম থেকে উঠে পড়েছে তারা।

দরজার মুখে ঝুলানো নলখাগড়ার মাদুড়টা সরাতেই, শেষ-সকালের সূর্য রশ্মিতে চোখ পিটপিট করে উঠলো স্যামের। তার ঘুম ভাঙ্গা ঝাপসা চোখের জন্য আলোটা বেশি উজ্জ্বল। গাছের চূড়া থেকে পাখির কলতানের শব্দ ভেসে আসছে। সুগন্ধী ল্যাভেন্ডার সুবাসটা আগ্নেয়গিরির ফাটলগুলো থেকে আসা সালফারের গন্ধকে প্রায় মুছে ফেলেছে। সকালের পরিবেশ দেখে কঁকিয়ে উঠলো স্যাম।

'একেবারে সময় মতই দেখছি,' কাছেই কোথাও থেকে বলে উঠলো ম্যাগি। নরম্যান আর ডেনালও রয়েছে তার পাশে। 'তুমি জেনে খুশি হবে যে, ইনকারা এক প্রকারের কফিও উৎপন্ন করেছিল।'

দুই হাত উঁচিয়ে তাদেরকে সাড়া দিল স্যাম। ম্যাগির স্বর লক্ষ্য করে হেলেদুলে এগিয়ে যাচ্ছে তাদের দিকে। 'দাও আমাকে!'

তার চোখ দুটো ধীরে ধীরে আলো সয়ে নিতে শুরু করেছে। তার তিন সঙ্গীকে এখন দেখতে পাচ্ছে সে। একই রকমের পোশাকে পরে, একটা ছোট ইটের চুল্লীতে কাজ করতে থাকা দুইজন মহিলার পাশে জড়ো হয়ে আছে। তিনজনই তার বেহাল দশা দেখে হাসছে।

থেমে থেমে তাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে স্যাম। পাথরের চুল্লীর খোলা মুখগুলোর উপর মোটামোটা মাটির পাত্র দেখতে পাচ্ছে। সকালের খাবার তৈরি হচ্ছে। চুল্লি থেকে রুটি সেঁকার ঘ্রাণ ছড়াচ্ছে। সাথে আরো একটা ঘ্রাণও আছে। সে ঠিক ধরতে পারছে না যে ঘ্রাণটা কিসের।

BanglaBook.org

ঝুঁকে চুল্লী থেকে আসা ঘ্রাণটা শুঁকতে শুরু করেছে স্যাম। গন্ধটা নিয়ে তার দ্বিধাটা দূর করতে চাচ্ছে।

'লামার গোবর,' বললো ম্যাগি।

আবার সোজা হয়ে দাঁড়ালো স্যাম। 'কী?'

'তাদের চুলার জ্বালানী হিসেবে লামার গোবর ব্যবহার করে তারা।'

মুখ বিকৃত করে এক কদম পিছিয়ে আসলো স্যাম। 'চমৎকার!'

রান্নার কাজ করতে থাকা তরুণ মহিলা দুজন নিজেদের মধ্যে কথা বলে যাচ্ছে। কথার ফাঁকে ফাঁকে আগন্তুকদের দিকে তাকাচ্ছে মাঝে মাঝে। মহিলাদের মাঝে একজন অন্তঃসত্ত্বা। ঢোলের মত ফুলে আছে মহিলার পেটটা। ইনকাদের কাজের নীতি সম্পর্কে জানা আছে স্যামের। সবাইকেই কাজ করতে হয়। তাদের একটা বাণী আছে, *আমা সুয়া, আমা লুলা, আমা কুয়েলা*। মানে চুরি করো না, মিথ্যা বলো না, অলস হয়ো না। কাঠের তৈরি একটা নীচু টুল বা *দুহোর* উপস্থিতিটাই গর্ভবতী মহিলার প্রতি ইনকাদের গুরুত্ব দেওয়াটা প্রকাশ করছে। এটা দেওয়া হয়েছে যাতে সে কাজ করার সময় নিজের শরীরের ওজনটাকে ঠিকমত সামলে রাখতে পারে। ইনকাদের বানানো গুটিকয়েক আসবাবপত্রের মাঝে একটা হল এই টুল।

ম্যাগির কাছ থেকে ঘন মিষ্টি জাতীয় পানীয়ের মগটা হাতে নিলো স্যাম। সন্দেহের দৃষ্টিতে মগের পানীয়টার দিকে তাকিয়ে আছে।

'এটা কাজ করে,' নিস্তেজ ভাবে হেসে বললো ম্যাগি। তার প্রতিক্রিয়া দেখেই বুঝা যাচ্ছে যে সেও এই উদ্ভট পানীয়ের প্রভাবটার সাথে পুরোপুরি মানাতে পারেনি।

ইনকা কফিতে একটা চুমুক দিল স্যাম। দারুচিনির গন্ধের সাথে বাদামের মত স্বাদ পানীয়টার। দেখতে বিদঘুটে দেখালেও স্বাদটা বিদঘুটে না–তাতেই সে সন্তুষ্ট। পরের কয়েকটা মুহূর্ত মগ থেকে নীরবে পান করে গেল স্যাম। ম্যাগির কথাই ঠিক। ইনকাদের কফিটা তার মাথা পরিষ্কার করায় ভালই কাজে দিচ্ছে। তারপরও, এখনও গত রাতের নেশার ঘোরটা পুরোপুরি কাটেনি। *চিচা* বিয়ারটার কথা স্মরণ করে গালি দিয়ে উঠলো। শেষমেশ, খাওয়া শেষে মগের ধূমায়িত পানীয় থেকে মুখ সরিয়ে আনলো স্যাম। 'তো, সকালের পরিকল্পনা কী?'

উত্তরটা দিল নরম্যান। 'সকাল? এখন প্রায় দুপুর, স্যাম। দুপুরে অল্প কিছুক্ষণ সময়ের জন্য ঘুমাতে হবে আমাকে।' কথায় স্ফূর্তি ভাব থাকলেও, তার ফ্যাকাশে চেহারা আঁৎকে গেছে স্যাম। প্রথমে ভাল ভাবে খেয়াল করেনি ব্যাপারটা। অসুস্থতায় নরম্যানের গায়ের ত্বক কিছুটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। দেয়ালের কাছ থেকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দূরে সরতে শুরু করেছে। পুরোপুরি ডেনালের উপর ভর দিয়ে রেখেছে মানুষটা। স্যামের নজরেও ধরা পড়লো ব্যাপারটা।

BanglaBook.org

‘পায়ের কী অবস্থা তোমার?’ জিজ্ঞেস করলো স্যাম।

নরম্যান তার জামাটা উঁচিয়ে দেখালো। তার হাঁটুতে ব্যান্ডেজ করে রাখা আছে, কিন্তু বিকটভাবে ফুলে গেছে জায়গাটা।

মহিলাদের একজন সামনে ঝুঁকে নরম্যানের পা টা পরীক্ষা করে দেখছে। দেখা শেষে ইনকা ভাষায় বিড়বিড় করে কিছু বলছে মহিলাটা। তিনজোড়া চোখ একসাথে ঘুরে গেছে ডেনালের দিকে।

সে অনুবাদ করে দিলো। তাদের ভাগ্য ভাল যে স্থানীয়দের ইনকা থেকেই কুঁইচা ভাষার উদ্ভব হয়েছিল। যার কারণে কুঁইচার সাথে এইখানকার স্থানীয় ভাষাটার অনেক মিল আছে। নাহলে, তাদেরকে এখন সম্পূর্ণ যোগাযোগবিহীন হয়ে পড়ে থাকতে হতো। ‘মহিলা বলছে, নরম্যানের মন্দিরে যাওয়া দরকার।’

‘মন্দির?’ স্যাম বললো।

‘আমি চাইনা কোন জাদুকরী বিদ্যার ডাক্তার চিকিৎসা করুক আমার,’ নরম্যান বলছে। জামার কোণাটা নামিয়ে ফেলেছে সে। ‘সাহায্য আসার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারব আমি। এটা বলতে গিয়ে মনে পড়লো, তুমি ক্যাম্পে ফিলিপের সাথে কোন যোগাযোগ করেছিলে?’

মাথা নাড়লো স্যাম। ফটোগ্রাফারের জন্য উদ্বেগ দেখা যাচ্ছে তার চোখে। ‘এখনই করছি। যদি আজ রাতের মধ্যে আমরা কোন হেলিকপ্টার না পাই, তাহলে মনেহয় জাদুকর ডাক্তারের সাথে কথা বলাই ভাল হবে তোমার জন্য। ইনকারা তাদের প্রাকৃতিক ওষুধের দক্ষতার জন্য বেশ বিখ্যাত ছিল একটা সময়। এমনকী শল্য চিকিৎসাতেও।’

চোখ উল্টালো নরম্যান। ‘আমার মনে হয় না এতে আমার স্বাস্থ্যখাতের খরচটা পোষাবে।’

‘তাহলে, যাও, অন্তত গিয়ে শুয়ে থাকো। আমি এখনই সাইকসের সাথে যোগাযোগ করছি।’ হাত নেড়ে ঘরটার দিকে ইঙ্গিত করে বললো স্যাম।

ডেনাল নরম্যানকে ঘরে ফিরে যেতে সাহায্য করছে। ব্যাগ থেকে ওয়াকি-টকি বের করার জন্য স্যামও যাচ্ছে তাদের সাথে। খড়ের বিছানায় উঠার সময় নরম্যানকে ব্যথায় গুঙিয়ে উঠতে দেখে চিন্তিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো স্যাম। ‘খেয়াল রেখো, আজকে যেন সে প্রচুর পরিমাণ মদ্য পান করতে পারে,’ ডেনালকে বললো স্যাম। ‘সে ঘুমিয়ে পড়লে, আমার কাছে চলে এসো। স্থানীয়দের সাথে কথা বলার সময় দোভাষী হিসেবে তোমার সাহায্য দরকার হবে আমার।’

দরজায় ঝুলানো মাদুর সরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো স্যাম। ঘরের কাছ থেকে একটু দূরে গিয়ে ওয়াকি-টকি চালু করলো সে। ব্যাটারির চার্জ একদম শেষ পর্যায়ে আছে। দ্রুত আরেকবার চার্জ দিতে না পারলে বেশিক্ষণ চলবে না যন্ত্রটা। ‘স্যাম টু বেজ। স্যাম টু বেজ। ওভার!’

ম্যাগিও কথা শোনার জন্য কাছে এসে দাঁড়িয়েছে এখন।

BanglaBook.org

প্রায় সাথে সাথেই জবাব ভেসে এল অপরপাশ থেকে। 'একদম সময়মত, কঙ্কলিন!' নাকি সুরে বলছে ফিলিপ। স্ট্যাটিকের কারণে আটকে আটকে যাচ্ছে তার কথা।

'কোন উদ্ধারকারী দল যোগাড় করতে পারলে? নরম্যানের অবস্থা বেশি খারাপ। আমাদেরও হালকা হওয়া দরকার।'

স্ট্যাটিকের খড়খড় শব্দও তাদের সঙ্গীর কণ্ঠের উত্তেজনাকে পুরোপুরি আটকে রাখতে পারছে না। 'তোমার চাচা আসছে! প্রফেসর আসছেন! মাত্রই কুজকো থেকে রওনা করেছেন তিনি! কাল সকালের মধ্যেই হয়তো তিনি হেলিকপ্টার আর অন্যান্য সব জোগান পাতি নিয়ে উপস্থিত হবেন।'

উত্তেজনায় স্যামের হাত খাবলে ধরেছে ম্যাগি।

ফিলিপ বলে যাচ্ছে, 'আমি তার সাথে কথা বলতে পারিনি। রেডিওটা এখনও নষ্ট হয়ে আছে। কুজকো থেকে সংবাদটা প্রথম এসেছে ক্যাম্পের নিকটস্থ গ্রাম ভিলাকঁচাতে। সেখান থেকে আমাদের বেজের অস্থায়ী ওয়াকি-টকি নেটওয়ার্কে। আজকে সকালেই সন্ন্যাসীরা নেটওয়ার্কটা স্থাপন করেছে। খবরটা এসে আমাদের কাছে পৌছেছে মাত্র এক ঘণ্টা আগে!'

স্যামের মিশ্র অনুভূতি হচ্ছে। আঙ্কেল হ্যাঙ্ক আসছে! কিন্তু তারপরও তার ঠোঁটে একটা অসন্তুষ্টের ছাপ লেগেই আছে। সে আশা করেছিল আজকেই ওদের উদ্ধার করতে আসবে। কিন্তু এই ধরনের আশা তো আর বাস্তব হওয়ার মত নয়। কোন সাধারণ অস্থায়ী বিমানবন্দর থেকেও প্রায় একশো মাইল দূরে অবস্থান করছে তারা। ট্রান্সমিট বাটনটা চেপে ধরলো সে। 'ভাল সংবাদ, ফিলিপ! কিন্তু যত তাড়াতাড়ি পারো হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করো। যদি পারো তো তাড়া দাও আঙ্কেল হ্যাঙ্ককে। আমরা সারারাতই আগুন জ্বালিয়ে রাখব এখানে। যদি কোনক্রমে তারা এখানে আগে এসে পৌছুতে পারে।' আশঙ্কাজনক ভাবে পিটপিট করতে শুরু করেছে ব্যাটারির নির্দেশকের লাল বাতিটা। 'আমাকে রাখতে হবে, ফিলিপ! সূর্যাস্তের দিকে আবার তোমাকে কল করব অবস্থার উন্নতি জানার জন্য।'

ফিলিপের প্রতি উত্তরের বেশির ভাগটাই গ্রাস করে নিয়েছে স্ট্যাটিকটা। তীক্ষ্ণ খড়খড়ে শব্দে মাথা ব্যথা আরো বাড়তে শুরু করেছে স্যামের। গালি দিয়ে উঠে ওয়াকি-টকিটা শেষমেশ বন্ধই করে দিল। আশা করছে, তার শেষ বার্তাটা যেন ফিলিপ পর্যন্ত পৌছুতে পারে।

'কাল সকাল,' বলছে ম্যাগি। তার কণ্ঠে স্বস্তির ভাবটা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে। ঘুরে গ্রামটার দিকে তাকালো সে। 'প্রফেসর কঙ্কলিনকে এখানে পেলে খুব ভাল হবে।'

তার পাশে এসে দাঁড়ালো স্যাম। 'নরম্যানকে নিয়ে এখনো দুঃশ্চিন্তা হচ্ছে আমার। আমার মনে হয় ওঝা কামাপাকের সাথে তাড়াতাড়ি কথা বলা দরকার

BanglaBook.org

আমাদের। দেখতে হবে ইনকাদের কাছে অ্যাস্পিরিনের সমকক্ষ কিছু বা বেদনানাশক কোন ঔখুধ আছে কিনা!'

পাশের ঘরটা থেকে মাদুরটা সরিয়ে মাথা নুইয়ে বেরিয়ে এলো ডেনাল। তাদের দিকে এগিয়ে এলো ছেলেটা। 'নরম্যান ঘুমিয়ে পড়েছে,' কাছাকাছি এসে জানালো সে। কিন্তু, দুঃশ্চিন্তায় ঠোঁট শক্ত করে চেপে ধরে রেখেছে।

'মনে হয় ওঝাকে খুঁজে বের করাটাই ভাল হবে আমাদের জন্য,' বললো ম্যাগি। 'তুমি কি সাহায্য করতে পারবে আমাদেরকে, ডেনাল?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিয়ে গ্রামটার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো ছেলেটা। 'আমি জিজ্ঞেস করছি।' কিছুটা ইতস্তত করছে ডেনাল। তীর্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ঘরগুলোর দিকে। 'কিন্তু, কিছু একটা ঠিক মনে হচ্ছে না এখানে।'

'কী বুঝাতে চাচ্ছো?'

'কোন বাচ্চা নেই এখানে,' তাদের দিকে তাকিয়ে বললো ডেনাল।

ভ্রু-কুঁচকে একজন আরেকজনের দিকে তাকালো ম্যাগি ও স্যাম। তারপর, ছড়িয়ে থাকা পাথরগুলোর দিকে দৃষ্টি ফেরালো তারা। 'নিশ্চয়ই আ...' স্যাম বলতে শুরু করেছিল, কিন্তু শেষ করতে পারলো না। গতকালকে এখানে আসার সময়ও কোন বাচ্চাকাচ্চা চোখে পড়েনি তাদের। তবে, ততক্ষণে সূর্য প্রায় ডুবেই গিয়েছিল। আর, অনুষ্ঠানটাও হয়েছে সন্ধ্যার অনেক পরে গভীর রাতে। তাই, বাচ্চাকাচ্চাদের না থাকাটা আগে অতটা অদ্ভুত মনে হয়নি স্যামের কাছে।

'ও ঠিকই বলেছে,' ম্যাগি বলছে। 'আমি ঘুম থেকে উঠেছি কমপক্ষে হলেও প্রায় এক ঘণ্টা হবে। আমি কিন্তু এখন পর্যন্ত এখানে কোন বাচ্চার অস্তিত্ব দেখিনি।'

এখনও চুলায় কাজ করতে থাকা মহিলা দুজনের দিকে নির্দেশ করছে স্যাম। 'কিন্তু, ঐ মহিলা তো অন্তঃসত্ত্বা। বাচ্চারা নিশ্চয়ই আছে কোথাও। হয়তো সতর্কতাস্বরূপ আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছে।'

নাক টানছে ম্যাগি। নিশ্চিত হতে পারছে না সে। 'তারা কিন্তু আমাদেরকে সানন্দেই গ্রহণ করে নিয়েছিল। তাদের কোন পাহারাদার বা ওরকম কেউও নেই।'

'চলো গিয়ে জিজ্ঞেস করি,' গর্ভবতী ইনকা মহিলার দিকে ইঙ্গিত করে বললো স্যাম।

ওরা আবার চুলার কাছে ফিরে এসেছে। ডেনালকে খোঁচা দিল স্যাম। 'মহিলাকে জিজ্ঞেস করো বাচ্চাদেরকে কোথায় রাখে তারা।'

কাছে এগিয়ে গিয়ে মহিলার সাথে কথা বলতে শুরু করলো ডেনাল। ডেনালের খুব কাছাকাছি হওয়ায় অস্বস্তি অনুভব করছে মহিলাটা। হাত দিয়ে তার পেট ঢেকে রেখেছে। স্বাভাবিকভাবেই উত্তরটা দিতে গিয়ে উত্তেজিত হয়ে গেছে মহিলা। কথা বলার থেকে হাত নাড়ানাড়ি আর নির্দেশই করছে বেশি।

BanglaBook.org

মহিলার দেখানো দিক বরাবর তাকালো স্যাম। পাশের সুউচ্চ মোচাকৃতির আগ্নেয়গিরিটার দিকে নির্দেশ করছে মহিলাটা। ঐ আগ্নেয়গিরির জন্য ঢাকা পড়ে আছে এই ভূমিটা।

শেষমেশ হাল ছেড়ে দিয়ে স্যামের কাছে ফিরে এলো ডেনাল। 'এখানে কোন বাচ্চা নেই। সে বলল বাচ্চারা *হানন পাঁচায়* চলে যায়। মানে স্বর্গে।' মাথা ঝাঁকিয়ে সুউচ্চ আগ্নেয়গিরিটা দেখালো ডেনাল।

'উৎসর্গ? তোমারও কি এমনটা মনে হচ্ছে?' বলল ম্যাগি। স্তম্ভিত হয়ে গেছে সে। ইনকা সংস্কৃতিতে শিশুহত্যা বা শিশুদের রক্ত উৎসর্গ করা অপরিচিত কিছু নয়।

'কিন্তু, তাই বলে কি সব বাচ্চাদের সাথেই এমনটা করবে?'

মহিলার কাছে এগিয়ে গেল ম্যাগি। বুকের সামনে হাত একত্র করে দুলিয়ে দুলিয়ে বাচ্চা নির্দেশ করার সার্বজনীন চিহ্নটা দেখাচ্ছে। '*ওয়াস...ওয়াস...?*' কুঁইচা ভাষায় 'বাচ্চা'র প্রতিশব্দ ব্যবহার জিজ্ঞেস করলো ম্যাগি। তবুও বুঝছে না দেখে মহিলার পেটের দিকে নির্দেশ করে দেখালো।

আতঙ্কে চোখ বড় বড় হয়ে গেছে মহিলার। পর মুহূর্তেই আবার রাগে সরু হয়ে গেছে চোখদুটো। হাত দিয়ে তার পেট চেপে ধরে রেখেছে সে। '*হুয়াকা,*' কঠোর ভাবে বলে উঠলো মহিলাটা। এরপর কুঁইচা ভাষায় গড়গড় করে বলে গেল আরো কিছু।

'*হুয়াকা*। মানে পবিত্র স্থান,' অনুবাদ করে দিচ্ছে ডেনাল। 'সে বলছে তার পেট এখন শুধু দেবতাদেরই ঘর, কোন বাচ্চার না। অনেক, অনেক বছর ধরেই কোন বাচ্চা নেই এখানে। তাদের সবাইকেই মন্দিরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।'

তাদেরকে গ্রাহ্য না করে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে মহিলা। পরিষ্কারভাবেই, প্রশ্নের ধরনে ক্ষুব্ধ হয়েছে সে।

'মহিলা কী নিয়ে কথা বলছিল বলে মনে হয় তোমার, স্যাম?' জিজ্ঞেস করলো ম্যাগি।

'আমি জানিনা। তবে, ওঝাকে খুঁজে বের করার জন্য এখন দুটো কারণ আছে আমাদের কাছে।' হাত নেড়ে ডেনাল ও ম্যাগিকে তার সাথে আসার ইঙ্গিত করলো স্যাম। 'চলো, কামাপাককে খুঁজে বের করি।'

ওঝাকে খুঁজে বের করা যে এতটা কঠিন হবে তা আগে কল্পনাও করেনি স্যাম। গ্রামের বেশির ভাগ পুরুষ লোকই মাঠে কাজ করার জন্য বা শিকারের জন্য বেরিয়ে গেছে। ওঝাও আছে সেই দলে। গ্রামের সীমানার মধ্যে কাজ করতে থাকা কয়েকজনের কাছ থেকে কিছুটা দিক নির্দেশনা সংগ্রহ করতে পেরেছে ডেনাল। খুঁজতে খুঁজতে এখন জঙ্গলের ভিতরের পথটা ধরে এগিয়ে যাচ্ছে তারা। যাত্রাপথে চাষ করা ফলের বন এবং ছেটে ফেলা আভাকাডো গাছগুলো দেখতে পেলো। সাথে লাঙ্গল দিয়ে চাষ করা কিছু ভূমিও দেখতে

BanglaBook.org

পাচ্ছে তারা যেগুলোতে শস্য দানার বদলে সারিবদ্ধভাবে ভুট্টা, কাঁচা মরিচের গাছ, সীম ও লাউ জাতীয় তরকারী ফলানো রয়েছে। পুরুষ-মহিলা উভয় দলকেই মাঠে কাজ করতে হয়। খালি ভূমিগুলোতে পুরুষেরা পায়ে টানা লাঙ্গল *ট্যাকিয়াস* ব্যবহার করে মাটি ঝুরঝুরে করছে, আর মহিলারা *লাম্পা* নামের সাধারণ এক নিড়ানি ব্যবহার করে তাদেরকে সাহায্য করছে। ম্যাগি আর স্যাম থেমে তাদের কাজ করা দেখছে। প্রাচীন ইনকা যন্ত্রপাতিগুলো দিয়ে কাজ করতে দেখে অভিভূত হচ্ছে তারা।

'আমি এটা বিশ্বাসই করতে পারছি,' আজকে এই নিয়ে কমপক্ষে হলেও একশোবার এই কথাটা বলেছে স্যাম।

স্যামকে খোঁচা দিলো ডেনাল। 'এই পথে,' তাদেরকে তাড়া দিয়ে বললো।

ডেনালকে অনুসরণ করে এগিয়ে যেতে শুরু করলো তারা। কিন্তু, এখনো কাঁধের উপর দিয়ে মাঠের দিকেই তাকিয়ে আছে স্যাম ও ম্যাগি। আবারো জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করেছে তারা। অল্প সময়ের মাঝেই জঙ্গল অতিক্রম একটা সমতল ভূমির সামনে এসে উপস্থিত হলো দলটা। মাঠে ওঝাকে দেখতে পাচ্ছে। কয়েকজন শক্ত সামর্থ্য লোকের সাথে দাঁড়িয়ে আছে। স্লেজগাড়ির উপর দড়ি দিয়ে বাঁধা কাঠের স্তুপ দেখতে পাচ্ছে তারা। জমায়েত হওয়া ইনকাদেরকে একই রকমের মনে হচ্ছে ওদের কাছে। প্রত্যেকেই শক্তপোক্ত শরীরের অধিকারী। ওঝার মুখের উল্কির জন্যই তাকে অন্যদের কাছ থেকে আলাদা করতে পেরেছে। কামাপাক প্রথমে তাদেরকে দেখে একটু চমকে গেলেও, একটু পরই প্রশস্ত হাসি দিয়ে স্বাগত জানালো। হাত নেড়ে তার কাছে আসার ইঙ্গিত দিয়ে ক্ষিপ্রবেগে কিছু বলছে।

ডেনাল অনুবাদ করে দিল। 'সে আমাদেরকে স্বাগতম জানিয়েছে। বলছে যে, তাদের সাহায্যের জন্য ঠিক সময় মতই এসেছি আমরা।'

'কী রকম সাহায্য?'

'গ্রামে কাঠ টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য। গতরাতে, উৎসবের সময় ক্যাম্পফায়ারের জন্য তাদের জমিয়ে রাখা অনেক কাঠ পোড়াতে হয়েছিল।'

গুঙিয়ে উঠলো স্যাম। *চিচা* বিয়ারের প্রভাবের কারণে তার মাথা এখনও ভারী হয়ে আছে। 'দেবতার বার্তাবাহক হই বা না হই, আমার মনে হয় আমাদেরকে আমাদের অবস্থানটা অর্জনই করে নিতে হবে।' বলে কামাপাকের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো স্যাম। গাড়ি টেনে নেওয়া দড়িগুলোর একটা কাঁধে তুলে নিয়েছে সে। ডেনাল তার পাশে পাশেই আছে।

ম্যাগি সামনে এগিয়ে গিয়ে আগ্নেয়গিরির পাথরের টুকরাগুলো পরিষ্কার করে তাদের যাওয়ার জন্য পথ তৈরিতে সাহায্য করছে।

ছয়জন মিলে ষাঁড়ের মত করে টানতে শুরু করেছে গাড়িটা। স্যাম প্রথমে যতটা কঠিন ভেবেছিল, কাজটা আসলে তার চেয়ে সহজই। তারপরও,

BanglaBook.org

লোকগুলোর মধ্যে একজন স্যামের দিকে কোকা গাছের কয়েকটা পাতা বাড়িয়ে দিল। চিবানোর ফলে পাতার মধ্যে থাকা কোকেনের কারণে উচ্চতার প্রভাবটা কিছুটা প্রশমিত হচ্ছে। সাথে সাথে *চিচা* বিয়ারের নেশার প্রভাবটাও। মাথা ব্যথা এখন কিছুটা কমে গেছে বলে মনে হচ্ছে স্যামের। ভাবছে এই পাতাটা হয়তো নরম্যানের জ্বর ও ব্যথায় উপশমকারী হিসেবে সাহায্য করতে পারে।

তার পাশ থেকে গাড়ি টানতে থাকা ওঝার সাথে কথা বলতে শুরু করেছে স্যাম। ডেনাল অনুবাদ করে দিচ্ছে।

স্যাম বাচ্চাদের ব্যাপারে জানতে চাওয়ায়, ওঝাও আগের মহিলাটার মতই চমকে গেছে। 'মন্দির আমাদের মহিলাদের পেট থেকেই আমাদের বাচ্চাদেরকে নিয়ে যায়। *হানন পাঁচার* খুব কাছাকাছি মন্দিরটা,'–আবারও মাথা নাড়িয়ে দক্ষিণে থাকা মোচাকৃতির সুউচ্চ আগ্নেয়গিরিটার দিকে দেখালো সে। 'দেবতা কন, আমাদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। আমাদের সন্তানরাই এখন তার সন্তান। তারা *হানন* পাঁচায় বাস করে। দেবতা কনের উপহার তারা।'

তাদের কথা শুনে পিছনের দিকে নজর দিল ম্যাগি। তার দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাকালো স্যাম। কন এই উত্তরাঞ্চলীয় উপজাতিগুলোর দেবতাদের একজন। গল্প-কাহিনী অনুযায়ী, তার সাথে এই দুনিয়ার সৃষ্টি কর্তা পাঁচাকামেকের এক মহাকাব্যিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু, এটা কথিত আছে যে, এই দেবতা কনই এই পৃথিবীর মানুষগুলোক সৃষ্টি করেছিল।

'এই মন্দিরটা,' তিক্ত স্বাদের পাতাটা চিবুতে চিবুতে ওঝাকে জিজ্ঞেস করছে স্যাম। 'আমরা কি এটা দেখতে পারবো?'

ওঝার চোখ সরুহয়ে গেছে কথাটা শুনে। তীব্রভাবে মাথা নাড়ছে সে। 'না, ওখানে যাওয়া নিষেধ আছে।'

লোকটার কাছ থেকে কড়াভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে, এই বিষয় নিয়ে আর জোরাজুরি করলো না স্যাম। *দেবতার বার্তাবাহক হয়ে লাভটাই কী হচ্ছে*–মনে মনে ভাবছে সে। এটা বুঝতে পারছে যে, এই গ্রামের কুসংস্কারাচ্ছন্ন গোষ্ঠীর কাছে *ইলাপার* অবস্থান খুব উঁচুতে নয়।

ফাঁক গলে স্যামের পাশে ফিরে এসেছে ম্যাগি। ফিসফিস করে বলছে, 'বাচ্চা না থাকার ব্যাপারে ডেনালের পর্যবেক্ষণের পর থেকে আমিও গ্রামের সাজসজ্জাটা নিয়ে ভেবে দেখেছি। এই গ্রামের সমাজে আরো একটা শ্রেণিকে অনুপস্থিত দেখা যাচ্ছে।'

'কাদেরকে?'

'বৃদ্ধদেরকে। বয়স্ক লোকজন। আমরা এখন পর্যন্ত যাদেরকে দেখেছি তাদের সবার বয়সই প্রায় কাছাকাছি... খুব বেশি হলে বিশ বছরের মত ব্যবধান হবে।'

ম্যাগির কথার সত্যতা অনুধাবন করে হোঁচট খেয়ে গেল স্যাম। এমনকী ওঝার বয়সও স্যামের থেকে খুব একটা বেশি হবে না। 'হয়তো তাদের গড় আয়ু খুবই কম।'

BanglaBook.org

চোখ রাঙ্গিয়ে উঠলো ম্যাগি। 'এখানকার জীবন-যাপন খুবই আবদ্ধ হয়ে আছে। কোন ভয়ঙ্কর শিকারীও নেই এখানে। অবশ্য যদি তুমি গুহার গভীরে থাকা ঐ জন্তুগুলোকে গণ্য করো তাহলে আলাদা কথা।'

চোখ ঘুরিয়ে কামাপাকের দিকে তাকালো স্যাম। ডেনালের সাহায্যে বৃদ্ধদের ব্যাপারে জানতে চাইলো তার কাছে।

এবারও বেশ রহস্যময়ভাবেই উত্তরটা দিল সে। 'আমাদেরকে লালনপালন করে এই মন্দিরটাই। আমাদেরকে রক্ষাও করে দেবতারাই।' ছন্দে ছন্দে বলা কথাগুলোতে পরিষ্কারভাবেই প্রাচীনতার ছাপ লেগে রয়েছে। আর, বলতে গেলে প্রায় সবগুলো প্রশ্নের উত্তরও এটাই। গ্রামের মানুষদের কাছে স্বাস্থ্য সচেতনতা ও অসুস্থতা নিয়ে জিজ্ঞেস করার পরও একই উত্তরটা পেয়েছিল ম্যাগি।

স্যামের দিকে ঘুরে তাকালো ম্যাগি। 'ব্যাপারটাকে খুবই অদ্ভুত লাগছে। বাচ্চা, বুড়ো, অসুস্থ সবাই ই মন্দিরে চলে যায়।'

'তোমার কি মনে হয়, উৎসর্গ করা হচ্ছে তাদেরকে?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো ম্যাগি।

ম্যাগির কথাগুলো নিয়ে কিছুক্ষণ ভেবে ডেনালের দিকে চোখ ফেরালো স্যাম। এইবার অনুসন্ধানের বিষয়টা বদলে নিয়েছে। 'গুহায় দেখা জন্তুগুলোর বর্ণনা দিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করে দেখ।'

মুখ বিকৃত হয়ে গেছে ডেনালের। অনুবাদকের কাজ করতে করতে বিরক্তি ধরে গেছে তার। তবুও, স্যামের কথা মতই কাজ করে যাচ্ছে। জন্তুগুলোর কথা শুনেই ভ্রু কুঁচকে গেছে ওঝার। হাঁক ছেড়ে গাড়িটাকে থামার নির্দেশ দিল লোকটা। তার নিচু স্বরে বলা কথাটায় প্রচ্ছন্ন একটা হুমকিও জড়িয়ে আছে। ডেনাল তাদেরকে অনুবাদ করে কথাটা শোনাচ্ছে, '*উকা পাঁচায়* চলাফেরা করা কাউকে নিয়ে কথা বলবেন না এখানে। তারা *ম্যালাকুঁই*, আত্মা। তাদের কথা উচ্চারণ করা অমঙ্গলজনক।' কথাগুলো বলা শেষে আবারো গাড়িটা টানার জন্য নির্দেশ দিল ওঝা।

দক্ষিণের আগ্নেয় পর্বতটার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে আছে স্যাম। 'স্বর্গ উপরে, নরক আমাদের নিচে। ইনকাদের সবগুলো আধ্যাত্মিক জগতই এসে মিলিত হয়েছে এই উপত্যকায়। এটা *প্যাকারিসকাস*, এক ঐন্দ্রজালিক সম্মেলন।'

'এর মানে কী হতে পারে বলে মনে হচ্ছে তোমার?' জিজ্ঞেস করলো ম্যাগি।

'আমি জানিনা। তবে, আঙ্কেল হ্যাঙ্ক এসে পৌছালে খুশিই হব আমি।'

কাঠ টেনে আনা দলটা দ্রুতই স্তুপ করা কাঠগুলো নিয়ে গ্রামের সীমানার মধ্যে এসে পৌছেছে। দুপুরের মধ্যভাগ প্রায় পেরিয়ে গেছে এতক্ষণে। শ্রমিকরাও তাদের যন্ত্রপাতি নিয়ে গ্রামে ফিরে আসতে শুরু করেছে।

BanglaBook.org

সারিবদ্ধভাবে সাজানো ঘরগুলো আবারো সুখী মানুষ ও কোলাহলে ভরে উঠতে শুরু করেছে। এমনকী মাঠে চাষের কাজ করা কর্মীরাও দুপুরের বিশ্রামের জন্য ঘরে ফিরে এসেছে।

স্যাম, ম্যাগি, ডেনালও তাদের নিজ নিজ ঘরে ফিরে যাচ্ছে। স্যাম লক্ষ্য করলো যে সকালে চুলায় রান্না করতে থাকা মহিলাটা এখন একটা পাথরের বাটিতে ভাজা শস্য ও সিদ্ধ করা খাবার পরিবেশন করছে। তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো স্যাম। তারপরই হুট করেই টের পেল যে সেও এখন খুব ক্ষুধার্ত হয়ে আছে।

'নরম্যানকে ঘুম থেকে ডেকে তোলা দরকার,' ম্যাগি বলছে। 'খাওয়ার চেষ্টা করা উচিৎ ওর।'

'আমি নিয়ে আসছি,' বলে সামনের দিকে দৌড় লাগালো ডেনাল।

ম্যাগি আর স্যাম গিয়ে চুলার সামনে তাদের স্ব স্ব লাইনে গিয়ে দাঁড়ালো। গ্রামের ছড়িয়ে থাকা অন্যান্য চুলাগুলো থেকেও বাষ্প বের হচ্ছে। আগ্নেয়গিরির ছোট ছোট ফাটলের মত দেখাচ্ছে দৃশ্যটাকে। অন্যান্য ইনকা নগরীর মত, এই গ্রামটাও ছোট ছোট কিছু *আয়লোতে* বিভক্ত। *আয়লো* মানে বর্ধিত পরিবার বা দল। প্রতিটা *আয়লোরই* নিজস্ব বহিঃস্থ পাকশালা রয়েছে। আবহাওয়া খারাপ না থাকলে ইনকাদের সব সময়ই বাহিরে খাবার রীতি চালু আছে।

লাইন পেরিয়ে কাছে চুলার পৌঁছুতেই, ভাপ উঠা তরকারীর সাথে ভর্তা করা শস্যদানা সমেত একটা বাটি ধরিয়ে দেওয়া হল স্যামকে। টোকা দিয়ে দেখলো এর সাথে শুষ্ক মাংসের একটা টুকরাও রয়েছে। এটার নাম *শারকুই*, মানে লামার মাংসের শুটকি।

মাংসের টুকরাটা শুঁকছে স্যাম। ঠিক তখনই হুড়মুড় করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ডেনাল। দৌড়ে তাদের দিকে আসছে। ছেলেটার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে আছে।

'কী হয়েছে, ডেনাল?' জানতে চাইলো ম্যাগি।

'সে নাই,' বলে এলাকাটার চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল ডেনাল। 'তার কম্বল আর খড়গুলো এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে।'

'এলোমেলো?' জানতে চাইলো স্যাম।

জোরে ঢোক গিললো ডেনাল। দুঃশ্চিন্তা ও আতঙ্ক দেখা যাচ্ছে তার মাঝে। 'হ্যাঁ, যেন সে কারো সাথে যুদ্ধ করেছে।'

ঝট করে স্যামের দিকে তাকালো ম্যাগি।

'ভয় পাওয়ার আগে,' বলছে স্যাম, 'জিজ্ঞেস করে নেওয়াই ভাল।' খাবার পরিবেশন করতে থাকা গর্ভবতী মহিলাটার দিকে ডেনালকে হাত নেড়ে ইঙ্গিত করে দেখালো স্যাম।

কুঁইচা ভাষায় মহিলাকে নরম্যানের ব্যাপার জিজ্ঞেস করলো ডেনাল। উত্তরে মহিলা মাথা ঝাঁকাচ্ছে। মৃদু হাসি ফুটে উঠেছে তার মুখে। মহিলার

BanglaBook.org

সাথে কথা বলে ডেনাল যখন স্যামের দিকে ঘুরলো, তখন তার মুখে সেই হাসিটা দেখতে পেল না স্যাম।

'নরম্যানকে মন্দিরে নিয়ে গেছে ওরা।'

●●●

পড়ন্ত বিকেল। মঠের অভ্যন্তরে থাকা গবেষণাগারের কুঠুরিগুলোর একটাতে নিরাপদেই অবস্থান করছে জোয়ান। তরুণ একজন সন্ন্যাসী সঙ্গ দিচ্ছে তাকে। মঠাধ্যক্ষ তার কথা রেখেছে। সবাইকে নির্দেশ দিয়ে গেছে। জোয়ানের সাথে 'যেন মেহমানের মতই আচরণ করে তারা। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাদেরকে জোয়ানের গবেষণাগার ঘুরে দেখতে চাওয়ার অনুরোধটা মেনে নিতে হয়েছে। যদিও তার নিজস্ব রক্ষী কুকুরটা চোখের আড়াল করছে না তাকে। এমনকী এখনও, কুঠুরির নিরীক্ষণ জানালা দিয়ে পিস্তল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কার্লোসকে দেখতে পাচ্ছে সে।

অ্যান্থোনি নামের এক তরুণ সন্ন্যাসীর গলার স্বর শুনে আবার মনোযোগ ফিরে আসলো তার। 'অবশ্যই, আমাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব কিছু মতবাদ আছে,' যুক্তির খাতিরে বললো লোকটা। স্পষ্ট ইংরেজিতে বলছে সে। 'এটা এমন না যে আমরা আমাদের বিশ্বাস দিয়ে আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলোকে আড়াল করে রেখেছি। অ্যাবট রুইজ সব সময়ই বলে যে, আমাদের বিশ্বাসের অবশ্যই উচিৎ বিজ্ঞানের প্রাণশক্তিকে বাঁধা দেওয়া।'

মাথা ঝাঁকিয়ে লোকটার আরেকটু কাছে ঝুঁকে গেল জোয়ান। তারা এখন একটা কম্পিউটার ও মনিটরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। অন্যান্য কুঠুরিগুলোতে আরো কয়েকজন টেকনিশিয়ান কাজ করছে। সবাই ই তাদের মত ল্যাবের সাদা পোশাকে পরে আছে। তবে, এছাড়া এখানে তারা একাই আছে।

কম্পিউটারে লগ ইন করলো অ্যান্থোনি। তার কনুইয়ের কাছে একটা ট্রেতে ইনকা ধাতুটার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু নমুনা রয়েছে। প্লাস্টিকের মোড়কে আবৃত করা বিন্দু বিন্দু সোনালি নমুনাগুলোকে সারিবদ্ধ ভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। মাত্রই ফ্রীজার থেকে বের করে আনা হয়েছে এগুলোকে। ট্রের কোণায় এখনও শুষ্ক বরফের অবশিষ্টাংশ লেগে আছে। জোয়ান জানতে পেরেছে যে, ল্যাবটা তাদের আকাঙ্খিত লক্ষ্য পূরণের আগে ধাতুর প্রকৃতি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছে। তারা ইতিমধ্যেই ধাতুটার সাথে জড়িয়ে থাকা কলুষতা দূর করার এবং পদার্থটার অলৌকিক ক্ষমতাগুলো বর্ধিত করার পন্থাও আবিষ্কার করে ফেলেছে।

বিন্দু বিন্দু নমুনাগুলোর তাকিয়ে আছে জোয়ান। নিজের মতবাদটাকে প্রমাণ করার জন্য, তার এখন ঐ সোনালি দানাগুলোর একটা দরকার। কিন্তু পাবে কীভাবে? নমুনাগুলো তার খুব কাছেই, কিন্তু অনেকগুলো চোখ নজর রাখছে তার উপর। মনে হচ্ছে যেন পাত্রটাকে কোন লোহার গারদের মাঝে

BanglaBook.org

আটকে রাখা হয়েছে। শক্ত করে মুষ্টি পাকিয়ে ধরেছে জোয়ান। তার উদ্দেশ্যটাকে ব্যর্থ হতে দেওয়া যাবে না। তার শুধু এক মুহূর্তের জন্য সবার নজরটা অন্য দিকে সরিয়ে দিতে পারলেই হবে। একটা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে নিজেকে শান্ত করে নিল সে।

'প্রায় গুছিয়ে ফেলেছি আমি,' কী বোর্ডের বোতামগুলো চাপতে চাপতে ঘোষণা করলো তরুণ সন্ন্যাসী।

এবং জোয়ানও প্রায় তৈরি হয়ে গেছে।

ট্রেতে রাখা নমুনাগুলো দেখতে দেখতে জোয়ান ঝুঁকে তার বাম স্তনটাকে সন্ন্যাসীর ঘাড়ে আরো দৃঢ়ভাবে চাপ দিলো। অ্যান্থোনীকে তার সহায়ক হিসেবে বেছে নিয়েছিল তার তরুণ বয়সের কারণেই। ক্লিন শেভ করা, কালো চুলের সন্ন্যাসীটার বয়স বিশের বেশি হবে না। কিন্তু, কেবল তার সংবেদনশীল বয়সের জন্যই নয়, অন্যদের মাঝ থেকে তাকে বেছে নেওয়ার আরেকটা কারণও আছে। কার্লোসের পাহারায় জোয়ান যখন ল্যাবে প্রথমবার এসেছিল, তখন এই তরুণ সন্ন্যাসীই মূল্যায়নের দৃষ্টিতে তার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়েছিল। তার স্তনের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকার সময় ব্যাপারটা নজরে পড়েছিল জোয়ানের। জন হপকিন্স থেকে, জোয়ান অনেক আন্ডারগ্রাজুয়েটের কাছ থেকে তখনই স্বীকৃতি পেয়েছে যখন তারা পড়ালেখার চেয়েও অন্য কিছুতে একটু বেশি আগ্রহী হত। সাধারণত, বেশি এগোনোর আগেই সে সবাইকে প্রত্যাখ্যান করে দিত। কিন্তু এইবার তার সব ধরনের অনুভূতিকেই কাজে লাগাতে হবে। জোয়ান ধারণা করছে, মঠে সন্ন্যাসীদের সাথে থাকার কারণে এই তরুণ কোন নারীর সাহচার্য পেলেই বিচলিত হয়ে যাবে। আর, এখন তরুণ সন্ন্যাসীর প্রতিক্রিয়া দেখে বুঝাই যাচ্ছে যে তার ধারণাই ঠিক।

জোরে ঢোক গিলছে অ্যান্থোনি। গাল লাল হয়ে গেছে তার। জোয়ানের সংস্পর্শ থেকে নিজেকে একটু দূরে সরিয়ে আনলো সে।

সুযোগটা কাজে লাগালো জোয়ান। পাশে থাকা টুলটা টেনে নিল সে। টুলে বসে একহাত রেখে দিয়েছে যুবকের হাঁটুর উপর। 'তোমার নিজস্ব মতবাদগুলো শোনার জন্য আমি আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি, অ্যান্থোনি। তুমি তো এখানে আছো অনেক দিন ধরেই। *এল সাঙগ্রে দেল দায়াবলোর* ব্যাপার ভাবনা কী তোমার?' বলে যুবকের হাঁটুটা আলতোভাবে চেপে ধরলো জোয়ান।

কাচের বেড়ার মাঝ দিয়ে কার্লোসের দিকে তাকালো আন্থোনি। তাদের শরীরে ঢেকে থাকার কারণে জোয়ানের হাতটা দেখা যাচ্ছে না। তরুণ সন্ন্যাসী এবার সরে যায়নি ঠিকই, কিন্তু তার চেহারায় একধরনের বেগুনী আভা ফুটে উঠেছে। মূর্তির মত শক্ত হয়ে জমে গেছে যেন। যদি জোয়ান তার হাতটা হাঁটুর আরেকটু উপরে উঠিয়ে আনে, তাহলে আশা করছে যে এই তরুণ আসলেই কতটা শক্ত হয়ে আছে সেটাই আবিষ্কার করতে পারবে সে।

BanglaBook.org

পুরোটা বিকেলই আন্থোনির সাথে গা ঘেষাঘেষি করে, তাকে স্পর্শ করে, তার কানের একদম কাছে ফিসফিস করে কথা বলেই পার করলো জোয়ান। মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে ভালিয়ে অবশেষে ল্যাবের শেষ কুঠুরিটা তাকে ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য অ্যান্থোনিকে রাজি করাতে পেরেছে। ঐ কুঠুরিটাতেই রহস্যময় ধাতুর নমুনাগুলোকে পরীক্ষা করা হয়। সত্যিকারের কঠিন কাজটা শুরু হচ্ছে এখনই।

মাথা কাত করে তরুণ সন্ন্যাসীর দিকে মনোযোগের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জোয়ান। 'তো, ধাতুটা সম্পর্কে তোমার ধারণা কী, অ্যান্থোনি?'

গলায় কথা আটকে গেছে যেন তরুণ যুবকের। 'হয়তো, ন্যা... ন্যানোবটস।'

এবার জোয়ানের থতমত খাওয়ার পালা। যুবকের হাঁটু থেকে হাতটা পিছলে গেছে তার। 'মানে?'

দ্রুতবেগে মাথা ঝাঁকাচ্ছে অ্যান্থোনি। আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে আসছে। এখন তার অতিপরিচিত শাখাটা নিয়ে কথা বলতে পারছে সে। 'আমাদের মাঝে কয়েকজন... মানে আমাদের তরুণ গবেষকদের ধারণা এটা যে, এই ধাতুটা হয়তো আসলে ন্যানোবটসমূহের কোন ধরনের জটিল সম্মেলন।'

'ন্যানোটেকনোলজির মত?' বলল জোয়ান। সাবসেলুলার যন্ত্র ন্যানোবট তৈরির সম্ভাবনা সম্পর্কে কয়েকটা প্রতিবেদন পড়েছিল সে–যেটা কিনা যে-কোন ধরনের পদার্থকেই আনবিক স্তর, এমনকী পারমানবিক স্তর থেকেও নিপুণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। কয়েকদিন আগেই *সায়েন্টিফিক আমেরিকানোতে* এমন একটা প্রতিবেদন দেখেছিল যে–ইউসিএলএ (UCLA)-এর বিজ্ঞানীরা এই ধরনের আনুবীক্ষণিক রোবট তৈরি করার প্রাথমিক প্রচেষ্টাটা চালিয়েছে। ল্যাবে তার নিজের ইলেট্রন মাইক্রোস্কোপে ধাতুর স্ক্যান করা দৃশ্যটা এখনও মনে আছে তার। হুকের মত উপাঙ্গের সাহায্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাকার ম্যাট্রিক্সগুলো একসাথে যুক্ত হয়েছিল। কিন্তু, তাই বলে ন্যানোবট? অসম্ভব। নিশ্চিতভাবেই এই তরুণ প্রচুর পরিমাণ বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী পড়ে।

'এসে দেখুন,' বলছে অ্যান্থোনি। হঠাৎ করেই তার মাঝে থাকা উত্তেজনাটা বেড়ে গেছে। সহজেই কথা বলতে পারছে এখন জোয়ানের সাথে। চিমটার সাহায্যে ট্রে থেকে ধাতুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নমুনাগুলোর একটা তুলে এনে তার সামনে থাকা মেশিনটায় স্থাপন করে নিলো। 'ইলেট্রন ক্রিস্টালোগ্রাফি,' ব্যাখ্যা করছে সে। 'আমাদের করা নিজস্ব ডিজাইন এটা। ধাতুর কেলাসিত কাঠামোর থেকে যে-কোন একটা সিঙ্গেল ইউনিটকে আলাদা করে সেটা ত্রি-মাত্রিক ছবি গঠন করতে পারে। শুধু দেখুন।' চিমটা দিয়ে মনিটরের পর্দায় টোকা দিল সে।

আরেকটু কাছে ঝুঁকে গেছে জোয়ান। চশমাটা খুঁজছে। একমুহূর্তের জন্য তরুণ সন্ন্যাসীকে পটানোর কথা ভুলে গেছে সে। অ্যান্থোনিকে শুধু ধাতুটা

BanglaBook.org

দেখাতে বলেছিল, কিন্তু এত *পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে* তো আর দেখাতে বলেনি। কিন্তু, এখন জোয়ানের মাঝে বিজ্ঞানীস্বত্তাটা কৌতুহলী হয়ে উঠেছে।

পর্দায় নিখুঁত বিবরণসহ একটা ছবি ভেসে উঠেছে। আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবগুলো পৃষ্ঠাই দেখাচ্ছে। কাঠামোটাকে চিনতে পেরেছে জোয়ান। ধাতুটার একটা একক কণার আনুবীক্ষণিক প্রতিচ্ছবি। অষ্টভুজাকৃতির কাঠামোটা থেকে ছয়টা শাখা বেরিয়ে গেছে। উপর থেকে একটা, নিচ থেকে একটা আর বাকি চারটা বেরিয়ে গেছে মাঝের অংশ থেকে। প্রতিটা বাহুর প্রান্তে চারটি করে নখরওয়ালা হুকও রয়েছে। একদম চড়ুইপাখির নখরের মত।

কলমের আগা দিয়ে পর্দায় টোকা দিয়ে নির্দেশনা দিচ্ছে অ্যান্থোনি। 'অন্যান্য সকল আকার ও স্থাপনাগুলো থেকে, শুধু এটার মাঝেই এরিক ড্রেক্সলারের বই *ইঞ্জিনস অফ ক্রিয়েশন*-এ প্রস্তাবিত অনুমান করা ন্যানেবটের আকৃতির সাদৃশ্যতা পাওয়া গেছে। উনি বইয়ে একটা আনবিক যন্ত্রের দুটো মূল অংশের ব্যাপারে উল্লেখ করেছিলেন। একটা হল কম্পিউটার, আর অন্যটা কনস্ট্রাকটর। সাধারণ ভাষায় বললে, ন্যানোবটের মগজ ও পেশী বলা যায় অংশদুটোকে।' কেন্দ্রিয় অষ্টভুজটার উপর টোকা দিচ্ছে সে। 'এটা হল সেন্ট্রাল প্রসেসর, মানে কার্যক্রম পরিচালনাকারী মগজ–যেটা এর সাথে যুক্ত ছয়টা শাখা বা হাতের মত নির্মাতাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে।' এরপর চিকন নখরের মত হুকগুলোর দিকে নির্দেশ করলো তরুণ সন্ন্যাসী। 'আর, ড্রেক্সলারের ভাষ্যমতে এগুলো হল মলিকুলার পজিশনারস, মানে আনবিক স্থান নির্ধারণকারী উপাঙ্গ।'

ভ্রু কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে আছে জোয়ান। 'আর তুমি ভাবছো এই জিনিসটা আসলেই আনবিক স্তর থেকে যে-কোন পদার্থকে নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?'

'কেন পারবে না?' বলছে অ্যান্থোনি। 'আমাদের শরীরে এনজাইম আছে, যেগুলো এই মুহূর্তে প্রাকৃতিক জৈব ন্যানোবটের মত কাজ করছে। অথবা আমাদের কোষের অভ্যন্তরে থাকা মাইটোকন্ড্রিয়ার কথাই ভাবুন–এই কোষীয় অঙ্গানুগুলো আনুবিক্ষণিক ক্ষমতা কেন্দ্র ছাড়া তো আর বেশ কিছু না। যেগুলো বর্তমানে আনবিক স্তর থেকে নিয়ন্ত্রণ করেই আমাদের কোষে এটিপি বা শক্তি সরবরাহ করছে। এমনকী প্রকৃতিতে পাওয়া হাজার হাজার ভাইরাসও এই রকম মলিকুলার মেশিন দ্বারা গঠিত।' জোয়ানের দিকে চোখ ফিরালো যুবকটা। 'তো দেখতেই তো পাচ্ছেন, আমাদের প্রকৃতি ইতিমধ্যেই সফলতা অর্জন করে ফেলেছে। ন্যানোবট ইতিমধ্যেই অধিষ্ঠিত হয়ে আছে।'

আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকালো জোয়ান। পর্দার দিকে চোখ ফিরালো আবার। 'এগুলোকে দেখতে একদম ভাইরাসের মতই মনে হচ্ছে,' বিড়বিড় করে বলছে সে। ব্যাক্টেরিওফাজ ভাইরাসের বিস্ফোরণটা আগে দেখেছে জোয়ান। ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখলে মনে হয়, হুট করে কোন চন্দ্রযান থেকে কোষ

BanglaBook.org

ঝিল্লিতে অবতরণ করছে তারা। যন্ত্রের চেয়ে জীবিত অঙ্গাণুর মতই দেখায় এদেরকে। এই দৃশ্যটা তাকে ভাইরাস পরীক্ষার দিনগুলো কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

'কী বললেন?' জিজ্ঞেস করলো অ্যান্থোনি।

ঠোঁট শক্ত করে চেপে রেখেছে জোয়ান। 'ভাবনাটাই জোরে জোরে উচ্চারণ করছি আর কী! তবে তোমার কথা ঠিক। এমনকী গবাদিপশুর ম্যাড কাউ রোগ সৃষ্টি করা প্রাইয়নগুলোকেও ন্যানোবট হিসেবে বিবেচনা করা যায়। ওগুলো আনবিক স্তর থেকে ডিএনএ-কে নিয়ন্ত্রণ করে।'

'হ্যাঁ, এটাই বলতে চাচ্ছিলাম! *জৈব* ন্যানোবট,' বললো তরুণ সন্ন্যাসী। উত্তেজনায় মুখ জ্বলজ্বল করছে তার। আবারো পর্দার দিকে নির্দেশ করছে সে। 'আমাদের মাঝে কয়েকজন ভাবছে, এটা হয়তো আবিষ্কৃত হওয়া সর্বপ্রথম কোন *অজৈব* ন্যানোবট।'

মুখ বিকৃত করলো জোয়ান। হয়তো এটা সম্ভব। *কিন্তু কোন কারণে?* ভেবে অবাক হচ্ছে। *এর উদ্দেশ্যটা কী?* ক্রুশের উল্টো পিঠে খোদাই করে লেখা ভিক্ষু ডি আলমাগ্রোর সতর্ক বাণীটা কথা মনে পড়ছে তার। লোকটা এই ধাতুর সাথে জড়িত কোন মহামারীর কারণে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। যদি এই সন্ন্যাসীর কথা সত্যি হয়ে থাকে–তাহলে এটাই কি সেই সূত্রটা? প্রাকৃতিক 'জৈব' ন্যানোবট হিসেবে অ্যান্থোনির কাছে তার উল্লেখ করা ভাইরাস, প্রাইয়ন কিন্তু আসলে রোগ পরিবহনকারী অঙ্গাণু। বুঝতে পারছে যে আরো সময় পেলে সে হয়তো এই রহস্যটার জটটা খুলে ফেলতে পারবে। *বিশেষ করে এই গবেষণাগারের সুবিধা ব্যবহার করে,* বিশাল গবেষণাগারটার দিকে নজর ঘুরাতে ঘুরাতে ভাবছে সে।

কিন্তু প্রথমে, তাকে একটা পরীক্ষা চালনা করে দেখতে হবে। রোগ পরিবহণকারী অঙ্গাণুগুলো নিয়ে কাজ করার আগে, সর্বপ্রথম কাজ হলো ওগুলোকে কোন উপায়ে জীবাণুনাশক করে নেওয়া। এবং মৃত যাজক তার গুপ্ত বার্তায় এটারও একটা সূত্র উল্লেখ করে দিয়েছে। *আমাদের মুক্তি প্রমিথিউসের হাতে।*

প্রমিথিউস, আগুনের বাহক।

এটাই কি উত্তর। আগুন সবসময়ই ভাল জীবাণুনাশক হিসেবে কাজ করে। ধাতু বিশারদ ডেল কার্কপ্যাট্রিকের মন্তব্যের কথা মনে পড়ছে তার। লোকটা বলেছিল যে সাবস্ট্যান্স জেড যে-কোন প্রকার শক্তিকেই নিখুঁত কার্যকারিতায় শোষণ করে নিতে পারে। কিন্তু, ধাতুটা যদি অতিরিক্ত পরিমাণ তাপ গ্রহণ করে ফেলে, তাহলে কী হবে? ধাতুটা যতই সংবেদনশীল হোক না কেন, এত তীব্র কিছু হয়তো সামলাতে পারবে না।

জোয়ান এখানে এসেছিল তার মতবাদটাকে পরীক্ষা করে খতিয়ে দেখার জন্য ধাতুর একটা নমুনা চুরি করতে। ঝুঁকি নিয়েই একবার পিছনে ভিক্ষু

BanglaBook.org

কার্লোসের দিকে তাকালো সে। নিশ্চিতভাবেই তার পাহারাদার প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে আছে। মঠের সুরক্ষা নিয়ে এতটাই আত্মবিশ্বাসী যে একটা সাধারণ মহিলার জন্য খুব একটা দুঃশ্চিন্তাও করার প্রয়োজন মনে করছে না।

সাধারণভাবে চোখ থেকে চশমাটা খুলে আনলো জোয়ান। তারপর, অ্যান্থোনি কলমের জন্য হাত বাড়াতেই তার দিকে একটু ঝুঁকে গেল সে। হঠাৎ করে ছোঁয়া লাগায় কেঁপে উঠে শরীর ঝাড়া দিয়ে উঠলো তরুণ সন্ন্যাসী। তার কনুইয়ের ধাক্কা লেগে জোয়ানের হাত থেকে তার চশমাটা পড়ে গেছে। জোয়ানের পরিকল্পনামতো, মূল্যবান নমুনা রাখা পাত্রের উপরেই গিয়ে পড়লো তার চশমাটা। ছোট সোনালি বলগুলো ছিটকে গিয়ে মার্বেলের মত টেবিলের উপর গড়াগড়ি খেতে শুরু করেছে।

লাফিয়ে উঠলো অ্যান্থোনি। ‘আমি দুঃখিত। আমারই দেখে চলা উচিৎ ছিল।’

‘ঠিক আছে। কোন ক্ষতি হয়নি।’ বলে টুল থেকে লাফিয়ে উঠে পড়লো জোয়ানও। তাড়াতাড়ি করে টেবিলের উপর গড়াতে থাকা দুটো বল হাতিয়ে নিল সে। অন্যগুলো গড়াতে গড়াতে মেঝেতে পড়ে গেছে। পড়ে থাকা নমুনাগুলোকে একত্রিত করায় অ্যান্থোনিকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসতে শুরু করেছে টেকনিশিয়ানরা। জোয়ান আস্তে আস্তে পিছিয়ে যেতে শুরু করেছে।,

হুট করে তার পাশ থেকে উদয় হল কার্লোসের। বন্দুক উঁচিয়ে রেখেছে সে। ‘কী হয়েছে?’

জোয়ান একহাত নির্দেশ করে দেখালো তাকে। অন্য হাতে থাকা চুরি করা নমুনা দুটোকে দ্রুত পকেটে লুকিয়ে নিচ্ছে। বিক্ষোভটার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ছে সে। ‘মনে হচ্ছে, এত পবিত্র ল্যাবটাও মারফির তৃতীয় সূত্রের হাত থেকে রেহাই পেলো না।’

‘কী সেটা?’

নিষ্পাপ ভঙ্গিতে কার্লোসের দিকে ঘুরে তাকালো জোয়ান। ‘দুর্ঘটনা ঘটেই।’

চোখ রাঙিয়ে তার কনুই খাবলে ধরলো কার্লোস। ‘আপনি অনেক লম্বা সময় হল এসেছেন এখানে। যথেষ্ট হয়েছে। এখন চলুন!’

কোন বাধা দিল না জোয়ান। সে যা চেয়েছিল তা তো পেয়েছেই, সাথে আরো বেশি কিছুও পেয়েছে।

অ্যান্থোনি ল্যাবের মেঝেতে উবু হয়ে থাকা অবস্থাতেই হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছে তাকে। সেও মৃদু হেসে হাত নেড়ে সাড়া দিলো। তাকে সাহায্য করার বিনিময়ে তরুণ সন্ন্যাসীটা এটুকু তো পেতেই পারে।

ভূর্গভস্থ গোলকধাঁধার ভিতর দিয়ে জোয়ানকে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে কার্লোস। মনে মনে ভেবে যাচ্ছে জোয়ান–ইনকাদের নির্যাতন চেম্বারের

BanglaBook.org

সমকক্ষীয় একটা জায়গায়, স্প্যানিশ ইনকুইজিশনের অবশিষ্টাংশের লুকিয়ে থাকা পুরোপুরি মানানসই হয়েছে। ভেবে অবাক হচ্ছে এই জায়গাটাকে কি তারা উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই বেছেছে? সাধারণত, এক অত্যাচারীর পর তার স্থান দখল করে আরেক অত্যাচারীরাই।

খুব দ্রুতই জোয়ানের সেলের দরজার সামনে চলে এসেছে তারা।

মাথা ঝাঁকিয়ে জোয়ানকে সেলের ভিতরে ঢোকার নির্দেশ দিচ্ছে কার্লোস।

কিছুটা ইতস্তত করছে জোয়ান। কার্লোসের দিকে ঘুরে তাকালো। 'আপনার কাছে কোন সিগারেট আছে বলে মনে হচ্ছে না।' সে ধূমপান করে না। কিন্তু কার্লোস তো আর সেটা জানেনা। জোয়ানের মুখে নকল অস্বস্তির অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। 'প্রায় দুইদিন হয়ে গেছে। আমি তো আর বেশিক্ষণ চেপে রাখতে পারছি না।'

'মঠের ভিতর ধূমপান করতে নিষেধ করেছেন অ্যাবট।'

মুখ বিকৃত করে রেখেছে জোয়ান। 'কিন্তু, উনি তো এখানে নেই এখন, তাই না?'

জোয়ানের ঠোঁটে এখন সত্যিকারের হাসিই ফুটে উঠেছে। করিডোরের আশেপাশে তাকিয়ে দেখছে কার্লোস। গুপ্ত ধূমপায়ীর সার্বজনীন গোপনীয় আচরণটাই দেখা যাচ্ছে তার মাঝে। সন্তুষ্ট হয়ে পোশাকের আড়াল থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে আনলো কার্লোস। প্যাকেট থেকে দুটো বের করে বাড়িয়ে দিল জোয়ানের দিকে। 'নিন।'

একটা পকেটে রেখে অন্যটা তার ঠোঁটে আটকে নিল জোয়ান। 'আগুন?' সিগারেটটা ঠোঁটে নিয়েই বিড়বিড় করে বলে আগুনের জন্য সামনের দিকে ঝুঁকলো জোয়ান।

বিনিময়ে কার্লোসের ঐতিহ্যবাহী চোখ রাঙ্গানোটাই দেখতে হল তাকে। তবে, পোশাকের আড়াল থেকে লাইটারটা বের করে জোয়ানের সিগারেটটা ঠিকই জ্বালিয়ে দিয়েছে সে।

'ধন্যবাদ,' বললো জোয়ান।

কিছু না বলে শুধু মাথা ঝাঁকিয়ে সেলের দরজার দিকে ইঙ্গিত করলো কার্লোস।

পিছিয়ে গিয়ে দরজার খিলটা টেনে সেলে ঢুকতে শুরু করেছে জোয়ান।

'এই জিনিসটা কিন্তু আপনাকে কবরে টেনে নিয়ে যাবে,' দরজা বন্ধ করে তালা লাগাতে লাগাতে বিড়বিড় করে বলছে কার্লোস।

জোয়ান তার পদশব্দটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতে শুনছে। পুরোপুরি মিলিয়ে যেতেই দরজায় হেলান দিয়ে একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেললো জোয়ান। সিগারেটের ধোঁয়া বের হয়ে আসছে তার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। কাশিটা চেপে রেখেছে। *কাজটা করতে পেরেছে সে*। বিজয়ের মুহূর্তটা নিজেকে কিছুক্ষণ উপভোগ করে নিতে দিচ্ছে। এরপর ঝটকা মেরে দরজা থেকে সরে এসে

BanglaBook.org

কাজে নেমে পড়লো জোয়ান। নমুনা নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যেতে পারে।

ছোট টেবিলটার সামনে গিয়ে বসলো জোয়ান। ঠোঁট থেকে সিগারেটটা সরিয়ে সতর্কতার সাথে টেবিলের কিনারায় রেখে দিয়েছে। হঠাৎ করেই গোপন ক্যামেরার ভয় জেঁকে ধরলো তাকে। টেবিলের উপর ঝুঁকে ন্যানোটেকনোলোজির ব্যাপারে তরুণ সন্ন্যাসীর দেওয়া প্রতিবেদনগুলো বের করে আনলো। তরুণ সন্ন্যাসীর মতবাদ সম্পর্কে আরো কিছু পড়ার ইচ্ছা আছে তার। কাগজগুলোকে পাশে সরিয়ে রাখার সময়, লিগ্যাল কাগজে তরুণ সন্ন্যাসীর লেখা একটা প্রতিবেদনে হাইলাইট করে রাখা বাক্যটা চোখে পড়লো তার। *আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, ধাতুটার প্রতিটি একক কাঠামোই হয়তো আসলে কোন ধরনের নির্মাণ করা আনুবীক্ষণিক যন্ত্র। কিন্তু এতে দুইটা প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য এটাকে তৈরি করা হয়েছে? এবং এটা তৈরি করেছে কে?*

হালকা নড়েচড়ে বসলো জোয়ান। শেষের দুইটা প্রশ্ন নিয়ে ভাবছে। *ন্যানোটেকনোলোজি?* ন্যানোবটের কেলাসিত আকৃতি এবং এর হুকের মত বাহুগুলোর দৃশ্যটা আবার স্মরণ করছে সে। যদি তরুণ গবেষকটার কথা ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে এই অদ্ভুত ধাতুটার উদ্দেশ্য কী আসলে? ভিক্ষু ডি আলমাগ্রো কি বহু আগেই এর উত্তরটা খুঁজে পেয়েছিলেন? এই উত্তরটাই কি তাকে ভীত করে তুলেছিল?

টেবিলের উপর ঝুঁকে নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করে পকেট থেকে সোনালি নমুনাগুলোর একটা বের করে আনলো জোয়ান। উত্তর যাই হয়ে থাকুক, একটা জিনিস সে নিশ্চিতভাবেই জানে যে, এই ধাতুটাই ভয় পাইয়ে দিয়েছিল মমিকৃত যাজককে। আর, খুব সম্ভবত এটা কীভাবে ধ্বংস করতে হবে তারও একটা সূত্রও দিয়ে গেছে লোকটা।

ওক কাঠের টেবিলের উপর নমুনাকৃত সোনালি বলটাকে রেখে দিয়েছে জোয়ান। উষ্ণ অবস্থায় এখন ধাতুটাকে নরম আঠার টুকরার মত লাগছে। খুব সতর্কতার সাথে কাজ করছে। তার কলমের ডগার সাহায্যে, নমুনা থেকে অতি অল্প পরিমাণ ধাতু তুলে এনে টেবিলের উপর রাখলো জোয়ান। তাকে মিতব্যয়ী হতে হবে। পরীক্ষার জন্য নেওয়া নমুনাটির পরিমাণ বেশি হলে একটা ছোট পিঁপড়ার সমান হবে।

নমুনা সংগ্রহ শেষে টেবিলের কোণায় থাকা সিগারেটটা তুলে নিল জোয়ান। ছাই ফেলে সিগারেটের জ্বলন্ত অংশটাকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ধাতুটার দিকে। 'ওকে, ভিক্ষু ডি আলমাগ্রো। দেখা যাক, প্রমিথিউসই আমাদের পরিত্রাণ কিনা!'

নিজেকে শান্ত করে সোনালি নমুনাটায় আগুন ছোঁয়ালো জোয়ান।

BanglaBook.org

বিস্ফোরণটা খুব একটা জোরালো শোনালো না। খুক খুক কাশির মতই মনে হয়েছে শব্দটাকে। কিন্তু, এর ফলাফলটা ভয়ঙ্কর। বিস্ফোরণে তীব্রতায় জোয়ান হাত ছিটকে পিছিয়ে গেছে, তার আঙুলে থাকা সিগারেটটা উড়ে গেছে। বাতাসে ধোঁয়া পাক বাধতে শুরু করেছে। তার নিজের চমকে উঠা শ্বাসটাকেও বিস্ফোরণের চেয়েও জোরালো মনে হচ্ছে। হাত দিয়ে ধোঁয়াটা সরিয়ে নিচ্ছে। বিস্ফোরণের কারণে ওক কাঠের টেবিলে একটা ছিদ্রের সৃষ্টি হয়েছে।

'ওহ, গড,' বলে উঠলো জোয়ান। ধাতুর নমুনার পুরোটা ব্যবহার করেনি বলে ধন্যবাদ জানাচ্ছে তার ঈশ্বরকে। ভাগ্যিস পুরোটা ব্যবহার করেনি, নাহলে তো এই পুরো টেবিলটাই বিস্ফোরিত হয়ে যেত। সাথে সাথে হয়তো এর পিছনে থাকা দেয়ালটাও।

পদশব্দ শোনার জন্য দরজার দিকে চোখ ফেরালো জোয়ান। কেউ-ই বিস্ফোরণের শব্দটা শুনতে পায়নি।

নিষ্ঠুরভাবে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল জোয়ান। তালায় হাত দিয়ে দেখছে। একটা পরিকল্পনা এসেছে তার মাথায়। সোনালি অংশটার উপর হাত বুলিয়ে ওজন করে দেখছে, মনে মনে হিসাব করে নিচ্ছে। বাইরে বার্তা পাঠানো দরকার তার। বিশেষ করে হেনরির কাছে।

কিন্তু তার কাছে কি তার মুক্তির জন্য বিস্ফোরণ ঘটানোর মত যথেষ্ট পরিমাণ ধাতু আছে?

খুব সম্ভবত না... দরজার কাছ থেকে সরে আসলো জোয়ান। সঠিক মুহূর্ত আসার আগে কোনভাবে সময়ক্ষেপণ করতে হবে।

অপেক্ষা করতে হবে তাকে। ভিক্ষু ডি আলমাগ্রোর মত ধৈর্যশীল হতে হবে। বার্তাটা বাইরের দুনিয়ায় পাঠানোর জন্য প্রায় পাঁচশো বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল লোকটাকে। টেবিলের ধোঁয়া উঠা গর্তটার দিকে তাকিয়ে আছে জোয়ান। এবং, অবশেষে, কেউ যাজকের বার্তাটার অর্থ বুঝতে পেরেছে।

•••

সূর্য প্রায় অস্ত হতে চলেছে। হেলিকপ্টারের জ্বালানি নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে হেনরি। জঙ্গল-ঘেরা অবতরণ ক্ষেত্রটায় অবস্থান করছে তারা এখন। ছয়জনের একটা দল তাদের যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সব সরঞ্জাম উঠিয়ে দিচ্ছে বিমানের কার্গোতে। জীর্ণশীর্ণ রানওয়েটার একপাশে দাঁড়িয়ে আছে হেনরি। জায়গাটার সর্বত্রই তেলের খালি ট্যাংক ও ময়লা আবর্জনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। কাছে থাকা একটা কাঠের খুপড়ির ছায়ায় দাঁড়িয়ে গোমড়ামুখো চিলিয়ান মিস্ত্রির সাথে তর্ক করছে অ্যাবট রুইজ। লোকটা এখন তার চিরাচরিত রোব ছেড়ে খাকি শিকারি পোশাক পরেছে। কথার ধরন দেখে মনে হচ্ছে তাদের মধ্যে জ্বালানির দাম নিয়ে বিবাদের সৃষ্টি হয়েছে।

BanglaBook.org

সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল হেনরি। তার বামদিকে দাঁড়িয়ে থাকা মঠাধ্যক্ষের দুইজন সশস্ত্র সহকারী নজর রাখছে তার উপর। নিশ্চিত করতে চাচ্ছে যেন ষাট বছর বয়স্ক এক প্রফেসর তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে জঙ্গলের দিকে পালিয়ে যেতে না পারে। কিন্তু এই পাহারার কোন দরকারই ছিল না। যদি সে প্রহরীদেরকে পরাস্ত করতেও পারে, তারপরও জঙ্গলে ঢুকে দশ কদমের বেশি বাঁচতে পারবে না।

জঙ্গলের অপর পাশ থেকে, ধাতব পৃষ্ঠে পড়া সূর্যালোকের আলোর ঝলকানিটা দেখতে পাচ্ছে হেনরি। গেরিলারা অবশ্য দৃষ্টিসীমার আড়ালেই আছে। লুকিয়ে থেকেই তাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে তারা। স্পষ্টতই, এই আগাছা-জঙ্গলঘেরা জায়গাটা মাদক ও বন্দুক চোরাচালানের জন্য একটা আদর্শ ক্ষেত্র। খুপড়ির পাশে রেখে দেওয়া রাশিয়ান ভদকার বাক্সগুলোও নজরে পড়েছে হেনরির। *কালো-বাজারির স্বর্গ,* মনে মনে ভাবছে সে।

নিজেকে ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়েছে সে। পুরোটা বিকেলই ভ্রমণের উপর ছিল তারা। কুজকো থেকে যাত্রা করে এই অচিহ্নিত জায়গায় এসেছে প্রথমে। ধারণা করে নিচ্ছে, এখান থেকে মাচুপিচুর কাছে থাকা আরেকটা গুপ্ত জ্বালানি বিরতি পর্যন্ত পৌঁছাতে আরো প্রায় চারঘন্টার মত লাগবে। তারপর সেখান থেকে ধ্বংসস্তূপ পর্যন্ত আরো তিন-চার ঘন্টার পথ। আগামীকাল সকালে একদম সূর্য উদয়ের সাথে সাথেই গিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছুবে তারা।

এইটুকু সময়ের মধ্যেই মঠাধ্যক্ষের দলকে বাধা দেওয়ার জন্য কোন পরিকল্পনা করতে হবে তাকে।

কিছুক্ষণ আগে, ফিলিপ সাইকসের সাথে অল্প সময়ের জন্য কথা হয়েছিল তার। ফিলিপকে পুরোপুরি নির্ভার শোনালেও, তার গলায় হালকা ভয়ের ছাপও জড়িয়ে ছিল। শুধু তার নিজের ভাতিজাই না, অন্য সব শিক্ষার্থীদেরকেও এই বিপদের মধ্যে জড়ানোরর জন্য নিজেকে গালি দিচ্ছে হেনরি। তাদেরকে রক্ষা করার কোন একটা উপায় বের করতে হবে। কিন্তু কিভাবে?

হেলিকপ্টারের কাছ থেকে কেউ একজন ডাকলো। ট্যাংকটা পুরোপুরি ভরে গেছে। পরের ধাপের যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে যানটা।

'মাল উঠানো শেষ করো!' রোটরের উচ্চ শব্দ ছাপিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো রুইজ। বিল পরিশোধের জন্য গোমড়ামুখো চিলিয়ানের দিকে টাকার একটা বান্ডিল বাড়িয়ে ধরে রেখেছে মঠাধ্যক্ষ। দেখে মনে হচ্ছে শেষমেশ কোন একটা দামে রাজি হতে পেরেছে তারা।

হেলিকপ্টারে এখনো খনন ও উচ্ছেদের সরঞ্জামের বাক্সগুলো ভরতে বাকি আছে। হেলিকপ্টারের পাশেই পড়ে আছে বাক্সগুলো। সরঞ্জামগুলোর মধ্যে, কাঠের পার্শ্বতক্তাতে সিরিলিক অক্ষর লেখা চারটা বাক্সকে আলাদা করতে পারছে হেনরি। স্পষ্টতই নিষিদ্ধ রাশিয়ান অস্ত্র যেমন–গ্রেনেড, একে-৪৭ অ্যাসল্ট রাইফেল, প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ রয়েছে বাক্সগুলোতে। একটা প্রত্নতাত্ত্বিক *দলের জন্য প্রচুর পরিমাণ যুদ্ধোপকরণ,* তিক্তভাবে ভাবছে হেনরি।

BanglaBook.org

মঠাধ্যক্ষ হাত নেড়ে তার সহকারীদেরকে নির্দেশ দিচ্ছে, হেনরিকে হেলিকপ্টারগুলোর একটায় তুলে দেওয়ার জন্য। হেনরিকে নিয়ে তার কোন মোহ নেই। যেন সেও যন্ত্রপাতিগুলোরই একটা অংশ। প্রথমে তাকে ব্যবহার করবে, তারপর ফেলে দিবে। রুইজ তার আকাঙ্খিত বস্তুটা পেয়ে গেলে, তাকেও হয়তো জন হপকিনসে পিঠে গুলি লেগে মুখথুবড়ে পড়ে থাকা ডক্টর কার্কপ্যাট্রিকের ভাগ্যকেই বরণ করে নিতে হবে। যেটা জোয়ান, স্যাম সহ অন্যান্য শিক্ষার্থীদেরকেও বরণ করে নিতে হবে।

হেনরিকে আবারও হেলিকপ্টারে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। বাধা না দেওয়াটাকেই শ্রেয় মনে হচ্ছে তার। যতক্ষণ পর্যন্ত জোয়ান মঠে বন্দী হয়ে আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত যেকোন ধরনের সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। সতর্ক থাকতে হবে তাকে। জোয়ানের সাথে তার কাটানো শেষ সময়টার কথা স্মরণ করতে করতে ভাঙ্গা রাস্তাটা অতিক্রম করছে হেনরি। তার চুলের সুবাস, কানে কানে কথা বলার সময় তার ত্বকের স্পর্শ, তার নিঃশ্বাসের উষ্ণতা–এখনও যেন মিশে আছে হেনরির সাথে। জোয়ান এখন কতটা বিপদে আছে ভেবেই হাত ঘেমে উঠেছে হেনরির। তার কোন ক্ষতি হতে দিবে না সে। এখনও না, পরেও না। তাকে মুক্ত করার কোন একটা উপায় বের করতে হবে।

দাঁড়িয়ে থাকা হেলিকপ্টারটায় হেনরি পৌঁছুতেই অ্যাবট রুইজের মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। 'আমরা প্রস্তুত, প্রফেসর কঙ্কলিন,' কেবিনে উঠতে উঠতে ঘোষণা করছে সে, 'আপনার ধ্বংসস্তুপে যাওয়ার জন্য।'

লোকটার আমুদে আচরণে গা জ্বলে যাচ্ছে হেনরির। পিছন থেকে রক্ষী তাকে খোঁচা দিচ্ছে। হেলিকপ্টারের ভিতরে ঢুকতেই মঠাধ্যক্ষের পাশের সিটে বসিয়ে দেওয়া হল তাকে।

বিশাল বপুটাকে সামনে ঝুঁকিয়ে পাইলটের সাথে কথা বলছে রুইজ। একে অপরের কথা ভালভাবে শোনার জন্য মাথা একসাথে লাগিয়ে রেখেছে তারা। পাইলট তার রেডিও হেডপিসটার দিকে ইশারা করে কিছু বলছে। হেনরির দিকে ঘুরে তাকালো রুইজ। তার মুখের হাসিটা মিলিয়ে গেছে এখন। 'মনে তো হচ্ছে আরো সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে সেখানে,' বললো সে।

হার্টবিট বেড়ে গেছে হেনরির। 'কী বলছেন আপনি?'

'আপনার ভাতিজা ধ্বংসস্তুপের শিক্ষার্থীর সাথে যোগাযোগ করেছিল কিছুক্ষণ আগে। মনে হচ্ছে *ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক*-এর ফটোগ্রাফার একটু বড় বিপদের মাঝেই পড়ে গেছে।'

ফিলিপের কাছ থেকে নরম্যানের আহত হওয়ার ব্যাপারে শুনেছিল হেনরি। বেশিক্ষণ কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয়নি তাকে। খুব বেশি বর্ণনা জানতে পারেনি সে। শুধু এটুকই জেনেছে যে ফটোগ্রাফার আহত হয়েছে এবং চিকিৎসা দরকার তার। 'হয়েছে কী?'

BanglaBook.org

ইতিমধ্যেই হেলিকপ্টার থেকে নেমে গেছে অ্যাবট রুইজ। 'পরিকল্পনা পাল্টাতে হবে,' ভ্রূ কুচকে বলছে সে। 'আরো বেশি পরিমাণ জ্বালানির জন্য দর কষাকষি করতে হবে আমাকে, যাতে আমরা মাঝখানে কোথাও না থেমে সরাসরি ধ্বংসস্তুপে পৌছুতে পারি।'

রুইজের হাত খাবলে ধরলো হেনরি। 'কী ঘটেছে?'

সাথে সাথেই রক্ষীদের একজন ঝাড়া দিয়ে মঠাধ্যক্ষের শরীর থেকে হেনরির হাতটা সরিয়ে দিয়েছে। তবে, তাকে জবাবটা দিয়েছে রুইজ। 'আপনার ভাতিজা ভাবছে ইনকারা ফটোগ্রাফারকে উৎসর্গ দিতে চলেছে।'

থতমত খেয়ে গেছে হেনরি।

হেনরির হাতে টোকা দিয়ে স্বান্তনা দিচ্ছে অ্যাবট রুইজ। 'চিন্তা করবেন না, প্রফেসর কঙ্কলিন। আমরা হয়তো ফটোগ্রাফারকে বাঁচাতে পারব না। কিন্তু, অন্যদেরকে মেরে ফেলার আগেই সেখানে পৌছে যেতে পারব।' হাত দিয়ে মাথার উপরে থাকা শিকারী টুপি আঁকড়ে ধরে ঘুরতে থাকা রোটরের নিচ দিয়ে এগিয়ে যেতে শুরু করেছে দীর্ঘদেহী লোকটা।

মুষ্টি পাঁকিয়ে ধরে সিটের উপর শরীর ছেড়ে দিয়ে পড়ে আছে হেনরি। উৎসর্গের রীতি। সে এখনো এই সম্ভাবনার কথাটা ভেবেও দেখেনি। কিন্তু, ইনকাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলোর কথা বিবেচনা করলে, আরও আগেই ভাবা উচিৎ ছিল তার। স্যাম আর অন্যরা এখন দুইদল রক্তপিপাসু শত্রুদের ফাঁদে আঁটকে গেছে। একদলে আছে স্প্যানিশ ইনকুইজিশনের অনুসারীরা আর অন্য দলে ইনকা যোদ্ধাদের হারিয়ে যাওয়া এক উপজাতি।

জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো হেনরি। পাইলটকে আশ্বস্ত তা জানিয়ে বৃদ্ধাঙুলি দেখাচ্ছে মঠাধ্যক্ষ। দাঁড়িয়ে থাকা হেলিকপ্টারটার দিকে আরো বাড়তি দুই ট্যাঙ্ক জ্বালানি গড়িয়ে নিয়ে আসছে গেরিলাদের অনুচরেরা।

অবিশ্বাসে চোখ সরু হয়ে গেছে হেনরির। তার ধারণা পরের উপকারের চিন্তা করে পরিকল্পনায় বদল আনেনি রুইজ। শিক্ষার্থীদের জীবন বাঁচানোর জন্য না বরং রুইজ সেখানে লুকিয়ে থাকা সম্পদের আশাটাকে বাঁচিয়ে রাখতেই এমনটা করছে। ইনকারা যদি স্যাম ও বাকিদেরকে মেরে ফেলে তাহলে *সাঙগের* খনির সন্ধানটা পুরোপুরিই হারিয়ে যাবে আবার, হয়তো আরো কয়েকশো বছরের জন্য। অ্যাবট রুইজ তাই কোন ঝুঁকিই নিতে চাচ্ছে না। বিল পরিশোধের জন্য গোমড়ামুখো চিলিয়ানকে টাকার আরো দুইটা বান্ডিল দিয়ে দিল রুইজ।

হেলিকপ্টারের নিচ থেকে আসা বাড়তি ট্যাংকগুলোকে জায়গামত স্থাপন করার শব্দ শুনতে পাচ্ছে হেনরি। মঠাধ্যক্ষও তড়িঘড়ি করে ছুটে আসছে হেলিকপ্টারের দিকে।

মাথা পিছনে হেলিয়ে দিয়েছে হেনরি। মৃদু স্বরে গর্জন ভেসে আসছে তার গলা থেকে।

সময় চলে যাচ্ছে—তাদের সবার জন্যই।

BanglaBook.org

●●●

পাথরের ঘরের ভিতর স্যামকে খোঁচা দেওয়া ষাঁড়ের মত এলোমেলোভাবে ঘুরপাক খেতে দেখছে ম্যাগি। স্ট্যাটসন টুপিটা হাতে ধরে রেখেছে এখন। একটু পরপরই টুপিটা দিয়ে আঘাত করছে তার উরুতে। স্যাম পোশাক পরিবর্তন করে তার নিজের জিন্স ও জ্যাকেটটা পরে নিয়েছে। ইতিমধ্যেই তাদের পোশাকগুলো ধুয়ে শুকিয়ে ফেলা হয়েছে। ম্যাগি ধারণা করছে যে, ইনকাদের উপর ক্ষীপ্ত ও হতাশ হয়েই স্যাম তার পোশাক বদলে ফেলেছে।

স্যামের মনোভাবটা বুঝতে পারলেও, ম্যাগি আর ডেনাল কিন্তু এখনো ইনকাদের ঢিলেঢালা পোশাকগুলোই পরে আছে। এখানকার স্থানীয়দের ক্ষুব্ধ করতে চাচ্ছে না তারা।

পুরোটা বিকেলজুড়েই ওঝার থেকে তাদেরকে মন্দিরে যেতে দেওয়ার অনুমতি অথবা নরম্যানকে ফিরিয়ে দেওয়ার অনুরোধের জন্য সব রকম চেষ্টাই করেছে স্যাম। কিন্তু, কামাপাকের উত্তর প্রতিবার একটাই ছিল। স্যাম এখন নিজে থেকেই অনুবাদ করতে পারে বাক্যটাকে, 'এটা নিষিদ্ধ।' আর, যেহেতু তারা জানেও না যে এই পবিত্র মন্দিরটা কোথায় লুকিয়ে আছে, তাই তারা উদ্ধারের কোন পরিকল্পনাও করতে পারছে না। বনসমৃদ্ধ এই উপত্যকাটা কম করে হলেও প্রায় হাজার একর প্রশস্ত। তারা নিজেরাই আছে ইনকাদের দয়ায়।

'ফিলিপের সাথে কথা বলে অবস্থার কথা জানিয়েছি,' হাফ ধরা গলায় তড়িঘড়ি করে বলছে সে, 'কিন্তু কোন কাজেরই না গাধাটা!'

সামনে এগিয়ে স্যামের হাতে স্পর্শ করলো ম্যাগি। গতি কিছুটা কমে গেছে এখন স্যামের। 'শান্ত হও, স্যাম।'

স্যামের চোখে অপরাধবোধ ও হতাশার অভিব্যক্তি ফুটে রয়েছে। 'এটা আমারই ভুল। তাকে একা ফেলে যাওয়াটা উচিৎই হয়নি। কী ভাবছিলাম তখন আমি?'

'তারা আমাদেরকে তাদের উপজাতির অংশ হিসেবে উষ্ণভাবে স্বাগত জানিয়ে মেনে নিয়েছে। এরপর যে এমন কিছু ঘটবে, তা আগে অনুমান করার তো কোন উপায় ছিল না তোমার।'

মাথা নাড়ছে স্যাম। 'তারপরও, আমি সতর্ক থাকতে পারতাম। প্রথমে রালফ... এখন নরম্যান। আমার কাছে যদি শুধু... শুধু যদি থাকতো... '

'কী?' জিজ্ঞেস করলো ম্যাগি। স্যামের হাতটা আরো শক্ত করে ধরে রেখেছে এখন। তার কথাগুলো স্যামকে শোনাতে বাধ্য করতে হবে। তার এরকম গালাগালি আর হাফছাড়ায় কোন উপকার হচ্ছে না তাদের। 'কী করতে তুমি, স্যাম? ইনকারা নরম্যানকে নিয়ে যাওয়ার সময় এখানে থাকলে কি তাদেরকে বাধা দিতে পারতে তুমি? কোনভাবে কি আটকানো যেত তাদেরকে? বরং, তাদের পথে বাঁধা দিতে গেলে সম্ভবত আমাদের সবাইকেই মেরে ফেলতে পারতো তারা।'

BanglaBook.org

ম্যাগির কথাটা শুনে কেঁপে উঠলো স্যাম। তার চাহুনিতে থাকা ঔজ্জ্বল্যতাটা আর নেই এখন। 'তাহলে কী করব আমরা? আমাদেরকে একজন একজন করে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করব?'

'আমরা আমাদের মাথা খাটাব। কারণ আমরা এটাই করি। ভালভাবে ভাবতে হবে আমাদেরকে।' স্যামের হাত ছেড়ে দিয়েছে ম্যাগি। আশা করছে যে এখন তার কথাগুলো শুনবে সে। 'প্রথমত, আমার মনে হয় না তারা আমাদেরকেও ধরে নিয়ে যাবে। নরম্যান আহত ছিল, তাই তাকে মন্দিরে নিয়ে গেছে। আমরা কিন্তু আহত নই।'

'হয়তো...,' বলতে গিয়ে ডেনালের দিকে তাকালো স্যাম। দরজায় ঝুলানো মাদুরটা সরিয়ে বাইরের দিকে নজর রাখছে ছেলেটা। কণ্ঠস্বর নিচে নামিয়ে আনলো স্যাম। 'কিন্তু, ডেনালকে নিয়ে গেলে? তারা তো বাচ্চাদেরকেও নিয়ে যায়।'

'বয়ঃসন্ধিকাল পেরিয়ে গেছে ডেনালের। ইনকাদের কাছে সে এখন পূর্ণবয়স্কদেরই একজন। আমার মনে হয় না কোন ধরনের ঝুঁকিতে আছে সে।'

'কিন্তু, তুমি কি দেখেছো তারা কীভাবে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে? মনে হয় যেন তারা তাকে নিয়ে কৌতুহল ও কিছুটা বিভ্রান্তির মাঝে আছে।'

মাথা ঝাঁকালো ম্যাগি। *আর, কিছুটা ভয়ের মধ্যেও*, মনে মনে অংশটা যোগ করে নিল সে। স্যামকে আরেকবার ক্ষেপিয়ে তুলতে চাইছে না।

'লোকজন আসছে,' দরজার মুখ থেকে সতর্ক করে বলে উঠলো ডেনাল।

ম্যাগিও তাদের শব্দ পেয়েছে। যারাই এগিয়ে আসছে না কেন, খুব একটা রাখঢাক নেই তাদের মাঝে। ঘরগুলোর আড়াল থেকে আসার সময় তাদের উত্তেজিত কণ্ঠে বলা কথাবার্তাগুলো শোনা যাচ্ছে। কয়েকজন তো আবার গানেরও সুর বাঁধতে শুরু করেছে।

ডেনালের কাছে এগিয়ে গেল স্যাম। 'হচ্ছেটা কী?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো ডেনাল। কিন্তু, তার মাদুড় ধরে রাখা হাতের কম্পনটা ঠিকই নজরে পড়ে গেছে ম্যাগির। ছেলেটার কাঁধে হাত রেখে তাকে আশ্বস্ত করছে স্যাম। আর, তার অন্য হাত দিয়ে উইনচেস্টারটা ধরে রেখেছে। সশস্ত্র হয়ে, দরজার মাদুরটা টেনে সরিয়ে আনলো স্যাম। বাইরে বেরিয়ে পড়েছে স্যাম।

ম্যাগি জলদি গিয়ে দাঁড়ালো তাদের সাথে। সে চায় না স্যাম বেপরোয়া হয়ে কিছু করে বসুক।

বাইরে সূর্যটা ডুবে গেছে। রাত পুরোপুরি ঢেকে ফেলেছে যেন ইনকাদের গ্রামটাকে। অন্ধকারের মাঝে সারিবদ্ধ ঘরগুলোতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে জ্বলতে থাকা মশালগুলোকে আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলোর মত দেখাচ্ছে। যেখানে মাথার উপরে থাকা ভরা পূর্ণিমার আভাটাই তাদের আলোর একমাত্র উৎস হিসেবে কাজ করছে।

BanglaBook.org

দেখতে দেখতেই তাদের সামনের চত্বরটা ইনকা অধিবাসীতে ভরে উঠতে শুরু করেছে। কেউ কেউ মশাল বহন করছে। আবার কেউ কেউ সাথে করে নিয়ে এসেছে কিছু অগ্নিপ্রস্তর। পাথরে পাথরে ঘষা দেওয়ায় সৃষ্ট অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলোকে রাতে আলো ছড়ানো জোনাকপোকার মত মনে হচ্ছে। চত্বরের অপরপাশে, ঢোলের ছন্দময় তালের সাথে সাথে ইনকান মহিলাদের কয়েকজন নাচতে শুরু করেছে। নাচের তালে তালে তাদের পরনের পোশাকগুলো দুলছে। হঠাৎ করেই চত্বরের মাঝের অংশটা দাউ দাউ আগুনে জ্বলে উঠলো।

'আরেকটা অনুষ্ঠান,' বলছে ম্যাগি।

পাথর হাতে থাকা লোকগুলোর একজন তার সাদা দাঁতগুলো বের করে হাসছে। ঢোলের ছন্দের তালে তালে পাথরে পাথরে টুকতে শুরু করেছে লোকটা। সুরের সাথে সাথে এখন বাঁশি ও পাইপও যুক্ত হয়েছে।

'মনে হচ্ছে যেন ফোর্থ অফ জুলাই উ্যাপন করছে তারা,' বিড়বিড় করছে স্যাম।

'নিশ্চিতভাবেই কোন ধরনের অনুষ্ঠান,' তার সাথে একমত হচ্ছে ম্যাগিও। 'কিন্তু তারা উদ্‌যাপনটা করছে কী?'

স্যামের ক্ষুব্ধ অভিব্যক্তি দেখে ম্যাগি এখন আক্ষেপ করছে সে হয়তো চুপ করে থাকলেই ভাল হত। স্যামের আরো কাছে এগিয়ে গেল ম্যাগি। জানে যে স্যাম এখন কী ভাবছে। ইনকা সংস্কৃতিগুলোর সম্পর্কে ম্যাগিরও জানা আছে। কোন ধরনের উৎসর্গের পর সবসময়ই উৎসবে মেতে উঠে ইনকা গ্রামগুলো। উৎসর্গ হল তাদের জন্য উদযাপনের উপলক্ষ্য। 'এটার সাথে নরম্যানের কোন সম্পর্ক আছে কিনা তা কিন্তু জানি না আমরা,' যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করছে ম্যাগি।

'এটার সাথে যে তা সম্পৃক্ত নয়, সেটাও কিন্তু জানি না আমরা,' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে স্যাম।

এতক্ষণ দরজার মুখের কাছাকাছিই দাঁড়িয়েছিল ডেনাল। হঠাৎ করেই সামনে এগিয়ে আসলো সে। 'দেখুন!' কিছু একটার দিকে নির্দেশ করে বলে উঠলো ডেনাল।

চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলো দুই পাশে সরে যেতে শুরু করেছে। একটা লম্বা মূর্তি এগিয়ে আসছে তাদের ভিতর দিয়ে। গেরুয়া বর্ণের রোব এবং গলায় ঝুলতে থাকা কালো *ইয়াকুইয়া* অন্তর্বাসে আবৃত হয়ে আছে মূর্তিটা। দেখে কিছুটা হতবিহ্বল মনে হচ্ছে তাকে এবং কিছুটা মাতালদের মত দুলতে দুলতে হাঁটছে।

স্যামের কণ্ঠস্বরও আগন্তুক লোকটার মতই দ্বিধান্বিত হয়ে আছে। 'নরম্যান?'

স্যামের হাত খাবলে ধরেছে ম্যাগি। 'সুইট মেরি, নরম্যানই তো!'

BanglaBook.org

হতবুদ্ধ হয়ে একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে আছে তারা। ঐদিকে অনুষ্ঠানটা পূর্ণমাত্রায় জমে উঠেছে। সঙ্গীতের সুরটা আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করেছে, সাথে সাথে গানের গলাগুলোও। নরম্যানের কাছে পৌঁছার আগেই ভীড়ের মধ্য থেকে কামাপাক উদয় হয়ে পথ আটকে দিল তাদের। আগুনের আভায়, ওঝার ঘাড় ও গালে আঁকা উল্কিগুলোতে মাকড়সার জালের মত ছাপ ফুটে উঠেছে। মনে হচ্ছে যেন সীমাহীন ক্ষমতার কোন দুর্বোধ্য চিহ্ন এবং অদ্ভুত পাখার ড্রাগনের উল্কি করে রেখেছে লোকটা।

স্যাম তার রাইফেলটা তুলে ধরতে শুরু করেছিল, কিন্তু বন্দুকের নলে ধরে ম্যাগি বাঁধা দিল তাকে। 'তার কথাগুলো শুনে নাও আগে।'

শান্তভাবে কথা বলে যাচ্ছে ওঝা। ডেনাল অনুবাদ করে শোনাচ্ছে তার কথাগুলো শোনাচ্ছে তাদেরকে। '*হানন পাঁচার* মহান দেবতারা আপনার বন্ধুকে গ্রহণ করেছে। সে এখন *আয়লোর* সদস্য। সাপা ইনকার পরিবারের একজন।'

'সাপা ইনকা?' জিজ্ঞেস করলো ম্যাগি। এখনো স্যামের রাইফেলের নলটাতে ধরে রেখেছে সে। 'কে?'

কিন্তু ওঝা ইতিমধ্যেই অন্যদিকে ঘুরে গেছে। হাত নেড়ে নরম্যানের কাছে আসার জন্য আমন্ত্রণ করছে তাদেরকে। অবশেষে মনে হয় স্যামদেরকে লক্ষ্য করতে পেরেছে নরম্যান। দুর্বলভাবে হাত নেড়ে অভিবাদন জানাচ্ছে তাদেরকে। তার মুখটা এখনো ফ্যাকাশে হয়ে আছে। তবে, এইবার জ্বর বা অসুস্থতার জন্য না বরং প্রচণ্ড চমকের কারণে এমন হয়ে গেছে তার চেহারা। তার কাছে যাওয়ার জন্য গতি বাড়িয়ে দিয়েছে স্যাম। ম্যাগি আর ডেনাল অবশ্য এখনো ওঝার পাশে পাশেই আছে।

পরম আনন্দের সাথে তাদের পুনর্মিলনীটা উপভোগ করছে কামাপাক। ডেনালের সাহায্যে ম্যাগি আবার তার প্রশ্নটা করলো ওঝাকে। 'আমি বুঝতে পারছি না। সাপা ইনকা?' ম্যাগি আগে কখনো ভাবেওনি যে, দেবতা-রাজাদের একজন ছাড়াও এই ছোট্ট গ্রামটার একজন নির্দিষ্ট নেতা আছে। 'কে আপনাদের সাপা ইনকা?'

ডেনাল ম্যাগির কথাগুলো ওঝাকে অনুবাদ করে শোনাতেই ভ্রু কুঁচকে গেল কামাপাকের। আস্তে আস্তে বলছে এখন লোকটা। কামাপাকের কথা শেষ হতেই ম্যাগির দিকে ঘুরে তাকালো ডেনাল। 'উনি বলছেন যে, উনি আগেই আপনাকে সাপা ইনকারটা নামটা বলেছেন। সে হল ইনকারি। সূর্যমন্দিরে বাস করে সে।'

'ইনকারি?' গত রাতেও এই শিরোচ্ছেদকৃত যোদ্ধা রাজার নামটা তাকে বলতে শুনেছিল ম্যাগি। চোখের ভ্রু দুটো একসাথে কুঁচকে রেখেছে সে।

নরম্যানকে নিয়ে ফিরে এসেছে স্যাম। তাই আর কিছু জিজ্ঞেস করতে পারলো না ম্যাগি। 'তুমি এটা বিশ্বাস করতে পারবে না,' এটা দিয়েই শুরু করলো স্যাম। নরম্যানের দিকে তাকিয়ে ইশারা করছে। 'দেখাও তাকে।'

BanglaBook.org

নরম্যান তার হাঁটুটা উন্মুক্ত করে দেখানোর জন্য রোবটাকে হালকা উপরে তুলে এনেছে। এক মুহূর্তের জন্য মুখ বিকৃত করে ফেলেছিল ম্যাগি। ভালোভাবে দেখার জন্য কাছে ঝুঁকলো। প্রথমে সবকিছু স্বাভাবিকই মনে হচ্ছিল তার কাছে। 'কই আমি তো কিছু-...' তারপর হুট করে পরিবর্তনটা চোখে পড়তেই লাফিয়ে উঠলো সে। 'জিসাস, মেরি, জোসেফ!'

নরম্যানের ক্ষতটা সেরে উঠেছে। না, শুধু সেরেই উঠেনি। তার হাঁটুতে বুলেটের ক্ষতের কোন নিশানাও নেই। এমনকী ক্ষতের জন্য সৃষ্ট কোন দাগও দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে যেন নরম্যান কখনো আহতই হয়নি।

'তবে এটাও কিন্তু সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপারটা নয়,' ম্যাগি ও স্যামের পূর্ণ মনোযোগ পাওয়ার জন্য ঘোষণা করলো নরম্যান।

'কী তাহলে?' জিজ্ঞেস করলো টেক্সান স্যাম।

হাতটা তার মুখের উপর নিয়ে এসেছে নরম্যান। 'আমার চোখ।'

'কী হয়েছে চোখের?' ম্যাগি দেখতে পাচ্ছে যে ফটোগ্রাফারের চোখের সামনে মোটা চশমাটা আর নেই এখন।

চত্বরের দিকে দৃষ্টি ফেরালো ফটোগ্রাফার নরম্যান। কণ্ঠে বিস্ময় মিশে আছে। 'আমি দেখতে পাচ্ছি। আমার দৃষ্টিসীমা পুরোপুরি নিখুঁত হয়ে গেছে।'

তারা কেউ কোন প্রতিক্রিয়া দেখানোর আগেই, হাত উঁচিয়ে গলা চড়িয়ে বলে উঠতে শুরু করলো কামাপাক। তার গমগমে জোরালো কণ্ঠস্বরটা শুনে বুঝতে পারছে, কথা গুলো শুধু তাদের জন্যই নয়, বরং এখানে জমায়েত হওয়া সমগ্র ইনকা জাতির জন্য।

'কী বলছে সে?' রাইফেলটা কাঁধে ফিরিয়ে নিতে নিতে ডেনালকে জিজ্ঞেস করলো স্যাম।

ছেলেটা উত্তর দেওয়ার আগেই শুষ্ক গলায় বলতে শুরু করেছে নরম্যান। 'সে বলছে, আজ রাতে চাঁদ যখন এর সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থান করবে, তখন সাপা ইনকার উদয় হবে। শত শত বছর পর, সে তার সোনালি সিংহাসন থেকে তার সম্প্রদায়ের মানুষদের মাঝে নেমে আসবে।'

কামাপাক এখন তাদের দলটার দিকে নির্দেশ করে আছে।

'এখানে দাঁড়িয়েছে আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ। তারা ইনকারিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে মাঝের দুনিয়া *কে পাঁচায়*। আবারো দুনিয়ায় ইনকাদের রাজত্ব শুরু হবে।' শেষ করলো নরম্যান। তার মুখে একধরনের বিস্ময়ের অভিব্যক্তি ফুটে রয়েছে।

উল্লসিত হয়ে চিৎকার করতে শুরু করেছে জমায়েত হওয়া ইনকারা।

শুধু তাদের দলটাই চুপ করে আছে। হাঁ করে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে স্যাম। ম্যাগিও বিস্ময়ের কারণে বলার মত কোন শব্দ খুঁজে পাচ্ছে না। *নরম্যান কীভাবে ওঝার বলা কথাগুলো বুঝতে পারলো?* ম্যাগির আরো কাছে

BanglaBook.org

সরে গেছে ডেনাল। নরম্যানের দিকে ভীত স্বন্ত্রস্ত চোখে তাকিয়ে আছে ছেলেটা।

অনিশ্চিতভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো নরম্যান। 'ব্যাখ্যার জন্য আমার দিকে তাকিয়ে থেকে কোন লাভ নেই, বন্ধুরা। স্প্যানিশে প্রথম বছরেই ফেইল করেছিলাম আমি।'

●●●

অনুষ্ঠানটা চলছে। চত্বরের সিঁড়ির উপর নরম্যানের সাথে বসে আছে স্যাম। উত্তরগুলো জানতে চায় সে। 'তো, কী ঘটেছিল সেটা বলো আমাদেরকে। এই সূর্যমন্দিরটা আসলে কী?'

হাঁটুর উপর হাত বুলাতে বুলাতে মাথা নাড়লো নরম্যান। 'আমি জানি না।'

'কী বলছো তুমি?' জিজ্ঞেস করলো ম্যাগি। নরম্যানের কাছ থেকে একটু দূরে বসে আছে সে। সিঁড়ির নিচের ধাপগুলোর একটাতে বসে আছে ডেনাল। তার চোখ অনুষ্ঠানের দিকে। ছেলেটা তার মূল্যবান শেষ সিগারেটগুলোর একটা টানছে এখন। তার প্রতিটা লম্বা টানের সাথে সাথে সিগারেটের আগা মশালের মত করে জ্বলে উঠছে। ভীতিকর একটা দিন অতিবাহিত করার পর, স্যামও ছেলেটাকে এই ব্যাপারে কোন বাঁধা দিচ্ছে না। 'মন্দিরটা দেখতে কেমন?' জোরাজুরি শুরু করেছে ম্যাগি।

তার দিকে চোখ ফেরালো নরম্যান। তার চোখে দুঃশ্চিন্তা ও রাগ দুটোই মিশে আছে। 'উত্তরটা আগেও বলেছি... আমি *জানি না*।'

'তাহলে তুমি জানোটা কী?' স্যাম জানতে চাইলো।

মুখ ঘুরিয়ে নিল নরম্যান। আগুনের প্রতিচ্ছায়া জ্বলজ্বল করছে যেন তার চেহারাটা। 'আমার শুধু এটুকু মনে আছে তারা আমাকে আমাদের রুম থেকে জোর করে তুলে নিয়েছিল। আর আমিও এতই দূর্বল ছিলাম যে বাধা দেওয়ার জন্য দুই-একটা লাথি দেওয়ার চেয়ে আর বেশি কিছু করতে পারিনি। দ্রুতই আমাকে বাইরে বের করে আনলো তারা। তবে খুব একটা রূঢ়ভাবে বয়ে আনেনি। মনে হয় দক্ষিণের পথ ধরে যাওয়ার সময় সাথে আরো দুইজন যোদ্ধা যুক্ত হয়েছিল। প্রায় পৌনে একঘন্টা এভাবে চলার পর, আগ্নেয়গিরির কোণের দক্ষিণ দেয়ালটায় পৌঁছেছিলাম আমরা। অন্য বড় কালো আগ্নেয়গিরিটা আমাদের মাথার উপরেই ছিল তখন। একদম খাড়া একটা পথ ছিল সেখানে। তারপর হুট করেই পাথরের মধ্যে থাকা কালো ফাটলটা চোখে পড়লো আমার। একটা সুড়ঙ্গমুখ। আগ্নেয়গিরির একদম পাশেই।'

'কোথায় গিয়ে শেষ হয় সুড়ঙ্গটা?' নরম্যানের মনোযোগ টানতে জিজ্ঞেস করলো স্যাম।

BanglaBook.org

'আমি জানি না। কিন্তু সুড়ঙ্গের ঐ পাশ থেকে দিনের আলো আসতে দেখেছিলাম। এটা নিশ্চিত।'

'হয়তো অন্য আগ্নেয়গিরির সাথে যুক্ত হয়েছে সুড়ঙ্গটা,' বলছে ম্যাগি। 'ইনকাদের হানন *পাঁচায়* যাওয়ার পথ।'

'আর কী?' ফটোগ্রাফারকে জিজ্ঞেস করলো স্যাম।

মাথা নাড়ছে নরম্যান। 'এটুকু মনে আছে যে, সামনে থাকা গুহাটা উদয় হওয়ার আগ পর্যন্ত খাদ ধরে বেশ লম্বা একটা পথ অতিক্রম করতে হয়েছিল। মশালের আলো আসছিল গুহা থেকে। গুহার কাছাকাছি পৌঁছুতেই কেউ বের হয়ে স্বাগত জানিয়েছিল আমার অপহরণকারীদেরকে।' বলে মুখ বিকৃত করে দৃষ্টি সরিয়ে নিল ফটোগ্রাফার নরম্যান।

'আর?'

'মাঝখানের সময়টার কোন কথা মনে নেই আমার। তারপর যেটুকু মনে আছে, আমাকে সুড়ঙ্গ থেকে বের আনা হচ্ছিল। অস্তমিত সূর্যের আলোয় চোখে ধাঁধা লেগে গিয়েছিল প্রায়।' তার গায়ে জড়ানো রোবটার দিকে ইঙ্গিত করলো নরম্যান। 'আর, তখন আমি এটা পরেছিলাম।'

পাথরের আসনটার উপর একটু হেলান দিয়ে বসলো ম্যাগি। নরম্যানের কথাগুলো হজম করার চেষ্টা করছে। 'আর তুমি হুট করে ইনকা ভাষাও বুঝতে শুরু করলে...' মাথা নাড়ছে সে। 'হয়তো কোন ধরনের সম্মোহনের কবলে পড়েছিলে তুমি। এটায় তোমার স্মৃতিভ্রষ্টতার কারণটাও বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু এই পর্যায়ের চিকিৎসা–তোমার হাঁটু, তোমার চোখ–এতটা ভালো তো কোন ভাবেই করা সম্ভব না। এমনকী পশ্চিমা চিকিৎসার পক্ষেও নয়। এঁা... এটা প্রায় অলৌকিক একটা ব্যাপার।'

ভ্রু কুঁচকে গেছে স্যামের। 'আমি অলৌকিক কিছু মানিনা। কোন একটা উত্তর অবশ্যই আছে। আর সেটা আছে ঐ মন্দিরে।' নরম্যানের দিকে তাকালো স্যাম। 'তুমি কি সেখানে যাওয়ার পথটা মনে করতে পারবে?'

চিন্তিত নিচের ঠোঁটে কামড়াচ্ছে নরম্যান। 'মনে হয়। পথটা একদম সোজা। আর, প্রায় প্রতি একশো গজ পর পরই পাথরের নিশানাও আছে পথটায়। যোদ্ধারা থেমে তড়িঘরি করে কিছু শব্দ বিড়বিড় করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছিল।'

'প্রার্থনার প্রতীক,' বিড়বিড় করে বলছে স্যাম। অন্তত পক্ষে এখন সে এইটুকু নিশ্চিত হতে পারছে যে দরকার পড়লে সূর্য মন্দিরটা খুঁজে বের করতে পারবে তারা। এখন এটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। পরের দিন আঙ্কেল হ্যাঙ্ক এসে যুক্ত হবে তার সাথে। আর, তখন স্যাম এই অদ্ভুত রহস্যগুলো তার চাচার উপর ছেড়ে দিতে পারবে। এরকম ঝামেলাপূর্ণ ও ভয়ানক একটা দিন কাটানোর পর, নরম্যান সুস্থ হয়ে যাওয়াতেই স্বস্তি পাচ্ছে স্যাম। সেটা যেভাবেই বা যে কারণেই হোক।

BanglaBook.org

চত্বরে বাজতে থাকা কর্কশ ঢোলের শব্দটা মিলিয়ে গেছে ধীরে ধীরে। নাচও থেমে গেছে। ইনকা মহিলাদের একজন একটা পাথরের বেদীতে উঠে মৃদুস্বরে গাইতে শুরু করেছে। রাতের আগুনের আভায় বড্ড নিঃসঙ্গ শোনাচ্ছে তার স্বরটাকে। খুব দ্রুতই জমায়েত থাকা জনসাধারণের স্বরও যুক্ত হতে শুরু করেছে তার সাথে। কাছে থাকা ডেনালও অন্যদের সাথে গুনগুন করে গাইতে শুরু করেছে। যদিও শব্দগুলো অনুবাদকৃত নয়, তারপরও স্যাম বুঝতে পারছে কথাগুলোয় শ্রদ্ধার সাথে একধরনের আনন্দও মিশে আছে। অনেকটা খ্রিস্টান স্তবকগুলোর মতই শোনাচ্ছে গীতটাকে।

মনের মধ্যে ম্যাগির বলা শব্দটা ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে স্যাম। *অলৌকিকতা*। ইনকারা কি আরোগ্য লাভ করার অদ্ভুত উপায় কোন কিছু খুঁজে পেয়েছে? পন্স ডি লিওনের কাল্পনিক ফাউন্টেন অফ ইয়ুথের সমকক্ষীয় কিছু? এরকম একটা আবিষ্কারের কথা ভাবতেই মুখ শুকিয়ে হয়ে যাচ্ছে স্যামের।

গ্রামের মানুষদের শান্তস্বরে গাওয়া গীত শুনতে শুনতে চত্বরের দিকে চোখ ফেরালো স্যাম। আবারো অবাক হচ্ছে এই ভেবে যে এখানে কোন বাচ্চাই নেই, কোন মায়ের কোলেই কোন শিশু নেই বা মায়ের আঁচল ধরে থাকা কোন ছোট বাচ্চা নেই। এমনকী দাঁড়িয়ে থাকা যুবক পুরুষ-মহিলার কোন বৃদ্ধও নেই। পূর্ণিমা চাঁদের দিকে মুখ তুলে গাইতে থাকা সবগুলো মানুষই একরকমের। সবার বয়সই কাছাকাছি।

কারা এই মানুষগুলো? কী খুঁজে পেয়েছে তারা? হুট করেই শিরদাঁড়া বরাবর এক ধরনের শিহরণ অনুভব করছে স্যাম। যেটার সাথে এই উপত্যকার আবহাওয়ার কোন সম্পর্ক নেই।

অবশেষে, পিনপতন নীরবতা নেমে আসলো চত্বরটার উপর। সবাই ই দক্ষিণের দিকে মুখ করে হাঁটু গেড়ে উবু হয়ে বসে পড়েছে। এমনকী গাইতে থাকা মহিলাটাও বেদী থেকে নেমে এসে উবু হয়ে বসে গেছে। শুধু একজন মানুষই দাঁড়িয়ে আছে এখন। চত্বরের উলটো পাশে দাঁড়িয়ে আছে মূর্তিটা। কোন নড়ন-চড়ন নেই তার মাঝে। ইনকাদের বিবেচনায় লোকটা বেশ লম্বাও। প্রায় ছয়ফুটের কাছাকাছি। একটা ছড়ি দেখা যাচ্ছে তার হাতে, যেটার মাথায় সূর্যরশ্মি ছড়িয়ে পড়ার একটা প্রতীক রয়েছে।

ম্যাগি তাদেরকেও হাঁটু গেড়ে বসার জন্য তাড়া দিচ্ছে। 'এই লোকটাই মনে হয় সাপা ইনকা,' ফিসফিস করে বলছে সে।

ভীড়ের ভিতর দিয়ে ধীর গতিতে হেঁটে আসতে শুরু করেছে লোকটা। অতিক্রম করে যাওয়ার সময় পুরুষ-মহিলারা পাথরের মেঝেতে মাথা ঠুকে সম্মান জানাচ্ছে। কেউ ই কোন কথা বলছে না। সাপা ইনকাদের ঐতিহ্যবাহী সোনালি শিবিকা পরে না থাকলেও, রাজাদের পোশাকে আবৃত হয়ে আছে লোকটা। মাথার উপরে পাখির পালক ও লাল ভিকুনার পশমের তন্তু দিয়ে বুনন করা *লাউওতু* মুকুট, গায়ে ব্যয়বহুল *কুম্বি* কাপড় দিয়ে তৈরি করা সোনা-

BanglaBook.org

রূপায় সজ্জিত লম্বা রোব। এমনকী চুনি পাথরে সজ্জিত তার পায়ের জুতাটাও আলপাকার চামড়ায় তৈরি। ডান হাতে একটা লম্বা ছড়ি ধরে রেখেছে সে, প্রায় লোকটার সমানই লম্বা ছড়িটা, যেটার চূড়ায় হাতের তালু আকৃতির একটা সূর্যরশ্মি ছড়িয়ে পড়ার সোনালি প্রতীক রয়েছে।

বিড়বিড় করছে নরম্যান। 'ঐ ছড়িটা। ঐটার কথা মনে পড়েছে আমার। সুড়ঙ্গের খাদে দেখেছিলাম ঐটা।'

ফটোগ্রাফারের দিকে তাকালো স্যাম। ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে আছে মানুষটা। কাঁধে হাত রেখে তাকে অভয় দেওয়ার চেষ্টা করছে স্যাম।

আস্তে আস্তে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে ইনকাদের রাজা। স্যাম তার দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলো পর্যবেক্ষণ করে নিচ্ছে। দেখতে সাধারণ ইনকাদের মতই, কালচে-বাদামি বর্ণের ত্বক, প্রশস্ত মুখ, ভরাট বলিষ্ঠ ঠোঁট, তীক্ষ্ণ কালো চোখ। কানের দুই লতিতেই সূর্যরশ্মি ছড়িয়ে পড়ার চিহ্ন সম্বলিত সোনালি চাকতি ঝুলছে। তার ছড়ির চূড়ায়ও এই চিহ্নটাই রয়েছে।

সাপা ইনকা এখন তাদের একদম কাছাকাছি চলে এসেছে। দূরত্ব বড়জোর তিনগজের মত হবে। রাজাকে সম্মান জানিয়ে মাথা দোলাচ্ছে স্যাম। ইনকা শাসকদের দিকে সরাসরি চোখ তুলে তাকানো মানানসই নয়। তারা সূর্যের সন্তান, এবং সূর্যের মতই, কেউ যদি তাদের দিকে চোখ তুলে তাকায় তাহলে তীব্র উজ্জ্বলতায় ঝলসে যেতে পারে তাদের চোখ। তারপরও, চত্বরের পাথরের মেঝেতে নিজের মাথা ছোঁয়াতে পারছে না স্যাম।

তাতে অবশ্য ইনকা রাজাকে খুব একটা ক্ষুব্ধ মনে হয়নি। লোকটার চাহনি তীক্ষ্ণ ঠিকই, তবে শত্রুভাবাপন্ন নয়। তীব্র কৌতুহলী দৃষ্টিতে তাদের দিকে আরো এক কদম এগিয়ে আসলো লোকটা। কাছে থাকা এক মশালের আভার কারণে, এতক্ষণ ছায়ায় ঢেকে থাকা মুখটাকে এখন চকচকে দেখাচ্ছে। মুখের রক্তিমাভা দূর হয়ে এখন তামাটে-সোনালি রূপ নিতে শুরু করেছে।

মুখটা দেখে থতমত খেয়ে গেছে ম্যাগি।

ম্যাগির প্রতিক্রিয়া দেখে মুখ কুঁচকে গেছে স্যামের। সাহস করেই চোখ তুলে তাকালো লোকটার দিকে। চমকে গেছে সেও। 'ওহ গড' বিড়বিড় করে বলছে সে। এত কাছ থেকে মিলটা ধরতে কোন ভুল করার কথা না কারো। বিশেষ করে সাথে আবার মশালের সোনালি আভায় প্রজ্জ্বলিত হয়ে আছে রাজার মুখাবয়বটা। এই মানুষটাকে তারা আগেও দেখেছে। গুপ্ত ফাঁদভর্তি কক্ষে পাহারা দেওয়া প্রমাণ-আকৃতির প্রতিকৃতিক মূর্তি এবং পাতালের গোরস্থানের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে থাকা সুউচ্চ মূর্তি দুটোর সাথেই হুবুহু মিল আছে লোকটার।

আরো এক কদম কাছে এগিয়ে এসেছে সাপা ইনকা। মশালের আভাটা তার মুখের উপর থেকে সরে যেতেই আবারো সাধারণ মানুষে পরিণত হয়েছে। কিছু মুহূর্তের চুপচাপ স্যামদেরকে পর্যবেক্ষণ করছে সে। চত্বরটার

BanglaBook.org

উপর শ্মশানের মত নীরবতা নেমে এসেছে যেন। অবশেষে, রাজা তার ছড়িটা উঁচিয়ে স্বাগত জানালো তাদেরকে। 'আমি ইনকা ইনকারি,' গমগমে ও বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরে ইংরেজিতে বলছে লোকটা। 'স্বাগতম। ইন্তি তোমাদেরকে তার আলোতে নিরাপদে রাখুক।'

ওরা এখনো হাঁটু গেড়েই বসে আছে। এতই অবাক যে নড়তেও পারছে না।

রাজা তার ছড়ি দিয়ে পাথরে দুইবার টোকা দিতেই, আবারো কোলাহলটা বাড়তে শুরু করেছে। তার সংকেত পেতেই উল্লসিত চিৎকার ভেসে আসলো সমবেত জমায়েত থেকে। মানুষজন আবারো তাদের পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। ঢোল, বাঁশি ও খঞ্জনির শব্দ তাদের আনন্দঘন মুহূর্তটাকে আলাদা মাত্রা দিতে শুরু করেছে।

সাপা ইনকা তাদের আলোড়নে অতটা মনোযোগ না দিয়ে তার ছড়িটা নিচে নামিয়ে আনলো।

নাচতে থাকা জনতার ভীড় থেকে হঠাৎ করে যেন ভূতের মত করে উদয় হল কামাপাক। ওঝার মুখে দীপ্তিময় শ্রদ্ধা ফুটে রয়েছে। তার শরীরে উল্কিগুলোও প্রায় জ্বলজ্বল করছে। '*কুয়লোপ্পাজ ইনকান, ইন্তি ইয়ানানচিস,*' কোমড় থেকে হালকা নুইয়ে টানা সুরে বলে যাচ্ছে সে। এমনকী কোন অনুবাদ ছাড়াই ওরা বুঝতে পারছে যে, কামাপাক রাজার থেকে কোন আশীর্বাদ প্রার্থনা করছে।

ওঝার বলা শেষ হলে, সাপা ইনকা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে সংক্ষিপ্তভাবে জবাব দিল তাকে। কথা শেষে হাত নেড়ে বিদায় জানালো কামাপাককে। প্রশস্ত হাসি ফুটে উঠেছে ওঝার মুখে। স্পষ্টতই, তার প্রত্যাশিত জবাবটা নিয়েই ফিরে যাচ্ছে সে। শান্তভাবে স্যামদের দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে বিদায় জানালো রাজা। অবশ্য, ডেনালের দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল সে। এরপর পিছনে ঘুরে উৎসবকারীদের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ওঝাকে অনুসরণ করে এগিয়ে যেতে শুরু করলো সাপা ইনকা।

'মনে হয় তালিকাভুক্ত হতে পেরেছি আমরা,' রাজা চলে যেতেই মন্তব্য করলো স্যাম।

'এবং অল্প সময়ের মধ্যেই বরখাস্তও হয়েছি,' সাথে যোগ করলো ম্যাগি।

নরম্যানের দিকে চোখ ফেরালো স্যাম। 'তারা কী নিয়ে বলছিল?'

ফটোগ্রাফার আবারো নিজের পায়ের উঠে দাঁড়িয়েছে। চোখ সরু হয়ে আছে তার। 'কামাপাক রাজার সাথে একান্তে কথা বলতে চাচ্ছে'—বলে স্যামের মুখোমুখি নরম্যান—'আমাদের ব্যাপারে।'

ভ্রু কুঁচকে গেছে স্যামের। 'আমাদের ব্যাপারে কী?'

'এখানে আমাদের ভবিষ্যতের ব্যাপারে।'

কথার ধরণটাকে ঠিক পছন্দ করতে পারছে না স্যাম। ওঝা আর রাজাকে চত্বর পেরিয়ে বামের একটা দ্বি-তল ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে দেখেছে সে।

BanglaBook.org

'এই সাপা ইনকার ব্যাপারে অভিমত কী তোমার?' ম্যাগিকে জিজ্ঞেস করলো স্যাম।

'নিশ্চিত ভাবেই বাইরের দুনিয়া সম্পর্কে কিছু জ্ঞান আছে তার। ইংরেজিও জানে অল্পসল্প। তোমরা কি কেউ তার চেহারাটা খেয়াল করেছো? সে নিশ্চিতভাবেই মূর্তি করা প্রাচীন রাজার কোন সরাসরি উত্তরসূরি।'

সায় দিল স্যাম। 'মিল দেখে অতটা চমকাইনি আমি। এটা আবদ্ধ বংশানু ধারার কারণে হয়েছে। ইনকাদের রক্ত দূষিত করার মত কোন বহিরাগতও নেই এখানে।'

'আমরা আসার আগ পর্যন্ত ছিল না,' বললো নরম্যান।

ফটোগ্রাফারের কথাকে অতটা আমলে নিচ্ছে না স্যাম। 'কিন্তু, তার মাঝে এমন কী আছে যার জন্য সে নিজেকে ইনকারি বলে দাবি করছে?'

মাথা নাড়ছে ম্যাগি।

'এই ইনকারিটা কে?' জিজ্ঞেস করলো নরম্যান।

ম্যাগি সংক্ষেপে শিরোচ্ছেদকৃত রাজার গল্পটা শোনালো তাকে, যার সম্পর্কে কথিত আছে যে-সে আবারো এই ধরণীতে উদয় হবে এবং ইনকাদের মর্যাদাকে আবারো প্রতিষ্ঠিত করবে।

'সাধারণ ভাষায় বললে, পুনর্জন্ম,' মন্তব্য করলো নরম্যান।

'ঠিক,' বললো ম্যাগি। ওর মুখ কিছুটা বিকৃত হয়ে আছে। 'আবারো, খ্রিস্টীয় ধারার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। পাশ্চাত্যের কিছু রীতি অনুপ্রবেশের আরেকটা প্রমাণ।'

এখনো পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারছে না স্যাম। 'কিন্তু, তারা যদি উপত্যকার বাইরে গিয়েই থাকে, তাহলে এখানে এভাবে লুকিয়ে আছে কেন?'

নরম্যানের দিকে হাত দিয়ে ইশারা করছে ম্যাগি। 'নিঃসন্দেহেই তারা কিছু একটা আবিষ্কার করেছে এখানে। এমন কিছু সেটা আরোগ্য প্রদান করে। আগ্নেয়গিরির কোন ফোয়ারা বা এমন কিছু হয়তো। সম্ভবত, ওটাকেই পাহারা দিচ্ছে তারা।'

নরম্যানের দিকে একবার তাকিয়ে, আবার কামাপাকের সাথে ঘরের ভিতরে গায়েব হয়ে যাওয়া রাজার দিকে তাকালো স্যাম। এখানকার সমস্ত রহস্যেরই শুরু এবং শেষ হয়েছে ঐ মন্দিরটাকে ঘিরেই। নরম্যান যদি শুধু ওখানে কী ঘটেছিল তা মনে করতে পারত...

'তাদের আলোচনার সময় দেয়ালের কোন পোকা হতে পারলে খুশি হতাম আমি,' চত্বরের দিকে তাকিয়ে আক্ষেপের সাথে বিড়বিড় করে বললো ম্যাগি।

নরম্যানও সায় দিচ্ছে তার কথায়।

সোজা হয়ে উঠে বসলো স্যাম। 'তাহলে করছি না কেন আমরা?'

'কী?' তার দিকে ঘুরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো ম্যাগি।

BanglaBook.org

'দেয়ালে কান পাতছি না কেন? তাদের জানালাগুলো তো কোন কিছু দিয়ে ঢেকে রাখেনি। নরম্যান তাদের ভাষাটাও বুঝতে পারে। কিসে আটকে রেখেছে আমাদে কে?'

'জানি না ঠিক,' তিক্তভাবে বলছে নরম্যান। 'হয়তো তাদের হাতে থাকা বর্শাগুলোর ভয়।'

ম্যাগিও সায় দিল নরম্যানের সাথে। 'সন্দেহ করার মত আমাদের কোন কিছু করা উচিৎ না।'

স্যাম তার পরিকল্পনাকে আরো ভালোভাবে সাজিয়ে নিচ্ছে। পুরোটা দিন জুড়ে নরম্যানের ভাগ্যে কী আছে তা নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করার পর, এখন প্রচণ্ড ক্লান্ত হয়ে আছে সে। অন্ধকারের গুপ্তচরবৃত্তি করার মত অতটা বল না পেলেও রাইফেলটাকে কাঁধে ঝুলিয়ে উঠে দাঁড়ালো স্যাম। 'যদি এখন ওঝা আর রাজা আমাদের ভাগ্য নিয়েই আলোচনা করে থাকে, তাহলে আমি জানতে চাই তারা কী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।'

স্যামকে আটকানোর জন্য হাত বাড়িয়ে দিল ম্যাগি। 'এটা নিয়ে আমাদের কথা বলা দরকার।'

ম্যাগির কবল থেকে নিজেকে সরিয়ে আনলো স্যাম। 'তোমার কী মত, নরম্যান? নাকি সকালে তোমাকে টেনে-হিঁচড়ে বেদীতে নিয়ে যাবে, সেটাই পছন্দ করবে তুমি? আর, হ্যাঁ আমি কিন্তু বিয়ে করানোর কথা বলছি না।'

নরম্যান তার ঘাড় চুলকাতে চুলকাতে উঠে দাঁড়ালো। 'হুম, এইরকম ভাবে বললে তো...'

ম্যাগির মুখ লাল হয়ে গেছে এখন। 'ব্যাপারটাকে এইভাবে সামলানো ঠিক হচ্ছে না আমাদের। এটা বোকামী। আমরা সবাই ঝুঁকির মুখে পড়ে যাবে।'

স্যামও সমানভাবেই জ্বলে উঠেছে।

'গর্তের মাঝের লুকিয়ে থেকে খুন না হবার জন্য প্রার্থনা করার চেয়ে এটাই ভাল,' রাগে গর্জে উঠে বললো স্যাম।

কথাটা শুনেই স্যামের কাছ থেকে পিছিয়ে গেছে ম্যাগি। পুরোপুরি চমকে গেছে। আহত দৃষ্টি মেলে তাকালো স্যামের দিকে, 'তুমি...'

স্যাম বুঝতে পারছে যে ম্যাগি হয়তো মনে করেছে তাকে তর্কে পরাস্ত করার জন্য সে ম্যাগির আয়ারল্যান্ডের দুর্ঘটনার কথা নির্দেশ করছে। 'আ... আমি ঐটা বুঝাইনি,' ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে সে।

ম্যাগি ডেনালকে নিজের কাছে টেনে এনে স্যামের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। 'মরতে বসো না আবার,' অন্যমনস্ক ভাবে নরম্যানকে কথাগুলো বলে সারিবদ্ধ ঘরগুলোর দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করলো ম্যাগি।

ম্যাগির প্রস্থানের দিকে তাকিয়ে আছে নরম্যান। 'স্যাম, কী বলছো সেটার দিকে তোমার খেয়াল রাখা উচিৎ। বুঝাই যাচ্ছে তুমি আর তোমার চাচা এখনো ব্যাচেলর হয়ে আছো কেন।'

BanglaBook.org

'আমি তা বলিনি–'

'হ্যাঁ, আমি জানি... কিন্তু তবুও... পরেরবার কিছু বলার আগে ভেবে নিও।' বলে চত্বরের দিকে পা বাড়িয়েছে নরম্যান। 'এখন চলো, জেমস বন্ড, আমাদের কাজটা সেরে ফেলি।'

ম্যাগিকে মাথা নুইয়ে তার ঘরের ভিতর ঢুকতে দেখছে স্যাম। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তার সঙ্গী নরম্যানের দিকে চোখ ফেরালো আবার। কিছুক্ষণ আগেও তার মনে আগুন ধ্বক করে জ্বলে উঠেছিল, আর এখন সেটা পুড়ে দগ্ধ হয়ে গেছে। 'আমি একটা মস্ত গর্ধভ।'

তার কথাটা শুনে ফেলেছে নরম্যান। 'কোন দ্বিমত করছি না এই ব্যাপারে।'

চোখ রাঙ্গিয়ে উঠে মাথার উপরের স্টেটসন টুপিটা ঠিক করে নিল স্যাম। রাগে লম্বা লম্বা পা ফেলে নরম্যানকে পেরিয়ে গেছে। 'চলো।'

চলমান অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়েই অতিক্রম করে দ্বি-তল বেটে বাড়িটার কাছে এসে পৌঁছেছে তারা। পরিষ্কারভাবেই, এটা *কাপাক* মানে আভিজাত্যপূর্ণ ইনকাদের আবাসস্থল। ঘরের দরজা-জানালার কাঠামোগুলো পেটান রূপা দিয়ে তৈরি। খোলা জানালা দিয়ে ঘরের ভিতর থেকে আগুনের আভা ও চাপা কণ্ঠস্বর বাইরে ভেসে আসছে।

স্যাম আশেপাশে তাকিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে, কেউ তাদের উপর লক্ষ্য রাখছে কিনা। সন্তুষ্ট হয়ে নরম্যানকে নিয়ে ঘরের পাশের একটা সরুগলিতে ঢুকে পড়লো সে। জায়গাটা একটু বেশি চাপা। একবারে একজনই চলতে পারবে গলিটা দিয়ে। স্যাম আগে আগে এগিয়ে যাচ্ছে। সামনে কাঁধ সমান উঁচু দেয়ালে আবদ্ধ কোন একটা আঙ্গিনা থেকে আগুনের আভা আসছে। কাছাকাছি যেতেই দেয়ালের তারা ও অর্ধচন্দ্রাকৃতির ছিদ্রগুলো চোখে পড়লো স্যামের। গুপ্তচরবৃত্তির জন্য একেবারে নিখুঁত অবস্থান।

নরম্যানকে এগিয়ে আসার ইঙ্গিত দিয়ে ছিদ্রগুলোর একটায় চোখ রাখলো স্যাম। দেয়ালের অপরপাশে একটা বাগানসমৃদ্ধ আঙ্গিনা রয়েছে। অর্কিড এবং অন্যান্য ফুলের শাখা-প্রশাখায় ভরে আছে বাগানটা। পাখিগুলো তাদের নীড়ে পাখার মাঝে মাথা গুঁজে ঘুমাচ্ছে। বাগান ঘিরে রাখা আঙ্গিনার কেন্দ্রে থাকা অগ্নিকুণ্ডটা জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

আগুনের আভায় সে এখন কামাপাক ও ইনকাদের প্রতিচ্ছায়া দেখতে পাচ্ছে।

ওঝা তার আঙুলের ডগা দিয়ে গায়ে আঁকা উল্কিগুলোর একটায় ছুঁয়ে বিড়বিড় করে কোন প্রার্থনা পড়ছে। প্রার্থনা শেষে সে তার *চুসপা* থলিটা খুলে সেখান থেকে একমুঠো গুঁড়া বের করে আগুনের মধ্যে ছিটিয়ে দিল। একধরনের নীল অগ্নিশিখা জ্বলে উঠলো আগুন থেকে। অগ্নিকুণ্ডকে প্রদক্ষিণ করে গুঁড়া ছিটিয়ে দিতে দিতে রাজার সাথে কথা বলে যাচ্ছে ওঝা।

BanglaBook.org

পাশেই আরেকটা ছিদ্রের কাছে থাকা নরম্যান কথাগুলোকে অনুবাদ করে যাচ্ছে। স্যামের কানের একদম কাছেই তার ঠোঁটগুলো। রুদ্ধশ্বাস গলায় বলে যাচ্ছে সে।

ওঝা বলছে, 'আপনাকে যেটা বলছিলাম, যদিও তারা সাদা চামড়ার এবং নিচ থেকে এসেছে, তারপরও তারা *উকা পাঁচার* অশরীরি *ম্যালাকুই* নয়। তারা সত্যিকারের মানুষ।'

মাথা ঝাঁকাচ্ছে রাজা। চিন্তিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অগ্নিশিখার দিকে। 'হ্যাঁ, আর, মন্দিরও তাদের একজনকে সুস্থ করে দিয়েছে। ইন্তি গ্রহণ করেছে তাদেরকে।' আবার কামাপাকের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলো ইনকারি। 'তারপরও, তারা তো আর ইনকা নয়।'

ওরা জানে না কামাপাক এতক্ষণ কী ক্রিয়া-কর্ম পালন করছিল। তবে, ওঝা তার কাজ শেষ করে এখন একটা নলখাগড়ার মাদুড়ের উপর পা গুটিয়ে বসে পড়েছে। 'না। তবে, তাদের অন্তরে কিন্তু খুনের নেশা নেই... বহু বছর আগে আসা লোকটার মধ্যে যে রকম ছিল।'

বুনন করা মাদুরের উপর ওঝার পাশে গিয়ে বসেছে রাজা। তার গলার স্বর ক্লান্ত শোনাচ্ছে। 'ঐ ঘটনার পর কতটা সময় পেরিয়েছে, কামাপাক?'

ওঝা তার থলি থেকে গিট গিট দেওয়া একটা লম্বা রশি বের করে এনেছে। স্যাম এই জিনিসটা চেনে। এটা ইনকাদের গণনার উপকরণ, *কুইপু*। আঙ্গিনার পাথরের মেঝেতে রশিটাকে ছড়িয়ে একটা গিটের দিকে নির্দেশ করলো কামাপাক। 'এই যে এইসময় মোশিকোরা এই উপত্যকা আবিষ্কার করেছিল। পাঁচশো ত্রিশ বছব আগে আপনি এখানে আপনার সৈন্যদল নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন।' বলে তার আঙুলটা রশির অনেকটা নিচে নামিয়ে আনলো সে। 'আর, এই যে এসময় আপনি মারা গিয়েছিলেন।'

ঝটকা খেয়ে গেছে যেন স্যাম। উপহাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে নরম্যানের দিকে। মরে গিয়েছিল? কাঁধ ঝাঁকাচ্ছে ফটোগ্রাফার। 'এরকমটাই তো বললো সে,' ফিসফিস করে বললো নরম্যান।

ভ্রু কুঁচকে আবারো দেয়ালে কান পাততে যাচ্ছিল স্যাম। কিন্তু, তখনই ভেসে আসা অট্টচিৎকারটা চমকে দিল তাকে। গলির দুই প্রান্তেই জ্বলন্ত মশাল দেখতে পাচ্ছে। একদম জমে গেছে স্যাম আর নরম্যান। হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছে। কর্কশ কণ্ঠে কিছু আদেশ করা হয়েছে ওদেরকে।

'তা... তারা আমাদেরকে বেরিয়ে যেতে বলছে,' বললো নরম্যান।

রাইফেলের বাটে হাত চলে গেছে স্যামের। তবে, কি যেন ভেবে অস্ত্রটাকে আর বের করে আনলো না। সে প্রথমে দেখতে চায় যে কীরকম আচরণ করা হবে এখন তাদের সাথে। 'চলো।'

নরম্যানকে ঠেলা দিয়ে অপেক্ষারত প্রহরীদের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করলো স্যাম। চত্বরে বেরিয়ে আসতেই রাগান্বিত চেহারাগুলোর সম্মুখীন হল

BanglaBook.org

তারা। হাতে মশাল ও বর্শা নিয়ে একদল মানুষ চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে তাদের। গানের সুরটাও থেমে গেছে। শত শত ঘর্মাক্ত মুখ এখন তাদের দিকেই তাকিয়ে আছে।

দরজার মুখে ওঝা ও রাজাকে বেরিয়ে আসতে দেখলো তারা। চটজলদি প্রহরীদের সাথে কিছু কথা বলে নিল ওঝা। নির্বিকারভাবে দরজার মুখে দাঁড়িয়ে আছে রাজা।

সাপা ইনকা তার ছড়িটা উঁচিয়ে ধরতেই নীরব হয়ে গেছে সবাই। স্যামের দিকে তাকিয়ে আন্তরিকহীনভাবে ইংরেজিতে বলতে শুরু করেছে সে। 'মন্দিরে, ইন্তি' আমাকে তোমার ভাষাটা শিখিয়ে দিয়েছিল, যাতে আমি তোমার সাথে কথা বলতে পারি। আসো তাহলে। অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে যেটা জানতে চাচ্ছিলে সেটা জেনে নাও।' বলে আবার তার সুসজ্জিত ঘরটায় প্রবেশ করলো সে।

মুখ বিকৃত হয়ে আছে কামাপাকের। স্পষ্টতই, তাদের আচরণে হতাশ হয়েছে। হাত নেড়ে আঙ্গিনায় যাওয়ার জন্য নির্দেশ করছে ওদেরকে। ঠিক এই আঙ্গিনার দেয়ালেই কিছুক্ষণ আগে কান পেতেছিল ওরা।

ভিতরে ঢুকতেই সাপা হাতের ইশারায় মেঝেতে বিছানো মাদুরে বসতে বললো।

নরম্যান ও স্যাম বিনাবাক্যেই নির্দেশটা মেনে নিয়ে বসে পড়েছে মাদুরের উপর।

আগুনের দিকে এগিয়ে গেল রাজা, যেন অগ্নিশিখার সাথেই কথা বলছে সে। 'এখানে এমন কী আছে যেটাকে খুঁজছো তোমরা?' জিজ্ঞেস করলো রাজা।

সোজা হয়ে উঠে বসলো স্যাম। 'উত্তর। যেমন আপনি আসলে কে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা ঝাঁকালো সাপা ইনকা। 'কেউ কেউ এখন আমাকে ইনকারি বলে। কিন্তু আমি তোমাদেরকে আমার আসল নামটাই বলব। আমার প্রথম নাম, আমার সবচেয়ে পুরোনো নামটাই। আমার জন্মনাম হচ্ছে পাঁচাকাটেক। ইনকা পাঁচাকাটেক।'

ভ্রু কুঁচকে গেছে স্যামের। পাঁচাকাটেক নামটা সে জানে। ইনকা সাম্রাজ্যের প্রাচীন নির্মাতা সে। যার নেতৃত্বে ইনকারা একমাত্র অঞ্চল কুজকো থেকে তাদের রাজত্ব বড় করতে করতে পর্বতমালা ও উপকূলের মাঝের জমিগুলোরও অধিকৃত করেছিল। 'আপনি আর্থ শেকারের কোন উত্তরসূরি?' তাদের নির্মাতার ডাকনামটা ব্যবহার করে জিজ্ঞেস করলো স্যাম।

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে রাজা। 'না। *আমিই* আর্থ শেকার। *আমিই* পাঁচাকাটেক।'

উত্তরটা শুনে মুখ কুঁচকে গেছে স্যামের। এটা অসম্ভব। স্পষ্টতই, অন্য সব ইনকা রাজাদের মতই এই লোকটাও বিভ্রমের মাঝে আছে–যে তারা তাদের

BanglaBook.org

পূর্বসূরীদের প্রতিমূর্তি এবং মৃতদের আত্মা তাদের জীবিত দেহে স্থানান্তরিত হয়েছে।

কামাপাক তার নিজের ভাষায় কথা বলে উঠলো। হাত নাড়িয়ে ধাড়িয়ে কিছু বলছে ওঝা। মাটিতে পড়ে থাকা গিট দেওয়া লম্বা রশি, *কুইপু*টা আবার উঠিয়ে নিয়েছে হাতে। তাদের দিকে নির্দেশ করে নাড়াচ্ছে রশিটা।

নরম্যান অনুবাদ করে দিচ্ছে, 'কামাপাক দাবি করছে যে এই উপত্যকায় বাস করা প্রত্যেকের বয়সই প্রায় চারশো বছরেরও বেশি। এমনকী তাদের রাজারও।'

'তারমানে, এই সাপা ইনকা মনে করছে সে ই *আসল* পাঁচাকাটেক।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল নরম্যান। 'হ্যাঁ, একদম সত্যিকারের।'

মাথা নাড়ছে স্যাম। ইনকাদের অস্পষ্ট গল্পকাহিনীগুলোকে মানতে পারছে না একদমই। তবে, মনে মনে নরম্যানের সেরে উঠা ও নতুন ক্ষমতাগুলোর ব্যাপারেও চিন্তা করছে। নিশ্চিতভাবেই অলৌকিক কিছু একটা আছে এখানে। কিন্তু তাই বলে এই উপজাতিটা এত লম্বা সময় ধরে বেঁচে থাকবে? পন্স ডি লিওনের ফাউন্টেন অফ ইয়ুথের ব্যাপারে তার ভাবনার কথাটাও স্মরণ করছে। এটাও কী সম্ভব?

এখানে আসার পর থেকেই তার মনে ঘুরতে থাকা প্রশ্নটা করলো স্যাম। 'সূর্যমন্দিরের ব্যাপারে বলুন।'

পাঁচাকাটেক তার হাতের ছড়ির প্রতীকটার দিকে একবার তাকিয়ে আবার আগুনের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল তার। হঠাৎ করেই প্রচণ্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে তার মুখটাকে। চোখ গুলোকেও এত বিষণ্ন দেখাচ্ছে যে একমুহূর্তের জন্য স্যাম প্রায় বিশ্বাস করে ফেলেছিল যে, এই লোকটা আসলেই পাঁচশো বছর ধরে বেঁচে আছে। 'বোঝার জন্য, অন্যদের মুখ থেকে শোনা গল্পগুলোই বলতে হবে আমাকে,' ফিসফিস করছে সে। 'এই পবিত্র ভূমিতে প্রথম আসা মোশিকোদের সময় থেকে শুরু করে।'

বুকের ভিতর ধ্বক করে উঠলো স্যামের। তারমানে, প্রথমে মোশিকোরাই ছিল এখানে! আঙ্কেল হ্যাঙ্কের ধারণাটাই ঠিক।

ওঝার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালো সাপা ইনকা। 'তাদেরকে জ্বলন্ত আকাশের রাত সম্পর্কে বলো, কামাপাক।'

মাথা নুইয়ে রাজার আদেশ মেনে নিল ওঝা। আগুনের ধারে চলে গেছে সে। তার কণ্ঠে মলিনভাব ফুটে উঠেছে। নরম্যান অনুবাদ করছে তার কথাগুলোকে। 'ইনকা পাঁচাকাটেকের সৈন্য দল এই উপত্যকাকে দখল করে নেওয়ার ষাট বছর আগের কথা। একরাতে আকাশটা শত শত জ্বলজ্বলে তারায় জ্বলে উঠেছিল। অন্ধকার আকাশে জ্বলন্ত সূর্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা এলোপাথাড়ি ভাবে ধাওয়া করছিল একটা আরেকটাকে। *হানন পাঁচা* থেকে এই পবিত্রভূমিতে ঝরে পড়েছিল তারা। মোশিকো রাজা তার শিকারীদেরকে

BanglaBook.org

পর্বতমালা সমূহের জঙ্গল থেকে সূর্যের কণাগুলোকে খুঁজে একত্র করার নির্দেশ দিয়েছিল।'

গল্প শুনতে শুনতে মাথা দোলাচ্ছে স্যাম। ওঝা নিশ্চয়ই কোন উল্কাবৃষ্টির বিবরণ দিচ্ছে।

কামাপাক তার কথা বলে যাচ্ছে। 'এই সম্পদগুলো একত্র করে নিয়ে আসা হয় মোশিকো রাজার কাছে। সে এই ক্ষুদ্র কণাগুলোকে সূর্যের স্বর্ণ বলে ঘোষণা করেছিল এবং এই গুপ্ত উপত্যকার এক গুহায় তার সম্পদগুলোকে লুকিয়ে ফেলেছিল।'

পাঁচাকাটেক বাঁধা দিয়ে উঠলো তার কথায়। 'কিন্তু, 'তারপরই আমি আমার সৈন্যদল নিয়ে পৌঁছাই এইখানে। তাদের রাজাকে মেরে মোশিকোদেরকে আমার দাসে পরিণত করি। আমি তাদেরকে জোর করছিলাম, আমাকে সম্পদের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য। অবশ্য মুখ খোলানোর জন্য আমাকে তাদের অনেককেই হত্যা করতে হয়েছিল। তারপর গুহাভর্তি সূর্যের আলো খুঁজে পাই আমি। যেগুলোকে ধরাও যায়, ছোঁয়াও যায়। দেখেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছিলাম। আমি জানতাম ঐটা স্বয়ং ইন্তি। সূর্যের দেবতা!' পুরোনো গৌরব ও বিস্ময়ে ভরে উঠেছে রাজার চোখ। মনে হচ্ছে এটা আবার তাকে চাঙ্গা করে তুলছে।

গল্প বলা অব্যাহত রেখেছে ওঝা। 'ইন্তিকে সম্মান জানানোর জন্য এবং আমাদের দেবতাকে বন্দী করে রাখার জন্য, পাঁচাকাটেক উপত্যকা এবং নিচে গ্রামে থাকা সমস্ত মোশিকোকেই বলিদান করে ফেলেন। সবাইকে উৎসর্গ করার পর, ইন্তির কাছ থেকে স্বীকৃত পাওয়ার জন্য পাঁচাকাটেক সাত দিন সাত রাত ধরে প্রার্থনায় বসেছিলেন। এবং, অবশেষে ইন্তি তার প্রার্থনা কবুল করেছিলেন।'

এটুকু বলার পর, বিড়বিড় করে প্রার্থনা করতে করতে ওঝা তার থলি থেকে কিছু বেগুণী বর্ণের গুড়া ছিটিয়ে দিল আগুনের মধ্যে। ধ্বক করে নীল অগ্নিশিখায় জ্বলে উঠলো আগুনটা। আবারো বলে যেতে শুরু করেছে সে। 'তার আনুগত্যের জন্য পুরষ্কারস্বরূপ, রাতারাতি গুহার মধ্যে একটা মন্দির গড়ে উঠেছিল। একটা *হুয়াকা* গড়ে উঠেছিল মোশিকেদের পুঞ্জিভূত করা সম্পদের উপর। এই পবিত্র মন্দিরের মধ্যেই, ইন্তি অসুস্থদের সারিয়ে তুলেন এবং যারা সূর্যের স্বর্ণকে সম্মান করে তাদেরকে মৃত্যুর হাত থেকে আটকে রাখেন।'

শ্বাস নেওয়ার জন্য রীতিমত জোর খাটাতে হচ্ছে স্যামকে। এই প্রাচীন ইনডিয়ানরা কী আসলেই ফাউন্টেন অফ ইয়ুথের সমকক্ষীয় কোন কিছু আবিষ্কার করেছিল? বিশ্বাস করার জন্য, তাকে কেবল রোগ থেকে সেরে উঠা অনুবাদকারী নরম্যানের দিকেই তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে।

'পাঁচাকাটেক তার মুকুট তার ছেলে এবং এই ইনকা সাম্রাজ্যের দায়িত্ব তার উত্তরসূরিদের হাতে তুলে ফিরে আসেন এই উপত্যকায়। এখানে ইন্তির

BanglaBook.org

পূজা করার জন্য তিনি এবং তার বাছাইকৃত বিশ্বস্ত অনুসরণকারীরাই শুধু অবশিষ্ট ছিল। যাদের কখনো মরণ হবে না। শীঘ্রই, এই উপত্যকায় জন্ম নেওয়া সমস্ত বাচ্চাই মন্দিরের দৈবক্ষমতায় দেবতায় পরিণত হয় এবং তাদেরকে উপহারস্বরূপ, *হানন পাঁচায়* দিয়ে দেওয়া হয়। '

কথাগুলো বলা শেষ হতেই রাজার চোখ চলে গেল দক্ষিণের দিকে। পাশে থাকা সুউচ্চ আগ্নেয়গিরিগুলো ছায়াবৃত করে রেখেছে জায়গাটাকে। একটা গভীর চিন্তার দৃষ্টি ফুটে উঠেছে তার চোখে।

স্যামকে সত্যভ্রষ্ট গল্পটার একটা অভ্যন্তরীণ যুক্তিকে মেনেই নিতে হচ্ছে। যদি এই উপত্যকার বাসিন্দারা কখনো না মরে থাকে, তাহলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাচ্চাদেরকে উৎসর্গ করা ভাল একটা উপায়। এই উপত্যকাটায় সম্পদের পরিমাণ অসীম নয়, আর ক্রমাগত নতুন মুখ বাড়তে থাকলে সেটা তাদের সীমিত সম্পদকে ছাপিয়ে যেত। গল্পটা থেকে উপত্যকায় বয়স্ক বাসিন্দা না থাকার ব্যাপারেও একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে। কারোরই বয়স বাড়েনি এখানে।

আবারো বাধা দিয়ে উঠলো পাঁচাকাটেক। তার গলার স্বর তিক্ত হয়ে আছে এখন। 'কিন্তু শান্তির সময়টা বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেনি। একশো বছর পরেই লম্বা একটা জাহাজে করে, অদ্ভুত ভাষার কিছু মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল এখানে। তাদের সাথে কিছু অদ্ভুত জন্তুও ছিল। '

'স্প্যানিশরা,' বিড়বিড় করে নিজেকেই বললো স্যাম।

'তারা আমার সমস্ত মানুষকেই মেরে ফেলেছিল, তাদেরকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। কেউই তাদের করাল গ্রাস থেকে রেহাই পায়নি। এমনকী তারা এখানেও এসেছিল। আমি কথা বলেছিলাম তাদের সাথে। ইন্তির কথা বলেছিলাম। এমনকী তাদেরকে মন্দিরটা দেখিয়ে জানিয়েছিলাম, এটা কীভাবে আমাদেরকে রক্ষা করে। লোভ জেগে উঠেছিল তাদের চোখে। ইন্তিকে আমাদের থেকে চুরি করার জন্য আমাকে ফেরে ফেলেছিল তারা।'

'আপনাকে তারা মেরে ফেলেছিল?' নিজেকে আটকাতে পারার আগেই হুট করে বলে উঠলো স্যাম।

পাঁচাকাটেক তার ঘাড়ের পিছনের দিকটা এমনভাবে ঘষছে, মনে হচ্ছে যেন কোন পুরোনো জমে থাকা ব্যথার উপর হাত ডলছে। অন্য হাত দিয়ে কামাপাককে ইশারা করে নির্দেশ দিচ্ছে গল্পটা বলে যাওয়ার জন্য।

ওঝার কণ্ঠটা আস্তে আস্তে কঠোর হয়ে উঠছে। 'স্প্যানিশরা তাদের অন্তরে লোভ নিয়ে এসেছিল এখানে। আর, পাঁচাকাটেক যেমন মোশিকো রাজাকে মেরে ফেলেছিল, তেমনি বিদেশীরাও আমাদের রাজাকে মেরে ফেলেছিল। পাঁচাকাটেককে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল গ্রামের মধ্যিখানে।' বলে অপর পাশে থাকা চত্বরের দিকে হাত দিয়ে ইশারা করলো ওঝা। 'আর, সেখানেই বিদেশীরা আমাদের রাজার দেহ থেকে মাথাটা বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল।'

BanglaBook.org

স্যামের মনে জেগে উঠা ফাউন্টেন অফ ইয়ুথ আবিষ্কারের উত্তেজনাটা মরে গেছে এখন। এই শেষ গল্পটা একদম অযৌক্তিক। আর এটা যদি মিথ্যা হয়ে থাকে, তাহলে একটু আগে বলা অন্যান্য গল্পগুলোও খুব সম্ভবত মিথ্যাই। শুধুই পৌরাণিক গল্প এগুলো। নরম্যানকে যেটা আরোগ্য দিয়েছে সেটার সাথে এই গল্পগুলোর কোন সম্পৃক্ততা নেই। তারপরও, গল্পটার শেষ পর্যন্ত শুনতে আগ্রহ আছে স্যামের। 'কিন্তু, আপনি তো এখনো জীবিত। কীভাবে সম্ভব এটা?'

উত্তরটা দিচ্ছে ওঝা। অপরাধীর দৃষ্টিতে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে সে। 'সাপা ইনকাকে মারার পর স্প্যানিশদেরকে তার দেহটা পুড়িয়ে ফেলার কথা বলতে শুনেছিলাম আমি। ওরকম একটা নিষ্ঠুরতা আমাদের জনগণকে মেরে ফেলার চেয়েও জঘন্য ছিল। তাই আমি আমার রাজার মাথাটা মাটি থেকে চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যাই। স্প্যানিশরা পিছনে লেগে থাকলেও, আমি আমার রাজাকে মন্দিরে নিয়ে যাই এবং ইন্তির কাছে প্রার্থনা করি। আরো একবার দেবতা ইন্তি আমার প্রার্থনা কবুল করে আমাদের প্রতি তার ভালোবাসার প্রমাণ দিয়েছিলেন।' বলে আগুনে আরো এক মুঠো গুঁড়া ছিটিয়ে দিল ওঝা। নিশ্চয়ই তার দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছে সে।

গল্পের শেষটা বলতে শুরু করলো পাঁচাকাটেক। 'মন্দিরটা মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছিল আমাকে। আমি চোখ খুলে দেখি যে আমার মাথাটা এক বেদীর উপর পড়ে আছে। রক্তাক্ত মুখেই আগন্তুকদেরকে ইন্তির ক্রোধের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিলাম আমি। ইন্তি রেগে গিয়ে সব যোদ্ধাকেই মহিলাতে পরিণত করে দিয়েছিল। তারা আর্তনাদের সাথে বিলাপ করে নিজেদের চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে পালিয়ে গিয়েছিল সেখান থেকে। কুকুর দিয়ে নিচের প্রবেশমুখটা আটকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তখন আমার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়েছিল চারিদিকে। আমার হত্যাকারীদেরকে আটক করে তাদের ওঝাকে উৎসর্গ করা হয়েছিল।'

ভ্রু কুঁচকে রেখেছে স্যাম। এই গল্পগুলোর সত্যতা পরীক্ষা করার একটা উপায় জানা আছে তার। 'ঐ স্প্যানিশ ওঝাটার নাম কী ছিল?'

উত্তরটা দিল কামাপাক। গলার স্বরে পুরোনো ঘৃণার রেশ মিশে রয়েছে। রাগে হাতে মুষ্টি পাঁকিয়ে রেখেছে লোকটা। 'ফ্রান্সিসকো ডি আলমাগ্রো।'

নামটা শুনতেই মুখ বিকৃত হয়েছে পাঁচাকাটেকের। 'এই হারামজাদা ওঝাটাকে তার অপরাধের জন্য আটকে ফেলেছিলাম আমরা। কিন্তু, শয়তানটা কাপুরুষের মত পালিয়ে গিয়ে আমাদের পবিত্র স্থানকে তার নিজের রক্ত দিয়ে দূষিত করে দিয়েছিল। তার মৃত্যুর পর, আমরা তার মাথায় ছিদ্র করে তার দেবতাকে বের করে আমাদের দেবতাকে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম।'

পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে গেছে স্যাম। তার চাচার বলেছিল, মমির খুলি বিস্ফোরিত হয়ে একধরনের সোনালি পদার্থ বেরিয়েছে। প্রাচীন এবং আধুনিক

BanglaBook.org

গল্পগুলো প্রায় মিলে যাচ্ছে। তারপরেও, এই দুটোর মাঝে একটা পার্থক্য আছে। অমরত্ব–কীভাবে সম্ভব এটা?

ঐদিকে ওঝা তার গল্পটা বলে শেষ করছে। আর, সাথে সাথে নরম্যান প্রাচীন ইনকা ভাষা থেকে কথাগুলো অনুবাদ করে শোনাচ্ছে তাকে। 'বিদেশীরা পালিয়ে যাওয়ার পর, মন্দিরটা আস্তে আস্তে পাঁচাকাটেকের মাথা থেকে একটা নতুন দেহ গড়ে তুলে। ইন্তি আমাদের রাজাকে সতর্ক করে দিয়েছিল যে, সমুদ্রের ঐপাশ থেকে আসা এই অদ্ভুত মানুষ খুব শক্তিশালী। তাদের সংখ্যাও বেশি। এবং, ইন্তিকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করতেই হবে। তাই, এখানে আসার সমস্ত পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়। আমরা নিজেদেরকে বিস্মৃত জাতি হিসেবেই মেনে নিয়েছিলাম। তবে, ইন্তি পাঁচাকাটেককে কথা দিয়েছিল যে, এমন একটা দিন আসবে যেদিন এই পথগুলো আবার খুলে যাবে, সেদিন থেকে আবারো শুরু হবে ইনকাদের শাসনামল। বিশ্বস্ততার জন্য ইন্তি আমাদের জনতার কাছে শপথ করেছিল যে, ঐদিন শুধু আমরা আমাদের নিজেদের ভূমিগুলোই ফিরে পাব না, সেই সাথে আমরা দুনিয়ার বাকি অংশটাও পাব।'

আগুন ও মর্যাদায় জ্বলজ্বল করছে পাঁচাকাটেকের চোখ। 'আমরা সব শাসন করব!'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিচ্ছে স্যাম। 'ইনকারির পুনর্জন্ম, তার গুপ্ত গুহায়।'

পাঁচাকাটেক তাদের এবং আগুনের উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছে। 'তাহলে, পুনর্জন্মের পর আমার জনগণ আমাকে ইনকারি নাম দিয়েছে। ইনকারি, মানে সূর্যের সন্তান।'

'নিচের দুনিয়ার এই পথগুলো পুনরায় কখন খুলবে?'

'যখন *হানন পাঁচার* দেবতারা ছেড়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হবে,' দক্ষিণের দিকে হাত দিয়ে নির্দেশ করে উত্তরটা দিল পাঁচাকাটেক। 'তার আগ পর্যন্ত, মন্দিরের বলে দেওয়া পথেই চলতে হবে আমাদের। ইন্তির প্রতি হুমকিস্বরূপ সবাইকেই উৎসর্গ করা হবে।'

ওঝাও তাদের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছে। শেষ কথাগুলো অনুবাদ করতে করতে রক্তশূন্য হয়ে গেছে নরম্যানের মুখ। 'আজ রাতে তোমরা তোমাদের প্রতারণার রূপটা দেখিয়েছো। রাতের চাদরের আড়ালে তোমাদের হীনকর্ম লুকাতে চেয়েছিলে।' বেদনার অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে নরম্যানের চেহারায়। 'কাল ভোরে, যখন সূর্য উদয় হবে এবং ইন্তি আমাদের বিশ্বাসকে দেখতে পাবে, তখন আমাদের দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হবে তোমাদেরকে। তোমাদের রক্তে রঞ্জিত হবে আমাদের চত্বর।'

বলা শেষে ওঝা তার ডান হাত উঁচিয়ে সংকেত দিয়ে উঠলো।

ঝট করে উঠে দাঁড়ালো স্যাম, কিন্তু বেশি দেরি করে ফেলেছে সে। পার্শ্ববর্তী কক্ষে লুকিয়ে থাকা ইনকা যোদ্ধারা বেরিয়ে এসে ঘিরে ফেলেছে তাদেরকে। স্যাম লড়াই করছে মুক্তির জন্য, কিন্তু কোন সফলতা পাচ্ছে না।

BanglaBook.org

পাথরের উপর পড়ে আছে তার রাইফেলটা। গাছে থাকা পাখিগুলো হঠাৎ হট্টগোলে বিরক্ত হয়ে কিচিরমিচির শুরু করেছে।

'না!' চেঁচিয়ে উঠলো স্যাম। কিন্তু, টেনে বের করে নিয়ে যাওয়ার সময় ওঝা কিংবা রাজার - কেউই ফিরে তাকালো না তাদের দিকে।

•••

নিজের খাকি প্যান্ট ও শার্ট পরে আঙ্গিনার দেয়ালের পাশে গুটিসুটি মেরে পড়ে আছে ম্যাগি। শ্বাস ধরে রেখেছে। নড়তেও ভয় পাচ্ছে। একটু স্যাম ও নরম্যানকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে নিয়ে যেতে দেখেছে সে। ওহ যীশু, *কী করবে সে এখন?* মনে মনে একগুঁয়ে টেক্সানটাকে গালিগালাজ করছে সে। অন্ধের মত গিয়ে বিপদের মধ্যে পা ফেলারই বা কী দরকার ছিল তার? ঘুরে পাথরের দেয়ালে শরীর ঠেস দিয়ে রেখেছে ম্যাগি। এখানে গুটিসুটি মেরে বসে থেকেই, পাঁচাকাটেক আর ইনকারির গল্পের বেশির ভাগটাই শুনেছে। আর, ভাল ভাবেই জানে যে, এই বিপদের মধ্যে তাদের সাথে কথা বলার কোন উপায় নেই এখন।

অন্তত পক্ষে, এখানে আসার আগে ডেনালকে তো লুকিয়ে ফেলেছিল সে।

কিছুক্ষণ আগে, হঠাৎ করেই চত্বরের গানটাকে থেমে যেতে শুনেছিল। বেরিয়ে দেখে স্যাম ও নরম্যানকে আটকে ফেলা হয়েছে। তার ইন্দ্রিয় অবশ্য ডেনালকে নিয়ে যত দ্রুত সম্ভব এখান থেকে দূরে পালিয়ে যাওয়ার কথাই বলছিল তাকে। তবে ম্যাগি তা গ্রাহ্য করেনি। আটক করা দুজন তার বন্ধু। সে কোন সাহায্যের চেষ্টা না করেই তাদেরকে ফেলে রেখে যেতে পারবে না। ডেনালকে জঙ্গলের ধারের দিকে ঠেলে দিতে দিতে নির্দেশ দিয়েছিল, সে যেন ইনকাদের নজর থেকে লুকিয়ে থাকে। তারপর তার বন্ধুদের ভাগ্যে কী ঘটতে যাচ্ছে জানার জন্য লুকিয়ে লুকিয়ে ফিরে এসেছিল এখানে।

এখন ম্যাগি তা জানে। আঙ্গিনার দেয়ালের অর্ধচন্দ্রাকৃতির ছিদ্রটা দিয়ে ভিতরের দিকে তাকালো ম্যাগি। আঙ্গিনাটা এখন খালি হয়ে আছে। এমনকী রাজা আর ওঝাও চলে গেছে সেখান থেকে। ম্যাগি অবশ্য একটা নির্দিষ্ট কারণেই এখনো সেখানে সময় কাটাচ্ছে। স্যামের উইনচেস্টার রাইফেলটা এখনো পড়ে আছে গ্রানাইট পাথরের মেঝের উপর। সে যদি তার উদ্ধারকার্যকে সফল করতে চায়, তাহলে এই অস্ত্রটার দরকার পড়বে।

আশেপাশের ঘর গুলো থেকে কোন শব্দ আসছে কিনা সেদিকে নজর রাখছে ম্যাগি। মনে হচ্ছে জায়গাটা একদম খালিই আছে এখন। সে এখন কী করতে যাচ্ছে সেটা ভেবেই তার হাত কাঁপতে শুরু করেছে। নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে রেখেছে। মনকে আতঙ্কিত হতে দিতে চাচ্ছে না। তার উপরেই এখন স্যাম আর নরম্যানের ভাগ্য নির্ভর করছে। শেষবারের মত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দেয়ালের চূড়াটা খাবলে ধরলো ম্যাগি। নিজেকে টেনে উপরে

BanglaBook.org

তুলছে। হুকের মত করে পা আটকে রেখেছে দেয়ালের ধারে। কয়েক মুহূর্তের জন্য একটু সংগ্রাম করলেও নিজেকে উপরে তুলে আনতে সক্ষম হয়েছে সে।

আত্মা ধুকধুক করতে করতেই লাফ দিয়ে আঙ্গিনায় নেমে আসলো ম্যাগি। তাকে নামতে দেখেই একটা সোনালি-নীল ম্যাকাউ পাখি ডানা ঝাপটে উঠলো। কিছুক্ষণ আগের উত্তেজনার রেশটা এখনো পাখিটার মধ্যে রয়ে গেছে। পাখিটাকে শান্ত থাকার জন্য নির্দেশ করে গাছগাছালির ধার দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যেতে শুরু করেছে ম্যাগি। রাইফেলটা তার কাছ থেকে মাত্র দশ মিটার দূরে পড়ে আছে। এখন শুধু তাকে খোলা জায়গাটার উপর দিয়ে দৌড়ে যেতে হবে, রাইফেলটা তুলে নিতে হবে এবং দেয়াল টপকে পালিয়ে যেতে হবে।

তার পা কাঁপতে শুরু করার আগ পর্যন্ত কাজটাকে সহজই মনে হচ্ছিল। সে জানে এখনই তাকে কিছু একটা করতে হবে। নয়তো আতঙ্কের কাছে হেরে যেতে হবে। মুষ্টি পাকিয়ে গাছাগাছালির আড়াল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পাথরের মেঝের উপর দিয়ে ছুট লাগালো ম্যাগি। রাইফেলের বাটটায় হাত রাখতেই পিছন থেকে একটা শব্দ ভেসে আসতে শুনলো সে। কেউ একজন ফিরে আসছে! একদম জমে গেছে ম্যাগি। ভয় অবশ করে ফেলেছে তাকে। নড়তেও পারছে না, এমনকী কিছু ভাবতেও পারছে না সে।

হুট করেই, আগুনের মাঝে থাকা কাঠগুলোর একটা শব্দ করে ফেটে উঠলো।

এটাই এখন দরকার ছিল ম্যাগির। স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো গলা থেকে। রাইফেলটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়েই উলটো পথে দৌড় লাগালো। এখন আর কেউ কিছু শুনে ফেলবে কিনা সেই ভাবনাকে পাত্তা দিচ্ছে না। তার পায়ের আতঙ্কটাও দূর হয়ে গেছে। মুহূর্তের মধ্যেই ঝোপঝাড় অতিক্রম করে দেয়াল টপকে পালিয়ে আসলো ম্যাগি।

রাইফেলটাকে বুকে আগলে ধরে অন্ধকারের মাঝে জড়োসড়ো হয়ে পড়ে আছে এখন।

পিছন থেকে আসা গলার স্বরগুলো ক্রমেই বাড়তে শুরু করেছে। যতটা নিঃশব্দে সম্ভব শ্বাস নিয়ে দেয়ালের ছিদ্রটা দিয়ে আঙ্গিনার উপর আবার নজর ফেললো ম্যাগি। কামাপাক আর পাঁচাকাটেক ফিরে এসেছে। ম্যাগি দেখতে পাচ্ছে, উল্কি করা ওঝাটা হাত ভর্তি গুঁড়া নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে আঙ্গিনার অগ্নিকুণ্ডটার দিকে। গুঁড়াগুলো আগুনে ছিটিয়ে দিতেই আকাশী নীল বর্ণের অগ্নিশিখা নেচে উঠলো যেন ছাদ পর্যন্ত। অবশ্য মুহূর্ত পরেই আবারো মিলিয়ে গেছে সেটা।

মানুষ দুইজন তাদের নিজেদের ইনকা ভাষায় কথা বলছে। তাদের কথার ভিতর একমাত্র ইনকারি শব্দটাই বুঝতে পেরেছে ম্যাগি। ওঝার দাবি করা কিছু একটা যেন ঠিক মেনে নিতে পারছে না রাজা। তবে, শেষমেশ, কাঁধ ঝুলে গেল তার। মাথা ঝাঁকিয়ে মেনে নিয়েছে ওঝার দাবি।

BanglaBook.org

সোজা হয়ে আগুনের কাছে এসে দাঁড়ালো পাঁচাকাটেক। কাঁধে হাত দিয়ে তার রোব আটকে রাখা সোনালি *টুপু* পিনটা খুলে আনলো সে। মসৃণ কাপড়টা ঝর্ণার ধারার মত করে তার শরীর থেকে গড়িয়ে পড়ে গোড়ালির কাছে জমে গেছে। পা ফেলে তার পোশাকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে সাপা ইনকা। মাথায় *লাউওতু* মুকুট আর তার ছড়িটা ছাড়া রাজা এখন পুরোপুরি অনাবৃত হয়ে আছে।

চমকে উঠা ভাবটা লুকানোর জন্য হাত দিয়ে নিজের মুখ চেপে ধরেছে ম্যাগি। কিন্তু তবুও কিছু একটা হয়তো শুনে ফেলেছে ইনকাদের রাজা। কয়েক মুহূর্তের জন্য আঙ্গিনার দেয়ালটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো লোকটা। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ ঘুরিয়ে নিল অন্যদিকে।

পাকস্থলীতে পাক খেয়ে উঠেছে যেন ম্যাগির। তবুও সে জানে যে এখন নড়াটা ঠিক হবে না। পাথরের উপর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে সে নিজের উপস্থিতিকে তাদের কাছে আরো ভালভাবে জানান দিতে চায় না। শুধু চোখ মেলে তাকিয়েই আছে।

ঘাড়ের উপরে, রাজার ত্বকটা আন্দিনের ইনডিয়ানদের চামড়ার মতই কালচে বাদামি বর্ণের। কিন্তু, ঘাড়ের নিচ থেকে তার দেহটা পুরোপুরি ফ্যাকাশে। যেন পাথরের নিচ থেকে বের করে আনা হয়েছে কিছু। নিচের গুহায় থাকা শিকারী জন্তুগুলোর কথা মনে পড়ছে ম্যাগির। কিন্তু, পাঁচাকাটেকের দেহটা আরো বেশি ফ্যাকাশে। বলতে গেলে, প্রায় স্বচ্ছই। এমনকী তার দেহের ভিতর কালচে-লাল রক্ত প্রবাহিত হওয়া শিরা-ধমনীগুলোও দেখা যাচ্ছে। হাড়গুলো পুঁতে রাখা ছায়ার মত লাগছে। মানুষটার পেট এবং বুক একদম সমতল, লোমবিহীন। এমনকী মসৃণ পৃষ্ঠটায় কোন স্তনবৃন্ত বা নাভিকুণ্ডের কোন অস্তিত্ব নেই। কোন যৌণাঙ্গও নেই তার।

যৌনাঙ্গ বিহীন এবং অস্বাভাবিক রকমের সমতল। এই অদ্ভুত দেহবিবরণটা দেখতে দেখতে ম্যাগির কেবল একটা শব্দই মনে পড়ছে। *আকারহীন*। রাজার দেহটা আসলে ফ্যাকাশে কাঁদামাটির মত, যেটা কোন একটা নির্দিষ্ট ছাঁচ নেওয়ার অপেক্ষায় আছে।

ওহ, ঈশ্বর, আস্তে আস্তে পুরো বিষয়টাই অনুধাবন করতে পারছে সে।

ইনকারির গল্পটা আসলেই সত্য!

BanglaBook.org

ষষ্ঠ দিন
ইডেনের সর্পদেবতা

শনিবার, ২৫ আগস্ট, ভোর ৪:৪৮
আন্দিন পর্বতমালা, পেরু।

হেলিকপ্টারের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে হেনরি। জঙ্গল-ঘেরা ধ্বংসস্তুপের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে তারা। দুঃশ্চিন্তা ও ভয়ের কারণে সারারাত একটুও ঘুমাতে পারেনি সে। এখন পর্যন্ত তার বন্দীকারীদেরকে ব্যর্থ করার মতো কোন উপায় খুঁজে বের করতে পারেনি। মাঝপথে জ্বালানি নেওয়ার জন্য নামতে হয়নি, ফলে গেরিলাদের আকাশসীমাও ছোট হয়ে গেছে। সময় আস্তে আস্তে কমে আসছে।

নিচের ক্যাম্পটা এখনও অন্ধকার হয়ে আছে। সূর্যোদয়ের আরো কিছু সময় বাকি। ধ্বসে পড়া পিরামিডের কাছে থাকা কয়েকটা বাতিতেই শুধু আলোকিত হয়েছে খননক্ষেত্রটা। এমনকী, শিক্ষার্থীদের গুহা থেকে বেরিয়ে আসার খবরটা জানার পরও মন্দিরের মুখ খোলার কাজটা থেমে থাকেনি। মঠাধ্যক্ষের লোকেরা তাদের মূল্যবান *এল সাঙগ্রে ডেল দায়াবলোর* জন্য প্রতিটা জায়গাতেই তন্ন তন্ন করে খুঁজে যাচ্ছে।

মঠাধ্যক্ষ মাথায় রেডিও-এর হেডপিস লাগিয়ে হেনরির পাশেই বসে আছে। রোটরের গর্জনের শব্দ ছাপিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলছে তার উদ্দেশ্যে। 'আমরা পৌঁছে গেছি, প্রফেসর কঙ্কলিন! আপনি আমাদেরকে সাহায্য করতে ব্যর্থ হলে কী ঘটতে পারে তা নিশ্চয় আরেকবার মনে করিয়ে দিতে হবে না?'

মাথা নাড়ছে হেনরি। *জোয়ান!* তাকে এখনো মঠে আটকে রাখা হয়েছে। সে যদি তার দিক থেকে কোন কিছু করতে ব্যর্থ হয় তাহলে সেটার শাস্তি পাবে জোয়ান। গলা পরিষ্কার করে নিল হেনরি। মঠাধ্যক্ষের রেডিও হেডপিসটার দিকে ইঙ্গিত করে বলছে, 'মাটিতে নামার আগে, আমি একবার ডঃ এঙ্গেলের সাথে কথা বলতে চাই। সে অক্ষত আছে কিনা, নিশ্চিত হতে চাচ্ছি।'

BanglaBook.org

ভ্রু কুঁচকে গেছে রুইজের। রাগে না, হতাশায়। 'আমি সবসময়ই আমার কথা রাখি, প্রফেসর কন্কলিন। আমি যদি বলে থাকি উনি নিরাপদে থাকবেন, তাহলে তিনি নিরাপদেই আছেন।'

তোমার আকাঙ্খিত বস্তুটা পাওয়ার আগ পর্যন্ত শুধু, মনে মনে ভাবছে হেনরি। চোখ সরু হয়ে গেছে তার। 'আপনার আতিথেয়তায় কোন সন্দেহ করে থাকলে ক্ষমা করবেন। তবে, তারপরও জোয়ানের সাথে কথা বলতে চাচ্ছি আমি।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার প্রস্তাবে সায় দিল অ্যাবট রুইজ। মাথা থেকে হেডপিসটা খুলে হেনরির দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। 'তাড়াতাড়ি করবেন। আমরা ল্যান্ড করছি এখন।' বলে সমতল ভূমিটার দিকে ইশারা করলো রুইজ। শিক্ষার্থীদের তাঁবু থেকে জায়গাটা খুব একটা দূরে নয়।

হেলিকপ্টার আস্তে আস্তে বাঁক নিচ্ছে। পাথরের সমতল ভূমিতে নামার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। নিচে, তাদের অবতরণের চৌহদ্দি চিহ্নিত করে দেওয়ার জন্য ফ্ল্যাশলাইট হাতে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোকে দেখতে পাচ্ছে হেনরি। ফ্ল্যাশলাইট বহনকারী মেটে বাদামি বর্ণের পোশাকটা চিনতে কোন ভুল হলো না হেনরির। মঠাধ্যক্ষের আরো কয়েকজন সন্ন্যাসী!

হেডপিসটাকে মাথায় বসিয়ে এর মাইক্রোফোনটা ঠিকঠাক মত বসিয়ে নিচ্ছে হেনরি।

মঠাধ্যক্ষ সামনে ঝুঁকে রেডিওয়ের দিকে ইশারা করে কিছু নির্দেশ দিচ্ছে পাইলটকে। কিছুক্ষণ স্থির থাকার পর একটা খড়খড়ে গলার স্বর ভেসে এল অপরপাশ থেকে। 'হেনরি?'

জোয়ানের কণ্ঠ! মাইক্রোফোনটাকে দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছে হেনরি। 'হ্যাঁ, আমিই। জোয়ান, তুমি ঠিক আছো?'

প্রথমের স্ট্যাটিকের খড়খড়ে শব্দ, তারপর কথা ভেসে আসতে শুরু করলো আস্তে আস্তে। ' ঠিক। তোমরা কি ক্যাম্পে পৌঁছে গেছো?'

'এইতো নামছি মাত্র। তারা কি তোমার সাথে ভালো ব্যবহার করছে?'

'জায়গাটা একদম হায়িটের* মতই এখানে। শুধু রুম সার্ভিসটা একটু ধীরগতির আর কী!'

তার হাসিখুশি কথা স্বত্ত্বেও, জোয়ানের কণ্ঠে চেপে রাখা দুঃশ্চিন্তার ছাপটা ঠিকই ধরতে পারছে হেনরি। জোয়ান চিন্তিত থাকলে তার কপালের চামড়ায় ছোট ছোট ভাঁজ পড়ে যায়। সেই দৃশ্যটাই ভেসে উঠেছে এখন হেনরির চোখের সামনে। কথা বলার জন্য জোরে ঢোক গিলতে হচ্ছে তাকে। জোয়ানের কিছু হতে দিবে না সে। 'ধীরগতির রুম সার্ভিস? দেখি এখান থেকে কী করতে

---

* (হায়িট হোটেল ও রিসোর্ট)

BanglaBook.org

পারি আমি এই ব্যাপারে,' বলছে হেনরি। 'দেখি হোটেল ব্যবস্থপনার লোকদের পশ্চাতে আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারি কিনা।'

'আগুনের কথায় মনে হল, হেনরি, কলেজে একসাথে করা ক্লাসিক্যাল মিথোলোজি ক্লাস করেছিলাম। মনে আছে? আজ মঠের লাইব্রেরীতে গিয়েছিলাম আমি। প্রফেসরের বইটাও আছে এখানে। বিশ্বাস করতে পারো তুমি? এমনকী, প্রমিথিউসের ব্যাপারে ঐ চ্যাপ্টারটাও আছে, যেটা লিখতে আমি সাহায্য করেছিলাম উনাকে।'

চোখের ভ্রু এক সাথে লেগে গেছে হেনরি। 'দুনিয়াটা তো ছোটই, তাই না?' জোয়ানের নাটকের সাথে তাল মিলিয়ে বিগলিত কণ্ঠে বললো সে। রাইস ইউনিভার্সিটিতে থাকাকালে, তারা কখনোই এমন কোন ক্লাস করেনি। জোয়ান নিশ্চয়ই তাকে কোন একটা বার্তা দিতে চাচ্ছে। ভিক্ষু ডি আলমাগ্রো খোদাই করা সতর্কবাণীতে উল্লেখিত প্রমিথিউসের ব্যাপার কোন কিছু বুঝাতে চাচ্ছে সে।

জোয়ানের কণ্ঠে উদ্বেগের তীব্রতাটুকু বুঝতে পারছে। *'আমাদের মুক্তি প্রমিথিউসের হাতে*–এই বাক্যটা অনুবাদ করতে গিয়ে কত সমস্যায় পড়তে হয়েছিল, মনে আছে তোমার?'

মিথ্যা উল্লাসের ভঙ্গিতে মুচকি মুচকি হাসছে হেনরি। 'ওটা কীভাবে ভুলে যেতে পারি?' হাতে মুষ্টি পাকিয়ে রেখেছে হেনরি। কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে জোয়ান? *আগুনের* ব্যাপার কিছু। কিন্তু কী? মুক্তির সাথে আগুনের সম্পর্কটা কী? আর, এই দিকে সময় কমে আসছে। হেলিকপ্টারটা প্রায় ল্যান্ড করতে যাচ্ছে বলে!

জোয়ান হয়তো তার দ্বিধাটা ধরতে পেরেছে। তড়িঘরি করে বলে যাচ্ছে সে, বলতে গেলে কথাগুলো মুখ থেকে উদগীরিত হচ্ছে যেন। 'আমি ঐ অংশটাও আরেকবার পড়েছি, যেটায় প্রমিথিউস পরাক্রমশালী সর্পদেবতাকে হত্যা করেছিল। মনে আছে ঐটার কথা? যেখানে আগুনই ছিল সর্বশেষ সমাধান?'

জোয়ান কী বলছে সেটা বুঝতে পেরে একটু চিন্তিত হয়ে গেছে হেনরি। *পরাক্রমাশালী সর্পদেবতা* মানে *ইডেনের সর্পদেবতা*। আস্তে আস্তে বুঝতে পারছে কথাগুলোর অর্থ। জোয়ান তাকে *এল সাঙগ্রে ডেল দায়াবলো* ধ্বংসের একটা উপায় বাতলে দিয়েছে। 'অবশ্যই। কিন্তু আমি তো ভেবেছিলাম ঐটা হারকিউলিসের কাজ। তুমি কি নিশ্চিত যে তোমার ব্যাখ্যাটা সঠিক?'

'পুরোপুরি নিশ্চিত। ভয়ানক একটা ঘুষি দিয়েছিল প্রমিথিউস। বইয়ে থাকা ছবিটা দেখা উচিৎ ছিল তোমার। প্লাস্টিক বিস্ফোরণের মত।'

'আ... আমি বুঝেছি।'

হঠাৎ করেই ঝাঁকি দিয়ে উঠলো হেলিকপ্টারটা। থতমত খেয়ে বসা থেকে লাফিয়ে উঠে পড়েছে হেনরি। বাইরের গ্রানাইটের পাথরের উপর অবতরণ করে ফেলেছে হেলিকপ্টার। থামার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এখন।

BanglaBook.org

হঠাৎ করেই হেনরির চোখের সামনে মঠাধ্যক্ষের মুখের উদয় হল যেন। রোটরের গর্জন ছাপিয়ে চেঁচিয়ে কিছু বলছে লোকটা। 'অনেকক্ষণ কথা বলেছেন আপনি। ল্যান্ড করে ফেলেছি আমরা!' বলে পাইলটের দিকে ঘুরে লাইন কেটে দেওয়ার নির্দেশ করলো রুইজ।

হেনরি বুঝতে পারছে লাইনটা কেটে দেওয়া হতে পারে যে-কোন মুহূর্তে। 'জোয়ান!'

'হ্যাঁ, হেনরি!'

মাইক্রোফোনটা শক্ত করে ধরে রেখেছে হেনরি। কথাগুলো বলতে রীতিমত সংগ্রাম করতে হচ্ছে তাকে। সে ভাবেওনি যে এই কথাগুলো তাকে কখনো কোন মহিলাকে বলতে হতে পারে। 'আমি তোমাকে শুধু এইটা বলতে চাই যে... যে আমি -' কানের মধ্যে স্ট্যাটিকের খড়খড় শব্দ ছাড়া এখন আর কিছুই শুনতে পাচ্ছে না সে। হঠাৎ করেই যোগাযোগটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

সংকুচিত হয়ে রেডিওর দিকে তাকিয়ে আছে হেনরি। জোয়ানকে সে এই মাত্র কী বলতে যাচ্ছিলো? সে তার প্রেমে পড়ে গেছে এইটা? কীভাবে ভাবতে পারলো যে জোয়ান তাদের সম্পর্কটাকে সাধারণ বন্ধুত্বের চেয়ে আরো গভীরভাবে অনুভব করে?

রেডিওটা কেড়ে নেওয়া হয়েছে তার অসাড় আঙুলগুলো থেকে।

যেভাবেই হোক, সুযোগটা চলে গেছে এখন।

●●●

দুইজন ইনকা পাহারা দিচ্ছে তাদেরকে। ঘাসে বোনা দড়ি দিয়ে বাঁধা তার হাত দুটো ছোটানোর জন্য রীতিমত সংগ্রাম করছে স্যাম। কিন্তু, তাতে কেবল বাঁধনটা শক্ত হয়েই চামড়ার উপর কেটে বসছে।

তার পাশেই পাথরের চত্বরের উপর বসে আছে নরম্যান। একটু একটু কাঁপছে লোকটা। অনেক আগেই নিজেকে মুক্ত করার আশা ছেড়ে দিয়েছে ফটোগ্রাফার। অনিবার্য মৃত্যু নিয়ে কোন সংশয় নেই তার।

পুব দিকের আকাশ ইতিমধ্যেই ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ভোরের আগমনী বার্তা দিচ্ছে। কিন্তু গ্রামটা এখনো ধূসর আর কালো চাদরে ছেয়ে আছে। সূর্য পুরোপুরি উদয় হলেই আবারো সোনালি আভায় ভরে উঠবে গ্রামের রাস্তাগুলো। আর, সেই সাথে তাদেরকেও উৎসর্গ করা হবে সূর্য দেবতা ইন্তির কাছে।

তবে, যাই হোক, তাদের দুইজনকেই শুধু উৎসর্গ করা হচ্ছে।

ম্যাগি আর ডেনাল কোনভাবে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। সারা রাত জুড়েই গ্রামের লোকেরা গ্রাম এবং গ্রামকে ঘিরে রাখা জঙ্গলটায় তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেরিয়েছে তাদেরকে। কিন্তু সফল হয়নি। ম্যাগি হয়তো স্যামদেরকে আটক করার সময় হট্টগোল শুনে ছেলেটাকে নিয়ে ঘন জঙ্গলের মাঝে লুকিয়ে পড়েছে। কিন্তু, সূর্যোদয়ের পর কতক্ষণ জঙ্গলে লুকিয়ে থাকতে পারবে ওরা?

BanglaBook.org

স্যাম শুধু প্রার্থনা করছে আঙ্কেল হ্যাঙ্ক সাহায্য নিয়ে আসার আগ পর্যন্ত যেন ওরা লুকিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু সাহায্য নিয়ে কখন আসবে আঙ্কেল হ্যাঙ্ক? জানার কোন উপায়ও নেই তার কাছে। যদিও ওয়াকি-টকিটা এখনো তার জ্যাকেটের মধ্যেই আছে, তারপরও এই হাত বাধা অবস্থায় কিছুই করার নেই তার।

হাতের বাঁধন জোরে জোরে টানছে স্যাম। কোনভাবে যদি একটা হাতকে মুক্ত করতে পারতো সে...

হঠাৎ রাইফেলের বিস্ফোরণের শব্দটা বিদীর্ণ করে দিল যেন শান্ত ভোরটাকে। শব্দটা পুরো উপত্যকা জুড়েই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, কিন্তু শব্দটা নিশ্চয়ই এসেছে পূর্বদিক থেকে। *ম্যাগি!* তাকে হয়তো খুঁজে বের করে ফেলেছে ইনকারা।

যেদিক থেকে রাইফেলের গর্জন শোনা গেল, প্রহরীদের দুইজনই সেদিকে ঘুরে তাকিয়ে আছে। তড়িঘড়ি কিছু বলছে তারা। সাথে সাথে কামাপাকও কয়েকজন লোককে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে চত্বরে। আরো কিছুক্ষণ আলোচনার পর, তারা খালি পায়ের শিকারীরা যাত্রা ধরলো জঙ্গলের ধারের দিকে। এমনকী স্যামদেরকে পাহারা দিতে থাকা দুজনকেও ওঝা খুঁজতে সহযোগিতা করার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে।

হাত বেঁধে রাখায় নরম্যান আর স্যাম এখন আর তাদের জন্য কোন হুমকি নয়।

চত্বরটা খালি হয়ে যেতেই ওদের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করলো কামাপাক। তার মুখে চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে।

স্যাম ধারণা করছে, ওঝা হয়তো ভয় পাচ্ছে এটা ভেবে যে সূর্যোদয়ের সময় বিদেশীদের সবাইকেই উৎসর্গ না করলে যদি আবার তার দেবতা রুষ্ট হয়।

কামাপাকের হাতে রঙের একটা ছোট বাটি দেখা যাচ্ছে। নরম্যানের পাশে উবু হয়ে বসে রঙগুলো মিশাতে মিশাতে ফটোগ্রাফারের সাথে কথা বলছে সে। কাজ শেষে লোকটা তার কোমরের বন্ধনীতে আটকে রাখা লম্বা সরু অগ্নিপ্রস্তরের ছোরাটা বের করে আনলো।

এখনো কথা বলে যাচ্ছে লোকটা। স্যাম লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ পাথরের ছোরাটার দিকে। এই অস্ত্রটাকে হাতে ধরার জন্য মুখিয়ে আছে সে।

ওঝার ব্যাখ্যা দেওয়া শেষ হতেই গুঙিয়ে উঠলো নরম্যান।

'কী বললো সে?' জিজ্ঞেস করলো স্যাম।

'বুঝাই যাচ্ছে উৎসর্গের জন্য আমাদেরকে প্রস্তুত করতে এসেছে ওঝা,' স্যামের দিকে তাকিয়ে বলছে নরম্যান। রঙ গুলোর দিকে ইশারা করছে সে। 'ক্ষমতার চিহ্ন এঁকে দেওয়া হবে আমাদের শরীরে।'

BanglaBook.org

জোরে জোরে প্রার্থনার বাণী আওড়াতে আওড়াতে লাল রঙটাকে আঙুল দিয়ে চটকে যাচ্ছে ওঝা। কাজ শেষে পাথরের ছোরাটা হাতে তুলে নিল সে।

ছোরাটার দিকে দৃষ্টি পড়তেই ফ্যাকাশে হয়ে গেছে নরম্যানের মুখ। পাশে থাকা স্যামের দিকে চোখ ফেরালেও, তীর্যক দৃষ্টিতে এখনো তাকিয়ে আছে কামাপাকের দিকে।

'আর কী?' জিজ্ঞেস করলো স্যাম। বুঝতে পারছে এখনো কিছু একটা বলা বাকি আছে।

'সূর্যোদয়ের আগেই সে আমাদের জিহ্বা কেটে নেওয়ার কথাও ভাবছে... যাতে আমাদের চিৎকার ইন্তিকে ক্ষুব্ধ করতে না পারে।'

'বেশ... ' তিক্তকণ্ঠে বলে উঠলো স্যাম।

বাড়তে থাকা ভোরের দিকে তার তলোয়ার উঁচিয়ে ধরেছে কামাপাক। জোরে জোরে প্রার্থনা করছে এখনও। আগ্নেয়গিরির পূর্ব দিক দিয়ে উজ্জল সূর্যটা উঁকি দিতে শুরু করেছে। যেন কোন জাগ্রত চোখের মত, মনে মনে ভাবছে স্যাম। ইনকারা কেন সূর্যের পূজা করে সেটা বুঝতে পারছে সে। এটা এমন যে অপরিমেয় কোন দেবতা সর্বদা নজর রাখছে তাদের নিচের দুনিয়ার উপর। কামাপাক তার চাকু দিয়ে তার বুড়ো আঙুলটা চিরে ফেলেছে। তার নিজের রক্ত দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছে সূর্যকে।

যদিও স্যামের নিজের জীবনই এখন হুমকির মুখে, তারপরও মুগ্ধ নয়নেই লোকটার ক্রিয়া-কর্ম দেখছে সে। এটাই ইনকাদের সত্যিকারের উৎসর্গের রীতি। একটা মৃত ঐতিহ্য জীবন্ত হয়ে আছে তাদের সামনে। প্রাকৃতিক রঙের ক্ষুদ্র পাত্রগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে স্যাম। পর্যবেক্ষণ করছে। লাল রঙটা এসেছে গোলাপের লতিকা থেকে, নীল এসেছে নীলগাছ থেকে, বেগুনীটা এসেছে থেতলানো শামুক জাতীয় কোন প্রাণী থেকে।

কামাপাক তার প্রার্থনা আওড়ে যাচ্ছে। স্যামের পাশে থাকা নরম্যান হঠাৎ করেই যেন জমে গেছে। রঙের পাত্রগুলো থেকে চোখ সরিয়ে দেখে কাছের একটা দরজার মুখ থেকে একটা মূর্তি বেরিয়ে আসছে। মূর্তিটাকে চিনতে পেরে প্রায় চমকেই গিয়েছিল সে।

ম্যাগি!

দ্রুত বেগে পাথরের মেঝে অতিক্রম করে কামাপাকের দিকেই এগিয়ে আসছে সে। শিকারীদের মত সেও খালি পায়ে আছে। আর, সাথে সাথে যোদ্ধাদের মত সশস্ত্রও। ডান হাত দিয়ে একটা লম্বা কাঠের গদা ধরে রেখেছে সে।

বিপদটা হয়তো আঁচ করতে পেরেছে কামাপাক। ঘুরতে শুরু করেছিল সে, কিন্তু তার আগেই সেখানে পৌঁছে গেছে ম্যাগি। হাতের শক্ত কাঠের গদাটা ঘুরিয়ে সজোরে ওঝার মাথার একপাশে আঘাত হানলো ম্যাগি। ব্যাটে নরম বল লাগার মত শব্দ শোনা গেল আঘাতের সাথে সাথে। মুখ থুবড়ে মাটিতে

BanglaBook.org

লুটিয়ে পড়েছে কামাপাক। নড়নচড়ন একদম স্থির হয়ে গেছে তার। লোকটার কালো চুলের ভিতর থেকে রক্ত ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে চত্বরে।

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে স্যাম। এতই চমকে গেছে যে-কোন প্রতিক্রিয়াই দেখাতে পারছে না সে। ম্যাগির দিকে তাকানোর জন্য চোখ ফিরিয়ে নিল সে। মনে হচ্ছে, ম্যাগিও তার কাজে তার মতই চমকে গেছে। তার নিস্তেজ হাত থেকে গদাটা গ্রানাইটের মেঝেতে পড়ে ঠকঠক শব্দ করে উঠলো।

'ছোরাটা,' ওঝার নিস্তেজ দেহটা থেকে ম্যাগির দৃষ্টি ফিরিয়ে আনার জন্য বললো স্যাম। মাটিতে পড়ে থাকা রুপালি ছোরাটার দিকে ইঙ্গিত করে রশি দিয়ে বাঁধা তার হাতের কব্জির দিকে নির্দেশ করছে সে।

'আমার নিজেরই আছে,' বললো ম্যাগি। মুহূর্তেই সতর্কতা ফিরে এসেছে আবার তার মধ্যে। চত্বরের দিকে একবার তাকিয়ে কোমরের কাছ থেকে সোনালি চাকুটা বের করে আনলো ম্যাগি। দ্রুতই স্যামের হাতের বাঁধনটা কেটে দিল সে।

মুক্ত হয়েই লাফিয়ে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়ালো স্যাম। কব্জিতে হাত ডলছে। কামাপাকের অবস্থা বোঝার জন্য সামনের দিকে এগিয়ে গেল। ওঝা এখনো স্থির হয়ে পড়ে আছে, তবে তার বুক উঠা-নামা করছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো স্যাম। লোকটা শুধু অচেতন হয়ে আছে।

নরম্যানকে মুক্ত করে সোনালি চাকুটা স্যামের কাছে ফিরিয়ে দিলো ম্যাগি। ফটোগ্রাফারকে টেনে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করছে সে। 'তোমরা দুজন কি দৌড়াতে পারবে?'

দুর্বলভাবে মাথা ঝাঁকালো নরম্যান। 'যদি দরকার হয়...'

গলার স্বর ভেসে আসতে শুরু করেছে আশপাশ থেকে। অন্যদেরকে সতর্ক করতে কোথাও থেকে এক মহিলা সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। 'মনে হচ্ছে তোমাদেরকে দৌড়াতেই হবে,' বললো ম্যাগি।

দৌড়ে পালানোর জন্য ঘুরে গেছে তারা। কিন্তু, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

চত্বরের অলি-গলি থেকে সশস্ত্র পুরুষ-মহিলারা বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। স্যাম আর বাকি দুইজন এখন চত্বরের একদম মাঝখানে অবস্থান করছে। চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে তাদের।

নরম্যানের হাতে ধরে রাখা ওঝার পাথরের ছোরাটা চোখে পড়লো স্যামের। ছোরাটা উঁচিয়ে ধরলো ফটোগ্রাফার। 'ওঁরা যদি আমার জিহ্বা কেটে নিতেই চায়, তাহলে এটা পাওয়ার জন্য লড়াই করতে হবে তাদেরকে।'

'ডেনাল কই?' ফিসফিস করে বললো স্যাম।

'রাইফেলসহ তাকে জঙ্গলের দিকে পাঠিয়ে দিয়েছি আমি,' জবাব দিচ্ছে ম্যাগি। 'ইনকাদেরকে বিভ্রান্ত করে অন্যদিকে নিয়ে যাওয়ার কথা তার, যাতে

BanglaBook.org

আমি তোমাদেরকে মুক্ত করতে পারি। জঙ্গলের মাঝে মিলিত হবে সে আমাদের সাথে।'

'আমার মনে হয়ে না এই প্ল্যানটায় কাজ হবে,' বলে উঠলো নরম্যান। পাথরের ছোরা উঁচিয়ে একদিকে নির্দেশ করে দেখাচ্ছে। 'দেখো।'

চত্বরের উপর শিকারীদের একজনের হাতে স্যামের উইনচেস্টারটা দেখা যাচ্ছে। লোকটা অস্ত্রটাকে এমনভাবে ধরে রেখেছে যেন ওটা কোন বিষাক্ত সাপ। নাক কুঁচকে বন্দুকের নলটা শুঁকছে লোকটা।

'ডেনাল...' বিড়বিড় করে বলছে ম্যাগি।

ছেলেটার কোন চিহ্নও নেই।

একটা বিষণ্ন গলার স্বর ভেসে আসলো তাদের পিছন থেকে। ঘুরে দাঁড়ালো ওরা।

ভীড়ের মধ্য থেকে এগিয়ে আসছে পাঁচাকাটেক। তার ঐতিহ্যবাহী পোশাক পালকাবৃত মুকুট আর সুসজ্জিত রোবে আবৃত হয়ে আছে। হাতের ছড়িটা উঁচিয়ে ধরে রেখেছে। সকালের প্রথম সূর্যরশ্মিটা গ্রহণ করে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার ছড়ির প্রতীকটা।

ইনকা ভাষায় কথা বলতে শুরু করেছে রাজা। সাথে সাথে অনুবাদ করছে নরম্যান। 'আমাদের মধ্যে থাকা বিদেশী আগন্তুকদের আটকে ফেলেছি আমরা। ইন্তি তার উৎসর্গ পাওয়ার জন্য উদিত হয়েছে। কামাপাককে জাগিয়ে তুলো, যাতে আমরা আমাদের দেবতাদেরকে সম্মান জানাতে পারি।'

পাশ থেকে তিনজন মহিলার একটা দল এগিয়ে আসছে কামাপাকের পরিচর্যা করার জন্য। সমস্বরে গান গাইতে গাইতে মহিলারা কামাপাকের মুখটা ঠাণ্ডা পানি দিয়ে মুছে দিচ্ছে এবং হাত-পা ডলে যাচ্ছে। কামাপাকের হাতগুলো আস্তে আস্তে নড়তে শুরু করেছে। তারপর ঝটকা খুলে গেল তার চোখদুটো। এক মুহূর্তের জন্য তার চোখে ধাঁধান্বিত দৃষ্টি দেখা গেলেও, পরমুহূর্তেই ধ্বক করে রাগে জ্বলে উঠলো চোখদুটোতে। তাকে আহত করার স্মৃতিটা মনে পড়েছে তার। দুর্বলভাবে মহিলাদেরকে দূরে সরিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। তার পা দুটো হালকা হালকা কাঁপলেও শিকারীদের একজন তাকে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করছে।

হেলেদুলে তার রাজার কাছে এগিয়ে গেল কামাপাক।

পাঁচাকাটেক আবারও কথা বলতে শুরু করেছে। তবে, এইবার ইংরেজিতেই বলছে। 'ইন্তিকে রক্ত প্রদান করা কিন্তু অনেক বড় একটা সম্মান। তোমরা লড়াই করে আমাদের দেবতাকে অপমান করেছো।'

এতক্ষণে সূর্যও অনেকটা উঠে গেছে। চত্বরটা পুরোপুরি উজ্জ্বল হয়ে আছে এখন সূর্যের সোনালি রশ্মিতে। স্যাম তার সোনালি চাকুটা উঁচিয়ে ধরলো। সকালের আলোতে জ্বলজ্বল করছে এর ফলাটা। অপমান হোক আর যাই হোক, তার আক্রমণকারীদের শরীর থেকে সমপরিমাণ রক্ত না ঝরিয়ে কোন

BanglaBook.org

রক্ত দিবে না সে। চাকুটাকে আরো উঁচু করে ধরলো সে। আক্ষেপ করছে, তার কাছে যদি এর চেয়েও ভয়ঙ্কর কোন অস্ত্র থাকতো, এমন কিছু যেটা আতঙ্ক ছড়াতে পারতো।

তার এই ভাবনাটার সাথে সাথে, চাকুর হাতলটা উষ্ণ হতে শুরু করেছে। এর লম্বা সোনালি ফলাটা জ্বলজ্বল করে আস্তে আস্তে প্রসারিত হয়ে কুঁচকে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে চাকুর ফলাটা একটা ভয়ঙ্কর সাপের আকৃতি ধারণ করলো। জমে গেছে স্যাম। নড়তেও ভয় পাচ্ছে যেন। নিজেও জানে না যে এই মাত্র আসলে কী ঘটেছে।

রূপান্তরিত চাকুটার দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে সে। সূর্যের আলোয় জ্বলজ্বল করছে চাকুর সোনালি বিষদাঁতগুলো। হুমকি দিচ্ছে যেন জমায়েত হওয়া শত্রুদলকে।

চাকুর রূপ পরিবর্তন শুরু হতেই এক পা পিছিয়ে গিয়েছিল পাঁচাকাটেক। এখন এক এগিয়ে আসলো সে। সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে আছে তার চোখ দুটো।

স্যাম নিজেও জানেনা চাকুটা আসলে কীভাবে এর রূপ পরিবর্তন করেছে, তবে, এটা নিশ্চিতভাবেই বুঝতে পারছে যে ইনকারা চাকুর এই অদ্ভুত কীর্তিটা আগে কখনো দেখেনি। সোনালি সাপটাকে উপরে উঁচিয়ে ধরলো স্যাম।

পাঁচাকাটেকও তার ছড়িটাকে উঁচিয়ে ধরেছে। স্যামকে ব্যঙ্গ করছে। তার চোখের পাতা হালকা নিচে নামিয়ে রেখেছে, যেন কোন প্রার্থনা করছে। হঠাৎ করেই তার ছড়ির সোনালি সূর্যরশ্মির প্রতিকটা বদলে গিয়ে সাপের আকৃতিতে পরিণত হয়েছে। দুইটা সাপ একটা অপরটার দিকে তাকিয়ে আছে।

এখন পিছিয়ে যাবার পালা স্যামের। তার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে পাঁচাকাটেক। অবশ্য লোকটার চোখে থাকা ক্রোধটা আর দেখতে পাচ্ছে না স্যাম। তার বদলে অশ্রু দেখা যাচ্ছে সেখানে।

রাজার পাশে থাকা কামাপাক তার হাঁটু গেড়ে উবু হয়ে বসে পড়েছে। স্যামের দিকে তাকিয়ে মাথা নত করে রেখেছে। জমায়েত জনতাও তাদের ওঝাকে অনুসরণ করেছে। সবাইই পাথরে মাথা ঠেঁকিয়ে রেখেছে।

ছড়িটা নিচে নামিয়ে আনলো পাঁচাকাটেক। হাত বাড়িয়ে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে সে। 'ইন্তি আপনাকে আশীর্বাদ দিয়েছেন। মশিকোদের সূর্য দেবতা আপনার স্বপ্নটা শুনতে পেরেছেন। আপনি ইন্তির বাছাইকৃতদের একজন!' স্যামের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে রাজা। হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তার উদ্দেশ্যে। 'আপনি আমাদের বাড়িতে নিরাপদে থাকবেন। আপনারা সবাইই!'

স্যাম এতটাই বিভ্রান্ত হয়ে আছে যে-কোন কথাই বলতে পারছে না। ইনকাদের এই হঠাৎ পরিবর্তনে ঘাবড়ে গেছে সে। কিন্তু, তাদের এই রূপ পরিবর্তনটা অতটা বিশ্বাস করতে পারছে না স্যাম। ঠিক যেমনটা পারছে না চাকুর সাথে যা ঘটেছে সেটাকেও।

BanglaBook.org

স্যামের পাশে এসে দাঁড়ালো ম্যাগি। 'আর, ডেনাল?'

পাঁচাকাটেক তার কথাটা শুনতে পেয়েছে। 'ছেলেটা। তার এখনো চৌদ্দ বছর হয়নি। *হুয়ারাচিকয়*-এর জন্য বেশি ছোট সে।' বলে এমনভাবে হাসছে যেন এটাই সব ব্যাখ্যা দিচ্ছে।

মুখ কুঁচকে গেছে স্যামের। *হুয়ারাচিকয়* মানে হচ্ছে একধরনের ভোজ অনুষ্ঠান, যেখানে সম্প্রদায়ের বাচ্চাদেরকে পুরুষ হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং সেখানেই তাকে তার প্রথম *হুয়ারা* মানে প্রাপ্তবয়স্কদের ধুতি প্রদান করা হয়। 'বেশি ছোট মানে? কী বলতে চাচ্ছেন আপনি?'

মুখ উঁচু করে জবাবটা দিচ্ছে কামাপাক। নরম্যান অনুবাদ করে শোনাচ্ছে। 'এটা নির্ধারণ করা হয়েছে যে, সম্প্রদায়ের অন্যান্য বাচ্চাদের মতই ছেলেটাকেও মন্দিরের কাছে সোপর্দ করা হবে। সরাসরি দেবতাদের কাছে উপহার হিসেবে দেওয়া হবে ছেলেটাকে।'

স্যামের দিকে ঘুরে তাকালো ম্যাগি। 'বলিদান,' ভয়ের সাথে বলে উঠলো সে।

'কখন?' জিজ্ঞেস করছে স্যাম। 'কখন করা হবে এটা?'

সূর্যের দিকে তাকালো পাঁচাকাটেক। উজ্জ্বল চাকতিটা এখন পুরোপুরিই আগ্নেয়গিরির চূড়ার উপর উঠে গেছে। 'ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। ছেলেটা এখন দেবতাদের সাথে আছে।'

পিছনের দিকে হোঁচট খেয়ে গেল স্যাম। 'না...'

স্যামের প্রতিক্রিয়া দেখে ভড়কে গেছে রাজা। সাপা ইনকার উজ্জ্বল হাসিটা হালকা বিবর্ণ হয়ে গেছে। 'এটাই কি ইন্তির ইচ্ছা নয়?'

'না!' আরো জোরালো স্বরে বলে উঠলো স্যাম।

স্যামের কনুইয়ে খাবলে ধরলো ম্যাগি। 'আমাদেরকে মন্দিরে যেতে হবে। হয়তো এখনো বেঁচে আছে সে। আমরা কিন্তু নিশ্চিতভাবে জানি না যে সে মরে গেছে।'

তার কথাটা মেনে নিল স্যাম। এখনো একটা সুযোগ আছে। কামাপাক আর পাঁচাকাটেকের দিকে চোখ তুলে তাকালো সে। 'মন্দিরে নিয়ে চলুন আমাদেরকে।'

মাথা নত করে তার দাবিটা মেনে নিল রাজা। বাপ্তাইকৃত একজনের সাথে কোন তর্ক করতে চাচ্ছে না। হাত নেড়ে কামাপাককে উঠে দাঁড়ানোর নির্দেশ করছে। 'কামাপাক পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে আপনাদেরকে।'

'আমি যাব তোমার সাথে,' বললো ম্যাগি।

'আমিও,' নরম্যানও যোগ করলো সাথে। তার চলন হালকা হালকা দুলছে। চাকুর রূপ পরিবর্তন আর লম্বা দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত রাতটা তার সমস্ত স্থিরতা গ্রাস করে নিয়েছে।

BanglaBook.org

মাথা নাড়লো স্যাম। 'নরম্যান, তুমি এখানেই থাকবে। তুমি এখানকার স্থানীয় ভাষাটা জানো। ইনকাদেরকে একত্র করে সবচেয়ে উঁচু শৈলশিরায় আগুনের সংকেত দেওয়ার ব্যবস্থা করো। যাতে, উদ্ধারকারী হেলিকপ্টার আমাদেরকে খুঁজে বের করতে পারে।' বলে জামার পকেট থেকে ওয়াকি-টকিটা বের করে বাড়িয়ে দিল নরম্যানের দিকে। 'এই নাও। সাইকসের সাথে যোগাযোগ করে অবস্থাটা জানার চেষ্টা করো। আর, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা... আঙ্কেল হ্যাঙ্ককে এখানে আনার ব্যবস্থা করো। যত দ্রুত সম্ভব!'

কাজের বোঝায় একটু চিন্তিত মনে হচ্ছে নরম্যানকে। তবে আলতোভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে ওয়াকি-টকিটা নিয়ে নিল সে। 'দেখি কতটুকু করতে পারি আমি।'

ফটোগ্রাফারের কাঁধে আলতোভাবে হাত বুলিয়ে যাত্রা শুরু করলো তারা। যাওয়ার সময় পথ থেকে উইনচেস্টারটা তুলে নিল ম্যাগি।

'সাবধানে থাকবে!' পিছন থেকে ডেকে বললো নরম্যান। 'অদ্ভুত কিছু একটা আছে ওখানে!'

স্যামকে অবশ্য এটা বলার কোন দরকার ছিল না। সে শুধু তার হাতের চাকুটার হাতলের উপর গজিয়ে উঠা সোনালি সাপটার দিকেই তাকিয়ে আছে।

উজ্জ্বল সূর্যালোকে চক চক করছে এর তীক্ষ্ণ বিষদাঁতগুলো।

কেঁপে উঠলো স্যাম। তার মাথায় সতর্কতার পুরোনো শব্দগুলোই কেবল বাজছে।

ইডেনের সর্পদেবতার থেকে সাবধান।

●●●

ক্লান্তভাবে হেঁটে ধ্বসে পড়া ভূ-গর্ভস্থ মন্দিরটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে হেনরি। নিজে নিজেই মাটিতে ডেবে যাওয়া পাহাড়ের চূড়াটা এখান থেকেও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে। ঢালের আচ্ছাদিত জায়গাটায় সোডিয়াম আলো জ্বলে আছে। যেখানে, শ্রমিকরা এখনো ধ্বসে পড়া ধ্বংসস্তুপটায় ঢোকার জন্য খাদটা খুঁড়ে যাচ্ছে।

হাঁটতেই হাঁটতেই ফিলিপ তাকে গত কয়েকদিনে এখানে ঘটা ঘটনাগুলোর সংক্ষেপে বিবরণ দিয়ে যাচ্ছে। '... আর তারপরই মন্দিরটা গুড়িয়ে যেতে শুরু করে। থামানোর মত আমার কিছুই করার ছিল না তখন... হেনরিকে হেলিকপ্টার থেকে নামতে দেখেই তার কাছে দৌড়ে এসেছে ফিলিপ সাইকস। তার মুখের হাসিতে খানিকটা স্বস্তি ও একটু লজ্জা জড়িয়ে ছিল। মনে হচ্ছে যেন পায়ের ফাঁকে লেজ গুটিয়ে রাখা কোন কুকুর। হেনরি অবশ্য ফিলিপের বিরামহীন ব্যাখ্যায় তেমন একটা মনোযোগ দিচ্ছে না। শুরু থেকেই ফিলিপের কথার ধরণটা এক রকম। *আমার কোন দোষ নেই!*

BanglaBook.org

শেষমেশ, ফিলিপের কাঁধে হাত রেখে তাকে শান্ত করলো হেনরি। 'খুব ভাল কাজ দেখিয়েছো তুমি, মি. সাইকস। এখানের পরিস্থিতি আর ভ্রান্তির কথা বিবেচনা করলে, তোমার কাজ প্রশংসার দাবিদার।'

মাথা দোলাচ্ছে ফিলিপ। 'করেছি আমি, করিনি?' প্রশংসাটা তৃপ্তির সাথে গিলে নিলো সে... এবং সৌভাগ্যক্রমে, এরপর থেকে একদম চুপ হয়ে গেছে। নতুন কোন দুর্ঘটনার হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েই সন্তুষ্ট সে। যদিও হেনরি জানে যে ফিলিপ তার কাছে যতটা বলেছে তার থেকেও বেশি কথা লুকিয়েছে। হেঁটে যাওয়ার সময় কুঁইচা শ্রমিকদের ফিসফিস করে বলা অপমানজনক মন্তব্যগুলো শুনতে পাচ্ছে হেনরি। স্থানীয় ইনডিয়ান ভাষাটা মোটামুটি ভালই জানে সে। ভালভাবেই বুঝতে পারছে যে শ্রমিকেরা ফিলিপের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে আছে। হেনরি আশঙ্কা করছে যদি শ্রমিকদেরকে প্রশ্ন করা হয় তাহলে হয়তো গত কয়েকদিনের ঘটনাগুলোর সম্পুর্ণ আলাদা একটা গল্প বেরিয়ে আসবে... আর তাতে ফিলিপকে এতটা নির্দোষ মনে হবে না।

কিন্তু, এই মুহূর্তে, আরো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে ভাবতে হবে হেনরিকে।

তাদের দুপাশে থাকা প্রহরীদের দিকে তাকালো হেনরি। এখন আর বন্দুকগুলো উঁচিয়ে না ধরে রাখলেও, কোমড়ের খোপে থাকা পিস্তলগুলোতে ঠিকই হাত দিয়ে রেখেছে তারা। অ্যাবট রুইজ তাদের আগে আগে হাঁটছে। অনবরত হাঁপাচ্ছে লোকটা। ধ্বংসস্তুপের উচ্চতায় আরোহণ করার ধকলটা আর সহ্য করতে পারছে ভারীদেহের মঠাধ্যক্ষ।

অবশেষে ধ্বসে পড়া মন্দিরটার কাছে পৌঁছেছে তারা। মন্দিরের পাশ দিয়ে খোঁড়া সুড়ঙ্গমুখটা থেকে বাদামি রোব পড়ার একজন ভিক্ষু এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। লোকটাকে কিছুটা রহস্যময় দেখাচ্ছে। তার শীতল চাহুনিটাকে দেখলে মনে হয় যেন তীক্ষ্ণ নজর দিয়েই সব ছিনিয়ে নিচ্ছে।

লোলুপ্ত দৃষ্টিতে সুড়ঙ্গমুখের দিকে তাকিয়ে আছে অ্যাবট রুইজ। 'ভিক্ষু ওটেরা, কাজের কী অবস্থা এখানে?'

মাথা নুইয়ে রেখেছে লোকটা। 'দুপুরের মধ্যেই মন্দিরে পৌঁছাতে পারব আমরা, মহামান্য।'

'ভাল। খুব ভাল। চমৎকার কাজ দেখিয়েছো তুমি।' মাথা নত করা লোকটার দিকে একবারো না তাকিয়েই তাকে অতিক্রম করে গেল অ্যাবট রুইজ।

সন্ন্যাসি সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতেই তার চোখে জ্বলে উঠা ক্রোধটা নজরে পড়লো হেনরির। যদিও লোকটা তার ক্রোধের ভাবটা লুকিয়ে রেখেছে, তারপরও হেনরি ঠিকই ধরতে পারছে ব্যাপারটা। ফিলিপের মত এই লোককে কয়েকটা প্রশংসার বাণী শুনিয়ে সন্তুষ্ট করা যাবে না। কাছাকাছি আসতেই লোকটার শরীরে স্প্যানিশ বৈশিষ্ট্যের সাথে কিছু ইনডিয়ান ছাপও দেখতে পেল হেনরি। ত্বকের রঙ কিছুটা গাঢ়, নাক হালকা প্রশস্ত আর চোখও এতটা গাঢ়

BanglaBook.org

বাদামি যে দূর থেকে দেখলে কালোই মনে হয়। ভিক্ষু ওটেরা পরিষ্কারভাবেই একজন *মেস্তিযো*, অর্ধ-সংকর, স্প্যানিশ ও ইনডিয়ান রক্তের সংমিশ্রণ। দক্ষিণ আমেরিকায় এই ধরনের মানুষের জীবন-যাপন করা খুবই কঠিন। প্রায়শই তাদের মিশ্র রক্তকে অপমান ও বিদ্রুপের জন্য ব্যবহার করা হয়।

মঠাধ্যক্ষকে অনুসরণ করে যাচ্ছে হেনরি। তারপরও, ভিক্ষুর চালচলনের দিকে নজর রাখছে সে। ভাল করেই বুঝতে পারছে এই লোকটার উপর নজর রাখতে হবে। এই লোকের মধ্যে এমন বিপজ্জনক কিছু ব্যাপার আছে, যেটার সাথে মঠাধ্যক্ষের পরিকল্পনার কোন সম্পৃক্ততা নেই। হেনরি লক্ষ্য করলো যে, সুড়ঙ্গের খোলা মুখের আলগা মাটির উপর দিয়ে হেঁটে আসার সময় ফিলিপও লোকটার কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে আসছে।

হেনরির পিছন পিছন আসতে শুরু করেছে ভিক্ষু ওটেরা।

খনন করা সুড়ঙ্গটার কাছে পৌঁছে গেছে তারা। এতক্ষণে আকাশে সূর্যটা পুরোপুরি উঠে গেছে। পরিষ্কার নীল আকাশটা যেন ঘোষণা দিচ্ছে, একটা উত্তপ্ত দিন পার করতে হবে তাদেরকে আজ।

হঠাৎ করে স্ট্যাটিকের খড়খড়ে শব্দ শুনে ফিলিপের দিকে চোখ ঘুরে গেছে সবার। ফিলিপ তার পকেট থেকে ওয়াকি-টকিটা বের করে এনেছে। 'নিশ্চয় স্যাম,' বলছে ফিলিপ। 'এত সকালে!'

কাছে এগিয়ে গেল হেনরি। তার ভাতিজা বলেছিল সে সকাল দশটার দিকে ক্যাম্পের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। কলটা নির্ধারিত সময়ের থেকে কয়েক ঘণ্টা আগেই করেছে সে।

'বেস থেকে বলছি,' রিসিভারের কাছে ঠোঁট চেপে ধরে বলছে ফিলিপ। 'বলো, স্যাম।'

কয়েক সেকেন্ডের জন্য স্ট্যাটিকের খড়খড়ে শব্দই শোনা গেল শুধু, তারপর 'ফিলিপ? আমি স্যাম না। *নরম্যান* বলছি।'

রেডিও-এর উপর থেকে চোখ তুলে অন্যদের দিকে তাকালো ফিলিপ। ভ্রু-কুঁচকে আছে তার। হার্ভাডের শিক্ষার্থীর চমকে যাওয়ার কারণটা জানে হেনরি। আগেরবার যোগাযোগের সময় স্যাম বলেছিল যে, গতরাতেই ইনকাদের হাতে উৎস্বর্গ হওয়ার ঝুঁকি ছিল নরম্যানের। ঈশ্বরের কৃপা, সে এখনো বেঁচে আছে!

নরম্যান দ্রুতগতিতে তার কথা বলে যাচ্ছে। 'হেলিকপ্টার আসবে কখন? এক্ষুনি এখানে হেলিকপ্টারটা দরকার আমাদের।' আতঙ্ক মিশে আছে তার কণ্ঠে।

'এখানেই আছে ওটা!' চেঁচিয়ে জবাব দিচ্ছে ফিলিপ। 'ভাল ভাবে বললে, প্রফেসর কঙ্কলিন এখন আমার সাথেই আছে।' বলে ওয়াকি-টকিটা হেনরির দিকে বাড়িয়ে ধরলো ফিলিপ।

BanglaBook.org

ওয়াকি-টকিটা হাতে নিল হেনরি। তবে, অ্যাবট রুইজের চোখ সরু হয়ে যাওয়ার দৃশ্যটা ঠিক নজরে পড়েছে তার। উলটাপালটা কিছু যেন না বলে সেটারই সতকর্তা দিচ্ছে তাকে। রেডিওটা উঁচিয়ে ধরলো হেনরি। 'নরম্যান, হেনরি বলছি। কী অবস্থা ওখানে এখন?'

'ডেনাল ঝুঁকির মুখে! স্যাম আর ম্যাগি তাকে উদ্ধার করতে গেছে। কিন্তু, এখানে আমাদের সাহায্য দরকার। এক ঘণ্টার মাঝেই আগ্নেয়গিরির পশ্চিমের শৈলশিরাগুলোর উপর থেকে আগুন জ্বালানো হবে। কুয়াশার ভিতর দিয়েও ওই আগুন দেখতে পারার কথা। জলদি করুন!'

মঠাধ্যক্ষের দিকে তাকালো হেনরি। রুইজ ইতিমধ্যেই হাত নেড়ে তার লোকদেরকে হেলিকপ্টারের দিকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিতে শুরু করেছে। তারা ভেবেছিল স্যাম যোগাযোগ করার আগে হয়তো কয়েক ঘণ্টা সময় পাওয়া যাবে। তবে, নির্ধারিত সময়ের থেকে কাজ এগিয়ে নেওয়ায় একটুও বেজার মনে হচ্ছে না রুইজকে। বরং, একটু বেশিই খুশি হয়েছে মঠাধ্যক্ষ। বিশেষ করে, নরম্যানের পরের কথাগুলো শুনে আনন্দের মাত্রা আরো বেড়ে গেছে তার।

'এইখানে অদ্ভুত কিছু আছে... মনে হয় যেন অলৌকিক কিছু, প্রফেসর। দেখা উচিৎ...' নরম্যানের বলা বেশির ভাগ কথাই গিলে নিয়েছে স্ট্যাটিকটা। স্ট্যাটিকের খড়খড়ে শব্দটা আগের থেকে আরো বেড়েছে।

হেনরির দিকে চোখ ফেরালো মঠাধ্যক্ষ। ধর্মীয় আশ্বাসে জ্বলজ্বল করছে তার চোখগুলো। ইশারায় হেনরিকে প্রশ্ন করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছে সে।

'এগুলোর কোনটার সাথে কি কোন অদ্ভুত ধরনের সোনার সম্পর্ক আছে?' জিজ্ঞেস করলো হেনরি।

মনে হচ্ছে নরম্যান তার প্রশ্নটা ঠিক মত শুনতে পায়নি। কথা কেটে কেটে যাচ্ছে তার, একটা মন্দির। আমি জানিনা কীভাবে... আরোগ্য... কোন বাচ্চাও নেই।'

অস্থিতিশীল ট্রান্সমিশনটার কারণে কোন কথাই পরিষ্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে না। ওয়াকি-টকিটাকে আরো শক্ত করে ধরে ঠোঁটের কাছে নিয়ে এসেছে হেনরি। যদি স্যামদেরকে কোন সতর্কতা দেওয়ার ইচ্ছা থেকে থাকে তার, তাহলে এখনই করতে হবে তা। 'নরম্যান, স্থির হও! আমরা আসছি! তবে, স্যামকে তাড়াহুড়ো করে কিছু করতে মানা করো। সে জানে আমি তার নিজের মত করে কাজ করাকে *বিশ্বাস* করি না।'

কথাগুলো শুনে চমকে গেছে তার পাশে থাকা ফিলিপ। হেনরি আশা করছে, কথাটা শুনে নরম্যানও হয়তো একই রকম ভাবে অবাক হবে। পুরো দলটাই জানে, হেনরি অন্যদের তুলনায় সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করে তার ভাতিজাকে আর এই ক্ষেত্রে সে স্যাম বা অন্য কাউকেই অবজ্ঞা করে না। কিন্তু, অ্যাবট রুইজ তো আর সেটা জানেনা। আবারো রিসিভারটা চেপে

BanglaBook.org

ধরলো হেনরি। 'আমি সত্যি বলছি। কিছু করো না। আমি স্যামের বিচার বিবেচনাকে *বিশ্বাস করি না।*'

'প্রফেসর?' নরম্যানের কণ্ঠ পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়ে আছে। স্ট্যাটিকের শব্দটাও বাড়তে শুরু করেছে। আর অন্য কোন কথাই শোনা যাচ্ছে না এখন।

রেডিওটা ঝাঁকাচ্ছে হেনরি, কিন্তু তাতে স্ট্যাটিকের শব্দটাই বাড়ছে শুধু। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল সে। 'ব্যাটারী ফুরিয়ে গেছে হয়তো,' বিষণ্ন কণ্ঠে বললো হেনরি। আশা করছে নরম্যান হয়তো তার প্রচ্ছন্ন সতর্কবার্তাটা বুঝতে পেরেছে। আর, যদি নাও পারে, তবুও কারো তো কোন ক্ষতি হয়নি তাতে। অ্যাবট রুইজ নিশ্চিত যে হেনরি কোন গোপন বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করবে না। ফিলিপের হাতে রেডিওটা ফিরিয়ে দিল হেনরি।

ওয়াকি-টকিটা পকেটে রেখে বেফাঁস কথা বলে উঠলো ফিলিপ। 'স্যামকে আপনি বিশ্বাস করেন না, এই কথাটার মানে কী, প্রফেসর। কবে থেকে?'

এক কদম আগে এগিয়ে গেল হেনরি। ফিলিপকে চুপ করার সংকেত দেওয়ার চেষ্টা করছে।

কিন্তু অ্যাবট রুইজ ইতিমধ্যেই কথাটা শুনে ফেলেছে। হেনরি এবং ফিলিপের দিকে ফিরে তাকালো সে। 'কী বললো ছেলেটা?' জিজ্ঞেস করলো রুইজ। সন্দেহের দৃষ্টি ফুটে রয়েছে তার চোখে।

'কিছু নয়,' শান্তভাবে জবাব দিল হেনরি। 'আমার ভাতিজা আর মি. সাইকসের মাঝে হালকা বিরোধিতা আছে। সে সবসময়ই ভাবে তার তুলনায় আমি স্যামকে বেশি বিশ্বাস করি।'

'আমি কখনো এমনটা ভাবিনি, প্রফেসর!' চেঁচিয়ে উঠে প্রতিবাদ করছে ফিলিপ। 'আপনি আমাদের সবাইকেই বিশ্বাস করেন!'

'তাই কি?' জিজ্ঞেস করলো রুইজ। তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। 'বিশ্বাস এমন একটা জিনিস যেটাকে আমরা সবাইই এই মুহূর্তে হারাতে শুরু করেছি।'

হাত দিয়ে ইশারা করতেই ভিক্ষু ওটেরা এসে দাঁড়ালো ফিলিপের পিছনে। একটা উন্মুক্ত ছুরি দেখা যাচ্ছে সন্ন্যাসীটার হাতে।

'না!' চেঁচিয়ে উঠলো হেনরি।

শুকনো লোকটা ফিলিপের চুলে টান দিয়ে তার মাথাটাকে পিছনে টেনে আনতেই তার কণ্ঠনালীটা ছুরির জন্য উন্মুক্ত হয়ে গেছে।

প্রথমে প্রতিবাদ করে উঠলেও, ধারালো ফলাটা চোখে পড়তেই শান্ত হয়ে গেছে ফিলিপ। ছুরিটা কখন গলায় লেগে যায় এই ভয়েই শক্তভাবে জমে গেছে সে।

'এত জলদিই কি আরেকটা শিক্ষা দিতে হবে?' জিজ্ঞেস করলো মঠাধ্যক্ষ।

'ছেলেটাকে ছেড়ে দিন,' মিনতি করছে হেনরি। 'সে জানেও না যে সে কী বলছে।'

BanglaBook.org

ফিলিপের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো রুইজ। কিন্তু, কথাগুলো বলছে হেনরিকে উদ্দেশ্য করে। 'আপনি কি ওদেরকে কোন সতর্কতা দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন? হয়তো কোন গোপন সংকেত?'

স্থির দৃষ্টিতে রুইজের দিকে তাকিয়ে আছে হেনরি। 'না। ফিলিপ মুখ ফসকে বলেছে কথাটা।'

ভয়ে কাঁপতে থাকা ফিলিপের তাকালো রুইজ। 'তাই কী?'

চোখ বন্ধ করে শুধু গুঙিয়ে উঠলো ফিলিপ।

মঠাধ্যক্ষ কাছে ঝুঁকে ফিলিপের কানে কানে বলছে, 'সত্যটা শুনতে **চাই** আমি, যদি তুমি বেঁচে থাকতে চাও।'

ফাঁটা বাঁশের মত শোনাচ্ছে ফিলিপের কণ্ঠস্বর। 'আ... আমি জানিনা আপনি কীসের কথা জানতে চাচ্ছেন।'

'একটা সহজ প্রশ্ন। প্রফেসর কঙ্কলিন কি তার ভাতিজাকে বিশ্বাস করে?'

হেনরির দিকে একবার নজর ফেললো ফিলিপ, তারপর আবার ফিরিয়ে আনলো দৃষ্টিটা। 'ম... মনে হয়।'

হিংস্র হয়ে গেছে মঠাধ্যক্ষের মুখটা। স্পষ্টতই, অস্পষ্ট উত্তরটায় সন্তুষ্ট হতে পারেনি সে। 'ফিলিপ,' শাসিয়ে উঠলো রুইজ।

ভয়ে কঁকিয়ে উঠলো ফিলিপ। 'হ্যাঁ! অন্য যে কারো তুলনায় স্যামের উপরই বিশ্বাসটা সবচেয়ে বেশি প্রফেসর কঙ্কলিনের। সেটা উনার সবসময়ই ছিল!'

রুইজ মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিতেই ছুরিটা ফিলিপের গলার সামনে থেকে সরে গেছে। 'ধন্যবাদ তোমার সরলতার জন্য।' বলে হেনরির দিকে ঘুরলো রুইজ। 'মনে হচ্ছে, সহযোগিতার মূল্য বুঝানোর জন্য আরো একটা শিক্ষা দিতে হবে আপনাকে।'

হেনরির সমস্ত পরিশ্রমই বৃথা হয়ে গেছে।

'ঈশ্বরের পথে আপনার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য একটা গুরুতর শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু কে ভোগ করবে এই শাস্তিটা?' এক মুহূর্তের জন্য প্রশ্নটা নিয়ে ভাবার পর আবার বলতে শুরু করেছে। 'আমার মনে হয় এটা আপনার উপর ছেড়ে দেওয়াই ভাল হবে, প্রফেসর কঙ্কলিন।'

'কী বলতে চান আপনি?'

'আপনিই বেছে নিন কে আপনার কৃতকর্মের শাস্তিটা ভোগ করবে? ফিলিপ নাকি ডঃ এঙ্গেল?'

'আপনার যদি কাউকে শাস্তি দিতে হয়,' বলেছে হেনরি, 'তাহলে আমাকে দিন।'

'আমরা তো তা করতে পারব না, প্রফেসর কঙ্কলিন। আপনাকে জীবিত দরকার আমাদের। আর, আমার মনে হয়, এই সিদ্ধান্তটা বেছে নেওয়াই আপনার বড় শাস্তি।'

BanglaBook.org

কেঁপে উঠলো হেনরি। পা দুর্বল হয়ে গেছে তার।

'আমাদের দুজন বন্দীর দরকার নেই। ফিলিপ বা ডঃ এঙ্গেলের মধ্যে যাকে বেছে নিবেন–তাকেই মেরে ফেলা হবে। সিদ্ধান্তটা আপনার।'

হেনরি দেখছে ফিলিপের চোখ তার উপর স্থির হয়ে আছে। তার জীবন রক্ষার জন্য মিনতি করছে। কী করবে এখন সে।

'দশ সেকেন্ডের ভিতরেই আপনাকে সিদ্ধান্তটা দিতে হবে। নাহলে *দুজন*কেই মরতে হবে।'

চোখ বন্ধ করে ফেলল হেনরি। জোয়ানের মুখ, বাল্টিমোরে তাদের ডিনারের সময় জোয়ানের হাসি, মোমের আভায় তার উজ্জ্বল গালগুলোর দৃশ্য ভাসছে তার চোখে। জোয়ানকে ভালবাসে সে। এটাকে আর অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু সে তো তার এখানকার দায়িত্বটাকেও অগ্রাহ্য করতে পারবে না। যদিও ফিলিপ বেশির ভাগ সময়ই একটা নির্বোধ গাধা, কিন্তু তবুও তো সে তার ছাত্র, তার মাথাব্যথা। নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে রেখেছে হেনরি। চোখে পানি চলে আসছে তার। কানের কাছে জোয়ানের ঠোঁট, তার ঘাড়ে জোয়ানের নিঃশ্বাসের উষ্ণতা, জোয়ানের চুলের সুবাসের স্মৃতিগুলো স্মরণ করছে হেনরি।

'প্রফেসর?'

চোখ খুললো হেনরি। রাগত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মঠাধ্যক্ষের দিকে। 'হারামজাদা...

'সিদ্ধান্ত নিন। নাহলে তাদের দুইজনকেই মেরে ফেলার নির্দেশ দিব আমি।' ভিক্ষুকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য হাত উঁচু করে রেখেছে মঠাধ্যক্ষ। 'কাকে আপনার পাপের জন্য মরতে হচ্ছে?'

গলায় কথা আটকে গেছে হেনরির। 'ড... ডঃ এঙ্গেল।' জোয়ানের মৃত্যু বাক্যটা উচ্চারণ করেই নিস্তেজ হয়ে গেল হেনরি। কিন্তু, এছাড়া আর কী ই বা করবে সে। যদিও রাইসে তাদের একসাথে কাটানো দিনগুলোর পর অনেকটা সময় পেরিয়ে গেছে, তারপরও জোয়ান একটুও বদলায়নি। হেনরি এখনো তার মন সম্পর্কে জানে। ফিলিপের জীবনের বিনিময়ে সে যদি জোয়ানকে রক্ষা করতে চাইতো, তাহলে জোয়ান তাকে কখনোই ক্ষমা করবে না। তারপরও, তার সিদ্ধান্তটা পোড়াচ্ছে তাকে। মনে হচ্ছে যেন, কোন বিশাল চাকু গেঁথে দিয়েছে কেউ তার বুকে। শ্বাসই নিতে পারছে না সে ঠিক মত।

'তবে তাই হোক,' শান্তভাবে মন্তব্য করে ঘুরে দাঁড়ালো অ্যাবট রুইজ। শাস্তিটা সম্পন্ন হয়ে যাক।'

•••

কামাপাককে অনুসরণ করছে স্যাম ও ম্যাগি। ওঝার পিছু পিছু ছায়াঘেরা জঙ্গল থেকে সকালের উজ্জ্বল সূর্যালোকে বেরিয়ে এসেছে তারা। মাথার উপরের ঘন

BanglaBook.org

কুয়াশা আকাশটাকে ঢেকে রাখার পরও, এতক্ষণ জঙ্গলের ভিতরে অনুজ্জ্বল আলোতে থাকার কারণে সূর্যের প্রখরতা যন্ত্রণাদায়ক মনে হচ্ছে।

হাত দিয়ে চোখ ঢেকে, হাঁটা থামিয়ে দিয়েছে স্যাম। ম্যাগিও এসে থামলো তার পাশে। এত উচ্চতায় হাঁটার কারণে হাঁপিয়ে উঠেছে দুইজনই। থেমে জঙ্গলের ধারের ভূমিটা পর্যবেক্ষণ করে নিচ্ছে স্যাম। চিনচিনে মাথা ব্যথাটা বাড়তে শুরু করেছে তার।

প্রায় একশো গজ সামনেই যেন একটা উন্মুক্ত আগ্নেয়গিরির পাথরের খাড়া দেয়াল গজিয়ে উঠেছে। খাঁজকাটা তীক্ষ্ণ ধারালো পাথরের খাড়া বাঁধ। একদম তাজা রক্তের মতই তামাটে লাল দেখাচ্ছে। খাড়া দেয়ালের পাশে স্বগর্বে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আগ্নেয় পর্বতের কালো মোচাকৃতির মুখটা। ছায়াবৃত্ত করে রেখেছে দেয়ালটাকে।

দেয়ালের উপর দিয়ে সুড়ঙ্গমুখ পর্যন্ত একটা আঁকাবাঁকা সরু পথ রয়েছে। উপত্যকার ভূমি থেকে সুড়ঙ্গমুখটার উচ্চতা প্রায় সত্তর গজের মত। দেখেই বুঝা যাচ্ছে ওখানে আরোহণ করা সোজা নয়। সুড়ঙ্গ মুখ থেকে ঢাল বেয়ে দুজন লোককে নেমে আসতে দেখছে তারা। সূর্যের আলোয় ঝিকমিক করছে তাদের হাতের বর্শাগুলো। তবে ডেনাল নেই তাদের সাথে।

'চলো!' লোকদুটোর দিকে তার রূপান্তরিত ছুরিটা দিয়ে ইঙ্গিত করে বললো স্যাম।

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল ম্যাগি। হাঁপানোর কারণে কথাই বলতে পারছে না। স্যামের রাইফেলটাকে নিজের কাঁধে আরো শক্তভাবে বসিয়ে অন্য দুজনের পিছু পিছু এগোতে শুরু করেছে ম্যাগি।

জঙ্গলের ধার ঘেষে বেড়ে উঠা পার্বত্য-অঞ্চলীয় ভুট্টা কুইনোয়ার ক্ষেতের পাশ দিয়ে কামাপাক ওদেরকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রচুর পরিমাণ জংলী ঝোপঝাড় ও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকা আগ্নেয় পাথরে-সবুজ মাঠের ওপাশের খাড়া বাঁধের গোড়াটা ছেয়ে আছে। কাছে থাকা আগ্নেয়গিরির ফাটলগুলো থেকে সালফারের হলুদাভ আভা সহ বাষ্প নির্গত হচ্ছে। বাতাস প্রচণ্ড আর্দ্র ও উষ্ণ।

সুড়ঙ্গে যাওয়ার রাস্তার উপর দিয়ে নেমে আসতে থাকা ইন্ডিয়ান লোক দুজনের সাথে দেখা হল ওদের। কামাপাক কথা বলছে তাদের সাথে। লোকগুলোর হাতে থাকা বর্শাগুলো পরীক্ষা করে দেখছে স্যাম। বর্শাগুলোর ফলাও তার চাকুর মতই সোনা দিয়ে নির্মিত। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক যেটা, তা হল বর্শাগুলোতে রক্তের কোন ছাপ নেই। ওঝার সাথে তাদের কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করছে স্যাম, কিন্তু একটা শব্দও বুঝতে পারছে না। কথা শেষে লোকদুটোকে হাত নেড়ে গ্রামের দিকে বিদায় জানিয়ে, খাড়া পথটা ধরে যাত্রা করার জন্য উদ্যত হল ওঝা। স্যাম ও ম্যাগিকে তার পিছন পিছন আসার ইশারা করছে।

BanglaBook.org

কাঁধে হাত রেখে কামাপককে থামালো স্যাম। 'ডেনাল?' জিজ্ঞেস করলো সে।

জবাবে শুধু মাথা নেড়ে উপরের দিকে নির্দেশ করলো কামাপাক। আবারও এগিয়ে যেতে শুরু করেছে সে।

'কী মনে হচ্ছে তোমার?' জিজ্ঞেস করলো ম্যাগি।

'জানিনা। তবে, উত্তরটা সম্ভবত ওখানেই লুকিয়ে আছে।'

উৎকণ্ঠ ভরা চোখে উপরের খোলা মুখটার দিকে তাকালো ম্যাগি। 'মন্দিরটায়?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলো স্যাম। কামাপাকের পিছে পিছে সর্পিলাকার পথটা ধরে এগিয়ে যাচ্ছে তারা। শ্বাস নিতে অসুবিধা হবে ভেবে কোন ধরনের কথাই বলছে না। আর্দ্রতার কারণে স্যামের চাকু ধরে রাখা হাতটা পিচ্ছিল হয়ে গেছে। পিছনে থাকা ম্যাগিকে উর্ধ্বশ্বাস নিতে শুনছে সে। অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে তার পায়ের পেশিও হাল ছেড়ে দিতে শুরু করেছে।

তাদের মাঝে একমাত্র কামাপাকই শুধু স্বাভাবিক আছে। উচ্চতা ও আর্দ্র আবহাওয়ার মাঝে বেড়ে উঠায় আরোহণ করার সময় ওঝাকে একদমই বিচলিত মনে হচ্ছে না। তাদের অনেক আগেই সুড়ঙ্গমুখটায় পৌঁছে গেছে সে। বাকি দুজনের আসার অপেক্ষা করছে। তাদেরকে আসতে দেখেই কিছু বলতে শুরু করেছে ওঝা। তার কথা থেকে শুধু সূর্য দেবতা *ইন্তির* নামটা বুঝতে পারলো স্যাম।

পিছনে তাকিয়ে ছড়িয়ে থাকা উপত্যকাটাকে পর্যবেক্ষণ করে নিচ্ছে স্যাম। নিচের গ্রামটাকে এখন আর চোখেই পড়ছে না যেন। ঘন জঙ্গলে প্রায় অর্ধেকের মত ঢেকে আছে গ্রামটা। তারপর হঠাৎ করেই বামদিকে থাকা পাথরের শৈলশিরাতে জ্বলতে থাকা অগ্নিকুণ্ডগুলো নজরে পড়লো তার। আগুনের লেলিহান শিখাটা প্রায় আগ্নেয়গিরির চূড়া পর্যন্ত ছুঁয়ে যাচ্ছে। 'ভাল এগুচ্ছো, নরম্যান,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো স্যাম।

ম্যাগিও এসে যুক্ত হল তার সাথে। 'আশা করছি যেন তোমার চাচা জলদি এসে পৌঁছাতে পারে,' আগুনের দিকে তাকিয়ে বললো সে। তারপর স্যামকে খোঁচা দিয়ে সুড়ঙ্গের দিকে নির্দেশ করলো। 'চলো, এগিয়ে যাই।'

মশাল জ্বালিয়ে তাদেরকে পথ দেখিয়ে ভিতরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে কামাপাক। সুড়ঙ্গটা বেশ প্রশস্ত। চারজনের মত লোক একসাথে চলতে পারবে এর ভিতর দিয়ে। সুড়ঙ্গ পথটাকেও সোজাই দেখাচ্ছে। কোন বাঁক বা মোড় নেই। মসৃণ আগ্নেয় পাথরে নির্মিত সুড়ঙ্গের দেয়ালটা।

'লাভা টিউব,' দেয়ালের মসৃণ পৃষ্ঠটাকে স্পর্শ করে মন্তব্য করলো ম্যাগি।

মাথা ঝাঁকিয়ে সামনের দিকে নির্দেশ করলো স্যাম। সুড়ঙ্গের অন্ধকারটাকে প্রথমে বেশ অভেদ্য মনে হচ্ছিল তার। তবে, অন্ধকারটা আস্তে আস্তে চোখে সয়ে যেতেই, দূর থেকে আসা অস্পষ্ট আলোটা চোখে পড়লো

BanglaBook.org

স্যামের। সূর্যের আলো। 'নরম্যান ঠিকই বলেছিল,' বলছে সে। 'সুড়ঙ্গটা হয়তো অন্য আরেকটা উপত্যকা বা খোলা আকাশের কোন গুহার সাথে যুক্ত হয়ে আছে।'

ম্যাগি কোন মন্তব্য করার আগেই, হুট করে থেমে গেছে সামনে থাকা কামাপাক। ডান পাশের দেয়ালে লেগে থাকা মশালদুটোকে প্রজ্জ্বলিত করছে সে। এখন তারা একটা ছোটখাটো গুহার ভিতরে অবস্থান করছে। অন্ধকারের কারণে স্যাম বা ম্যাগি কেউই আগে খেয়াল করেনি এটা। প্রবেশমুখের সামনের উঁবু হয়ে বসে পড়েছে কামাপাক।

আগুনের শিখাটা বাড়তে শুরু করেছে। মশালের আলোর আভাটা পাশের একটা কক্ষে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসছে মূল সুড়ঙ্গটায়। আগুনের আভাটা দেখে সেদিকে এগিয়ে গেল তারা।

প্রবেশমুখটার কাছে প্রথমে পৌঁছেছে স্যাম। পাশের কক্ষটার দৃশ্য দেখে হোঁচট খেয়ে গেছে যেন। ম্যাগি তার পাশে এসে দাঁড়ালো। ভিতরের দৃশ্যটা দেখেই উত্তেজনায় স্যামের হাতের উপরে শক্ত করে খাবলে ধরে ফেলেছে ম্যাগি।

'মন্দির,' ফিসফিস করে বলছে সে।

পাশের গুহার দৃশ্যটা যে-কোন মানুষকেই চমকে দিবে। জায়গাটা প্রায় দুটো গাড়ি রাখা গ্যারেজের সমান প্রশস্ত। কক্ষের প্রতিটা পৃষ্ঠই স্বর্ণে মোড়ানো। দেয়াল, ছাদ, মেঝে–সবই। যেন কোন কৃত্রিম স্বর্ণের গুহা! আর, ব্যাপারটা আলোর কারসাজি বা অন্য কোন কারণে সৃষ্ট কিনা, তারা নিশ্চিত হতে পারছে না-তবে কক্ষের স্বর্ণের পৃষ্ঠটাকে মনে হচ্ছে যেন পাঁক খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে অনাবৃত পৃষ্ঠের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। এর নিচে থাকা আগ্নেয় পাথরটাকে উন্মোচিত হতে দিচ্ছে না কখনো। কক্ষের মেঝের একদম কেন্দ্রের উপর নিরেট স্বর্ণের একটা ফলক রয়েছে। নিশ্চিত ভাবেই কোন বেদী বা বিছানা এটা। বেদীর উপরের পৃষ্ঠটায় হালকা একটা ছাঁচ দেখা যাচ্ছে। মানুষের শরীরের আকৃতির সাথে মিলানোর জন্যই এমন ছাঁচটা দেওয়া হয়েছে। বেদীর উপরে সোনালি ঝাড়বাতির মত করে স্বর্ণের সুতা ও তন্তুগুলো পেঁচিয়ে কুণ্ডলী পাঁকিয়ে সৃষ্টির করা ঘন জালের মধ্যে স্বর্ণের সুতার একটা উদ্ভট গোলক ঝুলে আছে। দৃশ্যটাকে দেখে স্যামের অনেকটা মাকড়সার ডিম্বথলির মত মনে হচ্ছে। ধাতুর চেয়েও বেশি সাংগঠনিক। এমনকী স্বর্ণ প্রবাহিত হওয়ার বিভ্রমটা এখানেও অব্যাহত আছে। মশালের টিমটিমে আলোয় মনে হচ্ছে যেন কুণ্ডলী পাকানো সুতার বিশাল গোলকটা মৃদুভাবে দুলছে।

'ডেনাল কই?' জিজ্ঞেস করলো ম্যাগি।

মাথা নাড়লো স্যাম। এখনও এতটাই চমকে আছে কোন কথাই বলতে পারছে না। তার সাপ-আকৃতির ছুরি উঁচিয়ে কক্ষের মাঝে থাকা বেদীর দিকে নির্দেশ করছে। 'কোন রক্ত নেই।'

'ওহ, বাঁচা গেল। চলো-' হুট করে লাফিয়ে উঠে এক কদম পিছিয়ে আসলো ম্যাগি।

বেদীর উপরে ঝুলতে থাকা স্বর্ণের সুতার কিছুটা অংশ সাপের ফনার মত করে বেরিয়ে এসেছে। স্যামের দিকে এগিয়ে আসছে সুতাগুলো। 'নড়ো না,' বিড়বিড় করে বললো স্যাম। তার নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে একদম জমে গেছে সে।

স্বর্ণের সুতাটা বাতাসে পাঁক খাচ্ছে, অন্বেষণে থাকা বাহুর মত সর্পিকালাকার ভাবে নড়াচড়া করছে। মনে হচ্ছে এর আকর্ষণ স্যামের হাতে ধরে রাখা চাকুটার দিকে। সোনালি সাপটার গায়ে ছোঁয়ার মত যথেষ্ট দূরত্বে সরে আসতে পেরেছে সুতাটা। তীক্ষ্ণ বিষদাঁতগুলোর একটায় আলতোভাবে স্পর্শ করতেই, গলে গেছে সোনালি প্রতিকৃতিটা। চাকুর অবয়বটাই সম্পূর্ণভাবে গায়েব হয়ে গেছে। গরম মোমের মত করে প্রবাহিত হচ্ছে এর পৃষ্ঠটা। চাকুটা তাপ শোষণ করে নেওয়ায় স্যামের হাতে ধরা হাতলটা শীতল হয়ে গেছে। স্বর্ণটা পুনরায় তার আকৃতি গঠন করে নিচ্ছে। প্রসারিত ও ধারালো হয়ে আবারো চাকুর আগের অবস্থায় ফিরে এসেছে।

বড়শির সুতার মতই, আগুয়ান তন্তগুলো আবার ফিরে গেছে তার কুণ্ডলীতে।

চাকুটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে স্যাম। 'এই মাত্র কী ঘটলো এটা?'

তার ভাষা খুঁজছে যেন ম্যাগি। স্যামের ছায়ার দিকে সরে এসেছে সে। 'এটা স্বর্ণ না। অসম্ভব। তোমার চাকুর ফলাটা যেটা দিয়ে তৈরি হয়েছে, এই মন্দিরটাও সেই একই জিনিসেই তৈরি। এটাকে মশিকোরা *সূর্যের স্বর্ণ* বলতো। উল্কা থেকে সংগ্রহ করা কোন ধাতু এটা।'

'কিন্তু এটাকে তো একদম জীবন্ত দেখাচ্ছে,' বললো স্যাম। ম্যাগির সাথে সাথে পিছিয়ে আসতে শুরু করছে।

কামাপাক আবার উঠে দাঁড়িয়েছে এখন। স্যামের জন্য শ্রদ্ধায় ভরে আছে তার চোখ। স্যামের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কিছু বলে মাথা নত করে কুর্নিশ করছে ওঝা।

'স্যাম, আমার মনে হয় এটা নিয়ে আর ভাবা উচিৎ নয় আমাদের। চলো খুঁজে দেখি ডেনালের সাথে কী হয়েছে। আর, মন্দিরটা দক্ষ কোন বিজ্ঞানী আসার আগ পর্যন্ত এভাবেই পড়ে থাকুক।'

নিস্তেজ ভাবে মাথা ঝাঁকালো স্যাম। 'এটাই দেখেছিল ভিক্ষু ডি আলমাগ্রো। মনে হয় মানুষটা এই কারণেই ভয় পেয়ে এই উপত্যকার প্রবেশমুখ বন্ধ করে দিয়েছিল। *ইডেনের সর্পদেবতা*।'

'এটা এবং সাথে পাঁচাকাটেকের শিরোচ্ছেদকৃত মাথাটাও,' বিড়বিড় করে আওড়ালো ম্যাগি।

BanglaBook.org

তার দিকে ঘুরে তাকালো স্যাম। মন্দিরে আসার পথে ম্যাগি তাকে বলেছে, সে কীভাবে গতরাতে আড়িপেতে তাদের সাথে রাজা ও ওঝার বলা ইনকারির মনগড়া গল্পটা শুনেছিল। 'তুমি নিশ্চয় শিরোচ্ছেদকৃত রাজার অর্থহীন গল্পটায় বিশ্বাস করোনি, তাই না?'

নিজের দিকে তাকিয়ে আছে ম্যাগি। 'তোমাকে এখনও কিছু ব্যাপারে বলিনি আমি।'

'কী?'

'বলার আগে আমি গতরাতে কী দেখেছি সেটা নিয়ে ভাবার জন্য আরো সময় দরকার ছিল আমার,' চোখ তুলে স্যামের দিকে তাকালো ম্যাগি। 'তোমাকে আর নরম্যানকে নিয়ে যাওয়ার পরও আমি আঙ্গিনাটায় নজর রেখেছিলাম। আমি পাঁচাকাটেককে তার পোশাক ছাড়া দেখেছি। তার শরীরটা... অসঙ্গতিপূর্ণ।'

'পরিষ্কার করে বলো?'

'তার শরীরটা আসলে–'

হঠাৎ করেই একটা চিৎকারের শব্দ ভেসে আসায় আর কিছু বলতে পারলো না ম্যাগি। চিৎকারটা শুনেই জমে গেছে তারা।

'ডেনাল!' বলে উঠলো ম্যাগি। চিৎকারটা এখনো বদ্ধ জায়গায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

'এখনও বেঁচে আছে ছেলেটা!'

সুড়ঙ্গের সামনে থেকে সূর্যালোকের অস্পষ্ট আলো আসতে থাকা দিকে পা বাড়ালো স্যাম। 'কিন্তু আর কতক্ষণ বেঁচে থাকতে পারবে? চলো!'

হাত বাড়িয়ে তাদের পথ আটকে দিলো কামাপাক। জোরে জোরে মাথা নাড়ছে সে। বিড়বিড় করে সতর্কতা দিচ্ছে। তার কথার মধ্যে একমাত্র *হানন পাঁচা* শব্দটাই কেবল স্যামদের কাছে পরিচিত। ইনকাদের স্বর্গ। স্যামের মনে আছে, গ্রামের লোকেরা তাদের বাচ্চাদেরকে *হানন পাঁচার* দেবতাদের কাছে উপহারস্বরূপ প্রেরণ করে। নিশ্চয় ডেনালকে ওখানেই নিয়ে গেছে। বিদ্রোহের দৃষ্টিতে স্যামের দিকে তাকিয়ে আছে কামাপাক। তাদেরকে সামনে যেতে বারণ করছে।

'ধ্যাত্তোরি!' রাগে গর্জে উঠলো স্যাম। কামাপাকের সামনে তার চাকুটা উঁচিয়ে ধরলো। 'আমরা যাচ্ছি, বন্ধু। তো, তুমি হয় সরো নয়তো তোমার ভিতর দিয়েই যাওয়ার রাস্তা তৈরি করে নিব আমি।'

তার কণ্ঠস্বরটা হয়তো ভাষার প্রতিবন্ধকতাটাকে অতিক্রম করতে পেরেছে। সামনে থেকে সরে গেছে কামাপাক। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে স্যামের ছুরিটার দিকে। ওঝার মন পরিবর্তন হওয়ার জন্য অপেক্ষা করলো না স্যাম। দ্রুত গতিতে এগিয়ে যেতে শুরু করেছে সে। এতক্ষণ বাঁধা দিলেও,

BanglaBook.org

এখন তাদের পিছনে পিছনে আসছে কামাপাকও। বিড়বিড় করে প্রার্থনা করতে করতে এগুচ্ছে সে।

দ্রুতই সুড়ঙ্গের শেষ মাথায় পৌঁছে গেল ওরা। সুড়ঙ্গের এপাশে থাকা অন্য আরেকটা আগ্নেয়-উপত্যকায় এসে উপস্থিত হয়েছে। তবে, এখানকার কুয়াশাটা বেশি ঘন। সূর্যের আলোতে কুয়াশা থাকায় গোধূলীলগ্নের মত মনে হচ্ছে। এমনকী সামনে থাকা জঙ্গনে আরও তীব্র। চোখে জ্বালা ধরে গেছে ওদের। সাথে উত্তাপে শ্বাসরোধ হওয়ার অবস্থা একেকজনের। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে একটা পরিষ্কার পথ চলে গেছে।

'আমরা মনেহয় পাশের উপত্যকায় চলে এসেছি,' ফিসফিসিয়ে মন্তব্য করলো ম্যাগি।

মাথা ঝাঁকালো স্যাম। উপত্যকার পথটা ধরে যাত্রা শুরু করলো আবার। তার পথ অনুসরণ করলো ম্যাগি। এক মুহূর্ত দ্বিধা করার পর, কামাপাকও যুক্ত হল তাদের সাথে। তার দেহের অঙ্গভঙ্গি কিছুটা কুঁজো হয়ে গেছে। বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে অদ্ভুত আকাশটার দিকে। যেন ভয় করছে উপর থেকে কিছু হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে যাবে তাকে। ওঝার হাবভাবেই বুঝা যাচ্ছে এই জায়গায় আগে কখনোও আসেনি সে। তাদের কড়া নিষেধাজ্ঞা।

'এটা নিশ্চিত যে, স্বর্গ সম্পর্কে এরকটা ধারণা করিনি আমি,' ভ্রুর উপর জমা ঘাম মুছে নিতে নিতে বললো স্যাম। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সময় আগে আগে চলছে স্যাম। জঙ্গলের আচ্ছাদনের নিচে গোধূলীটাকে এখন রাত মনে হচ্ছে।

জঙ্গল একদম নীরব হয়ে আছে। কোন পাখির কলতান নেই, পশুদের নড়াচড়ার শব্দ নেই। যদিও জঙ্গলের আচ্ছাদনের ফাঁকে কয়েকটা বানর চোখে পড়েছে স্যামের। তবে তারাও একদম নিশ্চল, নিশ্চুপ। শুধু চোখগুলোই ঘুরছে তাদের গন্ডিতে আসা আগন্তুকদের উপর।

ইতিমধ্যেই ম্যাগি তার কাঁধ থেকে রাইফেল নামিয়ে এনেছে। নিশানাবাজিতে তার হাত ভাল বলে দাবি করেছিল সে। স্যাম আশা করছে যেন তার দাবিটা আসলেই সত্যি হয়। এছাড়া তাদের অস্ত্র বলতে কেবল স্যামের হাতে থাকা ছুরিটাই আছে।

জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সময় কেউ কোন কথা বলছে না। ফিসফিস করে কিছু বলারও সাহস পাচ্ছে না। উজ্জ্বল আলোর কাছাকাছি পৌঁছে গেছে তারা। হাত উঁচিয়ে অন্যদেরকে থামার নির্দেশ দিল স্যাম। কোন একটা পরিকল্পনা করা দরকার। ম্যাগির দিকে তাকালো স্যাম। তার চোখগুলো ভয় এবং দুঃশ্চিন্তা বড় বড় হয়ে আছে। কামাপাক গুটিসুঁটি মেরে লুকিয়ে আছে ম্যাগির পিছনে। চোখে সতর্কতার ছাপ।

তখনই জঙ্গলের নীরবতাকে বিদীর্ণ করা আরেকটা চিৎকার ভেসে এলো ওদের কানে। ঠিক সামনে থেকেই এসেছে শব্দটা। 'বাঁচাও!' ছেলেটার কণ্ঠে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্টভাবে জড়িয়ে আছে।

BanglaBook.org

'নরকে যাক সতর্কতা,' ক্ষীপ্ত হয়ে বলে উঠলো স্যাম। 'চলো!' বলেই জঙ্গলের শেষ পথটার উপর দিয়ে দৌড় লাগালো স্যাম। ম্যাগি তার পিছে পিছে লেগে আছে।

জঙ্গলের ভিতর থেকে বের হয়ে আরেকটা ইনকা গ্রামের প্রান্তদেশে এসে উপনীত হয়েছে তারা। এই জায়গাটাতেও সারিবদ্ধভাবে পাথরে পাঁকানো বাড়িঘর রয়েছে এবং এই গ্রামের অর্ধেকটাও জঙ্গলের আচ্ছাদনের মধ্যে লুকিয়ে আছে। তবে, মিল বলতে শুধু এইটুকুই। জঙ্গলটা সীমা অতিক্রম করে ঢুকে পড়েছে গ্রামের ভিতরে। প্রায় দখলই করে নিয়েছে বলা যায়। পুরোটা জায়গাই গ্রানাইটের ফলকের ভেতর থেকে বের হওয়া জঙ্গলের শিকড়-আগাছায় ভরে আছে। মনে হচ্ছে যেন পাথর থেকেই গজিয়েছে এগুলো। কাছেই, ফাটল ধরা ছাদগুলোর একটার উপর বিশাল একটা গাছ গজিয়ে উঠেছে। গাছের শাখা-প্রশাখাগুলো মুড়িয়ে রেখেছে বাড়িটাকে।

গ্রামটা যেমন অমার্জিত, ঠিক তেমনি গন্ধটাও এখানে আরো বেশি বাজে।

রাস্তাগুলোর পুরোটাই ময়লা-আবর্জনা-জঞ্জালে ভরা। পশুদের পুরোনো হাড়গুলো ভাঙ্গা কাচের পাত্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে রাস্তার উপর। এগুলোর অনেকগুলোতেই আবার এখনও চামড়া বা পশম লেগে আছে। তাদের পায়ের চাপে নিচে পড়ে থাকা মাটির ভাঙ্গা পাত্রগুলো আরো চূর্ণ-বিচূর্ণ হচ্ছে।

'ঈশ্বর,' বলে উঠলো ম্যাগি। হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছে তার। 'এটা তৃতীয় শহরটা।'

'কী?' ফিসফিসিয়ে বলল স্যাম।

'প্রথম রাতের অনুষ্ঠানের কথা মনে করে দেখো। তুমি ধারণা করেছিলে নিচের গোরস্থানটা *উকা পাঁচা* বা নিচের দুনিয়ার নগরী এবং বসবাসরত ইনকাদের গ্রামটা হচ্ছে *কেই পাঁচা* বা মাঝের দুনিয়ার নগরী। আর, এখনেরটা তৃতীয় গ্রাম। উপরের দুনিয়া *হানন পাঁচার* নগরী।'

বিতৃষ্ণার দৃষ্টিতে ময়লা আবর্জনা পড়ে থাকা জর্টু রাস্তাগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে স্যাম। এটা কোনভাবেই কোন স্বর্গীয় নগরী হতে পারেনা। তারপরও, রহস্যটা নিয়ে ভাবতে গিয়ে নিজেদেরকে থামিয়ে রাখার সাহস পাচ্ছে না সে। হাত নেড়ে অন্যদেরকে ইশারা করে, পথটা ধরে এগুতে শুরু করেছে স্যাম।

আতঙ্কের দৃষ্টিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রামটার উপর চোখ বুলাচ্ছে কামাপাক। অবিশ্বাসে চোখ বড় বড় হয়ে আছে তার।

লোকটাও নিশ্চয়ই স্বর্গকে এমন দৃশ্যে কল্পনা করেনি, মনে মনে মন্তব্য করলো স্যাম।

সামনে থেকে আসা ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ এবং মৃদু ক্ষুব্দ গর্জনের শব্দগুলো এখন শুনতে পাচ্ছে ওরা। তবে হট্টগোলের ভিতর থেকে আসা ফোঁপানোর শব্দ

BanglaBook.org

শুনে সেদিকে মনোযোগ ঘুরে গেছে তাদের। শব্দটা নিশ্চয়ই ডেনালের কাছ থেকে আসছে।

রাস্তাটা গ্রামের মূল চত্বরের কাছে গিয়ে শেষ হয়ে গেছে। থেমে পড়েছে স্যাম। মোড়ের আড়াল থেকে উঁকি দিল সে। দৃশ্যটা দেখার সাথে সাথেই দৃষ্টি সরিয়ে ফেলল। 'ধ্যাত...

'কী?' ফিসফিসিয়ে বললো ম্যাগি। হামাগুড়ি দিয়ে মোড়ের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাকালো সেও।

স্যাম তার উদ্বেগটা ধরতে পারছে। মোড়ের কাছে গিয়ে যুক্ত হল তার সাথে। প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলানোর চেষ্টা করছে স্যাম। নবজাতকের মত পুরোপুরি নগ্ন হয়ে চত্বরের একদম কেন্দ্রে বিস্মিত ও আতঙ্কিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ডেনাল।

আর এর কারণটাও স্পষ্ট।

তার চারপাশের চত্বরটাকে ঘিরে রেখেছে ফ্যাকাশে জন্তুগুলো। এদের মাঝে কয়েকটার আকৃতি প্রায় ষাঁড়ের মত বড়, অন্যগুলোও পেশীবহুল বাছুরের চেয়ে কম যায় না। জন্তুগুলোর উদ্ভট দেহের আকৃতিটা চিনতে পারছে স্যাম। নিচের গোরস্থানকে আতঙ্কিত করে রাখা জন্তুগুলোই এরা। ডেনালের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে তারা, তাকে শুঁকছে, তার গোড়ালির কাছে গিয়ে নাকি সুরে ডেকে উঠছে। মাঝে মাঝে নিজেদের ভিতরে লড়াই করছে তারা। মনে হচ্ছে, ছেলেটার সাথে কী করবে সেটা নিয়ে এখনো কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেনি তারা।

তবে এটা ব্যাপার নিশ্চিত যে, তারা সবাই ক্ষুধার্ত। প্রায় সবগুলো জন্তুর মুখ থেকেই লালা ঝরছে। অনাহারে থাকা প্রাণীর মত দেখাচ্ছে জন্তুগুলোকে।

হুট করে তাদের কাছাকাছি জন্তুগুলোর একটা ঘুরে তাকাল। লম্বা-পায়ের জন্তুগুলোর একটা এটা। গোত্রের স্কাউটদের একটা। জন্তুটার নজরে পড়ার আগে কোন রকমে লুকাতে পেরেছে স্যাম ও ম্যাগি।

ম্যাগিকে খোঁচা দিয়ে পিছিয়ে আসতে বললো স্যাম।

বিভ্রান্তি ও আতঙ্কের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে উল্কিকৃত ওঝা। স্পষ্টতই, সে কখনো ভাবেওনি যে তার *হানন পাঁচায়* এমন কিছু লুকিয়ে থাকতে পারে। স্যাম তাকে আটকানোর আগেই হাত উঁচিয়ে মোড় থেকে বেরিয়ে এসেছে কামাপাক। অশ্রুসিক্ত চোখে গান গাইতে শুরু করেছে। গানটার সুরের সাথে ধর্মীয় উৎসাহ মিশে আছে। লম্বা লম্বা পা ফেলে জন্তুর দলটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কামাপাক।

চত্বরে থাকা জানোয়ারগুলো শান্ত হয়ে গেছে এখন।

ম্যাগিকে আরো পিছনে টেনে আনলো স্যাম। তার কানে কানে ফিসফিস করে বলছে। 'ওঝার ডিসট্রাকশনের সুযোগটা কাজে লাগাতে হবে আমাদেরকে। দেখি ডেনালকে মুক্ত করা যায় কিনা।'

BanglaBook.org

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলো ম্যাগি। চত্বরের সাথে সমান্তরাল রাস্তাটার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছুট লাগলো ওরা। কামাপাককে গুনগুন করে গাইতে শুনছে। হাড় ও মাটির পাত্রগুলোকে এড়িয়ে যত দ্রুত সম্ভব দৌড়ানোর চেষ্টা করছে স্যাম।

'এই পথে!' হিসিয়ে উঠে বলে দুই বাড়ির মধ্যে থাকা গলিটায় ঢুকে পড়লো ম্যাগি।

তাকে অনুসরণ করে এগিয়ে গিয়ে নিজেকে আবারো চত্বরের মোড়ের সামনে গিয়ে উবু হয়ে বসে থাকা অবস্থায় আবিষ্কার করলো স্যাম। তবে এইবার ডেনাল সরাসরি তাদের সামনে অবস্থান করছে। ছেলেটা এখনো দেখতে পায়নি ওদেরকে। হাঁটুর উপর ভর করে পড়ে আছে ছেলেটা, তার চোখ স্থির হয়ে আছে দাঁড়িয়ে গান গাইতে থাকা ওঝার উপর।

জন্তুগুলোও ওঝার গানে আকর্ষিত হয়েছে। আতঙ্কিত ছেলেটার কাছ থেকে নতুন আসা আগন্তুকের দিকে সরে গেছে জন্তুদের দলটা। ডেনালকে মুক্ত করার পথটা এখন খোলা।

যদি তারা ছেলেটাকে উদ্ধার করতে চায়, তাহলে তা এখনই করতে হবে নয়তো আর কখনোই পারবে না।

লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে বুকে ভর দিয়ে মোড়টা থেকে বেরিয়ে এল স্যাম। শরীরটাকে যতটা সম্ভব মাটির সাথে মিশিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। রাইফেলটা কাঁধে নিয়ে তাকে অনুসরণ করছে ম্যাগি।

চত্বরের আরেকপাশে থাকা ওঝাকে দেখতে পেল স্যাম। জন্তুরা এখন ঘিরে রেখেছে লোকটাকে। দলের খর্বাকৃতির যৌনাঙ্গহীন জন্তুগুলো কামাপাকের পরনের রোবটা ধরে টানাটানি করছে। এছাড়া লম্বা পেশিবহুল অন্য শিকারী জন্তুগুলো সতর্কতার সাথে দূরে দাঁড়িয়ে থেকে গান শুনতে শুনতে মাথা ঝুঁকিয়ে পর্যবেক্ষণ করছে নতুন আগন্তুককে। কিন্তু, ওঝার গান আর কতক্ষণ জন্তুগুলোর দানবীয় ক্ষুধাকে আটকে রাখতে পারবে? প্রশ্নের উত্তরটা সাথে সাথেই পেয়ে গেল স্যাম। শিকারী জন্তুগুলোর একটা দৌড়ে গিয়ে কামাপাককে ছিটকে ফেলে দিল চত্বরের পাথরের মেঝেতে। স্যাম এগিয়ে যেতে চেয়েছিল কামাপাকের দিকে কিন্তু ম্যাগি তার কনুইয়ে খাবলে ধরে বাঁধা দিল তাকে।

আস্তে আস্তে উঠে বসে রক্তাক্ত কপালটায় হাত দিল কামাপাক। রক্তের গন্ধ নাকে যেতেই অন্য সবকিছু ভুলে গেছে জন্তুগুলো। লাফিয়ে উঠে কামাপাকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে জন্তুগুলো। ভয়ে ও ব্যথায় চিৎকার করছে ওঝা। আক্রমণের সাথে সাথে আনন্দিত গর্জন ও চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করেছে জন্তুগুলো। এমনকী, তাদের কাছ থেকে দূরে অবস্থান করা স্যামও, হাড় চূর্ণ করা ও মাংস ছেঁড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

ভয়ানক দৃশ্যটা থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছে ডেনাল। অবশেষে স্যামদেরকে দেখতে পেয়েছে সে। কোন রকমে উঠে দাঁড়িয়ে কাঁপা কাঁপা পায়ে তাদের

BanglaBook.org

দিকে ছুটে আসতে শুরু করেছে সে। ছেলেটার চোখ পানিতে ভরে আছে, মুখটা আতঙ্কে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। কথা বলার জন্য মুখ খুলতে যাচ্ছিল, তবে স্যাম তার নিজের ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ থাকার নির্দেশ দিল। ডেনাল তার মুখ বন্ধ করে ফেললেও, কিন্তু মুখ থেকে বেরিয়ে আসা মৃদু ফোঁপানোটা আটকাতে পারলো না।

স্যাম আর ম্যাগি দ্রুতই তার পাশে চলে এসেছে। ছেলেটাকে নিজের দিকে টেনে আনলো স্যাম। চত্বরের উপর থেকে আসা গর্জন ও হিসহিস শব্দটা থেমে যেতে শুরু করেছে। কামাপাকের ভয়ার্ত চিৎকারটা থেমে গেছে আরো কিছুক্ষণ আগেই।

'আমাদের এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে!' ফিসফিসিয়ে বললো ম্যাগি।

চত্বরের ওপাশে, জন্তুগুলোর কয়েকটা তাদের খাবারে সন্তুষ্ট হয়ে পাথরে গা এলিয়ে দিয়েছে। পোশাকের ছিঁড়া টুকরো পড়ে আছে সবদিকেই। রক্তগুলো জমে আছে পাথরের মেঝের উপর। কিন্তু, কামাপাক নিজেই আর নেই এখন। জন্তুগুলোর ধারালো থাবা ও দাঁতের সাথে ভেঙে-চুরে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে ওঝাকে। এখন কেবল ফেলে দেওয়া মাংস ও হাড়ের উচ্ছিষ্টাংশই পড়ে আছে।

তবে, দুর্ভাগ্যবশত, ক্ষীণদেহী ওঝা সবগুলো জন্তুর পেট ভরার জন্য যথেষ্ট ছিল না। বেশ কয়েকটা জন্তুই এখনও অন্য কোন খাবারের সন্ধ্যানে এদিক-ওদিক শুঁকে খুঁজে দেখছে। তাদের বুনো দৃষ্টিটা আবারো ফিরে আসলো ছেলেটার উপর। দলটা ধরা পড়ে গেছে জন্তুদের নজরে।

আবারো চিৎকারে মেতে উঠেছে বাকি জন্তুগুলো। এমনকী ভোঁতা মুখে রক্ত লেগে থাকা জন্তুগুলোও চিৎকারে শামিল হয়েছে। আরো কী খাওয়া যায় সেই দাবিই জানাচ্ছে যেন।

'ডেনাল, এখানে কী করে তুমি?' জিজ্ঞেস করলো স্যাম। চত্বর থেকে পিছিয়ে যেতে শুরু করেছে তারা। এখন আর চুপ করে থাকার কোন মানে হয় না। 'বের হওয়ার কি কোন পথ আছে?'

মাথা নাড়লো ছেলেটা। 'প্রহরীরা আমাকে মন্দিরে নিয়ে এসে বেদীর উপর শুইয়ে দিয়ে গিয়েছিল। এরপর যখন জাগলাম... তখন আমি এখানে, মাথা ঘুরছিল, কোন কাপড় ছিল না গায়ে।' ডেনালের গলার স্বর ভেঙে গেছে। 'তা... তারপর এই জন্তুগুলো আসলো!'

'এই জন্তু গুলো আসলে কী?'

'ত... তা... তাদের দেবতা,' তোতলাচ্ছে ডেনাল।

হঠাৎ করে কাছে থাকা জন্তুগুলোর মাঝে একটা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হচ্ছিল। দৃশ্যটা দেখার সাথে সাথেই রাইফেলের নল তাক করে জন্তুটার দিকে গুলি ছুড়লো ম্যাগি। উলটে ছিটকে পড়ে গেছে জন্তুটা। মাথার

BanglaBook.org

খুলির অর্ধেকটা উড়ে গেছে। 'হুম, এই বিদঘুটে দেবতাগুলোর শরীর থেকে রক্তও ঝরে।'

তার গোত্রের প্রাণীগুলোর সামনেই গিয়ে ছিটকে পড়েছে মৃত জন্তুটা। খাদ্যোৎসবের জন্য আরো মাংস। কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট হতে পারছে না যেন তারা। তীব্র ক্ষুধা তাদেরকে উন্মত্ত করে তুলেছে।

স্যাম, ডেনাল ও ম্যাগি পিছিয়ে যেতে শুরু করেছে। এখন, পিছন থেকে গর্জনের শব্দ ভেসে আসছে। ঘুরে তাকালো স্যাম। আরো কিছু জন্তু টলতে টলতে এগিয়ে আসছে চত্বরটার দিকে। উৎসবে দেরি করে আসা সদস্য তারা। তাজা রক্তের গন্ধ ও চিৎকারগুলো টেনে এনেছে তাদেরকে। চারপাশের ছাদগুলো থেকেও নেমে আসতে শুরু করেছে ফ্যাকাশে প্রাণীগুলো। গর্জন করতে করতে তাদের ক্ষুধার কথা জানান দিচ্ছে যেন।

'আমার মনে হয়, এইমাত্রই তাদের ডিনারের বেলটা বেজে উঠেছে,' নিস্তেজ গলায় মন্তব্য করলো স্যাম।

●●●

বন্দীকক্ষে কাজ করে যাচ্ছে জোয়ান। পুরোটা সকালই সে কাটিয়েছে তার আস্থাভাজন তরুণ সন্ন্যাসীর ন্যানোটেকনোলোজির ব্যাপারে দেওয়া বিভিন্ন সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ও এটার ব্যাপারে মতবাদসমূহের টীকাগুলো পড়ার মাধ্যমে। বাইমিমেটিক সিস্টেমের ব্যাপারে লেখা তত্ত্বটা তাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। ইতিপূর্বেই অস্তিত্বশীল জৈবিক কাঠামোগুলো যেমন মাইটোকন্ড্রিয়া, ভাইরাসকে অনুসরণ করে আনুবীক্ষণিক অঙ্গাণুগুলো গঠনের একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে ঐ তত্ত্বে। ডক্টর এরিক ড্রেক্সলার তার এক প্রতিবেদনে প্রোটিন এবং নিউক্লিক এসিডসমূহকে এইসব আনুবীক্ষণিক অঙ্গাণু বা ন্যানোবটের গাঠনিক উপাদান হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তার অনুসিদ্ধান্তে এটা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা আছে যে বর্তমান দিনের জীববিজ্ঞান কীভাবে 'কৃত্রিম, অজৈব কাঠামোসমূহের' যুগকে অনুপ্রাণিত করে যাচ্ছে।

চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে সাবস্ট্যান্স জেডের আনুবীক্ষণিক অষ্টাভুজাকৃতির কাঠামোর দৃশ্যটা কল্পনা করছে জোয়ান। আকৃতিটাকে খুব পরিচিত মনে হচ্ছে তার। অনেকটা ব্যাক্টেরিওফাজ ভাইরাসের মতো। এই এককগুলো কি কোন বাইয়োমিমেটিক কাঠামোর সত্যিকারের নিদর্শন?

টেবিলের উপর থাকা কাগজগুলোতে হাতড়ানো শুরু করেছে জোয়ান। নমুনার আনুবীক্ষণিক বিশ্লেষণের প্রিন্ট করা কাগজটা খুঁজে পেয়েছে সে। এটাতে অদ্ভুত ধাতুটার উপাদানগুলোর বর্ণনা দেওয়া আছে।

BanglaBook.org

পরীক্ষা 134B12

এসপিএম অ্যানালাইসিসঃ ইউটিলাইজিং ফেজ ইমাজিং, ফোর্স মডুলেশন, পালসড ফোর্সড মাইক্রোস্কোপি (ফলাফলের সাথে ভর বর্ণালী বিশ্লেষণ #134B8 এর সাদৃশ্য রয়েছে)

প্রাথমিক অনুসন্ধান :

বহিঃস্থ কাঠামোঃ সিলিকন (Si) এবং হাইড্রোজেন (H)-এর সন্নিবেশ, নির্দিষ্ট করে বললে কিউবোসিলিক্সেন ($H_8S_{18}O_{12}$) সাথে টেক্টোসিলিকেটসের মিশ্রণ।

গ্রন্থিবদ্ধ বাহুসমূহঃ সিলিকন (Si) ন্যানোটিউবসের সাথে স্বর্ণ (Au)-এর সংমিশ্রণ।

অন্তঃস্থ কাঠামোঃ বিশ্লেষণে অক্ষম।

পড়তে পড়তে কাগজটায় টোকা দিচ্ছে জোয়ান। তাহলে, ক্ষুদ্রকণার বাহুগুলো স্বর্ণ বহন করছে। এটার জন্যই সাবস্ট্যান্স জেড সোনালি রঙের। তবে, শেলের গঠনটাই তাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছে। পদার্থটার বেশির ভাগ অংশেই সিলিকন মিশে আছে। প্রকৃতিতে পাওয়া প্রায় সকল জৈব কাঠামোগুলোই হাইড্রোকার্বন–মানে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও *কার্বন*-এর অণুসমূহ দিয়ে গঠিত। কিন্তু, এই কাঠামোটা কার্বনের বদলে *সিলিকনে* নির্মিত হয়েছে।

'হাইড্রোসিলিকন,' বিড়বিড় করে মন্তব্য করলো জোয়ান। যদিও জীববিজ্ঞানের পুরোটাই নির্মিত হয়েছে হাইড্রোকার্বন দ্বারা, *ভূতত্ত্ববিজ্ঞান অনুসারে*–পৃথিবীর বুকে গড়ে উঠা সবচেয়ে প্রভাবশালী উপাদানগুলো তৈরি হয়েছে সিলিকন দিয়ে। এই পদার্থের কাঠামোটা কি জীববিজ্ঞান ও ভূতত্ত্ববিজ্ঞানের মধ্যকার কোন সম্পর্ককে নির্দেশ করছে? নাকি তরুণ সন্ন্যাসীর ধারণাই সত্য? এটা কি সত্যিই পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হওয়া প্রথম কোন *অজৈব* ন্যানোবট বা আনুবীক্ষণিক অঙ্গাণু?

প্রতিবেদনের শেষ বাক্যটার দিকে দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে তার। ধাতুটার অন্তঃস্থ কাঠামো। বিশ্লেষণে অক্ষম। রহস্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ এটা। এর বহিঃস্থ কাঠামোটা পরিচিত এবং পরিমাণযোগ্য হলেও, এর অন্তঃস্থ কাঠামোটা এখনও একটা প্রহেলিকা হয়ে আছে। তরুণ সন্ন্যাসীর তার নিজের লেখা প্রতিবেদনে উত্থাপন করা প্রশ্নটাই আবার চলে আসছে সামনে। *এই আনুবীক্ষণিক অঙ্গাণুগুলোকে কি কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়েছে? এবং এটা তৈরি করেছে কে?*

রহস্যটা নিয়ে আরো গভীরভাবে বিবেচনা করার আগেই, করিডোরের পাথরের উপর দিয়ে কারো হেঁটে আসার শব্দ শুনতে পেল জোয়ান। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ভ্রু কুঁচকে গেল ওর। দুপুরে খাবার সময় হতে তো এখনও

BanglaBook.org

অনেক সময় বাকি। নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো জোয়ান। করিডোর দিয়ে হেঁটে আসতে থাকা লোকটার সাথে হয়তো তার কোন সম্পৃক্ততা নেই। তবে, এই ঝুঁকিটা নিতে পারছে না জোয়ান।

তড়িঘরি করে তার টেবিলটা গুছিয়ে নিচ্ছে সে। গবেষণার কাগজগুলোকে একত্রিত করে ভাঁজ করে ভিক্ষু ডি আলমাগ্রোর সাংকেতিক বার্তাটার সাথে পকেটে লুকিয়ে ফেললো। তারপর, তার কক্ষে থাকা একমাত্র বই কিং জেমস বাইবেলটা এনে রাখলো গত রাতে তার পরীক্ষার ফলে ওক কাঠের টেবিলের উপর সৃষ্ট হওয়া পোড়া গর্তটার উপর।

সবশেষে, ভিক্ষু কার্লোসের কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া সিগারেটের টুকরোটা টেবিলের কোণা থেকে তুলে নিয়ে তার বুক পকেটে লুকিয়ে ফেললো। কাজগুলোকে আরেকবার খতিয়ে দেখে নিচ্ছে জোয়ান। কক্ষটায় সাবস্ট্যান্স জেড নিয়ে তার গুপ্ত পরীক্ষাটার কোন চিহ্ন নেই দেখে সন্তুষ্ট।

ভাগ্য ভালো যে সে চিহ্নগুলো লুকিয়েছিল। কারণ বাইরে থাকা আসা হেঁটে আসার শব্দটা ঠিক তার দরজার সামনে এসেই থেমে গেছে। তালাটায় চাবি ঢুকিয়ে ঐ পাশ থেকে খুলতে শুরু করেছে কেউ।

দরজাটা খুলতেই ঘুরে তাকালো জোয়ান। ভিক্ষু কার্লোস তার ৯ মি.মি. গ্লকটা নিয়ে প্রবেশ করেছে কক্ষে। ভ্রু কুঁচকে গেল জোয়ানের।

'কী হয়েছে?'

'বের হোন,' পিস্তল নাড়িয়ে কঠোর গলায় আদেশ করলো কার্লোস। 'আমার সাথে আসুন।'

সংকোচ করছে জোয়ান। ভয়ে করছে, তাকে হয়তো নিজের রক্তেই সিক্ত হতে হবে।

'এখনই!' গর্জে উঠলো কার্লোস।

মাথা ঝাঁকিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো জোয়ান। তার ব্লাউজের কলারে আঙুল বুলাচ্ছে সে। তার কলারের প্লাস্টিকের নিচে সাবস্ট্যান্স জেডের ক্ষুদ্র-বলাকৃতির নমুনাদুটো লুকিয়ে রেখেছে সে। নমুনাগুলোকে তার কক্ষে কক্ষে রেখে যাওয়ার সাহস পাচ্ছিলো না। তার কক্ষে হয়তো তল্লাশী চালানো হতে পারে বা তাকে কোন নতুন কক্ষে প্রেরণ করা হতে পারে। তাই তার দখল করা সোনালি নমুনাগুলোকে লুকানোর জন্য এই পন্থাই বেছে নিয়েছে সে।

কার্লোস পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে জোয়ানকে। জোয়ান আশা করছিলো কার্লোস হয়তো তাকে গবেষণাগারগুলোর দিকে নিয়ে যাবে, কিন্তু তার পরিবর্তে মঠের একটা নতুন অংশের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে। অপরিচিত অংশটা দেখে ভ্রু কুঁচকে গেল জোয়ানের। 'যাচ্ছি কোথায় আমরা?'

'সেখানে গেলেই দেখতে পাবেন।'

ভিক্ষু কার্লোসের আচরণে কখনোই উষ্ণতা ছিল না। কিন্তু লোকটা আজকে আরো বেশি চুপচাপ হয়ে আছে। তার এরকম আচরণে উদ্বেগ বাড়ছে

BanglaBook.org

জোয়ানের। হচ্ছেটা কী এখানে? মঠের এই অংশটায় স্পার্টান ছাপ দেখা যাচ্ছে। উপরে ঝুলতে থাকা লাইটবাল্বগুলো পাথরের মসৃণ মেঝের পথটাকে আলোকিত করে রেখেছে। কোন দরজাও দেখা যাচ্ছে না। লম্বা করিডোরের এদিক-ওদিকে তাকিয়ে দেখছে জোয়ান। এখানে আসার পর থেকে মঠের একজন অধিবাসীর সাথেও দেখা হয়নি তাদের।

'কো... কোন সমস্যা হয়েছে কী?' জিজ্ঞেস করলো সে। কণ্ঠ থেকে কাঁপা কাঁপা ভাবটা সরাতে পারছে না কোনভাবেই।

কোন উত্তর দিল না ভিক্ষু কার্লোস। তার দেখানো পথে করিডোরের শেষ মাথায় থাকা ছোট সিঁড়িটার কাছে পৌঁছে গেছে তারা। সিঁড়িটা মাত্র ছয় ধাপের। সিঁড়ি অতিক্রম করে লোহার পাত বাঁধানো ওক কাঠের মোটা দরজাটার সামনে এসে পৌঁছেছে। দরজায় একটা ছোট রুপালি ক্রুশ খোদাই করে এঁকে রাখা হয়েছে। ক্রুশটার উপরে আড়াআড়ি করে রাখা এক জোড়া তলোয়ারের প্রতীক রয়েছে।

তার মনে আছে, ভিক্ষু ডি আলমাগ্রোর আভিজাতিক আংটিতে এমনই একটা প্রতীক আবিষ্কার করেছিল হেনরি। এই প্রতীকের অর্থটা সে জানে। এটা স্প্যানিশ ইনকুইজিশনের চিহ্ন।

তার উদ্বেগটা এখন আতঙ্কে পরিণত হয়েছে। পাশ থেকে তার দিকে বন্দুক তাক করে রেখেছে কার্লোস। দরজটায় টোকা দিচ্ছে সে। তার টোকা দেওয়ার ধরনটা নিশ্চয়ই কোন সংকেত। ভিতর থেকে খুলে যেতে শুরু করেছে দরজাটা। কাঠে থাকার লোহার পাতের ক্যাঁচক্যাঁচে শব্দটা উন্মুক্ত ও খালি করিডোরে বেশ জোরালো শোনাচ্ছে।

দরজাটা খুলতেই পিছিয়ে এসেছে কার্লোস। কক্ষের ভিতর থেকে আসা উত্তাপটাকে অনুভব করতে পারছে জোয়ান। মনে হচ্ছে যেন কোন ড্রাগন নিঃশ্বাস ছাড়ছে। কিন্তু তার পিছিয়ে যাওয়ার কোন উপায়। ৯ মি.মি. এর গ্লকটা তার পিঠে শক্তভাবে চেপে ধরে রেখেছে কার্লোস।

দরজার মুখে একটা দীর্ঘদেহী মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। তার উন্মুক্ত পেট ঘামে চিকচিক করছে। তার কাঁধে ঝুলানো সন্ন্যাসীর পোশাকটা পরে নিল লোকটা। তবে রোবের বেল্টটা বাঁধেনি। টাক পড়া মাথায় হাত বুলাচ্ছে। মাথাটাও চিকচিকে ঘেমে আছে। স্প্যানিশে কিছু বলছে লোকটা। কার্লোস জবাব দিচ্ছে তার কথায়। দীর্ঘদেহী সন্ন্যাসী হাত নেড়ে তাদেরকে ভিতরে প্রবেশ করতে বলছে।

'যান,' আদেশ করলো কার্লোস।

আর কোন উপায় নেই দেখে, আদেশটা মেনে নিতে বাধ্য হল জোয়ান। দরজার ওপাশের কক্ষটাকে পুরোনো ভৌতিক মুভিগুলোর মত লাগছে। কক্ষের বামদিকে সারিবদ্ধ কিছু বন্দীশালা রয়েছে, খড়ের মেঝে, কোন বিছানা নেই। ডান দিকে একটা দেয়াল রয়েছে যেটাতে নিখুঁতভাবে পাঁকিয়ে রাখা

BanglaBook.org

শিকলগুলো ঝুলছে। গজালগুলোতে চামড়ার তৈরি কিছু চাবুক ঝুলছে। কক্ষের একদম মাঝে রয়েছে একটা অগ্নিকুণ্ড, যেটা থেকে উত্তপ্ত লাল আগুনের শিখা নির্গত হচ্ছে। আর, জ্বলন্ত কয়লাগুলোর পাশে তিনটা লম্বা লোহার দণ্ড দেখা যাচ্ছে।

ছ্যাঁকা দেওয়ার লোহা।

নজর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কক্ষের চারপাশটা দেখছে জোয়ান। এটা মধ্যযুগীয় নির্যাতন-কক্ষের অবিকল প্রতিরূপ। *না,* নিজেকে শুধরে নিল জোয়ান। একটা পরিচিত গন্ধ পাচ্ছে সে এখানে। তার ইমার্জেন্সী রুমের দিনগুলোর স্মৃতি মনে পড়ছে তার। *রক্ত এবং আতঙ্ক।* এটা কোন অবিকল-প্রতিরূপ বা মোমের তৈরি জাদুঘর নয়। এটা সত্যিকারের নির্যাতন-কক্ষ।

'আ... আমি এখানে কেন?' জিজ্ঞেস করলো জোয়ান। কিন্তু, মনে মনে সে উত্তরটা জানে ভালো করেই। হেনরি হয়তো কোন ভুল করেছে। তার নিজের জন্য সে যতটুকু আতঙ্কিত হয়ে আছে, হেনরির জন্যও ঠিক ততটাই উদ্বেগ অনুভব করছে জোয়ান। কী হয়েছে তার? কার্লোসের দিকে তাকালো জোয়ান। 'আমাকে কি শাস্তি দেওয়া হবে?'

'না,' বরাবরের মতই কঠোর কণ্ঠে কথা বলছে কার্লোস। 'আপনাকে হত্যা করা হবে।'

হাঁটুতে দুর্বলতা অনুভব করতে শুরু করেছে জোয়ান। কক্ষের উত্তাপটাকে হঠাৎ করেই অস্বস্তিকর লাগছে তার কাছে। কোন রকমে শ্বাস নিচ্ছে শুধু। 'আ... আমি কিছু বুঝতে পারলাম না।'

'আপনাকে বুঝতে হবেও না,' জবাব দিয়ে দীর্ঘদেহী সন্ন্যাসীর দিকে ইশারা করলো কার্লোস।

এক জোড়া চামড়ার দস্তানা পরে লোহাগুলো পরিমাপ করে নিচ্ছে দীর্ঘদেহী সন্ন্যাসীটা। জ্বলন্ত কয়লায় উত্তপ্ত করে দিয়েছে লোহাগুলোকে। নীরবে লোহাগুলোর অগ্রভাগকে জ্বলে উঠতে দেখছে লোকটা। কিছুক্ষণ দৃশ্যটা দেখার পর স্প্যানিশে কিছু বলে উঠলো লোকটা।

পিস্তলটা উঁচিয়ে ধরেছে কার্লোস। 'ঐপাশের দেয়ালটার দিকে সরে যান।'

পা গুলোকে যেন নাড়াতেই পারছে না জোয়ান। একবার দেয়ালটার দিকে তাকিয়ে, আবার কার্লোসের দিকে ফিরে তাকালো সে। 'এইসব করা হচ্ছে কেন? এইভাবে কেন?' দুর্বলভাবে বন্দুকটার দিকে ইশারা করছে সে। 'আমাকে তো ঐ রুমেই মেরে ফেলতে পারতেন আপনি।'

কার্লোসের মুখটা ভয়ানক হয়ে উঠেছে এখন। জেরা করার উপকরণগুলোর দিকে চোখ বুলিয়ে নিল একবার। স্প্যানিশ ইনকুইজিশনের অস্ত্র এগুলো। তারপর উত্তরটা দিল, 'চর্চা করা দরকার আমাদের।'

BanglaBook.org

●●●

রাইফেলের নল তাক করে ট্রিগারটায় চাপ দিল ম্যাগি। পাংশুটে প্রাণীটা ছিটকে গেছে, মুখটা রক্তাক্ত ধ্বংসস্তূপের মত হয়ে গেছে। পায়ের পাতার উপর ভর দিয়ে ঘুরে ম্যাগি তার নিশানা তাক করে নিল। উইনচেস্টারের গুলি ছোঁড়ার শব্দের সাথে সাথে প্রাণীর চিৎকার-আর্তনাদে কানে তালা লেগে গেছে ওর। তার বিপদ স্বত্ত্বার উপর নির্ভর করে গুলি চালাচ্ছে শুধু। আবারো গুলি ছুঁড়লো ম্যাগি। তাদের খুব কাছে এসে পড়া ফ্যাকাশে প্রাণীটা উলটে পড়ে গেছে। পড়ে যাওয়ার সময় এর তীক্ষ্ণ স্বরের চিৎকারটা কোন রকমে ম্যাগির অসাড় কানগুলোতে পৌঁছাতে পেরেছে।

রাইফেলটা নিচে নামিয়ে আনলো মেয়েটা। দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছে সে। এতক্ষণে পাঁচটা জন্তু মেরেছে। এতে অন্তত পক্ষে বাকি জন্তুগুলো কিছুক্ষণের জন্য হলেও তাদের কাছে আসার সাহস পাবে না।

কিছু একটা স্পর্শ করলো তার কাঁধে। রাইফেলের শক্ত বাট দিয়ে আঘাত করতে উদ্যত হল ম্যাগি।

'থামো!' তার কানের কাছ থেকে চেঁচিয়ে উঠলো স্যাম। 'শান্ত হও! আমি!' তার কাঁধে আরো শক্ত করে চেপে ধরলো স্যাম।

জিহ্বা দিয়ে তার শুষ্ক ঠোঁটগুলোকে ভিজিয়ে নিল ম্যাগি। হালকা হালকা কাঁপছে। 'আমরা কী করব এখন?' গুঙিয়ে উঠেছে সে। চত্বরের উপর জন্তুগুলো এখনো তাদেরকে ঘিরে রেখেছে। ওগুলোর পিছিয়ে যাওয়ারও কোন ইচ্ছা নেই। এতক্ষণ ধরে গুলি করলেও তাদের বেরিয়ে যাওয়ার জন্য কোন পথ তৈরি করতে পারেনি সে। একটা জন্তুকে গুলি করে মারার পর অন্য কোনটা লাফিয়ে চলে এসেছে শূণ্যস্থানটায়।

ম্যাগির কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিল স্যাম। 'আমি গুনছিলাম। তোমার কাছে এখন কেবল একটা বুলেটই বাকি আছে।'

ঝট করে রাইফেলের দিকে তাকালো ম্যাগি। 'ঈশ্বর!' অস্ত্রটা উঁচিয়ে ধরলো সে। এই গুলিটাতে নিশানা তাক করতেই হবে তাকে। তার হাতের কাঁপাকাঁপি থামানোর জন্য জোর করছে সে।

টোকার দিয়ে তার বন্দুকটা নিচে নামিয়ে আনলো স্যাম। 'আমি চেষ্টা করি।'

'কী দিয়ে করবে?

হাতে থাকা সোনালি চাকুটা উঁচিয়ে ধরলো স্যাম। 'নেক্রোপোলিসের জন্তুগুলোর কথা মনে আছে তোমার?'

'স্যাম, তার জন্য জন্তুগুলোকে তোমার খুব নিকটে আসতে হবে,' বাঁধা দিয়ে উঠলো ম্যাগি। টান দিয়ে রাইফেলটা ছাড়িয়ে নিল স্যামের হাত থেকে।

BanglaBook.org

'হয়তো না।' বলে ম্যাগির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো স্যাম। একহাতে চাকুটা উঁচিয়ে ধরে, অন্য হাতে মাথা থেকে খুলে আনা স্টেটসন টুপিটা নাড়তে শুরু করেছে সে। চেঁচিয়ে জন্তুগুলোকে তার সাথে লড়াই করার আহবান জানাচ্ছে।

শতশত চোখ তাদের খাবার থেকে নজর সরিয়ে স্যামের দিকে তাকিয়ে গর্জে উঠলো।

স্যাম তার টুপিটা আবার মাথায় লাগিয়ে নিয়েছে। শুধু ছুরি ধরা হাতটাই উঁচিয়ে রেখেছে এখন। সোনালি চাকুটা চোখে পড়তেই, জমায়েত হওয়া জন্তুগুলোর গর্জন আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে। একপাশ থেকে ফোঁপানির শব্দ ভেসে আছে। স্যামের কানেও গেছে শব্দটা। শব্দটার দিকে ঘুরে গেছে স্যাম। জন্তুদের ভিড়ের দুর্বল জায়গা এটা। হাতের ছুরিটাকে সাঁইসাঁই করে নাড়ানো শুরু করেছে স্যাম। আবারো, লড়াইয়ের হাঁক ছাড়লো সে।

সামনে থাকা ফ্যাকাশে জন্তুগুলো আস্তে আস্তে তার দুই পাশে সরে যেতে শুরু করেছে।

'আমার পিছন পিছন লেগে থাকো,' ম্যাগি ও ডেনালের তাকিয়ে ফিসফিস করে বললো স্যাম।

ঠেলা দিয়ে নগ্ন ছেলেটাকে সামনে পাঠিয়ে দিল ম্যাগি। রাইফেলটা কাঁধে নিয়ে তাদের পিছন পিছন এগিয়ে আসছে সে। *একটাইমাত্র বুলেট*, একটু পর পরই নিজেকে মনে করিয়ে দিচ্ছে।

ভিড়ের ভিতর দিয়ে তার ছুরিটা নাড়তে নাড়তে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলছে স্যাম।

ক্ষীণ স্বরে কঁকিয়ে উঠে তার পথ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে জন্তুগুলো। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে ওগুলো। আরো অনেকগুলো জন্তুও তাদের সংগ্রহ করা রক্তাক্ত মাংসের টুকরা নিয়ে সরে গেছে পথ থেকে।

'কাজ করছে এটা,' বললো স্যাম।

হঠাৎ করে কিছু একটা লাফিয়ে উঠলো স্যামের উপর। পিঠে একজোড়া পাখাওয়ালা শিকারী জন্তুগুলোর একটা। ঝট করে থেমে গেছে স্যাম। ডেনাল হোঁচট খেয়ে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল।

ম্যাগিও দুলে উঠেছে। কোন রকমে ভারসাম্য রক্ষা করে রাইফেলটা ঘুরিয়ে আনলো সে।

কিন্তু তার গতিটা যথেষ্ট ছিল না।

জন্তুটা লাফিয়ে উঠায় ছেলেটার উপরে উলটে পড়ে গেছে স্যাম। আতঙ্কে চিৎকার করে উঠেছে ডেনাল। স্যাম তার একমাত্র অস্ত্র চাকুটা সামনে ঠেলে দিল। জন্তুটা নিজেই এসে ছুরিতে বিদ্ধ হয়েছে। আক্রমণকারীর হুকওয়ালা নখর এবং তীক্ষ্ণ বিষদাঁতের তুলনায় খুবই নগণ্য একটা অস্ত্র চাকুটা। তবে, এর প্রভাবটা কিন্তু নগণ্য নয়।

BanglaBook.org

জন্তুটার ক্ষুদ্র পাখাগুলো যেন হঠাৎ করেই সচল হয়েছে। স্যামের চাকুর ফলা থেকে নিজেকে সরিয়ে উড়ে গেল জন্তুটা। এত তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করছে যে ম্যাগিও কুঁকড়ে গেছে তা শুনে। চত্বরের পাথরের উপর কিছুক্ষণ গড়াগড়ি করে পেট উপরের দিকে তুলে পড়ে আছে জন্তুটা। পেটের জখমটা থাবা দিয়ে ধরে রেখেছে। থাবাওয়ালা নখরের ফাঁক দিয়ে জ্বলে উঠা ক্ষুদ্র অগ্নিশিখাটা দেখতে পাচ্ছে ওরা।

তাদের চারপাশে থাকা ফ্যাকাশে জন্তুগুলো জমে গেছে যেন। অপলক দৃষ্টিতে বড় বড় চোখে তাদের সঙ্গীর করুণদশা দেখছে।

প্রাণীটার পেট থেকে আগুন ছড়ানো শুরু করেছে। শুকনো ঘাসের উপর দাবানল ছড়িয়ে পড়ার মত জন্তুটার পুরো শরীরেই আগুন ধরে গেছে এখন। জন্তুটা পাথরের মেঝেতে পড়ে দেহ মোচড়াচ্ছে, ব্যথার নীরব চিৎকারে চোয়াল হাঁ হয়ে গেছে। আগুনের শিখাটা ধীরে ধীরে এর কণ্ঠনালী এবং সবার শেষে এর মাথাটাকে গ্রাস করে নিলো। পাথরের উপর ধ্বসে পড়লো জন্তুর দেহটা। মরে গেছে। তারপরও, এর ঝলসানো দেহের উপর এখনও অগ্নিশিখার নৃত্য দেখা যাচ্ছে।

স্যাম আর ডেনাল ইতিমধ্যেই আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। 'চলো,' বললো স্যাম।

সে আবারো তার চাকুটা দিয়ে হুমকি দিচ্ছে জন্তুদের। তবে, এইবার আর কেউ লড়াইয়ের জন্য এগিয়ে আসছে না। অন্যান্য জন্তুগুলোও তাদের পথ থেকে সরে গেছে। একসাথে জড়োসড়ো হয়ে বের হওয়ার রাস্তাটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তারা। তিনজনের প্রত্যেকেই তাদের শ্বাস আটকে রেখেছে।

তাদের আক্রমণকারীর ধূমায়িত দেহটার দিকে তাকিয়ে আছে ম্যাগি। *স্বতঃস্ফূর্ত দহন ক্রিয়া*। বাড়তে থাকা ধাঁধায় এই টুকরোটাও যোগ করার চেষ্টা করছে সে। তারপর ঝট করেই আবার মাথা নাড়লো। এখন এটা নিয়ে ভাবার সময় না।

সামনের দিকে মনোযোগ ফিরিয়ে আনলো সে।

এখনো তাদের চলার পথের উপর দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটা প্রাণীকে ভয় দেখানো অব্যাহত রেখেছে স্যাম। তারপরও, একপাশে থাকা দৈত্যাকৃতির একটা প্রাণী তাদের দিকে তাকিয়ে চোখ রাঙাচ্ছে। জন্তুটার চোখ ঘৃণায় সরু হয়ে আছে। অন্য সব জন্তুগুলোর মাঝে, এটাকেই একমাত্র হৃষ্টপুষ্ট দেখাচ্ছে। মুষ্টির উপর ভর করে কুঁজো হয়ে আছে জন্তুটা। দেখে পার্বত্য অঞ্চলের গরিলার মত লাগলেও, এটার দেহ অনাবৃত এবং ফ্যাকাশে। জন্তুটাকে তাদের দলের বিরল 'নেতাগুলোর' একটা হিসেবে চিহ্নিত করতে পারছে ম্যাগি। লক্ষ্য করলো যে, প্রাণীটার কোন বহিঃস্থ যৌনাঙ্গ নেই। *পাঁচাকাটেকের শরীরের মত,* মনে মনে মন্তব্য করলো ম্যাগি।

BanglaBook.org

ভয়ঙ্কর উপলব্ধিটা সামনে আসতেই চোখ পিটপিট করে উঠলো ম্যাগির। সে এতটাই চমকে গিয়েছিল যে, কুঁজো জন্তুটার অন্য মুষ্টিতে থাকা জিনিসটা প্রথমে চোখেই পড়েনি। 'স্যাম!'

জন্তুটা তার হাত ঘুরিয়ে পাকা কুমড়োর সমান আকৃতির একটা পাথর ছুড়ে মারলো টেক্সান স্যামের দিকে। স্যাম নজর ঘুরিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সময়মত সরে যেতে পারেনি। পাথরের খণ্ডটা এসে আঘাত হানলো স্যামের মুষ্টিতে। ছুরিটা ছুটে গেছে তার হাত থেকে। উড়ে গিয়ে পড়েছে জন্তুদের ভিড়ের মধ্যে।

পাথর ছুঁড়ে মারা দৈত্যাকৃতির জন্তুটা উঠে দাঁড়িয়ে তার গ্রন্থিল মুষ্টিগুলো দিয়ে তার অনাবৃত বুকে চাপড়িয়ে বিজয়ের হাঁক ছাড়তে শুরু করেছে। তার বিজয়ের গর্জনটা সংক্রমিত হয়েছে চত্বরের উপর থাকা অন্য জন্তুগুলোর উপরও। চাকুটা ছাড়া, তাদের প্রতিরক্ষা করার মত আর কিছুই নেই এখন।

চেঁচাতে থাকা গরিলার মত জন্তুটার দিকে রাইফেল তাক করে ধরেছে ম্যাগি। 'চুপ কর, হারামজাদা!' ট্রিগারটা টিপে দিতেই পাথরের মেঝের উপর উলটে পড়ে গেল জন্তুটা। মৃত্যু যন্ত্রণায় পা গুলো কাঁপছে অনবরত। তবে, কিছুক্ষণের মধ্যেই একদম অনড় হয়ে গেল জন্তুটা।

ম্যাগির রাইফেল গর্জে উঠার শব্দটা মিলিয়ে যেতেই আবারো নীরবতা নেমে এসেছে চত্বরটার উপর। কেউই নড়ছে না। তাদের নেতার মৃত্যুর পর, জন্তুদলটাও কিছু সময়ের জন্য আতংকিত হয়ে আছে।

শেষমেশ, নীরবতা ভেঙে হিসিয়ে উঠলো ম্যাগি। 'স্যাম, এটাই ছিল আমার শেষ বুলেট।'

'তাহলে তো আমাকে বলতেই হচ্ছে এখন, আমরা এখানে বেশি সময় পার করে ফেলেছি।'

যেন তাদের কথা বুঝতে পেরেই জন্তুগুলোও আবার ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে তাদের দিকে।

ডেনালের দিকে তাকালো স্যাম। 'কতটা জোরে দৌড়াতে পারবে তুমি?'

'নিজেই দেখে নিন!' বলেই সামনের খালি রাস্তাটার দিকে ছুট লাগালো ডেনাল।

ছেলেটার পিছে পিছে স্যাম আর ম্যাগিও ছুট লাগিয়েছে। দুজন একসাথে দৌড়ে যাচ্ছে নোংরা গ্রামটার উপর দিয়ে।

ক্রুদ্ধ গর্জন আর ক্ষুধার্ত আর্তনাদ ভেসে আসছে তাদের পিছন থেকে। জন্তুগুলো পিছনে লেগেছে তাদের। শিকারকে দৌড়ে পালিয়ে যেতে দেখে, সমস্ত সতর্কতাই ভুলে গেছে দলটা। রক্তপিপাসা তাদের ভয়কে পরাজিত করে ফেলেছে। পাশের রাস্তায় ধরে এগুনো শুরু করেছে স্কাউটগুলো। ঘরবাড়ির ফাঁক দিয়ে তাদের সাদা সাদা প্রতিচ্ছায়া দেখা যাচ্ছে। আর, শিকারী জন্তুগুলো লেগে আছে ওদের ঠিক পিছনে। গর্জন করে লড়াইয়ের আহবান জানাচ্ছে।

BanglaBook.org

স্যামের সাথে তাল মিলাতে কষ্ট হচ্ছে ম্যাগির। উইনচেস্টারটাকে তার কাঁধের উপর আটকে রাখতে বেশ সংগ্রামই করতে হচ্ছে তাকে।

'ফেলে দাও,' চেঁচিয়ে উঠে বলল স্যাম।

'কিন্তু-?'

গতি কমিয়ে ম্যাগির হাত থেকে রাইফেলটা কেড়ে নিল স্যাম। মাথার উপর তুলে তাদের পিছনে ছুঁড়ে মারলো রাইফেলটাকে। তাদের মূল্যবান উইনচেস্টারটা ঝনঝন শব্দ করে গিয়ে পড়েছে পাথরের উপর। 'আমার কাছে ঐ মরচে পড়া রাইফেলের চেয়ে তোমাকে বাঁচানোর গুরুত্ব বেশি।'

বোঝা সরে যাওয়ায় এবং স্যামের কথায় অদ্ভুতভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে গতি বাড়িয়ে দিল ম্যাগি। পায়ের পদক্ষেপ মিলিয়ে পাশাপাশি দৌড়াচ্ছে তারা। অল্প সময়ের মধ্যেই ওরা গ্রাম থেকে বের হয়ে জঙ্গলের ভিতর ঢুকে পড়েছে। গাছ এবং গাছের শাখা-প্রশাখাগুলোর ধাক্কায় গতি কমে যাচ্ছে তাদের, তারপরও আঁচড় খেয়ে রক্তাক্ত হলেও এগিয়ে যাওয়া অব্যাহত রেখেছে।

তাদের থেকে কয়েক মিটার সামনে আছে ডেনাল। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ক্ষীপ্রগতিতে লাফিয়ে লাফিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে সে।

'সুড়ঙ্গের দিকে যাও!' চেঁচিয়ে বললো স্যাম।

'কিসের সুড়ঙ্গ?' পিছন ফিরে জিজ্ঞেস করতে গিয়ে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল ডেনাল।

ম্যাগির মনে আছে এখানে আসার কোন স্মৃতিই মনে নেই ডেনালের। চেঁচিয়ে উঠে বললো, 'পথটা ধরে এগিয়ে যাও, ডেনাল। এটাই সুড়ঙ্গের কাছে নিয়ে যাবে।'

ছেলেটা তার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। তাকে অনুসরণ করতে গিয়ে রীতিমত সংগ্রাম করতে হচ্ছে স্যাম ও ম্যাগিকে। তাদের পিছন থেকে ডালপালা ভাঙ্গার মটমট শব্দ এবং শিকারীদের তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে আসছে।

জোরে জোরে শ্বাস টানছে দুজনই। কেউই কোন কথা বলার সাহস পাচ্ছে না। ম্যাগির দৃষ্টিটা হুট করে ঝাপসা হয়ে গেছে। দৌড়াতে দৌড়াতে তার পায়ে টান পড়ে গেছে। গতি কমে যেতে শুরু করেছে।

ঝট করে তার হাত খাবলো ধরলো স্যাম। তাকে তার সাথে করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

'না... স্যাম... তুমি এগিয়ে যাও।' বললেও, স্যামকে বাধা দেওয়ার মত শক্তিটুকুও পাচ্ছে না ম্যাগি।

'তাই যাব আমি।' জোর করে তার সাথে করে ম্যাগিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে স্যাম। পথটাকে অসীম মনে হচ্ছে এখন। জঙ্গলের রাস্তাটা কি এতই দীর্ঘ ছিল? ম্যাগির মনে নেই।

অবশেষে সূর্যরশ্মির দেখা মিললো আবার। জঙ্গলটা পেরিয়ে এসেছে তারা। কয়েক মিটার সামনে থাকা সুড়ঙ্গের কালো মুখটা দেখতে পাচ্ছে

BanglaBook.org

এখন। ডেনাল আগেই পৌছে গেছে ওখানে। প্রবেশমুখের সামনে উবু হয়ে বসে আছে ছেলেটা।

ম্যাগিকে প্রায় বয়েই সুড়ঙ্গমুখের কাছে নিয়ে আসছে স্যাম। 'ভিতরে যাও!' চিৎকার করে ছেলেটাকে বললো সে।

ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনের দিকে তাকালো ম্যাগি। জঙ্গলের পত্রাবলির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে জন্তুগুলো। কয়েকটা দুইপায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে আসছে, আবার কয়েকটা চারপায়ে দৌড়ে আসছে।

'ভিতরে যাও, ডেনাল! এখনই!'

'আ... আমি পারছি না!' কঁকিয়ে উঠলো ছেলেটা।

দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলো ম্যাগি। ডেনাল এখনো প্রবেশমুখের সামনে উবু হয়ে বসে আছে। ছায়াবৃত্ত সুড়ঙ্গের দিকে এক পা ঠেলে দিলেও, পরমুহূর্তেই আবার পা ফিরিয়ে আনলো সে।

স্যাম ও ম্যাগি এসে জড়ো হলো তার সাথে। ম্যাগিকে ধাক্কা দিয়ে সুড়ঙ্গের দিকে ঠেলে দিল স্যাম। 'যাও!'

প্রবেশমুখের কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো ম্যাগি। তার দৃষ্টিটা এতই অস্পষ্ট হয়ে আছে যে সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে আসা মৃদু আলোও তার চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিচ্ছে। ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকালো সে। স্যামকে ডেনালের হাত ধরে টেনে আনতে দেখছে।

জবাই করা পশুর মত চেঁচানো শুরু করেছে ছেলেটা। কোনরকমে তাকে টেনে এনে সুড়ঙ্গমুখে ম্যাগির পাশে এসে জড়ো হল স্যাম। তার কোলের মাঝে পড়ে থাকা ডেনাল তার শরীর মোঁচড়াতে শুরু করেছে এখন।

'কী হয়েছে ওর?' জিজ্ঞেস করলো ম্যাগি। সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলতে শুরু করেছে তারা।

খিঁচতে খিঁচতে ডেনালের পিঠটা ধনুকের মত বেঁকে গেছে এখন। 'মনে হয় খিঁচুনীতে আক্রান্ত হয়েছে সে।' শক্ত করে ছেলেটাকে ধরে রেখেছে স্যাম।

পিছন থেকে আসা জন্তুগুলোর গর্জন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে আবদ্ধ প্যাসেজটায়। পিছন ফিরে তাকালো ম্যাগি। প্রবেশমুখের সামনে জড়ো হয়ে আছে জন্তুগুলো। কিন্তু একটাও ঢুকছে না। কেউ ই সুড়ঙ্গে ঢুকে তাদের শিকারকে ধাওয়া করার সাহসও দেখাচ্ছে না। 'তারা এখানে আসতে পারবে না,' বিড়বিড় করে বললো ম্যাগি। মুখ কুঁচকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে আনলো ম্যাগি। *ডেনালের মত*, মনে মনে যোগ করলো সে।

গতি কমিয়ে হাঁটু ভেঙে নিচে বসে পড়লো স্যাম। প্রচণ্ড ক্লান্তিতে পাঁ কাঁপতে শুরু করেছে তার। ডেনালকে নিচে শুইয়ে দিয়েছে। ছেলেটার চোখ উলটে সাদা হয়ে গেছে, এবং ঠোঁটের কোণে ফেনায়িত লালা জমে আছে। শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে যেন ছেলেটার।

'আমি বুঝতে পারছি না কী হয়েছে ওর,' বললো স্যাম।

BanglaBook.org

সুড়ঙ্গমুখে মোচড়াতে থাকা জন্তুগুলোর দিকে ফিরে তাকালো ম্যাগি। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ছে।

শেষমেশ, জোরে কাশি দিয়ে উঠলো ডেনাল। তার শরীরও স্থির হয়ে গেছে। ছেলেটার কাছে এগিয়ে এলো ম্যাগি। ভাবছে ছেলেটা হয়তো মরে গেছে। কিন্তু স্পর্শ করতেই, ডেনাল চোখ মেলে তাকালো তার দিকে। তারপর উঠে বসলো, মনে হচ্ছে যেন কোন দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম থেকে উঠেছে সে। *'কুয়ে পাসো?'* স্প্যানিশে জিজ্ঞেস করছে।

'তোমাকে এখান পর্যন্ত টেনে আনতে হয়েছে আমার,' বললো স্যাম। 'সমস্যাটা কী?'

ভ্রূ কুঁচকে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে বলতে শুরু করেছে ডেনাল। 'এটা আমাকে ভিতরে আসতে দিচ্ছিলো না।'

'কী আসতে দিচ্ছিল না তোমাকে?'

কপালে আঙুল চেপে ধরে রেখেছে ডেনাল। চোখ বন্ধ করে ভাবার চেষ্টা করছে। 'আমি ঠিক জানিনা।'

উত্তরটা অনুমান করতে পারছে ম্যাগি। 'মন্দিরটা।'

ছেলেটার মাথার উপর দিয়ে ম্যাগির দিকে তাকিয়ে আছে স্যাম। 'কী?'

উঠে দাঁড়ালো ম্যাগি। 'চলো এখান থেকে বেরিয়ে যাই আগে।'

ছেলেটাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করছে স্যাম। ধীর পায়ে দূরবর্তী প্রস্থানের দিকে এগিয়ে চলা ম্যাগিকে অনুসরণ করছে তারা। সামনে, ইনকাদের সূর্য মন্দিরের সোনালি দেয়ালের কুঠুরিতে থাকা মশালদুটোর আলোকে দুলতে দেখতে পাচ্ছে।

গুহাটার কাছাকাছি এসে পৌঁছাতেই ম্যাগি তার গতি কমিয়ে থেমে গেছে। কক্ষে থাকা সোনালি বেদী এবং এর উপর ঝুলতে থাকা জালের মত পেঁচিয়ে থাকা সোনার তন্তুগুলোকে পর্যবেক্ষণ করছে।

তার সাথে সাথে স্যামও তার গতি থামিয়ে দিয়েছে, তবে এখনও তার চোখ পড়ে আছে পিছনের দিকে। ম্যাগির কাছে এগিয়ে আসতে আসতে বিড়বিড় করে মন্তব্য করছে সে, 'এটা যদি ইনকাদের স্বর্গ হয়ে থাকে, তাহলে তাদের নরক দেখার কোন ইচ্ছাও নেই আমার।'

সোনালী মন্দিরটার দিকে ইশারা করছে ম্যাগি। 'আমার মনে হয়, এটা এখানেই আছে।'

ডেনাল পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। উজ্জ্বল চকমকে কক্ষটা থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকতে চাইছে সে।

তার পাশে এসে দাঁড়ালো স্যাম। 'আমি জানি। এটা অবিশ্বাস্য যে ইনকারা ঐ দানবগুলোকে খাওয়ানোর জন্য নিজেদের বাচ্চাকে দান করে দেয়।'

BanglaBook.org

'উহু, স্যাম। তুমি বুঝতে পারছো না। *ঐ দানবগুলোই* তাদের সন্তান।' স্যামের দিকে তাকিয়ে বলছে ম্যাগি। স্যামের অবিশ্বাসী দৃষ্টিকে গ্রাহ্য করছে না সে। তার ধারণাটাকে জোরে জোরে আওড়ানো দরকার। 'তারা আমাদেরকে বলেছিল যে মন্দির তাদের সন্তানদেরকে নিয়ে নেয়, তাদেরকে দেবতায় পরিণত করে এবং পরে *হানন পাঁচায়* পাঠিয়ে দেয়।' এখনো সুড়ঙ্গমুখের সামনে লাফাতে থাকা ও গর্জাতে থাকা জন্তুগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে দেখাচ্ছে ম্যাগি। 'ওরাই ইনকাদের হারিয়ে যাওয়া সন্তান।'

'কীভাবে... কেন...?'

স্যামের কাঁধে হাত রাখলো ম্যাগি। 'তোমাকে আগেও যেটা বলতে চেয়েছিলাম, পাঁচাকাটেককে তার রাজার পোশাক ছাড়া অবস্থায় দেখেছি আমি। তার শরীর লোমহীন, ফ্যাঁকাশে, কোন যৌনাঙ্গও নেই। তার শরীরটা দেখতে ঠিক ঐ জন্তুগুলোর মত। দলের নেতা গোছের বড় যেটাকে আমি গুলি করেছিলাম সেটার মত।'

স্যামের ভ্রু কুঁচকে আছে। চোখে অবিশ্বাসের দৃষ্টি। মন্দিরের দিকে নজর দিল সে। 'তুমি বলতে চাচ্ছো, এই মন্দিরটা সত্যিই তাকে একটা নতুন শরীর দিয়েছে?'

'এবং এটা সক্ষমও। সাপা ইনকা বা রাজা হওয়ায়, তাকে ঠিক গোত্রের সর্দারের দেহটাই দেওয়া হয়েছে।'

'কিন্তু এটাতো অসম্ভব।'

মুখ কুঁচকে গেল ম্যাগির। 'নরম্যানের হাঁটু ভালো হয়ে যাওয়ার মতই অসম্ভব?' জিজ্ঞেস করলো সে। 'নাকি তার চোখের দৃষ্টি ঠিক হয়ে যাওয়ার মত? নাকি হুট করে ইনকাদের সাথে যোগাযোগের সক্ষমতার মত? ভেবে দেখো, স্যাম!' মন্দিরের দিকে তাকিয়ে ইশারা করছে সে। 'এই মন্দিরটা বায়োলজিক্যাল রিজেনারেটর হিসেবে কাজ করছে। এটা ইনকাদেরকে শত শত বছর ধরে জীবিত রেখেছে... তাদের সর্দারকে নতুন দেহ দিয়েছে। কিন্তু কেন? কেন এই কাজগুলো করছে এটা?'

মাথা নাড়ছে স্যাম।

আবারো, জন্তুদের উপত্যকাটার দিকে ইশারা করলো ম্যাগি। 'অমরত্বের কঠিন মূল্য চুকাতে হয়েছে তাদেরকে। তাদের সন্তানদেরকে ছেড়ে দিতে হয়েছে। মন্দিরটা তাদের বংশধরদের কেড়ে নিয়েছে... আর, আমি ঠিক জানিনা... মনে হয় তাদেরকে নিয়ে কোন পরীক্ষা করছে। কিন্তু কে জানে সেটা? তবে, উদ্দেশ্য যেটাই হোক, মন্দিরটা ইনকাদের সন্তানদেরকে জৈবিক খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করছে। গ্রামবাসীরা পরীক্ষায় ব্যবহৃত উৎপাদনশীল গবাদি পশুর চেয়ে বেশি কিছু নয়।'

'তাহলে ডেনালের ব্যাপারটা কী?' জিজ্ঞেস করলো স্যাম।

BanglaBook.org

ছেলেটার দিকে তাকালো ম্যাগি। ছেলেটা এখন প্রায় অপরিবর্তিতই আছে। সুড়ঙ্গে ঢোকার ব্যাপারে ছেলেটার অনিচ্ছার ব্যাপার স্মরণ করছে আবার। 'আমার মনে হয়, মন্দিরটার আরো বেশি নমনীয় উপাদান দরকার, নতুন জন্মানো জেনেটিক কোষ, যেমন–নবজাতকে যেটা থাকে। ডেনাল সেই তুলনায় একটু বেশিই বয়স্ক। তাই, এটা অন্য সবগুলোর মতই ডেনালের উপরেও পরীক্ষা করেছে। কাজ শেষে, এটা পাশের উপত্যকাটায় যাওয়ার আদেশ সঞ্চারণ করে দিয়েছিল ওর মধ্যে এবং এইখানে যেন আর ফিরে না আসতে পারে সেই জন্য একটা ভয়ও ঢুকিয়ে দিয়েছিল ওর মনে। ডেনালের এখানে প্রবেশের অক্ষমতা দেখেছোই তো তুমি, ঠিক ঐ জন্তুগুলোর মত। আমার ধারণা, দুইদিন আগে নিচের গোরস্থানে যে জন্তুগুলোকে দেখেছিলাম, সেগুলো এই উপত্যকা থেকেই কোন সুড়ঙ্গের মাধ্যমে ওখানে চলে গেছে। হয়তো বের হয়ে যাওয়ার কোন পথ খুঁজছিল তারা এবং সেখানে গিয়েই আটকে গেছে। আমার মনে হয় এই জন্তুগুলো গ্রামবাসীদের উপত্যকা ছাড়া অন্য যে-কোন জায়গায়ই বিচরণ করতে পারে। গ্রামবাসীদের উপত্যকায় আসা নিষিদ্ধ তাদের জন্য।'

'কিন্তু কেন?'

'কারণ, মন্দিরটা এর ব্যর্থ পরীক্ষার ফলাফলের হাত থেকে নিজের বিনিয়োগকে রক্ষা করছে। এটা তার ভবিষ্যৎ উৎসের নিখাদ জেনেটিক উপাদানকে কোন ঝুঁকিতে রাখতে চাচ্ছে না। তাই এটা গ্রামবাসীকে রক্ষা করে।'

'কিন্তু ঐ জন্তুগুলো যদি ঝুঁকিই হয়ে থাকে, তাহলে পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার পর তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলছে না কেন? তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখছে কেন?'

কাঁধ ঝাঁকালো ম্যাগি। 'আমি নিশ্চিত না। হয়তো পাশের উপত্যকাটাও পরীক্ষার একটা অংশ। এর আবিষ্কারগুলোর প্রাকৃতিক পরীক্ষার কোন ক্ষেত্র হয়তো। তারা কীভাবে সত্যিকারের একটা পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে সেটার সাথে চলতে পারে সেটাই পর্যবেক্ষণ করে দেখছে হয়তো।'

'আর, তাদের ওভাবে পুড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা কী? আমি একটাকে ছুরিকাঘাত করার পর যা ঘটলো?'

'স্বতঃস্ফূর্ত দহনক্রিয়া। তুমি কি ডেনালের প্রহরীদের হাতে থাকা বর্শাগুলো দেখেছিলে? ওগুলোও কিন্তু একই স্বর্ণ দিয়ে তৈরি। ঐ ধরনের অস্ত্রগুলো থেকে কোন আঘাত লাগলে, বা একটা সাধারণ আচড়া লাগলেও প্রচুর পরিমাণে শক্তি শোষিত হয়। গ্রামবাসীদেরকে সুরক্ষা দেওয়ার আরেকটা স্তর এটা।'

মন্দিরটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে স্যাম। চোখে ভয়টা বাড়ছে তার। 'তারপরও এটাকে আজগুবি মনে হচ্ছে। তবে, নরম্যানের আরোগ্য লাভের দিকটা বিবেচনা করলে, তোমার কথাগুলোকে সত্য ভেবে নেওয়া ছাড়া কোন উপায়ও নেই।' ম্যাগির দিকে ঘুরে তাকালো সে। 'কিন্তু, যদি তাই হয়,

BanglaBook.org

তাহলে মন্দিরটা এইসব করছে কেন? মূল লক্ষ্যটা কী এর পিছনে? কে নির্মাণ করেছে এটা?'

ভ্রু কুঁচকে গেছে ম্যাগির। কোন উত্তর নেই তার কাছে। মাথা নাড়তে শুরু করেছিল সে, ঠিক তখনই সুড়ঙ্গের অন্য পাশ থেকে একটা নতুন শব্দ ভেসে আসতে শুরু করেছে।

হুম্প... হুম্প... হুম্প...

শব্দটার দিকে দৃষ্টি ঘুরে গেছে তাদের দুইজনেরই। সুড়ঙ্গের অপরপাশের উপত্যকা থেকে আসছে শব্দটা।

'আসো,' উত্তেজিত কণ্ঠে বললো স্যাম। দ্রুত গতিতে উজ্জ্বল সূর্যোলোকের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করেছে সে।

সুড়ঙ্গের প্রান্তে পৌঁছে গেছে ওরা। সকালের শেষভাগের সূর্য রশ্মিটা যেন তীর্যকভাবে তাদের চোখে আঘাত করছে। আঙুল তুলে তাক করে দেখালো স্যাম। 'দেখো! সাহায্য এসে গেছে!' আকাশের ঘন কুয়াশার মাঝে একটা কালো ছায়া দেখা যাচ্ছে। ছায়াটা আরেকটু কাছাকাছি হতেই, কালচে-সবুজ বর্ণের মিলিটারি হেলিকপ্টারটা দেখতে পেল তারা। 'আঙ্কেল হ্যাঙ্ক! ধন্যবাদ ঈশ্বর!'

ম্যাগিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। 'এখানকার সবকিছুর ব্যাপারে প্রফেসরের মতবাদ জানার জন্য মুখিয়ে আছি আমি।'

ম্যাগিকে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো স্যাম। ম্যাগিও তাকে কোন বাঁধা দিচ্ছে না।

হঠাৎ করেই উপত্যকার গভীর থেকে নতুন একটা শব্দ ভেসে আসতে শুরু করেছে। রোটরের ঘড়ঘড়ে শব্দটাকে ছাপিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগীতায় নেমেছে যেন। ঢোলের শব্দ। মনে হচ্ছে, ইনকারাও তাদের সীমানায় আসা অদ্ভুত পাখিটাকে আবিষ্কার করে ফেলেছে এতক্ষণে। সাথে সাথে কাঁসার ঘণ্টার তীক্ষ্ণ ধ্বনিও ভেসে আসছে উপত্যকা থেকে। বেশ ক্রুদ্ধ শোনাচ্ছে তাদেরকে।

স্যামের দিকে তাকালো ম্যাগি। 'রণ সঙ্গীত।'

ম্যাগির কাঁধের উপর থেকে হাত সরে গেছে স্যামের। মুখের হাসিটাও মিলিয়ে গেছে। 'আমি বুঝতে পারছি না। প্রফেসর এবং তার সঙ্গীদের ভয় না পাওয়ার জন্য তো ইনকাদেরকে সতর্ক করে দেওয়ার কথা ছিল নরম্যানের।'

'কোন একটা সমস্যা হয়েছে।'

ভ্রু কুঁচকে রেখেছে এখন স্যাম। 'আঙ্কেল হ্যাঙ্কের কাছে পৌঁছে তাকে সতর্ক করতে হবে আমাকে।' সর্পিলাকার খাড়া পথটা ধরে নেমে যেতে শুরু করেছে সে।

নিচের উপত্যকায়, হেলিকপ্টারটা এখন কুইনোয়া ক্ষেতের সমতল ভূমির দিকে নেমে আসতে শুরু করেছে। রোটরের আঘাতে জন্মে থাকা উদ্ভিদগুলোর চূড়া কেটে কেটে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

ম্যাগি অনুসরণ করছে তাকে। 'কিন্তু, তাহলে, নরম্যানের কী হবে?' হেলিকপ্টারের গর্জন ছাপিয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো ম্যাগি।

কোন উত্তর দিল না স্যাম, তবে তার গতি বেড়ে গেছে।

●●●

জঙ্গলের ধারের আড়ালে লুকিয়ে আছে নরম্যান। জঙ্গলের ওপারে থাকা সমতল সবুজ তৃণভূমিতে অবতরণ করেছে হেলিকপ্টারটা। তবুও কন্টকাকীর্ণ ঝোপের আড়ালেই এখনো লুকিয়ে আছে সে। তার চোখের সামনে দিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সবুজ পিঁপড়ার দল সারিবদ্ধ ভাবে হেঁটে যাচ্ছে। অবশ্য, পিঁপড়াগুলো নিজেদের নিয়েই এত ব্যস্ত যে হেলিকপ্টারের রোটরের খট খট শব্দে খুব একটা বিচলিত হচ্ছে না তারা।

তবে প্রতিটা *খট খট* শব্দই অনুভব করতে পারছে নরম্যান। বুকের গভীরে গিয়ে আঘাত হানছে যেন শব্দটা। সে প্রার্থনা করছে যেন তার ধারণাটা ভুল হয়। সাথে এটাও ভাবছে যে সে হয়তো প্রফেসরের কথাগুলোকে ভুলভাবে নিয়েছে। 'যাই হোক, এই এক সপ্তাহ তো এরকমই ছিল,' বিড়বিড় করে নিজেকেই বলছে সে, 'হয়তো মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে আমার।' তারপরও, তার লুকানো অবস্থান থেকে সরার সাহস পাচ্ছে না নরম্যান। হেলিকপ্টারের প্যাসেঞ্জার অংশের দরজা খুলে গেছে। তার মনের একটা অংশ বলছে সে কোন ভুল করেনি। প্রফেসর কঙ্কলিন তাকে কোন কিছুর ব্যাপারে সতর্ক করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু কী সেটা?

উত্তরটা খুব দ্রুতই পেয়ে গেল নরম্যান। একদল মানুষ নেমে এসেছে হেলিকপ্টার থেকে। মানুষগুলোর কারো কারো গায়ে জঙ্গলের ক্যামাফ্লজ বা ছদ্মবেশী পোশাক। আর বাকিদের পরনে সন্ন্যাসীদের বাদামি রোব। মানুষগুলো, এমনকী সন্ন্যাসীরাও উদ্ধারকারী দলের মতই দক্ষতার সাথে চলাচল করছে। হেলিকপ্টারের ভিতর থেকে উপকরণ রাখা বাক্সগুলোকে নামিয়ে এনে খুলে ফেলা হয়েছে। একজনের হাত থেকে অন্যদের হাতে স্থানান্তরিত হওয়া অ্যাসল্ট রাইফেলগুলো দেখতে পাচ্ছে নরম্যান। তাদের মাঝে কয়েকজন আবার উবু হয়ে তাদের অস্ত্রে গ্রেনেড লঞ্চার যুক্ত করে নিচ্ছে।

মাথাটা আরো নিচু করে ফেললো নরম্যান। ওহ্, ঈশ্বর! তার এখনো পুরোপুরি মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেনি।

ইনকাদের গ্রাম থেকে আসা ঢোল ও ঘণ্টার শব্দগুলোও এখন একদম নীরব হয়ে গেছে। শ্বাস চেপে রেখেছে নরম্যান। বিপদের আশঙ্কায় আগেই সে পাঁচাকাটেককে গ্রামের লোকজন নিয়ে তৈরি হয়ে থাকার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিল। আর যদি কোন বিপদ নাও আসে, তাহলে পরিকল্পনা ছিল যে

BanglaBook.org

নরম্যান প্রফেসরকে সাথে নিয়ে গ্রামে ফিরে আসবে, যাতে কোন রক্তপাত না ঘটিয়েই পরিচিত হতে পারে তারা।

এখন গ্রামে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবছে নরম্যান। ইনকারা বিরোধিতা ঠেকানোর প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে ঠিকই, কিন্তু ওদের কাছে এমন আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকানোর মত কিছু নেই। তাদেরকে পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করা উচিৎ। কিন্তু, নরম্যান জানে পাঁচাকাটেক তা কখনো মেনে নিবে না। সকালে লম্বা সময় ধরে কথা বলেছে তারা দুজন। আর, তা থেকে এটা পরিষ্কার যে, পাঁচাকাটেক তার উপজাতির ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর কারো হস্তক্ষেপ মেনে নিবে না। পালাবে না সে।

তাই নরম্যান তার আগের জায়গাতেই লুকিয়ে রইলো। সেখান থেকে গাছের শাখা-প্রশাখার ভিতর দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখছে। হেলিকপ্টার থেকে লোকগুলোর দীর্ঘদেহী দলনেতা নেমে এসেছে। সাফারি স্যুট ও এর সাথে মানানসই টুপি পরা লোকটা চেঁচিয়ে তার লোকগুলোকে কিছু নির্দেশ দিচ্ছে। নির্দেশগুলো মেনে নিয়ে খুব জলদিই সারিবদ্ধ হয়ে গ্রামের দিকে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি হয়ে গেছে দলটা। যানটা এখানে অবতরণের পর দশ মিনিটও পেরোয়নি, এর মাঝে অ্যাসল্ট রাইফেলের দলটা তাদের মিশনে নেমে পড়েছে। মিলিটারি কায়দায় পরিচালিত হচ্ছে তারা।

মিশনে যাওয়া দলটার নেতৃত্ব নিয়েছে দুইজন লোক। হেলিকপ্টারের পাখার নিচ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এসে গ্রামের দিকে যাওয়ার সরু রাস্তাটা ধরে দৌড়ে যাচ্ছে তারা। আকাশে থাকার সময়ই হয়তো তারা গ্রামের দিকে যাওয়ার সর্পিলাকার রাস্তাটার নকশা এঁকে নিয়েছিল। অন্য চারজন লোক আরো ধীর গতিতে, সতর্কতার সাথে তাদেরকে অনুসরণ করে যাচ্ছে। হাতে থাকা বন্দুকগুলোকে রেডি করে রেখেছে। ঘামে চিকচিক করতে থাকা দীর্ঘদেহী দলনেতা পিস্তল হাতে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তাদের পিছন পিছন। সাথে তার নিরাপত্তার জন্য একজন প্রহরীও রয়েছে।

পুরো দলটার জঙ্গলের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করছে নরম্যান। কুঁজো হয়ে বসে আছে সে। এখন কী করতে হবে বুঝতে পারছে না। স্যামকে খবরটা পৌঁছানো দরকার। মন্দিরের সুড়ঙ্গে থাকা ষাঁড়া বাঁধটার দিকে উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে নরম্যান। কিন্তু, তাদের ভাগ্যের ব্যাপারে কিছুই জানতে পারলো না। জঙ্গল তার দৃষ্টি আটকে দিয়েছে।

যদি সে কোনরকমে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাওয়ার কোন পথ বের করতে পারতো...

নড়ার জন্য উদ্যত হচ্ছিল নরম্যান। ঠিক তখনই একটা নতুন কণ্ঠস্বর কানে ভেসে আসলো তার। জায়গায়ই একদম স্থির হয়ে জমে গেছে সে। অর্ধ-কুঁজো অবস্থায় শরীর কাঁপতে শুরু করেছে তার। হেলিকপ্টারের অপর পাশ থেকে আরো দুইজন মানুষ নেমে আসছে এখন। তাদের মধ্যে থাকা

BanglaBook.org

প্রফেসরকে দ্রুতই চিনতে পেরেছে নরম্যান। তার গালের খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি আর কাপড়চোপড়ের অবস্থা দেখে সে ধরে নিল যে কয়েকদিন ধরে খুব একটা ঘুমাতে পারেনি লোকটা। তবে, তাতেও তার গর্বিত চালচলনের উপর কোন প্রভাব পড়েনি।

সন্ন্যাসীর রোব পড়া এক লম্বা কালো ব্যক্তি বন্দুক তাক করে হেনরিকে সামনে এগিয়ে আসতে বাধ্য করছে। বন্দুকধারীর চুল কালো। তার চাহুনি আরো বেশি কালো। তার বুকের কাছে ঝুলতে থাকা রুপালি ক্রুশটা চকচক করছে সূর্যের আলোয়।

লোকগুলোর ধার্মিক পোশাকের কোন মানে খুঁজে পাচ্ছে না নরম্যান। বোঝাই যাচ্ছে, এটা তাদের কোন কৌশল।

হেলিকপ্টার থেকে দূরে সরে আসতেই তাদের মধ্যকার কথোপকথনটা শুনতে পাচ্ছে সে। 'আপনি আমাদেরকে পূর্ণভাবে সহযোগীতা করবেন,' বলছে কালো লোকটা, 'নয়তো খননের ওখানে থাকা ছেলেটারও আপনার ঐ মহিলা বন্ধুর মতই অবস্থা হবে।'

নরম্যান দেখতে হেনরির কাঁধ কিছুটা ঝুলে পড়েছে। পরাজিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাচ্ছে শুধু।

অসহায়ত্বের হতাশায় হাতে মুষ্টি পাকিয়ে রেখেছে নরম্যান। বন্দুকধারী নিশ্চয়ই ফিলিপের কথা বলছে। হার্ভাডের শিক্ষার্থীকে নিশ্চয়ই ক্যাম্পে বন্দী হিসেব আটকে রাখা হয়েছে।

'একত্রিত করা বন্দীদেরকে জেরা করা হবে,' বলে যাচ্ছে লোকটা। 'আর, আপনি আমাদেরকে জেরায় সাহায্য করবেন।'

'বুঝেছি আমি,' গর্জে উঠলো হেনরি। 'কিন্তু আমার ভাতিজা অথবা তার বন্ধুদের যদি কারো কোন ক্ষতি হয়, তাহলে তোমরা নিজেদেরকেই জেরা করো তখন।'

লোকটার মুখাবয়ব আরো বেশি কালো হয়ে গেছে এখন, কিন্তু কিছু না করে শুধু এক কদম পিছিয়ে গেছে সে। অন্য হাত দিয়ে একটা সিগারেট বের নিয়েছে লোকটা।

ডান হাত দিয়ে আগ্নেয় পাথরের একটা খণ্ডের উপর ভর করে বসে নরম্যান তার অবস্থানটা বদল করে নিলো। পাথরটার উপর হাতড়াতে হাতড়াতে প্রফেসরকে বন্দী করা একমাত্র পাহারাদার লোকটার দিকে তাকালো সে। লাল পাথরটাকে মাটি থেকে উঠিয়ে নিল নরম্যান। সে যদি কোনভাবে লুকিয়ে অপরদিকে থাকা শৈলশিরাটার কাছে যেতে পারে, তাহলে হেলিকপ্টারটা তার এবং ঐ পাহারাদারের মাঝে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করবে। ভাবার সাথে সাথেই জঙ্গলের ধার ধরে এগিয়ে যেতে শুরু করেছে নরম্যান। সে জানে এখন একমাত্র পাহারাদার ছাড়া আর কেউ নেই ওখানে। এমনকী হেলিকপ্টারের পাইলটও অ্যাসেন্ট দলের সাথে চলে গেছে। এটা

BanglaBook.org

একটা ঝুঁকি, কিন্তু এই ঝুঁকিটাই তাদের সকলের জীবন রক্ষা করতে পারে। যদি সে প্রফেসরকে মুক্ত করতে পারে তাহলে, তাহলে দুজনে একসাথে পালিয়ে গিয়ে স্যামদের সাথে যুক্ত হতে পারবে।

আগ্নেয়গিরির গুটানো শিরাটার কাছে পৌছে একটা দীর্ঘশ্বাস নিল নরম্যান। তারপর, কোন নিরাপত্তা ছাড়াই কয়েকগজ দূরের শৈলশিরার দিকে দৌড় লাগালো। প্রায় ঝাঁপিয়ে গিয়ে লুকালো বহুল আকাঙ্খিত ছায়াটায়। সে নিশ্চিত যে তাকে কেউ দেখে ফেলেছে। বুলেটে পিঠ ঝাঝরা হওয়ার অপেক্ষা করছে, কিন্তু এমন কিছুই ঘটলো না। ঝুঁকে রুক্ষ আগ্নেয় পর্বতের খণ্ডটা আবার তুলে নিল। হঠাৎ করেই বুঝতে পারছে, কতটা বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছে সে। ভয় তাকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়ার আগেই আবার সামনের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করলো নরম্যান। আগ্নেয় শৈলশিরার ছায়ায় কাঁকড়ার মত দ্রুত পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে সে।

যথেষ্ট দূরে এসে পড়েছে নিশ্চিত হয়ে, শৈলশিরার উপর দিয়ে উঁকি দেওয়ার ঝুঁকি নিল নরম্যান। তার ধারণাই ঠিক। তার এবং বন্দুকধারীর মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পেটমোটা হেলিকপ্টার। যতটা দ্রুত সম্ভব শৈলশিরাটা টপকে পেরিয়ে এল নরম্যান। পাথরের মৃদু শব্দগুলোকে ভয়ানক জোরালো বিস্ফোরণের মতো শোনাচ্ছে, তবে সে জানে এটা শুধুই তার কল্পনা। তার উপর, সে এখন শত্রুসীমায় উন্মুক্ত হয়ে আছে।

পাথরটাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে নরম্যান। তার বুক এত জোরে জোরে ধুকপুক করছে যে, মনে হচ্ছে ইনকাদের গ্রাম থেকেও হয়তো এই শব্দটা শোনা যাচ্ছে। তবে, কোন বিপদ ছাড়াই হেলিকপ্টারটা পর্যন্ত পৌছে গেছে নরম্যান। উঁবু হয়ে হেলিকপ্টার নিচ দিয়ে অপর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদুটোর পা দেখতে পাচ্ছে। বুঝতে পারছে যে, তার উপস্থিতির ব্যাপারে তাদের কেউই টের পায়নি।

হামাগুড়ি দিয়ে অতিরিক্ত জ্বালানী তেলের ট্যাঙ্কিগুলোর দিকে সরে এসেছে নরম্যান। দেওয়ার কুইনোয়ার কাণ্ডগুলোর সুড়সুড়ি খেতে খেতেই এখন সে হেলিকপ্টারের অপর পাশে চলে এসেছে। তার সামনে প্রফেসর এবং বন্দুকধারী দুইজনই তার দিক থেকে উলটো দিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে দেখছে তারা। রোব পরা পাহারাদারটা তার সিগারেট টানতে টানতে লম্বা লম্বা ধারায় ধোঁয়া ত্যাগ করছে।

শ্বাস ধরে রেখে হামাগুড়ি থেকে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো নরম্যান। তার সামনে এখন দুইটা পথ আছে। হয় তাকে ধীরগতিতে এগিয়ে যেতে হবে, এভাবে গেলে কোন প্রতিবন্ধকে আটকাতে হবে না তাকে। নতুবা ক্ষিপ্র গতিতে তাকে তার শিকারের দিকে দৌড়ে যেতে হবে। তবে, নরম্যান তার কাঁপতে থাকা পা দুটোর গতির উপর বিশ্বাস করতে পারছে না। তাই, সে সতর্কতার

BanglaBook.org

সাথে এক পায়ের পর আরেক পায়ে ফেলে আস্তে আস্তে বন্দুকধারীর দিকে এগিয়ে যাওয়ার উপায়টাই বেছে নিয়েছে।

লোকটার থেকে তার দূরত্ব খুব বেশি হলে এক হাতের মত হবে, ঠিক তখনই সব এলোমেলো হয়ে গেল।

হঠাৎ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছে উপত্যকাটা। জঙ্গলের মাঝের অংশটা ছিঁটকে উপরের আকাশের দিকে উঠে গেছে। বৃষ্টির মত করে পড়তে শুরু করেছে জ্বলন্ত টুকরোগুলো।

দৃশ্যটা দেখেই হাঁপিয়ে উঠলো নরম্যান। চেষ্টা করেও, তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসা আৎকে উঠার প্রতিক্রিয়াটা আটকাতে পারলো না কোনমতেই।

শব্দটা শুনেই, বন্দুকধারী পাক খেয়ে ঘুরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে।

এখন পিস্তলটার গুলি ছোড়া নলটার দিকে তাকিয়ে আছে নরম্যান। 'ফেলো ওটা!' লোকটা আদেশ দিল তাকে।

অবশ্য এটা বলারও কোন দরকার ছিল না। পাথরটা ইতিমধ্যেই তার অসাড় আঙুলগুলো গলে নিচে পড়ে গেছে।

সামনের জঙ্গলটা থেকে চিৎকার, চেঁচামেচির শব্দ ভেসে আসছে। বন্দুকের গুলি বর্ষণের শব্দটাকে দাঁতে দাঁত আঘাতের শব্দের মত শোনাচ্ছে।

লোকটার মাথার উপর দিয়ে, হেনরির দিকে তাকালো নরম্যান। হেনরির মুখে এখন অসহায়ত্ব ও পরাজয়ের অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে।

কাঁধ ঝুলিয়ে দিল নরম্যান, একই অভিব্যক্তিটাই ফুটে উঠেছে তার চেহারাতেও। 'আমি দুঃখিত, প্রফেসর।'

●●●

উপত্যকার মধ্য থেকে আসা বিস্ফোরণের প্রথম শব্দটা শুনেই থমকে গেল স্যাম। হালকা উবু হয়ে বসে জ্বলন্ত ধ্বংসস্তুপের বৃষ্টিটা দেখছে। 'হচ্ছেটা কী?'

ডেনালও তার পাশে উবু হয়ে বসে পড়েছে।

স্যামের কাঁধে হাত রাখলো ম্যাগি। তার চোখ বড় বড় হয়ে আছে। 'তারা গ্রামে আক্রমণ করছে!'

এখনও নিচুই হয়ে আছে স্যাম। 'আঙ্কেল হ্যাঙ্কের তো কখনোই এমন করার কথা না।'

'যদি ওটা প্রফেসর না হয়ে থাকে?' বলছে ম্যাগি। 'হয়তো অন্য কেউ আমাদের আগুনটা দেখে ফেলেছে। চোরেরা, *হুয়াকুয়েরস*। হয়তো গত সপ্তাহে আমাদের খননে সুড়ঙ্গ খোঁড়ার চেষ্টা করা ঐ শয়তানগুলোই হবে। হয়তো তারা আমাদের মেসেজের অর্থটা ধরে ফেলেছে এবং তোমার আঙ্কেল হ্যাঙ্কের আগেই এখানে পৌঁছে গেছে।'

ঢালের উপর একদম নত হয়ে আছে স্যাম। 'কী করব আমরা এখন?'

BanglaBook.org

ম্যাগির চোখ হিংস্র হয়ে গেছে। 'তাদেরকে থামাবো।' জঙ্গলে অর্ধ-আচ্ছন্ন হয়ে মাঠে দাঁড়িয়ে থাকা হেলিকপ্টারটার দিকে ইঙ্গিত করছে সে। 'ঐটাকে অকেজো করে দিতে পারলেই ঐ চোরগুলো আর কোথাও যেতে পারবে না। তারপর প্রফেসরকে কল করে সতর্ক করে দিতে হবে, যাতে এখানে আসার সময় উনি সঙ্গে করে পুলিশ বা আর্মি নিয়ে আসেন।' স্যামের দিকে ঘুরলো সে। 'আমরা এখানে তাদেরকে খুন করতে দিতে পারব না। কিংবা আমাদের খুঁজে পাওয়া সম্পদও চুরি করতে দিতে পারব না।'

তার কথাগুলোর সাথে মাথা দুলিয়ে সায় দিচ্ছে স্যাম। 'তোমার কথা ঠিক। আমাদের অন্ততপক্ষে চেষ্টা করতে হবে।' উঠে দাঁড়ালো সে। 'আমি গিয়ে জায়গাটা পরীক্ষা করে আসি। দেখি কী আছে ওখানে।'

'না,' বলে উঠলো ম্যাগি। 'আমরা একসাথেই থাকব।'

ভ্রু কুঁচকালো স্যাম, কিন্তু তাতে ম্যাগির হাবভাবের কোন পরিবর্তন হচ্ছে না।

এমনকী ডেনালও তার মাথা ঝাঁকাচ্ছে। 'আমিও যাব।' সুড়ঙ্গ মুখের দিকে ছেলেটার তাকিয়ে থাকা দৃষ্টিটা নজরে পড়েছে স্যামের। ডেনাল আসলে বীরোচিত কিছু করছে না। সে শুধু এখানে একা একা পড়ে থাকতে চায় না... বিশেষ করে নগ্ন ও নিরস্ত্র অবস্থায়।

স্যাম উঠে দাঁড়িয়ে উপত্যকাটাকে পর্যবেক্ষণ করে নিচ্ছে।

স্বয়ংক্রিয় বন্দুকের শব্দ ভেসে আসছে জঙ্গলের ভিতর থেকে। মাঝে মাঝে অন্যান্য বিস্ফোরণের শব্দের সাথে সাথে গাছ এবং পাথরসমূহ আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছে। আগ্নেয়াস্ত্রের মধ্যে পড়ে, ইনকাদের ফিসফিসে রণ সঙ্গীতের সাথে এখন মরণ-চিৎকারও মিশে গেছে। জঙ্গলের ভিতর থেকে ধোঁয়া পাঁক খেয়ে উঠতে শুরু করেছে।

'আচ্ছা,' বললছে স্যাম। 'আমরা সবাইই যাব। কিন্তু একসাথে লেগে থাকবে এবং চুপচাপ থাকবে। আমরা জঙ্গলের ধার দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে হেলিকপ্টারটার যত কাছে যাওয়া সম্ভব, সে চেষ্টা করব। খুঁজে দেখব ওখানে আরো কোন পাহারাদার আছে কিনা!'

মাথা ঝাঁকিয়ে স্যামকে এগিয়ে যাওয়ার ইশারা করলো ম্যাগি।

দ্রুততার সাথে শেষ আঁকাবাঁকা পথটা পেরিয়ে যাচ্ছে স্যাম। আগ্নেয় পাথর ও ছড়িয়ে পড়া ঝোপঝাড়ের মাঝ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তারা। খুব জলদিই জঙ্গলের ছায়ার ভিতরে চলে এসেছে তারা। স্যাম তার ঠোঁটে আঙুল উঁচিয়ে হাতের ইশারায় পথ নির্দেশ করছে তাদেরকে। জঙ্গলের গভীরতায় থাকায়, আগ্নেয়াস্ত্রের শব্দটা এখন চাপা পড়ে গেছে।

উবু হয়ে জঙ্গলের ধারের একটা পথ বেছে নিয়েছে স্যাম। চোরেরা গ্রাম ধ্বংস করে ফেলার আগেই হেলিকপ্টারের কাছে পৌঁছাতে হবে তাদেরকে। স্যাম আশা করছে যেন হেলিকপ্টারটায় কিছু বাড়তি অস্ত্র থাকে। আঙ্কেল হ্যাঙ্ক

BanglaBook.org

আসার আগ পর্যন্ত যদি তাদেরকে গ্রামটা সুরক্ষিত রাখতে হয়, তাহলে তাদেরও আগ্নেয়াস্ত্রের প্রয়োজন হবে।

ছায়াঘেরা জঙ্গলটা সামনের দিকে উজ্জ্বল হয়ে আছে। জঙ্গলের কিনারের দিকে পৌঁছে গেছে তারা। আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে স্যাম। এখন ধরা পড়ার সময় না। হাতে ইশারা করে অন্যদেরকে পিছনে অপেক্ষা করতে বললো স্যাম। শেষ পথটা সে একাই এগিয়ে যাবে। জঙ্গলের ফার্ণের পাতাগুলো হাত দিয়ে সরানোর সময়, একটা পরিচিত কণ্ঠ শুনতে পেল।

'ছেলেটাকে ছেড়ে দাও, ওটেরা। ওকে আহত করার কোন প্রয়োজন নেই।'

আঙ্কেল হ্যাঙ্ক!

পাতা সরিয়ে সামনে তৃণভূমিটার দিকে নজর দিল স্যাম। মাঠের দাঁড়িয়ে থাকা বিশালাকৃতির মিলিটারি হেলিকপ্টারটাকে শস্যক্ষেত্রের কোন দৈত্যাকৃতির পোকার মত দেখাচ্ছে। তবে দৃশ্যটায় আরো ভালভাবে নজর পড়তেই রক্ত হিম হয়ে গেল যেন স্যামের। তার চাচার সামনে সন্ন্যাসীর পোশাক পরা এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু, লোকটাকে দেখে মোটেও ঈশ্বরের অনুসারী বলে মনে হচ্ছে না। ডানহাতে একটা বড় পিস্তল ধরে রেখেছে লোকটা। এই অস্ত্রটার সাথে পরিচয় আছে স্যামের। .৩৫৭ স্প্যানিশ আস্ত্রা। এটা ক্ষেপে আসা ষাঁড়কে থামানোর মত যোগ্যতা সম্পন্ন একটা অস্ত্র–আর এটাই এখন তার চাচার বুকের দিকে তাক করে ধরে রাখা হয়েছে।

তার চাচার কাঁধের উপর দিয়ে, তাদের সঙ্গে থাকা তৃতীয় মানুষটার চেহারাও দেখতে পেল স্যাম। চেহারাটা নরম্যানের। ফটোগ্রাফারের মুখ এখন ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে আছে।

ওটেরা নামের লোকটা স্যামের চাচার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয় আছে। 'তুমি আমাদেরকে আদেশ দেওয়া শুরু করলে কখন থেকে?' বলেই সে তার বন্দুকটা ঘুরিয়ে সজোরে আঘাত করে বসলো নরম্যানের মুখে। আঘাতের তীব্রতায় ফটোগ্রাফার হাঁটু ভেঙে মাটিতে পড়ে গেছে। তার চোখের উপরের কাটা অংশটা থেকে রক্ত চুয়ে চুয়ে পড়ছে।

'ওকে ছেড়ে দাও!' বললো আঙ্কেল হ্যাঙ্ক। নরম্যানকে লোকটার কাছ থেকে আড়াল করে রেখেছে সে।

পিস্তলটা উঁচিয়ে ধরলো ওটেরা। 'আমার মনেহয় তুমি তোমার প্রয়োজনীয়তার চেয়ে বেশি সময় পার করে ফেলেছো, বুড়ো! বার্তাটা থেকে তো এটা নিশ্চিতই যে, স্বর্ণগুলো কোথায় লুকানো আছে তা এই ছেলেরাই ভাল করে জানে। তো, এই ছেলেটাকে বাঁচিয়ে রাখলেই চলবে। আমি তো তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার কোন প্রয়োজনীয়তা দেখছি না।' বন্দুকের লক খোলার শব্দটা স্পষ্টভাবেই শুনতে পেল স্যাম।

BanglaBook.org

ওহ, ঈশ্বর! ক্ষিপ্ত হয়ে লুকানোর কথা ভুলে ভেজা মাঠের উপর দিয়েই দৌড়াতে শুরু করেছে স্যাম।

নড়াচড়াটা তার চাচার নজরেও পড়েছে। হেনরির চোখদুটো বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে আছে। স্যাম দেখতে পাচ্ছে তার চাচা প্রতিক্রিয়া সংবরণের আপ্রাণ চেষ্টা করছে–কিন্তু, তারপরও এই ছোটখাটো সাড়াটাই নজরে পড়ার মত ছিল।

স্যাম তার কাছাকাছি হতেই ঘুরে দাঁড়ালো ওটেরা। তার বুকের দিকে বন্দুক তাক করে রেখেছে সে। স্যাম চেঁচিয়ে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়লো ওটেরার উপর। বন্দুক বিস্ফোরণের তীক্ষ্ণ শব্দটা যেন কান চিড়ে দিয়েছে। তার চাচার বন্দীকারির কাছ থেকে উল্টোদিকে ছিটকে গিয়ে তৃণভূমির মাটিতে পড়ে গেছে স্যাম।

'না!' তার চাচার চেঁচিয়ে উঠা গলাটা শুনতে পাচ্ছে সে।

হাতের উপর জোর দিয়ে উঠতে চাচ্ছিল স্যাম, কিন্তু নড়ার কোন শক্তিই পাচ্ছে না। এমনকী শ্বাসও নিতে পারছে না। মনে হচ্ছে যেন কেউ তার বুকের উপর অনেক বিশাল ওজনের কিছু রেখে দিয়েছে। ব্যথাটা তাকে সব দিক থেকেই গ্রাস করে নিতে শুরু করেছে। চোখের কোণা দিয়ে সে দিয়ে দেখতে পেল যে, তার চাচা রোবপরা বন্দুকধারীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তাকে আঁকড়ে ধরে মাটিতে পিষে ফেলতে চাইছে।

বৃদ্ধ মানুষটার হিংস্রতা দেখে হেসে উঠলো স্যাম। *চমৎকার, আঙ্কেল হ্যাঙ্ক!*

এরপরই তার দৃষ্টি অন্ধকার হয়ে গেল।

●●●

কয়েকমিটার দূরে থাকা ম্যাগি দেখতে পেল যে স্যাম হঠাৎ করে তার লুকানো জায়গা থেকে খোলা ময়দানে বেরিয়ে এসেছে। গর্দভটা করতে চাচ্ছে কী? ডেনালকে সাথে নিয়ে দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে আসলো ম্যাগি। স্যামের লুকিয়ে থাকা জায়গাটায় আসার পর, পত্রময় ফার্ণের ওপাশ থেকে একটা বন্দুকের গুলির আওয়াজ শুনতে পেল সে।

আঁৎকে উঠে জলদি পাতাগুলো সরিয়ে নিল ম্যাগি। স্যামকে সমতল ভূমিটায় লুটিয়ে পড়তে দেখছে সে। এমনকী লুকিয়ে থেকেও স্যামের বুকের ক্ষত থেকে ফিনকি দিয়ে বেরুতে থাকা রক্তের ধারাটাও দেখতে পাচ্ছে। কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে দৌড়ে বেরিয়ে আসলো ম্যাগি। আরেকটা বন্ধুর মৃত্যুর সময় সে আর আবর্জনার মধ্যে লুকিয়ে থাকতে চায় না। 'স্যাম!'

দৌড়ানোর সময় স্যামের নিথর দেহের সামনে চলা লড়াইটা অবশেষে ধরা পড়লো তার চোখে। এর কোন মানেই হয় না এখন। সংগ্রাম করতে থাকা সন্ন্যাসীর পিঠের উপর চড়ে বসেছে প্রফেসর। ভেজা ঘাসের মধ্যে পড়ে থাকা বন্দুকটা থেকে এখনো ধোঁয়া বের হচ্ছে। বন্দুক লোকটার হাতের নাগালের

BanglaBook.org

বাইরে। হঠাৎ করেই, যেন স্বপ্নের মত, নরম্যানের উদয় হল দৃশ্যপটে। তার মাথার উপর একটা বিশাল লাল পাথর ধরে রেখেছে সে। পাথরটা দিয়ে সজোরে আঘাত হানলো প্রফেসরের ঘায়েল করে রাখা লোকটার মাথায়। লোকটা নিস্তেজ হয়ে যেতেই তার শরীরের উপর থেকে উঠে আসলো প্রফেসর।

এরপর স্যামের কাছে সবার আগে কে পৌছাতে পারে তারই প্রতিযোগিতা চলছে যেন তাদের মধ্যে।

স্যামের চাচাই জিতলো তাতে। হাঁটু ভেঙে বসে পড়েছে তার ভাতিজার পাশে। 'ওহ্ না... ঈশ্বর!'

নরম্যান আর ম্যাগি প্রায় একই সময়ে এসে পৌছেছে।

মাটিতে লুটিয়ে পড়ে স্যামের পালস চেক করে দেখছে নরম্যান। ম্যাগিই একটু ধীরে ধীরে নিচু হচ্ছে। ঝাপসা চোখে আকাশের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা স্যামের চাহনিটা দেখছে সে। সে জানে কেউ নেই ওখানে, স্যামের দৃষ্টিটা শূন্য হয়ে আছে এখন।

তার আশঙ্কাটাই নিশ্চিত করে বললো নরম্যান। 'সে মৃত।'

●●●

বন্দুকের মুখে পড়ে শিকলের দেয়ালের দিকে সরে যেতে শুরু করেছে জোয়ান। সে জানে সে যদি কক্ষের দেয়ালটার কাছে চলে যায় তাহলে সে একজন মৃত মানুষে পরিণত হবে, বাঁচার কোন আশাও থাকবে না আর তখন। বিভিন্ন পরিকল্পনা ও দৃশ্যপট ভাসছে তার মনে। ওসবের মাঝে একটা আইডিয়াকে কার্যকরী মনে হচ্ছে তার।

ভিক্ষুর বন্দুকের খোঁচায় এগিয়ে যেতে যেতে, জোয়ান তার কলারের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। কলারকে শক্ত করে ধরে প্লাস্টিকের পাতটার ভিতর থেকে সাবস্ট্যান্স জেডের ক্ষুদ্রাকৃতির নমুনা বলগুলোর একটা হাতের তালুতে বের করে আনলো। সময় মিলিয়ে কাজটা করতে হবে তাকে।

দেয়ালের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময়, সে ইচ্ছা করেই দীর্ঘদেহী সন্ন্যাসীর দিকে সরে আসলো। লোকটা এখনো অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে ছ্যাঁকা দেওয়া লোহাগুলোকে উত্তপ্ত করছে। জোয়ান দেখতে পাচ্ছে লোকটার ঠোঁটের কোনায় লালা জমে আছে। বুঝতে পারছে যে এই দৈত্যাকৃতির বর্বরটা তার মাংসে তার উত্তপ্ত লোহাগুলো দিয়ে ছ্যাঁকা দেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছে। তার দিকে আকাঙ্খার দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসছে লোকটা।

এখন যে কাজটা করতে যাচ্ছে, তা নিয়ে কোন আক্ষেপ হচ্ছে না জোয়ানের।

লোকটাকে অতিক্রম করার সময় সে তার মুষ্টিতে থাকা ক্ষুদ্রাকৃতির বলটা ছুঁড়ে দিল অগ্নিকুণ্ডের ভিতর। ছুঁড়ে দিয়েই ঘুরে উবু হয়ে বসে পড়লো।

BanglaBook.org

ভাগ্যিস বসে পড়েছিল। যতটা আশা করেছিল, তার চেয়েও অনেক বেশি জোরালো ভাবে ঘটলো বিস্ফোরণটা। বিস্ফোরণের প্রভাবে ছিটকে পাথরের মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছে সে। পিঠ পুড়ে গেছে। ঝলসে যাওয়া সিল্কের গন্ধ পাচ্ছে। ঘুরে শীতল পাথরে পিঠ ঠেকিয়ে দিয়েছে জোয়ান।

অগ্নিকুণ্ডটা এখন ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। ছ্যাঁকা দেওয়ার লোহাগুলো এদিক-সেদিক ছিটকে গেছে। এমনকী একটা তো কাঠের পিলারটার মধ্যেই গেঁথে গেছে। বিস্ফোরণের প্রতিধ্বনিটা তার কান থেকে মিলিয়ে যেতেই তার পরিবর্তে চিনচিনে ও কনকনে একটা ব্যথা শুরু হলো। দীর্ঘদেহী সন্ন্যাসীটার দিকে চোখ ঘুরে গেছে তার। কয়েক মিটার দূরে উলটে পড়ে আছে লোকটা। তার উন্মুক্ত বুকটা ঝলসে গেছে। হাত উঁচিয়ে গোঙাতে গোঙাতে তার পেটের উপরে থাকা কয়লাটা টোকা দিয়ে ফেলে দিল লোকটা। উঠে বসেছে সন্ন্যাসী, তার মুখের একটা পাশ একদম কালো হয়ে আছে। জোয়ান ভাবতে শুরু করেছিল হয়তো কালি লেগেছে লোকটার মুখে। কিন্তু, এরপরই কঁকিয়ে উঠলো লোকটা। তার চামড়া ফেটে লাল মাংস বেরিয়ে এসেছে। রক্ত পড়তে শুরু করেছে তার ঘাড় থেকে।

ওহ, ঈশ্বর। মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে ফেলল জোয়ান।

কার্লোসই অক্ষত আছে এখনো। ইতিমধ্যেই উঠে দাঁড়িয়েছে সে। দৌড়ে দেয়ালের টেলিফোনটার কাছে গিয়ে স্প্যানিশে গড়গড় করে কিছু বলতে শুরু করেছে। সাহায্যের জন্য ডাকছে কাউকে। কথা শেষে, ফোনের রিসিভারটা আছড়ে রেখে আহত লোকটার কাছে ফিরে এসেছে। তার কাছে যেতেই, দীর্ঘদেহী সন্ন্যাসীটা কার্লোসের পায়ে আঁকড়ে ধরলো। তবে, তাকে তেমন পাত্তা দিল না কার্লোস। ঝাড়া দিয়ে পা ছাড়িয়ে জোয়ানের দিকে এগিয়ে এলো সে।

বন্দুক তাক করে রেখে বলছে, 'উঠুন।'

উঠে দাঁড়ালো জোয়ান। ঝলসানো পিঠে কাপড়ের ছোঁয়া লাগতেই আঁৎকে উঠছে সে। ভ্রু কুঁচকে জোর করেই জোয়ানকে ঘুরিয়ে নিল কার্লোস, যাতে সে তার ক্ষতটা দেখতে পারে। 'আপনি বাঁচবেন,' বললো সে।

'কিন্তু সেটা আর কতক্ষণের জন্য?' তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠলো জোয়ান। 'আপনারা আমাকে মারার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগ পর্যন্তই তো?' তারপরের কক্ষের অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করে বললো, 'কী ঘটলো এটা?'

মেঝেতে গোঙাতে থাকা মানুষটার দিকে চোখ রাঙাচ্ছে কার্লোস। 'শিক্ষানবীশ সে। এখনো অনেক কিছু শেখার বাকি আছে তার।'

মাথা নুইয়ে সন্তুষ্টির হাসিটা আড়াল করলো জোয়ান। বিস্ফোরণের জন্য সন্ন্যাসীকে দোষারোপ করছে কার্লোস। ভাল হয়েছে। এখন পরিকল্পনার পরের ধাপ। কলারে থাকা স্বর্ণের দ্বিতীয় ক্ষুদ্র গোলকটা থেকে নখের মাথা দিয়ে এক টুকরা নমুনা নিয়ে ঝট করে পকেটে হাত ঢুকিয়ে ফেলল জোয়ান। কার্লোসের

BanglaBook.org

দেওয়া সিগারেট বের করে আনলো। কাঁপা কাঁপা হাতে ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেটটা রাখলো। 'কোন সমস্যা হবে?' জিজ্ঞেস করে মুখটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল জোয়ান।

কঠোর দৃষ্টিতে গোঙাতে থাকা সন্ন্যাসীর দিকে তাকালো কার্লোস। 'সমস্যা নেই। কেউ আসার আগ পর্যন্ত কিছুটা সময় আছে আমাদের কাছে।' বলে পকেট থেকে লাইটারটা বের করে আনলো সে।

সামনে ঝুঁকে সিগারেটটা জ্বালিয়ে নিল জোয়ান। মাথা ঝাঁকিয়ে ধন্যবাদ জানাচ্ছে কার্লোসকে। তৃপ্তি ও প্রশংসার ভঙ্গিতে লম্বা একটা টান দিল। 'একটু ভাল লাগছে,' ভারী গলায় মন্তব্য করলো জোয়ান। ধোঁয়া ছাড়ছে কার্লোসের দিকে। দেখতে পাচ্ছে, সিগারেটে জ্বলন্ত অঙ্গারের দিকে কার্লোস লোলুপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। নিকোটিনের গন্ধে চোখের পাতা বড় বড় হয়ে আছে লোকটার।

আরেকটা লম্বা টান দিয়ে সিগারেটটা কার্লোসের দিকে বাড়িয়ে দিল সে। অবসন্নভাবে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলছে, 'নিন। ধন্যবাদ। এটুকুই যথেষ্ট ছিল আমার জন্য।'

মৃদু হাসলো লোকটা। 'আপনার স্বাস্থ্যের জন্য ভয় পাচ্ছেন?'

কাঁধ ঝাঁকালো শুধু জোয়ান। নিজের কণ্ঠের উপর ভরসা পাচ্ছে না। সিগারেটের নিচের থাকা স্বর্ণালি ধাতু নমুনাটার দিকে তাকিয়ে আছে। জ্বলন্ত মাথাটা থেকে আর মাত্র এক ইঞ্চি দূরে আছে নমুনাটা। 'উপভোগ করুন,' অবশেষে বলল সে।

সিগারেটটা উঁচিয়ে ধরে কুর্নিশের ভঙ্গিতে ধন্যবাদ জানালো কার্লোস। মৃদু হেসে ঠোঁটে লাগালো সিগারেটটা। খানিকটা দূরে সরে এসেছে জোয়ান। পিঠ ঘুরানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

সিগারেটে লম্বা একটা টান দিল ভিক্ষু। এর উত্তপ্ত লাল আভাটা ফিল্টারের কাছাকাছি চলে এসেছে। সাদা কাগজটা পুড়ে স্বর্ণের নমুনা টুকরোটার কাছাকাছি হতেই ঘুরে গেল জোয়ান।

এইবারের বিস্ফোরণটা অবশ্য অতটা গুরুতর ছিল না।

তারপরও, এর প্রভাবে মাটিতে পড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে সে।

ঘাড় ঘুরালো জোয়ান। মাথায় এখনও বিস্ফোরণের চিনচিনে শব্দটা বাজছে। কার্লোস এখনও দাঁড়িয়েই আছে, কিন্তু তার মুখের পুরোটাই উড়ে গেছে। ধোঁয়া উঠছে মুখের পুড়ে যাওয়া জায়গাটা থেকে। উল্টে ঝলসানো সন্ন্যাসীর উপর পড়ে গেছে কার্লোস। কার্লোস তার শরীরে পড়ে যেতেই ব্যথায় কঁকিয়ে উঠলো দীর্ঘদেহী লোকটা।

উঠে দাঁড়িয়ে মাটির উপর পড়ে থাকা ভিক্ষুর গ্লকটা তুলে নিল জোয়ান। বিলাপ করতে থাকা সন্ন্যাসীর দিকে এগিয়ে গেল। উবু হয়ে লোকটার পোড়া দেহটা চেক করছে। থার্ড ডিগ্রি বার্ন, শরীরের প্রায় ষাট ভাগই পুড়ে গেছে

BanglaBook.org

লোকটার। উঠে দাঁড়ালো সে। লোকটা বলতে গেলে মরেই গেছে, কিন্তু এখনও তা জানেনা পুড়ে যাওয়া সন্ন্যাসী। এই পোড়ার হাত থেকে বাঁচার কোন সম্ভাবনা নেই। 'আগুন নিয়ে খেলা-খুব একটা মজার নয়, তাই না?' বিড়বিড় করে বলছে সে।

পিস্তলটা তাক করে উঁচিয়ে ধরলো জোয়ান। আতঙ্কের দৃষ্টিতে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অজ্ঞান হয়ে গেল লোকটা। গ্লকটা নামিয়ে আনলো জোয়ান। এমনিতেও সে এটা করতে পারতো না। এমনকী লোকটার যন্ত্রণা কমানোর জন্য হলেও পারতো না। সরে দাঁড়ালো।

সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তার কাছে এখন একটা পিস্তল ও সোনালি নমুনটার অবিষ্টাংশটুকু আছে। মুক্তির পথ থেকে তাকে আর কেউ ই আটকাতে পারবে না। বন্দুকটা হাতে নিয়ে পোড়া দেহ দুটোর কাছ থেকে দূরে সরে আসলো জোয়ান। ভিক্ষু কার্লোসের লাশটার দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণের জন্য।

'তুমি ঠিকই বলেছিলে, কার্লোস,' দরজার দিকে ঘুরতে ঘুরতে বলছে সে। 'ধূমপান মৃত্যু ডেকে আনে।'

●●●

ভাতিজার পাশে বসে থাকা হেনরির কাঁধে হাত রাখলো ম্যাগি। কাঁধে হাত ছোঁয়াতেই ফুঁপিয়ে উঠলো হেনরি। তার দুঃখ কমানোর জন্য কোন ভাষা পাচ্ছে না ম্যাগি। বেলফাস্টে থাকার সময় অনেক কিছুই শিখেছে সে। আইরিশ এবং ইংরেজদের মাঝে ক্যাথলিক ও বিরোধকারীদের যুদ্ধের সময়, তাকে শুধু তার মা-বাবা হারানোর যন্ত্রণাই পেতে হয়েছে। এটা একদম অনর্থক। এর কোন মানেই হয় না।

পিছনের জঙ্গল থেকে এখনো বন্দুকের গুলিবর্ষণের শব্দ ভেসে আসছে, যদিও এখন শব্দটা আগের চেয়ে অনিয়মিত। সবচেয়ে তীব্র লড়াইটা আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। এইরকম আগ্নেয়াস্ত্র থেকে বাঁচার মত কোন প্রার্থনা জানা নেই ইনকাদের।

স্যামের দিকে তাকালো ম্যাগি। তার রক্ত ও ক্ষতের দিকে তাকানোর সাহস হচ্ছে না ম্যাগির। শুধু তার মুখের দিকেই তাকিয়ে আছে। মাটিতে পড়ার সময় তার মাথা থেকে স্টেটসন টুপিটা খুলে পড়ে গেছে। টুপি ছাড়া ওকে প্রায় নগ্ন দেখাচ্ছে। স্যামের ঝরঝরে চুলগুলো এলোমেলো হয়ে আছে। যেন সে ঘুমাচ্ছে কেবল। তার কানের নিচে আটকে থাকা লম্বা চুলের গোছাটা হাত বাড়িয়ে সরিয়ে দিল ম্যাগি। এতক্ষণ ধরে চেপে রাখা চোখের পানিটা অবশেষে ঝরে পড়ছে। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে।

হেনরি তার ব্যথাটা বুঝতে পেরে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো। তার নিজেরও এখন সান্ত্বনা দরকার। তার ঠাণ্ডা হাত দুটো দিয়ে জড়িয়ে ধরলো

BanglaBook.org

ম্যাগিকে। যেখানে কোন শব্দ কাজ করে না, সেখানে মানুষের সাধারণ একটা স্পর্শই টনিকের মত কাজ করে। প্রফেসরের দিকে গা এলিয়ে দিল ম্যাগি। 'ওহ, স্যাম... ' গলার স্বর ভেঙে গেছে তার।

স্যামের দেহ থেকে একটু দূরে বসে আছে নরম্যান। ডেনাল নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার পিছনে। ছেলেটা এখন নরম্যানের দেওয়া বক্ষাবরণটা পরে আছে। নরম্যান তার গলা খাকরি দিয়ে পরিষ্কার করে নিল। 'ম্যাগি, আমরা মন্দিরের কথা ভুলে যাচ্ছি কেন?' মৃদু স্বরে বলছে সে। 'হয়ত... হয়ত এটা... কাঁধ ঝাঁকালো কেবল।

অশ্রুসিক্ত চোখদুটো নিয়ে তার দিকে ঝট করে তাকালো ম্যাগি। 'কী?'

স্যামের দেহটার দিকে ইশারা করছে নরম্যান। 'পাঁচাকাটেকের গল্পটা মনে আছে?'

দুঃখের বদলে আতঙ্ক স্থান নিল ম্যাগির দৃষ্টিতে। চোখ বড় বড় হয়ে গেছে তার। সাপা ইনকার ফ্যাকাশে দেহ আর মন্দিরের ঐপাশের উপত্যকায় থাকা জন্তুগুলোর দৃশ্যটা চোখে ভাসছে তার। আস্তে করে মাথা নাড়লো। মন্দিরে মুক্তির কোন পথ নেই। স্যামের দেহটাকে ঐখানে ফেলে রাখার কল্পনাও করতে পারছে না সে।

'কী... কীসের মন্দির?' কান্নার কারণে হেনরির কণ্ঠও কর্কশ হয়ে গেছে।

আগ্নেয়গিরির দেয়ালগুলোর দিকে নির্দেশ করছে নরম্যান। 'উপরে আছে! ইনকারা কিছু একটা খুঁজে পেয়েছিল। এমন কিছু যেটা আরোগ্য দেয়।' বলে নরম্যান উঠে দাঁড়িয়ে তার হাঁটুর উপর থেকে কাপড় সরিয়ে দেখালো। তার আহত হওয়ার গল্পটা শোনাল হেনরিকে।

অবিশ্বাসে চোখ বড় বড় হয়ে গেছে হেনরির। নিশ্চয়তার জন্য ম্যাগির দিকে তাকালো সে।

ম্যাগি আলতোভাবে তার মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল।

'কিন্তু স্যাম তো ম... মরে গেছে,' বললো হেনরি।

'আর, রাজার শিরোচ্ছেদ হয়েছিল,' পালটা যুক্তি দেখাচ্ছে নরম্যান। সমর্থনের আশায় ম্যাগির দিকে তাকিয়ে আছে সে। 'স্যামের কাছে ঋণী আমরা। আমাদের অন্তত পক্ষে চেষ্টাতো করা দরকার।'

উঠে দাঁড়ালো হেনরি। আরো একটা গ্রেনেড বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল। বন্দুকের শব্দটাও আবার বেড়েছে। শব্দগুলো এখন তাদের খুব কাছ থেকেই আসছে। 'আমরা কোন ঝুঁকি নিতে পারব না,' কঠোরভাবে বলছে হেনরি। 'তোমাদের সবাইকে নিয়ে আমার লুকিয়ে পড়া দরকার। লুকিয়ে থাকতে পারলেই বেঁচে থাকার একমাত্র আশা করতে পারি।'

লুকিয়ে পড়তে হবে কথাটা শুনেই থমকে গেল ম্যাগি। তার মনের একটা অংশ প্রফেসরের সাথে একমত হতে চাচ্ছে। *হ্যাঁ, পালাও, লুকাও, নিজেকে শত্রুর হাতে ধরা পড়তে দিয়ো না*। কিন্তু তার মনের নতুন জেগে অংশটা

BanglaBook.org

তাকে রাজি হতে দিচ্ছে না। স্যামের নিশ্চল মুখের দিকে তাকিয়ে আছে সে। চোখ থেকে একট্যা অশ্রুর ফোঁটা পড়লো স্যামের গালের উপর। আঙুল বাড়িয়ে গাল থেকে পানিটা মুছে নিল ম্যাগি। প্যাট্রিক ডুগান, রালফ, তার বাবা-মা... আর এখন স্যাম। মৃত্যুর কাছ থেকে অনেক লুকিয়ে থেকেছে সে... আর না।

'না,' মৃদুস্বরে বলে উঠলো ম্যাগি। এগিয়ে গিয়ে ভেজা ঘাসের উপর পড়ে থাকা স্যামের স্টেটসন টুপিটা তুলে নিল সে। তারপর ঘুরে অন্যদের দিকে চোখ ফেরালো। 'না,' এইবার আরো জোর দিয়ে বলছে। 'আমরা স্যামকে মন্দিরে নিয়ে যাব। আমি তাদেরকে জিততে দেবো না।'

'কিন্তু–'

বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো ম্যাগি। 'না, প্রফেসর, এটাই আমাদের সঠিক রাস্তা। স্যামকে বাঁচানোর যদি বিন্দুমাত্র কোন সম্ভাবনাও থেকে থাকে, তাহলে সেই চেষ্টাটুকু করতে চাচ্ছি আমরা।'

মাথা ঝাঁকালো নরম্যান। 'সন্ন্যাসীকে বাঁধার জন্য দড়ি আনতে গিয়ে হেলিকপ্টারে একটা স্ট্রেচার দেখেছিলাম আমি।'

নজর ঘুরিয়ে স্যামকে গুলি করা লোকটার দিকে তাকালো ম্যাগি। এখনো অচেতন হয়ে ঘাসের উপর পড়ে আছে লোকটা। শ্বাস থমকে থমকে আসছে। চেহারা ভয়াবহ রকমের ফ্যাকাশে হয়ে আছে তার। মাথার খুলিতে আঘাতের ফলে লোকটা মারাও যেতে পারে, তবুও, সতর্কতার জন্য তার হাত-পা বেঁধে রেখেছে ওরা। মুখও বেঁধে দিতে চেয়েছিল, তবে লোকটার কষ্টজড়িত শ্বাস নেওয়ার কারণে সেটা আর করেনি। লোকটার দিকে তাকাতেই রাগে জ্বলে উঠলো ম্যাগি। চোখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। হেলিকপ্টারের দিকে ইশারা করে বলছে, 'স্ট্রেচার নিয়ে আসো!'

তার আদেশটা শুনেই হেলিকপ্টারের খোলা দরজার দিকে ছুট লাগালো নরম্যান ও ডেনাল।

ম্যাগির পাশে এসে দাঁড়ালো হেনরি। 'ম্যাগি, স্যাম মরে গেছে। এই চেষ্টা করা টুকু শুধু ভুলই হবে না, এর সাথে আমাদের সবাইকেই মরতে হবে।'

প্রফেসরের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো ম্যাগি। 'আবর্জনার গর্তে অনেক লুকিয়ে থেকেছি, আর না,' বললো সে। গত রাতে স্যাম কঠোর গলায় বলা কথাটা মনে পড়ছে ম্যাগির। ওঝা ও রাজার কথায় কান পাততে নিষেধ করার সময় কথাটা বলেছিল স্যাম। ম্যাগি তার অনিচ্ছার কারণটা বুঝানোর চেষ্টা করছিল, কিন্তু স্যাম সত্যি কথাই বলেছিল। তারপরও, ভয়ই তাকে শাসন করছিল এতক্ষণ–কিন্তু আর পারবে না। হেনরির মুখোমুখি হল সে। 'আমরা এটাই করব,' দৃঢ় কণ্ঠে বললো ম্যাগি।

নরম্যান ও ডেনাল মিলে খাকি বর্ণের আর্মি স্ট্রেচারটা নিয়ে এসেছে। তারা আসায় চলতে থাকা আলোচনাটা শেষ হয়ে গেছে। হেনরি কিছুটা ইতস্তত করলেও, স্যামের দেহটাকে স্ট্রেচারে উঠাতে সাহায্য করছে। দ্রুতই মন্দিরের

BanglaBook.org

দিকে যাত্রা শুরু করে দিয়েছে তারা। যাত্রা পথে মাটিতে পড়ে থাকা সন্ন্যাসীর পিস্তলটা তুলে নেওয়ার জন্য কেবল একবার থামলো হেনরি। পিস্তলটা তুলে এনে কোমড়ের বেল্টে গুঁজে নিয়েছে।

চারজন থাকায় স্যামের দেহ বয়ে নিতে খুব একটা কষ্ট হচ্ছে না তাদের। তবুও, সর্পিলাকার পথটা বেয়ে উঠার সময় পথটাকে অসীম মনে হচ্ছে ওদের কাছে। খোঁচাতে থাকা ভয় আর গতির প্রয়োজনীয়তার কারণে ম্যাগির কাছে সময়টাকে আরো বেশি লম্বা মনে হচ্ছে। সুড়ঙ্গ মুখে পৌছেই ঘড়িতে সময় দেখে নিল ম্যাগি। মাত্র বিশ মিনিট হয়েছে। কিন্তু তারপরও সময়টা অনেক লম্বাই। জঙ্গলের ভিতর চলতে বন্দুকের শব্দগুলোও নিরব হয়ে গেছে এখন।

'জলদি করো,' বলছে ম্যাগি। 'আমাদেরকে তাদের চোখের আড়াল হতে হবে।'

আবছা প্যাসেজটার ভিতর দিয়ে চলতে চলতে হাত-পায়ে খিল ধরে গেছে।

'এই তো আরেকটু সামনে,' উৎসাহ দিচ্ছে ম্যাগি। 'চলো।'

সামনে সোনালি কক্ষটার প্রবেশদ্বারে থাকা মশালগুলো এখনো আভা ছড়াচ্ছে। যদিও এখন ওগুলোর আলো অনেকটাই ঝিমিয়ে পড়েছে। মন্দিরের কাছে যেতে যেতে, পিছনে থাকা প্রফেসর হাঁপিয়ে উঠেছে। শুনতে পাচ্ছে ম্যাগি। ঘুরে স্যামকে নিচে নামিয়ে রাখায় অন্যদেরকে সাহায্য করছে সে।

কক্ষটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে হেনরি। মুখ কিছুটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে তার। 'এটা *এল সাঙগ্রে ডেল দায়াবলো*,' স্যামকে নামিয়ে রাখতে রাখতে বিড়বিড় করে বললো সে।

হেনরির কথায় চোখ কুঁচকে যাওয়ার মত স্প্যানিশটুকু জানে ম্যাগি। 'শয়তানের রক্ত?'

'এটার সন্ধানেই এসেছে মঠাধ্যক্ষের লোকেরা। আসল খনি–'

তাদেরকে বাধা দিয়ে উঠলো নরম্যান। 'স্যামকে ওখানে নিয়ে যেতে আমাদের। আমি নিশ্চিত যে সময়ের একটা প্রভাবও জড়িয়ে আছে পুনরুজ্জীবিত করার কাজটায়।'

মাথা ঝাঁকালো হেনরি। 'কিন্তু কী করবো আমরা? এটাকে কাজ করাব কীভাবে?'

একে অপরের দিকে তাকাচ্ছে সবাই। কোন উত্তর নেই কারো কাছে।

আঙুল তুলে কক্ষের দিকে ইঙ্গিত করছে ফটোগ্রাফার। 'আমার কাছে কোন সহায়িকা বই নেই। তবে, ওখানে একটা বেদী আছে। আমি বলব, আমাদের প্রথম কাজ হবে স্যামকে ওটার উপর শুইয়ে দেওয়া।'

চারজনে মিলে স্যামের চার হাত-পা ধরে উঠিয়ে সোনালি বেদীটার কাছে নিয়ে যাচ্ছে। মন্দিরটায় ঢুকতেই একটু কুঁকড়ে গেল ম্যাগি। মনে হচ্ছে যেন হাজার হাজার চোখ তাকিয়ে আছে তার দিকে। স্যামকে বেদীর উপর নামিয়ে

BanglaBook.org

রাখতে গিয়ে বেদীর পৃষ্ঠটায় হাতের ছোঁয়া লেগেছে তার। টান দিয়ে হাত সরিয়ে আনলো সে। বেদীর পৃষ্ঠটাকে তার উষ্ণ মনে হয়েছে, যেন জীবন্ত কিছু।

কেঁপে উঠে কক্ষটা থেকে বেরিয়ে আসলো ম্যাগি। তার সাথে সাথে অন্যরাও চলে এসেছে। প্যাসেজে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে বেদীর দিকে তাকিয়ে আছে তারা। কোন অলৌকিক কিছু ঘটার অপেক্ষা করছে। কিন্তু কিছুই ঘটছে না। স্যামের দেহটা আগের মত করেই পড়ে আছে বেদীর উপর। চুইয়ে চুইয়ে রক্ত পড়ছে তার ক্ষত থেকে।

'হয়তো আমরা বেশি দেরি করে ফেলেছি,' শেষমেশ নীরবতা ভেঙে বলে উঠলো ম্যাগি।

'না,' নরম্যান বলছে। 'আমার তা মনে হচ্ছে না। পাঁচাকাটেকের কাটা মাথাটা নিয়ে আসতে একদিনের প্রায় অর্ধেকের মত সময় লেগেছিল কামাপাকের। তারপরও, কিন্তু মন্দির তাকে একটা নতুন দেহ গজিয়ে দিয়েছিল।'

'দেহের মতই আর কী,' বলে নরম্যানের দিকে ঘুরে তাকালো ম্যাগি। 'মাথাটা এখানে নিয়ে আসার পর কামাপাক কী করেছিল? কোন পন্থা আছে কী?'

মুখ গোমড়া হয়ে গেছে নরম্যানের। 'সে যা বলেছিল যে, এখানে এসে সে ইন্তির কাছে প্রার্থনা করেছিল এবং দেবতাও তার ডাকে সাড়া দিয়েছিল।'

চোখ কুঁচকে গেছে ম্যাগির।

'অবশ্যই,' হুট করেই বলে বলিষ্ঠ কণ্ঠে উঠলো তার পাশে থাকা প্রফেসর।

ঘুরে প্রফেসরের দিকে তাকালো ম্যাগি।

'এটার প্রার্থনা হল মানুষের একাগ্র মনের চিন্তা!' বলে তাদের দিকে তাকালো হেনরি, যেন তাদের জন্য এই উত্তরটুকুই যথেষ্ট। 'এই... এই স্বর্ণ, শয়তানের রক্ত বা যে নরকীয় নামই হোক না কেন এটার এটা মানুষের ভাবনা পড়তে পারে। এটা গলে গিয়ে মানুষের আকাঙ্খা করা আকৃতিতে পরিণত হতে পারে।'

এবার চমকে যাবার পালা ম্যাগির। তবে, স্যামের চাকুটার রূপ পরিবর্তনের কথাটা মনে আছে তার। এটা তাদের প্রয়োজন বুঝতে পেরে বেশ কয়েকবারই এর আকৃতি বদল করেছিল। এমনকী তার হাতেও এটা একবার এর আকৃতি বদলেছিল। ঐ সময়টায় সে নেক্রোপলিসের সোনালি মূর্তির দরজা খোলার চাবির জন্য প্রবল ভাবে আকাঙ্খা করছিল। 'প্রার্থনা?'

মাথা ঝাঁকালো হেনরি। 'আমাদের যেটুকু করতে হবে তা হল গভীর মনোযোগ দিয়ে এর কাছে চাইতে হবে... স্যামকে সারিয়ে দেওয়ার জন্য ভিক্ষা চাইতে হবে।'

BanglaBook.org

কথাটা শোনার সাথে সাথেই নরম্যান তার হাত জড়ো করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে। 'ভিক্ষা চাইতে কোন আপত্তি নেই আমার।'

হেনরি আর ম্যাগিও অনুসরণ করলো তাকে। চোখ বন্ধ করে রেখেছে ম্যাগি, তবে তার ভাবনাগুলো জট পাকিয়ে আছে। পরের উপত্যকার জন্তুগুলোর স্মৃতিই শুধু মনে পড়ছে তার। স্যামের সাথেও যদি এরকম কিছু ঘটে? মুষ্টি পাকিয়ে ধরলো ম্যাগি। এরকম কিছু হতে দিবে না সে। প্রার্থনায় যদি কাজ হয়ই, তাহলে সারিয়ে উঠার জন্য প্রার্থনার ভারটা অন্যদের উপরই ছেড়ে দিতে হবে তাকে। সে শুধু প্রার্থনা করছে, মন্দিরটা যেন মানুষটার শরীরে কোন অতিরিক্ত 'পরিবর্তন' না আনে।

মাথা নত করে সে স্যামের ক্ষত সেরে যাওয়ার আকাঙ্খা করছে, তবে শুধু তার *ক্ষতটাই*। *অন্যকিছু না!* উবু হয়ে থাকতে থাকতে হাঁটুর গিটে ব্যথা শুরু হয়ে গেছে তার। *অন্যকিছু না কিন্তু! আমার কথা শুনতে পাচ্ছো তুমি?*

হঠাৎ করে তার পিছনে থাকা ডেনাল চেঁচিয়ে উঠলো। 'দেখুন!'

ঝট করে চোখ খুলে ফেলল ম্যাগি।

স্যাম এখনো নিথরভাবেই বেদীটার উপর পড়ে আছে, কিন্তু এর উপরে থাকা প্যাঁচানো সুতার বলটা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। হাজার হাজার সোনালি সুতা এর বুনন থেকে বের হয়ে এসে বাতাসে উড়ছে। সুতার অগ্রভাগগুলো বিভক্ত হয়ে আরো চিকন সুতায় পরিণত হচ্ছে, এবং পরে সেগুলোও বিভক্ত হচ্ছে। দ্রুতই সুতাগুলো বিভক্ত হতে হতে এতই মিহি হয়ে গেল যে, মনে হচ্ছে যেন কক্ষটা এখন সোনালি কুয়াশায় ভরে আছে। তারপর, ভারী কুয়াশার ঘূর্ণিপাকের মত সোনালি মেঘটা পাক খেয়ে স্যামের দিকে নামতে শুরু করেছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই, তার দেহের মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরোটাই ধাতুতে মুড়িয়ে স্বর্ণের ভাস্কর্যে পরিণত করে ফেলেছে মেঘটা। তারপরও, স্বর্ণটা প্রবাহিত হচ্ছে। কোন চকচকে নাভিরজ্জুর মত, উপর থেকে ঝুলতে থাকা পাক খাওয়া মোটা রশিটা স্যামের সোনালি প্রতিকৃতির সাথে যুক্ত হয়ে বেদী থেকে উপরে তুলে উঠিয়ে আনলো তাকে। জীবন্ত কাঠামোগুলোর মতই পাক খেয়ে খেয়ে দুলছে রশিটা।

দৃশ্যটা দেখে একটু অসুস্থ বোধ করছে ম্যাগি। উবু হওয়া থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছে সে। হেনরি আর নরম্যানও তাকে অনুসরণ করে উঠে দাঁড়িয়েছে।

'এটার ব্যাপারে মতামত কী তোমাদের?' জিজ্ঞেস করছে হেনরি। 'এটা কি কাজ করবে?'

কেউ ই কোন উত্তর দিচ্ছে না।

'কতক্ষণ লাগতে পারে, এই প্রশ্ন করাটাই মনে হয় ভাল হবে,' নরম্যান বলছে। 'আমার মনে হয় না, মঠাধ্যক্ষের সৈন্যরা আমাদেরকে সারাদিন এখানে পড়ে থাকার অনুমতি দিবে।'

BanglaBook.org

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিচ্ছে হেনরি। 'আমাদের প্রতিরক্ষার জন্য এখন কিছু যোগাড় করা দরকার। এখান থেকে বের হওয়ার কোন পথ আছে?' সুড়ঙ্গের ঐপাশের উপত্যাকাটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করছে হেনরি।

'ঐ পথে কিছুই নেই,' জবাব দিল ম্যাগি।

উলটো দিকে ঘুরে তার ক্লান্ত চোখগুলো ঘষছে হেনরি। 'তাহলে, আমাদের অস্ত্র লাগবে,' বিড়বিড় করে বলছে সে। 'হেলিকপ্টারে গ্রানাইডের একটা অতিরিক্ত বাক্স পড়ে থাকতে দেখেছিলাম আমি, কিন্তু -' তিক্তভাবে মাথা নাড়ছে প্রফেসর।

'গ্রেনেডগুলোকে খারাপ শোনাচ্ছে না, ডক! অনেকগুলোই আছে' মনে হয়।' বলে উঠলো নরম্যান।

'না,' তার প্রস্তাব বাতিল করে দিল হেনরি। 'ওখানে ফিরে যাওয়াটা বেশি ঝুঁকিপূর্ণ...'

'আর, *না* যাওয়াটাও কিন্তু বেশিই ঝুঁকিপূর্ণ,' তর্ক করছে নরম্যান। 'যদি আমি খুব তাড়াতাড়ি যেতে পারি এবং সতর্ক থাকি...

'আমিও যাব সাথে। বয়ে আনতে সাহায্য করব। বাক্স ভারী।' যোগ করলো ডেনাল।

মাথা ঝাঁকিয়ে ছেলেটাকে সায় দিল নরম্যান। 'দুজনে মিলে আনলে সহজই হবে।' ইতিমধ্যেই ছেলেটাকে নিয়ে এগিয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে সে।

'সতর্ক থেকো,' পিছন থেকে তাদেরকে ডেকে বলছে ম্যাগি।

'ওহ, এই ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারো তুমি।' বলছে নরম্যান। '*ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক* যুদ্ধ করার জন্য বেতন দেয় না আমাদেরকে।' বলে ছেলেটাকে নিয়ে সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে গেল নরম্যান।

হেনরি আবারো মন্দিরটার দিকে তাকিয়ে দেখতে শুরু করেছে। 'এই কাঠামোটা মনে হয় শক্তির উৎসের জন্য ভূ-তাত্ত্বিক উত্তাপকে ব্যবহার করে। বিস্ময়কর।'

'সঠিকভাবে বললে বলা যায় ভয়ঙ্কর। আমি এখন বুঝতে পারছি ভিক্ষু ডি আলমাগ্রো কেন একে ইডেনের সর্পদেবতা বলেছিল। এটা আকর্ষণীয়কর, কিন্তু এর সৌন্দর্যের আড়ালে কদাকার কিছু লুকিয়ে আছে।'

'ইডেনের সর্পদেবতা?' ভ্রু কুঁচকে গেছে হেনরির। 'এই শব্দগুলো তুমি জানলে কিভাবে?'

'অনেক লম্বা কাহিনী।'

মন্দিরের দিকে ইশারা করলো হেনরি। 'আমাদের হাতে সময়ও আছে।'

মাথা ঝাঁকালো ম্যাগি। সংক্ষেপে তাদের যাত্রার ঘটনাগুলোর গল্প বলার চেষ্টা করছে সে। তবে, কিছু কিছু ঘটনা পুনরায় স্মরণ করাটা একটু বেশিই যন্ত্রণাদায়ক লাগছে তার কাছে। বিশেষকরে রালফের মৃত্যুর ঘটনাটা।

BanglaBook.org

ঘটনাগুলো শুনতে শুনতে হেনরি মুখ ভয়ানক হয়ে উঠছে। সবার শেষে, ম্যাগি পাশের উপত্যকায় থাকা জন্তু-জানোয়ারগুলোর কথাটা শোনালো হেনরিকে। তার তার নিজের ধারণা করা মতবাদটা ব্যাখ্যা করার পর, শেষে এটাও যোগ করলো, 'মন্দিরের উপর কোন বিশ্বাস নেই আমার। এটা যতটা দেয় ততটা শোষণও করে নেয়।'

লম্বা করিডোরের দূরবর্তী মাথা থেকে আসা সূর্যালোকের দিকে তাকিয়ে আছে হেনরি। 'তারমানে ভিক্ষুর কথাই ঠিক। এখানে কী পড়ে আছে সেটার ব্যাপারে সতর্ক করার চেষ্টা করেছিল আমাদেরকে।' এখন গল্প শোনানোর পালা হেনরির। সান্তো ডোমিঙ্গো মঠে সন্ন্যাসীদের সাথে অতিবাহিত সময়ের গল্প। ফরেনসিক প্যাথোলোজিস্ট জোয়ান এঙ্গেলের নামটা বলার সময় কণ্ঠ ভারী হয়ে গেছে তার। এই অদ্ভুত স্বর্ণকে পাওয়ার জন্য শতাব্দী জুড়ে চলা লড়াইয়ে আরো একটা মৃত্যু। প্রফেসরের কথাগুলোর আড়ালে থাকা একটা অতিরিক্ত বেদনার অস্তিত্ব ধরতে পারছে ম্যাগি। গল্পের একটা অংশ এখনো অব্যক্ত আছে। তবে, তা বলার জন্য প্রফেসরকে জোরাজুরি করছে না সে।

বলা শেষে, হেনরি তার নাক মুছে মন্দিরের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো আবার। 'তাহলে মঠাধ্যক্ষের আকাঙ্খার বস্তুটাকে ইনকারাই তৈরি করেছে। পারলৌকিক শক্তি পৌঁছানোর মত যথেষ্ট পরিমাণ বড় এই স্থাপত্যটা।'

'কিন্তু এটা কি দেবতার সম্পদ?' স্যামের দিকে ইশারা করে জিজ্ঞেস করছে ম্যাগি। 'নাকি শয়তানের রক্ত?' পাশের উপত্যকাটার দিকে তাকালো ম্যাগি। 'এর মূল লক্ষ্য কী? ঐ জন্তুগুলো তৈরির উদ্দেশ্যটাই বা কী?'

মাথা নাড়ছে হেনরি। 'একটা পরীক্ষা? হয়তো আমাদেরকে আরো উন্নত করার জন্য? কিংবা হয়তো আমাদেরকে ধ্বংস করার জন্য?' কাঁধ ঝাঁকাচ্ছে সে। 'কে জানে কোন বুদ্ধিমান সত্তার নির্দেশনায় মন্দিরটা এর কাজ করছে। আমরা হয়তো তা কখনোই জানতে পারবো না।'

চাপা কণ্ঠস্বর এবং পাথরে হাঁটার শব্দ শুনে সেদিকে মনোযোগ ঘুরে গেছে দুজনেরই। নরম্যান ও ডেনালের এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসার কথা না। সুড়ঙ্গের মুখে চোখ ধাঁধানো ফ্ল্যাশলাইট জ্বলে উঠলো হঠাৎ করে। ঐ পাশ থেকে কেউ চেঁচিয়ে আদেশ দিচ্ছে তাদেরকে, 'নড়বেন না!'

স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে পড়েছে ম্যাগি ও হেনরি। এছাড়া আর কী ই বা করতে পারবে তারা? পিছনে পালিয়ে যাওয়ার কোন পথ নেই। সত্যি বলতে, দুজনের কারোরই স্যামকে এখানে ফেলে যাওয়ারও ইচ্ছা নেই। বন্দীকারীদের আসার অপেক্ষা করছে তারা। 'তারা যেভাবে বলবে, তাই করবে,' সতর্ক করে দিচ্ছে হেনরি।

তাই ই তো করব আমি, ভাবলো ম্যাগি। তবে কোন কথা বললো না সে।

এক দীর্ঘদেহী লোক এগিয়ে আসছে প্রফেসরের দিকে। প্রফেসর বলা গল্প থেকে ম্যাগি নিশ্চিত ভাবেই বুঝতে পারছে যে, এই লোকই অ্যাবট রুইজ।

BanglaBook.org

'প্রফেসর কঙ্কলিন, আপনি আবারো প্রমাণ করলেন যে আপনি আসলেই দক্ষ একজন লোক। আমাদের আগেই পৌঁছে গেছেন এখানে।' বলে চোখ কুঁচকে তাকালো ম্যাগির দিকে। 'অবশ্যই, আমার ধারণা, এখানের আসার নির্দেশনাটা আপনি আমাদের চেয়ে আরো সহজেই পেয়েছিলেন। ঐ ইনকাগুলো খুবই জেদী জাতি। উফফ, তবে, শেষ পর্যন্ত ফল কিন্তু একই। আমরা এখন এখানেই অবস্থান করছি।'

কক্ষটাকে দেখার জন্য তাদেরকে অতিক্রম করে এগিয়ে গেল সে। দৃশ্যটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তারপর হুট করেই লোকটার দীর্ঘ শরীরটা কেঁপে উঠলো। অবশেষে, তার হাঁটুতে নত হয়ে বসে পড়েছে। 'অলৌকিক ব্যাপার,' বিস্ময়ের সাথে তড়িঘরি করে ক্রুশ চিহ্ন আঁকতে আঁকতে স্প্যানিশে বিড়বিড় করে বলছে সে। 'বেদীর উপর থাকা ভাস্কর্যটাকে একদম যীশুর মত দেখাচ্ছে। আমাদের মঠের ভল্টে যেমন একটা আছে। এটাই সেই প্রতীকচিহ্ন!'

ঝট করে একে-অপরের দিকে তাকালো ম্যাগি ও হেনরি। কেউ ই মঠাধ্যক্ষের ভুলটা ধরিয়ে দিচ্ছে না।

'দেখেছেন, ছাদ থেকে কীভাবে চুয়ে চুয়ে পড়ছে? পুরোনো দিনের ইনকারা এই খনিটার কথাই বলেছিল। পর্বতের চূড়া থেকে পানির ধারার মত করে প্রবাহিত হচ্ছে! আসলেই তাই!'

একটু কাছে এগিয়ে গেল ম্যাগি। সে জানে, পরে হোক বা আগে হোক, মঠাধ্যক্ষ তার ভুলটা ধরতে পারবে। স্যামের চিকিৎসার সময়, এই লোকগুলোর থেকে কোন প্রকার বাঁধা আসতে দিবে না সে। গলা খাকরে পরিষ্কার নিল। 'এই কক্ষটা শুধু একটা ক্ষুদ্র পাত্রের মত,' মৃদুস্বরে বললো সে।

তার দিকে ঘুরে তাকালো রুইজ। এখনো হাঁটু নত করে আছে। স্বর্ণে তার চোখগুলো জ্বলজ্বল করেছে যেন। 'কী বলতে চাও তুমি?'

'এটা তো শুধুই মন্দির, প্রবেশদ্বারটা,' বলছে সে। 'আসল খনি তো পড়ে আছে পাশের উপত্যকাটায়। ইনকারা ওটাকে বলে *হানন পাঁচা*।'

'তাদের স্বর্গ?' জিজ্ঞেস করলো রুইজ।

মাথা ঝাঁকিয়ে তার কথায় সায় দিল ম্যাগি। ইনকাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে লোকটার জ্ঞান আছে দেখে খুশি হয়েছে সে। হেনরির দিকে তাকালো একবার। হেনরির চোখ গভীরভাবে কুঁচকে আছে। ম্যাগির ছলনা নিশ্চিতভাবেই বুঝতে পেরেছে। ব্যাপারটায় তার কোন সায় না থাকলেও, কোন কথা বলছে না সে। আবার, মঠাধ্যক্ষের দিকে চোখ ফিরিয়ে আনলো ম্যাগি। 'এটা তো শুধুই রাস্তার পাশে থাকা প্রার্থনার বেদীগুলোর মত। আসল বিস্ময় তো সুড়ঙ্গের ওপারে।'

ঝট করে উঠে দাঁড়ালো রুইজ। 'দেখাও আমাকে।'

BanglaBook.org

এক কদম পিছিয়ে গেল ম্যাগি। 'আমাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পেলেই কেবল ওটা আপনাকে দেখাবো আমি।'

করিডোরের দিকে তাকালো অ্যাবট রুইজ। সন্দেহে চোখ কুঁচকে আছে তার।

'স্বর্গ অপেক্ষা করেছে,' বলছে ম্যাগি, 'কিন্তু আমার সাহায্য ছাড়া কখনোই ওটা খুঁজে পাবেন না আপনি।'

চোখ রাঙাচ্ছে রুইজ। 'আচ্ছা। তোমাদের নিরাপত্তা নিশ্চয়তা দিচ্ছি।'

'শপথ করুন।'

ভ্রু কুঁচকে গলায় ঝুলানো সোনালি ক্রুশটার উপর হাত রাখলো অ্যাবট রুইজ। 'আমি আমাদের মুক্তিদাতা, যীশু খ্রিস্টের রক্তের নামে শপথ করছি।' বলে ক্রুশের উপর থেকে হাত সরিয়ে নিল সে। 'হয়েছে? খুশি?'

দ্বিধা হচ্ছে ম্যাগির। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। অবশ্য শেষ মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল। 'এই পথে আসুন।' বলে করিডোরটা ধরে হাঁটতে শুরু করেছে।

'দাঁড়াও।' বলে এক মুহূর্তের জন্য থেমে গেছে মঠাধ্যক্ষ। তার ছয়জন প্রহরীর মধ্যে একজনকে ইশারা করে বলছে, 'আমাদের ভালো প্রফেসরের সাথে থাকো তুমি।' বলে ম্যাগির দিকে এগিয়ে গেল সে। 'কেবল সমতা বজায় রাখার জন্যই।'

ম্যাগি তার তলপেটে চাপা অস্বস্তি অনুভব করছে। প্যাসেজটা ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। পায়ের কাঁপাকাঁপি থামানোর জন্য তাকে রীতিমত জোর খাটাতে হচ্ছে। এই মুহূর্তে ভয়ে আক্রান্ত হলে চলবে না। 'এ... এই পথে আসুন,' বলছে সে। 'খুব বেশি দূরে নয় ওটা।'

তার কাঁধের কাছে লেগে আছে অ্যাবট রুইজ। সমানে হাঁপাচ্ছে দীর্ঘদেহী মানুষটা। মুখটা লাল টুকটুকে হয়ে আছে। ঠোঁট দিয়ে বিড়বিড় করে প্রার্থনা করছে লোকটা।

'ঐটা দিয়ে যেতে হয়,' সুড়ঙ্গের শেষ মাথার কাছাকাছি আসতেই বললো ম্যাগি।

মঠাধ্যক্ষ এখন তাকে ঠেলে সরিয়ে আগে চলে গেছে। সুড়ঙ্গমুখটা সবার আগে অতিক্রম করতে চাচ্ছে। কিন্তু, মুখটার কাছে পৌঁছেই থেমে গেল সে। সালফারের তীব্র কটুগন্ধে নাক কুঁচকে রেখেছে। 'আমি তো কিছুই দেখছি না এখানে।'

ম্যাগি তার কাছে এগিয়ে এসে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তাটার দিকে ইঙ্গিত করে বললো, 'ওই পথটা অনুসরণ করে যেতে হবে।'

পথটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মঠাধ্যক্ষ। ম্যাগির আশংকা হচ্ছে লোকটা হয়তো যেতে চাইবে না। সে তো এটা নিশ্চিতই যে, রুইজ তার গলার কাছে এসে পড়া হৃৎপিণ্ডের ধুকধুক শব্দটাও শুনতে পাচ্ছে। তবুও, সে তার শান্ত হাবভাব ঠিকই বজায় রাখছে। 'জঙ্গলের একটু ভিতরে লুকিয়ে আছে

BanglaBook.org

হানন পাঁচা। বড়জোর একশো মিটার ভিতরে। এটা এমন একটা দৃশ্য যে সাধারণ ভাষায় কেউ এটাকে প্রকাশ করতে পারবে না।'

'স্বর্গ...' বলে এক কদম এগিয়ে এসেছে রুইজ। তারপর আরেক কদম–কিন্তু তবুও এখনো সতর্ক আছে সে। হাত নেড়ে পাঁচ জন প্রহরীকে আগে আগে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে। 'ভালো করে চেক করো আগে। কোন শত্রু আছে কিনা দেখো।'

রাইফেল কাঁধে নিয়ে আগে আগে চলে গেল তার প্রহরীরা। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে তাদেরকে অনুসরণ করে এগুচ্ছে মঠাধ্যক্ষ। তার নাটকটা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য ম্যাগিকেও সুড়ঙ্গের মুখ থেকে সরে আসতে হয়েছে। শ্বাস আটকে রেখে আবারো কুৎসিত জন্তুগুলোর ডেরায় পা রাখলো সে। কিন্তু, ঐ জানোয়ারগুলো এখন কোন নরকে পড়ে আছে?

সুড়ঙ্গমুখ থেকে মাত্র তিন কদম এগিয়েছে, তখনই তার পিছন থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দটা শুনতে পেল ম্যাগি। ঘুরে তাকালো সে। সুড়ঙ্গমুখের উপর ফ্যাকাশে জন্তুগুলোর একটা ঝুলে আছে। স্কাউটগুলোর একটা এটা। থাবার সাহায্যে উলটো ভাবে ঝুলে আছে জন্তুটা। জন্তুটা বুঝতে পারছে, এটা ধরা পড়ে গেছে। ম্যাগির দিকে লাফ দিয়ে ঝাপিয়ে পড়ার সময় হিসিয়ে চিৎকার করে উঠলো ফ্যাকাশে জন্তুটা।

জমে গেছে ম্যাগি। জঙ্গলের ধার থেকে জন্তুটার চিৎকারের জবাব ভেসে আসছে। একটা ফাঁদ পেতেছিল জন্তুগুলো, আর এখন সেটা বাস্তবায়ন করছে। মাথা ঝুঁকিয়ে ফেললো ম্যাগি। কিন্তু, স্কাউটটার গতি অস্বাভাবিক রকমের বেশি। প্রায় বজ্রগতিতে লাফিয়ে এসে ধাক্কা মারলো ম্যাগিকে। উলটে পড়ে গেছে ম্যাগি। আক্রমণকারীর গতিকে কাজে লাগিয়ে তার পিছনের সরু ঢালটায় ছুঁড়ে মারলো জন্তুটাকে। ফলাফল কী সেটার দেখার জন্য অপেক্ষা করছে না। কোনমতে উঠে দাঁড়িয়ে সুড়ঙ্গের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লো মেয়েটা।

তার পিছন থেকে বন্দুকের গুলি ছোঁড়ার শব্দ ভেসে আসছে। সেই সাথে যুক্ত হয়েছে আতঙ্ক ও যন্ত্রণার তীক্ষ্ণ চিৎকার। তবে, জন্তুগুলোর তীক্ষ্ণ চিৎকার ও আর্তনাদই অন্য সবকিছুকে ঢেকে দিয়েছে।

সুড়ঙ্গের নিরাপত্তায় চলে আসার পর, ঘাড় ঘুরিয়ে খোলা মুখটার দিকে ফিরে তাকালো ম্যাগি। দেখতে পাচ্ছে যে, মঠাধ্যক্ষ নিজের পিস্তলটা বের করে একদম কাছ থেকে গুলি করে তাকে আক্রমণ করা জন্তুটার খুলি উড়িয়ে দিয়েছে। পাক খেয়ে উলটে মাটিতে পড়ে গেছে জন্তুটা। জঙ্গলের ধারের দিকে তাকালো রুইজ, সেখানে তার প্রহরীরা এখনও নিজেদের জীবন বাঁচানোর সংগ্রাম করে যাচ্ছে। তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে লোকটা। সুড়ঙ্গের প্যাসেজটার দিকে এগিয়ে আসছে এখন। বলা যায়, ম্যাগির দিকেই এগিয়ে আসছে। ম্যাগিকে দেখতে পেয়েছে সে। ঘৃণা আর ক্রোধের আগুনে

BanglaBook.org

জ্বলজ্বল করছে তার চোখদুটো। কেউই কখনো স্প্যানিশ ইনকুইজিশনের চোখে ধুলো দিতে পারেনি।

মঠাধ্যক্ষ সুড়ঙ্গের কাছাকাছি আসতেই কয়েক কদম পিছিয়ে গেল ম্যাগি। শ্বাস নিতে রীতিমত সংগ্রাম করতে হচ্ছে স্থূলকায় মানুষটাকে। জোরে জোরে শ্বাস নিতে নিতে খেকিয়ে উঠলো। 'হারামজাদী!' পিস্তলটা উঁচিয়ে ধরে ভিতরের দিকে পা বাড়িয়েছে রুইজ।

ঈশ্বর! পালিয়ে যাওয়ার মত এখন কোন উপায় নেই ম্যাগির।

'তোকে ভুগতে হবে। আমি নিশ্চয়... বলে শেষ করতে পারলো না রুইজ। হুট করেই তাকে টেনে পিছনের দিকে যেতে শুরু করেছে কিছু একটা। এলোপাতাড়িভাবে গুলি করছে সে। ম্যাগির কানের একদম পাশ দিয়ে অতিক্রম করে গেছে বুলেটটা।

আতঙ্কিত চিৎকার বের হচ্ছে লোকটার গলা থেকে। দৈত্যাকৃতির ফ্যাকাশে একটা জন্তু লোকটাকে সুড়ঙ্গ থেকে টেনে বের করে উপত্যকার উপর ছুঁড়ে মেরেছে। তাদের গোত্রের আরেকটা সর্দার। থাবা দিয়ে রুইজের দামী সাফারি জ্যাকেটটা ছিঁড়তে শুরু করেছে জন্তুটা। আর, অন্য হাত দিয়ে লোকটার গলা টিপে ধরে রেখেছে। দ্রুতই আরো অনেকগুলো জন্তু এসে উপস্থিত হয়েছে সেখানে। ধারালো থাবাগুলো দিয়ে ছিঁড়তে শুরু করেছে তাদের মহামূল্যবান খাবারটাকে। রুইজের হাত থেকে বন্দুকটা পড়ে গেছে এখন। মঠাধ্যক্ষের চিৎকারকে এখন শ্বাস চেপে রাখা শব্দের মত শোনাচ্ছে। রক্তাক্ত মুখের একটা ফ্যাকাশে জন্তু এসে উদয় হয়ে সুড়ঙ্গমুখের সামনে। ম্যাগির তাকিয়ে হিসিয়ে উঠলো জন্তুটা। তারপর, পাশে ঝাপ দিয়ে খাবারের উৎসবে মেতে উঠলো সেও।

তার ঘাতকের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ম্যাগি।

পিছন থেকে আসা নিদারুণ যন্ত্রণার তীক্ষ্ণ চিৎকারটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে আচ্ছে। দ্রুত পায়ে আর্তনাদের কাছ থেকে সরে মশালগুলোর দিকে ফিরে যাচ্ছে সে।

মন্দিরের প্রবেশমুখে আসতেই, বেঁচে থাকা একমাত্র প্রহরীকে দেখতে পেল ম্যাগি। বন্দুক উঁচিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে লোকটা। '*কুয়ে হিসকিস্তেস?*' স্প্যানিশে চেঁচিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করছে, সে এটা কী করেছে। তার চোখের আতঙ্কটা পড়তে পারছে ম্যাগি।

হঠাৎ করেই হেনরি পিছন থেকে এগিয়ে এসে একটা পিস্তলের নল ঠেকালো প্রহরীর মাথায়। অচেতন করা সেই সন্ন্যাসীটার অস্ত্র এটা, হেলিকপ্টারের পাশ থেকে যেটা তুলে নিয়েছিল প্রফেসর। 'আবর্জনা ফেলে এসেছে সে।' নলটা আরো দৃঢ়ভাবে প্রহরীর মাথায় ঠেকিয়ে ধরেছে। 'কোন সমস্যা তাতে?'

BanglaBook.org

লোকটা তার রাইফেল ফেলে দিয়ে হাঁটুর উপর নত হয়ে বসে পড়েছে। 'না।'

'তাহলে ঠিক আছে।' বলে লোকটার সামনে চলে এলো হেনরি। ঠেলা দিয়ে রাইফেলটা পাঠিয়ে দিল ম্যাগির দিকে। 'তুমি জানো ওটা কীভাবে চালাতে হয়?'

'আমি বেলফাস্টের মেয়ে,' বন্দুক হাতে তুলে নিয়ে জবাব দিল ম্যাগি। রাইফেলের ম্যাগাজিনটা চেক করে, অস্ত্রটাকে কাঁধের উপর তুলে নিল সে।

হেনরি তার কয়েদ করা লোকটার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলো। 'আর তুমি? হেলিকপ্টার উড়াতে জানো?'

মাথা ঝাঁকালো লোকটা।

'তাহলে বেঁচে থাকার অনুমতি পাচ্ছো তুমি।'

হঠাৎ করেই পাশের কক্ষ থেকে কারো গোঙানোর শব্দ ভেসে আসতে শুরু করেছে। শব্দের উৎসের দিকে ঘুরে তাকালো তারা। স্যামের শরীর থেকে সোনার প্রলেপ এবং সোনালি রজ্জুটা সরে যেতে শুরু করেছে। কোন বড় সিফনের মত, রজ্জুটা স্যামের শরীর থেকে ধাতুটা সরিয়ে নিচ্ছে। তারপর ধাতুটা নিজে থেকেই কুণ্ডলি পাকিয়ে ধীর ধীরে মোচড় খেতে খেতে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে।

স্যামের গলা থেকে আরো একটা গোঙানি বেরিয়ে এল।

বিস্ময়ে হাঁ করে মন্দিরের দিকে তাকিয়ে আছে প্রহরী লোকটা। দ্রুত পায়ে লোকটাকে অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে গেল হেনরি।

'শ্বাস নিচ্ছে,' বললো হেনরি। মন্দিরের প্রবেশমুখ দিয়ে ঢুকতে উদ্যত হচ্ছে সে।

হাত আঁকড়ে তাকে বাধা দিল ম্যাগি। 'সতর্ক হোন। আমরা কিন্তু জানিনা এখনই আমাদের ঢোকার সময় হয়েছে কিনা!' শ্বাস ধরে রাখায় ম্যাগির গলার স্বরকে ফ্যাঁসফেসে শোনাচ্ছে। সে কি কোন কিছুর ভয়... ?

কনুইয়ে ঠেস দিয়ে উঠে বসেছে স্যাম। চোখের দৃষ্টি স্থির করতে পারছে না সে। তার অন্য হাতটা দিয়ে মুখ মুছে নিচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন মুখের উপর থেকে সুতার জালাটাই সরাচ্ছে। মৃদুস্বরে গোঙাচ্ছে।

সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে হেনরি। 'স্যাম?'

স্যামকে দেখে মনে হচ্ছে গলার স্বরটা ধরতে পারছে সে। কেশে ফুসফুস পরিষ্কার করে নিচ্ছে যেন। 'আ... আঙ্কেল হ্যাঙ্ক?' উঠে বসলো স্যাম। শেষমেশ, চোখের দৃষ্টিটা স্থির করতে পেরেছে সে। 'ওউ... আমার মাথা।'

'আস্তে, স্যাম,' বলে উঠলো ম্যাগি। 'শান্ত হও।'

মেঝেতে পা ফেলতেই আরেকবার গুঙিয়ে উঠলো স্যাম। 'আমার এখন বালতিভর্তি অ্যাস্পিরিন দরকার।' সে এখন কোথায় আছে সেটা হয়তো বুঝতে

BanglaBook.org

পারছে না। ঘাড় বাঁকিয়ে উপরে ঝুলতে থাকা স্বর্ণালি সুতার পাকানো বলটার দিকে তাকিয়ে আছে। 'এখানে কী করছিলাম আমি?'

'তোমার মনে নেই?' চিন্তিত স্বরে জিজ্ঞেস করলো ম্যাগি। তাকে দেখে সুস্থই মনে হচ্ছে, কিন্তু তবুও কি কিছু ক্ষয়ক্ষতি রয়ে গেছে?

চোখ কুঁচকে তার বুকের দিকে তাকিয়ে আছে স্যাম। জ্যাকেটে থাকা বুলেটের ছিদ্রটার উপর আঙুল বুলাচ্ছে। ছিদ্রটা দিয়ে একটা আঙুল ঢুকিয়ে দিল, তারপর জ্যাকেটটা বুকের উপর থেকে সরিয়ে আনলো সে। কোন ক্ষত নেই সেখানে। 'আমার গুলি লেগেছিল।' প্রশ্ন করার ভঙ্গিতে মন্তব্য করলো স্যাম।

মাথা ঝাঁকালো ম্যাগি। 'তুমি মরে গিয়েছিলে। এই মন্দিরটা তোমাকে আবার বাঁচিয়ে তুলেছে।'

'মরে গিয়েছিলাম?'

মাথা ঝাঁকালো হেনরি ও ম্যাগি দুইজনই।

উঠে দাঁড়ালো স্যাম। চলতে গিয়ে হোঁচটা খেল। অবশ্য নিজেই নিজেকে সামলে নিতে পেরেছে। 'অহউ!' আরো বেশি মনোযোগ দিয়ে নিজে থেকেই আস্তে আস্তে এগুচ্ছে। 'আমার মনে হয় একজন মৃত মানুষ হিসেবে, এই সামান্য কয়েকটা ব্যথা নিয়ে অভিযোগ করা ঠিক হবে না।' ওদের দিকে এগিয়ে আসছে সে।

দরজার মুখে আসতেই স্যামকে বুকে টেনে নিল হেনরি। প্রফেসরের ডান হাতে ধরা পিস্তলটার কারণে তাদের আলিঙ্গনটাকে বেখাপ্পা দেখাচ্ছে। 'ওহ্, ঈশ্বর, স্যাম, আমি ভেবেছিলাম আমি তোমাকে হারিয়েই ফেলেছি,' বললো হেনরি। তার চোখদুটো অশ্রুতে ভরে আছে।

স্যামও তার চাচাকে আরো শক্তভাবে জড়িয়ে ধরে রেখেছে।

হাসছে ম্যাগি। নিজের গাল বেয়ে পড়া কান্নার রেখা মুছে নিয়ে, উবু হয়ে স্ট্রেচারের নিচ থেকে স্যামের স্টেটসনটা বের করে আনলো।

আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে আনলো হেনরি। অশ্রুসিক্ত চোখদুটো ঘষছে হাত দিয়ে। 'তোমাকেও হারানোর দুঃখ সইতে পারব না আমি।'

'তোমাকে তা সইতে হবেও না,' হাত তার চুল ঠিক করতে করতে বললো স্যাম।

তার দিকে টুপিটা বাড়িয়ে ধরলো ম্যাগি। 'এখানে কিছু একটা ফেলে দিয়েছিলে তুমি।'

হাত বাড়িয়ে টুপিটা নিয়ে নিল স্যাম। বক্রভাবে হাসছে সে। সেই হাসিতে কিছুটা অস্বস্তি, কিছুটা লজ্জা মিশে আছে। মাথার উপর টুপিটা বসিয়ে নিল স্যাম। 'ধন্যবাদ।'

'আরেকবার মরে যেয়ো না শুধু,' সতর্ক করে বললো ম্যাগি। স্যামের কাছে এগিয়ে এসে তার টুপিটা সোজা করে বসিয়ে দিচ্ছে।

BanglaBook.org

'চেষ্টা করবো না মরার।' ম্যাগির চোখে চোখ রেখে তার দিকে ঝুঁকে যেতে শুরু করেছে স্যাম।

ম্যাগি তাকে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে না, কিন্তু কাছেও টেনে নিচ্ছে না। প্রফেসরের উপস্থিতি আর তার বাম কাঁধের উপর চেপে থাকা রাইফেলটার কারণে অতিরিক্ত সচেতন হয়ে আছে সে। লম্বা সময় ধরে একে-অপরের দিকে তাকিয়ে থাকার মুহূর্তটাই প্রায় হাত থেকে ফসকে যেতে শুরু করেছে। দাঁত চেপে ধরছে ম্যাগি। নরকে যাক তার ভয়! স্যামের দিকে ঝুঁকতে শুরু করেছে–কিন্তু হঠাৎ করে স্যামই সরে গেছে।

তাদের পিছনের অন্ধকার থেকে একটা গলার স্বরের হাঁক শুনতে পেল তারা। 'তোমাদের অস্ত্রগুলো ফেলে দাও!' মশালের আলোর ধারে একটা প্রতিমূর্তি উদয় হয়েছে। ডেনালকে আটকে ধরে রেখেছে লোকটা। ছেলেটার মুখ একদম শক্তভাবে বন্ধ হয়ে আছে। তার গলার কাছে একটা লম্বা মিলিটারি ছুরি ধরে রেখেছে লোকটা। মশালের আভায় স্টেইনলেস-স্টিলের ফলাটা চকচক করছে। আতঙ্কে বড় বড় হয়ে আছে ছেলেটার চোখ দুটো।

'ওটেরা!' হিসিয়ে উঠলো হেনরি।

●●●

জঙ্গলের ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে নরম্যান। চোখের পানিতে তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আছে। প্রাণপনে চেষ্টা করছে কম শব্দ করে দৌড়ানোর জন্য, কিন্তু পায়ের নিচে থাকা ডালপালা আর শুকনো পাতা মচমচ করছেই। তারপরও, দৌড় থামাচ্ছে না সে। সত্যি বলতে–তার শব্দ কেউ শুনতে পাচ্ছে কিনা তা নিয়ে আর বিন্দুমাত্র ভাবছেও না নরম্যান।

ঘাসের ভূমিতে ভিক্ষুর দাঁড়িয়ে যাওয়ার দৃশ্যটা আবারো চোখে ভাসছে তার। হারামজাদাটা পসামের মত খেলছিল তাদের সাথে। মরার মত পড়ে থেকে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। সে আর ডেনাল হেলিকপ্টারের কাছে পৌঁছাতেই খপ করে ডেনালকে আটকে ফেলেছিল লোকটা। নরম্যান কোন বাধা দেওয়ার আগেই ভিক্ষু লোকটা তার রোবের হাতার নিচ থেকে চকচকে চাকুটা বের করে এনেছিল। নরম্যানের মধ্যে একদম পশুর প্রবৃত্তি জেগে উঠেছিল তখন। লাফিয়ে উঠে তার আক্রমণকারীর কাছ থেকে বাঁচার জন্য জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে এসেছে সে।

মনে জেগে উঠা আতঙ্কটা আস্তে আস্তে কমে যেতেই, এখন বুঝতে পারছে তার আচরণ কতটা কাপুরুষের মত ছিল। ডেনালকে শত্রুর কাছে রেখে পালিয়ে এসেছে সে। এমনকী পরবর্তীতে তাকে উদ্ধার করার চেষ্টাও করেনি।

যুক্তির দিক থেকে, নরম্যান তার কাজের জন্য সাফাই গাইতেই পারে। তার কাছে কোন অস্ত্র ছিল না। উদ্ধারের কোন চেষ্টা করতে গেলেই হয়তো তাদের দুইজনকেই মরতে হত। কিন্তু, মনে মনে নরম্যান ঠিকই জানে, একদম

BanglaBook.org

কাপুরুষের মত কাজ করেছে সে। ডেনালের চোখের আতঙ্কটা এখনো মনে ভাসছে তার। কী করেছে সে এটা?

আরো অশ্রু ঝরতে শুরু করেছে তার চোখ থেকে। দৃষ্টি পুরোপুরি আবছা হয়ে গেছে।

হঠাৎ করেই তার চারপাশে থাকা জঙ্গলটা গায়েব হয়ে গেল। জঙ্গলের আবছা আলোর বদলে এখন তীব্র উজ্জ্বল আলো চোখে আসছে তার। দৌড় থামিয়ে চোখগুলো মুছে নিল নরম্যান। দৃষ্টি পরিষ্কার হতেই, সামনের ভয়ানক দৃশ্যটা দেখে আঁৎকে উঠলো সে।

গুলি বর্ষণ ও গ্রেনেড বিস্ফোরণের কারণে জঙ্গলের একটা অংশ পুরোপুরিই ধ্বসে পড়েছে। জায়গাটার চারপাশ জুড়ে শুধু ছিন্ন-ভিন্ন লাশ পড়ে আছে। গ্রামের প্রত্যেকটা ইনকাকেই মেরে ফেলা হয়েছে। চারপাশে ছড়িয়ে থাকা রক্ত, মল ও ভয়মিশ্রিত গন্ধটায় শ্বাস আটকে যাচ্ছে তার।

'ওহ, ঈশ্বর...' গুঙিয়ে উঠলো নরম্যান।

লাশগুলোর উপর মোটা স্তর করে বসে আছে মাছির দল। ভন ভন করে উড়ে এক লাশ থেকে সরে আরেক লাশের উপর বসছে।

তারপর হঠাৎ করেই তার বাম পাশ থেকে বিকটা একটা আকৃতির উদয় হল। মূর্তিটা পুরোপুরি ছায়ায় ঢেকে ফেলেছে তাকে। মৃত্যু ছিনিয়ে নিতে আসছে। নতুন হুমকিটাকে দেখার জন্য ঘুরে দাঁড়ালো নরম্যান। আর পালাবে না সে। আর পালাতে *পারবে* না। ক্লান্ত ও নিরুপায় হয়ে হাঁটু নত করে মাটিতে বসে পড়লো নরম্যান।

মুখ তুলে দেখলো তার হুমকিটা একটা বিশালাকৃতির বর্শা উঁচিয়ে ধরে রেখেছে। দিনের উজ্জ্বলতায় এর সোনালি ফলাটা চিকমিক করছে।

এবার আর পালিয়ে যাচ্ছে না নরম্যান।

আমি দুঃখিত, ডেনাল।

●●●

বন্দুক উঁচিয়ে ওটেরার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে হেনরি। 'ওকে ছেড়ে দাও।'

ভয়ে হাত-পা কাঁপছে ডেনালের। ছেলেটার গলায় চাকুটা আরো শক্ত করে চেপে ধরেছে ওটেরা। রক্তের একটা সরু ধারা বয়ে যাচ্ছে ডেনালের ঘাড় বেয়ে।

'ওটা চালানোর চেষ্টাও করবেন না, প্রফেসর। পিছিয়ে যান। নাহলে এই ছেলেটার ঘাড় থেকে পেট পর্যন্ত চিড়ে দিব আমি।'

পাল্টা লড়াই করা একটা অভিশাপ। এক কদম পিছিয়ে গেল হেনরি।

ভিক্ষুর চোখদুটো একদম বুনো ও ভয়ংকর দেখাচ্ছে। 'আমি যেভাবে বলব, সেভাবে করুন-তাহলেই বাঁচবেন সবাই! আপনার বা এই ছেলেটার কোন গুরুত্ব নেই আমার কাছে। শুধু এই সোনাগুলোই চাই আমি। আমি

BanglaBook.org

এগুলো সঙ্গে করে নিয়ে যাব এবং আপনারা এখানে থাকবেন। একটা নিরপেক্ষ চুক্তি, ঠিক আছে?'

দ্বিধা করছে তারা। হেনরি ম্যাগির দিকে চোখ ঘুরিয়ে নিল, তারপর স্যামের দিকে। 'হয়তো সে যা বলছে তাই মেনে উচিৎ আমাদের,' ফিসফিস করে বললো হেনরি।

ম্যাগির চোখ সরু হয়ে আছে। পাশ থেকে সরে সামনে এগিয়ে এলো। ভিক্ষুর সাথে কথা বলছে, তার কণ্ঠেও হিংস্রতা মিশে আছে। 'শপথ করুন! আপনার ক্রুশ ধরে শপথ করুন যে আপনি আমাদেরকে যেতে দিবেন।'

চোখ রাঙ্গিয়ে উঠে গলায় ঝুলানো রুপালি ক্রুশটাকে স্পর্শ করলো ওটেরা। 'আমি শপথ করছি।'

লম্বা সময় ধরে লোকটার দিকে তাকিয়ে থেকে, ম্যাগি তার রাইফেলটা সতর্কতার সাথে মেঝেতে নামিয়ে রাখলো। হেনরিও তাই করলো। অস্ত্র নামিয়ে রেখে কয়েক কদম পিছিয়ে গেল তারা।

ওটেরা তাদের ফেলে যাওয়া অস্ত্রগুলোর দিকে এগিয়ে এলো। তারপর, ধাক্কা দিয়ে ডেনালকে ঠেলে দিল তাদের কাছে।

খাবি খেতে খেতে ম্যাগির পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে ছেলেটা।

পোশাকের হাতার নিচে থাকা গোপন খোপে চাকুটা ঢুকিয়ে ফেলেছে ওটেরা। হেনরি এখন বুঝতে পারছে লোকটা কীভাবে দড়ি কেটে নিজেকে মুক্ত করেছিল। মনে মনে নিজেকে লাথি মারতে ইচ্ছা করছে হেনরির। কেউই অচেতন লোকটার উপর তল্লাশি চালোনোর কথাটা ভাবেনি।

তীর্যক হাসি ফুটে উঠেছে ওটেরার মুখে। উবু হয়ে নিজের পিস্তলটা তুলে নিচ্ছে সে। রাইফেলটাকে ঠেলা দিয়ে পাঠিয়ে দিল প্রহরীর দিকে। এখনো পাশের প্যাসেজে হাঁটু নত করে বসে আছে লোকটা। তবে, অস্ত্র তুলে নেওয়ার সাহস করছে না। একদৃষ্টিতে মন্দিরের দিকে তাকিয়ে আছে সে। বিড়বিড় করে প্রার্থনা পড়ছে শুধু।

সোজা হয়ে অবশেষে মন্দিরের দিকে চোখ ফিরিয়ে তাকিয়েছে ওটেরা। হোঁচট খেয়ে একদম জমে গেছে যেন। বিশ্বাসই করতে পারছে না। সোনালি আলোয় জ্বলজ্বল করছে তার মুখটা। ঠোঁটে প্রশস্ত হাসি ফুটে উঠেছে। *'ঈশ্বর...!'* মন্দিরের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে পিছনের দিকে ঘুরে তাকাতেই চোখগুলো বড় বড় গেল তার।

'মনোমুগ্ধকর, তাই না?' বলে উঠলো স্যাম।

মশালের জ্বলন্ত আলোর কারণে তেরছাচোখে তাকিয়ে আছে ওটেরা। অবশেষে, টেক্সান ছেলেটাকে চিনতে পারছে সে। 'আ... আমি তো তোমাকে মেরে ফেলেছিলাম,' চোখ-মুখ কুঁচকে বললো সে।

কাঁধ ঝাঁকালো স্যাম। 'আমি গুলিটা নিইনি।'

BanglaBook.org

ওটেরা একবার স্বর্ণের গুহাটার দিকে তাকিয়ে, আবারো চোখ ফিরিয়ে আনলো তাদের উপর। 'আমি জানিনা, তুমি কীভাবে বেঁচে আছো। তবে, এই বার মারলে, তুমি নিশ্চিতভাবেই মরবে। তোমরা সবাইই।'

বন্দুকধারী ও স্যামের মাঝখানে চলে এসেছে ম্যাগি। 'আপনি শপথ করেছিলেন! আপনার ক্রুশ ছুঁয়ে!'

অন্য হাত দিয়ে গলায় ঝুলানো রুপালি ক্রুশটা টান দিয়ে খুলে এনে তার পিছনের দিকে ছুঁড়ে মারলো ওটেরা। 'অ্যাবট রুইজ ছিল একট গর্দভ,' তাদের দিকে তাকিয়ে খেকিয়ে উঠেছে সে। 'ঠিক তোমাদের মতোই। ঈশ্বরের মনকে স্পর্শ করা... এটা একদম অনর্থক ফালতু কথা। অ্যাবট কখনো এই স্বর্ণের আসল উদ্দেশ্যটাই ধরতে পারেনি।'

'কী উদ্দেশ্য এটার?' ম্যাগির পাশে এসে দাঁড়াতে দাঁড়াতে জিজ্ঞেস করলো হেনরি।

'আমাকে ধনী বানানো! বহু বছর ধরেই আমি অ্যাবটের অন্যায় সহ্য করেছি। অন্য সব খাঁটি-স্প্যানিশকেই সে পদোন্নতি দিয়েছে, কিন্তু আমাকে দেয়নি। এই সোনা থাকলে, আমি আর কখনো অর্ধ-ইনডিয়ান, অর্ধ-স্প্যানিশ হয়ে থাকব না। কারো সামনে মাথা নত করতে হবে না আমাকে, সমাজে আর নীচু শ্রেণির *মেস্তিযো* হয়ে চলতে হবে না। নবজন্ম হবে আমার।' স্বপ্নে ওটেরার চোখ জ্বলজ্বল করছে।

ওটেরার দিকে আরো এক পা এগিয়ে এলো হেনরি। 'আর, এরপর, তুমি কী হবে বলে ধারণা করছো? '

হেনরির দিকে পিস্তলটা তাক করে ধরেছে ওটেরা। 'এমন কেউ যাকে সবাই সম্মান করে একজন ধনী মানুষ!' কর্কশভাবে হেসে উঠে ট্রিগার চেপে দিয়েছে সে।

আঁৎকে উঠে মাথা নুইয়ে পিছিয়ে গেল হেনরি।

তবে, বুলেটটা হঠাৎ করেই দিকভ্রষ্ট হয়ে কক্ষের ছাদের দিকে চলে গেছে।

গুলির শব্দটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতেই নতুন শব্দটা কানে এলো তার। 'অ্যাক... গুঙিয়ে উঠে নিজের বুকের উপর হাত রাখলো ওটেরা। একটা রক্তাক্ত বর্শার মাথা গজিয়ে উঠেছে তার বুকের হাড়ের ফাঁক দিয়ে। ভিক্ষুকে শূন্যে উঠিয়ে ধরেছে বর্শাবাহক। গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে ওটেরার মুখ দিয়ে। পানির উপরে উঠানো মাছের মত হাঁসফাঁস করছে শুধু। তার হাতে থাকা বন্দুকটাও পড়ে গেছে নিচে।

তারপর, একসময় তার মাথাটা ঝুঁকে পড়লো নিচের দিকে, এখন কেবল ঘাড়ের উপর থেকে দুলছে। মরে গেছে লোকটা।

তার নিস্তেজ দেহটাকে একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে বর্শাবাহক।

BanglaBook.org

ওটেরার পিছনে থাকা দীর্ঘদেহী ছায়ামূর্তিটাকে এখন দেখতে পাচ্ছে ওরা। ছেঁড়া-ফাটা, ঝলসানো একটা রোব পরে আছে লোকটা।

'পাঁচাকাটেক!' কেঁদে উঠলো স্যাম।

সামনে এগিয়ে এসে হুট করেই থমকে গেল লোকটা। ইনকা মন্দিরের সামনে হাঁটু নত করে বসে পড়েছে। কান্নার ধারা বয়ে যাচ্ছে তার কালি-মাখা মুখের উপর দিয়ে। 'আমার গোত্র...' ইংরেজিতে বিড়বিড় করে বলছে সে, 'সব শেষ!'

লোকটার পিছনে থাকা দ্বিতীয় মূর্তিটাও ছায়া থেকে বেরিয়ে এসেছে।

'নরম্যান!' ফটোগ্রাফারের দিকে দৌড়ে ছুটে গেলো ম্যাগি। 'কী হয়েছে?'

মাথা নাড়লো নরম্যান। বর্শা বিদ্ধ ভিক্ষুর লাশটার দিকে তাকিয়ে আছে সে। 'দৌড়ে যেতে যেতে হত্যাকান্ডের ভিতরে পাঁচাকাটেকের কাছে চলে গিয়েছিলাম আমি। সে তখন তার দেবতাকে অপমান করা হারামিগুলোকে খুন করার জন্য মন্দিরের দিকেই আসছিল। কোন রকমে তাকে সাহায্যের জন্য রাজি করিয়েছি আমি।' তবে, এরপরও ফটোগ্রাফারের স্বরে কোন সন্তুষ্টির ছাপ নেই। মুখ ফ্যাকাশে হয়ে আছে তার।

ডেনালের দিকে চোখ পড়তেই লজ্জার অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো তার মুখে। তবে, ছেলেটা ছুটে এসে শক্তভাবে জড়িয়ে ধরলো নরম্যানকে। 'আমাদেরকে বাঁচিয়েছেন আপনি,' লম্বা মানুষটার বুকে মুখ গুঁজে বলে উঠলো ডেনাল।

নরম্যানও ছেলেটাকে জড়িয়ে ধরলো। চোখ দুটো অশ্রুতে ভরে উঠেছে তার।

পাশ থেকে পাঁচাকাটেকের গর্জনের শব্দ ভেসে আসছে। মন্দিরের সামনে মাথা নত করার আগে নিজের স্থানীয় ভাষায় কথা বলছে সে। মাথা নত করে সামনে-পিছনে ঝুঁকে প্রার্থনা করছে সে। তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার কোন ভাষা জানা নেই কারো। রোবের আড়াল থেকে ক্রমাগত রক্ত ঝরছে। তাকে দেখতেও প্রায় মৃত মানুষের কাছাকাছি মনে হচ্ছে।

রাজার দিকে এগিয়ে আসছে হেনরি। যদি ম্যাগির গল্প সত্যি হয়ে থাকে, এখন মন্দিরের সামনে মাথা নত করা ব্যক্তিটি ইনকা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। প্রত্নতাত্ত্বিক হিসেবে হেনরি তার পুরোটা জীবনই কাটিয়েছে ইনকাদের নিয়ে গবেষণা করে। হঠাৎ করেই নিজেকে বাকরুদ্ধ মনে হচ্ছে হেনরির। একজন জীবিত ইনকা রাজা তার সামনে রয়েছে, যার মূল্য এরকম আরো হাজারটা স্বর্ণের গুহার চেয়েও অনেক বেশি। স্যামের দিকে তাকালো হেনরি। তার চোখে অনুনয়ের দৃষ্টি। এই রাজার কখনো মরা উচিৎ নয়।

স্যাম তার চাচার চাহনির অর্থ বুঝতে পেরেছে। পাঁচাকাটকের পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছে সে। রাজার রোবে হাত রাখলো সে। 'সাপা ইনকা,' মাথা নত করে বলছে সে। 'এই মন্দিরটা আমার জীবন বাঁচিয়েছে, যেমন করে একসময় আপনার জীবন বাঁচিয়েছিল এটা। মন্দিরটাকে আরেকবার কাজে লাগান।'

BanglaBook.org

দোল থামিয়ে দিয়েছে পাঁচাকাটেক। তবে, দুঃখকাতর হয়ে এখনো মাথা নিচু করেই রেখেছে সে। 'আমার গোত্রই নেই এখন।' মুখ তুলে স্যাম ও অন্যদের দিকে তাকালো সে। 'হয়তো, এটাই ঠিক। আমরা আপনাদের দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত নই।'

'না, নিজেকে সারিয়ে নিন আগে। আপনাকে আমাদের দুনিয়াটা দেখানোর সুযোগ করে দিন।'

সামনের দিকে এগিয়ে আসছে হেনরি। স্যামের কাঁধে হাত রেখে তার সাথে সর্মথন জোগাচ্ছে সে। 'আমাদেরকে বলার মত অনেক কিছুই আছে আপনার, ইনকা পাঁচাকাটেক। আমাদেরকে অনেক কিছুর শিক্ষা দিতে পারবেন আপনি।'

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে হেনরির মুখোমুখি দাঁড়াল পাঁচাকাটেক। প্রফেসরের গালের চামড়ার ভাঁজগুলোর উপর হাত বুলাচ্ছে সে। তারপর, হঠাৎ করেই হাতটা সরিয়ে নিয়ে অন্য দিকে ঘুরে দাঁড়ালো সাপা ইনকা। 'আপনার মুখের চামড়াটা পুরোনো। কিন্তু, আমার অন্তরের মত অতটা পুরোনো নয়।' একদৃষ্টিতে মন্দিরের দিকে তাকিয়ে আছে সে। মুখ জ্বলজ্বল করছে তার। 'ইন্তি এখন আমার গোত্রকে *হানন পাঁচায়* নিয়ে যাচ্ছে। আমারও তাদের সাথে যেতে ইচ্ছে করছে।'

রাজার কাঁধের উপর দিয়ে স্যামের দিকে তাকিয়ে আছে হেনরি। কী বলবে ওরা? লোকটা তার পুরো গোত্রকে হারিয়ে একদম পাগল হয়ে গেছে।

রোবের ভিতর থেকে রাজা তার সোনালি ছুরিটা বের করে এনেছে। চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরছে তার। 'আমি আমার গোত্রের কাছে যাচ্ছি।'

সাপা ইনকার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল হেনরি। 'না!' কিন্তু, বেশি দেরি করে ফেলেছে সে।

ছুরির ফলার উপর ঝুঁকে ছুরিটা তার বুকে ঢুকিয়ে দিয়েছে পাঁচাকাটেক। ফলাটা সম্পূর্ণ ঢুকে পড়ার পর নিশ্চিন্ত হল সে। স্বস্তির দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসছে তার গলা থেকে। আস্তে আস্তে সোজা হয়ে দাঁড়ালো রাজা। ছুরির হাতল থেকে তার হাতটা সরে গেছে এখন।

রাজার বুকে ছুরি বিদ্ধ অংশটার চারপাশে আগুন জ্বলে উঠতে দেখে চমকে উঠে পিছিয়ে গেল হেনরি। 'এটা কী...?'

মন্দির কক্ষটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে পাঁচাকাটেক। 'ইন্তির কাছে যাচ্ছি আমি।'

'স্বতঃস্ফূর্ত দহন ক্রিয়া,' ফিসফিসিয়ে বলছে স্যাম। বিস্মিত হয়েছে সেও। 'গুহার জন্তুগুলোর মত।'

মাথা ঝাঁকালো ম্যাগি। 'তার শরীরটাও ঐ জন্তুগুলোর মতই।'

'হচ্ছেটা কী?' জিজ্ঞেস করলো হেনরি। আগুনের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

BanglaBook.org

সংক্ষেপে ব্যাখ্যা দিচ্ছে ম্যাগি। 'স্বর্ণটা একধরনের চেইন রিয়েকশনের সৃষ্টি করে।' বলে পাঁচাকাটেকের দিকে ইশারা করলো ম্যাগি। ছুরির আঘাতে জ্বলে উঠা আগুনটা এখন তার পুরো ধড় জুড়েই ছড়িয়ে পড়েছে। 'আত্ম-বলিদান।'

হঠাৎ করেই হেলিকপটারে থাকার সময় জোয়ানের দেওয়া জরুরি বার্তাটার কথা মনে পড়ে গেল হেনরির। জোয়ান তাকে সতর্ক করে সাবস্ট্যান্স জেড ধ্বংসের একটা উপায় বাতলে দিয়েছিল। প্রমিথিউসের চুরি করা সেই উপহারটাই। *আগুন!*

ঘুরে পাঁচাকাটেকের দিকে তাকালো হেনরি। লোকটা এখন হাঁটুতে ভরে করে পড়ে গেছে। তার উঁচিয়ে রাখা হাতগুলোতেও আগুন ধরে গেছে।

ঈশ্বর!

স্যাম ও ম্যাগিকে খাবলে ধরে সুড়ঙ্গের শেষ মাথার দিকে ঠেলে দিল হেনরি। 'দৌড়াও!' চেঁচিয়ে উঠলো সে। তারপর, উবু হয়ে থাকা প্রহরীর শরীরে টোকা দিয়ে বলল। 'যাও!'

'কী? কেন?' জিজ্ঞেস করলো স্যাম।

'সময় নেই!' তাদের সবাইকে নিয়ে সামনের দিকে দৌড় শুরু করেছে হেনরি। নরম্যান আর ডেনাল আগে আগে দৌড়ে যাচ্ছে। পা দুর্বল থাকায় স্যামকে ধরে ধরে নিয়ে এগুচ্ছে হেনরি ও ম্যাগি। পালাতে পালাতে, জোয়ানের বলা শেষ সতর্কটার কথা মনে করছে হেনরি, *ভয়ানক একটা ঘুষি দিয়েছিল প্রমিথিউস। প্লাস্টিক বিস্ফোরণের মত।*

জোয়ানের কথাই সত্য বলে প্রমাণিত হল। তারা সুড়ঙ্গের মাথায় পৌঁছাতেই, শক্তিশালী এক বিস্ফোরণে পায়ের নিচের মাটি কেঁপে উঠেছে। বিস্ফোরণের অতি উত্তপ্ত বাতাস রকেটের মত করে তাদের পুরো দলটাকেই বাইরে ছিটকে ফেলেছে। পিছনের প্যাসেজটা এখন ধোঁয়া এবং মন্দিরের টুকরো টুকরো অংশে ভরে গেছে।

'উঠে দাঁড়াও!' বলে আবারো উঠে দাঁড়ালো হেনরি। 'এগুতে থাকো!'

গুঙিয়ে অভিযোগ করে উঠলেও তার আদেশ মেনে নিয়ে নিয়েছে সবাই। লাফিয়ে, দৌড়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তারা। পায়ের নিচের পথটা এখনো কাঁপছে।

'থেমো না!' হাঁক ছাড়ছে হেনরি।

আগ্নেয়গিরির উচ্চ চূড়া থেকে বড় বড় পাথরের খণ্ড ধ্বসে পড়ছে। ভূমির কম্পনটা এখন আগের চেয়ে আরো ভয়ঙ্কর হয়ে গেছে। নিচের জঙ্গলের আচ্ছাদনে লুকিয়ে থাকা শত শত তোতা পাখি কর্কশভাবে ডাকতে ডাকতে আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছে।

হচ্ছেটা কী?

BanglaBook.org

খাঁড়া পর্বতের নিচে পৌঁছার পর পিছনের দিকে ফিরে তাকানোর ঝুঁকিটা নিল হেনরি। পাথরে একটা বিশালাকৃতির ফাটল ধরেছে। সুড়ঙ্গমুখ থেকে সোজা উপরের আগ্নেয়গিরির মুখের একটা পাশ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে ফাটলটা।

ম্যাগির উপর ঝুঁকে রয়েছে স্যাম। দুজনই তাদের শ্বাস ধরে রেখেছে। অন্যরাও তাদের কাছাকাছিই রয়েছে। হঠাৎ স্যামের চোখ বড় বড় হয়ে গেল। 'ওহ্, গড!' চেঁচিয়ে উঠলো সে। 'দেখো!' বলে উপত্যকার দিকে ইশারা করে দেখাচ্ছে সে।

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হেনরি। উপত্যকার মূল বাষ্প নির্গমন ফাটলগুলো দিয়ে গরম উত্তপ্ত ফুটন্ত পানির ফোয়ারা বের হচ্ছে। সাথে সাথে, উপত্যকা জুড়ে সৃষ্ট হওয়া নতুন ফাটলগুলো থেকেও কুয়াশাচ্ছন্ন বাষ্প ও পানির ফোয়ারা আকাশের দিকে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। গর্জে উঠে আগ্নেয়গিরির একটা অংশ ধ্বসে পড়লো ভূমিতে। 'এটা ধ্বসে পড়ছে!' মন্তব্য করলো হেনরি।

তাদের পিছনে থাকা দক্ষিণের আগ্নেয়গিরির চূড়ার দিকে আঙুল তুলে দেখাচ্ছে ম্যাগি। ওদিকের আকাশে কালো ধোঁয়া জমে আছে। পুরোটা উপত্যকাই সালফার আর জ্বলন্ত পাথরের কটু গন্ধে ভরে উঠেছে।

সোজা হয়ে দাঁড়ালো স্যাম। 'বিস্ফোরণটা নিশ্চয়ই কোন চেইন রিয়েকশনের সৃষ্টি করেছে। জলদি হেলিকপ্টারের দিকে যাও সবাই!'

একমত হয়ে আরো একটা ভাল সংবাদ ঘোষণা করলো নরম্যান। 'বন্ধুরা, আমাদের সাথে অতিথিরাও আছে!' বলে ধোঁয়া উঠতে থাকা সুড়ঙ্গের দিকে নির্দেশ করলো সে।

অন্ধকারে ছেয়ে থাকা সুড়ঙ্গমুখ দিয়ে ফ্যাকাশে জন্তুগুলো বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। মনে হচ্ছে, নরক থেকে দৈত্যদের ছেড়ে দিয়েছে কেউ। সুড়ঙ্গমুখের সামনে জড়ো হয়ে চিৎকার-চেঁচামেচিতে মেতে উঠেছে ওগুলো।

'বিস্ফোরণটা হয়তো জন্তুগুলোকে ভড়কে দিয়েছে,' বলছে ম্যাগি। 'তাই সুড়ঙ্গে ঢোকার ভয়টা চলে গেছে তাদের।'

সুড়ঙ্গের উঁচু মুখ থেকে তাদের দিকে ঘুরে গেছে কালো চোখগুলোর দৃষ্টি। তাদের উৎসাহী আর্তনাদের ধ্বনিটা এখন বদলে গেছে।

'দৌড়াও!' চেঁচিয়ে উঠলো হেনরি। দৃশ্যটা আতঙ্কিত করে তুলেছে তাকে। 'এখনই!'

রুক্ষ ভূখণ্ডটার উপর দিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে দলটা। শৈলশিরার খণ্ডগুলো কম্পমান ভূমির উপর গড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। শব্দটা দাঁতে দাঁত ঠক ঠক করার মত শোনাচ্ছে। এর ভিতর দিয়ে দৌড়ানো কঠিন। খাঁজকাটা পাথরের উপরে আছড়ে পড়ে হাতের তালু ছড়ে গেছে হেনরির। স্যাম তার কাছাকাছিই ছিল। দ্রুত এসে হেনরিকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করছে সে।

'তুমি কি যেতে পারবে, আঙ্কেল হ্যাঙ্ক?' জিজ্ঞেস করছে স্যাম। হাঁফ ধরে গেছে তার।

BanglaBook.org

'আমাকে তো যেতেই হবে, তাই না?' আবার দৌড় শুরু করেছে হেনরি। কিন্তু, তার দৃষ্টি হঠাৎ করে কালো কালো হয়ে উঠেছে।

হেনরিকে ধুঁকতে দেখে তার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল স্যাম। অন্যপাশ থেকে ম্যাগিও হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তার উদ্দেশ্যে। তারা দুজনে মিলে হেনরিকে রুক্ষ ভূখণ্ডটা পেরিয়ে সমতল তৃণভূমির দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করছে। সামনে, ডেনাল ও মঠের প্রহরীকে হেলিকপ্টারের ভিতরে ইতিমধ্যেই টেনে তুলতে শুরু করেছে নরম্যান। শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়ে আসতে থাকা তিনজনের দলটাকে দেখতে পাচ্ছে সে। 'জলদি! তোমাদের পায়ের কাছেই লেগে আছে' ওগুলো!'

ভুল করে পিছনের দিকে তাকিয়ে ফেলেছিল হেনরি। দ্রুতগতিসম্পন্ন ফ্যাকাশে জন্তুগুলো ইতিমধ্যেই দুইপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছে তাদেরকে। বড় জন্তুগুলোও খুব একটা পিছিয়ে নেই। কাঠের টুকরো ও পাথর নিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে জন্তুগুলো।

হঠাৎ করে মাটিতে পড়ে থাকা কিছুতে হোঁচট খেল হেনরি। তিনজনেই পড়ে যাচ্ছিলো, তবে একসাথে থাকায় নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করে দৌড় অব্যাহত রেখেছে তারা। সবকিছুকেই অন্ধকার অন্ধকার মনে হচ্ছে হেনরির। সত্যি বলতে, স্যাম আর ম্যাগি মিলে এখন তাকে প্রায় বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

'ছেড়ে দাও আমাকে... নিজেদেরকে বাঁচাও!'

'হ্যাঁ, বুঝেছি,' উত্তর দিল স্যাম।

'লোকটা আমাদেরকে ভাবছেটা কী?' তীব্র কণ্ঠে দ্বিমত পোষণ করলো ম্যাগিও।

কয়েক মুহূর্তের জন্য সবকিছুই অন্ধকার হয়ে গেল হেনরির চোখে।

কেউ একজন হাত বাড়িয়ে তাকে হেলিকপ্টারে টেনে তুলছে। বাতাসের অস্তিত্ব টের পাচ্ছে সে। বুঝতে পারছে যে, হেলিকপ্টারের রোটরটা ইতিমধ্যেই পাক খেতে শুরু করে দিয়েছে। ধাতব সংঘর্ষের জোরালো একটা শব্দ শোনা গেল, তার মাথার একদম কাছ থেকেই।

'জন্তুগুলো পাথর ছুঁড়ে মারছে আমাদের দিকে,' চেঁচিয়ে বলে উঠলো নরম্যান।

'কিন্তু তারা আমাদের কাছে আসছে না আর,' দরজার মুখ থেকে যোগ করলো ম্যাগি। 'হেলিকপ্টারটাকে ভয় পাচ্ছে তারা।'

আরেকটা পাথর এসে লাগলো হেলিকপ্টারের দেহে। পুরো যানটাই কেঁপে উঠেছে ধাক্কার তীব্রতায়।

'যাই, হোক বেশি একটা দূরেও নেই তারা।' ঘুরে পাইলটের দিকে চিৎকার করে বলছে নরম্যান। 'এই পাখিটাকে উড়াতে শুরু করো!'

হেলিকপ্টারের দরজাটা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিজের আসনে বসতে খেয়ে হিমশিম খাচ্ছে হেনরি। 'স্যাম?'

BanglaBook.org

কাঁধে একটা হাতের স্পর্শ অনুভব করছে হেনরি। কেউ একজন তাকে টেনে নিয়ে আসনে বসিয়ে দিচ্ছে। 'আমি এখানে।' ঘুরে দেখলো স্যাম তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। আর, ম্যাগি তার কাঁধের কাছে।

'ধন্যবাদ, ঈশ্বর,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে হেনরি।

'ঈশ্বর? কোনটা?' বাঁকা হাসি হেসে জিজ্ঞেস করলো নরম্যান। নিজের আসনে গা এলিয়ে বসে আছে ফটোগ্রাফার।

হুট করে আবারো কেঁপে উঠলো হেলিকপ্টার। তবে, এবার আর কোন পাথরের আঘাতের কারণে নয়, বরং তাড়াহুড়ো করে উত্তোলন করতে গিয়ে। যানটা কাত হয়ে আস্তে আস্তে আকাশের দিকে উঠে যেতে শুরু করেছে। নিচ থেকে আসা সর্বশেষ একটা ধাক্কায় আবারো কেঁপে উঠলো কপ্টারটা।

'বিদায়ী চুমু,' বললো নরম্যান। হেলিকপ্টারের জানালা দিয়ে তৃণভূমির উপর তিড়িং-বিড়িং করে নাচতে থাকা জন্তুদলের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

দ্রুতই জন্তুগুলোর নিক্ষেপ করা পাথরের নাগালের বাইরে চলে এসেছে হেলিকপ্টার।

উপত্যকার দৃশ্যটা দেখার জন্য হেনরিও ফটোগ্রাফারের সাথে গিয়ে উঁকি দিলো। নিচের জঙ্গলটা আগুনে জ্বলতে শুরু করছে। ধোঁয়া আর বাষ্পের কারণে প্রায় পুরোটা দৃশ্যই ঝাপসা হয়ে আছে। আগুনে ঘন কুয়াশার পাঁকটা জ্বলে উঠেছে। *দান্তের নরকের* দৃশ্য যেন।

স্বস্তির সাথে দুঃখও মিশে আছে হেনরির মনে। অনেক কিছুই হারাতে হয়েছে তাকে।

আগ্নেয়গিরির ঠোঁটের কাছাকাছি চলে এসেছে তারা। তড়িৎ গতিতে পেরিয়ে যাচ্ছে জায়গাটা।

মুক্ত হয়ে গেছে তারা!

পাশের চূড়াগুলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে হেলিকপ্টার। হেনরি তাদের পিছনের দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ করেই কেবিনের ভিতর থেকে একটা উচ্চ গর্জনের শব্দ শুনতে পেল। হেলিকপ্টারটা লাফিয়ে উঠেছে, রোটরগুলো আর্তনাদ শুরু করেছে যেন। ছিটকে পিছনের দিকে পড়ে গেছে হেনরি। বিমানটা বুনোভাবে পাঁক খেতে শুরু করেছে।

গালি দিয়ে উঠলো পাইলট। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে গিয়ে রীতিমত হিমশিম খাচ্ছে লোকটা। অন্য সবাই তাদের আসনের ফিতায় শক্ত করে ধরে রেখেছে।

কিছুক্ষণ এই অবস্থা চলার পর, হেলিকপ্টারটা নিয়ন্ত্রণে এসে আবারো শান্তভাবে উড়তে শুরু করেছে।

নিজেকে টেনে তুলে আবারো তার আগের জায়গাটায় ফিরে এসেছে হেনরি। দৃশ্যটা দেখতে দেখতে মুখ হা হয়ে গেছে হেনরির; ভয়ে নয়, বিস্ময়ে। 'তোমাদের সবারই এটা দেখা দরকার।'

BanglaBook.org

অন্যরা তার সাথে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো। চাচার কাঁধে হাত রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে স্যাম। হেনরি ভাতিজার হাতে আলতো করে চাপড় দিচ্ছে, এক মুহূর্তের জন্য তার আঙুলগুলোতে চেপে ধরেছে সে।

'অদ্ভুত রকমের সুন্দর,' বলে উঠলো ম্যাগি। বাইরের দৃশ্যটার দিকে তাকিয়ে আছে সে।

হেলিকপ্টারের পিছনে দুই আগ্নেয়গিরি থেকে নিক্ষিপ্ত হওয়া দুটো একই রকমের গলিত পাথরের সর্পিলিকার স্ফুলিঙ্গে জ্বলে উঠেছে বিকেলের আকাশটা। মনোমুগ্ধকর একটা দৃশ্য।

অবশেষে, আবারো তার আসনে ফিরে এসেছে হেনরি। চোখ বন্ধ করে ভিক্ষু ডি আলমাগ্রো এবং তার দেওয়া সতর্কতাগুলো নিয়ে ভাবছে হেনরি। এখানকার অনিষ্টতাকে থামানোর জন্য নিজের জীবনই উৎসর্গ করে দিয়েছিল লোকটা।

জ্বলন্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে ফিসফিস করে বলছে হেনরি। 'তোমার মৃত্যু প্রার্থনার উত্তর তুমি পেয়ে গেছো, বন্ধু। শান্তিতে বিশ্রাম নাও এখন!'

BanglaBook.org

সপ্তম দিন
কুজকো

রবিবার, ২৬ আগস্ট, বিকাল ৩:৪৫
কুজকো ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট
পেরু

পুরোনো ছোট এক-ইঞ্জিনের পাইপার সারাগোটা বিমানটা টারমাক* এর দিকে নামতে শুরু করেছে। উপর থেকে রাস্তাগুলোর জটলা এবং কিছু বহুতল ও ইটের নির্মিত ভবনে ছড়িয়ে থাকা কুজকো শহরটা দেখা যাচ্ছে। যদিও দৃশ্যটা মনোরম, তারপরও জানালার কাছ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে স্যাম। সারাটা দিনই বিমানে চড়ে আর পরিকল্পনা করেই কাটাতে হয়েছে তাদেরকে।

আগ্নেয়গিরির উপত্যকাটা দিয়ে আসার সময় তার চাচা হেলিকপ্টারের রেডিও-এর সাহায্য কর্তৃপক্ষ ও তাদের ক্যাম্পে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিল। রেডিওতে ফিলিপের আতঙ্কিত গলা শোনাচ্ছিল। তার কথা শুনে মনে হয়েছে কুঁইচা ইনডিয়ান শ্রমিকেরা ইতিমধ্যেই ক্যাম্প থেকে চলে যেতে শুরু করে দিয়েছে। হেনরি হার্ভাডের শিক্ষার্থীকে নির্দেশ দিয়েছিল যেন সেও তাদের সাথে চলে যায়। ক্যাম্পে নেমে আবার উড্ডয়ন করার মত যথেষ্ট জ্বালানি হেলিকপ্টারে ছিল না। প্রায় কাঁদতে কাঁদতে তাকে উদ্ধারের জন্য মিনতি করছিল ফিলিপ, কিন্তু হেনরি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কুজকোতে ফিরে আসার সিদ্ধান্তেই অটল ছিল।

মাচু-পিচুতে একটা ছোট বাণিজ্যিক বিমানবন্দরে নেমে তার চাচা তাদের যানটা পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেয়। তখনই তারা কুজকোতে আসার জন্য এক-ইঞ্জিনের এই বিমান আর পাইলটকে ভাড়া করে।

যত সুবিধামত পরিকল্পনা করেও খুব একটা ফায়দা হয়নি। কুজকোতে আসতে এরপরও প্রায় পুরো একটা দিন সময় লেগে গেছে।

ল্যান্ড করার জন্য বিমানটা এর উচ্চতা কমিয়ে আনতে শুরু করেছে। আবদ্ধ কেবিনের সিটটায় সোজা হয়ে উঠে বসলো স্যাম। ম্যাগি তার কাঁধে

BanglaBook.org

---

* টারমাক - নুড়ি পাথরে নির্মিত রাস্তা বা রানওয়ে

মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে। ঘুমন্ত মেয়েটার যেন কোন অসুবিধা না হয় সেদিকে সতর্ক আছে স্যাম। বিমানের অন্যান্যরাও তার মতই ঘুমাচ্ছে। তাদের বিশ্রাম নেওয়ার ক্ষমতা দেখে হিংসা হচ্ছে স্যামের। তার পক্ষে তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়া প্রায় অসম্ভব। গত চব্বিশ ঘন্টায় ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো এখনো তার মনে ঘুরপাক খাচ্ছে।

সে মরে গিয়েছিল।

এই ব্যাপারটা সে এখনো পুরোপুরিভাবে হজম করতে পারছে না। হাজার চেষ্টা করেও তার জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া একটা ঘন্টার কথা কোনভাবেই মনে করতে পারছে না সে। তার কোন সাদা আলো বা কোন স্বর্গীয় গায়কদলের কথাও মনে নেই। তার শুধু এতটুকুই মনে আছে যে কুইনোয়ার শস্যক্ষেত্রে তার দৃষ্টি অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, তার বুকে বুলেটের একটা ক্ষত হয়েছিল। আর তারপর সে ওই সোনালি বেদীটার উপর হাঁটছিল। এর মাঝের সময়টুকু পুরোপুরি ফাঁকা হয়ে আছে।

চোখ কুঁচকে রেখেছে স্যাম। অল্প সময়ের স্মৃতিভ্রষ্টতার জন্য ভাগ্যের উপর রুষ্ট হতে পারছে না। মোটকথা হল সে বেঁচে আছে। তারচেয়েও বড়কথা তার ঘাড়ে মাথা রেখে এক লাস্যময়ী লাল-চুলো আইরিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ ঘুমাচ্ছে। ম্যাগির দিকে তাকিয়ে তার গালের উপর চলে আসা আলগা চুলের গোছাটা আঙুল দিয়ে সরিয়ে দিল সে। ম্যাগিকে এখন ঘুম থেকে জাগানো উচিৎ। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা মাটিতে অবতরণ করবে। তারপরও, মেয়েটাকে জাগাতে একদমই ইচ্ছা করছে না। ম্যাগিকে তার এত কাছে পেয়ে খুব ভাল লাগছে তার। যদিও এখন সে কেবল একটা আরামদায়ক বালিশ হিসেবেই কাজ করছে। ম্যাগির চুলের উপর থেকে হাত সরিয়ে আনলো স্যাম। অন্যান্য সব চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছে।

একটা ঝাঁকি দিয়ে বিমানবন্দরের রানওয়েতে ল্যান্ড করেছে ছোট বিমানটা।

ধাক্কা ও হাইড্রলিক ব্রেকের তীক্ষ্ণ শব্দে কেবিনের সবাই ই ঘুম থেকে জেগে উঠতে শুরু করেছে। ঝাপসা চোখে ক্ষুদ্র জানালাটার দিকে ঝুঁকে বাইরের তাকাচ্ছে সবাই।

'এত তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেছি আমরা?' ঘুম ভেঙে হাই তুলতে তুলতে বলছে ম্যাগি। 'এইমাত্রই না ঘুমালাম আমি!'

চোখ ঘুরাচ্ছে স্যাম। যাত্রাটাকে তার কাছে অন্তহীন মনে হয়েছে। 'হ্যাঁ! কুজকোয় স্বাগতম।'

টাওয়ারের সাথে পাইলটদের বিড়বিড় করে বলা কথাগুলো স্যামের আসন থেকেও শোনা যাচ্ছে। ছোট টার্মিনালের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে বিমানটা। আঙ্কেল হ্যাঙ্ক তার সিটবেল্টটা খুলে উঠে দাঁড়িয়েছে,

BanglaBook.org

আড়মোড়া ভেঙে সারিবদ্ধ সিটগুলোর ভিতর দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

আরো পরিকল্পনা ও আয়োজন, মনে মনে ভাবছে স্যাম।

এখানে আসার আগে, স্যাম তার চাচাকে জিজ্ঞেস করেছিল, কুজকোতে আসার জন্য এত তাড়া কেন! তবে তখন অবশ্য তাকে ভদ্রভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। এরপর যখন সে জোর খাটাতে যাবে, তখন ম্যাগি তার কাঁধে হাত রেখে মানা করেছিল। 'উনাকে উনার মতই ছেড়ে দাও!'

ম্যাগির দিকে চোখ ঘুরিয়ে আনলো স্যাম। ম্যাগি এখন ব্যথাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার চাচার দিকে। সমস্যাটা কী? এখনো কি কিছু একটা বলার বাকি আছে?

'বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা ঐ মানুষগুলো কারা?' তাদের পিছন থেকে জিজ্ঞেস করলো নরম্যান।

জানালার দিকে ঝুঁকে গেছে স্যাম। টার্মিনালের হেঁটে যাওয়া রাস্তাটার পাশে একটা ছোট ভিড় জমে আছে। এদের মধ্যে অর্ধেকই কাঁধে রাইফেল নিয়ে স্থানীয় পুলিশের খাকি পোশাকটা পরে রয়েছে। কাঁধে নিউজ ক্যামেরা ও মাইক্রোফোন সহ কয়েকজন সাংবাদিক। আর, অন্যান্যরা স্যুট পরিহিত। তাদের মধ্যে স্থানীয় ও বিদেশী উভয়ই আছে। স্যুটগুলো তাদের সরকারি কর্মকর্তার পরিচয় নির্দেশ করছে।

বুঝাই যাচ্ছে, তার চাচার কলের কারণে কুজকোতে বড় ধরনের আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।

বিমানটা তাদের আরেকটু কাছে এগিয়ে গেছে। পাইলট নিজেকে বন্ধন মুক্ত করে ককপিট থেকে দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। হেনরি মাথা ঝুঁকিয়ে পাইলটের সাথে কিছু নিয়ে আলোচনা করছে। তাদের কথা শেষে চিকন লোকটা বিমানের দরজাটা খুলে হুড়কোতে ধাক্কা দিয়ে সিঁড়িটা নামিয়ে দিয়েছে।

স্যাম তার আসন থেকেই ক্যামেরার শাটারের মেশিন-গানের মত শব্দ এবং গলার স্বরের কোলাহলগুলো শুনতে পাচ্ছে।

দরজার মুখে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে তার চাচা। 'প্রেসের মুখোমুখি হওয়ার সময় হয়েছে, বাছারা। এখনকার যে-কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ব্যাপারে আমরা কী আলোচনা করেছিলাম তা মনে আছে তোমাদের?'

'নো কমেন্ট,' সরস ভাবে জবাব দিল নরম্যান।

'*সিন কমেন্তারিও*,' স্প্যানিশে কথাটার দ্বিরুক্তি করলো ডেনাল।

'ঠিক,' বললো হেনরি। 'সবকিছু গোছানোর আগ পর্যন্ত আমরা শুধু কর্তৃপক্ষের সাথেই কথা বলব।'

সবাইই মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিচ্ছে তার সাথে। বিশেষ করে, স্যাম। নিজের পুনর্জন্মের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলোর সাথে আলোচনা করার কোনও ইচ্ছে নেই স্যামের।

BanglaBook.org

'তাহলে, চলো!' মাথা ঝুঁকিয়ে দরজার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে হেনরি। অন্যরা অনুসরণ করছে তাকে।

●●●

বিমানের বাইরে পা রাখতেই কঁকিয়ে উঠলো হেনরি। এই বিকালের আলোর উজ্জ্বলতার মাঝেও ভিডিও লাইট আর ফ্ল্যাশবাল্বের ঝলকানিতে চোখে ধাঁধা লেগে যাওয়ার অবস্থা তার। চারদিক থেকে ইংরেজি, স্প্যানিশ, পর্তুগিজ, ফ্রেঞ্চসহ বিভিন্ন ভাষায় মানুষ ডাকছে তাদেরকে। পুলিশের একটা চেকলাইন দিয়ে ভিড়টাকে আটকে রাখা হয়েছে।

সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে হেনরির। ভিড়ের মাঝে একজনকে খুঁজছে সে। *জোয়ান*। তার মনের একটা অংশ বলছে যে তার ক্ষিপ্ত কল পেয়ে হয়তো কর্তৃপক্ষের লোকেরা সময়মত মঠে গিয়ে উপস্থিত হতে পেরেছিল। বিমানে করে আসার সময় রেডিওতে প্রতিবেদনের কিছু জানতে পেরেছিল সে, তবে সেগুলো অসম্পূর্ণ ছিল। মঠে মিলিটারিরা হানা দিয়েছিল, এর পর পরই একটা ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ড সঙ্ঘটিত হয়েছিল। অনেকেই মারা গেছে তাতে, কিন্তু এরপর আর কোন খবর আসেনি তার কাছে।

হাতে মুষ্টি পাঁকিয়ে টারমাকের উপর দিয়ে এগুচ্ছে সে। ভিড়ের মধ্যে এখনো তার চোখ খুঁজেই চলেছে। সাংবাদিক, সরকারি কর্মকর্তা, সাধারণ জনতা অনেককেই চোখে পড়ছে তার। কিন্তু, একটা মুখও তার পরিচিত না।

জোর করে কান্না আটকে রেখেছে হেনরি। *আরেকবার না, প্লিজ*। বুকের মধ্যে একধরনের ব্যথা অনুভব করছে সে। ক্রোধ ও অপরাধবোধে পুড়ছে বুকটা। এই ব্যথাটা খুবই পরিচিত তার। এলিজাবেথের মৃত্যুর সময়ও এরকম ব্যথা অনুভব করেছে হেনরি। সে ভেবেছিল, তার স্ত্রী-এর মৃত্যুর শোকটা হয়তো অনেক আগেই চাপা দিয়ে ফেলেছে সে। কিন্তু, জোয়ানকে হারানোর ভয়ে আবারো সেটা জেগে উঠেছে। সত্যি বলতে, আসলে এটা কখনো যায়ইনি। শুধু ইট-সিমেন্ট দিয়ে একটা দেয়াল তৈরি করে রেখেছিল, যেখানে সে শুধু স্যামের উপরই তার পুরো মনোযোগটা দিয়ে রেখেছিল।

কিন্তু এখন কী করবে?

তার অন্তর জ্বলে-পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাচ্ছে।

জোয়ান এখানে নেই।

ধূসর স্যুট পড়া এক লোক এগিয়ে এসে তার পথটা আটকে দিল। 'প্রফেসর কঙ্কলিন, আমি এডওয়ার্ড জেরান্ট, আমেরিকান দূতাবাসের প্রটোকল অফিসার। আলোচনা করার মত অনেক কিছুই আছে আমাদের।'

কোন রকমে তার মুষ্টিকে শিথিল করে হাতটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল হেনরি।

BanglaBook.org

তারপরই, ভিড়ের মধ্য থেকে অন্যান্য শব্দের ফাঁক কেটে বেরিয়ে আসা একটা গলার ডাক শুনতে পেল সে। 'হেনরি?'

জমে গেছে সে।

প্রফেসরের সাথে হাত মিলানোর জন্য হাত বাড়াতে যাচ্ছিল এডওয়ার্ড জেরান্ট, কিন্তু তার আগেই হাতটা সরিয়ে ফেলেছে হেনরি। পাশের দিকে এগিয়ে আচ্ছে সে। পুলিশের ব্যারিকেড ঠেলে একটা ছিপছিপে প্রতিমূর্তি এগিয়ে আসছে তার দিকে।

কণ্ঠস্বর ভেঙে গেছে হেনরির। 'জোয়ান...?'

মৃদু হেসে তার দিকে এগিয়ে আসলো জোয়ান। প্রথমে ফুঁপিয়ে, তারপর অঝোর ধারায় কাঁদতে শুরু করেছে সে। কাছে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরেছে হেনরি। দুইজনই একে-অপরের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, আলিঙ্গনের উষ্ণতায় হারিয়ে গেছে যেন তারা। আরেকবার এমন সুখের অনুভূতি পাওয়ার কথা কখনোই ভাবেনি হেনরি। মৃদু স্বরে বলছে সে, 'ওহ, ঈশ্বর, জোয়ান...আমি ভেবেছিলাম তোমাকে মেরে ফেলেছে। কিন্তু আমি প্রার্থনা...আশা...'

'আঙ্কেল হ্যাঙ্ক?' পিছন থেকে ভেসে এল স্বরটা। তার ভাতিজা জোয়ানের ব্যাপারে কিছুই জানে না। হেনরি এতটাই অপরাধবোধের মাঝে ছিল যে, দুইদিন আগে তাকে দিয়ে জোর করিয়ে নেওয়া সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কাউকেই কিছু বলতে পারেনি। জোয়ানকে নিজ চোখে দেখার আগ পর্যন্ত, ভয় ও অপরাধবোধ চুপ করিয়ে রেখেছিল তাকে।

স্যাম কাছে এগিয়ে আসতেই আলিঙ্গনটা কিছুটা শিথিল করে দিল তারা। কিন্তু, জোয়ানের উপর থেকে চোখ সরাতে পারছে না হেনরি...কখনো সরাবেও না। পিছনে না ঘুরেই তার ভাতিজার সাথে ডঃ জোয়ান এঙ্গেলের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে হেনরি। উষ্ণ ভাবে হেসে স্যামের দিক হাত বাড়িয়ে দিল জোয়ান। তবে, তাদের হাত মেলানো শেষ হতেই আবারো জোয়ানের হাতটা দখল করে নিল হেনরি। 'কিন্তু, তোমার ঘটনাটা কী?' জিজ্ঞেস করছে হেনরি। 'কী ঘটেছিল?'

জোয়ানের হাসি কিছুটা ম্লান হয়ে গেছে এখন। 'পুলিশ হানা দেওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তেই বেরিয়ে পড়েছিলাম আমি। ভাগ্য ভাল যে বেরিয়েছিলাম। কর্তৃপক্ষ মঠের ভিতরে ঢুকতেই, সন্ন্যাসীরা তাদের গবেষণাগারে বানানো ফেইল-সেইফ মেকানিজমটা চালু করে দিয়েছিল। পুরো কাঠামোটাই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এমনকী, *এল সাঙগ্রে* রাখা ঐ ভল্টটাও।' দূরের দিগন্তের দিকে ইশারা করলো।

হেনরির সাথে সাথে স্যামও তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। ধোঁয়া এত ঘন হয়ে আছে যে মনে হচ্ছে যেন আরেকটা আগ্নেয়গিরি আকাশের দিকে বাষ্প নির্গমন করছে।

BanglaBook.org

'আর তার সাথে সাথে বিস্ফোরণে পুরো মঠটাই উড়ে গেছে। **এখনও** পুড়ছে জায়গাটা। এখন কেবল নিচে থাকা ইনকা ধ্বংসস্তুপটাই আস্ত আছে।'

'চমৎকার,' মন্তব্য করলো স্যাম।

জোয়ানের দিকে ঝুঁকে পড়েছে হেনরি। 'কিন্তু, ঈশ্বরের কৃপা যে তুমি পালাতে পেরেছিলে। আমি জানি না, আমি তোমাকে ছাড়া...

জড়োসড়ো হয়ে তার আলিঙ্গনে গুটিয়ে পড়েছে জোয়ান। 'আমি কোথাও যাচ্ছি না, হেনরি। আমার জীবন থেকে একবার ছিটকে গিয়েছিলে তুমি। আরেকবার সেটা হতে দিব না।'

মৃদু হেসে শক্ত করে তাকে জড়িয়ে ধরলো হেনরি। 'আমিও না।'

●●●

তাদেরকে প্রাইভেসি দেওয়ার জন্য মৃদু হেসে তাদের কাছ থেকে সরে এসেছে স্যাম। সে কখনো তার চাচাকে কারো প্রতি এতটা দুর্বল হয়ে পড়তে দেখেনি। আর, বোঝাই যাচ্ছে, অনুভূতিটা দুই পক্ষ থেকেই সমানভাবে আসছে। চাচার জন্য খুশি হলেও, তাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাবার সময় অদ্ভুত এক শূন্যতা অনুভব করছে স্যাম।

কাছেই, দূতাবাসের কয়েকজন কর্মকর্তার সাথে তাদের যাত্রার কিছু অংশের গল্প বলছে নরম্যান। ফটোগ্রাফারের বাচ্চাসুলভ হাসিটা টারমাকের অনেক দূর থেকেও শোনা যাচ্ছে। ডেনালও লেগে আছে তার সাথে। *ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের* ইন্টার্ণের জন্য ছেলেটার ভরণপোষণের দায়িত্ব নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে নরম্যান। মায়ের মৃত্যুর কারণে দরিদ্র এক জীবন ছাড়া ডেনালকে এখানে আটকে রাখার মত কিছু নেইও। ইতিমধ্যেই দুজন মিলে একসাথে নিউ ইয়র্কে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা করে ফেলেছে।

স্যাম আরো একটু দূরে সরে যাচ্ছে। ভিড় থেকে কিছুটা দূরে বিমানের পাখাগুলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সে। ভাবার জন্য কয়েকটা মুহূর্ত দরকার। তার বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর, আঙ্কেল হ্যাঙ্ক আর সে একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গিয়েছিল। তাদের দুঃখগুলো একত্রিত হয়ে দুজনের হৃদয়কে একটা বন্ধনে আটকে রেখেছিল। অন্য কাউকেই তারা সেখানে ঢুকতে দিত না। ভাবতে ভাবতে স্যাম তার চাচার দিকে তাকালো একবার। মানে, এই মুহূর্তের আগ পর্যন্ত দিত না।

স্যাম আসলে নিশ্চিত না যে তার ঠিক কী ধরণের অনুভূতি হচ্ছে। অনেক কিছুই তো ঘটে গেছে। বন্ধনমুক্ত একটা অনুভূতি হচ্ছে তার মধ্যে। একটা নোঙ্গর তাকে আগলে রেখেছিল এতদিন। এখন সেই নোঙ্গর থেকে ছুটে গেছে সে। নিজেকে ভাসমান ভাসমান মনে হচ্ছে তার। টায়ারের কর্কশধ্বনি, ধাতুর পিষে যাওয়া, কাঁচ ভাঙা, সাইরেন, তার মা, তার ভেঙে যাওয়া হাত, ধ্বংসস্তুপ

BanglaBook.org

থেকে টেনে বের করে অ্যাম্বুলেন্সের পেটে ঢোকানো–সবগুলো পুরোনো স্মৃতিই আবারো খোঁচাতে শুরু করেছে তাকে।

হঠাৎ করেই তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ছে। এতদিন পর্যন্ত কেন আটকে রেখেছিল এগুলোকে? কোনভাবেই সে তার কান্না থামাতে পারছে না।

পিছনে কারো উপস্থিতি টের পাচ্ছে স্যাম।

ঘুরে তাকালো পিছনে। ম্যাগি দাঁড়িয়ে, তাকিয়ে আছে তার দিকে।

যেখানে সে তার কাছ থেকে কোন উপহাস বা তার আচরণের জন্য কঠোর দৃষ্টির আশা করেছিল, সেখানে ম্যাগির চোখে শুধু উদ্বেগটাই দেখতে পাচ্ছে স্যাম। প্যারামেডিকদের কেউ তাকে একটা উজ্জ্বল হলুদ উদ্ধারকারী কম্বল দিয়েছিল। বিকালের ঠাণ্ডা বাতাসে এখন সেটাই গায়ে জড়িয়ে রেখেছে ম্যাগি। মৃদু স্বরে কথা বলছে। 'তোমার আঙ্কেল আর ঐ মহিলার ব্যাপারে ভাবছো, তাই না? তোমার মনে হচ্ছে তুমি তাকে হারিয়ে ফেলেছো।'

তার দিকে তাকিয়ে হেসে তার ভেজা চোখগুলো মুছে নিল স্যাম। 'আমি জানি এটা অর্থহীন,' বলছে সে, তার কণ্ঠ সংকীর্ণ হয়ে আছে। 'কিন্তু, এটা কেবল আঙ্কেল হ্যাংকের জন্যই নয়। এটা তার চেয়েও বেশি কিছু। এটা আমার বাবা-মা, রালফ...বলতে গেলে মৃত্যু আমার কাছ থেকে যাদেরকে কেড়ে নিয়েছে তাদের সবার জন্যই।'

অনুভূতিটা কথায় প্রকাশ করতে গিয়ে খুব হিমশিম খেতে হচ্ছে স্যামকে। আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে সে। তার কথাগুলো শোনানোর মত কাউকে দরকার স্যামের। 'আমার এখনো বেঁচে থাকার অনুমতি আছে কেন?' হাত উঁচিয়ে দূরের আন্দিজ পর্বতটার দিকে নির্দেশ করছে সে। 'ঐখানে একবার... আমার বাবা-মায়ের সাথে গাড়ি দুর্ঘটনায় একবার...'

ম্যাগি এখন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। 'আর আমি বেলফাস্টের এক নর্দমায়।'

তার দিকে ঝুঁকে পড়লো স্যাম। সে জানে তার দুঃখগুলো ম্যাগি ছাড়া অন্য আর কেউ বুঝতে পারবে না। 'কে... কেন?' ফোঁপানি আটকে শান্তভাবে জিজ্ঞেস করছে সে। 'তুমি জানো আমি কীসের ব্যাপারে বলছি। উত্তরটা কী? আমি তো এমনকী একবার মরেও গিয়েছিলাম এবং পরে পুনরুজ্জীবিতও হয়েছি! আর, আমার এখনো ওটার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ধারণাও নেই।'

'কিছু প্রশ্নের কোন উত্তর নেই।' হাত বাড়িয়ে স্যামের গালে স্পর্শ করছে ম্যাগি। 'কিন্তু, সত্যি বলতে, স্যাম, তুমি মৃত্যুকে ফাঁকি দাওনি। আমরা কেউই তা পারব না। এমনকী, সবশেষে ইনকারাও কিন্তু পারেনি।' স্যামের আরো কাছে এগিয়ে গেল ম্যাগি। 'বহু বছর ধরে আমি এটা থেকে পালানোর চেষ্টা করেছি। অথচ তুমি তোমার চাচার সাথে মিলে এটার মুখোমুখি হয়েছো। তবে, কোন পথেই কিন্তু কোন উপকার হয়নি। কারণ, সবশেষে মৃত্যুরই জয় হয়। আমরা শুধু চেষ্টাই করে যাই।'

BanglaBook.org

'তাহলে কী করবো আমরা?' তার চোখে চোখ রেখে মিনতি করছে স্যাম।

দুঃখের শ্বাস ফেললো ম্যাগি। 'আমাদের উচিৎ যতটা সম্ভব পরিপূর্ণ ভাবে বেঁচে থাকা।' স্যামের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে সে। 'আমরা শুধু বেঁচে থাকব, স্যাম।'

নতুন করে আসা কান্নাটাকে চেপে রেখেছে স্যাম। 'কিন্তু, আমি বুঝতে পারছি না। কীভাবে–?'

'স্যাম,' স্যামের ঠোঁটে আঙুল রেখে তার কথা থামিয়ে দিল ম্যাগি। মৃদু শব্দ করে তার কাঁধ থেকে কম্বলটা নিচে পড়ে গেছে।

'কী?'

'চুপ করো। চুমু খাও আমাকে।'

তার কথা শুনে চমকে উঠলো স্যাম, তারপর দেখতে পেল যে সে ঝুঁকে গেছে। ম্যাগি ওর হাত দিয়ে ঘিরে ফেলেছে স্যামকে। ঠোঁটে তার ঠোঁটের স্পর্শ পাচ্ছে। ম্যাগির কোমলতা ও উষ্ণতায় ডুবে গেছে সে। এবং অবশেষে সে বুঝতে শুরু করেছে কারণটা।

এই কারণেই বেঁচে থাকি আমরা।

প্রথমে সে ম্যাগিকে কোমলভাবে চুমু খেলেও, পরে সেটা প্রচণ্ডতায় পরিণত হয়েছে। কান দুটো যেন ঝা ঝা করছে। ম্যাগি তাকে নিজের আরো কাছে টেনে নিচ্ছে, তার ঘাড়ের পিছনে হাত বুলাচ্ছে, তার চুলে আঙুল বুলাতে বুলাতে মাথার উপর থেকে তার স্টেটসনটা ফেলে দিয়েছে। আরো কাছে টেনে নিয়েছে তারা একজন আরেকজনকে–দুজনের মধ্যে কোন ফাঁকা জায়গা রাখতে চাচ্ছে না।

ঠিক ঐ মুহূর্তেই, কারণটা পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পেরেছে স্যাম।

এই চুমুতে, কোন দুঃখ নেই...কোন অপরাধবোধ নেই...কোন মৃত্যু নেই।

শুধু আছে জীবন–আর বেঁচে থাকার জন্য এটাই যথেষ্ট। যে কারোর জন্যই।

BanglaBook.org

উপসংহার

দুই বছর পর
বৃহস্পতিবার, ১৯ অক্টোবর, রাত ১০:৪৫
ইন্সটিটিউট অফ জেনেটিক স্টাডিজ
স্ট্যানফোর্ড ক্যালিফোর্নিয়া।

মূল গবেষণা কেন্দ্রের তিন তলা নিচে অবস্থিত গোপন ল্যাবরেটরিগুলোর কক্ষে ভিতরে ঢোকার জন্য হাতের ছাপ দেওয়ার প্যাডের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে লম্বা সাদা ল্যাব কোট পরিহিত একজন লোক। কাছে গিয়ে নীল প্যাডের উপর হাতের তালু সমতলভাবে স্থাপন করলো লোকটা। আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে প্রেশার-সেন্সিটিভ রিডারের ফ্ল্যাশের ঝলকানি দেখতে পাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্যানেলের আলোটা সবুজে পরিবর্তিত হল। রিডারে ছোট ছোট সবুজ অক্ষরে তার নামটা ভেসে উঠেছে DR. DALE KIRKPATRICK.

দরজার হুড়কোগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে উলটে যাওয়ার শব্দ ঘোষণা দিচ্ছে, কম্পিউটার মনিটরিং স্টেশন তার ঢোকার অনুমতি গ্রহণ করেছে। প্যাডের উপর থেকে হাত সরিয়ে দরজার হাতল ধরে টান দিলো সে। ভ্যাকুয়াম সিলটায় টান পড়তেই মৃদু *ভুশ* শব্দ করে বাতাস বেরিয়ে এলো। যেন কেউ মৃদু একটা শ্বাস ছাড়ছে। পাশের রুমের হালকা নেগেটিভ প্রেশারের কারণে দরজাটা খোলার জন্য একটু জোরেই হ্যাঁচকা টান দিতে হচ্ছে মধ্যবয়স্ক এই বিজ্ঞানীকে। বায়োলজিক দূষণকারী পদার্থগুলো যাতে ল্যাবের বাইরে যেতে না পারে, সে কারণে পাশের রুমে এই নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই প্রজেক্টের জন্য খরচের কোন বাছবিচার করা হচ্ছে না। পেন্টাগনের সহায়তায় সরকারের একটা অংশ বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে এই প্রজেক্টের জন্য। যার মধ্য থেকে একটা বড় অংশ সরাসরি তার ব্যক্তিগত বেতন হিসেবে আসছে। ভাবতে ভাবতেই একটা বিকৃত হাসি ফুটে উঠলো বিজ্ঞানীর ঠোঁটে।

দরজাটা টেনে পুরোপুরি খুলতে গিয়ে তার কাঁধ তীব্র ব্যথায় টনটন করে উঠলো। কুঁকড়ে গেল সে। ল্যাবে প্রবেশ করে পিছনের দরজা আবার আটকে দিল সে। জামার হাতার নিচে থাকা ক্ষতের উপর হাত বুলাচ্ছে। জন হপকিনসের হলে যে বুলেট লেগেছিল হাতে, এটা সেই বুলেটের ক্ষত। এটা সারাতে গিয়ে চারটা সার্জারি করাতে হয়েছে। এখনও মাঝে মাঝেই ব্যথা করে

BanglaBook.org

তার। যদিও, এই নিয়ে কোন অভিযোগ নেই তার। **এই ঘটনার পর যে শুধু** সে বেঁচে আছে তাই নয়, সেই সাথে ওইদিন ক্ষুদ্র **পরিমাণ সাবস্ট্যান্স জেডও** নিয়ে আসতে পেরেছিল। ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ **পরীক্ষায় নমুনা হিসেবে** ব্যবহার করা হয়েছিল এই অংশটুকু।

তার আহত হওয়ার খবরটা সঠিক মানুষদের **কাছে পৌছাতেই তারা ডঃ** *কার্কপ্যাট্রিককে* গায়েব করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। **তার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে** দিয়ে, তাকে নিয়ে আসা হয় ওয়েস্ট কোস্টে, স্ট্যান**ফোর্ডের এই ইনস্টিটিউট অফ** জেনেটিক স্টাডিজে। এই ল্যাবটা দেওয়া **হয়েছে তাকে। সেই** সাথে চৌদ্দজনের একটা স্টাফও দেওয়া হয়েছে, যাদে**র প্রত্যেকেরই** সর্বোচ্চ পর্যায়ের গভর্নমেন্ট ক্লিয়ারেন্স রয়েছে।

সারিবদ্ধ গবেষণাগারগুলো পেরিয়ে নিজের অফিসে**র দিকে** এগিয়ে যাচ্ছে ডেল। কম্পিউটার ল্যাবের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময়, একই সরলরেখায় রাখা চারটা ক্রে কম্পিউটার থেকে শোঁ শোঁ শব্দটা শুনতে পেলো। জিন সিক্যুয়েন্সারের তথ্য সংগ্রহ করছে কম্পিউটারগুলো। তার ল্যাবের কাজের তুলনায় হিউম্যান জিনোম প্রজেক্টটাকে এখন বাচ্চাদের ধাঁধার মতই মনে হচ্ছে। হিসাব করে দেখেছে সঠিক কোডটা পেতে প্রায় চার বছরের মত সময় লাগতে পারে। অবশ্য সেজন্য সময় আছে তার কাছে। শিষ দিয়ে উঠে শূন্য ল্যাবের নীরবতা ভেঙ্গে, ডেল তার কি-কার্ডের সাহায্যে দরজা খুলে ব্যক্তিগত অফিসে প্রবেশ করলো।

ল্যাব কোটটা শরীর থেকে খুলে, কাপড় রাখার আলনায় তা রেখে দিল ডেল। গলার টাইয়ের বাঁধন আলগা করে জামার হাতা গুটিয়ে নিচ্ছে। তার ডেস্কের দিকে এগিয়ে গিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চামড়ার নরম চেয়ারে গা এলিয়ে দিল সে।

তার বার্ষিক পর্যবেক্ষণের শেষ অংশটুকু রেকর্ড করে রাখতে চাচ্ছে, যাতে পরের দিন পর্যালোচনার জন্য মার্সি সেগুলো টাইপ করে রাখতে পারে। ড্রয়ার খুলে তার ব্যক্তিগত ডিক্টেটেশন ডিভাইসটা বের করে আনলো ডেল। যন্ত্রটা চালু করে, মাইক্রোফোনটা ঠোঁটের কাছে ধরে রেখেছে।

'স্ট্যাটাস রিপোর্ট, উপসংহার ও মূল্যায়ন,' গলা পরিষ্কার করে মাইক্রোফোনে বলতে শুরু করেছে। 'ন্যানোটেকনোলোজি সবসময়ই তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের একটা অংশ হয়ে আছে। এর সাথে পরীক্ষালব্ধ বিজ্ঞানের চেয়ে অনুমানটাই বেশি জড়িয়ে আছে। তবে, সাবস্ট্যান্স জেডের আবিষ্কারের কারণে, আমরা এখন আমাদের ব্যবহারিক জীবনের বিজ্ঞান ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরমাণুসমূহের নিয়ন্ত্রণ আনার জন্য উপযোগী হয়েছি। গত দুই বছর ধরে আমরা ভ্রূণ-অবস্থার টিস্যুতে সাবস্ট্যান্স জেড থেকে পাওয়া 'ন্যানবায়োটিক' এককের প্রভাব সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেছি। আমরা এটা জানতে পেরেছি যে, মানবভ্রূণের ব্লাস্টুলা স্তরে নিয়ন্ত্রণের প্রভাবটা সবচেয়ে

BanglaBook.org

বেশি কার্যকর হয়। ঐ সময়টাতে বেশির ভাগ কোষগুলো অবিচ্ছেদ্য ও নমনীয় অবস্থায় থাকে। ন্যানোবটগুলোকে তাদের কাজে দেখে এবং রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রসেসের সাহায্যে আশা করছি যে, নিকট ভবিষ্যতেই আমরা প্রথম প্রোটোটাইপ নির্মাণে সক্ষম হব। তবে এখন পর্যন্ত, খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা আবিষ্কার করেছি আমরা। ন্যানোটেকনোলোজিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার প্রথম ধাপ এটা। আমরা এখন সাবস্ট্যান্স জেড-এ ন্যানোবটগুলো স্থাপন করার আসল লক্ষ্যটা জানি।'

চোখ কুঁচকে রেকর্ডারটা বন্ধ করে দিল ডেল। আড়মোড়া ভেঙে ঘাড়ের গিটগুলো শিথিল করে নিচ্ছে। সে তার গবেষণার উপর গর্বিত, তবুও একটা সন্দেহ এখনো খোঁচাচ্ছে তাকে। ডিক্টেশন ডিভাইসটা হাতে নিয়ে, বন্ধ জানালাগুলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সে।

জানালাগুলোর কাছে গিয়ে একটা বোতামে চাপ দিতেই এক ঝটকায় জানালার কপাটখুলো গেছে। পাশের ল্যাবের ইনকিউবেশন কক্ষে থাকা বস্তুগুলো এখন তার চোখের সামনে উন্মোচিত হয়ে আছে। একটা হলুদাভ তরলের মিশ্রণ বুদবুদ করছে। মিশ্রণে ভাসতে থাকা সোনালি কণাগুলোকে জোনাকপোকার মত দেখাচ্ছে। ন্যানোবট কলোনির কণা এগুলো। সাবস্ট্যান্স জেড।

তবে এই বিশেষ পরিপোষক তরলটা ডেলকে এখানে টেনে আনেনি।

তরলের উপর ঝুলন্ত তাক দুটোতে বারোটি নির্মাণাধীন মানবভ্রূণ রয়েছে। হালকা সামনের দিকে ঝুঁকে ভ্রূণগুলো পরীক্ষা করে দেখছে ডেল। ইতিমধ্যেই দ্বিতীয় ট্রিমেস্টারে (তিনমাস কাল) থাকা ভ্রূণগুলোর পাখার উপাঙ্গ গঁজাতে শুরু করে দিয়েছে। ক্ষুদ্র দেহকাঠামোর তুলনায় দুলতে থাকা মাথাগুলোকে বেশি বড় দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে ভ্রূণগুলো তার দিকেই ঘুরে যেতে শুরু করেছে। চোখের পাতাহীন বড় বড় কালো চোখগুলো একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। জট লেগে পাঁকিয়ে থাকা ছোট হাতগুলো আস্তে আস্তে নড়ছে। ভ্রূণগুলোর একটা এর নিজের ক্ষুদ্র বুড়ো আঙ্গুলটা চুষছে। ওটার মুখে চকচক করতে থাকা তীক্ষ্ণ দাঁতগুলো চোখে পড়লো ডেলের।

রেকর্ডারটা আবারো চালু করে মুখের কাছে তুলে আনলো সে। 'আমি এই বিশ্বাসে উপনীত হয়েছি যে, ইনকাদের আবিষ্কার করার উল্কা বৃষ্টির স্বর্ণগুলো, আসলে প্রকৃত পক্ষে, কোন ধরণের অপার্থিব এক-কোষী শুক্রাণু। শারীরিকভাবে নিজেদের মধ্যে স্থানান্তরে অক্ষম হওয়ায়, ভীনগ্রহের প্রাণীরা এই ন্যানোবট প্রোবগুলোকে মহাশূন্যে ছড়িয়ে থাকা নক্ষত্রগুলোয় স্থাপন করে দিয়েছিল। বীজ থেকে যেমন চারা গজিয়ে উঠে, ঠিক তেমনি এই প্রোবগুলোও অসংখ্য গ্রহের মধ্যে উর্বর ভূমি খুঁজে পাওয়ার আশায় মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। অনুভবক্ষম জীবনধারার প্রতি সংবেদনশীল হওয়ায়, সোনালি প্রোবটা খুব সহজেই তার আকৃতি পরিবর্তনের ধর্মের সাহায্যে তাদের

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

শিকারকে কৌতুহলী ও টোপে ফেলতে পারবে। একবার ধরে ফেলার পর, ন্যানবটগুলো যে-কোন 'নিখাদ উপাদান'কেই তার আনবিক স্তর থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করবে। এরকমভাবেই তারা কোন গ্রহের জীবগোষ্ঠীর অনুভবক্ষমতার ধর্ম শোষণ করে নিবে এবং নিজেদের ভীনগ্রহী জাতিকে পুনর্গঠিত করবে। মোটকথা, এভাবেই, গ্রহে গ্রহে তাদের জাতিকে ছড়িয়ে দিতে থাকবে।'

বলা শেষে রেকর্ডকারটা অফ করে দিল ডেল। 'তবে, এখানে নয়,' বিড়বিড় করে বলছে সে।

সামনে ঝুঁকে, বাড়ন্ত ভ্রূণগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়টাকে পরীক্ষা করে দেখছে ডেল। মনে হচ্ছে, এটা ডেলের মনোযোগ টের পেয়ে গেছে। তার থাবাময় ক্ষুদ্র মুষ্টিটা বাড়িয়ে দিয়েছে ডেলের দিকে। কাঁচের ট্যাঙ্কটার গায়ে মাথা ঠেস দিয়ে রেখেছে ডেল। *কী শিখবো আমরা একজন আরেকজনের থেকে? কী আবিষ্কার করবো আমরা?*

ক্ষুদ্র মূর্তিটা তার তীক্ষ্ণ দাঁতের সারি উন্মোচন করে নীরব হিসহিসের ভঙ্গিতে ঠোঁট ফাঁক করে রেখেছে। ডেল অবশ্য এর শিশুসুলভ আক্রমণাত্মক আচরণটাকে আমলে নিতে চাচ্ছে না। নিজের হাতে করা কাজের সফলতায় সে সন্তুষ্ট। কাঁচের উপর হাত ঠেস দিয়ে রেখেছে সে।

'স্বাগতম', নবাগতদেরকে ফিসফিস করে বলছে, 'পৃথিবীতে স্বাগতম।'